













বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

শিবাবতার

# শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্যতীশ্বর-শঙ্করাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থসমূহের সমাবেশ

[ প্রথম খণ্ড ]

নানাশাস্ত্র-পরমাচার্য্য-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত



শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

অষ্টম সংস্করণ

১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যাতিক-রোটারী-মেসিন-বল্ডে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ।

মূল্য ২২ ছই টাকা





বিষয়	ପୃଷ୍ଠା	বিষয়	ପୃଷ୍ଠା
ମୀନାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ର	... ୧୯୯	ଭବାନୀଭୂଜଙ୍ଗ-ସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୨୦
ଭ୍ରମରାଷ୍ଟକ-ସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୦୫	ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣାସ୍ତୋତ୍ର	... ୨୨୮
শারদାভୂଜଙ୍ଗ-প্রয়াতାষ্টক-		আনন্দলহরী-স୍ତୋত্র	... ২৩৬
স୍ତোত্র	... ২১২	দেব্যপরাধক্ষমাପণ-স୍ତোত্র	... ২৪২
অষ্টাষ্টক	... ২১৫	আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী	... ২৪৭
ভବାষ্টক-স୍ତୋত্র	... ২২০	নিরঞ্জন-স୍ତোত্র	... ৪৮৩

## অনুমতি বা আদেশভাগ

মঠାମ୍ନାୟ—	... ୪୮୫		
শାରଦାମଠାମ୍ନାୟ	... ୪୮୫	ମୋହମୁଦଗର	... ୫୦୦
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନମଠାମ୍ନାୟ	... ୪୮୭	ଦ୍ଵାଦଶପଞ୍ଚରିକା	... ୫୦୪
ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠାମ୍ନାୟ	... ୪୮୯	ଚର୍ପଟିପଞ୍ଚରିକା	... ୫୦୭
ଶୃଙ୍ଗେରୀମଠାମ୍ନାୟ	... ୪୯୧	ସାଧନପଞ୍ଚକ	
ମଠାଭୁଷାସନ	... ୪୯୪	ବା ଉପଦେଶପଞ୍ଚକ	... ୫୧୩

ପ୍ରଥମଖଣ୍ଡର ସୂଚୀପତ୍ର ସମାପ୍ତ ।

## ভূমিকা

‘শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা’ বহুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া অল্পমান ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার শঙ্কর-গ্রন্থমালায় প্রচার এ দেশে তখন হয় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যভগবৎকৃত বহুগ্রন্থের সমাবেশ গ্রন্থমালায় ছিল। সংগ্রাহকের অনবধানতায় শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে, এমন দুইখানি গ্রন্থও এই সংস্করণে সংযোজিত ছিল, ১। ‘আত্মজ্ঞান-কথন’ (পূর্ব সংস্করণে পৃঃ ৭৮) তাহার প্রারম্ভেই আছে ‘আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ’। বলা বাহুল্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসেরও উপদেষ্টা দেবর্ষি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দেন নাই। ২। ‘হরিনাম-মালাস্তোত্র’—ইহা বলিরাজ-কৃত ; স্তোত্রান্তে আছে—

হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।

বলি-রাজেন্দ্রেন চোক্তা কণ্ঠে ধার্যা প্রযত্নতঃ ॥

আমরা এই সংস্করণে উক্ত ২টি স্তোত্র বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য-রচিত এমন অনেকগুলি গ্রন্থই আছে, বাহ্য স্তোত্র নহে,—আদেশ অথবা উপদেশস্বরূপ। আদেশ গ্রন্থও উপদেশই বটে, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। আদেশ গ্রন্থে ‘কুরু’—কর বা ‘মা কুরু’—করিও না—ইত্যাদি বিশেষভাবে অলঙ্কার থাকে—এবং তাহাই সেই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। উপদেশগ্রন্থে বিধি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে প্রদত্ত বা উপদেশগ্রন্থের প্রাণস্বরূপ নহে। প্লেস্তর-রূপে, গুরু-শিষ্য সংবাদরূপে, নিজ অভিমতরূপে অথবা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ (প্রকরণ) রূপেই উপদেশ-গ্রন্থসমূহ রচিত। আদেশ ও উপদেশ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি স্তোত্র নামেই পূর্ব পূর্ব সংস্করণে উল্লিখিত হইয়াছে, এবারে তাহার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, যথা ধাত্রাষ্টক-স্তোত্র, দ্বাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র, চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র ইত্যাদি ; এগুলি কোন দেবদেবীর স্তোত্র নহে, তাহা পাঠ করিবামাত্রই বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্তোত্র পূর্ব-সংস্করণে বোঝিত হয় নাই, এবারে তাহার বোঝনা করা হইয়াছে। যথা—হনুমৎপঞ্চরত্ন, গণেশপঞ্চরত্ন, ভ্রমরাষ্টক, বিষ্ণুপাদাঘি কেশান্তস্তোত্র প্রভৃতি। সকল স্তোত্রেরই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্ত্র—আবশ্যকমত ব্যাখ্যা, সংস্কৃত টীকা বা পাদটীকা



প্রদত্ত হইয়াছে। বহু স্তোত্রই পণ্ডিতগণের পক্ষেও সহজবোধ্য নহে, তাঁহাদিগেরই জন্ম সংস্কৃত টীকা। অত্রত্যা স্তোত্রসংখ্যা ( ৫২ ) এই গ্রন্থমালায় আনন্দলহরীস্তোত্র এবং আনন্দলহরী দু'টি নামের দুইটি স্থব আছে। 'আনন্দলহরী-স্তোত্র' এ দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল না। এই স্তোত্র আকারেও ক্ষুদ্র। 'আনন্দলহরী' সুপ্রসিদ্ধ। এই আনন্দলহরীর অনুন ৪৫০ বৎসর পূর্বেরকার সময়চারণ-সম্বন্ধ প্রাচীন টীকা ও তদীয় মন্ত্যমুবাদ এইবারে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসঙ্গে পূর্ব-সংস্করণের টীকা ও অনুবাদ ত' আছেই। আনন্দলহরীর এই প্রাচীন টীকা বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, ৫০ বৎসর পূর্বে মহীশূরে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টীকাকারের নাম লক্ষ্মীধর। তিনি মহাপ্রভুর রূপাঙ্গ উৎকলাদি দক্ষিণদেশাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, সময়চারা ও বহুগ্রন্থ-রচয়িতা। তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক অচ্যুতানন্দকৃত ব্যাখ্যা ও তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া এই সংস্করণেও আনন্দলহরীতে সংযোজিত হইয়াছে। এই আনন্দলহরীর নামান্তর সৌন্দর্যালহরী। টীকাকার লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত পাঠের প্রভেদ অনেক স্থলে আছে। পাদটীকাকারে পাঠভেদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'লক্ষ্মীধরের' নাম বা 'ল' সঙ্কেত ঐ সব পাঠে আছে। অন্তরূপ পাঠভেদও কচিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

এ খণ্ডে যে কতিপয় স্তোত্র যোজিত হয় নাই, তাহা প্রকীরণভাগে বা শেষ খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। আদি অস্তে স্তোত্রপাঠ কল্যাণেরই হেতু। পূর্বে বহুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে যে 'শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত এবং আবশ্যকমতে পরিবর্জিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রথম খণ্ড নামে প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট অংশ অপর খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম স্তোত্রভাগ, তৎপরে আদেশভাগ আছে। তৎপরে উপদেশভাগ প্রকীরণ ভাগের গ্রন্থাবলী এবং লব্ধভাষ্য-ভাগ—হস্তামলকভাষ্য, বিকুসুমেন্দ্রনামভাষ্য, ললিতা জিনতী ভাষ্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। উপনিষদ ভাষ্য ও শারীরক ভাষ্য ব্যতীত আর বত কিছু শঙ্করগ্রন্থ—সমস্তই এই শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালার এক একটি পারিজাত সদৃশ পুষ্প।

আদেশগ্রন্থ—মঠান্নার, মোহমুদগর, বাদশপঞ্জরিকা, চন্দ্রপঞ্জরিকা, এবং সাধন-পঞ্চক। যোগতারাবলি, বাক্যবৃন্তি ও প্রৌঢ়াভূতি অনুজ্ঞাবাক্যবৃত্ত হইলেও সেই অনুজ্ঞাই উহার প্রাপনরূপ নহে, ঐ গ্রন্থগুলি উপদেশগ্রন্থমধ্যেই গ্রহণীয়।

এক্ষেণে আদেশগ্রহ বিষয়ে আবশ্যক বোধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

১। মঠান্নায়।—এক্ষেণে যে ‘মঠান্নায়’ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের। বোধ হয়, গ্রন্থখানি খণ্ডিত, পূর্ণগ্রন্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—চারিটি নহে, পাঁচটি মঠ যে স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রচলিত মঠান্নায় হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কি ইঙ্গিত, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে সেই মঠ, তাহার স্থানাদি নির্দেশ ও তাহার বিলোপাদি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। অপর মঠের নাম স্মেরক মঠ। কাশীধামে তাহার স্থান; তাহাই প্রধান মঠ।\* এখনও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু মঠান্নায় হইতে—তাহার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।\*

আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে ক্ষেমেধর ঘাটের পশ্চিমে মহাবীর মন্দিরের সমীপে যে শৃঙ্গেরি শাখা-মঠ আছে, তাহাই স্মেরক মঠের পুরাতন পীঠ ছিল। মহারাজ মানসিংহের সময়েও স্মেরক মঠের আসন ঐ পীঠেই ছিল। তৎপরে, এক শঙ্করাচার্য্য আত্মমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে বামমার্গ অবলম্বন করেন, প্রকাশ, সেই পথে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার বিভূতিদর্শনে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিদ্বৎ সম্প্রদায়ে ত্রীচক্রপূজা থাকিলেও তাহা শ্রোতমতে সম্পাদিত হইয়া থাকে; বামমার্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কাশীর স্মেরক মঠের—অর্থাৎ সর্বপ্রধান মঠের আচার্য্যের এইরূপ বিপর্য্যয়ে ত্রীশঙ্করাচার্য্য-মণ্ডলে—অতীব বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। খুব সম্ভব, শৃঙ্গেরি মঠের প্রভাব স্মেরক মঠের সৃদৃশই ছিল। সেই মঠাধীশের সহিত বিচার-কলেই হউক, বা তৎপ্রবর্তিত রাজকীয় নিয়োগেই হউক, তাৎকালিক স্মেরক মঠাধীশ “অন্ত্যধারত পীঠোহপি নিগ্রহার্হো মনৌষিণাম্” (মঠান্নায়—মহানুশাসন ১০ শ্লোক) নিয়মানুসারে পীঠচ্যুত হইলেন। তিনি সুপণ্ডিত, বহুশিষ্যমাণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাবান্ আচাৰ্য্য ছিলেন, তাঁহার পীঠচ্যুতি অর্থে স্মেরক মঠের যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে চ্যুতি, কিন্তু তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপকরণ পুস্তকসমূহ, ত্রীযন্ত্র ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাদুকাসহ যখন নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাকে ত্রীযন্ত্র, পাদুকা ও পুস্তকাবলী হইতে বঞ্চিত করিতে কেহ সাহসী হয়েন নাই। তিনি পূর্ব-মঠ হইতে নিজস্ব হইয়া শিষ্যমণ্ডলী প্রদত্ত অর্থসাহায্যে নূতন স্মেরক মঠ স্থাপন করিলেন। সেই মঠ পরবর্তী আচার্য্যের সময় সুগঠিত হয়, এখন তাহা গণেশ মহল্লার

\* স্মেরক মঠের অর্থাৎ গুরুদ্বারীর মঠের বর্তমান আচার্য্য বলেন, “স্মেরক মঠ শারদাবর্তের শাখা।”

গুরুবামীর মঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই মঠের কোন পীঠাধীশ কালী-নরেশের তান্ত্রিক দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, নিকাশিত আচার্য্যের নূতন মঠ স্থাপিত হওয়ার, তাঁহার প্রভাবে পুরাতন স্মেরু পীঠ নিশ্চয় হইয়া গেল,— ইহাতে অগ্রাশ্র পীঠাধীশগণ মিলিত হইয়া মঠায়্য হইতে স্মেরু মঠকে বহিষ্কৃত করিলেন। তাহাতে যে সকল দেশে স্মেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের সমধিক প্রভাব ছিল, তত্তাবতের নামও উঠিয়া গেল। আর পুরাতন স্মেরু মঠ শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ নামে গৃহীত হইল। জ্যোতির্ষ্মঠ বা জ্যোশী মঠের আচার্য্যও সম্ভবতঃ পরে স্মেরু মঠাচার্য্য-বর্গের প্রভাবে বায়মার্গ গ্রহণ করিতে তিনিও পীঠচ্যুত হইলেন, তাঁহার সম্পত্তি রাজকীয় অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাবেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, তথায় শুদ্ধমঠ আর স্থাপিত হয় নাই। ‘মঠায়্য’ পুনঃ সঙ্কলনের পরে জ্যোতির্ষ্মঠের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাও মনে হয়। আমার অনুমিত এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান, পোষক প্রমাণ আমি যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই—

(১) কালী সারনাথ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অগ্রতম প্রধান স্থান ছিল, কালীর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য ভগবান্ আচার্য্যের বহু আগ্রাসের কিংবদন্তী সুপ্রসিদ্ধ। সেই আচার্য্য, বৌদ্ধপ্রাবৃত অঙ্গ বঙ্গ মগধকে গোবর্দ্ধন পীঠের শাসনাধীন করিলেন, কিন্তু কালী অঞ্চলের নামমাত্রও করিলেন না; মধ্যদেশ, ব্রহ্মর্ষি দেশের নামও করিলেন না; প্রয়াগ অযোধ্যা মথুরা প্ৰভৃতি স্থান—যাহা বর্ত্তমানে ইউ, পি বলিয়া অভিহিত, তাহার বহুলাংশের নামই কোন পীঠের বিভাগমধ্যে নিবেশিত হয় নাই, প্রকাশিত মঠায়্য পাঠ করিলেই বুঝিবেন; কিন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব।

(২) পুরীধামের শ্রায় বা তদপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপীঠ কালীধামে একটি প্রধান মঠ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তদধীন দেশসমূহ কিয়দংশে অপর মঠাধীশগণ বিভাগ করিয়া লইলেও স্মেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের প্রভাবভুক্ত দেশগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইলে প্রদেশব্যাপী গোলযোগের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত হইলেন, ইহা অনুমান হয়।

(৩) আমি বিশ্বস্তস্থানে শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহের এক দানপত্র মানসরোবরের সীমামধ্যে অগ্নিকোণে স্মেরু মঠের উল্লেখ আছে। (এই দানপত্র নাকি জঙ্গম বামীর অধীনে আছে)। বর্ত্তমান স্মেরু মঠ মানসরোবর হইতে অনেক দূরে এবং উত্তর দিকে। আর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠ অগ্নিকোণেই আছে।

(৪) গোবর্দ্ধন মঠে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের যেমন মন্দির-প্রস্তরময় মূর্তি আছেন, কান্দির শৃঙ্গেরি শাখা-মঠমধ্যেও ঠিক সেইরূপ মূর্তি।

(৫) বর্তমান স্নমেরু মঠে আচার্যের পাছকা এখনও আছে ; কিন্তু মূর্তি নাই।

(৬) ছল্ভ পুস্তকাবলি বর্তমান মঠাধীশের পূর্ববর্তী কোন স্বামী—বহুমূল্যে ইউরোপে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী এখনও বর্তমান আছেন।

(৭) মঠ বিষয়ে আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ২১ খানি গ্রন্থে স্নমেরু মঠের ও তাহার অধীন দেশ-সমূহের উল্লেখ আছে। ৬তারকেশ্বরের মোকদ্দমার সময়ে সেই গ্রন্থ স্নমেরু মঠ হইতে আনীত হয়, তাহার নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই। কিন্তু স্নমেরু মঠের বর্তমান আচার্যের মত এই বৃত্তান্তের অল্পকূল নহে। তিনি বলিয়াছেন, স্নমেরু মঠ—শাখা শারদা মঠ। বাহা হউক, আমি বাধা সম্ভাবনা করিয়াছি, তাহার তথ্য নির্ণয় আবশ্যক।

ফলতঃ ৬কান্দিধামে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের এক প্রধান পীঠ ছিল—তাহাতে আমি অনেকটা নিঃসন্দেহ। ‘মঠান্নাগ্রে’ তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় ইহা যে খণ্ডিত, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। তথাপি যখন অপূর্ণ হর্ষচরিতও বাণ-ভট্টের কীৰ্ত্তি-রক্ষক বলিয়া আদৃত, তখন খণ্ডিত মঠান্নাগ্রই বা আচার্যের অল্প-শাসন-রক্ষক বলিয়া আদৃত না হইবে কেন? এই হিসাবেই আমরা তাহার আদর করি। কিন্তু এই খণ্ডিত মঠান্নায় ভাষার তুলনা করিলে আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারই কথাগুলি—তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিধান গুলি যদি পরে অল্প কাহারও দ্বারা লিপিবদ্ধও হইয়া থাকে—তথাপি বিধান-রচয়িতারূপে আচার্য্য দেবের মৌলিক সধক যে এ গ্রন্থে আছে, তাহা ত’অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই কারণে ভগবানের ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রকৃষ্ট মঠ বিষয়ে বিশেষ ভাবের আদেশ মঠান্নাগ্রকে প্রথম আসন প্রদান করিয়াছি।

২। মোহমুদগর। ‘বাণীবিলাসের প্রকাশিত এক মোহমুদগরই—তিনখানি পুস্তিকার সমষ্টি অর্থাৎ দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকা সেই মোহমুদগরের অন্তর্গত ; উহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ও অল্প কতিপয় প্রদেশে তিনখানি গ্রন্থেরই নাম নির্দেশ আছে। যদিচ এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে মোহমুদগর ও দ্বাদশপঞ্জরিকার অনেক পত্র একেবারেই অভিন্ন, তথাপি কয়েকটি শ্লোক : উভয় গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন।

শিষ্যভেদে আদেশের বা আজ্ঞার আকার-ভেদ হওয়া বিচিত্র নহে।

‘মোহমুদগর, গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশ ; দ্বাদশপঞ্জরিকা গুরুশিষ্য শিষ্যের প্রতি গুরুভক্ত হইবার আদেশ। আর চর্পটপঞ্জরিকা ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ার্থ উপদেশ। মোহমুদগরে বোড়শ শ্লোক, দ্বাদশপঞ্জরিকায় দ্বাদশ শ্লোক, ইহা গ্রন্থকারের রচনাতেই প্রকাশিত আছে, মোহমুদগরের অন্তিম শ্লোক ‘বোড়শ’ পঞ্জাটিকাভিরশেষঃ’ আর দ্বাদশপঞ্জরিকার অন্তে ‘দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ’! অতএব ঐ দুইখানি গ্রন্থ এক হইতে পারে না। বাণীবিলাস সংস্করণে ‘বোড়শপঞ্জাটিকাভিঃ’ ‘দ্বাদশপঞ্জরিকাময়ঃ’ এই দুইটি শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাণীবিলাস মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১টি মাত্র, কিন্তু ঐ দুইটি শ্লোক স্বীকার করিলে কেবল ‘মোহমুদগর’ নাম ব্যবহার করা যায় না। আমরা বহুদেশপ্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রন্থত্রয় মানিয়া লইয়াছি। মোহমুদগর ষথার্থ নাম— এই নাম-বাধার্থ্য রক্ষার জন্ত এবং পূর্ব-মুদ্রিত গ্রন্থমালার মোহমুদগরে আদেশ বা উপদেশাত্মক পঞ্চ ১৫টি মাত্র ছিল—সেই নূনতা পূরণের জন্ত—বাণীবিলাসের একটি শ্লোক ইহাতে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে রচনা-রীতিক্ষম-ভঙ্গ ছিল, তাহা নিপিকরপ্রমাদমূলক বলিয়া সংশোধন করিয়া নিবেশিত করা হইয়াছে। পাদটীকা সহ বোড়শ শ্লোকটি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাণীবিলাসের মোহমুদগরে আর দুইটি শ্লোক অধিক ছিল—বাহা আমাদিগের মোহমুদগর, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকাতে ছিল না, সে দুইটি শ্লোক চর্পটপঞ্জরিকাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বসম্মত বাণীবিলাস-মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১। আমাদিগের মোহমুদগর প্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মোট ৪৯। তবে এতদ্ব্যতীত কয়েকটি শ্লোক—একাকার বা প্রায় একাকার।

৩। ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা’ পূর্ব-সংস্করণে ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র’ এইরূপ নাম ছিল। আদেশ বলিয়া স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। পঞ্জরশব্দের অর্থ শরীর-বন্ধু অস্থি। এই আদেশ গ্রন্থশরীরের দ্বাদশটি পঞ্চ দ্বাদশখানি অস্থি সূচক। ইহাই দ্বাদশপঞ্জরিকা নামের অর্থ।

৪। ‘চর্পটপঞ্জরিকা’—ইহারও চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র নাম ছিল, একই কারণে স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। এই আদেশ-গ্রন্থ—দেহের অস্থি অধিক এবং ব্যাপক,—জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি দুইটি সাধনকে ব্যাপিয়া ইহা অবস্থিত, এই কারণে এবং সংখ্যাধিক্যেও বটে—পঞ্জরহীন পদ্মাবলি, চর্পট—ফার—বিভূত। এই কারণে ইহার নাম চর্পটপঞ্জরিকা।

୧। **সাধନপঞ্চକ**—ବାଣୀବିলাସ মুଦ୍ରିତ পুস্তকে ইହା ‘উପদেশপঞ্চক’ নামে উল୍ଲିখিত ।

অତଃপর উপদেশ গ্রନ୍ଥ ; ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ବୋଧି ତତ୍ତ୍ବାବତ୍ତେର ପରିଚୟ ପାଇବେନ । ଐ  
 ସକଳ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପୂର୍ବ-ସଂସ୍କରଣେ ସେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାବତ୍ତ ହইয়াছিল, ତାହା ପାଠକେର ସ୍ୱାଗତ  
 କରିବାର ପক্ষে ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ଏହି କାରଣେ ଠିକ ଆକ୍ରମିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନା  
 ହইଲେও ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସଂଶୋଧନ  
 କରା ହইয়াছে । ସେ ସକଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୂତନ ସଂଗୃହୀତ, ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ବାସ୍ତବ୍ୟାଦି  
 ସମଗ୍ରହି ନୂତନ ।

କାଶୀଧାମ,  
 ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ,  
 ୧୩୪୧ ।

}

ସମ୍ପାଦକ—  
 ଶ୍ରୀପଦ୍ମାବତୀ ତର୍କରତ୍ନ ।



# শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা

## প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্কুরদাত্ততত্ত্বং,  
সচ্চিৎস্বখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্ ।  
যস্ত প্রজাগর স্বষুপ্তমবৈতি নিত্যং,  
তদব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসজ্জঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—আমি হৃদয়ে স্মরিত, সচ্চিদানন্দ, পরমহংসগণের গতিস্বরূপ,  
( জাগ্রৎস্বপ্ন-স্বষুপ্তির অতীত বলিয়া ) তুরীয়, আত্মতত্ত্ব ( নিজস্বরূপ ) প্রাতঃকালে  
স্মরণ করিতেছি,—আমি জাগ্রৎস্বপ্ন-স্বষুপ্তির নিত্য দ্রষ্টা, অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য ;  
ভূত-সজ্জ অর্থাৎ দেহাদি আমি নহি ॥ ১ ॥

প্রাতর্ভজামি মনসাং বচসামগম্যং,  
বাচো বিভাস্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ ।  
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং-  
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—মনোবাক্য ও বাক্য দ্বারা ষাঁহাকে জানিতে পারা যায় না,  
ষাঁহার প্রসাদে বাক্য-সকল প্রকাশ পায়, বেদ-সকল “নেতি নেতি” বাক্য দ্বারা  
ষাঁহার বর্ণন করেন এবং দেবদেব, অজ, অচ্যুত, সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন,  
প্রভাতকালে আমি তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নামামি তমসং পরমর্কবর্ণং,  
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্ ।

যস্মিন্মিদং জগদশেষমশেষমূর্তৌ,

রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি তমোগুণের অতীত অর্থাৎ তমোগুণ ষাঁহাকে আশ্রয়



করিতে সমর্থ নহে, স্বর্ঘ্যের ছায় ঘাঁহার জ্যোতিঃ, যিনি পূর্ণ, সনাতনপদ ও পুরুষোত্তম নামে কীৰ্ত্তিত, রজ্জুতে সর্পের ছায় অশেষমূৰ্ত্তিধারী, ঘাঁহাতে এই নিখিণ জগৎসংসার অবভাসিত হয়, প্রভাতকালে পুরুষোত্তম আখ্যায় আখ্যাত সেই পূর্ণ সনাতন বস্তুকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্ ।

প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্ত স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রাতঃস্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—এই পবিত্র শ্লোকত্রয় ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ । প্রভাতকালে যে ইহা পাঠ করিবে, তাহার পরমপদলাভ হইবে ॥ ৪ ॥

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## গঙ্গাস্তোত্র ।

ত্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ ।

দেবি স্বরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।  
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—দেবি গঙ্গে ! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি ! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই । জননি ! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক ॥ ১ ॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।

নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি ! মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—দেবি ! ভাগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভুলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি সৰ্ব্বপ্রাণীকে সুখ প্রদান করিয়া থাক । মাতঃ ! তোমার মহাশ্রয় নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছু জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- গঙ্গে ! তুমি ত্রিহরির পাদপদ্মসমুদ্ভূত নদী । দেবি ! তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ছায়া স্বেতবর্ণ । তুমি কৃপা পূর্ব্বক আমার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ।

মাতর্গঙ্গে ! ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! যে ব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরম-পদ পাইয়াছে । গঙ্গে ! যে মানুষ তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না বাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।

ভীষ্মজননি জয় মুনিবরকণ্ঠে, নর-নরকাস্ত্রে \* ত্রিভুবনধন্থে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- দেবি গঙ্গে ! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, পর্ব্বতপতি হিমালয় তোমার স্রোতে বিদীর্ণ হইয়া তোমার তরঙ্গকে অলঙ্কৃত করিতেছে । তুমি ভীষ্মের জননী এবং জহ্নু মুনির কণ্ঠা, তুমি নরকাস্তকারিণী, ত্রিভুবনে তুমিই ধন্থা । তোমার জয় ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যন্ত্ৰাং ন পততি শোকে ।

পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, সুরবনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তুমি কল্পতরুর ছায়া ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্ত-বৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক । যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না । দেবি ! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, ( তাই ) দেবরমণীগণ চঞ্চলকটাক্ষে তোমাকে দর্শন করেন । অর্থাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যদি সমগ্রপ্রবাহই সমুদ্রের অঙ্কে অর্পণ কর, এই ভয়ে দেবরমণীগণের চঞ্চল কটাক্ষ তোমার প্রতি অর্পিত হয় ॥ ৬ ॥

\* ‘নরকনিবারিণি ত্রিভুবন’ এই পাঠে ছান্দোগ্যদোষ । কেহ কেহ বলেন, দ্রুতপাঠে তাহার পরিহার করিবেন । কিন্তু স্তবপাঠ ঐ প্রকার দ্রুতভাবে কর্তব্য নহে ।

তব চেম্মাতঃ শ্রোতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে মোহপি ন যাতঃ ।  
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- গঙ্গে ! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুন-  
রায় সে জননী-জঠরে প্রবেশ করে না । হে জাহ্নবি ! তুমি নরক নিবারণ কর  
এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, তোমার মাহাত্ম্য অতীব উচ্চ ॥ ৭ ॥

পুনরসদঙ্গে \* পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।

ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, স্নখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তোমা হইতেই লোকের পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি হয়,  
তোমার তরঙ্গ সকল পবিত্র, জাহ্নবি ! তোমার কটাক্ষপাত কৃপাপূর্ণ, তোমার জয়  
হউক, জয় হউক । মাতঃ ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্ৰের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জল  
হইয়া আছে, তুমি সকলকে স্নখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়,  
তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি ! কুমতিকলাপম্ ।

ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ভ্রমসি গতিশ্রম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- হে ভগবতি ! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ  
ও কুমতিসমূহ হরণ কর । তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীৰ হারস্বরূপে  
বিद्यমান আছ । দেবি ! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি  
কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু করুণাময় কাতরবন্দ্যে !

তব তটনিকটে যন্ত নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তন্ত বিলাসঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা ;  
লোকে কাতর হইলেই তোমাকে বন্দনা করে, তুমি আমাকে কৃপা কর । মাতঃ !  
যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে  
সুখভোগে অধিকার হয় ॥ ১০ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।

অথ গব্যুতো স্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! বরং তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি,

তোমার তীরে ক্ষীণতর কুকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশঘরমধ্যে অতি  
দীন চণ্ডাল-কূলে জন্ম পরিগ্রহ করি, তথাপি দূরদেশে নরপতিকূলে উৎপন্ন  
হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরী পুণ্যে ধন্তে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্তে ।

গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২॥

**অনুবাদ** ।—দেবি ! তুমি জিহ্ববনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা  
হইতে কাহারও প্রাধান্ত নাই, তুমি জলময়ী ও মুনিবর-জঙ্ঘুর নন্দিনী । যে  
মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যেযাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেযাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।

কান্ত-মধুরপদ-পঙ্খটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩॥

শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং স্তোত্রমিদং নৃষু দদদভিলষিতম্ ।

পঠতি তু বিষয়ী ন ভবতি তপ্তঃ শ্রীগঙ্গাস্তব ইতি চ সমাপ্তঃ ॥১৪॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিত্য সুখস্বরূপ  
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । অতি মধুর ও কোমল পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত  
পঙ্খটিকা ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত এই স্তব মনুষ্যবৃন্দে অভিলষিত  
ফল প্রদান করে । বিষয়ী ব্যক্তি ইহা পাঠ করিলেও ( বিষয় ) তাপ হইতে  
গুক্ত হয় । এই শ্রীগঙ্গাস্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৩-১৪ ॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত ।

## গঙ্গাষ্টক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ভগবতি ভবলীলার্মোলিমালে তবাস্তঃ-

কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশস্তি ।

অমরনগরনারীচামরআহিণীনাং,

বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুষ্ঠন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যে ভগবতি গঙ্গে ! তুমি হরের মন্তকস্থিত লীলামালা-  
স্বরূপ । যে সকল প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহার কলিকালীন

সৰ্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয়রহিতভাবে চামরধারিণী সুরনারীগণের অঙ্কে বিলুপ্তিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও স্বর্গভোগ হয় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমূল্লাসয়ন্তী,  
 স্বলোকাদাপতন্তী কনকগরিগুহাগুণশৈলাৎ স্থলন্তী ।  
 ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুষ্ঠন্তী ছুরিতচয়চমুং নির্ভরং ভৎসয়ন্তী,  
 পাথোধিঃ পূরয়ন্তী সুরনগরসন্নিং পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- ( ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত ও আকাশপথে প্রবাহিত হইয়া ) ব্রহ্মাণ্ডকে বিখণ্ড ( তীরদ্বয়ে পরিণত ) করিয়া যিনি মহাদেবের মস্তকোপরি জটাসকলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময় স্নানের পর্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্বক তত্রতা গুণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছেন, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইয়া শেষে কলুষচয়-চমুকে অশেষ প্রকারে তাড়না করিতেছেন এবং ( অগস্ত্য-শোষিত ) সাগরকে যিনি পূর্ণ করিয়াছেন, সেই পাবনকারিণী সুরধুনা আমাদেরগকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

মজ্জন্মাতঙ্গ-কুন্তু-চ্যুত-মদ-মদিরামোদ-মভালি-জালাং,  
 স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগ-বিগলৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গ-পিঙ্গম্ ।  
 সায়াং প্রাতস্মুণীনাম্ কুশ-কুসুম-চয়ৈশ্ছন্ন-তীরস্ব-নীরং,  
 পায়াম্নো গাঙ্গমস্তঃ করি-করভ-করাক্রান্ত-রংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- স্নানরত দন্তিগণের মদ-মদিরা-মোদ-মত্তভ্রমর-যুক্ত, সিদ্ধ-রমণীগণের স্নানধৌত-স্তনকুঙ্কম-সঙ্গে পিঙ্গলিত, মুনিগণের সায়াং-প্রাতঃসমর্পিত কুশ-কুসুমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন তীরনীরসঙ্গত, করিকরভ-করাঙ্কালিত তরঙ্গবেগ-সম্পন্ন গঙ্গাপ্রবাহ আমাদেরগকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং,  
 পশ্চাৎ পল্লগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্ ।  
 ভূয়ঃ শঙ্খজটাবিভূষণমণির্জহোর্মহর্ষেরিয়ং,  
 কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যিনি হিমালয়-দুহিতৃরূপে প্রথমে আদি ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে

অবস্থিত সলিল, পরবর্তী কল্পে অনন্ত-শয়ন ভগবান্ নারায়ণের পাবন-পাদোদক, তৎপরে ( ভগীরথ-তপস্যা-বলে, ভূতলাবতরণসময়ে ) শঙ্কর-জটাজুটের ভূষণ ও ক্রমে জহ্নুমহর্ষির কণ্ঠা ( জাহ্নবী হইয়া ) ভূতলে, এই তিনি ভগবতী ভাগীরথী-রূপে ( জনগণের ) কল্মষ নাশ করিতেছেন । [ হিমালয় পর্বতের ঔরসে স্নমেক-চুহিতা মনোরমার গর্ভে গঙ্গার প্রথম আবির্ভাব হইলে, দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার স্থিতি ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে, ইতাই প্রথমচরণে বর্ণিত, বামনাবতারে উর্দ্ধীকৃতচরণ-পরিম্পৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধ্বস্ত জলই গঙ্গাজলরূপে উদ্ভূত, কল্লান্তরে গঙ্গার মূল উৎপত্তি অন্তর্নিধিও দৃষ্ট হয় ] ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী,  
পারাবার-বিহারিণী ভবভয়-শ্রেণী-সমুৎসারিণী ।  
শেযাহেরনুকারিণী হরশিরো-বল্লী-দলাকারিণী,  
কাশী প্রান্ত-বিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—গঙ্গাদেবী পর্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, জন্মমরণাদি ভবভয়-সমূহ বিনাশ করেন, ইনি অনন্ত নাগের অনুকরণ-রতা অর্থাৎ সর্পবৎ বক্রগতিযুক্তা, মহেশ্বরের নৃত্যকে লতাপ্রতানরূপে বিষ্ণুমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা ॥ ৫ ॥

কুতোহবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,  
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি ।  
তদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভূতাং,  
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোহপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ গঙ্গে ! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা নয়নপথে পতিত হয়, তবে—তাহার অবীচি প্রভৃতি নরকসম্ভাবনা কোথা হইতে হইবে, যে তোমার জল পান করে, তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি দেহি-গণের দেহ তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রপদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোহং,  
 বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি ।  
 সকলকলুষভঞ্জে স্বর্গসোপানসঞ্জে,  
 তরলতর-তরঞ্জে দেবি গঞ্জে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাত্রা-  
 হারে সমস্ত বিষয়-বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া যেন ত্রিকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতে  
 পারি, তুমি সর্বপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ,  
 তরলতর-লহরি-মালিনি, মাতঃ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ শান্তুবি শম্বুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং,  
 ত্বত্তীরে বপুষোহবসানসময়ে নারায়ণাজিহ্নুদ্বয়ম্ ।  
 ত্বন্মাম স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে,  
 ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাস্বতী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমি শম্বুর নিজস্ব, শম্বুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ ।  
 আমি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার তীরে  
 স্বীয় শরীর বিতস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ ও তোমার নাম স্মরণ  
 করিতে করিতে উৎসবস্বরূপ মদীয় ভবিষ্যৎ প্রাণপ্রয়াণসময়ে অদ্বৈত হরিহরাত্মক  
 ব্রহ্মে আমার অচলা ভক্তি হয় ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ ।  
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥  
 ইতি গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টকস্তোত্র পাঠ  
 করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিনাভ করিয়া ( অন্তিমে ) বিষ্ণুলোকে  
 গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গঙ্গাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ত্বভীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,  
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমূর্তৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে ।  
মদ্ভাপো মনুজোহ্যমস্ত হরিণা প্রোক্তঃ শবস্তৎক্ষণা-  
ভম্মধ্যাদ্ভৃগুলাঙ্গনো গরুড়গঃ গীতাম্বরো নির্গতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে মণিকর্ণিকে ! তোমার তীরে কোন প্রাণীর প্রাণত্যাগরূপ  
উৎসব উপস্থিত হইলে তাহার সাযুজ্যমুক্তিদারী হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ  
হয় । ‘এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক ।’ হরি এই কথা শবের উদ্দেশে  
বলিলে, তৎক্ষণাৎ সেই শবদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত গীতাম্বর-  
ধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাণ্ডাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন-  
র্জ্জায়ন্তে মনুজাস্ততোহপি পশবঃ কাটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ ।  
যে মাতঙ্গমণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জান্তি নিফল্মবাঃ,  
সাযুজ্যেহপি কিরাটকৌস্তভধরা নারায়ণাঃ স্যূর্নরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন ভোগকালের অবসান হইলে  
পতিত হন, তাঁহারা পুনরায় মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং  
কালান্তরে কৰ্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীট-পতঙ্গাদি  
হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে ! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে  
একবারমাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরাট ও কৌস্তভধারী  
নারায়ণ হইয়া থাকে, পুনঃ পতন হয় না ॥ ২ ॥

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরৌ সালঙ্কতা গঙ্গয়া,  
তদ্রৈয়ং মণিকর্ণিকা স্নখকরৌ মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী ।  
স্বলৌকিস্তলিতঃ সইব বিবুধৈঃ কাশ্য। সমং ব্রহ্মণা,  
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ ॥



**অনুবাদ :-** কালীপুরী সর্বপ্রধান মুক্তিনগরী, গঙ্গা তাঁহার অলঙ্কার, মণিকর্ণিকা সেই গঙ্গামধ্যে নিরতিশয় সুখদায়িনী । কারণ, মুক্তি তাঁহার দাসী । একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বর্গকে কালীর সঙ্গে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কালীর গুরুতা প্রযুক্ত কালী ক্ষিতিতলে অবস্থিত হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল ॥ ৩ ॥

গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যন্তমা,  
তত্ৰাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ ।

দেবানামপি ছল্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং,  
পূর্বোপার্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্ভজনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ :-** সমস্ত গঙ্গাতীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর-মধ্যেও কালী উত্তম, সেই কালীমধ্যে মণিকর্ণিকা অতিশয় উত্তম, (যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই) স্বয়ং ঈশ্বর (তৎক্ষণাৎ) সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন । অতএব পাপবিনাশদক্ষ এই স্থান দেবগণেরও চর্চভ্যাস ; ও পূর্ব-পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপুঞ্জজাপক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ইহা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

দুঃখাস্তোনিধি-মগ্ন-জন্তু-নিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-  
ধ্যাতৈতদ্ধি \* বিরঞ্চিতা বিরচিতা বারাগসী শর্মদা ।  
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোহপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ,  
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্মার্থকামোত্তরা ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :-** যে সকল জীব নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরঞ্চিত (দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের) সুখদায়িনী এই বারাগসী পুরী নির্মাণ করিয়াছেন । সকল লোকই অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান স্বর্গসুখপ্রদ ও ভোগান্তে পতন এই সকল লোক হইতেই হয়, অতএব কালী হইতে ঐ সকল লোক লঘু, কিন্তু কালী-পুরী ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে ; সুতরাং কালীই জীবগণের সর্বদা মঙ্গলসাধন করেন ॥ ৫ ॥

\* ‘জ্যৈতদ্ধি’ ‘জাড়া তদ্ধি’ এই দুই পাঠও এ স্থলে দৃষ্ট হয় ।

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো,  
যোহপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরোমাধবঃ ।  
হে মাতঃশ্রীমণিকর্ণিকে, তব জলে মৰ্জ্জান্তি যে মানবা,  
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং ষাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণরূপে বিद्यমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক ; আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ উমাপতি শঙ্করও এক ; কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে ! যে সকল মানব তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা (প্রত্যেকেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হওয়াতে) বহু রুদ্র ও হরি হইয়া থাকেন ; কিন্তু কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হয় ? অর্থাৎ তোমার গাছাখ্যা অদ্ভুত ॥ ৬ ॥

ত্বত্তীরে মরণস্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে,  
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রক্ষুং সদা তৎপরঃ ।  
আয়াস্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রভূত্যাগতোহভূৎ সদা,  
পুণ্যোহসৌ বৃষগোহথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্মতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- দেবি মণিকর্ণিকে ! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের প্রশংসা করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণ-ত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্র নয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন, সে যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্যদেব এই ব্যক্তি বৃষ বা গরুড়ে আরুঢ় হইয়া কোন মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, ইত্যাকার চিন্তা করত তাহাকে সহস্রকিরণ দ্বারা প্রভূত্যাগমন করেন ॥ ৭ ॥

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্পপমজং পুণ্যং ন বন্তুং ক্ষমঃ,  
ঈয়ৈরন্দশৈশ্চতুম্বুখৈশ্চরো বেদার্থদীক্ষাশুক্রঃ ।  
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তং পুণ্যপারং গত-  
ত্বত্তীরে প্রকরোতি স্পৃগুপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- বেদার্থের দীক্ষাশুক্র, দেবশ্রেষ্ঠ চতুরানন, ঈয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন-কালীন-মণিকর্ণিকা-স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাছাখ্যা

জানিতে পারেন । যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রস্থত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণু বা শিব প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কৃচ্ছৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,  
তৎসর্বং মণিকর্ণিকান্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ ।  
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিঃ,  
তীর্থী পল্লববৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥ ৯ ॥  
ইতি মণিকর্ণিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ**।—বহু শতকোটি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে যে পাপনাশ হয়, বহু অশ্বমেধে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই মণিকর্ণিকায় স্নানজনিত পুণ্যের অন্তর্গত । আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য কুদ্ জলাশয়ের তায় সংসারসাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মণিকর্ণিকাষ্টক সম্পূর্ণ ।

## কাশী-স্তোত্র ।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—জনক-জননী যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিজ বন্ধু-গণ কর্তৃক যাহারা পরিত্যক্ত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ১ ॥

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**।—যাহারা জরা দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা ব্যাধির গ্রাসে নিপতিত, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ২ ॥

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদভিরহনিশম্ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**।—যাহারা দিবারাত্র পদে পদে বিপজ্জালে আক্রান্ত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৩ ॥

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ ।

যেযাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেযাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা রাশি রাশি পাতক দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা দারিদ্র্য দ্বারা পরাভূত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৪ ॥

সংসারভয়ভীতা যে যে বন্ধাঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

যেযাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেযাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা ভবভয়ে ভীত হইয়াছে, কৰ্ম্মবন্ধনে যাহারা আবদ্ধ, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৫ ॥

শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচারবিবৰ্জিতাঃ ।

যেযাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেযাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান-বর্জিত ( অথবা যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির তথ্যে অনাভক্ত ), যাহারা শৌচাচারবিবৰ্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৬ ॥

যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবৰ্জিতাঃ ।

যেযাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেযাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা যোগমার্গ হইতে স্থগিত হইয়াছে, যাহারা তপঃশূন্য ও দানবর্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৭ ॥

মধ্যে-বন্ধুজনং যেযামপমানং পদে পদে ।

আনন্দবর্দ্ধকং তেযাং শান্তোৱানন্দকাননম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহাদিগের বন্ধুজনমধ্যে পদে পদে অপমান হয়, মহেশ্বরের আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রই তাহাদিগের আনন্দদায়ক ॥ ৮ ॥

আনন্দকাননে যেযাং সততং বসতিঃ সতাম্ ।

বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কাশীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে সমস্ত সজ্জন সৰ্ব্বদা এই আনন্দকাননে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে এই তীর্থের অনুগৃহীত এবং তাঁহারাই যথার্থ আনন্দলাভ করেন ॥ ৯ ॥

কাশীস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## যমুনাফক ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

মুরারি-কায়-কালিমাললাম-বারি-ধারিণী,

তৃণীকৃত-ত্রিপিষ্টপা ত্রিলোক-শোক-হারিণী ।

মনোহনু কুল-কুল-কুঞ্জ-পুঞ্জ-ধূতদুর্মদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ত্রীকৃষ্ণের দেহের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ আললাম অর্থাৎ পরমরমণীয় বারি ধারণ করেন, ষাঁহার তুলনায় স্বর্গপুরীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনরাজির প্রভাবে (মানবের) ছরস্ত মদাক্রান্ত দূর করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সর্বদা ধোত করুন ॥ ১ ॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভূরি-মণ্ডিতামৃত্যু,

ভৃশং প্রবাতক-প্রপঞ্চনাতি-পণ্ডিতা নিশা ।

সু-নন্দ-নন্দনাঙ্গরাগ-রঞ্জিতা হিতা,

ধুনোতু নে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—(যমুনার জলের বর্ণ ও অন্ধকারের বর্ণ সমান বলিয়া) যিনি নিশায় (অন্ধকার) দ্বারা নিজের বায়ুবেগজনিত অতিবৃদ্ধি প্রকাশ করিতে অতীব চতুরা পাপহর-প্রবাহশালিনী, ভূরিমণ্ডন-মণ্ডিতসলিলা ত্রীনন্দনন্দনের উত্তম অঙ্গরাগে রঞ্জিত সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্বদা দূর করুন ॥ ২ ॥

লসন্তরঙ্গ-সঙ্গ-ধূত-ভূত-জাত-পাতকা,

নবীন-মাধুরী-ধুরীণ-ভক্তি-যাত-চাতকা ।

তটান্ত-বাস-দাস-হংস-সংসৃতাহি কামদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ষাঁহার বিলসিত তরঙ্গমালা-স্পর্শে প্রাণিগণের পাপরাশি ধোত হয়, নবীন মাধুরীধুরন্ধরের (ত্রীকৃষ্ণের বা নবধনের) প্রতি ভক্তিবাহুল্যে, (তৎস্বরূপ ভ্রমে) চাতকপক্ষিগণ ষাঁহার সমীপে সঙ্করণ করে, দিবসে তটান্তবাসে

দাসায়মান-হংসকুলসঙ্গতা সেই অভীষ্টদায়িনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সদা দূর করুন ॥ ৩ ॥

বিহার-রাস-খেদ-ভেদ-ধীর-তীর-মারুতা,  
গতা গিরামগোচরে যদীয়-নীর-চারুতা ।

প্রবাহ-সাহচর্য্য-পূত-মেদিনী-নদী-নদা,  
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যাহার তীরপ্রবাহিত মন্দ মন্দ মারুত-হিলোলে ( ঐকৃষ্ণ ও গোপীদিগের ) বিহার ও রাস ( নৃত্য ) খেদ অপনীত হইয়াছিল, যাহার জল-শোভা বাক্যের অগোচর এবং যাহার প্রবাহ-সাহচর্য্যে ভূতল ও নদনদী পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্বদা দূর করুন ॥ ৪ ॥

তরঙ্গ-সঙ্গ-সৈকতাস্তরাতিতংসদাসিতা,  
শরম্মিশাকরাংশু-মঞ্জু-মঞ্জুরী-সভাজিতা ।

ভবার্চনা-প্রচারণাম্মুনাধুনা বিশারদা,  
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যাহার অবস্থান, তরঙ্গ ও সৈকতভূমির ব্যবধান-বিস্তারে অনভিলাষী, যিনি শারদ-শশধরের রমণীয় কিরণমঞ্জুরী সমালিঙ্গনে অভিনন্দিত হইয়া এখন ( যেন, ভগীরথের ) শির্কাচনাপ্রভাবে প্রবর্তিত সলিল অর্থাৎ গঙ্গাজল দ্বারা শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সদা অপনীত করুন ॥ ৫ ॥

জলাস্ত-কেলি-কারি-চারু-রাধিকাস্প-রাগিণী,  
স্বভর্তু রন্থ-দুর্লভাস্পতাপ্ততাংশ ভাগিনী ।

স্বদত্ত-সুপ্ত-সপ্ত-সিঞ্চু-ভেদি-নাদি-কোবিদা,  
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি জলকেলিরতা শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গরাগ নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভার্য্যা ব্যতীত অপরের দ্বর্গত স্বভর্তা ঐকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গতাপ্রাপ্তা ( দেবী কালিন্দীর ) অংশ ( জলময় রূপ ) যাহাতে বর্তমান, যাহার গর্জনধ্বনি

সুপ্ত মগ্নসিদ্ধকে বিদীর্ণ করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানদানসমর্থ্য সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মানসিক মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৬ ॥

জল-চ্যুতচ্যুতান্ধরাগ লম্পটালি-শালিনী,  
বিলোল-রাধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী ।

সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভর্তৃ-ভৃত্য-নারদা,  
ধুনোতু যে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- অচ্যুতের ( অক্লেশের ) সলিলচ্যুত অন্ধরাগনুজ অলিকুল  
যাঁহার ( কাল জলের ) শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, ত্রিরাধার বিলোল কবরীচ্যুত চম্পক-  
শ্রেণী যাঁহার মালা হইয়াছে, স্বভর্তার ( অক্লেশের ) ভৃত্য নারদ যথার সতত  
অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মানসিক  
মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দ-নন্দ-কেলি-শালি-কুঞ্জ-গঞ্জুলা,  
তটোথ-কুল্ল-মল্লিকা-কদম্ব রেণু-মৃজ্জুলা ।

জলাবগাহনাং নৃণাং ভবাধি- \* সিদ্ধু-পারদা,  
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- সদা বর্তমান নন্দনন্দন কেলিকুঞ্জ—যাঁহাকে শোভাযিত  
করিয়া রাখিয়াছে, তীরপ্রকৃত মল্লিকা ও কদম্ব-কুম্মমপরাগ যাঁহাকে সমুজ্জল  
করিতেছে, জলাবগাহী নরগণের সংসারজনিত মনঃপীড়া-সমুদ্রের পার দান যিনি  
করিয়া থাকেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মানসিক মলিনতা সদা অপনীত  
করুন ॥ ৮ ॥

যমুনাষ্টক সম্পূর্ণ ।

প্রকারান্তর

## যমুনাঞ্চকোত্র ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং,  
মুরারিপ্রেয়স্তাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাম্ ।  
বিয়জ্জ্বালোন্মুক্তাং শ্রিয়মপি স্নুখাপ্তেঃ পরিপণং,  
সদা ধীরো নুনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সৃষ্টিদেবের তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশাস্তি করেন, ত্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতির অমুরূপ আচরণ ধাঁহাতে বর্তমান, যিনি ভবভয়দূরকারিণী, যিনি ভক্তগণকে বরপ্রদান করেন, যিনি আকাশবৎ চন্দ্রসূর্যাদি-খচিত (যমুনাগ্রবাহে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-প্রতিবিম্ব পতিত হয়), যিনি স্নুখপ্রাপ্তির মূলধনস্বরূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ; সেই যমুনা সেবা জ্ঞানী পুরুষই সর্বদা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।—‘কৃপাপারাবারাং’ পারাবারবদাচরজ্ঞীং আচারার্থ ক্রিবস্তাং (বিবস্তাং) অচ্-প্রত্যয়ঃ । ‘মুরারিপ্রেয়স্তাং’ মুরারেঃ প্রেয়স্তা আলিঙ্গনাদিকং যত্র সা তাম্ । প্রেয়স্তামিবাচারঃ, কাচ্-ততো ঙাপ্ । ‘বিয়জ্জ্বালোন্মুক্তাং’ জলতি দীপাতে ইতি জ্বালঃ—প্রকাশবান্, চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ, তেন উন্মুক্তা, উদ্ভাটিতা প্রকাশিতা । বিয়দিব আকাশমিব যথা নীলম্ আকাশং চন্দ্রসূর্য্যানক্ষত্রৈঃ প্রকাশিতং তথা যমুনাপি প্রতিবিম্বরূপৈঃ তৈঃ প্রকাশমানা ভবতি । শ্রিয়ং লক্ষ্মীত্বল্যাম্ । পরিপণং মূলধনম্ ॥ ১ ॥

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি গঙ্গাসঙ্গিনি \* সিন্ধুস্বতে,  
মধুরিপুভূমিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে ।  
জগদঘমোচিনি মানসদায়িনি কেশব-কেলি-নিদান-গতে,  
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—দেবি ! তুমি মথুরাতে বিচরণ করিতেছ, তুমি

\* ‘ভাস্কর-সঙ্গিনি’ পাঠান্তর (নামে ইত্য)



ভাস্করক্ষেত্রে ( প্রয়াগে ) প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিদ্ধমুখতা অর্থাৎ কীরোদসম্ভবা লক্ষ্মী অথবা সাগরগামিনী, তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তোমার স্রোতোগতি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ । হে যমুনে, তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

**বিষম-পদব্যাখ্যা ।**—‘ভাস্করবাহিনি,’ ভাস্করং ভাস্করক্ষেত্রং প্রয়াগঃ, ভাস্করস্তেদমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, যদ্বা ভীমো ভীমসেন ইতি বদ্ ভাস্করক্ষেত্রমেব তদেকদেশো ভাস্করশব্দো বোধয়তীতি । তস্মিন্ বহতে প্রবহতে ইতি পিন্ তৎসম্বোধনে । ‘সিদ্ধমুখতে’ ইতি লক্ষ্মীতুল্যা ইত্যর্থঃ । অথবা গত্যর্থক-মুখাতোঃ স্তূতপদং নিষ্ঠয়া সিদ্ধং সিদ্ধমুখতে সাগরগামিনীত্যর্থঃ । ‘গোকুলভীতিবিনাশকৃতে,’ গোকুলভীতিবিনাশঃ কৃতিঃ ক্রিয়া যন্তাঃ তৎসম্বোধনে । ‘কেশবকেলিনিদানগতে’ কেশবকেলিনিদানং গতিঃ স্তম্ভনং যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে ॥ ২ ॥

অয়ি মধুরে মধুমোদ-বিলাসিনি শৈল-বিদারিণি বেগভরে,  
পরিজন-পালিনি দুষ্ট-নিসূদিনি বাঞ্ছিত-কাম-বিলাস-ধরে ।  
ব্রজপুর-বাসি-জনার্জিত-পাতক-হারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—অয়ি মধুরে, মধুমোদবিলাসিনি, ( যিনি মধুপানে আনন্দিত ব্যক্তিগণকে বিলাস প্রদান করেন, বা বাসস্তিক উৎসবে আনন্দবিধায়িনী, অথবা মাধববিলাসিনী ), তুমি শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দুষ্টগণকে বিমর্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর । হে যমুনে ! তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

**বিষম-পদব্যাখ্যা ।**—‘মধু...বিলাসিনি’, মধুমোদাঃ মধুপানজনিতানন্দ-সম্পন্নাঃ, তান্ বিলাসয়তি ক্রীড়য়তি, অথবা মধুমোদাঃ মধুকুলনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মিন্ বিলাসবতীতি, মধুর্নসস্তঃ তৎকালানন্দং বিলাসয়তি উল্লাসয়তি ইতি বা ।

বিশ্বজনোদ্ধারিকে, বিশ্বজনানুজ্ঞরতি ইতি পচাদিষ্যাদচ্, বিশ্বজনোদ্ধরঃ স্বার্থে কঃ  
তস্য স্ত্রীষে বিশ্বজনোদ্ধরিকা ইতি তৎসম্বোধনে ॥ ৩ ॥

অতি-বিপদসুখি-মগ্ন-জনং ভব-তাপ-শতাকুল-মানসকং,  
গতি মতি-হীনমশেষ-ভয়াকুলমাগত-পাদ-সরোজ-যুগম্ ।  
ঋণ-ভয়-ভীতিমনিষ্কৃতি-পাতক-কোটি-শতায়ুত-পুঞ্জতরং,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- (দেবি ! ) আমি অপার বিপদ-সাগরে নিমগ্ন, শত শত  
সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্বদা আমার মানস আকুলিত, আমি গতিহীন, আমার  
বুদ্ধিবৃত্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয়প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয়  
করিয়াছি, আমি সর্বদা ঋণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবজুত শত  
শত কোটি পাপপুঞ্জ বাহার আছে, আমি তদপেক্ষাও অধিক ; হে যমুনে, তুমি  
জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।—‘আগতপাদসরোজযুগং’ আগতং প্রাপ্তং কৰ্ম্মণি  
জঃ, পাদসরোজযুগং যেন তম্ ।

‘অনিষ্কৃতি...তরম্’ অনিষ্কৃতিঃ পাতককোটিশতায়ুতপুঞ্জঃ পাতকানাং কোটি-  
শতায়ুতং তদ্রূপঃ পুঞ্জঃ অনিষ্কৃতয়ঃ পাতককোটিশতায়ুতানাং পুঞ্জাঃ রাশয় ইতি  
বা যয়োঃ মন্যদিতরয়োঃ, তয়োঃ হমতিশয়েনেতি তরপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

নব-জলদ-দ্যুতি-কোটি-লসন্তনু-হেমময়াভরণাঙ্কিতকে,  
তড়িদবহেলি-পদাঞ্চল-চঞ্চল-শোভিত-পীত-স্নুচেল-ধরে ।  
মণিময়-ভূষণ-চিত্র-পটাসন-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভানুকরে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—(দেবি ! ) তোমার শরীর নবীন মেঘমালার স্থায় প্রগাঢ়  
নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভাষিত হইতেছে, তোমার বিবিধ মণিময়  
ভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্র ও আসনের প্রভা স্তূৰ্গ্যাকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে  
যমুনে ! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও ; হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি,  
আমাকে পবিত্র কর । ( যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ ও অলঙ্কারাদি এই শ্লোকে  
বর্ণিত ) অথবা এই শ্লোকের অনুবাদ নিম্নলিখিতরূপ হইবে যথা,—নবজলধর-

কোটিকান্তি ( জলক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের ) হেমাভরণ ও তড়িৎপ্রভাবিনন্দী চঞ্চলাঞ্চল  
পীতবস্ত্র সঙ্গ, তুমি মণিভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্রপ্রতিবিস্তিত দীপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে নিম্প্রভ  
করিয়াছ, হে ভয়নিবারিণি—ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—প্রবাহন্ত প্রকর্ষজ্ঞাপনায় যমুনায়া দেবতামূর্তিঃ  
প্রবাহত্কেকোক্ত্যা নিদিষ্টা স্তোতি নবজলদেতি । দেবতামূর্তিপক্ষে নব...  
কোটিলসত্ত্বম্বিত সংবোধনাস্তমেকপদং হেমময়েতি দ্বিতীয়পদম্ । তড়িদবহেলীতি  
বর্ণনে বিদ্যাদ্বিজ্ঞার পদাঞ্চলং পদে অঞ্চলঃ প্রোক্তো যন্ত পদলম্বি-প্রাস্তং চঞ্চলং  
শোভিতং পীতং যৎ সূচেলং উত্তমবস্ত্রং তৎ ধরতি ইতি অচ্প্রত্যয়াং তৎসম্বোধনে ।  
মণিময়েতি মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনৈঃ—রঞ্জিতাঃ দীপ্তাঃ কৃতাঃ অতএব গঞ্জিতাঃ  
বিজিতাঃ ভানুকরা যয়া, ভানুকরেষাপ ভূষণাদিকৃতরঞ্জনযোগ এব তদ্বিজয়লক্ষণং  
ভানুকরাণামেব সর্ক-রঞ্জকত্ব-প্রসিদ্ধেঃ ।

প্রবাহপক্ষে, নবজলদ্যতিকোটিলসত্তমুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ । জলক্রীড়ারতেন তেন,  
তদারহেমাভরণৈশ্চ অক্ষিতকা—অর্পিতসুখা । কং সুখং তৎসম্বোধনম্ ।  
অক্ষিতং নিজস্বরূপং কং জলং বা যন্তাঃ ইতি প্রথমপাদার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণস্তেব  
জলকেনিশিখিল-পীতাস্বরচূষিনীতি দ্বিতীয়পাদসম্বোধনার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণস্তেব মণিভূষণ-  
চিত্রন্ত পীতপটন্ত অসনেন ক্ষেপেণ স্রোতসেতন্ততচ্চালনেন,—রঞ্জিতাঃ গঞ্জিতাশ্চ  
ভানুকরা যয়া । যত্র তথাবিধবস্ত্রন্ত জলোপরি ভাসমানতা, তত্র প্রতিবিস্তিত-  
ভানুকরাণাং রঞ্জনং যত্র চাতান্তরনয়নং তত্র ভানুকরপ্রবেশাভাবঃ মণিরত্নচিত্রবসনন্ত  
তু প্রকাশস্তত্রাপীতি ভানুকরাণাং পরাজয়ঃ । ইতি তৃতীয়পাদতাৎপর্যম্ ॥ ৫ ॥

শুভপুলিনে মধুমত্ত-যদুদ্রব-রাস-মহোৎসব-কেলি-ভরে,  
উচ্চ কুলাচল-রাজিত-মৌক্তিক-হারময়াভর-রোদসিকে \* ।  
নবমণি-কোটিক-ভাস্কর-কঙ্কুকি-শোভিত-তারক-হার-যুতে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৬॥

**অনুবাদ।**—( দেবি ! ) তোমার পুলিনভূমি মনোহর, তাহাতে যত্নপতি  
মত্তপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়াছেন ; তোমার তাঁরে  
যে সকল পর্কতোপম উচ্চ ভবন-শ্রেণী আছে, তাহাই মুক্তাহারময় আভরণের  
স্তায় তোমার ( তীর ) ভূমিকে মণ্ডিত করিয়াছে, তুমি, ( নিজ প্রবাহ-অঙ্গে

প্রতিবিশ্বরূপে) নবমণিকোটিন্দুশ ভাঙ্গর এবং তারকমালাকে (নীল) কঙ্কুকস্থ হারের মত ধারণ করিতেছ, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—প্রবাহতদেবতামূর্ত্তোরেকমেব দেবতামিতি বোধয়ন্ স্তোতি শুভপুলিন ইতি। সোধোদনপদমিদম্, কেলিভর ইত্যন্তঃ দ্বিতীয়ং সোধোদনপদম্,—যদুত্ত্বঃ ত্রীকৃষ্ণঃ তৎকেলীনাং ভরঃ অতিশয়ঃ যন্তাং তৎসোধোদনে। উচকুলানি তুঙ্গভবনাত্তেব অচলাঃ পর্বতাঃ ত এব রাজিতমৌক্তিকহারময়াভরাঃ যন্তাঃ সা রোদসী ভূমিতীরভূমিযন্তাং তৎসোধোনম্। অভরঃ অভরণম্। আরোপা-মহিমা, উচগৃহাণাং শুভ্রং প্রতীয়তে। রাজিতাঃ বন্ধশ্রেণয়ঃ রাজিমন্তঃ কৃতাঃ, রাজিশব্দপূর্বকনামধাতো রূপমিদং রাজিতাঃ ভ্রাজিতাঃ ইতি রাজধাতো রূপং বা। যন্তাঃ তীরভূমিঃ শ্রেণীৎক-শুভ্রভবনাবল্যা মুক্তাহারময়াভরণমজ্জিতং দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। নবশ্যাদৌ মণি-কোটিকঃ মণ্যৎকর্ষ্যেতি নবউৎকৃষ্টমণিরিতার্থঃ, স এব ভাঙ্গরঃ, কঙ্কুকং কঙ্কুলিকা, তারকহারঃ নক্ষত্রমালা, 'সেব নক্ষত্রমালা স্তাং সপ্তবংশতিমৌক্তিকৈঃ' ইত্যুক্তরূপঃ তৈবৃত্তা ইদং তি অধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষণম্, কোটিকৃৎকর্ষঃ, কোটিক ইতি স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ, তথাচ যমুনাদেব্যা দেবতামূর্ত্তিঃ ভাঙ্গরতুলাভাঙ্গর-নবানমণিনা, কঙ্কুকে নক্ষত্রমালায়া চ ভূষিতেতি তাৎপর্য্যম্। যদ্বা প্রবাহরূপাপ্রায়েণ স্তোত্রপঞ্চমিদং, তথাহি শুভপুলিন ইত্যাদি বিশেষণবৎ নবেতাদিকমপি প্রবাহরূপায়া যমুনায় বিশেষণম্, নবমণিকোটিতুল্যো যো ভাঙ্গরঃ, যশ্চ নীলকঙ্কুকোপরিলাষিতস্তারকহারঃ তাভ্যাং যুতঃ দীপ্তমণিকোটিনঃ সূর্য্যঃ নীলাকাশবিরাজিতনক্ষত্রাবলী চ পর্য্যায়ৈণ যত্র প্রতিবিশ্বতয়া ভাসতে সা তৎসোধোন ইতি ॥ ৬ ॥

করিবর-মৌক্তিক-নাসিক-ভূষণ-বাত চমৎকৃত-চঞ্চল-কে,

মুখ-কমলামল-সৌরভ-চঞ্চল-মত্ত-মধুভ্রত-লোচনিকে।

মণিগণ-কুণ্ডল-লোল-পরিষ্ফুরদাকুল-গণ্ড-যুগামলকে,

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৭॥

**অনুবাদ।**—বিচিত্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত তোমার চঞ্চল সলিলবিন্দু—

তোমার গজমুস্তাময় নাসাভূষণের শোভা ধারণ করিতেছে, তোমার মুখ তুল্য কমলের সৌরভ-লোভাকৃষ্ট চঞ্চল ভ্রমর নয়নতারার স্থায় শোভা পাইতেছে, চঞ্চল মণিকুণ্ডলবৎ দোহ্যমান আমলকাকৃতি ক্ষণস্থায়ী গণ্ড অর্থাৎ বৃহদ-সমূহ দৃষ্ট

হইতেছে, ( অথচ তুমি মণিমণ্ডিত-কুণ্ডল-শোভিত গণ্ডযুগলে নির্মল ক্রীসম্পন্ন )—হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি ! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।**—মূর্ত্তিধরমেকোক্ত্যা নির্দিষ্টা স্তোতি করিবরেতি । তত্র দেবতামূর্ত্তিপক্ষে—করিবর-মৌক্তিকমেব নাসিকভূষণম্, নাসিকায় ইদং নাসিকং তস্তদমিত্যাণ্,—যদভূষণং তত্র বাতেন চমৎকৃতচঞ্চলং চমৎকর্তৃমারুত্ববৎ চঞ্চলং সংস্থানমিতি বিশেষাপরম্ চঞ্চলসংস্থানং চঞ্চলত্বং বা যন্তাঃ, যমুনাধিদেব্যাঃ গজমুক্তা-নাসিকভূষণং মারুতস্পর্শেন তথা চঞ্চলতয়াবস্থিতং যেন দ্রষ্টারঃ প্রথমমেব সৌন্দর্যাতিশয়দর্শনে চমৎক্রিয়ন্ত ইতি ভাবঃ । মুখকমলেতি, মুখং কমলমিব তস্তা-মলসৌরভলোভচঞ্চলা যে মন্তাঃ প্রমুদিতা মধুত্বতাস্তে ইব লোচনে চক্ষুযৌ লোচনানি দৃষ্টয়ো বা যন্তাঃ । ভ্রমরাণাং কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণতারকপ্রধানচক্ষুষন্তদৃষ্টীনাং বা তৎসাম্য-মুক্তম্ । মণিগণেতি । মণিগণস্ত কুণ্ডলং মণিগণনির্ম্মিতং কুণ্ডলং তত্র তদবচ্ছেদেন লোলাং যথা স্তাৎ তথা পরিস্ফুরৎ দীপ্যমানং আকুলং অত্যর্থব্যাগ্রং গণ্ডযুগং যন্তাঃ সা চ অমলকা চ নির্মলা চেতি সম্বোধনে । কুণ্ডলযুগং হি বিলোলতয়া শোভতে তস্ত প্রতিবিম্বপাতো গণ্ডযুগে জাতঃ । তেন গণ্ডযুগমেব কুণ্ডলাবচ্ছেদেন লোল-মিব পরিস্ফুরিতম্, তচ্চ পরিস্ফুরণং স্বভর্তৃবৃদনস্পর্শায় গণ্ডযুগস্ত আকুলতামিব স্তোতয়তীতি ফণিতম্, অত্র নৈর্ম্মল্যকথনাদ্ গণ্ডস্তাপি নৈর্ম্মল্যং প্রতীয়তে । প্রবাহপক্ষে, গজমৌক্তিকভূষণমিব বাতচমৎকৃতং চঞ্চলং কং জলং যন্তাঃ, তৎ-সম্বোধনম্ । বাতেন, বাতং বায়ুগতিঃ, বায়ুগত্যা চমৎকৃতং চমৎকারো বিশ্বাপনং যেন, অথবা চমৎকৃতং চমৎকর্তৃমারুত্ববদিতি পূর্ব্ববদাদিকর্ষণি ক্তঃ । এবংভূতং চঞ্চল-জলং যন্তাঃ, অনিলবেগবশাদ্রুগচ্ছচ্চঞ্চলজলং মৌক্তিকমিব সং তস্তা নাসা-ভূষা-মাণং ভবতীতি ভাবঃ । মুখমিব কমলং ; মধুকরাঃ লোচনে ইব লোচনানীব বা যন্তাঃ । মধুকরবিশেষণার্থস্ত অত্রাপি পূর্ব্ববৎ । মণিগণকুণ্ডলবৎ লোল-পরিস্ফুরন্তঃ আকুলা যে গণ্ডাঃ বৃদ্ধদাঃ, তদ্যুক্ত—তৎসঙ্গতং আমলকং অমলত্বং আমলকী-সাদৃশ্যং বা যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে, যমুনায় বৃদ্ধদেযু অমলত্বং আমলকীসাদৃশ্যং বা যুক্তং, মণিকুণ্ডলসারূপ্যঞ্চ তত্র প্রতীয়তে, বৃদ্ধদ্যুগন্ত ঋণহায়ি, বৃদ্ধদাচানিয়তা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কলরব-নুপুর-হেম-ভয়াচিত-পাদ সরোরুহ-সারুণিকে,  
ধিমি-ধিমি-ধিমি-ধিমি-তাল-বিনোদিত-মানস-মঞ্জুল-পাদ-গতে ।

তব পদ-পঙ্কজমাজিত-মানব-চিত্ত-সদাখিল-তাপ-হরে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৮॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীরূহে কলরবপূর্ণ হেমময় নুপুর ; [ অথবা দেবি, তোমার কলধ্বনি- ( কুলুকুলুধ্বনি ) স্বরূপ নুপুরধ্বনি তুল্য এই সুবর্ণগর্ভধরকারী চরণ তুল্য ( রক্ত ) কমলের প্রভায় অরুণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে ] ধিমি ধিমি ধিমি,—তালে তালে তোমার যে গতি, তাহা আমার মানসে বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তোমার চরণকমলাশ্রিত মানবগণের মনোগত নিখিলতাপ তুমি হরণ কর, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর । ( রক্তপদ্মের আভায় তোমার কাল জল লাল হইয়া উঠে, কুলুকুলুধ্বনি তালে তালে তোমার পদক্ষেপ স্থচনা করিয়া দেয়, তাই বলি, ঐ যে অরুণিমা, উহা তোমারই চরণের রক্ততা, ঐ কুলুকুলুধ্বনি তোমারই নুপুরধ্বনি, ইহাই ‘অথবা’ করে প্রথমার্ধের ভাব । ) ॥ ৮ ॥

**বিষয়-পদব্যাখ্যা ।**—পূর্ববৎ শোভি কলরবেতি । দেবতামূর্তিপক্ষে কলঃ অব্যক্তমধুরো রবো যন্ত, তন্ত নুপুরন্ত হেমভয়া স্বর্ণপ্রভয়া আচিতং ব্যাপ্তং যৎ পাদসরোরুহং তেন সারুণিকা—অরুণোহরুণকঃ স্বার্থে কঃ রক্তবর্ণঃ তেন সহ বর্ততে, জীহে তৎসম্বোধনে, ধিমিধিমীত্যাব্যক্তাহকরণশব্দঃ তথাবিধেন তালেন নৃত্যকালক্রিয়া-পরিচ্ছেদেন বিনোদিতং মানসং যয়া সা—মঞ্জুলপাদগতির্যজ্ঞাঃ তৎ-সম্বোধনে । মঞ্জুলো পাদৌ তয়োগতিঃ । প্রবাহপক্ষে, কলরবঃ কুলুকুলুধ্বনিঃ স এব নুপুরঃ যত্রেতি পাদসরোরুহ-বিশেষণম্ । হেমভয়ং সুবর্ণ-ভীতিপ্রদং সুবর্ণমপি হিষ্টা যদগ্রহণায় জনঃ প্রবর্ততে, তাদৃশং আচিতং ব্যাপ্তং পাদ ইব যৎ সরোরুহং কুল-রক্তপদ্মমিতি তাৎপর্য্যং তেন সারুণিকে রক্তিমবতি । যত্র শ্রোতসঃ কথঞ্চিং প্রতিরোধো ভবতি তত্র কলধ্বনে প্রাচুর্য্যং পদ্মকাননে তথাস্থেন পদ্মে তৎসম্বন্ধো বর্ণিত ইতি ॥ ৮ ॥

ভবোভাপাশ্চোধো নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো,  
যদি স্তোতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্তাশ্রয়তয়া ।  
হয়ার্য্যোষৈঃ \* কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিস্থতাং,  
সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

\* ‘হয়ার্য্যোষৈঃ’ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে । তাহা প্রামাণিক ।

অনুবাদ :- যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্তচিত্তে করবীরযুক্ত কুসুমপুঞ্জ হস্তে আদিত্য-নন্দিনী যমুনার এই স্তব করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ( ইহকালে ) সতত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া মরণকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিষম-পদ-ব্যাখ্যা ।—হ্যার্যোবৈঃ হ্যারিঃ করবীরপুঞ্জং তস্ত এষো গতিঃ প্রাপ্তির্থেষু করবীরযুক্তেরিত্যর্থঃ । হ্যাহেবৈবেরিতি পাঠস্ত প্রামাদিকঃ । পুঞ্জেরিতুাপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৯ ॥

\* সংস্কৃতপাঠক সংস্কৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যা। ইটতে ইহার বিশেষ রস গ্রহণ করিবেন ।

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## নর্মদাষ্টকস্তোত্র ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ।

সবিন্দুসিদ্ধুযু স্থলভরঙ্গ-ভঙ্গ-রঞ্জিতং \*  
দৃষৎসু পাপ-জাত-জাতকারি-বারি-সংযুতম্ ।  
কৃতান্ত-দূত-কাল-ভূত-ভীতি-হারি শশ্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে স্নহদায়িনি, ( তোমার ) তরঙ্গভঙ্গ, বিন্দু এবং সিদ্ধ ( নদীপ্রবাহ ) চুষিত দৃষৎ অর্থাৎ শিলাতটে আক্ষালিত হইয়া যাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছে, যাহা পাপরাশিবিনাশিনী ও পুনর্জন্মানিবারিণী তোমারই বান্ধিধারায় বিধোত, যাহা প্রাণিগণের কৃতান্তদূতভীতি এবং মৃত্যুভীতি নিবারণ করে, দেবি নর্মদে ! তোমার সেই চরণকমলে আমি প্রণাম করিতেছি । [ নর্মদাপ্রপাতস্থলে উপরিভাগে শিলাখণ্ড-স্থলিত জলবিন্দু যে স্তত্র কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে, অধোদেশে দুগ্ধাবর্তবৎ প্রবাহ,—পাষণময় উভয় তটে আক্ষালিত তরঙ্গমালা তুলিয়া যে আবেগে ছুটিয়াছে, এই বন্দনায় তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত । হ্রঃ এই, পাঠ-বিকৃতি, এই অর্থকে এত দিন ফুটিতে দেয় নাই ] ॥ ১ ॥

\* ‘সবিন্দুসিদ্ধুযু স্থলভরঙ্গ-ভঙ্গ-রঞ্জিতবিষৎসু’ এবং ‘সবিন্দু...রঞ্জিতং বিষৎ হু’—এই পাঠের বিকৃত ।

ত্বদম্বু-লীন-দীন-মীন-দিব্য-সম্পদায়কং,  
কলৌ মলৌঘভারহারি সর্বতীর্থনায়কম্ ।  
স্বমচ্ছ- \* কচ্ছ-নক্র-চক্রবাক-চক্র-শর্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- হে মংস্ত্র-শোভিত-সজল-তটশালিনি, হে কুন্তীর-চক্রবাক-  
মণ্ডল-সুখদায়িনি, দেবি নর্ম্মদে,—তোমার জলে যে সকল ন-গণ্য মীন লয় প্রাপ্ত  
হয়, তাহাদিগের দিব্য সম্পৎপ্রাপ্তি যাহার প্রসাদে হয়, কলিমল-রাশি-ভারহারি  
সর্বতীর্থ-নায়ক তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মহাগভীরনীরপূত † পাপধূতভূতলং,  
ধ্বনৎসমস্তপাতকারিবারিদারিতাচলম্ । ‡  
জগল্পয়ে মহাভয়ে য়কণ্ডুসূক্ষ্মশর্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! যৎসংসৃষ্ট মহাগভীর জলস্পর্শে পাপপ্রসূতভূতল  
পূত হইয়াছে, যদীর গর্জনপরায়ণ বারি নিখিলপাতকবিনাশী এবং পর্কত  
বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত, ভীতিপ্রদ মহাপ্রলয়কালে হে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রয়দায়িনি,  
দেবি নর্ম্মদে ! তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা,  
য়কণ্ডুসূক্ষ্ম-শৌনকাসুরারি-সেবিতং সদা ।  
পুনর্ভবাক্ষিজম্বজং ভবাক্ষিহুঃখবর্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! মার্কণ্ডেয়-শৌনকাদি মুনিগণ ও সুরগণের সদা-সেবিত  
ভবদায় বারি আমি যখন দর্শন করিতেছি, তখনই পুনঃ সংসার-সাগরে জন্মজনিত

\* ‘স্বমচ্ছ’ ইতি পাঠান্তর ।

† ‘মহাগভীরনীরপূত’ পাঠ বহু পুঙ্খক দৃষ্ট হয় ।

‡ ‘পাতকারিবারিতাচলম্’ পাঠও আছে ।



ভয় পিরাছে, (অতএব) হে ভবসমুদ্রস্থখদায়িনি! হে দেবি নন্দদে! তোমার  
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অলঙ্কলঙ্ককিম্বরামরাসুরাদিপূজিতং,  
মূলকনীরতীরধীরপঙ্কিলককূজিতম্ ।  
বসিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদকর্দমাদিশম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নন্দদে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—হে বসিষ্ঠ-শিষ্ট-পিপ্পলাদ-কর্দমাদি মহাবিগণসুখদায়িনি, দেবি  
নন্দদে, অসংখ্য কিম্বর অমর ও অমর প্রভৃতি পূজিত মূলকণ নীরতীরস্থ  
লঙ্কপঙ্কিকূজনহিত তদীয় চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

সনৎকুমার-নাচিকেত-কশ্যপাত্রি-ষট্ পদৈধ্ব তং,  
স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষট্ পদৈঃ ।  
রবীন্দ্র-রস্তিদেব-দেবরাজ-কশ্ম-শম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নন্দদে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—হে স্বর্গ্য চন্দ্র দেবরাজ ও রাজা রস্তিদেবের কশ্মাসুরে  
সুখবিধায়িনি দেবি নন্দদে, সনৎকুমার, নাচিকেত, কশ্যপ, অত্রি প্রমুখ ঋষির  
ছয়টি আশ্রমস্থানে ও ভ্রমরসদৃশ নারদাদি মুনিগণের মানসमध्ये স্থিত ত্বদীয়  
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

অলঙ্ক-লঙ্ক-লঙ্ক-পাপ-লঙ্ক্য-সার-সায়কং,  
ততস্ত জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্ ।  
বিরক্তিবিমুক্তশঙ্করস্বকীয়ধামশম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নন্দদে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—হে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক-সুখ-বিধায়িনি  
দেবি নন্দদে! অলঙ্ক্য লঙ্ক লঙ্ক পাপ যাহার ভেদ—লঙ্ক্য—সেইরূপ শরস্বরূপে যিনি  
অবস্থিত, যিনি ভূচর জীব, খেচর জন্তু এবং গ্রাহ প্রভৃতি জলচরকেও ভোজন-মোক্ষ  
প্রদান করেন, তোমার সেই বিশাল চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

অহোহ্মতং সমং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে,  
কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে ।  
দুরন্তপাপনাপহারি সর্বজন্তুশর্ম্মদে,  
হৃদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৮ ॥

অম্মুবাদ্ :—হে সর্বজীবসুখবিধায়িনি দেবি নর্ম্মদে, তোমার এই অমৃত  
( জল ) গোদাবরীতটে, কিরাত, সূত ও বাড়ব জাতিতে এবং পণ্ডিত ও শঠে সর্বত্র  
সমান, ইহা শাস্ত্রে শ্রুত হইয়াছে, অতএব তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ইদন্তু নর্ম্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা,  
পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা ।  
শ্রুতভ্যদেহতুল্যং মহেশধামগৌরবং,  
পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ॥ ৯ ॥  
ইতি নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অম্মুবাদ্ :—দেবি ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রে  
ভক্তিপূর্ব্বক এই নর্ম্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুঃখভোগ করে না, এই নিত্য  
লভ্য দেহে ছন্দ্রভ মহেশ্বরলোকের গৌরবলাভ করে, আর সেই ব্যক্তি পুনর্বার  
সংসারবাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না ॥ ৯ ॥

নর্ম্মদাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

### সংক্ষরাষ্টক-স্তোত্র ।

শ্রিয়া যুতং ত্রিদেহ-তাপ-পাপ-রাশি-নাশকং  
মুনীন্দ্র-সিদ্ধ-সাধ্য-দেব-দানবৈরভিষ্টুতম্ ।  
তটেহন্তি যজ্ঞপর্ব্বতস্ত মুক্তিদং স্থখাকরং  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং \* স-বৈষ্ণবং স-শঙ্করম্ ॥ ১ ॥

অম্মুবাদ্ :—যিনি শ্রীমান্, যিনি বুল হন ও কারণদেহহ আধ্যাত্মিক,

\* ভাবানামের অনুসরণে 'ব্রহ্মপুঙ্কর' উচ্চারণ দ্বারা হৃদোদ্যোব নিবারণী, ব্রহ্মলাল—  
হিন্দুধানে ব্রহ্মলাল উচ্চারিত হয় ।

আধিদৈব ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন ;  
ঋষিশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধবৃন্দ, সাধাগণ ও সুরাসুরগণ বাহার জব করেন, যিনি  
যজ্ঞশৈলের তটদেশে অধিষ্ঠিত, যিনি মোক্ষপ্রদ ও সুখের আকর, সেই স-বৈষ্ণব  
স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সদূর্জমাসপ্তরূপঞ্চবাসরে বরাগতং,

তদন্ত্যথান্তরিক্ষগং স্ততস্ত্রভাবনানুগম্ ।

বদন্তুপানমজ্জনং দৃশাং সদামৃতাকরং,

নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পুণ্য কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় ( অস্তিম ) পঞ্চদিবসে  
প্রোতুর্ভূত হন, তদ্বিগ্ন অস্ত্র সময়ে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করেন, একাগ্রচিত্তে ধ্যান  
করিলে বাহাকে লাভ করা যায়, বাহাতে জ্ঞান বা বাহার জল পান এবং দর্শন  
করিলে সুখলাভ হয়, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ত্রিপুঙ্কর ত্রিপুঙ্কর ত্রিপুঙ্করেতি সংস্মরেৎ,

সুদূরদেশগোহপি যন্তদঙ্গপাপনাশনম্ ।

প্রপন্নদুঃখভঞ্জনং সুরঞ্জনং সুধাকরং,

নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সুদূরদেশে অবস্থান করিয়াও যে ব্যক্তি ‘ত্রিপুঙ্কর, ত্রিপুঙ্কর,  
ত্রিপুঙ্কর’ এই নাম স্মরণ করে, তাহার শরীরস্থিত যাবতীয় পাতক বিলয় প্রাপ্ত  
হয় । যিনি আশ্রিতজনের ক্লেশ দূর করেন, যিনি সকলের চিন্তরঞ্জন করেন এবং  
যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যুকণ্ডুমঙ্গণৌ পুলস্ত্যকণ্ঠপর্বতা-সিতা,

অগস্ত্যভার্গবৌ দধীচিনারদৌ শুকাদয়ঃ ।

স-পদ্মতীর্থ-পাবনৈক-দৃষ্টয়ো দয়াকরং,

নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যুকণ্ড, মঙ্গণ, পুলস্ত্য, কণ্ঠ, পর্বত, সিতা, শুক প্রভৃতি ঋষি-  
গণ নিজ নিজ জনগাবন দৃষ্টি—যে পদ্ম ( পুঙ্কর ) তীর্থে একমাত্র নিবদ্ধ রাধিরাছেন,  
কল্পনার আকর সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

সদা পিতামহেক্ষিতং বরাহবিষ্ণুনেক্ষিতং,  
তথাহ্মরেশ্বরেক্ষিতং সুরাসুরৈঃ সমীক্ষিতম্ ।  
ইহৈব ভুক্তিমুক্তিদং প্রজাকরং ধনাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- পিতামহ ব্রহ্মা, বরাহরূপী হরি, সুরপতি ইন্দ্র ও অপরপর দেবদানবেরা নিরন্তর ঐহাকে দর্শন করেন, যিনি ইহধামেই ভুক্তি, মুক্তি, সমৃদ্ধি ও ধনসম্পত্তি প্রদান করেন, সেই সর্বৈষ্যং স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ত্রিদণ্ডি-দণ্ডি-বর্ণিভিস্তপস্বিভিঃ \* স্রসেবিতং,  
পুরাৰ্দ্ধচন্দ্রপ্রাপ্ত † দেবনন্দিকেশ্বরাভিধৈঃ ।  
স-বৈগুনাথ-নীলকণ্ঠ-সেবিতং সুধাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- ত্রিদণ্ডী, † দণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও তাপসবৃন্দ ঐহার সেবা করেন, অৰ্দ্ধচন্দ্রধারী নন্দিকেশ্বরাখ্য দেব ঐহার উপাসনা করেন, বৈগুনাথ ও নীলকণ্ঠ ঐহার সেবা করেন এবং যিনি অমৃতের আধার, সেই সর্বৈষ্যং স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সুপঞ্চধা সরস্বতী বিরাজতে যদন্তরে,  
তথৈকযোজনায়তং বিভাতি তীর্থনায়কম্ ।  
অনেকদৈবপৈত্রতীর্থসাগরং রসাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- সরস্বতী পঞ্চবর্তিতে ঐহার কিঞ্চিদূরে বিরাজ করিতেছেন, যিনি একযোজনবিস্তৃত তীর্থরাজরূপে শোভমান, যিনি অসংখ্য দৈব ও পৈত্র তীর্থের সমুদ্ভবরূপ এবং যিনি রসের আধার, সেই সর্বৈষ্যং স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

\* ত্রিদণ্ডি-দণ্ডিব্রহ্মচারিতাপসৈঃ—ইহা বহুসংখ্য পাঠ ।

† ‘প্রাপ্ত’—এ হলে, ‘ঐ’ অথবা ‘ই’ পরে থাকিলে পূর্বে লঘুবর্ণ বিকরে ওর হয়, তাই হ্রস্বাদোষ হয় নাই ।

‡ ত্রিদণ্ডী—যিনি বাজুসংকোষগণেশসম্পন্ন ।

যমাদিসংযুতো নরস্ত্রিপুষ্করং নিমজ্জতি,  
 পিতামহশ্চ মাধবোহপ্যুমাধবঃ প্রসন্নতাম্ ।  
 প্রয়াতি তৎপদং দদত্যয়ত্নতো গুণাকরং,  
 নমামি ব্রহ্মপুষ্করং সর্বৈষ্যবং সশঙ্করম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি যমাদিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্করতীরে স্নান করে, হরি-হর-ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়া থাকেন । আমি এতাদৃশ গুণাকর স-বৈষ্যব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

ইদং হি পুষ্করাষ্টকং স্ত্রীভীর্দীর্ঘজাশ্রিতং,  
 স্থিতং মদীয়মানসে কদাপি মাহপগচ্ছতু ।  
 ত্রিসংখ্যামাচাৰ্যন্তি যে ত্রিপুষ্করাষ্টকং নরাঃ,  
 প্রদীপ্তদেহভূষণা ভবন্তি মেশ-কিঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥  
 ইতি পুষ্করাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—এই পুষ্করাষ্টক স্ত্রীভীরুগণ কমলের আশ্রিত ; ইহা আমার মানসে ( মনন, অঙ্গর মানসসংসার ) অধিষ্ঠিত হইক, যেন কখনও অন্ততঃ গমন না করে । যাহারা ত্রিসংখ্যা এই ত্রিপুষ্করাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, তাহারা দিবা তেজঃপূর্ণ শরীররূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রম্যপতির কিঙ্কর হইয়া থাকিবেন ॥ ৯ ॥

পুষ্করাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## হনুমৎপঞ্চরত্নম্ ।

বীতাম্বিলবিষয়েচ্ছং জাতানন্দাশ্রপুলকমত্যচ্ছ ।  
 সীতাপতিদূতাণ্যং বাতাস্তজমগ্ন্য ভাবয়ে হৃদম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—নিখিল-বিষয়-বীতম্ভ, আনন্দাশ্র-পুলক-শোভিত, স্বচ্ছ-হৃদয়, সীতাপতিদূতাগণ্য হস্ত পবননন্দকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

তরুণারূপ-মুখ-কমলং করুণারস-পূর-পূরিताপান্নম্ ।

সঞ্জীবনমাশাসে মঞ্জুলমহিমানমঞ্জনা-ভাগ্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি তরুণারূপ-মুখকমল অর্থাৎ যাহার মুখকমল বাল-  
সুখের স্তায় রক্তবর্ণ অথবা উদীয়মান সূর্য্য যাহার মুখকমলে প্রবেশ করিতে-  
ছিলেন, যাহার অপান্ন করুণারসপ্রবাহে পূর্ণ, মনোহর-মহিম-সম্পন্ন, সেই  
( মূর্ত্তিমান ) অঞ্জনা-সোভাগ্যের নিকট সম্যক্ অর্থাৎ শ্রীরামভক্তিপূত জীবন প্রার্থনা  
করি ॥ ২ ॥

শম্বর-বৈরিশরাতিগমমুজ-দল-বিপুল-লোচনোদারম্ ।

কম্বুগলমনি-ল-দিক্টং বিশ্বজ্বলিতোষ্ঠমেকমবলম্বে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি কামশরের অতীত, যাহার নয়ন-বৃগল কমলদলের  
স্তায় আয়ত, যাহার ওষ্ঠ বিষফলের স্তায় উজ্জ্বল, পবনের ( মূর্ত্তিমান ) ভাগ্যরূপ  
সেই উদার কম্বুকণ্ঠকেই একমাত্র অবলম্বন করিতেছি ॥ ৩ ॥

দূরীকৃতসীতাতিঃ প্রকটীকৃত-রাম-বৈভব-স্মৃতিঃ ।

দারিত-দশমুখকীর্ত্তিঃ পুরতো মম ভাতু হনুমতো মূর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যাহা হইতে সীতার বাণা দূর হইয়াছে, যাহার স্মৃতি  
অর্থাৎ প্রকাশ হইতেই শ্রীরামের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে, দশাননের কীর্ত্তিবিনাশিনী  
হনুমানের সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হউক ॥ ৪ ॥

বানর-নিকরাধ্যক্ষং রাক্ষস- \* কুলকুমুদরবিকর-সদৃশম্ ।

দীনজনাবনদীক্ষং পবনতপঃপাকপুঞ্জমদ্রাক্ষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি রাক্ষসকুলস্বরূপ কুমুদ-কুমুদের সূর্য্যকিরণ-ভূগা  
( স্নানিহেতু ), পবনদেবের তপঃকলস্বরূপ, দীনজনপালনরতী সেই বানরগণাধি-  
নায়ককে আমি দেখিতে পাইয়াছি ॥ ৫ ॥

এতৎ পবনহৃতশ্চ স্তোত্রং যঃ পঠতি পঞ্চরত্নাখ্যম্ ।

চিরমিহ নিখিলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা শ্রীরামভক্তিভাগ্ ভবতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- পবননন্দনের এই পঞ্চরত্নাখ্য স্তোত্র যে পাঠ করে,

সে ইহজীবনে দীর্ঘকাল বিবিধ সুখভোগ করিয়া ( পরিশ্রমে ) শ্রীস্বামভক্তি লাভ করে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-  
ভগবতঃ কৃতো হনুমৎপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্ ।

## গণেশভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র ।

রগৎ-ক্ষুদ্র-ঘণ্টা-নিনাদাভিরামং,  
চলৎ-তাণ্ডবোদগুবৎ-পদ্মতালম্ ।  
লসৎ-তুন্দিলাক্ষোপরি-ব্যাল-হারং,  
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—( শিরোমালারূপে অবস্থিত ) মুখরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-  
নিনাদ ঝাঁহার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে, যিনি তাণ্ডবনৃত্যে উদগুবৎ শুভ-  
সঞ্চালনে তাল প্রদান করিতেছেন, ঝাঁহার তুন্দিল-অক্ষোপরি সর্পহার বিরাজ  
মান, সেই জৈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ১ ॥

ধ্বনিধ্বংসবীণালয়োল্লাসি-বক্তৃৎ,  
স্ফুরচ্ছুগুদগোল্লাসদবীজপূরম্ ।  
গলদর্পসৌগন্ধ্যালোলালিমালাং,  
গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝাঁহার বদনোচ্চারিত রবে বীণাধ্বনি-বিড়ম্বিত হইতেছে,  
তাঁহাতে ঝাঁহার বদনমণ্ডল উল্লসিত, যিনি মনোহর শুভদণ্ডে বীরপুত্র ধারণ পূর্বক  
শোভা পাইতেছেন, ঝাঁহার করিত-মদ-সৌগন্ধে ভ্রমরকুল চঞ্চলভাবে পরিত্রমণ  
করিতেছে, সেই জৈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ২ ॥

চকাসজ্জবারত্তরত্তপ্রসূন-

প্রবালপ্রভাতারুণজ্যোতীরেক ।

প্রলম্বোদরং বক্রতুণ্ডৈকদন্তং,

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—প্রফুল্ল জবাগুপ্তের ত্রায় যাহার কান্তি লোহিতবর্ণ ; যিনি রক্তপুষ্প, প্রবাল ও প্রাতঃকালীন অরুণের ত্রায় অধিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি লম্বোদর, বক্রতুণ্ড এবং একদন্ত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

বিচিত্রক্ষুরদ্রত্বমালাকিরীটং,

কিরীটোল্লসচ্চন্দ্রেথাবিভূষম্ ।

বিভূষৈকভূষণং ভবধ্বংসহেতুং

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যিনি মস্তকে বিচিত্র জ্যোতির্ময়ী রত্নমালা ও কিরীট ধারণ করিতেছেন, যাহার ভালতটে দেদীপ্যমান শশিকলা বিভূষণরূপে স্তম্ভোদ্ভিত, যিনি ভূষণসমূহের একমাত্র ভূষণ ও ভববন্ধনবিমোচনের মূলীভূত, সেই ঈশান-তনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

উদধদুভূজাবল্লরীদৃশ্যমূলো-

চলদ্বজ্রলতাবিভ্রমভ্রাজিতাক্ষম্ \* ।

মরুৎসুন্দরীচামরৈঃ সেব্যমানং,

গণাধীশমাশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—(চামরবাজনকালে সুররমণীগণের) বাহুল্যে উর্দ্ধভাগে সমুত্তোলিত হওয়ায় তাহার মূল দৃশ্য হয়, তৎপ্রসঙ্গে সঞ্চালিত জ্রলত-বিভ্রমে যাহার নয়ন শোভা পাইয়া থাকে, চামরবাজন দ্বারা সুররমণীগণ-সেবিত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

ক্ষুরমিষ্ঠুরালোলপিঙ্গাক্ষিতারং,

কৃপাকোমলোদারলীলাবতারম্ ।



কলাবিন্দুগং গীয়তে যোগিবর্ষ্যে-

গর্গাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহার নেত্রতারকা জ্যোতির্বিমণ্ডিত, কঠোর, চপল ও পিঙ্গবর্ণ; যিনি দয়া, মার্দব ও ঔদার্যের লীলাবতারস্বরূপ এবং যোগিপ্রবরগণ ঐহাকে কলা ও বিন্দুস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যমেকাক্ষরং নিশ্মলং নিবিবিকল্পং,

গুণাতীতমানন্দমাকারশূন্যম্ ।

পরং পারমোক্ষারমান্নায়গর্ভং,

বদন্তি প্রগল্ভং পুরাণং তমীড়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহাকে একাক্ষর, বিমল, বিকল্পরহিত, ত্রিগুণের অতীত, আনন্দময়, নিরাকার, পরম পার ও 'প্রণব'স্বরূপ, বেদগর্ভ এবং পুরাতন পুরুষ বলিয়া (মুনিগণ) স্পর্ধা-সহকারে কীৰ্ত্তন করেন, সেই ঈশাননন্দন গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

চিদানন্দসান্দ্রায় শান্তায় তুভ্যং,

নমো বিশ্বকর্ত্রে চ হত্রে চ তুভ্যম্ ।

নমোহনন্তলীলায় কৈবল্যাভাসে,

নমো বিশ্ববীজ প্রসীদীশসূনো ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগৎকারণ ! তুমি চিদানন্দময় ও শাস্তমুর্তি; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বিশ্বচরাচরের কর্ত্তা ও হর্ত্তা; তোমাকে প্রণাম করি; তুমি অনন্ত লীলাময়, কৈবল্যপ্রকাশ, তোমাকে প্রণাম করি। হে ঈশানসূনো ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

ইমং সুস্তবং প্রাতরুথায় ভক্ত্যা,

পঠেদ্যস্ত মর্ত্ত্যো লভেৎ সর্বকামান্ । \*

গণেশপ্রসাদেন সিধ্যন্তি বাচো

গণেশে বিভো দুর্লভং কিং প্রসম্নে ॥ ৯ ॥

ইতি গণেশভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—প্রভাতে গাত্রোথান পুরঃসর ভক্তিমান্ হইয়া যে মানব এই উত্তম স্তব পাঠ করে, তাহার সর্বাভীষ্টলাভ হয় এবং গজাননপ্রসাদে সে ব্যক্তি বাক্‌সিক্তি লাভ করে। বিভূ গণপতিদেব প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ হয় ? ॥ ৯ ॥

শিব-ভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

গলদানগণ্ডং মিলদভৃঙ্গখণ্ডং,

চলচ্চারুশুণ্ডম্ জগজ্জাগণৌণ্ডম্ ।

লসদন্তকাণ্ডং বিপদভৃঙ্গচণ্ডং,

শিব-প্রেম-পিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—(গণেশ সর্বাঙ্গে পূজা বলিয়া এই শিব-স্তবের প্রথমেই গণেশের বন্দনা করা হইয়াছে) ষাঁহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত হইতেছে ও ঐ মদগন্ধে ভৃঙ্গগণ মিলিত হওয়াতে ষাঁহার স্রুচাক্র শুণ্ড অনবরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্য্যে যিনি নিয়ত নিয়ত আছেন, যিনি কাণ্ড-তুলা অর্থাৎ বাণের ছায়া দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ-বিনাশে প্রচণ্ডশক্তি এবং মহেশ্বরের পরমপ্রেমাস্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজন করি ॥ ১ ॥

অনাগন্তমাণ্ডং পরং তত্ত্বমর্থং,

চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্ ।

হরিত্রক্ষমুগ্যং পরত্রক্ষরূপং,

মনোবাগভীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—ষাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি,

যিনি পরমভববস্তু, যিনি অগ্রমেষ, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, তুরীয়, হরি ও ব্রহ্মা  
বাঁহার অধেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত,  
সেই শৈবজ্যোতিঃ ভজনা করি ॥ ২ ॥

স্বশক্ত্যাশক্তি-শক্ত্যন্তু-সিংহাসনস্থঃ,

মনোহারি-সর্বাস্তরত্নাদিভূষম্ ।

জটাহীনুগঙ্গাগ্নিশঙ্কর্মোলিং, \*

পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি আধারশক্তি প্রভৃতি পীঠদেবতা এবং পীঠশক্তি দ্বার  
রমণীয় সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, বাঁহার সর্বাস্তর মনোহর রত্নাদিভূষণে সমল-  
কৃত ; জটাতার, সর্পময় আপীড়, ইন্দুকলা, গঙ্গা, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ( নয়নত্রয়রূপে )  
বাঁহার উত্তমাঙ্গে বিরাজিত, সেই আত্মশক্তিসহচর পরাংপর পঞ্চবক্তৃকে স্তব  
করি ॥ ৩ ॥

শিবেশানতংপুরুষাঘোরবামা-

দিভির্ব্রহ্মভিহ্ন্মুখৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

অনৌপম্যষট্‌ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যা-

মতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—হে শিব ! ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব আদি ( সন্তো-  
জাত ) পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র এবং হৃদয়াদি ষড়্ভঙ্গমন্ত্রে উপলক্ষিত তোমার ষট্‌ত্রিংশৎ  
তত্ত্ব নিরুপম, † তুমি তত্ত্ববিদ্যার অতীত পরাংপর ; তোমাকে কিরূপে জানা যায়,  
কেই বা জানিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দং, ‡

মরুত্বশ্মগিশ্রীমহঃশ্যামমর্দম্ ।

\* 'পঙ্কাহি' ইতি পাঠান্তর ।

† (১) শিব (২) শক্তি (৩) সলাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) তত্ত্ববিদ্যা (৬) মায়্যা (৭) কলা (৮) বিদ্যা,  
(৯) বাক্য (১০) অহঙ্কার (১১) কাল (১২) নিয়তি (১৩) প্রকৃতি (১৪) পুরুষ (১৫) বুদ্ধি (১৬) মন  
এবং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিবর ও পঞ্চভূত । এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ প্রাপ্ততোষগীতে দ্রষ্টব্য ।

‡ জ্বারপ্রবাহপ্রভাজ্জমর্দম্ ।—পাঠান্তর ।

গুণসূত্রেমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ,

স্মরামি স্মরাপতিসংপত্তিহেতুম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**।—ধাঁহার শরীরের অর্দ্ধ নূতন পল্লবসমূহের গ্রায় রক্তবর্ণ এবং অপর অর্দ্ধ ইন্দ্রনীলমণির গ্রায় ত্রীসম্পন্ন সমুজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, এই উভয় অর্ধে ঘটিত গুণনিবদ্ধ একদেহধারী, স্মরবিনাশন এবং স্মরজনক ( হরিহর-রূপী ) এক তব্ধকে অস্তরে স্মরণ করি। ( শিবের চণ্ডেশ্বরমূর্ত্তি রক্তবর্ণ, হরিহরমূর্ত্তিতে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে )। পাদটীকায় লিখিত পাঠান্তরে, হরিহরমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশে শুভ্রবর্ণ হইবে। মহাদেব যে স্মরকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন, তাহা পুরাণপ্রসিদ্ধ এবং প্রহ্লায়রূপী কামদেবের পিতা বলিয়া ( সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া—ইহাও অনেকে বলেন ) নারায়ণও স্মরজনকরূপে কথিত ॥ ৫ ॥

স্ব-সেবা-সমায়াত-দেবাসুরেন্দ্রা-

নমন্যোল্লি-মন্দার-মালাভিষক্তম্ !

নমস্ত্যামি শস্তো ! পদাস্তোত্ররুহং তে,

ভবাস্তোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—হে শস্তো ! তোমার সেবার জন্তু সমাগত সুরশ্রেষ্ঠও অসুরশ্রেষ্ঠগণের আনন্দ মৌলিখলিত মন্দারমালাসম্বৃত, ভবসমুদ্রের পোত-স্বরূপ, ভবানীবিভাবানী, তোমার চরণগন্ধকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ,

প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নান্তিহারিন্ ।

মহঃস্তোমমূর্ত্তে সমস্তৈকবন্ধো,

নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোহস্ত ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—হে গৌরীসম্বিত শস্তো ! তুমি জগতের নাথ, স্তুতরাং আমায়ও নাথ। তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি রূপা করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ হরণ কর, তুমি জ্যোতির্ষ্ময়মূর্ত্তি এবং অখিল জনের একমাত্র বন্ধ। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব,

স্মরায়ে পুরায়ে যমারে হরেতি ।

ক্ৰবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তুঃ,

ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** —হে মহাদেব ! হে দেবেশ, হে দেবাদিদেব, হে স্মরারে, হে পুরাণে, হে মুক্তাঞ্জয়, হে হর, এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্তি সহকারে আপনাকে স্মরণ করিব, হে দয়াময় দেব, তাহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

বিরূপাক্ষ বিশেষ বিদ্যাদিকেশ,

ত্রয়ীমূল শস্তো শিব ত্র্যম্বক ত্বম্ ।

প্রসীদ স্মরন্তো হি পশ্যাহব পুণ্য,

ক্ষমস্বাপ্নাহীতি ক্ষপা হি ক্ষিপাম ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** —হে বিরূপাক্ষ ! হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিদ্যাদি কলার অধীশ্বর ! হে শস্তো ! তুমি বেদ সকলের মূলভূত ; হে শিব ! তুমি ত্রিনেত্র, তুমি প্রসন্ন হও, পরিভ্রাণ কর ; মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাকে আশ্বাস কর, এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যেন বহু নিশা অতিবাহিত করিতে পারি ॥ ৯ ॥

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্ত নেতি,

প্রসীদ স্মরত্যেব হন্যাস্ত দৈন্যম্ ।

ন চেত্তে ভবেদুক্তবাৎসল্যহানি-

স্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** —হে কৃপাময় ! তুমি বাতীত প্রপন্ন ব্যক্তির আর কেহ শরণ্য নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলেই তুমি (তদবস্থিত) দৈন্য হরণ করিয়া থাক, নতুবা তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হইতে পারে, অতএব তুমি আমাকে কৃপা অর্পণ কর ॥ ১০ ॥

অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং,

ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে ।

ভবন্তুক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং,

কৃপাশীল শস্তো কৃতার্থোহস্মি তস্মাৎ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ১**—হে নাথ! ইহা দানের কাল, আমি দানের পাত্র  
আপনি দাতা, আপনা ব্যতীত আমি অন্য কাহার নিকট যাচ্ছা করি না ;  
অতএব আপনার প্রতি অচলা ভক্তিই আমাকে দান করুন। হে কৃপাময় !  
শস্তো ! আমি তাহাতেই অচিরে কৃতার্থ হইব ॥ ১১ ॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং তমেবাধিরূঢ়ঃ,

কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধি ধৎসে তমেব ।

দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোহপি তে কণ্ঠভৃষা,

তদঙ্গীকৃতাঃ শৰ্ক সৰ্কেহপ্যধন্যাঃ \* ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ১**—হে শৰ্ক ! আমাকে যদি পশু বিবেচনা কর, তুমি তো  
তাহাতে আরোহণ করিয়াই আছ অর্থাৎ পশু বলিয়া ঘৃণা করিতে পার না।  
যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও তাহাকে তুমি  
নিজ মস্তকে ধারণ করিতেছ ; অর্থাৎ চন্দ্র কলঙ্কী, তাহাকে যখন উত্তমাদ্বে  
স্থান দিয়াছ, তখন কলঙ্কী বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পার না। যদি আমাকে  
দ্বিজিহ্ব ( খল ও সর্প ) মনে কর, সেই দ্বিজিহ্বও তো তোমার কণ্ঠের ভৃষণ,  
সকল অধত্তকে অর্থাৎ অধত্তকেই যে তুমি আপনার করিয়াছ, ( তবে আমাকে  
আপনার না করিবে কেন ? ) পাঠান্তরের অনুবাদ—তুমি আত্মীয় করিয়া লইলে  
সকলেই ধন্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ন শক্নোমি কৰ্ত্তুং পরদ্রোহলেশং,

কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ ।

তথা হি প্রসন্নোহসি কস্তাপি কান্তা-

সুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥১৩॥

**অনুবাদ ১**—হে গিরীশ ! আমি পরদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি, অতএব  
তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহা জানি না। কারণ, গুনিয়াছি, তুমি কোন  
কোন জীপুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ। ( অধিক দ্বঃধীর প্রতি  
দয়ালুর দয়া অধিক হয়, অধিক দোষী সন্তানের প্রতি মাতার করুণা অধিক হয়,  
এইরূপ শিবও কৃপাপরবশ হইয়া গুরুতর পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সাধু ভক্ত  
ঈষৎ অভিমানভরে এবং সভয়ে এই শ্লোক দ্বারা স্তব করিয়াছেন ) ॥ ১৩ ॥

স্তুতিং ধ্যানমৰ্চ্চাং যথাবদ্বিধাতুং,

ভজ্ঞপ্যজ্ঞানম্হেশাবলম্বে ।

ত্রসন্তঃ স্তুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডো-

র্যমপ্রাণনির্বাপণং ত্বৎপদাজম্ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে মহেশ! আমি তোমার স্তুতি, ধ্যান ও অর্চনা যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে অনভিজ্ঞ ভক্ত হইলেও ভীত মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করিতে অগ্রে আবির্ভূত শমন-জীবন-হারী স্বদীর পদকমলকে অবলম্বন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গ্রে ভূজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেহনলাক্ষাৎ ।

অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে ॥১৫॥

ইতি শ্রীশিবভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ।**—বাঁহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গ্রে সর্প নাই, করে নর-কপাল নাই, নয়নে অনল নাই, মৌলিদেহে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাঁহাকে আমি ইষ্টদেব বলিয়া স্বীকার করি না, স্বীকার করি না অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, ভূজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে শক্তিসম্বিত, তিনিই আমার দেবতা ॥ ১৫ ॥

ইতি শিবভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র ।

গণেশায় নমঃ ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় \* ভাস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় ।

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'ন'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—( শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি

\* 'যদা তীত্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেরগৌরবম্ ।

ন ছন্দোভঙ্গ ইত্যাহবুদা দোষায় হররঃ ॥

এই প্রমাণানুসারে ত্রিলোচনায় এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা ছন্দোভঙ্গদোষ পরিহার্য্য। কিন্তু ভাস্মাঙ্কাদি ব্যতীত শুদ্ধায় স্থলে দ্রুত উচ্চারণপ্রযুক্ত অনাবৃত্তক, এই লজ্জ এবং 'ন' ও 'না' বর্ণভেদ হওয়ার—'নগেন্দ্রজাপত্যবুগে কপার' এই পাঠ সমীচীন ।

পঞ্চাঙ্গের মাহাত্ম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতে-  
ছেন)। যিনি কণ্ঠে নাগেন্দ্রহার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ত্রিলোচন, যিনি ভ্রম  
লেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর (পরমাশ্বরূপী), যিনি নিতা,  
শুদ্ধ, দিগম্বর, সেই 'ন'কারাশ্বর শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চিতায়, নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায় ।

মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায়, তস্মৈ 'ম'কারায় নমঃ

শিবায় ॥ ২ ॥ \*

অনুবাদ ।—যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনীবাসি ও চন্দন দ্বারা অলুপ্ত, যিনি  
নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ব্রহ্মরূপী) এবং  
মন্দারকুসুম প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাহার পূজা করেন, সেই  
'ম'কারাশ্বর শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

শিবায় গৌরী-বদনারবিন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায় ।

শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ 'শি'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি  
আদিত্যবৎ গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষবজ্র ধ্বংস করিয়া-  
ছিলেন, (সমুদ্রমহনকালে বিষপানে) যাঁহার কণ্ঠে কালিমা হইয়াছে এবং  
যিনি বৃষবাহনে গমন করেন, সেই 'শি'কারাশ্বর শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠকুস্তোম্ববগৌতমার্য্য-মুনীন্দ্রেদেবাপিতশেখরায় । †

চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ 'ব'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রমুখ মুনীন্দ্রগণ এবং দেবগণ  
যাঁহাকে শিরোমালা অর্পণ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি  
যাঁহার নয়ন, সেই 'ব'কারাশ্বর শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যক্ষ স্বরূপায় জটাধরায়, পিনাক-হস্তায় সনাতনায় ।

দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'য'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি যক্ষরূপী (যক্ষরাজ কুবের যাঁহার অভিন্নরূপ সখা),

\* এই ন্নোকে উপজাতিজ্ঞানঃ, প্রথম তিন চরণ 'বসন্ততিলক', শেষ চরণে 'ইন্দ্রবজ্র'।  
এইরূপ উপজাতি কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† দেবাচ্চিতশেখরায়—পাঠান্তর।



যিনি আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাহার করে পিনাক-নামক ধনু  
বিরাজিত, যিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত), যিনি দিব্য, দেব ও দিগম্বর, সেই  
'য'কারাক্তক শিবকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।

শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥

ইতি শিব-পঞ্চাক্ষর-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর স্তোত্র যিনি শিব-সন্নিধানে  
পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবের সহিত আনন্দ লাভ  
করেন ॥ ৬ ॥

শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্রম্ ।

[ সপ্তবিংশতি মুক্তার যে মালা, তাহার নাম নক্ষত্রমালা, এই স্তোত্রমালায়  
সপ্তবিংশতি শ্লোক, তাহা 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রাশ্রয়ে রচিত । নমঃ  
শিবায়, ইহাই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ] ।

ত্রীমদাত্মনে গুণৈকসিদ্ধবে নমঃ শিবায়

ধামলেশধূতকৌকবন্ধবে নমঃ শিবায় ।

নামা-শেষিতানমদৃভবান্ধবে নমঃ শিবায়

পামরেতরপ্রধানবন্ধবে নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ত্রীমদাত্মা ( ১—বিভূতিসম্পন্ন, এবং আত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম ; ২—  
ত্রীনিবাস নারায়ণের আত্মস্বরূপ ; ৩—ত্রীমান্ প্রশস্তবুদ্ধিগণের আত্মা এই ত্রিবিধ  
অর্থ ) গুণৈকসাগর শিবকে নমস্কার, যাহার তেজঃকণিকার নিকট সূর্য্য নির্জিত,  
সেই শিবকে নমস্কার, প্রণামপরায়ণ ব্যক্তিগণের সংসারকূপ-বিনাশক শিবকে নম-  
স্কার, পামরেতরপ্রধানবন্ধ অর্থাৎ পামর ও তদিতর—নীচ ও উচ্চ সকলেরই  
প্রধান বন্ধ অথবা সাধুজনের প্রধান বন্ধ শিবকে নমস্কার ॥ ১ ॥

কাল-ভীত-বিপ্র-বাল-পাল তে নমঃ শিবায়  
 শূল-ভিন্ন-দুষ্ট-দক্ষ-ভাল তে নমঃ শিবায় ।  
 মূলকারণায় কালকাল তে নমঃ শিবায়  
 পালয়াদুনা দয়ালবাল তে নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ :-হে ষম-ভীত-বিপ্রবালকের ( শিলাদপুত্র নন্দীর বা  
 মৃকগুপ্ত মার্কণ্ডেয়ের ) রক্ষক, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’। তুমি ছষ্ট  
 দক্ষ প্রজাপতির ললাটদেশ শূল দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে  
 ‘নমঃ শিবায়’, হে কালান্তক, তুমি মূলকারণ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’,  
 হে করুণা- ( তরুর ) আলবাল, এক্ষণে ( আমাকে ) রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে  
 ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২ ॥

ইষ্ট-বস্ত্র-মুখ্যদান-হেতবে নমঃ শিবায়  
 দুষ্ট-দৈত্য-বংশ-ধুমকেতবে নমঃ শিবায় ।  
 সৃষ্টিরক্ষণায় ধর্ম-সেতবে নমঃ শিবায়  
 অষ্টমূর্তয়ে রবেন্দ্র-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :-যিনি ইষ্ট বস্ত্র দানের মুখ্য হেতু, সেই শিবকে নমস্কার,  
 ছষ্ট দৈত্যকুলের যিনি ধুমকেতু ( বিনাশকারণ ), সেই শিবকে নমস্কার, যিনি  
 সৃষ্টিরক্ষণার্থ ধর্ম-মর্যাদা-রক্ষক, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি অষ্টমূর্তি এবং বৃষ-  
 রাজধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

আপদদ্রি-ভেদ-টঙ্ক-হস্ত তে নমঃ শিবায়  
 পাপহারি-দিব্যসিদ্ধু-মস্ত তে নমঃ শিবায় ।  
 পাপদারিণে লসন্তমস্ত তে নমঃ শিবায়  
 শাপ-দোষ-খণ্ডন-প্রশস্ত তে নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :-হে বিপৎস্বরূপ-পরুত-বিদারণ-টঙ্কপাণে, ( টঙ্ক পাথর কাটি-  
 বার অস্ত্র, শিবের হস্তে সেই অস্ত্র আছে,—ভক্ত বলিতেছেন, ভক্তগণের হর্ষেভ  
 পরুতোপম বিপৎ খণ্ডন করাই তাহার উদ্দেশ্য ), তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’,  
 তুমি মস্তকে কলুবানশিনী পক্ষাকে ধারণ করিয়াছ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’,  
 হে নমস্কার-সমূহের শোভন পাত্র, তুমি পাপনাশক, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’,

হে শাপ দোষ-খণ্ডনে প্রশস্ত, ( অভিশপ্ত ব্যক্তি তোমার আরাধনায় শাপদোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ) তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৪ ॥

ব্যোমকেশ দিব্যভব্যরূপ তে নমঃ শিবায়

হেম-মেদিনীধরেন্দ্র-চাপ তে নমঃ শিবায় ।

নাম-মাত্র-দগ্ধ-সর্ব-পাপ তে নমঃ শিবায়

কামনৈক-তান-হৃদ্য-রূপ তে নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** :—হে দিবা মঙ্গলমূর্তি ব্যোমকেশ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হেমময় গিরিরাজ স্রমেক তোমার ধনুঃ ( মৎস্তপুরাণাদিতে ত্রিপুরবধ উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ), তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তুমি কেবল তোমার নামোচ্চারণমাত্র, ( উচ্চারণকর্তার ) সকল পাপ নষ্ট কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মমস্তকাবলীনিবদ্ধ তে নমঃ শিবায়

জিহ্মগেন্দ্রকুণ্ডলপ্রসিদ্ধ তে নমঃ শিবায় ।

ব্রহ্মণে প্রণীতবেদপদ্ধতে নমঃ শিবায়

জিহ্মকালদেহদত্তপদ্ধতে নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** :—হে ব্রহ্মযুক্ত ( পঞ্চ-ঋক্মন্ত্রযুক্ত ) ত্রিশানাদি-পঞ্চশীর্ষ-সম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হে নাগরাজকুণ্ডলধারী প্রসিদ্ধ পুরুষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তুমি ব্রহ্মার মূর্তি ধারণ করিয়া বেদমার্গ প্রণয়ন করিয়াছ, ( তোমার উদ্দেশে ) 'নমঃ শিবায়' । হে কুটিল-কৃতান্তদেহে পদাঘাত-বাহিনী, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৬ ॥

কামনাশনায় শুদ্ধকর্্মণে নমঃ শিবায়,

সাম-গান-জায়মানশর্্মণে নমঃ শিবায় ।

হেম-কান্তি-চাকচক্যবর্্মণে নমঃ শিবায়

সামজ্ঞাহুরাজ-লব্ধ-চর্্মণে নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** :—কামবিনাশন শুদ্ধকর্্মা শিবকে নমস্কার, সামগানসুখী শিবকে নমস্কার, সুবর্ণকান্তি—চাকচক্যময় বর্ষধারী শিবকে নমস্কার, গজা-সুগন্ধধারী শিবকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

জন্ম-মৃত্যু-বোর-দুঃখহারিণে নমঃ শিবায়  
চিন্ময়ৈকরূপদেহহারিণে নমঃ শিবায় ।  
মন্মনোরথাবপুর্তিকারিণে নমঃ শিবায়  
সন্মনোগতায় কামবৈরিণে নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—জন্ম-মৃত্যু-বোর-দুঃখহারী শিবকে নমস্কার, চিন্ময় অদ্বিতীয়-  
রূপদেহহারী শিবকে নমস্কার, মদীয় মনোরথপূরক শিবকে নমস্কার, সাধুগণের  
মনোমধ্যে বিরাজমান মদনবৈরী শিবকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যক্ষরাজ-বন্ধবে দয়ালবে নমঃ শিবায়  
দক্ষ-পাণি-শোভিকাঞ্চনালবে নমঃ শিবায় ।  
পক্ষিরাজ-বাহ-হৃচ্ছয়ালবে নমঃ শিবায়  
অক্ষিফাল-বেদপূততালবে নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—কুবেরবন্ধু দয়ালু শিবকে নমস্কার, দক্ষিণহস্তে স্বর্ণ-ভূজার-  
ধারী শিবকে নমস্কার, গন্ধুড়বাহন নারায়ণের মনোমন্দিরে শয়ান শিবকে  
নমস্কার, ( বাঁহার অস্ত্রাস্ত্র উচ্চারণস্থানের স্থায় ) তালব্য বর্ণের উচ্চারণস্থান  
বেদ-ধ্বনি-পুত, সেই ভাললোচন শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

দক্ষহস্ত-নিষ্ঠ-জাতবেদসে নমঃ শিবায়  
অক্ষরাভ্রানে নমদ্বিভোঁজসে নমঃ শিবায় ।  
দীক্ষিতপ্রকাশিতাভ্রতেজসে নমঃ শিবায় ।  
উক্ষরাজবাহ তে সতাং গতে নমঃ শিবায় ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি অবস্থিত, সেই শিবকে নমস্কার,  
ইন্দ্র-নমস্কৃত অক্ষরাভ্রা শিবকে নমস্কার, দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে আভ্রতেজঃ-  
প্রকাশক শিবকে নমস্কার, হে সজ্জনের গতি ব্যবসাজবাহন, তোমার উদ্দেশে  
'নমঃ শিবায়' ॥ ১০ ॥

রাজতাচলেন্দ্র-সানু-বাসিনে নমঃ শিবায়  
রাজমান-নিত্যমন্দ-হাসিনে নমঃ শিবায় ।

রাজ-কোরকাবতংস-ভাসিনে নমঃ শিবায়

রাজরাজ-মিত্রতা-প্রকাশিনে নমঃ শিবায় ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—রজতপর্কতরাজ কৈলাসের সাহুবাসী শিবকে নমস্কার, সদা মন্দ-হাস্ত-সুশোভিত শিবকে নমস্কার, শশি-কলাবতংস-সমুদ্ভাসিত শিবকে নমস্কার, রাজরাজ কুবেরের প্রতি মৈত্রীপ্রকাশক শিবকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

দীন-মানবালি-কামধেনবে নমঃ শিবায়

সূন-বাণ-দাহকৃৎ-কৃশানবে নমঃ শিবায় ।

স্বানুরাগ-ভক্ত-রত্নসানবে নমঃ শিবায়

দানবান্ধকার-চণ্ড-ভানবে নমঃ শিবায় ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—দীন মানবগণের কামধেনু শিবকে নমস্কার, ধাহার নয়নাগ্নি কুশুম্ভরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি নিজ অনুরাগে ভক্তগণের পক্ষে রত্ন-সামু, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি দানবরূপী অন্ধকারের পক্ষে হৃদ্যা, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সর্বমঙ্গলা-কুচাত্রশায়িনে নমঃ শিবায়

সর্বদেবতাগণাতিশায়িনে নমঃ শিবায় ।

পূর্বদেবনাশসংবিধায়িনে নমঃ শিবায়

সর্বসম্মনোজ-# ভঙ্গদায়িনে নমঃ শিবায় ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সর্বমঙ্গলার স্তনাগ্রশায়ী ( উরোদেশে শয়ান, অথবা শায়ী—শায়যুক্ত ; শয়—কর, তদীয় ব্যাপার শায়, তদযুক্ত ) শিবকে নমস্কার, যিনি সর্বদেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্বদেবশ্রেষ্ঠ, সেই শিবকে নমস্কার, অনুরাগের বিনাশকারী শিবকে নমস্কার, সকল সাধুর মদনভঞ্জন শিবকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

স্তোক ভক্তিতোহপি ভক্তপোষিণে নমঃ শিবায়

মাকরন্দসারবর্ষিভাষিণে নমঃ শিবায় ।

একবিল্বদানতোহপি তোষিণে নমঃ শিবায়

নৈক-জন্ম-পাপজাল-শোষিণে নমঃ শিবায় ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি স্বল্পমাত্র ভক্তি হইলেও তাহাকে ভক্ত বলিয়া রক্ষা করেন, সেই শিবকে নমস্কার, যাহার বাক্য মকরন্দসারবর্ষী, সেই শিবকে নমস্কার, একটিমাত্র বিষণ্ণ প্রদান করিলেও (দাতার প্রতি) যিনি সন্তোষযুক্ত, সেই শিবকে নমস্কার, অনেকজন্মকৃত পাপরাশিকে যিনি শোষণ করিয়া লয়েন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

সর্ব-জীব-রক্ষণৈক-শীলিনে নমঃ শিবায়

পার্বতী-প্রিয়ায় ভক্ত-পালিনে নমঃ শিবায় ।

দুর্বিদম্ভ-দৈত্য-সৈন্ত-দারিণে নমঃ শিবায়

শর্বরীশ-ধারিণে কপালিনে নমঃ শিবায় ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বজীবের রক্ষণ যাহার প্রধান স্বভাব, সেই শিবকে নমস্কার ; ভক্তপালক পার্বতীবল্লভ শিবকে নমস্কার ; দুর্দান্ত-দৈত্য সৈন্তবিদারণগু শিবকে নমস্কার ; রজনীকরধারী কপালী শিবকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

পাহি মামুমা-মনোজ্ঞ-দেহ তে নমঃ শিবায়

দেহি মে বরং সিতাদ্রি-গেহ তে নমঃ শিবায় ।

মোহিতর্ষি-কামিনী-সমূহ তে নমঃ শিবায়

স্বেহিত-প্রসন্ন-কামদোহ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে উমামনোহর-দেহধারিন্, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে শুভ্রাচলবাসিন্, আমাকে বর প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ তুমি দারুবনে ঋষিকামিনীদিগকে মোহিতা করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ স্বাভীষ্টগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ( তাহাদিগের ) কামনাপূরণকারিন্, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল-প্রদায় গো-তুরঙ্গ তে নমঃ শিবায়

গঙ্গয়া তরঙ্গিতোত্তমাস্ত তে নমঃ শিবায় ।

সঙ্গর-প্রবৃত্ত-বৈরি-ভঙ্গ তে নমঃ শিবায়

অঙ্গজারয়ে করে-কুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গোতুরজ (বৃষবাহন) ! তুমি মঙ্গলপ্রদ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে গঙ্গা-তরঙ্গিত-শীর্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে সময়প্রবৃত্তবৈরি-পরাজয়দক্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে কুরঙ্গহস্ত, ( যিনি এক হস্তে মৃগ ধারণ করিয়া আছেন ) তুমি মনোজ-শত্রু, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৭ ॥

ঐহিত-ক্ষণ-প্রদান-হেতবে নমঃ শিবায়  
আহিতাগ্নি-পালকোক্ষ-কেতবে নমঃ শিবায় ।  
দেহ-কাস্তি-ধূত-রৌপ্য-ধাতবে নমঃ শিবায়  
গেহ-দুঃখ-পুঞ্জ-ধূম-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ক্ষণমাত্রে অভিলষিত প্রদানের কারণ, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি সার্বিক বিজয়গণের পালক ও বৃষধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার । বাহ্য শরীরকান্তি রজতধাতুকে নিষ্ক্লিষ্ট করিয়াছে, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি গৃহবাসজনিত দুঃখপুঞ্জবিনাশে ধূমকেতুস্বরূপ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ত্র্যক্ষ দীন-সৎ-কৃপা-কটাক্ষ তে নমঃ শিবায়  
দক্ষ-সপ্ততন্তু-নাশ-দক্ষ তে নমঃ শিবায় ।  
ঋক্ষরাজ-ভানু-পাবকাক্ষ তে নমঃ শিবায়  
রক্ষ মাং প্রপন্ন-মাত্র-রক্ষ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রিলোচন, দীনের প্রতি তোমার কৃপা-কটাক্ষ বর্তমান, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে দক্ষবজ্রনাশন-দক্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ । হে চক্রে-স্থধ্য-বহ্নি-লোচন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে প্রপন্ন-মাত্রের রক্ষক, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৯ ॥

অঙ্কু-পাণয়ে শিবঙ্করায় তে নমঃ শিবায়  
সঙ্কটাজি-তীর্ণ-কিঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ।  
পঙ্ক-ভীষিতাভয়ঙ্করায় তে নমঃ শিবায়  
পঙ্কজাননায় শঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—তুমি হস্তে মৃগ ধারণ করিয়াছ, তুমি শুভকর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তোমার, কিঙ্কর হইলেই সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়,

তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ কলুষরাশি যাহাকে ভয়চকিত করিয়াছে, তুমি তাহাকেও অভয় প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তুমি কমলবদন শঙ্কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২০ ॥

কর্শ্ম-পাশ নাশ নীল-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায়

শর্শ্বদায় নস্ম-ভস্ম-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ।

নিশ্মমর্ষি-সেবিতোপকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়

কুশ্মহে নতীর্নমদ্-বিকুণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ** ।—হে কর্শ্মপাশনাশন নীলকণ্ঠ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তুমি স্মৃৎদাতা, লীলা সময়ে তোমার আকণ্ঠ চিত্তভস্ম অমূল্যলেন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । মমত্বদোষবর্জিত ঋষিগণ তোমার সমীপস্থান আশ্রয় করিয়াছেন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে বিষ্ণুনমস্কৃত, আমরা বহু প্রণাম করিতেছি, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুপাদিপায় নস্ম-বিষ্ণুবে নমঃ শিবায়

শিষ্ট-বিপ্রহৃদ্-গুহা-চরিসৃগবে নমঃ শিবায় ।

ইষ্ট-বস্তু-নিত্য-তুষ্টি-জিষ্ণুবে নমঃ শিবায়

কষ্টনাশনায় লোক-জিষ্ণুবে নমঃ শিবায় ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি জগতের অধিপতি, বিষ্ণু ষাঁহার নিকট নস্ম, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি শিষ্ট ব্রাহ্মণগণের হৃদয়-গুহায় সঞ্চারণশীল, সেই শিবকে নমস্কার । জিষ্ণু অর্জুন ষাঁহার নিকট ইষ্ট বব প্রাপ্ত হইয়া নিত্য তুষ্টিলাভ করিয়া-ছিলেন, সেই শিবের উদ্দেশে নমস্কার । যিনি কর্শ্মবিনাশক এবং ত্রৈলোক্য-মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

অপ্রমেয়-দিব্য-স্বপ্রভাব তে নমঃ শিবায়

সৎ-প্রপন্ন-রক্ষণ-স্বভাব তে নমঃ শিবায় ।

স্বপ্রকাশ নিস্তুলানুভাব তে নমঃ শিবায়

বিপ্রভিষ্টদর্শিতার্কভাব তে নমঃ শিবায় ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ** ।—হে অপ্রমেয়-দিব্যপ্রভাব, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে সৎ-প্রপন্ন-সাধুজন-রক্ষণ-শীল, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে স্বপ্রকাশ, হে অন্তুল-



জ্ঞানসম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। বিপ্র-বালকের প্রতি তুমি করুণার্জ্জব প্রদর্শন করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৩ ॥

সেবকায় মে যুড় প্রদীদ তে নমঃ শিবায়  
ভাব লভ্য-তাবক-প্রসাদ তে নমঃ শিবায় ।  
পাবকাক্ষ দেব-পূজ্যপাদ তে নমঃ শিবায়  
তাবকাজি-ভক্তদত্তমোদ তে নমঃ শিবায় ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ :- হে যুড়, আমি সেবক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তোমার প্রসন্নতাই কেবল ভক্তিভাবলভ্যতাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। হে অগ্নিলোচন, তোমার চরণ দেবগণের পূজ্য, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়'। তোমার চরণ-কমল-ভক্তকে তুমি আনন্দ প্রদান করিয়া থাক, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৪ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-দিব্যভোগ-দায়িনে নমঃ শিবায়  
শক্তি-কল্লিত-প্রপঞ্চ-ভাগিনে নমঃ শিবায় ।  
ভক্ত-সঙ্কটাপহার-যোগিনে নমঃ শিবায়  
যুক্ত-সন্মনঃ-সরোজ-যোগিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি (ঐহিক) ভোগ, মুক্তি এবং দিব্য ভোগ দান করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি নিজশক্তিকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, সেই শিবকে নমস্কার। ভক্তগণের ছঃখাপহারী যোগরত শিবকে নমস্কার। যোগযুক্ত সাধুর হৃদয়কমলে ঐহার সঙ্গ সতত বর্তমান, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

অন্তকাস্তকায় পাপহারিণে নমঃ শিবায়  
শাস্তমায়-দন্তি-চন্দ্র-ধারিণে নমঃ শিবায় ।  
সন্ততাপ্রিত-ব্যথা-বিদারিণে নমঃ শিবায়  
জন্ত-জাত-নিত্য-সৌখ্য-কারিণে নমঃ শিবায় ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি অন্তকের অন্তক ও পাপবিনাশী, সেই শিবকে নমস্কার। ঐহার মায়ী উপশান্ত হইয়াছে, পরিধানে ঐহার করিচন্দ্র, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি আপ্রিতগণের সতত ব্যথা বিনাশ করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি সকল প্রাণিগণকে নিত্য সুখ প্রদান করেন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

শূলিনে নমো নমঃ কপালিনে নমঃ শিবায  
পালিনে বিরিক্তিভুগ্মালিনে নমঃ শিবায ।  
লীলিনে বিশেষরুগ্মালিনে নমঃ শিবায  
শীলিনে নমঃ প্রপুণ্যশালিনে নমঃ শিবায ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ :**—শূলধারীকে নমস্কার, কপালমালীকে নমস্কার, শিবকে নমস্কার । যিনি পালক, যিনি ব্রহ্মার মুণ্ডমালা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি লীলাময় হইয়া বিশেষ নরমুণ্ডমালা ধারণ করেন, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি প্রশস্তশীল এবং প্রকৃষ্ট পুণ্যশালী, তাঁহাকে নমস্কার, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥

শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রাং চতুষ্পদোল্লাসপদ্যমণিঘটিতাম্ ।  
নক্ষত্রমালিকামিহ দধতুপকণ্ঠং নরো ভবেৎ সোমঃ ॥ ২৮ ॥

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশ্র  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শিবপঞ্চাক্ষরনক্ষত্রমালা-  
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ :**—এই শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রা চতুষ্পদ-শোভিত পদ্ম-রত্নে নির্মিত । ইহা নক্ষত্রমালা । মানব ইহ-জীবনে উপকণ্ঠ অর্থাৎ বর্ধসমীপে ধারণ করিলে পঞ্চাস্তরে নিকটে রাখিলে সোম হইয়া থাকে । ( সোম শিবজ্যোতি, পঞ্চাস্তরে চন্দ্র । চন্দ্র নক্ষত্রমালার নিকটে থাকেন, তাই এ স্থানে সোম শব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই স্তবের বিশেষত্ব—সমস্ত স্তব পাঠে ১০৮ বার নমঃ শিবায উচ্চারণ হয়, অল্পবাদে যেখানে পারিয়াছি, সেখানে নমঃ শিবায মাত্রই রাখিয়াছি । যেখানে তেমন খাপ খায় না, সেইখানে শিবকে নমস্কার, এইরূপ অল্পবাদ প্রদান করিয়াছি ) ॥ ২৮ ॥

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশ্রী শ্রীমচ্ছঙ্কর-  
ভগবানের রচনাতে শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## বেদসারশিব-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং,

গজেন্দ্রস্য কৃতিং বসানং বরেণ্যম্ ।

জটাজূটমধ্যে ক্ষুরদগাস্তবারিং,

মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিঞ্চ \* ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পশুদিগের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজচর্ম পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, ঐহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই একমাত্র স্মরারি মহাদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং,

বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্ ।

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং,

সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাক্তিকুল নির্মূল করেন, যিনি বিভূ, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি দ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপাক্ষ, ঐহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নয়নত্রয় এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্তৃ প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং,

গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্ ।

ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং,

ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, ঐহার গলদেশ নীলবর্ণ, যিনি বৃষভে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় ( পরম দীপ্তি-

\* ‘স্মরামি স্মরামি’ পাঠান্তর ।

মান্), যিনি ভয় দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শস্তো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে,

মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ।

ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ,

প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পার্শ্বতীশ ! হে শস্তো ! হে চন্দ্রার্দ্ধমৌলে ! হে জটাজূটধারিন্ ! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণরূপ। হে মহেশ্বর ! হে শূলধারিন্ ! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাগুং,

নিরীহং নিরাকারমোক্ষারবেণম্ ।

যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,

তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি জগতের পালয়িতা এবং জগৎ ঐহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই নিষ্ক্রিয় নিরাকার আত্ম জগদ্বীজ প্রণব-বাচ্য এক পরমাত্মস্বরূপ মহেশ্বরকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

ন ভূমির্ন চাপো ন বহির্ন বায়ু-

ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্ৰা ন নিদ্রা ।

ন গ্রীষ্মো \* ন শীতং ন দেশো ন বেশো,

ন যশ্চাস্তি মূর্ত্তিস্তিমূর্ত্তিঃ তমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং ঐহার তন্দ্ৰা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই ও ঐহার মূর্ত্তি নাই অথচ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

\* 'ন গ্রীষ্মো' এই পাঠ সমীচীন, মূলস্থ পাঠ ন-গ্রীষ্মো। এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা গ্রীষ্মাদেশ পরিহারীয়। ইহা কেহ কেহ বলেন।

অজ্ঞং শাস্ত্রতং কারণং কারণানাং,

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ।

তুরীয়ং তমঃপারমাত্মস্থহীনং,

প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈত-হীনম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্বমঙ্গলময়, অদ্বিতীয়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্র-সূর্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে,

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য,

নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—হে বিভো ! হে বিশ্বমূর্ত্তে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে চিদানন্দময় ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে ভগবন্ ! তুমি তপস্তা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ বা তপস্তাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে শিব ! তুমি শ্রুতিজনিত জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ,

মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র ।

শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে,

ত্বদন্তো বরেণ্যো ন মাত্তো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—হে প্রভো ! হে শূলপাণে ! হে বিভো ! হে বিশ্বনাথ ! হে মহাদেব ! হে শম্ভো ! হে মহেশ ! হে ত্রিনেত্র ! হে গৌরীপতে ! হে শান্ত ! হে মদনরিপো ! হে পুরবিজয়িন্ ! তোমা হইতে বরেণ্য মান্য অস্ত্র কেহ নাই, গণ্যও নাই ॥ ৯ ॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে,

গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-

স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- হে শস্ত্রো ! হে মহেশ ! হে করুণাময় ! হে শূলপাণে ! হে গৌরীপতে ! হে পশুপতে ! হে পশুপাশবিনাশিন্ ! হে কাশীপতে ! একমাত্র তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগৎসৃষ্টি করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥ ১০ ॥

ত্বন্তো জগদ্ব্যবতি দেব ভব স্মরারে,

ত্বয়োব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ ।

ত্বয়োব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ,

লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥

বেদসারশিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- হে ভব ! তোমা হইতে জগৎ সঞ্চারিত হইতেছে । হে দেব ! হে মদনাস্তকারিন্ ! হে মৃড় ! হে বিশ্বনাথ ! তোমাতেই জগৎ অবস্থিত আছে । হে ঈশ ! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় । হে হর, এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১ ॥

বেদসার-শিব-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবনামা-ল্যঙ্ক ।

ঐগণেশায় নমঃ ।

হে চন্দ্রচূড় মদনাস্তক শূলপাণে,

স্থানো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্ত্রো ।

ভূতেশ ভীতভয়সূদন গামনাথং,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে চন্দ্রমোলে ! তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে শূলপাণে ! তুমি স্থানু । হে গিরীশ ! তুমি গিরিজাপতি । হে মহেশ ! শস্ত্রো ! তুমি ভীতগণের ভয় দূর কর । হে জগদীশ্বর ! তুমি অনাপ আমাকে ভব-দুঃখসকল হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১ ॥

হে পার্শ্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে,

ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ ।

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে চন্দ্রশেখর ! হে পার্শ্বতীহৃদয়বল্লভ ! হে চন্দ্রমৌলে !

হে ভূতাধিপ ! হে প্রমথনাথ ! হে গিরীশ ! হে জপামন্ত্রস্বরূপ অথবা

হে নগেন্দ্র তনয়াপতে, হে বামদেব ! হে ভব ! হে রুদ্র ! হে পিনাকপাণে ! হে

জগদীশ্বর ! তুমি ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র,

লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব ।

হে ধ্বজটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নীলকণ্ঠ ! হে বৃষধ্বজ ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ !

তুমি অনন্তনাগকে বলয়রূপে ধারণ করিয়াছ । হে প্রমথেশ ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার

কর । হে ধ্বজটে ! হে পশুপতে ! হে গিরিজাপতে ! আমাকে ভবদুঃখসঙ্কট

হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব,

গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ ।

বাণেশ্বরাক্করিপো হর লোকনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলায় এবং সকলের মঙ্গলবিধান

করিতেছ । হে দেবদেব ! তুমি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের

অধিনায়ক । হে নন্দিকেশ্বর ! হে বাণেশ্বর ! হে অঙ্করিপো ! হে হর !

হে লোকনাথ ! হে জগদীশ্বর ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ

কর ॥ ৪ ॥

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ,

বীরেশ দক্ষমথকাল বিভো গণেশ ।

সর্ববৃদ্ধ সর্ববৃহদৈকনিবাস নাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিত্তো ! তুমি বারাণসী পুরীর অধীশ্বর, তুমি মণি-  
কণিকার অধিপতি, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষবজ্রের বিনাশকারী। হে  
গণেশ্বর ! তুমি সকল জানিতেছ এবং তুমি নিরন্তর সকলের হৃদয়নিকেতনে  
অবস্থিতি কর। হে নাথ ! হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে  
পরিত্ৰাণ কর ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো,

হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গগাধিনাথ ।

ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শ্রীমন্ ! হে মহেশ্বর ! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার  
রূপাতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। হে দয়ালো ! হে ব্যোমকেশ !  
হে শিতিকণ্ঠ ! হে ভূতগণের অধিপতি ! তুমি ভস্ম দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক  
এবং নরকপালসমূহনির্মিত মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ ! ( আমাকে )  
ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্ৰাণ কর ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে,

মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস ।

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রিলোচন ! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, হে  
বৃষাকপে ! হে মৃত্যুঞ্জয় ! ত্রিজগৎ তোমাতে অবস্থিত, তুমি নারায়ণের অতি  
প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই  
তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্ৰাণ  
কর ॥ ৭ ॥

বিশেষ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ,

বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ ।



হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বের জন্ম তোমা হইতে, তুমিই বিশ্ব-  
প্রপঞ্চরূপের বিনাশ করিয়াছ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে গুণসকল একমাত্র  
তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। হে করুণাময় ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে  
অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু। হে জগদীশ ! (আমাকে)  
‘ব্রহ্মঃখসঙ্কট’ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮ ॥

গৌরীবিলাসভূবনায় মহেশ্বরায়,

পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায় ।

শর্করায় সর্বজগতামধিপায় তস্মৈ

দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥

শিবনামাবল্যষ্টকং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- হে বিভো ! যিনি গৌরীর বিলাসভূমি, যিনি মহেশ্বর, যিনি  
পঞ্চবক্তা, যিনি শরণাগত জনের সামর্থ্যদাতা, যিনি শর্ক অর্থাৎ প্রলয়-কালে জগৎ  
সংহার করেন, যিনি সর্বজগতের অধিপতি, সেই দারিদ্র্যদুঃখদাহে অনলস্বরূপ  
শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

শিবনামাবল্যষ্টক সমাপ্ত ।

## দশলোকী স্তুতি ।

সাম্বো নঃ কুলদৈবতং পশুপতে সাম্ব হৃদীয়া বয়ং

সাম্বং স্তোমি সুরাসুরোরগগণাঃ সাম্বেন সন্তারিতাঃ ।

সাম্বায়ান্ত নমো ময়া বিরচিতং সাম্বাৎ পরং নো ভজে,

সাম্বস্ত্যাসুচরোহস্যহং মম রতিঃ সাম্বৈ পরব্রহ্মণি ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- সাম্ব অর্থাৎ অধিকা-সমন্বিত শিব আমাদেরই কুলদেব ; হে  
সাম্ব-পশুপতে ! আমরা তোমারই ; আমি সাম্ব-তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি ।  
(যখন সাগরমহনকালে কালকূট উৎপন্ন হয়, তখন) দেব, দানব ও সর্পগণ  
সাম্ব-তোমা কর্তৃক নিস্তারিত (রক্ষিত) হইয়াছিলেন । সাম্ব-তোমার উদ্দেশে

আমার কৃত এই প্রণতি সমর্পিত হউক। সাধ-তোমা হইতে ভিন্ন আমি অণু  
কাহারও আরাধনা করি না ; আমি সাধ-তোমারই কিঙ্কর ; পরব্রহ্মরূপী সাধ-  
তোমাতে আমার রতি ( অমুরাগ ) হউক। ( পদার্থবাচক প্রথম সোধোদনে প্রথম  
প্রভৃতি সাতটি বিভক্তি যোগে এই শ্লোকে স্তব করা হইয়াছে ) ॥ ১ ॥

বিষ্ণুদ্বাদশ পুরত্রয়ং সুরগণা জেতুং ন শক্তাঃ স্বয়ং,

যং শস্তুং ভগবন্ বয়ং তু পশবোহস্মাকং ত্রমেবেশ্বরঃ ।

স্বস্বস্থাননিয়োজিতাঃ সুমনসঃ সস্থা বভূবুস্তত-

স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—বিষ্ণু প্রভৃতি সুরব্রহ্ম ত্রিপুরাসুরকে স্বয়ং পরাভূত করিতে  
অক্ষম হইয়া যে মহেশ্বরের ( শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন ) “ভগবন্, আমরা  
পশুসদৃশ ; একমাত্র তুমিই আমাদের ঈশ্বর,” ইহার পরে ( তোমারই শক্তিতে  
ত্রিপুরবিজয় হইলে ) সুরগণ স্বস্বস্থানে নিয়োজিত হইয়া স্বস্থতা লাভ করেন, সেই  
পরব্রহ্ম সাধ শিবে আমার মন আনন্দসহকারে রত হউক ॥ ২ ॥

ক্ষৌণী যশ্র রথো রথাক্ষয়ুগলং চন্দ্রার্কবিশ্বদ্বয়ং,

কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদ্বাণো বিধিঃ সারথিঃ ।

তুগীরো জলধির্হয়াঃ শ্রুতিচয়ো মৌর্ক্যৌ ভূজঙ্গাধিপ-

স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—( যখন ) ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধ ঘটে, তখন বহুমতী  
যাহার রথ, চন্দ্র-সূর্য্য রথের চক্রযুগল, কনকপর্জিত সুরেক্ষ শরাগন, ঐহরি  
শত্রু, ব্রহ্মা সারথি, সাগর তুগীর, বেনসকল অশ্ব ও অনন্তদেব মৌর্ক্য হইয়া-  
ছিলেন, মদীয় চিত্ত সেই পরব্রহ্মরূপী সাধ-শঙ্করে সানন্দে রত হউক ॥ ৩ ॥

যেনোপাদিতমঙ্গজাতসিতং দিব্যাক্ষরাগৈঃ সমং,

যেন স্বীকৃতমঙ্গজাতবশিরঃ সৌবর্ণপাত্রেঃ সমম্ ।

যেনোঙ্গীকৃতমচ্যুতশ্চ নয়নং পৃজারবিন্দৈঃ সমং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্ধে পরব্রহ্মণি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—বিনি অনঙ্গের অঙ্গতম দিব্য অক্ষরাগের সমান করিয়াছেন,  
অর্থাৎ ককর্ণদেবকে ভগ্নীভূত করিয়া সেই বিকৃতি দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ

বিলিষ্ট করিয়াছেন ; যিনি (যৌববেশে) কমলযোনি ব্রহ্মার একটি মন্তক-  
চ্ছেদন করিয়া কাঞ্চনপাত্রে সমান তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং (একদা)  
ঐহিরি সহস্রসংখ্য পদ্ম দ্বারা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একটি পদ্ম নূন দর্শন করিলে )  
যিনি পূজোপহার পদ্মপুষ্পগুলির সঙ্গে হরির একটি নয়নকমল গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন, সেই গৌরীসমবেত সাধ শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৪ ॥

গোবিন্দাদধিকং ন দৈবতমিতি প্রোচ্চার্য্য হস্তাবৃত্তা-

বুদ্ধত্যাথ শিবস্ত সন্নিধিগতো ব্যাসো যুনীনাং বরঃ ।

যস্ত স্তম্ভিতপাণিরানতিকৃতা নন্দীশ্বরেণাভবৎ,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—একদা যুনিগণপ্রবর দ্বৈপায়ন “গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
দেবতা অস্ত কেহ নাই” এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া শিব-  
সকাশে সমাগত হইলে যদীয় সেবক নন্দিকেশ্বর তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করিয়া-  
ছিলেন, সেই সাধ পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৫ ॥

আকাশশিচকুরায়তে দশদিশাভোগো দুকূলায়তে,

শীতাংশুঃ প্রসবায়তে স্থিরতরানন্দঃ স্বরূপায়তে ।

বেদান্তো নিলয়ায়তে সুবিনয়ো যস্ত স্বভাবায়তে,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—নভোমণ্ডল বাহার কেশপাশরূপে বিস্তৃমান, দশদিক্ বাহার  
পট্টবসনস্বরূপ, চন্দ্র বাহার পুষ্প-ভূষণস্বরূপ ; নিত্য আনন্দ বাহার স্বরূপ,  
বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎমধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত, সুবিনয় বাহার স্বভাব, সেই  
সাধ পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৬ ॥

বিবুর্ঘ্যস্ত সহস্রনামনিয়মাদস্তোরুহৈরুচ্ছুর-

ম্মেকেনাপচিতেষু নেত্রকমলং নৈজং পদাজ্জহয়ে ।

সংপূজ্যাস্ত্রসংহতিং বিদলয়ন্ত্রৈলোক্যপালোহভবৎ,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—বাহার সহস্র নামের একৈক নামে এক এক পদ্ম প্রদানে  
কৃতসকল ঐহিরি, তাহা হইতে একটি পদ্ম নূন দেখিয়া নিজ নয়নকমল উৎপাটন

করত চরণকমলযুগল পূজা করায় অশ্রুনিরকে দলিত করিয়া ত্রিলোকপালকতা  
লাভ করেন, সেই গোব্রীসমেত পরব্রহ্মরূপী শঙ্কর মদীয় চিত্তে সানন্দে রত হউন ॥ ৭ ॥

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুঃ পাদাসুজ্ঞাদর্শনে,

চক্রে যো দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে ।

মিথ্যাবাচমপূজ্যমেব সততং হংস্বরূপং বিধিং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্দ্রে পরব্রহ্মণি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালপ্রদেশে বাহার  
বিরাট মূর্তির চরণকমলের সন্ধান পান নাই, আর সেই সত্য কথা প্রকাশ  
করাতে যিনি বিষ্ণুকে রূপা পূর্বক সমস্ত জগতের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন,  
ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া ( উর্দ্ধে উথিত হইয়া ) বাহার ( বিরাটমূর্তির ) মস্তক-  
দর্শন না হইলে ও দর্শন করিয়াছি, এইরূপ মিথ্যা বলাতে যিনি তাঁহাকে সতত অপূজা  
করিয়া দেন,—সেই পরব্রহ্মরূপী সেই শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৮ ॥

যন্তাসন্ ধরণী-জলান্নি-পবন-ব্যোমার্ক-চন্দ্রাদয়ো,

বিখ্যাতাস্তনবোহৃষ্টধা পরিণতা নান্মত্ততো বর্ততে ।

ওঙ্কারার্থবিবেচনী শ্রুতিরিয়ং চাচক্ট তূর্য্যং শিবং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্দ্রে পরব্রহ্মণি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- বাহার মূর্তি ক্রিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য,  
যজমান এই অষ্টধা পরিণত বলিয়া কীর্তিত হয় ; ব্রহ্মাণ্ডে বাহা হইতে অতিরিক্ত  
আর কোন বস্তুই নাই ; প্রণবের অর্থবিচারিণী শ্রুতি ঐহাকে তুরীয় পুরুষ শিব  
বলিয়া বর্ণন করেন, সেই উমাসহচর পরব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত  
হউক ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপিপ্রভৃতয়ঃ সর্বেষুপি দেবা যদা,

সমুতাজ্জলধের্বিসাং পরিভবং প্রাপ্তাস্তদা সত্তরম্ ।

তানান্তান্ শরণাগতানিতি স্মরান্ যোহরক্ষদর্শকৃগাং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সান্দ্রে পরব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥

ইতি দশশ্লোকী স্তুতিঃ সমাপ্তা ।

**অনুবাদ ।**—সমুদ্রমন্ডনকালে সমুদ্র হইতে কালকূট সমুৎপন্ন হইলে  
 ত্রিহরি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রমুখ সুরবৃন্দ যখন সেই মহাবিধ হইতে পরাভব প্রাপ্ত  
 হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে কাতর ও শরণাপন্ন দর্শনে যিনি অঙ্কুরগমধ্যে  
 (সেই কালকূট পান করিয়া) সকলের ব্রহ্মাবিধান করিয়াছিলেন, সেই  
 সাধ পন্নব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিন্তা সানন্দে রত হউক ॥ ১০ ॥

দশলোকী স্তুতি সম্পূর্ণ ।

## শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র ।

গণেশায় নমঃ ।

আদৌ কৰ্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্কৌ স্থিতং মাং,  
 বিগ্নুত্রোমেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ।  
 যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বস্তুং,  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শান্তো ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রথমতঃ কৰ্ম্মবন্ধ-নিবন্ধন আমি কলুষপূর্ণ জননী-জঠরে  
 যখন নিবিষ্ট ছিলাম, তখন অপবিত্র মলমূত্রমধ্যে মাতার জঠরাগ্নি আমাকে  
 দৰ্শদা নানারূপ বাথা দিয়াছে; অথবা যে যে দুঃখ তথায় বাথা দিয়া থাকে,  
 তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? (এই সকল দুঃখই আমার অপরাধের ফল) ।  
 হে শান্তো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা  
 হয় ॥ ১ ॥

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মলমূলিতবপুঃ স্তম্ভপানে পিপাসা,  
 নো শক্তশ্চেদ্রিয়েভ্যো \* ভবগুণজনিতা জন্তবো দাং তুদন্তি ।  
 নানারোগোৎস্রঃ দুঃখাচ্ছদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শান্তো ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অসীম দুঃখভোগ  
 হইয়াছে, তৎকালে আমার সর্কাজ বীর মলে পরিব্যাপ্ত হইত, স্তম্ভপানে তৃষ্ণা  
 জন্মিত, (তখন ইচ্ছামত স্তনদুগ্ধ পান করিতে পারিতাম না), আমার ইন্দ্রিয়-

\* 'নো শক্যেদ্রিয়েভ্যো' পাঠান্তর ।

গ্রাম সম্বন্ধে তাহাদিগের উপর আমার প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং সংসারশুলে উৎপাদিত মশকাদি জীবগণ নিরত আমাকে বাধা দিয়াছে, নানারোগে অসীম ক্লেশভোগ করিয়া নিরন্তর উদয়গোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শঙ্করনাম শ্রবণ করি নাই। হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব! (এই সকলই আমার অপরাধ) আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২ ॥

প্রোঢ়োহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্শ্মশ্রস্কো,  
দম্বো নম্বো বিবেকঃ স্ততধনযুবতীস্বাত্মসৌখে নিমগ্নঃ ।  
শেষে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধ শিবঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৩॥

অনুবাদ :- আমি যৌবনকাল পরে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম, পঞ্চ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বিষয়-ভুঞ্জ্য আমার মর্শ্বসন্ধিতে দংশন করিল, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, ধন, পুত্র, যুবতী-সন্তোগ ও স্বাত্মভোজনে মুগ্ধজ্ঞান করিয়া তাহাতেই আদক্ত থাকিতাম। আমার চিত্ত পরিণামচিন্তা-শূন্য হইয়া মান ও গর্ব্বের বশীভূত ছিল। (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩ ॥

বার্ককে্যে চেদ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদি-তাপৈঃ,  
পাপৈ রৌগৈবিয়োগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রোঢ়িহীনং চ দীনম্ ।  
মিথ্যা মোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটে ধ্যানশূন্যং,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৪॥

অনুবাদ :- বার্কক্য উপস্থিত হইল, ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল, জ্ঞান হ্রাস প্রাপ্ত, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে পাপ, রোগ ও বিয়োগদ্বারা বহু হইতেছে, কিন্তু দেহের অবসান নাই, কেবল অবসাদগ্রস্ত ও ক্লীণ, (তথাপি) আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া কতরূপ ইচ্ছা করত ভ্রমণ করিতেছে, ধূর্জটির ধ্যানে প্রবৃত্ত হয় না; (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৪ ॥

নো শক্যং স্মার্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবাস্যাকুলাখ্যং,  
শ্রোতে বার্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সাধু ।

নাশ্বা ধর্মো বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং,  
কন্তুব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৫॥

**অনুবাদ**।—প্রতিপদে জটিল ও প্রত্যাবারবহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত কন্দ  
করিবার (যখন) শক্তি হয় নাই, (তখন) বিজকুলবিহিত শ্রোত কন্দের আর  
সারভূত ব্রহ্মমার্গের কথা আর বলিব কিরূপে? (কলতঃ) যখন ধর্মে আস্থা  
হয় নাই, (তখন) শ্রবণ মনন বিচার কি? কিসের বা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ  
কিছুই করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার এই সকল  
অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৫ ॥

স্নাত্বা প্রভূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাক্লতং গাঙ্গতোয়ং,  
পূজার্থং বা কদাচিদবহুতরগহনাং খণ্ডবিল্বীদলানি ।  
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈশ্চন্দ্রার্থং,  
কন্তুব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—হে শিব, আমি প্রত্নাষে স্নান করিয়া তোমার বিধিবিহিত  
অভিষেকের জন্ত গাঙ্গাজল আনয়ন করি নাই, কখনও তোমার পূজার জন্ত  
অরণ্যমধ্যে গমন পূর্বক বিষদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার জন্য সরোবর  
হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ  
আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শস্তো! হে মহাদেব! আমার এই  
সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৬ ॥

দুত্কেশ্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং  
নো লিপুং চন্দনাঢ্যঃ কনকবিরচিতৈঃ\* পূজিতং ন প্রসূনৈঃ ।  
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবৃদ্ধিরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপাহারৈঃ,  
কন্তুব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, দ্বত, দধি, শর্করা  
একত্র করিয়া কোন শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও চন্দনাদি অঙ্গুলিণ্ড  
করি নাই, (অকৃত্রিম) ধূতুরপুস্প বা (বর্ণাদি) রচিত (কৃত্রিম) গুপ্পে ভোহার

পূজা করি নাই। ধূপ, কপূর-প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত তক্ষা উপহার দ্বারা পূজা করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শক্তো! আমার (এই সকল) অপরাধ ক্ষমা করিতে আঞ্জা হয় ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজৈভ্যো,  
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈহ তবহবদনে নার্পিতং বীজমস্ত্রেঃ ।  
নো তপ্তং গান্ধতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপৈর্ন বৈদৈঃ,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শক্তো ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে মহেশ্বর! আমি কখন শিবনামযুক্ত তোমাকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষ বীজমন্ত্র দ্বারা তোমার উদ্দেশে হোমদ্রব্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গান্ধতীরে বসিয়া ব্রত জপ নিয়ম অথবা বেদপাঠ পূর্বক কোন তপস্তা করি নাই (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে মহাদেব! হে শক্তো! আমার (সেই) অপরাধ ক্ষমা করিতে আঞ্জা হয় ॥ ৮ ॥

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়সরুংকুন্তকে (১) সূক্ষ্মমার্গে,  
স্বাস্তে শান্তিপ্রলীনে (২) প্রকৃতিবিভবে জ্যোতিরাক্তে (৩) পরাখ্যে ।  
লিঙ্গং তে ব্রহ্মবাচ্যং (৪) সকলমভিমতং শঙ্করং ন স্মরামি,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শক্তো ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- (হে শক্তো!) আমি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া প্রণবময় খাসবায়ুর কুন্তকাবস্থায় (শঙ্করকে স্মরণ করি নাই), সূক্ষ্মমার্গে, (সূক্ষ্মাপথে) শমপ্রলীনচিত্তে বিভবপ্রাপ্তচিত্তে জ্যোতিঃসমূহের আদি পরমতত্ত্বে (কোথাও) শঙ্করকে (নিষ্কল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করি নাই), ব্রহ্মবাচ্য অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্য অথবা প্রণববাচ্য ভবদীয় লিঙ্গপ্রতীক আলম্বনে অভীষ্ট সঙ্কল-সংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, (নিষ্কল ও স-কল-বিবিধরূপেই শঙ্করস্মরণ না করায় আমার বোর অপরাধ হইয়াছে) হে শিব! হে মহাদেব! হে শক্তো! আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে আঞ্জা হয় ॥ ৯ ॥

(১) কুণ্ডলে (২) শান্তে স্বাস্তে মুখই মুক্তিক পুস্তকের পাঠ (৩) জ্যোতিরূপে ও জ্যোতীরূপে এই প্রকার পাঠও দেখা যায়। (৪) 'লিঙ্গস্তু ব্রহ্মবাচ্যো' মুখই মুক্তিক পুস্তকের পাঠ।



নম্রো নিঃসঙ্গশুদ্ধজিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো,  
 নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টিবিদিতভবগুণো নৈব দৃকঃ কদাচিৎ ।  
 উন্মন্যাবস্থয়া ত্বাং \* বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥১০॥

\* অনুবাদ :- হে ভর ! নয় অর্থাৎ দিগম্বর, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ( সর্ববিষয়ে  
 'অনাসক্ত ও নির্বিকার ), সঙ্গ, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, অজ্ঞানরূপ-অন্ধকার-  
 বর্জিত নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি শিবমহিমাভিজ্ঞ ( কোন ব্যক্তিকে ) কখনই আমি দেখি  
 নাই ; হে শঙ্কর ! উন্মন্যনামক যোগাবস্থায় কলিমলঙ্করকারী তোমাকে স্মরণ করিতে  
 পারি নাই, হে শিব, হে শস্তো, হে মহাদেব, আমার ( এই ) অপবাধ ক্ষমা করিতে  
 আচ্ছা হয় । ১০ ॥

চন্দ্রোদ্যাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,  
 সর্পৈর্ভূমিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোথবৈশ্বানরে ।  
 দান্তিহৃৎ-কৃত স্তন্দরাস্বর-ধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,  
 মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলা † মন্যেস্তু কিং কস্মাভিঃ ॥১১॥

অনুবাদ :- বাঁহার মৌলি চন্দ্রগুপ্তপ্রদীপ, যিনি কামদেবকে ভঙ্গী-  
 ভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের  
 মঙ্গল-সাধন করেন, যিনি সর্প দ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, বাঁহার  
 নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম দ্বারা স্তন্দর অশ্বর ধারণ করিয়া-  
 ছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই হরে চিত্ত-বৃত্তি  
 স্থির কর, অত্র কর্ণে প্রয়োজন কি † ১১ ॥

কিং বানেন ‡ ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,  
 কিংবা পুত্রকলত্রমিষ্ট্রিপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্ ।  
 জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,  
 স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- এই অতুল ধন দ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে

\* উন্নতাবস্থয়া কচিৎ পাঠ ।

† 'মখিলা' এই পাঠও আছে ।

‡ দানেন' পাঠও দৃষ্ট হয় ।

কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যে কি হইবে? পুত্র, কলত্র, বন্ধ ও পণ্ড বারাই বা কি হইবে? এই দেহ বা গৃহেই বা কি হইবে? এই ধনাদি কণ্ডভঙ্গুর, ইহা জানিয়া রে মন, দূর হইতে এ সকল পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্শ্বতীব্রভকে ভজনা কর, ভজনা কর ॥ ১২ ॥

আয়ুর্নশ্চাতি পশ্চাতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,  
প্রত্যায়াস্তি গতঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্রক্ষকঃ ।

লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,  
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—দেখিতে দেখিতে প্রতাহ আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, এই যৌবন (প্রতিক্ষণ) ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনর্বার আগমন করিতেছে না, সর্বসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলকেই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ, ইহাও সলিলতরঙ্গের ত্রায় চপল, এই জীবন বিদ্যুতের ত্রায় চঞ্চল । অতএব হে শরণদ ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

বপুঃ প্রাচুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মানি পুরা  
পুরারে ন প্রায়ঃ ক্বচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্ ।

নমস্কৃতঃ সম্প্রত্যহমতনুরায়েহপ্যনতিভাঙ্

মহেশ ক্ষন্তব্যং তমিদমপরাধদ্বয়মপি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রিপুরাস্তক, এই শরীর যখন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তোমাকে কখনই প্রণাম করি নাই, ইহা অনুমান করিতেছি, সম্প্রতি তোমাকে প্রণাম করিয়া (তাহার ফলে মুক্তিলাভ করায় শরীর ধারণ করিব না; সুতরাং পরে) আর তোমাকে প্রণাম করিতে পারিব না, (অগ্র-পশ্চাতে প্রণাম না করার জন্য যে) এই দুই অপরাধ, হে মহেশ, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা ২য় ॥ ১৪ ॥

করচরণকৃতং বাক্যায়জং কর্ম্মজং বা,

শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।

বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব,

জয় জয় করুণাক্রে ত্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শস্তো ! হে মহাদেব ! আমার হস্তকৃত, পাদকৃত,

বাক্যকৃত, শরীরকৃত, কৰ্ম্মকৃত, শ্ৰবণকৃত, নয়নকৃত ও মানসিক যে যে অপৰাধ আছে এবং আনি বিহিত ও অবিহিত বাহা কিছু কৰিয়াছি, হে কৰুণাসাগর! সেই সকল অপৰাধ ক্ষমা কর। হে শম্ভো! হে মহাদেব! তোমার জয় হউক ॥ ১৫ ॥

গাত্রং ভস্মাসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং,  
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।  
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূৰ্দ্ধনি,  
সোহয়ং সৰ্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥\*

তি শিবরাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্রং সম্পূৰ্ণম্

**অনুবাদ।**—যাঁহার গাত্র ভস্মাল্পেপনে ষ্বেতবর্ণ, হাত্ত ষ্বেতবর্ণ, হস্তে ষ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্টাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল ষ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেনমিশ্রণে জটা ষ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র ষ্বেতবর্ণ, সেই সৰ্ব্বশ্বেত শঙ্কর পাপক্ষয় সহ বিভব প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র সম্পূৰ্ণ ।

## দক্ষিণামূৰ্ত্তি-স্তোত্র ।

উপাসকানাং যদুপাসনীয়-  
মুপাত্তবাসং বটশাখিমূলে ।  
তদ্ধাম দাক্ষিণ্যজুষা স্বমূৰ্ত্ত্য।  
জাগৰ্ত্তু চিন্তে মম বোধরূপম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—উপাসকগণের যিনি উপাসনীয়, বটবৃক্ষের মূলে অবস্থিত সেই জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ, দাক্ষিণ্যপূৰ্ণ নিজ মূৰ্ত্তি আশ্রয়ে আমার চিন্তে জাগরিত থাকুন ॥ ১ ॥

অদ্রাক্ষমক্ষীণ-দয়ানিধান-  
 মাচার্য্যমাগ্নং বটমূলভাগে ।  
 মৌনেন মন্দস্মিতভূষিতেন  
 মহর্ষি-লোকস্ম তমো নুদন্তম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—পূর্ণদয়ানিধি মুহুমন্দ ঈষৎ হান্তযুক্ত মৌন-মুদ্রা-দ্বারা মহর্ষি-  
 বৃন্দের অজ্ঞানাক্রকার দূর করিতেছেন, এইরূপ প্রথম আচার্য্যকে আমি বট-  
 মূলদেশে দেখিয়াছি ॥ ২ ॥

বিদ্রাবিতাশেষতমোগুণেন  
 মুদ্রাবিশেষেণ মুহুমূর্নীনাম্ ।  
 নিরস্ত্র মায়াং দয়য়া বিধত্তে  
 দেবো মহাংস্তত্ত্বমসীতি বোধম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—মহাদেব অশেষ তমোগুণবিনাশী মুদ্রাবিশেষ দ্বারা মূর্নি-  
 গণের অবিজ্ঞা দূর করিয়া কৃপা পূর্বক তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ-বোধ সম্পাদন  
 করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অপারকারুণ্য-সুধাতরঙ্গৈ-  
 রপাঙ্গপাতৈরবলোকয়ন্তম্ ।  
 কঠোর-সংসার-নিদাঘ-তপ্তান্  
 মুনীনহং নোমি গুরুং গুরুণাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—মিনি দারুণ সংসারতাপতপ্ত মূর্নিগণের প্রতি অপার  
 করুণাসুধাতরঙ্গময় অপাঙ্গদৃষ্টিপাত করিতেছেন, 'গুরুগণের সেই গুরুকে  
 স্তব করি ॥ ৪ ॥

মমাগ্ন দেবো বটমূলবাসী  
 কৃপাবিশেষাৎ কৃত-সম্মিধানঃ ।  
 ওঙ্কাররূপান্নপদিশ্চ বিদ্বাম্  
 আবিষ্টকধাস্তমপাকরোতু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—বটমূলবাসী অতীষ্টদেব বিশেষ কৃপাশ্রুতি সন্নিহিত হইয়া  
 প্রণববিজ্ঞা উপদেশ পূর্বক অস্ত্র আমার অবিজ্ঞা-অক্রকার দূর করুন ॥ ৫ ॥

কলাভিরিন্দোরিব কল্পিতাঙ্গং  
 যুক্তাকলাপৈরিব বন্ধমূর্ত্তিম্ ।  
 আলোকয়ে দেশিকমগ্রমেয়-  
 মনাগ্ৰবিগ্ৰাতিমিরপ্রভাতম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার অঙ্গ-সমূহ যেন চন্দ্রকলার দ্বারা নির্ম্মিত, বাঁহার  
 মূর্ত্তি যেন যুক্তাকলাপে রচিত, অনাদি অবিগ্ৰা-তিমিরের প্রভাত তুল্য মেই  
 অতুলনীয় উপদেশককে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬ ॥

ষদক্ষ-জানু-স্থিত-বামপাদং  
 পাদোদরালঙ্কৃত-যোগপট্টম্ ।  
 অপস্থুতেরাহিতপাদমঙ্গে  
 প্রণোমি দেবং প্রণিধানবস্তম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- বাঁয় দক্ষিণ জানুর উপরিভাগে বাঁহার বাম পাদ অবস্থিত,  
 বাঁহার যোগপট্ট ভূজঙ্গে অলঙ্কৃত, মিথ্যাজ্ঞানরূপা মূর্ত্তিমতী অপস্থুতির অঙ্গে  
 বাঁহার পাদপদ্ম অপিত, সেই প্রণিধান-যোগপরায়ণ দেব-দেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

তত্ত্বার্থমন্ত্বেবসতামুশীণাম্  
 যুবাপি যঃ সন্ন্যাসদেহুর্মীষে ।  
 প্রণোমি তং প্রাক্তনপুণ্য-জালৈ-  
 রাচার্য্যমাশ্চর্য্য-গুণাধিবাসম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- যিনি যুবা হইয়াও (বৃদ্ধ) অস্ত্বেবাসী ঋষিদিগকে তত্ত্বার্থ  
 উপদেশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য গুণনিকেতন  
 আচার্য্যকে প্রাক্তন পুণ্যপুঞ্জ স্তব করিতেছি ॥ ৮ ॥

একেন মুদ্রাং পরশুং করেণ  
 করেণ চান্মেন যুগং দধানঃ ।  
 স্বজানু-বিম্বস্তুকরঃ পুরস্তা-  
 দাচার্য্যচূড়ামণিরাবিরস্ত ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- যিনি এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্তে কুঠার, অস্ত্র হস্তে

মৃগ ধারণ করিতেছেন, নিজ জাহ্নতে অপর হস্ত বিস্তৃত, সেই অচার্য্যচূড়ামণি  
সম্মুখে আবির্ভূত হউন ॥ ৯ ॥

আলেপবস্ত্রং মদনাঙ্গভূত্যা  
শার্দূলকৃত্যা পরিধানবস্ত্রম্ ।  
আলোকয়ে কঞ্চন দেশিকেন্দ্র-  
মজ্জানবারাকর-বাড়বাগ্মি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- মদনদেহভঙ্গ্য ঐহার অমুলেপন, শার্দূল-চন্দ্র ঐহার  
পরিধানবস্ত্র, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের বাড়বানলস্বরূপ কোন দেশিকেন্দ্রকে অবলোকন  
করি। দেশিকেন্দ্র অর্থে আচার্য্য-চূড়ামণি ॥ ১০ ॥

চারুস্থিতং সোমকলাবতংসং  
বীণাধরং ব্যক্ত-জটাকলাপম্ ।  
উপাসতে কেচন যোগিনস্ত-  
মুপান্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা ঐহার শিরো-  
ভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, ঐহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদানু-  
সন্ধানযোগ দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত তাঁহাকে কোন কোন (ভাগ্যবান্) যোগী উপাসনা  
করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

উপাসতে যং মুনয়ঃ শুকাদ্বা ।  
নিরাশিমো নিশ্চয়মর্থাধিবাসাঃ ।  
তং দক্ষিণামূর্ত্তিতনুং মহেশ-  
মুপাস্মহে মোহ-মহান্তি-শাশ্বতৈঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- শুক প্রভৃতি মমত্বদোষণস্ত নিকাম মুনীগণ ঐহাকে  
উপাসনা করেন, মোহমহাহুঃখ-শাস্তির জন্ত দক্ষিণামূর্ত্তি-রূপধারী সেই মহেশ্বরকে  
উপাসনা করি ॥ ১২ ॥

কাস্ত্য্য নিশ্চিত-কুল-কন্দল-বপুন'র্য্যোধমূলে বসন্  
কারুণ্যামৃতবারিভিম্ব'নিজনং সস্তাবয়ন্ বীক্ষিতৈঃ ।

মোহ-ধ্বাস্ত-বিভেদনং বিরচয়ন্ বোধেন তত্তাদৃশা

দেবস্তত্ত্বমসীতি বোধয়তু মাং মুদ্রাবতা পাণিনা ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহার শরীরকাস্তি কুশকুশুমপুঞ্জকে নিন্দা প্রদান করিয়াছে, বটমূলে যিনি অবস্থিত হইয়া করুণামৃতপূর্ণ দৃষ্টিপাতে মুনি-জনকে অমুগ্ধীত করিতেছেন, তাদৃশ অর্থাৎ মহাবাক্যজনিত জ্ঞানতুল্য তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা যিনি মোহাঙ্ককার দূর করিতেছেন, সেই দেব জ্ঞানমুদ্রায়ুক্ত করসঙ্কেতে আমাকে, তত্ত্বমসি এই বাক্যার্থ বোধ প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

অগোরগাত্রৈরললাট-নেত্রৈ-

রশান্তবেষৈরভূজঙ্গভূষৈঃ ।

অবোধমুদ্রৈরনপাস্তনিদ্রৈ-

রপূরকামৈরমরৈরলং নঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহাদিগের দেহ ওত্র নহে, ঐহাদিগের ললাটে নেত্র নাই, ঐহাদিগের বেশ শান্ত নহে, ঐহাদের ভূজঙ্গ-ভূষণ নাই, ঐহাদের হস্তে তত্ত্বমুদ্রা নাই, ঐহার (যোগবলে) নিদ্রাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, ঐহার পূর্ণকাম নহেন, এক্রপ দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ১৪ ॥

দৈবতানি কতি সস্তি চাবনৌ

নৈব তানি মনসো মতানি মে ।

দীক্ষিতং জড়ধিয়ামনুগ্রহে

দক্ষিণাভিমুখমেব দৈবতম্ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—ভূমণ্ডলে কত দেবতা আছেন, তাঁহার। কিন্তু আমার মনোমত নহেন, জড়মতি জনগণের অনুগ্রহে ব্রতী দক্ষিণামূর্ত্তিই (আমার মনোমত) দেবতা ॥ ১৫ ॥

মুদিতায় মুগ্ধশশিনাবতংসিনে

ভসিতাবলেপ-রমণীয়-মূর্ত্তয়ে ।

জগদিন্দ্রজাল-রচনা-পটীয়সে

মহসে নমোহুস্ত বটমূলবাসিনে ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।**—সুন্দর, শশিকলা-শিরোভূষণ, ভস্মাভূষণ-কমনীয়-কায়,

ইন্দ্রজালরূপে জগৎনির্মাণ-সুপটু, বটমূলবাসী মুদিত জ্যোতির প্রতি নমস্কার  
( অপিত ) হউক ॥ ১৬ ॥

ব্যালম্বিনীভিঃ পরিতো জটাভিঃ

কলাবশেষেণ কলাধরেণ ।

পশুপল্লাভেন মুখেন্দুনা চ

প্রকাশসে চেতসি নির্মলানাম্ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—তুমি চতুর্দিকে বিলম্বিত জটাকলাপশোভিত ললাট ও  
কলাবশেষ-শশধর-ভূষিত চন্দ্রতুলা মুখমণ্ডলে ও ললাটে নয়নযুক্ত, তুমি নির্মল  
পুরুষগণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাক ॥ ১৭ ॥

উপাসকানাং ভ্রমুমাসহায়ঃ

পূর্ণেন্দুভাবং প্রকটীকরোমি ।

যদন্ত তে দর্শনমাত্রতো মে

দ্রব্যত্যাহো মানসচন্দ্রকান্তঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে দেব ! ) তুমি উদা-সমবিত হইয়া উপাসকবর্গের পক্ষে  
পূর্ণচন্দ্রভাব প্রকাশ করিতেছ, ( উদাললাটে অর্ধচন্দ্র ও তোমার ললাটে অর্ধচন্দ্র,  
এইরূপে পূর্ণচন্দ্র সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র ও আল্লাদকর হইয়াছে )  
যে হেতু অন্ত তোমার দর্শনমাত্র আমার মানসরূপ চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হইতেছে ।  
(পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশে চন্দ্রকান্তমণির জলক্ষরণ প্রসিক্ত—মানস আদ্র হয় ভক্তিবলে) ॥ ১৮ ॥

যন্তে প্রসন্নামনুসন্দধানো

মূর্তিঃ মুদা মুগ্ধশশাঙ্কমৌলেঃ ।

ঐশ্বর্য্যমায়ুর্লভতে চ বিত্তা-

মন্তে চ বেদান্ত-মহারহস্যম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি আনন্দ সহকারে সুন্দর শশিকলা-মৌলি তোমার  
প্রদত্ত মূর্ত্তির ধ্যান করেন, তিনি ঐশ্বর্য্য, আয়ুঃ ও বিত্তা লাভ করেন এবং  
অন্তে বেদান্তমহারহস্য বস্তু ( ব্রহ্ম ) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত ।



## দক্ষিণামূর্ত্যষ্টক ।\*

ঐগণেশায় নমঃ ।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজাস্তর্গতং  
পশ্চান্নানি মায়ায়া বহিরিবোদ্ধৃতং যথা নিদ্রিতম্ ।  
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধনময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং, †  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর স্থায় এই নিজাস্তর্গত  
বিশ্বকে মায়াপ্রভাবে বহিঃপ্রদেশে উদ্ভূতের স্থায় দর্শন করত নিদ্রাবস্থাপ্রাপ্ত  
স্বাত্মার নিদ্রাসাক্ষিণের স্থায় জাগ্রত সময়ে নিজ অদ্বয় আত্মাকে ( দৃশ্যমান বিশ্বের )  
সাক্ষী করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ১ ॥

বীজশাস্তরিবাকুরো ‡ জগদিদং প্রাঙনির্বিবকল্পং পুন-  
শ্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিহ্নীকৃতম্ ।  
মায়াবীব বিজৃম্বয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- বীজের মধ্যে যেমন অক্ষুর থাকে, সেইরূপ এই জগৎ, সৃষ্টির  
পূর্বে নির্বিবকল্প ( অব্যাকৃত ) অর্থাৎ অব্যক্ত ছিল, যিনি তাহাকে মায়াকল্পিত দেশ-  
কাল-রূপাদি বৈচিত্র্যে বিবিধরূপী করিয়া মায়াবীর ( ঐশ্বরজালিকের ) স্থায় অথবা  
মহাযোগীর স্থায় স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে  
এই নমস্কার ॥ ২ ॥

যশ্চৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসংকল্পার্থকং ভাসতে,  
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্ ।  
যঃ সাক্ষাৎকরণান্তবেশ পুনরারম্ভির্ভবাস্তোনিধৌ,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- বাহ্যর সংস্বরূপ স্ফুরণ, অসংকল্প বিষয়রূপে প্রকাশ পাইয়া

\* অন্তবিধ দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র । পাঠান্তরে দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক ।

† 'মেবাবায়ং' পাঠান্তর ।

‡ 'বীজশাস্তরিবাকুরো' পাঠে 'যৎ' পদের অধ্যাহার করিতে হয় না ।

থাকেন, 'তৎ ত্বমসি' এই বেদবাক্য দ্বারা যিনি আশ্রিতগণের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন, ঐহ্যার সাক্ষাৎকার হইলে, ভবসমুদ্রে পুনরাগমন হয় না, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৩ ॥

নানা-ছিদ্র-ঘটৌদর-স্থিত-মহাদীপ-প্রভা-ভাস্বরং,  
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে ।  
জানামীতি যমেব ভাস্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যেমন নানাছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের আভা ঐ ঘটস্থিত ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐহ্যার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হয়, আর 'জানামি' এই আকারে প্রকাশমান ঐহ্যার আনুগত্যেই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৪ ॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়ান্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ,  
জীবীলাল্লজড়োপমানস্তুহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ ।  
মায়া-শক্তি-বিলাস-কল্যা-তদহং-ব্যামোহ-সংহারিণে \*  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- জীবলোক, বালক, অন্ধ ও জড়সদৃশ ভ্রান্তবাদী সকল,—দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, কণিক বিজ্ঞান ও শূন্যকে 'অহং' বলিয়া জানে, যিনি মায়া-শক্তিবিলাসে কল্পনীয় সেই 'অহং'-জ্ঞানরূপ অজ্ঞানকে সংহার করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৫ ॥

রাহুগ্রন্থদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাৎ,  
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোহভূৎ স্মৃণুঃ পুমান্ ।  
প্রাণস্বাপ্নমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি মায়াবৃত্ত আচ্ছাদনে রাহুগ্রন্থ সূর্য্য-চন্দ্র সদৃশ,

\* 'কল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে' ইতি পাঠান্তর ।

(অন্ধকার আলোকের নৃগপং সন্নিবেশ) যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের বা ব্যাপারের বিলয় দ্বারা সম্ভাব্যরূপে সুষ্পৃষ্ট ছিলেন, জাগরণসময়ে আমি সুষ্পৃষ্ট ছিলাম, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়েন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৬ ॥

বাল্যাদিষ্পি জাগ্রদাদিষু তথা সর্বাস্ববস্থাষ্পি,  
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা ।  
স্বাত্মনাং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—বাল্যাদি বয়োবস্থা এবং জাগ্রদাদি অবস্থাজয়ের পরিবর্তনেও যিনি অপরিবর্তমান, ‘মহৎ’রূপে সদা অন্তরে প্রকাশমান, যিনি ভদ্র (মঙ্গলকর) মুদ্রা দ্বারা ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৭ ॥

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ,  
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ ।  
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-  
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—যে পুরুষ মায়াচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া বিশ্বকে কার্য্যকারণ-ভাবে স্বস্বামি-সম্বন্ধে শিষ্য ও আচার্য্যভাবে এবং পিতা-পুত্রাদিভাবে ভেদদৃষ্টিতে অবলোকন করেন (অর্থাৎ যিনি জীবভাবে স্থিত), সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৮ ॥

ভূরস্ত্রাংস্থনলোহনিলাস্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-  
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যশ্চৈব মূর্ত্যৈককম্ ।  
নাগং কিঞ্চন বিভ্রতে বিম্বশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো-  
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**।—বাহরই—পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য ও পুরুষ অর্থাৎ যজমান এই অষ্ট মূর্তি—চরাচর বিশ্ব, তৎকালের পক্ষ, যে বিভূ পরমাশ্রয়িত্তির অস্ত কিছুই নাই, সেই শ্রীগুরুমূর্তি শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৯ ॥

সৰ্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুদ্রিংশ্তবে,  
তেনাস্ত্র শ্রবণান্তথার্থ-মননাদ্ধ্যানাদ্ধ সঙ্কীৰ্ত্তনাৎ ।

সৰ্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্রাদীশ্বরত্বং স্বতঃ,  
সিধ্যোত্তমং পুনরকুথাপরিণতং চৈশ্বর্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** :—যে হেতু এই স্তরে, এই ভাবে সৰ্ব্বাত্মত্ব স্পষ্টীকৃত, অতএব এই স্তরের সম্যক পাঠ, শ্রবণ, অর্থ-মনন এবং ধ্যানের ফলে, সৰ্ব্বাত্মত্ব মহাবিভূতি-সমন্বিত ঈশ্বরত্ব স্বতঃ হইয়া থাকে, আবার তাহারই অষ্টবিধ অব্যাহত ঈশ্বৰ্য্য ( অগ্নিমাди ) সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিযন্তঃ  
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ ।

ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং,  
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি বটবৃক্ষ-সন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া সমীপগত সকল মুনিজনকে স্বীয় শিষ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি জনন-মরণ-জনিত দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই ত্রিলোকের গুরু দক্ষিণামূর্ত্তি দেবকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুযুবা ।  
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** :—বটবৃক্ষের মূলে আশ্রিয়া ব্যাপার এই, গুরু যুবা, শিষ্যগণ বৃদ্ধ ; মৌনযুক্ত ব্যাখ্যান আর তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় দূর হইতেছে ॥ ১২ ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে ।  
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, বাহ্যার মূর্ত্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নিধয়ে সৰ্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ ।  
গুরবে সৰ্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি সৰ্ব্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সৰ্ব্বপ্রকার ভব-রোগীর চিকিৎসক, যিনি সৰ্ব্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত-পর-ব্রহ্ম-তত্ত্বং যুবানং,

বাশিষ্ঠান্তেবসদৃশিগণৈরারতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।

আচার্যোদ্ভূতং কর-কলিত-চিন্মুদ্রমানন্দ-রূপং,

স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—মৌনযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশক বাশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্মর্য ঋষিগণের পরিবৃত্ত দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী আত্মারাম প্রসন্ন-বদন তরুণ আচার্য্যরাজ দক্ষিণামূর্তিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

**এই স্তবের তাৎপৰ্য্যঃ**—একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, দর্পণে প্রতিবিম্বের ভাষা মায়া-কল্পিত জগৎ ব্রহ্মেই প্রকাশমান হইয়া থাকে; ঐশ্বর্য্যালোক যেমন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, ব্রহ্ম সেইরূপ মায়াবলে জগৎ সৃষ্টি করেন, নিদ্রিত জীবের আরোপিত নিদ্রাসাক্ষিক্ষ রেক্ষরূপ, জীবের বিশ্বসাক্ষিক্ষও সেইরূপ । সাক্ষিক্ষের অর্থ সাক্ষাৎকার ; যিনি সাক্ষাৎকারের কর্তা, তিনি সাক্ষী । ‘সাক্ষাৎকার’ কথাটার অর্থ—অব্যবহিত অপরোক্ষজ্ঞান । বাহ্যবস্তুর যে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ব্যবধান আছে, কারণ, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি ইহার মধ্যে আছে, অতএব তাহা অব্যবহিত নহে,—অন্তঃকরণবৃত্তি বা অবিজ্ঞাবৃত্তিবিষয়ে যে অপরোক্ষ জ্ঞান—তাহা অব্যবহিত । আত্মা ও বৃত্তি এই দু’এর মাঝে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদি অপর কোন কারণ বর্তমান না থাকাতাই ইহা ব্যবধান-শূন্য । সেই বৃত্তিবিষয়ে জীবের যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা অব্যবহিত, অতএব তাহা সাক্ষাৎকার । নিদ্রার সহিত নিদ্রিত জীবের এইরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয় । সেই জন্তই নিদ্রাভঙ্গ বা জাগরণের অবস্থায় আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে । নিদ্রা অবিজ্ঞা-বৃত্তি । অবিজ্ঞা অন্তঃকরণের উপাদান, এই অবিজ্ঞাই সমষ্টিরূপ হইলে মায়া নামে অভিহিত । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব বহিঃসত্তা নাই, উহা নিদ্রার ভাষা মায়া বা অবিজ্ঞারই বৃত্তি । স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ভাষা বাহ্যৎ প্রতীতি হইয়া থাকে । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অবিজ্ঞা-বৃত্তি ; এই কারণে ইহার সাক্ষাৎকার জীব করিয়া থাকেন, এই সাক্ষাৎকারের অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা ।

ইহা ‘বৃত্তি’রূপ না হইয়া যথার্থ বাহ্যবস্ত হইলে, জীব ইহার সাক্ষাৎকার-কর্তা অর্থাৎ ‘সাক্ষী’ হইতেন না । জীবকেই প্রথম শ্লোকে ‘স্বাত্মা’ বলা হইয়াছে । দক্ষিণামূর্তি ব্রহ্মের মায়িক মূর্তি—সদাশিবেরই জ্ঞানোপদেশক রূপ ।

তিনিই ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যস্থ ‘তৎ’-পদার্থ এবং ‘ঐ’-পদার্থ। অবিজ্ঞাবশে ভেদ-জ্ঞান তাঁহাতেই প্রকাশিত হয়, এবং ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি তাঁহাতেই হয়। সদাশিব ব্রহ্মস্বরূপ, এই কারণে বিশ্ব তাঁহারই অষ্টমূর্তি বলিয়া কথিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু না থাকাতোই এই উপদেশ আছে। দক্ষিণামূর্তিধারী সদাশিব ত্রিভুবনের গুরু, যিনিই উপদেশক-পদে অধিষ্ঠিত হয়েন, দক্ষিণামূর্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা তাঁহাতেই হইয়া থাকে। এই যে দক্ষিণামূর্তি নামে আখ্যাত সদাশিবের মায়িক রূপ,—ইহা যৌবনমণ্ডিত ও মনোহর, জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা বিনা বাক্যোচ্চারণে অন্তর্যামিস্বরূপে বদ্ধ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে বটশূলে ইনি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। সেই দক্ষিণামূর্তি-দেবতা-আলম্বনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্তব করিয়াছেন।

দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্র সমাপ্ত।

## অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র । \*

চাম্পেয়গৌরাদ্বিশরীরকায়ৈ কপূরগৌরাদ্বিশরীরকায় ।

ধম্মিল্লকায়ৈ চ † জটাদরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি অর্দ্ধশরীরে চম্পক-কুসুমের ত্রায় গৌরবর্ণ ও অর্দ্ধ-শরীরে কপূরবৎ শুভ্রবর্ণ, যাহার মস্তকে ( একদেশে ) বদ্ধ কবরী ও ( অপর একদেশে ) জটাজূট, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ অর্থাৎ এই দুই শব্দে নমস্কার ॥ ১ ॥

কস্তুরিকাকুসুমচর্চিতায়ৈ, ‡ চিতারজঃপুঞ্জবিচর্চিতায় । ¶

কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—যিনি ( অর্দ্ধশরীরে ) যুগনাভি ও কুসুমে চর্চিতা, ( অর্দ্ধ-শরীরে ) চিতাভস্মপুঞ্জে চর্চিত, যাহার একাংশ কামদেবকে উজ্জীবিত করিয়াছেন,

\* অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র ও হরগৌরীষ্টক এই দুই নামের যে দুইটি স্তব দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটিনাত্র, স্তোত্রের নামভেদ, কয়েকটি স্থলে পাঠভেদ এবং শ্লোকবিন্যাসে পৌরোপাধাভেদ আছে। এই স্তোত্রের হরগৌরীষ্টকের পাঠ পাঠটিকায় পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনতিপ্রয়োজনীয় বোধে বিন্যাসক্রমে ভেদ প্রদর্শিত হইল না। অতএব হরগৌরীষ্টকের পৃথক্ সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইল।

† ধম্মিল্লবটৌ ইতি পাঠান্তর।

‡ ‘চন্দনলেপনায়ৈ’—পাঠান্তর।

¶ অশানভস্মাবিলেপনায়—পাঠান্তর।

অপর অংশ কামদেবকে ভঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’, এবং ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২ ॥

ঝনৎ-কণৎ-কাঞ্চন-নূপুরায়ৈ, পাদাঙ্করাজৎ-ফণিনূপুরায় । †

হেমাক্ষদায়ৈ ভূজগাক্ষদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝনৎকারনিকণযুক্ত কাঞ্চন-নূপুর ঝাঁহার ( এক চরণে ), (অপর) চরণকমলে ভূজঙ্গনূপুর বিরাজমান, ঝাঁহার ( এক বাহুতে ) সুবর্ণময় কেশ্বর, (অপর বাহুতে ) ভূজঙ্গকেশ্বর, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ এবং ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৩ ॥

বিশাল-নৌলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাশি ‡ পঙ্কেকুলোলোচনায় ।

সমেক্ষণায়ৈ †† বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝাঁহার এক নয়ন বিশাল নৌলোৎপলতুল্য ও সমসংস্থান, অপর নয়ন প্রফুল্ল ( খেত ) কমলতুল্য ও বিষমসংস্থান, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৪ ॥

মন্দারমালাকলিতালকায়ৈ, কপালমালাক্ষিতকঙ্করায় । ¶

দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝাঁহার (বামভাগের) অলকাবলী মন্দারমালা-ভূষিত, (দক্ষিণ-ভাগে) কঙ্করায় কপালমালা বিলম্বিত, ঝাঁহার ( বামভাগে ) দিবা বস্ত্র এবং (দক্ষিণভাগে) দিগম্বর, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৫ ॥

অস্ত্রোধর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ, তড়িৎপ্রভাতাত্মজটাদরায় । §

নিরীশ্বরায়ৈ নিখিলেশ্বরায়, ॥ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝাঁহার কেশপাশ ( বামভাগে ) জলদকৃষ্ণ, ( দক্ষিণভাগে ) বিছাদ্ধর্ণ আতাত্ম জটাজুট, সেই নিরীশ্বর ও নিখিলেশ্বরের উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৬ ॥

\* বলৎ-কণৎ-কঙ্কনূপুরায়ৈ । বিভাট্টফণাত্মনূপুরায়—পাঠান্তর ।

† ‘প্রফুল্ল’—পাঠান্তর ।

‡ ‘ত্রিলোচনায়ৈ’—অদ্রুত পাঠান্তর ।

¶ ‘মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়’—পাঠান্তর ।

§ ‘বিকৃতিভূজাক্ষটাদরায়’—পাঠান্তর ।

॥ অপরভক্তে সুখদায়কায়—পাঠান্তর ।

প্রপঞ্চস্বক্যুন্মুখলাশ্রকায়ৈ, \* সমস্ত † সংহারকতাণ্ডবায় ।

জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, ‡ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭॥

অনুবাদ :- বাঁহার রমণীমূলত যুহু নৃত্য জগৎসৃষ্টির অন্বকূল এবং বাঁহার তাণ্ডব সমস্ত বিশ্বসংহারের হেতু, সেই জগজ্জননী ও জগজ্জনক উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৭ ॥

প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলায়ৈ, ক্ষুরম্বাহাপন্নগ-কুণ্ডলায় । †

শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার ( এক কর্ণের ) কুণ্ডল প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল, ( অপর কর্ণের ) কুণ্ডল মনোহর মহাসর্পে রচিত, বাঁহার একাংশ শিবের সহিত মিলিত এবং অপর অংশ শিবের সহিত মিলিত, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ এবং ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৮ ॥

এতৎ পঠেদম্বটকমিষ্টদং যো, ভক্ত্যা স মান্যো ভুবি দীর্ঘজীবী ।

প্রাপ্নোতি সৌভাগ্যমনন্তকালং, ভূয়াৎ§ সদা তস্য সমস্তসিদ্ধিঃ ॥৯॥

ইতি অর্কনারীশ্বরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- এই অতিষ্ঠপ্রদ অষ্টক-স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ করে, সে ভূতলে মান্য হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং অনন্তকাল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদা তাহার সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অর্কনারীশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত ।

\* পাঠান্তরে মোকের তৃতীয় চরণ ।

† ‘ত্রৈলোক্য’—পাঠান্তর ।

‡ ‘কৃতস্মরণৈ বিকৃতস্মরণ’—পাঠান্তর ।

§ সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়—পাঠান্তর ।

§ ‘ভবেৎ’ পাঠ সঙ্গত ।



# দ্বাদশলিঙ্গশিব-স্তোত্রম্

গণেশায় নমঃ ।

সৌরাষ্ট্রদেশে বসুধাবকাশে জ্যোতির্নয়ং চন্দ্রকলাবতংসম্ ।

ভক্তিপ্রদানায় কৃতাবতারং তং সোমনাথং শরণং প্রপত্তে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ভূমণ্ডলের অনাবৃত অংশ সৌরাষ্ট্রদেশে ভক্তিপ্রদানার্থ অবতীর্ণ শশিকলাবতংস প্রসিদ্ধ জ্যোতির্নয় সোমনাথ শিবের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

ত্রিশৈলশৃঙ্গে বিবিধ-প্রসঙ্গে শেষাদ্রিশৃঙ্গেহপি সদা বসন্তম্ ।

তমজ্জ্বলং মল্লিকপূর্ব্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্রেসেতুম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—বিবিধপ্রসঙ্গে ত্রিশৈলশৃঙ্গে এবং সদা শেষাদ্রি শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত সেই যে নলিকাজ্বল শিব, ভবসাগরসেতুস্বরূপ—ইহাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

অবস্তিকায়াম্ বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্ ।

অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহং সুরেশম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সজ্জনগণের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা এবং মুক্তিপ্রদানের জন্ত অবস্তীদেশে অবতীর্ণ দেবাদিদেব মহাকাল-শিবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কাবেরিকানর্শদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় ।

সদৈব মাক্কাভূ-পুরে বসন্তমোক্ষারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—কাবেরী ও নর্শদা নদীর পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে মাক্কাভূপুরে সজ্জননিস্তারার্থ অবতীর্ণ অদ্বিতীয় ওঙ্কারেশ্বর শিবের স্তব করি ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোত্তরে পারলিকাভিধানে সদাশিবং তং গিরিজাসমেতম্ ।

সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং ত্রিবৈভবনাথং শরণং প্রপত্তে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে পারলিক-নামক স্থানে পার্ব্বতীসম্বিত সেই সদাশিব—যিনি সুরাসুরাচ্চিতপাদপদ্ম ত্রিবৈভবনাথ,—ঐহাকে সতত নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

আমর্দসংক্ষেপে নগরে চ রম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ ।

সদভুক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—আমর্দনামক রমণীয় নগরে বিবিধভোগযুক্ত বিভূষিতদেহ  
সজ্জনের ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা শ্রীনাগনাথ নামক এক মহাদেবের শরণাপন্ন  
হইতেছি ॥ ৬ ॥

সানন্দমানন্দবনে বসন্তম্ আনন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্ ।

বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—আনন্দকাননে সর্বদা সানন্দে অবস্থিত, পাপরাশিবিধানী,  
আনন্দমূল, অনাথনাথ বারাণসীনাথ শ্রীবিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৭ ॥

যো ডাকিনীশাকিনিকা-সমাজে নিষেব্যমাণঃ পিশিতাশনৈশ্চ ।

সদৈব ভীমাдиপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ডাকিনী-শাকিনী-সমাজে এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক সদা  
সেবিত হইয়া আসিতেছেন, ‘ভীম’ আদি পদপ্রসিদ্ধ (ভীমেশ্বর) ভক্তহিতকারী  
সেই শঙ্করকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীতাত্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং নিশি বিল্বপট্টৈঃ ।

শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্চিতং তং রামেশ্বরাত্ম্যং সততং নমামি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—শ্রীতাত্রপর্ণী-সাগরসঙ্গমক্ষেত্রে, সেতুবন্ধনাশ্রে রাত্রিকালে  
শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পূজিত সেই রামেশ্বর শিবকে সতত নমস্কার  
করি ॥ ৯ ॥

সিংহাদ্রিশৃঙ্গেহপি তটে রমন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে ।

যদর্শনাং পাতকজাতনাশং প্রজায়তে ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—ঋষ্যার দর্শনমাত্রে পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, গোদাবরীর  
পবিত্র তীরপ্রদেশে সিংহাদ্রিপার্শ্বতটে কমলী (অথবা অকাম) সেই  
ত্র্যম্বকেশ্বরের স্তব করি । [ রমং তন্ম অরমং তন্ম—ইতি বা পদবয়ম্, রমশব্দঃ  
কাস্তবাচী কামবাচী চ, অরমম্ অকামম্, কামবৈরিণম্ অত্রার্থে অকারপ্রস্রবঃ ।  
প্রবন্তরত্র ] ॥ ১০ ॥

ହିମାଦ୍ରିପାର୍ଶ୍ବେହିମି ତଟେହରମସ୍ତଃ ସଂପୃଜ୍ୟମାନଃ ସତତଂ ମୁନୀନ୍ଦ୍ରେଃ ।  
 ସୁରାସୁରୈର୍ଯକ୍ଷ-ମହୋରଗାତ୍ମେଃ କେଦାରସଂକ୍ରଂ ଶିବମେକମୀଡ଼େ ॥ ୧୧ ॥

**ଅନୁବାଦ ।**—ତିମାଳରପାର୍ଶ୍ବତଟେ, ମୁନୀନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧ, ସୁରାସୁର, ଯକ୍ଷ ଓ ମହୋରଗାଦି  
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜିତ କାମନାମାନ କେଦାରକ ନାୟକ ଏକ ଶିବକେ ଶ୍ରବ୍ୟ କରି ॥ ୧୧ ॥

ଏଳାପୁରୀରମ୍ୟାଶିବାଲୟେହିମିନ୍ ସମୁଦ୍ଭସନ୍ତଃ ତ୍ରିଜଗଦ୍ବରେଣ୍ୟା ।  
 ବନ୍ଦେ ମହୋଦାରତରସ୍ବଭାବଂ ସଦାଶିବଂ ତଂ ଧିଷ୍ଣେଶ୍ବରାଧ୍ୟାୟାମ୍ ॥ ୧୨ ॥

**ଅନୁବାଦ ।**—ଏହି ଏଳାପୁରୀର ରମ୍ୟ ଶିବାଲୟେ ବିରାଜମାନ, ତ୍ରିଜଗଦ୍ବରେଣ୍ୟ,  
 ମହୋଦାର-ତର-ସ୍ବଭାବ—ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ବରୂପ ଭୁଲନାୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାମହିମପୂର୍ଣ୍ଣ,—ସେହି  
 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧିଷ୍ଣେଶ୍ବରନାୟକ ସଦାଶିବକେ ବନ୍ଦନା କରି ॥ ୧୨ ॥

ଏତାନି ଲିଙ୍ଗାନି ସଦୈବ ଗର୍ଭ୍ୟାଃ ପ୍ରାତଃ ପଠନ୍ତୋହମଲମାନମାଶ୍ଚ ।  
 ତେ ପୁତ୍ରାପୌତ୍ରୈଶ୍ଚ ଧନୈରୁଦାରୈଃ ସଂକୀର୍ତ୍ତିତାଃ ସ୍ଥାନିନୋ ଭବନ୍ତି ॥ ୧୩ ॥

ଇତି ପରମହଂସ-ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଃ କୃତୋ  
 ଦ୍ଵାଦଶଲିଙ୍ଗସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ।

**ଅନୁବାଦ ।**—ସେ ସକଳ ମାନବ ଗ୍ରନ୍ଥାହ ପ୍ରାତଃକାଳେ ନିର୍ମଳମାନସେ ଏହି  
 ସକଳ ଲିଙ୍ଗସ୍ତବ ପାଠ କରେ, ତାହାର ସଂକୀର୍ତ୍ତିତାଞ୍ଜନ ହିଁସା ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ଧନସମୃଦ୍ଧି  
 ଦ୍ଵାରା ସୁଖୀ ହିଁସା ଥାଏ ॥ ୧୩ ॥

ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୃତ ଦ୍ଵାଦଶଲିଙ୍ଗ-ସ୍ତୋତ୍ର ସମାପ୍ତ ॥

# কালভৈরবায়কম

গণেশায় নমঃ ।

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাজি-পঙ্কজং,

ব্যাল-যজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্ ।

নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং দিগম্বরং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—স্বরাজ ইন্দ্র ষাঁহার পাবন-পাদপদ্ম সেবা করেন, ষাঁহার গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত লঙ্ঘমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্বজীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ ষাঁহার বন্দনা করেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

ভাগু-কোটি-ভাস্বরং ভবাক্ষি-তারকং পরং,

নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থ-দায়কং ত্রিলোচনম্ ।

কাল-কালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি কোটিহর্যোত্র দ্বায় ভেজবী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরি-  
জ্ঞাৎ-কর্তা ( ষাঁহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়  
না ), যিনি পরব্রহ্মরূপী, ষাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ  
প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ, ষাঁহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ  
কিংবা চন্দ্র ষাঁহার নয়নরূপে বিদ্যমান আছেন, ষাঁহার করে অক্ষমালা  
ও শূল শোভা পাইতেছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা  
করি ॥ ২ ॥

শূল-টঙ্ক-পাশ-দণ্ডপাণিমাди-কারণং,

শ্যাম-কায়মাди-দেবমক্ষরং নিরাময়ম্ ।

ভীম-বিক্রমং প্রভুং বিচিত্র-তাণ্ডব-প্রিয়ং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), নরশৃগু ও দণ্ড বিদ্যমান, যিনি জগতের আদিকারণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি ক্ষয়োদয়শূত্র, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্বুত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, কালীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং,

ভক্তবৎসলং স্থিরং সমস্তলোকবিগ্রহম্ ।

নিকণ্ঠ-মনোজ্ঞ-হেম-কিঙ্কিনী-লসৎকটিং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ সুখভোগ করাইয়া অন্তিমসময়ে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, যাঁহার মুখে নিয়ত মল্ল মল্ল হাস্ত বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শঙ্কায়মান ক্ষুদ্র ঘটিকা সমাবৃত, কালীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ধর্ম-সেতু-পালকং ত্বধর্ম-মার্গ-নাশকং

কর্ম-পাশ-মোচকং সু-শর্ম-দায়কং বিভূম্ ।

স্বর্ণবর্ণকেশপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, \*

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ধর্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্মমার্গ দূর করিয়া দেন, যিনি ভক্তগণের কর্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার স্বর্ণবর্ণ কেশ-পাশে

উভয়-মণ্ডল সমলঙ্কৃত আছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

রত্ন-পাছুকা-প্রভাভিরাম-পাদ-যুগ্মকং,  
নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্ ।  
মৃত্যু-দৰ্প-নাশনং করাল-দংষ্ট্র-মোক্ষণং, \*  
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার চরণের রত্ন-পাছুকার প্রভা দ্বারা অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য (অনন্তকালস্থায়ী), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, যিনি কৃতান্তের দৰ্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করালদংষ্ট্র কাল হইতে মুক্তি দেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

অট্টহাস-ভিন্ন-পদ্মজাগু-কোশ-সন্ততিং,  
দৃষ্টি-পাত-নষ্ট-পাপ-জালমুগ্র-শাসনম্ ।  
অষ্ট-সিদ্ধি-দায়কং কপালমালিকঙ্করং, †  
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার অত্যাচ্ছ হান্তে ব্রহ্মাণ্ডকোশসমূহ ভগ্ন হয়, বাঁহার দৃষ্টি-পাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, বাঁহার উগ্র শাসন সর্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, বাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

ভূত-সংঘ-নায়কং বিশাল-কীৰ্ত্তি-দায়কং,  
কাশি-বাসি-লোক-পুণ্য-পাপ-শোধকং বিভূম্ ।  
নীতি-মার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎ-পতিং,  
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীৰ্ত্তি প্রদান করেন এবং যিনি কাশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন

\* 'মৃত্যু'—পাঠান্তর ।

† 'মালিকাধরং'—পাঠান্তর ।

(কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি জগতের অধিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

কালভৈরবাক্ষকং পঠন্তি যে মনোহরং,  
জ্ঞান-মুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণ্য-বর্দ্ধনম্ ।  
শোক-মোহ-দৈন্য-লোভ-কোপ-তাপ-নাশনং,  
তে প্রয়াস্তি কালভৈরবাজ্জি-সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥  
কালভৈরবাক্ষকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ**।—যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই কালভৈরবাক্ষক পাঠ করে, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবৰ্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাকৃত কালভৈরবাক্ষক সমাপ্ত ।

## শ্রীবিষ্ণুভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

চিদংশং বিভূং নির্মলং নির্বিকল্পং  
নিরীহং নিরাকারমোক্ষারগম্যম্ ।  
গুণাতীতমব্যক্তমেকং তুরীয়ং  
পরং ব্রহ্ম যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—(যোগীগণ) যাহাকে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অথচ গুণাতীত, বিভূ (সর্বব্যাপক), নির্মল, নির্বিকল্প (প্রমাণরূপ শুদ্ধ চৈতন্য), নিরীহ (নিষ্কিয়), নিরাকার, ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য, অব্যক্ত, অধিতীয়, তুরীয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত) পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সেই তোমাকে নমস্কার ।

**বিশেষ ব্যাখ্যা**—তুরীয় অর্থে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত বলা হইয়াছে, ইহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, বহু স্তরের মধ্যে এইরূপ তুরীয় শব্দ আছে ।

দেহ ত্রিবিধ ;—কারণদেহ, হৃদ্মদেহ এবং স্থূলদেহ ; ইহাও সমষ্টি-বাষ্টি-ভেদে—অর্থাৎ মিলিত ও পৃথক্কৃতভাবে প্রথমতঃ ত্রিবিধ ;—সমষ্টিকারণ দেহ ও বাষ্টি-কারণ দেহ, সমষ্টি হৃদ্মদেহ ও বাষ্টি হৃদ্মদেহ ইত্যাদি । সমষ্টিকারণ দেহ—মায়া ; সমষ্টি-হৃদ্মদেহ—সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদি, ; সমষ্টি স্থূলদেহ সমষ্টি স্থূলভূত । এই দেহত্রয়ের মধ্যে কারণদেহে হৃদ্ম ও স্থূল পদার্থের বিলয় হয় বলিয়া ইহাকে সুষুপ্তি বা এই দেহের অবস্থাবিশেষকে সুষুপ্তি বলা হয়, স্থূলভূতের বিলয় বলিয়া সমষ্টি পঞ্চ-প্রাণাদির স্বপ্ন নাম প্রদত্ত হয়, আর স্থূলভূতসমূহের জাগ্রৎ সংজ্ঞা । এই যে দেহত্রয়, ইহা চৈতন্তেরই এক এক কল্পিত আশ্রয়, কারণদেহ যাহার কল্পিত আশ্রয়, সেই চৈতন্তের নাম সৈশ্বর্য ; সমষ্টি-হৃদ্ম-দেহ যাহার কল্পিত আশ্রয়, তাহার নাম ‘হিরণ্য-গর্ভ’, সমষ্টি-স্থূলভূত যাহার কল্পিত আশ্রয়, তাহার নাম ‘বৈশ্বানর’ । দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়েন, সূর্য্য বহুদূরস্থ সূর্য্য ও আকাশস্থিত হইলেও সূর্য্য-প্রতি-বিম্বকে ধারণ করায় দর্পণকে যেমন সূর্য্যের আশ্রয়রূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপ উক্ত দেহত্রয় সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের কল্পিত আশ্রয়, এই কল্পিত আশ্রয়ের শাস্ত্রকার-প্রদত্ত নাম ‘উপাধি’ । কল্পিত আশ্রয়ের সম্বন্ধ-কল্পনায় যে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎসম্বন্ধ চৈতন্তে কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ যিনি সেই তিনের বাহিরে, কল্পনার সহিত বাস্তবের সম্বন্ধ না থাকায়, দর্পণ-বহিঃস্থ সূর্য্যের জ্ঞান যিনি স্বয়ং তদতীত সমুজ্জল চৈতন্ত, উপাধি-সম্বন্ধ-হীন, নামত্রয়ে তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, এ জ্ঞান তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ । বাষ্টির পক্ষেও দেখ :—অবিষ্টা বাষ্টি-অজ্ঞান, তাহা একৈক জীবের কারণদেহ ; পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্শ্বেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণসমূহ, বাষ্টিভাবে একৈক জীবের হৃদ্মদেহ ; এবং স্থূলপঞ্চভূতোৎপন্ন মাতা-পিতৃজাত জরায়ুজ ও অণুজ অথবা অযোনিজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ, বাষ্টিভাবে—স্থূলদেহ । কারণদেহে সুষুপ্তি, হৃদ্মদেহে স্বপ্ন ও স্থূলদেহে জাগ্রৎ অবস্থা হয় । এই অবস্থাত্রয় প্রসিদ্ধ, জাগ্রতের দর্শন ও ব্যবহার স্বপ্নাবস্থায় বিলীন হয়, স্বপ্নের দর্শন ও ব্যবহার সুষুপ্তিতে লীন হয় । জাগ্রৎ অবস্থাপন্ন স্থূলদেহে অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত জীব, ‘বিশ্ব’, স্বপ্না-বস্থাপন্ন হৃদ্মদেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত জীব, ‘তৈজস’ ও সুষুপ্তাবস্থাপন্ন কারণদেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত জীব ‘প্রাজ্ঞ’ নামে কথিত । এই সকল দেহ চৈতন্তের কল্পিত



অধিষ্ঠান, অর্থাৎ ইহাও উপাধিমাত্র, এই কল্পনা ত্যাগ করিলে এই তিন অবস্থা বা সংজ্ঞা চৈতন্ত্যে থাকে না, সুতরাং তিনি এই তিনের বাহিরে, তাই 'তুরীয়'। জীবের দিক হইতে দেখিলেও যিনি তিনের বাহিরে 'তুরীয়', ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলেও তিনি তিনের বাহিরে 'তুরীয়' অর্থাৎ চৈতন্ত্যের বাস্তব স্বরূপই 'তুরীয়'। কল্পনা হেতুক তাঁহার সংজ্ঞা-ভেদ। ইহা তুরীয় শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥

বিশুদ্ধং শিবং শান্তমাগন্তুশূন্যং

জগজ্জীবনং জ্যোতিরানন্দরূপম্ ।

অদিগ্দেশকালব্যবচ্ছেদনীয়ং,

ত্রয়ী বক্তি যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ১—বিশুদ্ধ, মঙ্গলময়, শান্ত, আদি-অন্তহীন, জগতের জীবনস্বরূপ, জ্যোতির্শ্বর, আনন্দবিগ্রহ, দিক্, দেশ ও কালের অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া যিনি কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন, তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বিশেষ ব্যাখ্যা—সর্বদিক্ ও দেশ ব্যাপিয়া সর্বকালে তিনি বর্তমান,—এই জন্তই দিক্ দেশ ও কালের তিনি অপরিচ্ছেদ্য।

স্বর্গ্য পূর্বদিকে উদিত হইতেছেন, এইরূপে স্বর্গ্যকে এক বিশেষরূপ দিক্ উল্লেখ করিয়া নির্দেশ করা হয়—এই জন্ত তিনি দিক্পরিচ্ছেদ্য।

কাশীধাম উত্তরপশ্চিম দেশের একটি নগর,—সুতরাং দেশ উল্লেখ দ্বারা কাশী-ধামের নির্দেশ হওয়ায় কাশীধাম দেশপরিচ্ছেদ্য, রাজা যুধিষ্ঠির ষাণ্ময়বৃগের শেষে বা কলির প্রথমে রাজ্য করিতেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির কালপরিচ্ছেদ্য, ষাঁহার পরিমাণ সর্বদিগ্‌ব্যাপী নহে,—তিনি দিক্পরিচ্ছেদ্য, ষাঁহার স্থিতি সর্বদেশব্যাপক নহে, তিনি দেশপরিচ্ছেদ্য, যিনি উৎপত্তি বা বিনাশযুক্ত, তিনি কালপরিচ্ছেদ্য ॥ ২ ॥

মহাযোগপীঠে পরিভ্রাজমানে,

ধরণ্যাদিতত্ত্বাত্মকে শক্তিশুক্তে ।

গুণাহঙ্করে বহুবিস্মর্কিমধ্যে,

সমাসীনমৌল্লার্গিকেক্ষ্টাক্ষরাজে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ১—পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও শক্তিশুক্ত বিভ্রাজমান মহাযোগপীঠগুণরূপ স্বর্গ্যমণ্ডলস্থ অর্দ্ধবহ্নিমণ্ডলে প্রণব-কর্ণিকাবৃত্ত অষ্টাক্ষর, মঙ্গলপদ্মে যিনি উপবিষ্ট ॥ ৩ ॥

সমানোদিতানেক-সূর্য্যেন্দুকোটি-

প্রভাপূরতুল্যদ্যুতিং দুনিরীক্ষ্যম্ ।

ন শীতং ন চোষ্ণং স্তবর্ণাবদাত-

প্রসন্নং সদানন্দসংবিৎস্বরূপম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার কান্তি এককালীন উদিত বহুকোটি সূর্য্য ও চন্দ্রের  
প্রভাপুঞ্জের ত্যায়, ঐহার দিকে তেজের আধিকা হেতু দৃষ্টিপাত করা যায় না,  
যিনি শিথলও নহেন, উষ্ণও নহেন, কাঞ্চনবৎ যিনি স্বচ্ছ, যিনি নিরন্তর প্রসন্ন,  
সদানন্দপূর্ণ ও জ্ঞানময় ॥ ৪ ॥

স্নানাসাপুটং স্তন্দর-ক্রললাটং,

কিরীটোচিতাকুঞ্চিতস্নিগ্ধকেশম্ ।

স্মরুৎ-পুণ্ডরীকাভিরামায়তাক্ষং,

সমুৎফুল্ল-রত্ন-প্রসূনাবতংসম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার নাসাপুট সুশোভন, ক্র ও ললাটদেশ মনোহর,  
আকুঞ্চিত মস্তক কেশকলাপ, কিরীটধারণে সদা শোভমান, যিনি বিকসিত  
পুণ্ডরীক-স্তন্দর, বিশাল-লোচন এবং প্রফুল্ল রত্নপুষ্পাভরণে ঐহার কর্ণযুগল  
বিভূষিত ॥ ৫ ॥

লসৎ-কুণ্ডলামৃষ্ট-গণ্ডস্থলান্তং,

জবা-রাগ-চোরাধরং চারুহাসম্ ।

অলি-ব্যাকুলামোদি-মন্দারমালাং,

মহোরস্মরুৎ-কৌস্তভোদারহারম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার গণ্ডস্থলের প্রান্তদেশে উজ্জল কুণ্ডল সংলগ্ন,  
ঐহার অধর-রাগ জবা-কুসুমের রক্তিম অপহরণ করিয়াছে, ঐহার হস্ত চিত্তরঞ্জন,  
ঐহার গলদেশে বিলম্বিত সুগন্ধি মন্দার-পুষ্পের মালা অলিকূলে আবৃত,  
ঐহার বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে দীপ্তিমান কৌস্তভমণি ও অত্যাৎকৃষ্ট হার  
বিরাজমান ॥ ৬ ॥

স্বরত্নাঙ্গদৈরস্থিতং বাহুদৈগু-

শচতুর্ভিঃচলৎ-কঙ্কণালঙ্কৃত্যৈঃ ।

উদারোদরালঙ্কৃতং পীত-বস্ত্রং,

পদদ্বন্দ্ব-নিধুত-পদ্মাভিরামম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—যাঁহার চারিটি বাহুতে দিবা রত্নাঙ্গদ ও অগ্র অর্থাৎ প্রকোষ্ঠে চঞ্চল কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, যাঁহার বিশাল উদয়দেশ শোভাময়, যাঁহার পরিধানে পীতাম্বর এবং যাঁহার চরণযুগলের শোভা পদ্মের সৌন্দর্য্যকেও বিড়ম্বিত করিতেছে ॥ ৭ ॥

স্বভক্তেষু সন্দর্শিতাকারমেবং,

সদা ভাবয়ন্ সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়াশ্চ ।

দুরাপং নরো যাতি সংসার-পারং,

পরশ্চৈ পরেভ্যোহপি তস্মৈ নমস্তে ॥ ৮ ॥ (কুলকম্) ।

অনুবাদ ।—ভক্তবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার সন্দর্শিত এই প্রকার রূপ—মানব, ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গগণকে নিরুদ্ধ করিয়া সদা চিন্তা করিলে সংসারসমুদ্রের হ্রলভ পরপারে গমন করে, সেই সর্ব্বপরাংপর তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ত্রিযা শাতকুস্ত-দ্যুতি-স্নিগ্ধ-কান্ত্যা,

ধরণ্যা চ দূর্ব্বা-দল-শ্যামলাঙ্গ্যা ।

কলত্রদ্বয়েনামুনা তোষিতায়,

ত্রিলোকী-গৃহস্থায় বিষ্ণো নমস্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।—কনককাস্তিমতী কমলা ও দূর্ব্বাদলশ্যামলাঙ্গী বসুন্ধরা এই ভার্য্যাধর যাঁহার প্রীতিবিধান করেন এবং ত্রৈলোকা-গৃহের যিনি গৃহস্থামী, হে বিষ্ণো ! সেই তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

শরীরং কলত্রং সূতং বক্ষুবর্গং,

বয়স্যং ধনং সম্য ভূত্যং ভুবঞ্চ ।

সমস্তং পরিত্যজ্য হা কষ্টমেকো,

গমিষ্যামি দুঃখেন দূরং কিলাহম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—অহো ! কি কষ্ট ! শরীর, পুত্র, ভার্য্যা, বন্ধুবান্ধব, বয়স,

ধন, গৃহ, কিঙ্কর, পুথিবী—এই সকল পরিহার পুরঃসর একাকী আমি কোন দূর-  
দেশে গমন করিব ॥ ১০ ॥

জরেয়ং পিশাচীৰ হা জীবতো মে,

বসামতি রক্তং চ মাংসং বলঞ্চ ।

অহো দেব সীদামি দীনানুকম্পিন্,

কিমত্ৰাপি হন্তু ত্বয়োদাসিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—হায় ! জীবিতাবস্থাতেই জরা-পিশাচী আসিয়া আমার  
বসা, শোণিত, মাংস ও শক্তি কবলিত করিতেছে । অহো ! হে দীনানুকম্পিন্ !  
আমি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি । এখনও তুমি উদাসীন হইয়া থাকিবে !  
অর্থাৎ কৃপা-প্রদর্শন পূর্বক আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১১ ॥

কফব্যাহতোষোজ্জ্বল-শ্বাসবেগ-

ব্যথা-বিস্ফুরৎ-সর্ব-মর্মান্ধিবন্ধাম্ ।

বিচিন্ত্যাহমন্ত্যামসংখ্যামবস্থাং,

বিভেমি প্রভো কিং করোমি প্রসীদ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :—কফ-প্রতিকূল উষ্ণ তীব্র শ্বাসবেগে বেদনায় সকল মর্মান্ধল  
ও অস্থিবন্ধন উৎকম্পিত, বাক্শক্তিহীন ( বা সংজ্ঞাহীন ) অস্তিম অংশ চিন্তা  
করিয়া আমি ভীত হইয়াছি । হে প্রভো ! আমি কি করি ? আমার প্রতি  
প্রসন্ন হও ॥ ১২ ॥

লপন্নচ্যুতানন্দ গোবিন্দ বিষ্ণো,

মুরারে হরে নাথ নারায়ণেতি ।

যথানুস্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং,

তথা মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :—আমি ভক্তিপূতভাবে ‘হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ,  
হে বিষ্ণো, হে মুরারে, হে নাথ, হে নারায়ণ’ এই সকল বাক্য উচ্চারণ সহকারে  
যাহাতে তোমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হই, হে কৃপাশীল দেব ! তুমি সেইরূপ  
প্রসন্নতা অবলম্বন কর ॥ ১৩ ॥

ভুজঙ্গ-প্রয়াতং পঠেদ্ যন্তু তন্ত্ৰা,

সমাধায় চিত্তে ভবন্তুং মুরারে ।

স মোহং বিহায়াশু যুস্মৎ-প্রসাদাৎ,

সমাশ্রিত্য যোগং ব্রজত্যচ্যুতং ত্বাম্ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—হে মুরারে ! যে ব্যক্তি হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন পূর্বক ভক্তি সহকারে এই ভুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি তোমার প্রসাদে মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যোগাবলম্বন সহকারে অচিরে অচ্যুত-স্বরূপ—তোমাকে লাভ করিয়া পাকে ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## বিষ্ণুপাদাদিকেশান্ত-স্তোত্রম্ ।

লক্ষ্মীভর্তুভূজাগ্রে কৃত-বসতি সিতং যস্য রূপং বিশালং

নীলাদ্রেস্তম্ভশৃঙ্গস্থিতমিব রজনীনাথবিশ্বং বিভাতি ।

পায়াম্নঃ পাঞ্চজন্মঃ স দিতিস্ততকুলত্রাসনৈঃ পূরয়ন্ সৈ-

নি-সানৈর্নীরদৌঘ-ধ্বনিপরিভবদৈরম্বরং কস্মুরাজঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—ধাঁহার বিশাল শুভ্ররূপ ত্রীপতির ভূজাগ্রে অবস্থিত হইয়া নীলাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত চন্দ্রমণ্ডলের ত্রায় শোভা পাইয়া থাকে, সেই শম্বরাজ পাঞ্চজন্ম দৈত্যকুল-বিত্রাসন ঘনঘটা-গর্জনবিজয়ী স্বীয় নির্ধোবে গগন-মণ্ডল পূর্ণ করতঃ আনাদিগকে রক্ষা করেন ॥ ১ ॥

আত্বর্ষস্য স্বরূপং ক্ষণমুখমখিলং সূরয়ঃ কালমেতং

ধ্বাস্ত্রৈকান্তমস্তং যদপি চ পরমং সর্বধান্নাং চ ধাম ।

চক্রং তচক্রপাণের্দিতিজতনুগলদ্রক্তধারাক্তধারং

শশ্বনো বিশ্ববন্দ্যং বিতরতু বিপুলং শশ্ম বস্মাংশু-শোভম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—পণ্ডিতগণ ক্ষণ প্রভৃতি নিখিল কালকে ধাঁহার স্বরূপ

বলিয়া থাকেন, এবং যিনি ধ্বাস্ত্রজালের একান্ত ধ্বংসকারী, সর্বভেদের পরম ভেদঃ, দৈত্যগণ-ভয়-বিগলিত রুধিরধারায় রঞ্জিতধার,—চক্রপাণির সেই বিশ্ববন্দা চক্র আমাদিগকে বারংবার বিপুল সুখ প্রদান করুন ॥ ২ ॥

অব্যাবিধিতবোরে হরিভূজপবনামর্শনাখ্যাতমূর্ত্তে-

রস্মান্ বিস্মেরনেত্র-ত্রিদশনুতি-বচঃসাধুকরৈঃ স্ততারঃ ।

সর্বং সংহর্ত্তুমিচ্ছোররিকুল-ভুবনং স্ফার-বিস্ফার-নাদঃ

সংযৎ-কল্লাস্তিসিক্তৌ শরসলিলঘটাবামুচঃ কান্মুকশ্চ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :-—নারায়ণ-হস্তরূপ সমীরণের সঞ্চালনে বাঁহার মূর্ত্তি টকার-মুখর, যিনি যুদ্ধরূপ প্রলয়সাগরে শরনিকররূপ বারিধারা-বর্ষণে মেঘতুলা, সেই কান্মুক যেন নিখিল রিপুকুলস্থান-সংহারে অভিলাষী হইয়া নির্ঘাত-ঘোর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ধ্বনি করিয়াছেন, বিশ্বয়পূর্ণ-দৃষ্টি দেবগণের স্তববাক্যে ও সাধুবাদের সম্মেলনে উচ্চতর সেই ধ্বনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

জ্যোতশ্চামভাসা মুহুরপি ভগবদ্বাহনা মোহয়ন্তী

যুদ্ধেযুদ্ধয়মানা ঝটিতি তটিদিবালক্ষ্যতে যশ্চ মূর্ত্তিঃ ।

সোহসিস্ত্রাসাকুলাক্ষ-ত্রিদশরিপুবপুঃ-শোণিতাস্বাদ-ভৃগুঃ।

নিত্যানন্দায় ভূয়ান্ মধুমধন-মনোনন্দনো নন্দকো নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :-—বাঁহার মূর্ত্তি যেনশ্চামভাসি নারায়ণবাহ ঝারা যুদ্ধস্থলে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া মোহপ্রদায়িনী সৌদামিনীর ত্রায় ক্ষণতরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, ভয়চকিতনেত্র দেবারিগণের শরীরশোণিতাস্বাদ-পরিভৃগু, মধুমধনের স্নদয়ানন্দ-বিধায়ী সেই নন্দক নামক অসি, আমাদিগের নিত্য আনন্দের হেতু হউন ॥ ৪ ॥

কত্রাকারা মুরারেঃ করকমলতলেনানুরাগাদগৃহীতা

সম্যগ্রবৃত্তা স্থিতাত্রৈ সপদি ন সহতে দর্শনং বা পরেষাম্ ।

রাজন্তী দৈত্যজীবাসবদমুদিতা লোহিতালেপনার্জা

কামং দীপ্তাংশুকান্তা প্রদিশতু দয়িতেবাস্য কৌমোদকো নঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :-—মুরারি, অমুরাগ সহকার নিজ করকমলতলে বাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সম্যগ্রবৃত্তা (স্থলীলা অথচ স্নগঠিতা), অগ্রে অবস্থিত হইয়াও যিনি ক্ষণকালের ক্ষণও পরপুরুষ-(পুরুষান্তর এবং শত্রু) দর্শন সহিতে পারেন না,

দৈত্যজীবন-সুরামদে আনন্দিতা (যে সুরা দৈত্যগণের জীবন, অথচ দৈত্যগণের  
প্রাণই যে সুরাস্থানীয়, তাহার পানজনিত মত্ততায় আনন্দিতা) লোহিতালেপনে  
(কুঙ্কমলেপনে অথচ শঙ্করগণের রক্তে লিপ্ত হইয়া) আর্দ্রা, দীপ্তাংগকাস্তা (উজ্জল-  
বস্ত্রপরিধানা অথচ উজ্জল কিরণে শ্বেশোভিতা), কমনীয়াকারা শোভমানা  
মুরারির দয়িতা-সদৃশী সেই কোমোদকী-নাগী গদা আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ  
করুন ॥ ৫ ॥

যো বিশ্বপ্রাণভূতস্তুরপি চ হরৈর্যানকেতুস্বরূপো  
যং সঙ্খৈস্ত্যব সগঃ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভাঃ পতন্তি ।  
চঞ্চলচোরা-তুণ্ড-ক্রটিত-কণি-বসা-রক্ত-পঙ্কাক্ষিতাশ্চ  
বন্দে ছন্দোময়ং তং খগপতিমমল-স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ এবং নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্তিস্বরূপ  
হইয়াও তাঁহার রথের কেতুস্বরূপ, ধাঁহাকে চিন্তা করিবামাত্র ভূজঙ্গরমণীগণের গর্ভ  
সত্তাঃ স্বয়ং পতিত হয়, প্রচণ্ড-চঞ্চল-বিশাল-তুণ্ডাঘাতে বিদীর্ণ ভূজঙ্গগণের বসারক্ত-  
পঙ্কে লাক্ষিতবদন নিখিল স্বর্ণবর্ণ সেই ছন্দোময় খগরাজ সুপর্ণকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণোর্বিশ্বেশ্বরশ্চ প্রবরশয়নকুং সর্বলোকৈকধর্তা  
সোহনন্তঃ সর্বভূতঃ পৃথুবিমলযশাঃ সর্ববেদৈশ্চ বেত্তঃ ।  
পাতা বিশ্বশ্চ শশ্বৎ সকলসুররিপুধ্বংসনঃ পাপহন্তা  
সর্বজ্ঞঃ সর্বসাক্ষী সকলবিষভয়াৎ পাতু ভোগীশ্বরো নঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—বিষ্ণেশ্বর বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট শয়নীয়-সম্পাদক, সর্বলোকের অদ্বি-  
তীয় ধারণকর্তা, সর্ববেদবেত্তা, বিশাল নিখিল কীর্তিসম্পন্ন, বিশ্বরক্ষক, বারংবার  
নিখিল সুররিগণের বিনাশক, পাপহন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বসাক্ষী, সর্বস্বরূপ সেই ভূজঙ্গরাজ  
অনন্ত আমাদিগকে নিখিল বিষভয় হইতে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

বাগ্-ভূ-গৌর্যাদি-ভেদৈর্বিভূরিহ মুনয়ো যাং যদীদৈশ্চ পুংসাং  
কারুণ্যাদৈঃ কটাক্ষৈঃ স্কন্ধাপি পতিতৈঃ সম্পদঃ স্যুঃ সমগ্রাঃ ।  
কুন্দেন্দু-স্বচ্ছমন্দ-স্মিত-মধুর-মুখাস্তোরুহাং সুন্দরাজীং  
বন্দে বন্দ্যামশেষৈরপি মুরভিহুরোমন্দিরামিন্দিরাং তাম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—মুনিগণ ধাঁহাকে বাগ্‌দেবী, ভূমি এবং গৌরী প্রভৃতি

মুক্তিভেদ-সম্পন্ন বলিয়া ইহ-জগতে অবগত আছেন, যদীয় করুণাদ্রি মহনীয় কটাক্ষ একবারমাত্র নিপতিত হইলেও পুরুষদিগের সমগ্র সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে, কুলেন্দ্রশূন্যের মুহুমন্দ্ৰ জ্যেৎ হাশ্তে মনোহর-বদনকমলা, সুললিতাঙ্গী, অশেষজন-বন্দনীয়। মুরারিবক্ষঃস্থলবাসিনী সেই ইন্দ্রিরা দেবীকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

যা সূত্রে সত্যজ্ঞানং সকলমপি সদা সন্নিধানেন পুংসো  
ধত্তে যা তত্ত্বযোগাচ্চরমচরমিদং ভূতয়ে ভূতজাতম্ ।  
ধাত্রীং স্বাত্রীং জনিত্রীং প্রকৃতিমবিকৃতিং বিশ্বশক্তিং বিধাত্রীং  
বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি ॥ ৯ ॥

অনুবাদঃ—যিনি পুরুষের (পরমাত্মার) সান্নিধ্য বশতঃ সদা নিখিল বস্তু প্রসব করেন, যিনি মহাদাদি তত্ত্বযোগে এই চরাচর ভূতসমূহকে ধারণ করেন, ধাত্রী বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর বিপুলগুণময়ী প্রাণাধীশ্বরী সর্ববিধানদক্ষা মাতৃস্বরূপা চিরস্থিরা সেই বিশ্বশক্তি অবিকৃতপ্রকৃতিকে সম্পদের জন্ত স্তব করি ॥ ৯ ॥

যেভ্যোহসৃয়ন্তিরূচৈঃ সপদি পদমুরু ত্যজ্যতে দৈত্যবর্গৈ-  
র্ঘেভ্যো ধর্তুং চ মুদ্ধা স্পৃহয়তি সততং সর্বগীর্বাণবর্গঃ ।  
নিত্যং নিশ্মূলয়েয়ুর্নিচিততরমমী ভক্তিনিঘ্নাত্মনাং নঃ  
পদ্মাক্ষস্যাজিহ্নু পদ্মদ্বয়তলনিলয়াঃ পাংসবঃ পাপপঙ্কম ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ—দৈত্যবর্গ বাহাদিগের প্রতি অহুয়া হেতু অবিলম্বে নিজ নিজ স্বীয় উচ্চ মহৎ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সমস্ত দেবগণ মন্তকে ধারণ করিবার জন্ত যে সকলের প্রতি সদা স্পৃহা-সম্পন্ন, পুণ্ডরীকাক্ষের চরণকমলযুগলতল-নিলীন সেই রেণুরাজি ভক্তিপরতন্ত্রচেতা আমাদের অতিপূর্বসম্বিত পাপ-পঙ্ককে যেন নিত্য নিশ্মূল করেন ॥ ১০ ॥

রেখা লেখাদিবন্দ্যাস্চরণতলগতাস্চক্রমংস্থাদিরূপাঃ  
স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সূজাতা মুছললিততর-ক্ৰৌম-সূত্রায়মাণাঃ ।  
দহ্যুর্নো মঙ্গলানি ভ্রমরপরজুঘা কোমলেনাক্ষিজায়াঃ  
কত্রেণাত্রেড্যমানাঃ কিসলয়-মুছনা পাণিনা চক্রপাণেঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদঃ—কীরোদ-সম্ভবার অলিকুল-সেবিত কিশলয়-কোমল কমলীয়-কর-সংবাহনে পুনঃ পুনঃ স্পৃষ্ট, দেবাদি-বন্দনীয়, মুছললিত-কৌম-সূত্রসমূহ স্বস্ন,



দ্বিষ্ট, সুজাত, চক্রপাণি-চরণস্থ কমলীয় চক্র-মংস্তাদি রেখা-সমূহ যেন আমাদিগকে  
মঙ্গল বিতরণ করেন ॥ ১১ ॥

যস্মাদাক্রামতো দ্বাং গরুড়-মণি-শিলা-কেতু-দণ্ডায়মানা-  
দাশ্চ্যাতস্তী বভাসে সুরসরিদমলা বৈজয়ন্তীব কান্তা ।  
ভূমিষ্ঠো যন্তুথান্যো ভুবনগৃহবৃহৎ-স্তম্ভশোভাং দধৌ নঃ  
পাতামেতো পয়োজোদরললিততলৌ পঙ্কজাক্ষশ্চ পাদৌ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—মরকতমণিময় ধ্বজদণ্ড সদৃশ যে চরণ স্বর্ণ আক্রমণে  
উখিত হইলে, তাহা হইতে নির্মলা সুরধুনী ক্ষরিত হইয়া কমলীয়া বৈজয়ন্তীর  
(পতাকার) দ্বাং শোভা পাইয়াছিলেন, আর যে অপর চরণ ভূতলব্যাপী হইয়া  
ভুবনমণ্ডলরূপ গৃহের স্তম্ভবৎ শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষের কমল-  
গর্ভ-মনোহর-তল-সম্পন্ন সেই চরণদ্বয় আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

আক্রামদ্ব্যাং ত্রিলোকীমসুরস্বরপতী তৎক্ষণাদেব নীতো  
যাভ্যাং বৈরোচনীন্দ্রৌ যুগপদপি বিপৎ-সম্পদোরেকধাম ।  
তাভ্যাং তাস্মাদরাভ্যাং মুহুরহমজিতস্মাখিতাভ্যামুভাভ্যাং  
প্রাক্ষৈশ্বর্য্যপ্রদাভ্যাং প্রণতিমুপগতঃ পাদপঙ্কেরুহাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার্য ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অসুররাজ  
বলি এবং সুররাজ ইন্দ্রকে যুগপৎ (যথাক্রমে) বিপত্তি ও সম্পত্তির একাধিকারী  
করিয়াছিলেন, তান্ন-তল-মনোহর প্রভূত ঐশ্বর্য্যপ্রদ সর্বলোক-পূজিত সেই নারায়ণ-  
চরণকমলযুগলে আমি বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যেভ্যো বর্ণশ্চতুর্থশ্চরমত উদভূদাদিসর্গে প্রজানাং  
সাহস্রী চাপি সংখ্যা প্রকটমভিহিতা সর্ববেদেষু যেষাম্ ।  
ব্যাণ্ডা \* বিশ্বস্তরা যৈরতিবিততনোর্বিশ্বমূর্ত্তেবিরাজে  
বিষ্ণোস্তেভ্যো মহদ্ব্যং সততমপি নমোহস্তজি পঙ্কেরুহেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রজাগণের আদিসৃষ্টিকালে, যে সমস্ত হইতে শেষে চতুর্থ  
বর্ণ উদ্ভূত, সর্ববেদে বাহাদিগের সহস্রসংখ্যা স্পষ্টভাবে কথিত, বাহার্য ভূমণ্ডলকে

ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অতি বিশালকায় বিশ্বমুক্তি বিরাট পুরুষ বিষ্ণু ব সেই মহৎ  
ঐচরণকমলনিকরের উদ্দেশে আমার সতত নমস্কার ॥ ১৪ ॥

বিশেষঃ পাদদ্বয়াগ্রে বিমলনখরুচি \* ভ্রাজিতা রাজতে যা  
রাজীবশ্চেব রম্যা হিমজল-কণিকালঙ্কতাগ্রা দলালী ।  
অস্মাকং বিশ্বম্যাহাণ্যখিলজন-মনঃ-প্রার্থনীয়া হি সেয়ং  
দদাদাদানবদা ততিরতিরুচিরা মঙ্গলান্ধুলীনাং ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ঐবিষ্ণুর চরণগুণলের অগ্রভাগে, নির্মল নখপ্রভায়  
উদ্ভাসিত হইয়া হিমজলকণিকা-ভূষিতাগ্র রমণীয় কমলদলনিকরবৎ শোভা  
পাইতেছেন ; অখিল-জন-মনঃ-প্রার্থনীয়, জগৎসৃষ্টির পূর্বে প্রকাশিত সেই  
নির্দোষ অঙ্গুলিরাজি আমাদেরিগের বিশ্বয়কর কল্যাণপরম্পরা যেন প্রদান  
করেন ॥ ১৫ ॥

যশ্যং দৃষ্টামলায়াং প্রতিকৃতিগমরাঃ সম্ভবন্ত্যানমন্তঃ  
সেন্দ্রাঃ সাস্ত্রীকৃতেষ্যাস্তপরস্রকুলাশঙ্কয়াতঙ্কবন্তঃ ।  
সা সগঃ সাতিরেকাং সকল-সুখকরীং সম্পদং সাধয়েন্ন-  
শচঞ্চলচাৰ্বংশুচক্রা চরণ-নলিনয়োশ্চক্রপাণেনখালী ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ইন্দ্রসমৰিত দেবগণ প্রণাম করিবার সময়ে, নির্মলতা হেতু  
যাহার ভিতরে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, অপর দেবতাগণের প্রাচুর্যব আশঙ্কা  
হওয়ায় প্রগাঢ় জঁৰ্জা সহ আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়েন, মনোহর-কিরণাবলি-প্রসারিণী,  
চক্রপাণির পদকমলবিরাজিত সেই নখররাজি আমাদেরিগের সৰ্বসুখবিধায়িনী  
অত্যধিক সম্পদ অবিলম্বে সম্পন্ন করুন ॥ ১৬ ॥

পাদাস্ত্রোজস্ম-সেবা-সমবনতস্র-ত্রাত-ভাস্বৎ-কিরীট-  
প্রভ্যুপ্তোচ্চাবচাশ্ব-প্রবরকরগণৈশ্চিত্রিতং যদ্বিভাতি ।  
নত্ৰাঙ্গাণাং হরেনেঁ হরিচুপল-মহাকুশ্ম-সৌন্দর্য্য-হারি-  
চ্ছায়ং ত্রেয়ঃ-প্রদায়ি প্রপদযুগমিদং প্রাপয়েৎ পাপমন্তম্ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—চরণকমল-সেবার্থ প্রণত দেববৃন্দের উজ্জল কিরীট-নিবন্ধ  
বিবিধ উৎকৃষ্ট মণিময়ুজ্বালে বিবিধ বর্ণ ধারণ করতঃ যিনি শোভা পাইয়া থাকেন,

মরকতমণিময় মহাকূৰ্ণপৃষ্ঠের ছায় স্তম্ভী স্তম্ভম সেই শ্রেয়ঃপ্রদ ত্রিহরি-প্রপদযুগল,  
নম্রকায় আমাদিগের যেন পাপসমূহ বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীমত্যো চারুবৃত্তে করপরিমলনানন্দ-হাফে রমায়াঃ

সৌন্দর্যাঢ্যেন্দ্রনীলোপল-রচিত-মহাদণ্ডয়োঃ কান্তি-চোরে ।

সূরীন্দ্রেঃ স্তুষ্মানে সুরকুল-সুখদে সূদিতারাতিসজ্জে

জজ্জে নারায়ণীয়ে মুহুরপি জয়তামস্মদংহো হরন্ত্যো ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন, সুবৃত্ত (সুগোল) লক্ষীকরকমল সম্পাদিত  
সংবাহন-সুখে রোমাঞ্চিত, ইন্দ্রনীল-মণিরচিত স্তম্ভের মহাদণ্ডযুগলের কান্তিহরণকারী,  
সুরিশ্রেষ্ঠগণের স্তুতিভাজন, অরাতিসজ্জাবিজয়ী, সুরকুলসুখদায়ী নারায়ণজন্মা-  
যুগল, বারংবার আমাদিগের পাপহরণ করতঃ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৮ ॥

সম্যক সাহসং বিধাতুং সমমিব সততং জজ্জয়োঃ শিরস্যোর্যে

ভার-ভূতোরুদণ্ডয়ীভরণকৃতোত্তত্তত্তাবং ভজেতে ।

চিত্তাদর্শং নিধাতুং মহিতমিব সতাং তে সমুদগায়মানো

বৃত্তাকারে বিধত্তাং হৃদি মুদমজিতস্থানিশং জানুনী নঃ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—বীহারী (উরুভারবহনে) শির জন্মায়ুগলের সতত সমভাবে  
সম্যক সহায়তা করিবার জন্তই যেন উরুদণ্ডযুগলভার বহন করিয়া স্তব্ধভাবে প্রাপ্ত  
হইয়াছেন, এবং বীহারী সজ্জনগণের প্রশংসনীয় মনোদর্পণ স্থাপনের সম্পূটক তুল্য,  
অজিতের (নারায়ণের) সেই বৃত্তাকার জাহ্নবীর আমাদিগের হৃদয়ে সতত আনন্দবিধান  
করুন । [ মণিদর্পণ বড় আকারের কোটামধ্যে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল । এখানে  
ভক্ত কবি, জন্মা ও উরুর মধ্যস্থিত জাহ্নবী (হাঁটুর) বর্ণনার উৎপ্রেক্ষা করিয়া  
বলিলেন, প্রভুর ঐ যে স্তম্ভম জাহ্নু, উহা জাহ্নু নহে, বড় আকারের কোটা, উপরে  
তাহারাই ঢাকুনি দেখা যায় । ঐ কোটার ভিতরে একখানি উৎকৃষ্ট গোলাকৃতি  
মণিদর্পণ আছে ; সজ্জনগণের মনই সেই দর্পণ । ইহাই তৃতীয় চরণের ভাবার্থ ] ॥১৯॥

দেবো ভীতিং বিধাতুঃ সপদি বিদধতো কৈটভাখ্যং মধুধ্বা-

প্যারোপ্যারুঢ়গর্ভাবধিজলধি যয়োঃস্মিতৈঃসৌ জঘান ।

বৃত্তাবলোচ্ছতুল্যো চতুরমুপচয়ং বিভ্রতাবভ্রনীলা-

বুরু চারু হরন্ত্যো মুদমতিশয়িনীং মানসে নো বিধত্তাম্ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—সহস্র ব্রহ্মার ভীতি-সম্পাদক, গর্ভিত আদি-দৈত্য মধু ও

কৈটভকে দেব নারায়ণ যথায় রাখিয়া জলধিমধ্যে নিহত করিয়াছিলেন, স্মৃত্ত (স্মৃগোল) পরম্পরতুল্য উপযুক্ত উপচয়প্রাপ্ত ঐহিরির সেই স্মৃত্তক উক্সমূল আমাদিগের হৃদয়ে অধিকতর আনন্দবিধান করুন ॥ ২০ ॥

পীতেন ত্রোততে যচ্চতুর-পরিহিতেনাস্বরেণাত্যাদারঃ  
জাতালঙ্কার-যোগং জলমিব জনধেবাড়বাগ্নি-প্রভাভিঃ ।  
এতৎ পাতিতাদাম্নো জঘনমতিঘনাদেনসো মাননীয়ঃ  
সাততোনৈব চেতো বিষয়মবতরং পাতু পীতাস্বরশ্চ ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**।—যিনি, নিপুণভাবে পরিহিত পীতবর্ণ অশ্বর দ্বারা বাড়বাগ্নি-প্রভাভূষিত জলধিজলের ত্রায় অতি উত্তমরূপে শোভা পাইয়া থাকেন, পীত-স্বরের এই সেই মাননীয় জঘন আমাদিগের হৃদয়ে সতত উপস্থিত হইয়া পাতিতা-প্রদ অতি নিবিড় পাপরাশি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

যস্তা দাম্না ত্রিধাম্নো জঘনকলিতয়া ভ্রাজতেহজং যথাক্কে-  
র্মধ্যস্থো মন্দরাদিভূর্জগপতি-মহাভোগ-সম্লজ-মধ্যঃ ।  
কাঞ্চী সা কাঞ্চনাতা মণিবর-কিরণৈরুল্লসদভিঃ প্রদীপ্তা  
কল্যাং কল্যাণদাত্রী মম মতিমনিশং কত্ররূপা করোতু ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**।—যদীয় দাম্ন অর্থাৎ গোছা জঘনদেশে ধারণ করার ত্রিধামা নারায়ণের দেহ, নাগরাজের মহাভোগে আবদ্ধ-নিতম্ব কীরোদসমুদ্রমধ্যস্থ মন্দর-পর্বতের ত্রায় শোভা পাইয়া থাকেন, উল্লসিত মণিবরকিরণজালে উদ্দীপ্ত সেই কমনীয়কান্তি কাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চী (কটিভূষণ) নিরন্তর কল্যাণদাত্রী হইয়া আমার বুদ্ধিকে নিরাময় করুন ॥ ২২ ॥

উল্লভ্রং কত্রমুচ্চৈরুপচিতমুদভূদ যত্র পট্টৈর্বিচিট্রৈঃ  
পূর্বং গীর্বাণ-পূজ্যং কমলজ-মধুপস্ত্যাম্পদং তৎ পয়োজম্ ।  
তস্মি \* মীলাশ্ম-নীলৈস্তরল-রুচিজলৈঃ পূরিতে কেলিবুদ্ধ্য  
নালীকাক্ষশ্চ নাভী-সরসি বসতু নশ্চিত্ত-হংসশ্চিরায় ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ**।—সুষ্ঠুর প্রথমাবস্থায় বিচিত্র-দলপূর্ণ, কমনীয়, উন্নত, চকুরানন-মধুকরের আসন, দেবগণ-পূজ্য সেই গন্ধ, যথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, নীলকান্তমণির

তায় নীলবর্ণ মেখলা-মধ্যমণির কাস্তি-সলিলে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীকাক্ষের সেই নাভি-  
সরোবরে আমাদিগের চিত্তরূপী হংস, কেলিবোধে চিরতরে বাস করুক ॥ ২৩ ॥

পাতালং যস্য নালং বলয়মপি দিশাং পত্রপংক্তিন'গেস্ত্রান্  
বিদ্বাংসঃ কেসরালীর্বিভূরিহ বিপুলাং কর্ণিকাং স্বর্ণশৈলম্ ।  
ভূষাদ্ গায়ৎ স্বয়ম্ভূ-মধুকর-ভবনং ভূময়ং কামদং নো  
নালীকং নাভি-পদ্মাকর-ভবমুরু তন্মাগশয্যাস্থ শৌরেঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—পাতালকে যাহার নাল বলিয়া, দিগ্‌মণ্ডলকে দলসমূহ বলিয়া,  
শ্রেষ্ঠ পর্বতদিগকে কেসরাবলি বলিয়া এবং স্বমেক পর্বতকে বিপুল কর্ণিকা বলিয়া  
জগতের পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন, বেদগানরত ব্রহ্মা যথায় গুঞ্জনপরায়ণ ভ্রমরবৎ  
নিবন্ধ, ভূজঙ্গশয্যায়া শয়ান নারায়ণের নাভিকমলসমুৎসেই ভূমণ্ডলরূপ মহৎপদ্ম  
আমাদিগের অভীষ্টসাধন করুন ॥ ২৪ ॥

আদৌ কল্পস্য যস্মাৎ প্রভবতি বিততং বিশ্বমেতদ্বিকল্পৈঃ  
কল্পান্তে যস্য চান্তঃ প্রবিশতি সকলং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ।  
অত্যন্তাচিন্ত্যমূর্ত্তৈশ্চিরতরমজিতস্যাস্তরীক্ষ-স্বরূপে  
তস্মিন্নস্মাকমন্তঃকরণমতিমুদা ক্রীড়াতাং ক্রোড়ভাগে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—কল্পের প্রারম্ভে এই বিকল্পপূর্ণ বিশাল বিশ্ব যাহা হইতে  
উদ্ভূত হয়, আর কল্পান্তে সকল স্থাবর-জঙ্গম যাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে,  
অত্যন্ত অচিন্ত্যমূর্ত্তি অজিতের ( নারায়ণের ) আকাশরূপ সেই ক্রোড়ভাগে ( উদরের  
একাংশে ) আমাদিগের অন্তঃকরণ অতি আনন্দ সহকারে চিরতরে ক্রীড়া  
করুক ॥ ২৫ ॥

কাস্ত্যস্তঃ পূরপূর্ণে লসদসিত-বলী-ভঙ্গ-ভাস্বন্তরঙ্গে  
গম্ভীরাকারনাভী চতুরতর-মহাবর্ত্ত-শোভিন্যুদারে ।  
ক্রীড়াস্থানক-হেমোদর-নহন-মহাবাড়বাগ্নিপ্রভাচ্যে  
কামং দামোদরীয়োদরসলিলনিধৌ চিত্তমংস্থশ্চিরং নঃ ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ ।**—কাস্তিসলিলে পরিপূর্ণ, ( মরকতমণির তায় ) মনোহর  
নীলবর্ণ ত্রিবলীতরঙ্গে শোভিত, গম্ভীরাকার অতিস্থলর নাভিস্বরূপ বিশাল আবর্ত্তে  
বিরাজিত, সুবর্ণময় উদরবন্ধরূপ ( উদরবন্ধি নিবারণের জন্য দেশবিশেষে ব্যবহৃত

রজ্জু আকারে নিশ্চিত অলঙ্কার উদরবন্ধ নামে কথিত ) বাড়বানলপ্রভায় উদ্ভাসিত,  
সুচারুদর্শন, নারায়ণের উদর-রূপ-সমুদ্রে আমাদিগের চিত্ত-মৎস্ত চিরকাল ক্রীড়া  
করুক ॥ ২৬ ॥

নাভী-নালীক-মূলাদধিক-পরিমলোন্মোহিতানাগলীনাং

মালা নীলব যাস্তী স্ফুরতি রুচিমতী বক্রপদ্মনুখী য়া ।

রম্যা সা রোমরাজির্মহিতরুচিকরী মধ্যভাগস্থ বিষেণ-

শ্চিত্তস্থা মা বিরংসীচ্চিরতরমুচিতাং সাধয়ন্তী শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ :- নাভিকমল হইতে অধিক পরিমল-লোভমুগ্ধ হইয়া মুখকমলা-  
ভিমুখে উখিত রুচির কৃষ্ণবর্ণ-ভ্রমরপঙ্ক্তির গায় যিনি শোভা পাইতেছেন, জগৎ-  
পূজিত ( দেবঋষি )-গণের আকাজ্কিত নারায়ণ-মধ্যাঙ্গ বিরাজিত সেই রমণীয়  
রোমাবলি আমাদিগের মনে অবস্থান করিয়া চিরতরকাল স্থায়ী উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য-  
সম্পাদন কার্য্য হইতে যেন বিরত না হইয়েন । ভাবার্থ,—নারায়ণের নাভিহান হইতে  
বন্ধঃস্থল পর্য্যন্ত উখিত যে রোমাবলি, তাহাতে কবির উৎপ্রেক্ষা এই যে,  
নাভিপদ্মে স্থিত অলিপুঞ্জ মুখকমলের অধিক স্বগন্ধে লুগ্ন হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপরে  
উঠিতেছে, রোমাবলি তাহারই রূপ ॥ ২৭ ॥

সংস্তীর্ণং কৌস্তভাংশু-প্রসর-কিসলয়ে \* মুক্ত-মুক্তাফলাঢ্যং †

ত্রীবৎসোল্লাসি- ‡ ফুল-প্রতিনব-বনমালাক্ষি § রাজদুজ্জাস্তম্ ।

বন্ধঃ ¶ ত্রিবৃক্ষকান্তং ॥ মধুকর-নিকর-শ্যামলং শাল্লপাণেঃ

সংসারাক্ষ-শ্রমার্ভৈরূপবনমিব যৎ সেব্যতে তৎ প্রপত্তে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ :- নবপল্লব সদৃশ কৌস্তভ-মণি-কিরণ-জালে আকীর্ণ, রমণীয়

সংস্কৃত বিহীনপদব্যাখ্যা ।—

\* কৌস্তভাংশুপ্রসরাঃ কিসলয়ানীব । উপবনপক্ষে, প্রসরা ইব কিসলয়ানি ।

† মুক্তাফলানি যৌক্তিকহারঃ । উপবনপক্ষে, মুক্তা ইব ফলানি ।

‡ ত্রীবৎসঃ ত্রিহরৈর্বকৌতুহলম্ । উপবনপক্ষে, ত্রিঃ শোভা, বৎসা পোশিশবঃ অজাতদগ্ধা  
ইতি যাবৎ ।

§ বনমালা অবাস্তুরবনশ্রেণী ইতুপবনপক্ষে ।

¶ দুজ্জাবিব অস্তৌ বামদক্ষিণপ্রান্তৌ ইতুপবনপক্ষে ।

। ত্রিবৃক্ষঃ অবধঃ, লক্ষণা তৎপত্রগ্রহণঃ তবৎ কান্তং, অবধপত্রঃ যথা—উর্দ্ধতো বিবৃতঃ অধঃ  
ক্রমকীর্ণক তদ্বদিত বন্ধঃপক্ষে ।

মুক্তাফল-সম্পন্ন (১) শ্রীবৎস-শোভিত (২) নব নব প্রফুল্ল বনমালা-অঙ্কিত (৩) ভূজাস্ত বিরাজিত (৪) শ্রীবৃক্ষকান্ত (৫) মধুকর-নিকর-শ্রাবল, (৬) যে নারায়ণ-বক্ষঃস্থলকে সংসার-কান্তার-ভ্রমণ-শ্রমার্ভগণ উপবনবৎ সেবা করেন, আমি তাঁহার প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২৮ ॥

কান্তং বক্ষো নিতান্তং বিদধদিব গলং কালিমা কালশত্রো-

রিন্দোর্বিন্মং যথাক্ষো মধুপ ইব তরোর্মঞ্জরীং রাজতে যঃ ।

শ্রীমান্ নিত্যং বিধেয়াদবিরলমিলিতঃ কৌস্তভশ্রীপ্রতানৈঃ

শ্রীবৎসঃ শ্রীপতেঃ স শ্রিয় ইব দদিতো বৎস উচৈঃ শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ।**—নীলিমা যেমন মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠদেশকে বিশেষ শোভাযুক্ত করিয়াছে, কলঙ্ক যেমন চন্দ্রবিষকে অধিক শোভাসম্পন্ন করিয়াছে, ভ্রমর যেমন তরুক্ষুদ্রমঞ্জরীকে অধিক শোভাযুক্ত করে, যিনি কৌস্তভমণি-প্রভা-সমূহের সহিত নিরন্তর মিলিত থাকিয়া শ্রীপতির বক্ষঃস্থলকে সেইরূপ অধিকতর শোভাযুক্ত করিতেছেন, শ্রী (সর্বশোভাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর) প্রিয় পুত্রতুল্য সেই শ্রীবৎস

### দুঃসহ পদেন্ন অর্থ ।

(১) মুক্তাফল মুক্তারচিত হার ; উপবনপক্ষে, মুক্তার শ্রাব স্বচ্ছ ও গোভনীয় লবলী দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল-সমূহ ।

(২) শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত, উপবন পক্ষে, শ্রী—শোভা, ও বৎস—অজাতদন্ত গো-শিশু ; শ্রীসম্পন্ন ও অজাতদন্ত গো-শিশু তথায় সোপাঙ্গে ছুটাইয়া দিতেছে ।

(৩) বক্ষঃস্থলে প্রফুল্ল-কুসুমগ্রথিত অভিনব বনমালা দোহলায়মান । উপবনপক্ষে, মল্লিকাবন, যুধীবন, জাতিবন ইত্যাদি প্রফুল্ল কুসুমিত নব নব বনশ্রেণী যেন তথায় অঙ্কিত অর্থাৎ চিত্রিত রহিয়াছে ।

(৪) আজাহুলধিত ভূজযুগল, বক্ষঃস্থলকে যেন ক্রোড়ে করিয়া শোভা পাইতেছেন ; উপবনপক্ষে, ভূজসদৃশ যে পার্শ্ব-ভাগদ্বয়, তদ্বারা বিরাজিত ।

(৫) শ্রীবৃক্ষ,—অর্থথ, অর্থথপত্রের শ্রাব উর্দ্ধাংশে বিস্তৃত ও নিম্নভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ, এইরূপ কমণীর আকৃতিবিশিষ্ট । অথবা শ্রী—লক্ষ্মী, বৃক্ষকান্তা—লতা ; লক্ষ্মীদেবী লতার শ্রাব ধাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন । উপবনপক্ষে, শ্রীবৃক্ষ—অর্থথ, বিধ প্রভৃতি বৃক্ষাবলির দ্বারা কমণীয় ।

(৬) ভ্রমরপংক্তির শ্রাব কৃষ্ণবর্ণ । উপবনপক্ষে, ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৮ ॥

(মণিবিশেষ, মতান্তরে রোমাবন্ত, অগ্রমতে ভৃগুপদচিহ্ন) আমাদিগের উক্ত  
সম্পৎ সম্পাদন করুন ॥ ২৯ ॥

সন্তুষ্টাভ্যোদি-মধ্যাং সপদি সহজয়া যঃ শ্রিয়া সন্নিধন্তে

নীলে নারায়ণেরঃস্থল-গগন-তলে হারতারোপসেব্যে ।

আশাঃ সর্বাঃ প্রকাশা বিদধদপি দধচ্চাত্ম-ভাসান্যতেজাং-

শাশ্বত্যাশ্রয়াকরো নো দ্যুমণিরিব মণিঃকৌস্তভঃ সৌহৃদ্ব ভূতৈঃ ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সমুদ্রমধ্য হইতে (মহনকালে) উদ্ধৃত হইয়া হার-  
স্বরূপ তারকামালা-মণ্ডিত নারায়ণ-বক্ষঃস্থলরূপ নীল নভস্তলে, সহজাতা লক্ষ্মীর  
সহিত আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বর্গের শ্রায় সর্বদিশ্চক্রে-প্রকাশক ও  
নিজ প্রভায় অত্র তেজকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই আশ্রয়াকর কৌস্তভমণি  
আমাদিগের ঐশ্বর্যাজনক হউন ॥ ৩০ ॥

যা বায়াবানুকূল্যাং সরতি মণিরুচা ভাসমানাসমানা

সাকং সাকম্পমংসে বসতি বিদধতা বাহুভদ্রং হুভদ্রম্ ।

সারং সারঙ্গসংজ্ঞমুখরিতকুহুমা মেচকান্তা চ কান্তা

মালা মালালিতাস্মান্ন বিরমতু হুথৈর্যোজয়ন্তী জয়ন্তী ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার সাম্য বা উপমা অন্যত্র নাই, অল্পকূল বায়ু-বহনে  
চঞ্চলভাবে (নারায়ণের) স্বরূপদেশে হারমণি-কিরণসহ উজ্জলমূর্তিতে যিনি  
অবস্থিত, যিনি বাহুভদ্র অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তকে পরম সঙ্গলাম্পদ করিয়া থাকেন,  
বাহার কুহুমচয় অলিকূলে মুখরিত ও বাহার স্বরূপ (অলিসঙ্গে) নীলিমাপ্রাপ্ত,  
সেই লক্ষ্মী-লালিত জয়ন্তী অর্থাৎ বৈজয়ন্তী-নারী কমলীয় মালা আমাদিগকে  
অবিলম্বে সুখী করিতে বিরত না হউন ॥ ৩১ ॥

### সংস্কৃত টীকা ।

[‘অসমানা’ অল্পপমা বায়ো আনুকূল্যাং ‘সরতি’ বাতি সতি ‘সাকম্পং’  
আকম্পেন সহ বর্তমানং যথা শ্রাং তথা, ‘মণিরুচা’—হারমণিরুচা সাকং ভাসমানা  
বা, অংসে ঐক্যরূপদেশে বসতি, ‘সারঙ্গসংজ্ঞঃ’ ভ্রমরসমূহৈঃ, মুখরিতকুহুমা  
‘মেচকান্তা’ শ্রামলস্বরূপা ‘কান্তা’ কমলীয়া চ, ‘বাহুভদ্রং’ বাহুর্ভিক্ষুঃ তত্র ভদ্রঃ  
সায়ুঃ বাহুভদ্রঃ বাহুঃ শ্রেষ্ঠঃ উপাত্তেহেন প্রশস্ততমো বা বাহু স বিষ্ণুভক্ত ইত্যর্থঃ,  
‘হুভদ্রং’ হুমঙ্গলং বিদধতি, ‘মা’ লক্ষ্মীঃ তয়া ‘লালিতা’ আদরেণ পালিতা,



সা 'জয়ন্তী' বৈজয়ন্তীমালা 'অরং' শীত্ৰং অগ্নান্ সূৰ্যৈর্ধোজয়ন্তী ন বিরমতু ন  
নিবৃত্তা ভবতু ] ॥ ৩১ ॥

হারশ্যোরু-প্রভাতিঃ প্রতিনব-বনমালাংশুতিঃ প্রাংশুরূপৈঃ

ত্রীতিশচাপ্যঙ্গদানাং কবলিতরুচি যম্মিকভাভিশ্চ ভাতি ।

বাহুল্যেনৈব বদ্ধাঞ্জলিপুটমজিতশ্চাভিয়াচামহে তদ্

বন্ধান্তিঃ বাধতাং নো বহু-বিহতি-করাং বন্ধুরং বাহুমূলম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ্ :—হারের মহতী প্রভা, অভিনব বনমালার উচ্চদীপ্তি, কেয়ুরের  
আভা ও নিক-নামক স্বর্ণময় বন্ধোভূষণের ছাতি, বাহার শ্রাম কাঙ্ক্ষিকে গ্রাস  
করিয়াছে ; আমরা কৃতাজলিপুটে বহুলভাবে প্রার্থনা করি, নারায়ণের সেই  
সুন্দর বাহুমূল, বহু ব্যাধাতদায়িনী আমাদের ভববন্ধনবাধাকে বিনষ্ট  
করুন ॥ ৩২ ॥

বিশ্ব-ত্রাণৈকদীক্ষাস্তদনুগুণ-গুণ ক্ষত্র-নির্মাণ-দক্ষাঃ

কর্তারো ছুনিরূপ-স্ফুটগুণ-যশসাং কৰ্ম্মণামমুতানাম্ ।

শার্ঙ্গং বাণং কৃপাণং ফলকমরিগদে পদ্ম-শঙ্খৌ সহস্রং

বিভ্রাণাঃ শস্ত্রজালং মম দধতু হরের্বাহবো মোহহানিম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ্ :—বাহার। বিশ্বরক্ষায় একমাত্র ব্রতী, রক্ষাকার্য্যের অমুকুল  
গুণসম্পন্ন সেই ক্ষত্রিয়বর্ণের উৎপত্তি যথা হইতে হইয়াছে, অসংখ্যের সুপ্রকাশিত  
গুণকীর্ত্তির নিদান অদ্বুত কৰ্ম্ম বাহার। করিয়াছেন, শার্ঙ্গধনু, বাণ, ( নন্দক )  
অসি, বর্ষ, ( সুদর্শন ) চক্র, ( কোমোদকী ) গদা, পদ্ম, ( পাঙ্কজনা ) শঙ্খ  
প্রমুখ শস্ত্রসমুদধারী ত্রীহরির সহস্র বাহু আমার মোহ ধ্বংস করুন ॥ ৩৩ ॥

কণ্ঠাকল্লোদগৈর্থেষঃ কনকময়-লসৎকুণ্ডলোথৈরুদারৈ-

রুদোতৈঃ কৌস্তভশ্যাপ্যুরুভিরূপচিত্তিশ্চিত্রবর্ণো বিভাতি ।

কণ্ঠাশ্লেষে রমায়াঃ কর-বলয়পদৈর্মুদ্রিতে ভদ্ররূপে

বৈকুণ্ঠিয়েহত্র কণ্ঠে বসতু মম মতিঃ কুণ্ঠভাবং বিহায় ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ্ :—যিনি. কণ্ঠভূষণ হইতে উদগত সুশোভিত কনক-কুণ্ডলো-  
থিত উৎকৃষ্ট ছাতি দ্বারা, বিশেষতঃ কৌস্তভমণির অত্যাঙ্গুল জ্যোতির্মণ্ডলে

সংবর্ধিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছেন ; আলিঙ্গনের সময়ে লক্ষ্মী-কর-  
বলয়চিহ্নাক্ত চাকুর্মুষ্টি সেই নারায়ণ-কণ্ঠে আমার বুকি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া  
অবস্থিত হউক ॥ ৩৪ ॥

পদ্মানন্দ-প্রদাতা পরিলসদরুণ-শ্রী-পরীতাগ্রভাগঃ

কালে কালে চ কস্মুপ্রবর-শশধরাপূরণে যঃ প্রবীণঃ ।

বক্ত্রাকাশাস্তরস্বস্তিরয়তি নিতরাং দন্ততারৌঘশোভাং

শ্রীতর্ভূর্দন্তবাসো-দ্যুমণিরঘতমো নাশনায়াত্বসৌ নঃ ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি পদ্মানন্দকারী ( পদ্মা—লক্ষ্মী, তাঁহার আনন্দ, স্বর্ঘ্য  
পক্ষে পদ্মপুষ্পের প্রফুল্লতা ), ঐহার অগ্রভাগ অরুণ-শ্রীশোভিত, ( ওষ্ঠ পক্ষে  
অগ্রভাগ-প্রান্ত ; অরুণ শ্রী, রক্ত আভা । স্বর্ঘ্যপক্ষে অগ্রভাগ স্বর্ঘ্যরথের  
সম্মুখভাগ, বা স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বাবস্থা, অরুণ—স্বর্ঘ্যের সারথি, বা তৎপূর্বোদিত  
স্বর্ঘ্যকিরণ, তদীয় শ্রী—তদীয় শোভা ) যিনি সময়ে সময়ে ( একপক্ষে বুদ্ধ ও  
উৎসবসময়ে পক্ষান্তরে গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ) শঙ্খরাজ-  
স্বরূপ চন্দ্রের আপূরণে ( ওষ্ঠপক্ষে, বাদনার্থ মুখবায়ুর দ্বারা আপূরণে, স্বর্ঘ্য-  
পক্ষে চন্দ্রের ক্ষীণ কলাকে পূর্ণ করিতে ) সুদক্ষ ; যিনি বদনাকাশাভাস্তরে  
অবস্থিত হইয়া দন্তপংক্তিস্বরূপ নক্ষত্রাবলীর শোভা হরণ করেন, শ্রীনাথের সেই  
ওষ্ঠাধররূপী স্বর্ঘ্য আমাদের পাগরূপ অন্ধকার বিনাশের কারণ হউন । এই  
শ্লোকের তাৎপৰ্য্য :—স্বর্ঘ্যের কার্য্য পদ্মপুষ্পকে প্রফুল্ল করা, তাঁহার সম্মুখভাগে  
 থাকেন অরুণদেব,—উদয়ের পূর্বে সেই অরুণের দর্শন পাওয়া যায়, স্বর্ঘ্যকিরণ  
 দ্বারাই চন্দ্রের কলা পূর্ণ হয়, চন্দ্রের যে অংশ পৃথিবীর ছায়ায় আবৃত থাকে,  
 তাহা স্বর্ঘ্যকিরণলাভে বঞ্চিত হয়, যতটুকু ছায়ার বাহিরে থাকে, তাহাতেই স্বর্ঘ্য-  
কিরণপাত হয়, আর উজ্জলতা লাভ করে, তিথি অনুসারে গতিভেদহেতু, চন্দ্র-  
কলার আবরণে ন্যূনাধিক্য হয় । স্বর্ঘ্য আকাশমণ্ডলে যে স্থানে প্রকাশিত থাকেন,  
 তথায় নক্ষত্রপ্রভা তিরোহিত হয়, এই সকল ভাব স্বর্ঘ্যের ভ্রায় নারায়ণের ওষ্ঠা-  
ধরে আছে, তাই তাঁহাকে স্বর্ঘ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । বধা—ওষ্ঠাধরের প্রান্ত-  
ভাগ অভ্যন্ত অরুণবর্ণ, উহাই অরুণোদয়ের সহিত সমীকৃত, পাঞ্চজন্ত শঙ্খ ধবল-  
তায় চন্দ্রত্বা, মুখাভ্যন্তরস্থ বায়ুযোগে তাঁহাকেও পূর্ণ করিতে হয়, সেই পাঞ্চজন্ত  
 শঙ্খের পুরণে ওষ্ঠাধর প্রত্যক্ষ হেতু, আর এই ওষ্ঠাধরই মুখবিবরে থাকিয়া দন্তা-  
বলীকে আবৃত রাখিয়াছে, ( বিবর আকাশ ব্যতীত কিছুই নহে ) গুপ্তদন্তাবলী

ভায়কপঙ্ক্তির ভায় । এই রূপকে নারায়ণের ঔষ্ঠাধরকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া  
তাহার নিকটে পাপাক্রকার ধ্বংসের প্রার্থনা বড়ই শোভন ॥ ৩৫ ॥

নিত্যং স্নেহাতিরেকামিজ্জকমিতুরলং বিপ্রযোগাক্রমা যা  
বস্ত্রেন্দোরস্তুরালে কৃতবসতিরিবাভাতি নক্ষত্ররাজিঃ ।  
লক্ষ্মীকান্তস্ত কাস্তাকৃতিরতিবিলসন্ মুদ্ধমুক্তাবলিষ্ঠী-  
দন্তালী সমুত্তং সা নতি-মুতি-নিরতানক্ষতান্ রক্ষতাঃ ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ** ।—প্রেমের আতিশয্যে নিজ কাস্তের ( চন্দ্রের ) দীর্ঘ বিচ্ছেদ  
সহ করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন নারায়ণ-মুখচন্দ্রের অভ্যস্তরে সदा অবস্থিত নক্ষত্র-  
রাজির ভায় ঐহারা শোভা পাইয়া থাকেন, সুবিস্তৃত স্নন্দর মুক্তা-পঙ্ক্তি-শোভনা  
লক্ষ্মীকান্তের সেই দশনপঙ্ক্তি সदा স্তুতিনতিপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন,  
এবং যেন আমরা অক্ষত থাকি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যজিহ্মং মতিমপি কুরুষে দেব সম্ভাবয়ে ত্বাং  
শস্তো শত্রু ত্রিলোকীমবসি কিমমরৈর্নারদাগাঃ স্তুতং বঃ ।  
ইত্থং সেবাবনত্রং স্তব-মুনি-নিকরং বীক্ষ্য বিষ্ণোঃ প্রসন্ন-  
শ্রাস্তেন্দোরাশ্রবস্তী বর বচন-সুধাঙ্কাদয়েন্ মানসং নঃ ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ** ।—“হে ব্রহ্মন্ ! বেদে অবক্র বুদ্ধি রাখিয়াছ ত ? হে দেব  
শস্তো ! আপনার সধর্কনা করিতেছি । হে ইন্দ্র ! দেবগণ-সহযোগে ত্রৈলোক্য  
রক্ষায় রত আছ ত ? নারদাদি মুনিগণ ! তোমরা স্তুতি আছ ত ?” সেবা  
বিন্দ্র দেবতা ও মুনিগণকে অবলোকন করিয়া নারায়ণের প্রসন্ন মুখচন্দ্র-নিঃসৃত  
( পূর্ব্বোক্ত ) উৎকৃষ্ট বচনামৃত যেন আমাদিগের হৃদয়কে আপ্যায়িত  
করেন ॥ ৩৭ ॥

কর্ণস্থ-স্বর্ণ-কম্বোজ্জল-মকর-মহাকুণ্ডল-প্রোতদীপ্যন্  
মাণিক্যস্ত্রীপ্রতানৈঃ পরিমিলিতমলি-শ্যামলং কোমলং যৎ ।  
প্রোতৎসূর্য্যাংগুরাজন্-মরকত-মুকুরাকারচোরং মুরারে-  
গাঁঢ়ামাগামিনীং নঃ শময়তু বিপদং গণ্ডয়োর্মণ্ডলং তৎ ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ** ।—নারায়ণের ভ্রমর-কৃষ্ণ কোমল গণ্ডমণ্ডল, কর্ণস্থিত স্বর্ণ-  
ময় উজ্জল কমরীয় মকরাকৃতি মহাকুণ্ডলনিবদ্ধ প্রদীপ্ত মাণিক্য-প্রতাপুগ্ধে

সম্মিলিত হইয়া, যিনি উদীরমান স্বর্ষ্যাকিরণোদ্ভাসিত মরুততমণিদর্পণের আকার অণ-  
হরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের আগামিনী গাঢ় বিপদ শমিত করুন ॥ ৩৮ ॥

বজ্রাস্তোজে লসন্তং মুহুরধরমণিঃ পকবিস্মাভিরামঃ  
দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রুং \* শুকশ্চ স্ফুটমবতরতন্তুগুদগায়তে যঃ ।  
ঘোণঃ শোণীকৃতঃ স † শ্রবণযুগলসংকুলোশ্রৈশূরারৈঃ  
প্রাণাখ্যস্যানিলস্য প্রসরণসরণিঃ প্রাণদানায় নঃ স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি শ্রোত্রযুগল-বিরাজিত মণিকুণ্ডলকিরণপাতে অকণ-  
বর্ণ হওয়াতে, (নারায়ণের) মুখকমলবিরাজিত পক-বিশ্ব-রমণীয় অধরমণি  
দর্শন করিয়া দংশনার্থ অবতীর্ণ শুক পক্ষীর তুণ্ড-দণ্ড অর্থাৎ চঞ্চুপুটের সাদৃশ্য  
স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারায়ণের প্রাণানিলসঞ্চারণমার্গ নেই নাসিকা  
আমাদিগের প্রাণদানের হেতু হউন ॥ ৩৯ ॥

দিক্‌কালৌ বেদয়ন্তৌ জগতি মুহুরিমৌ সঞ্চরন্তৌ রবীন্দ্র  
ত্রৈলোক্যালোক-দীপাবভিদধতি যয়োরেব রূপং মুনীন্দ্রাঃ ।  
অস্মানজপ্রভে তে প্রচুরতরুপানির্ভরং প্রেক্ষমাণে  
পাতামাতাত্রশুক্রা সিতরুচিরুচিরে পদ্মনেত্রস্য নেত্রে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ।**—ত্রৈলোক্যদর্শন দীপ, দিক্‌কাল-পরিজ্ঞাপক স্বর্ষ্য ও চন্দ্রকে  
যদীর রূপ বলিয়া মুনীন্দ্রগণ নির্দেশ করেন, পুণ্ডরীকাক্ষের আভ্যন্ত-রূক্ষ-গুহবর্ণে  
(প্রান্তে আভ্যন্ত, তারকার রূক্ষ এবং তৎপার্শ্বে গুহবর্ণ) মনোহর সেই নয়নবৃগল,  
প্রচুরতর রূপাপূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করতঃ আমাদেরিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪০ ॥

পাতাং পাতালপাতাং পতগপতিগতেঋ যুগং ভূমমধ্যং  
যেনেষকালিতেন স্বপদনয়মিতাঃ সাস্তুরা দেবসজ্জাঃ ।  
নৃত্যল্লাটরঙ্গে রজনিকরতনোরর্ধ্বখণ্ডাবদাতে  
কালব্যালহয়ং বা বিলসতি সময়া বালিকা মাতরং ‡ নঃ ॥ ৪১ ॥

**অনুবাদ।**—বাহার ঈষৎ সকালনে অস্তুর ও দেবগণ স্ব স্ব পদে স্থির

\* “দৃষ্ট্বা” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† “শোণীকৃতান্না” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ “মাতরং” পাঠ সঙ্গত ।

ধাকেন, যিনি চন্দ্রবিশ্বের অর্দ্ধখণ্ডাকার নির্মল ললাটরঙ্গে নৃত্যরত ( বলিয়াই যেন ) ভূগম্ভা, এবং যিনি কৃষ্ণমর্পবৃগলের জ্বাঘ অথবা মাতৃসমীপে বালিকার জ্বাঘ শোভা পাইতেছেন, গরুড়বাহন নারায়ণের সেই ক্র্যুগল আমাদিগকে পাতালপাত অর্থাৎ অধঃপাত হইতে রক্ষা করুন । আংশিক ভাবার্থঃ—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারায়ণ-ললাটে ভ্রমরকৃষ্ণ ধনুরাকৃতি ক্র্যুগলও ভ্রমরকৃষ্ণ, আকারে ও বর্ণে ললাটের সহিত ক্র্যুগলের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ এই ললাট, ক্ষুদ্র ক্র্যুগলকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ললাটকে মাতা ও ক্রকে বালিকা বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে । গরুড় নাগলোকের অন্তকস্বরূপ ; পাতাল—নাগলোক ; এখানে ‘গরুড়-বাহনের ক্র্যুগল’ এইরূপ নির্দেশ করায় তাঁহার যে পাতালের উপর অসীম প্রভাব, তাহা স্মৃতিত, অতএব পাতালপাত হইতে রক্ষা তাঁহার কার্য্য, আর কৃষ্ণ-ভূজঙ্গের সহিত তুলনা করায় নাগলোকে ক্র্যুগলের গার্হস্থ্য স্মৃতিত, গৃহস্থামী গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহিরের ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই রীতিতে অত্র ব্যক্তির পাতাল-পাতে বা পাতালপ্রবেশে বাধা দিতে ভূজঙ্গের অধিকার আছে, কারণ, সে পাতালবাসী ; অতএব এইরূপ প্রার্থনাবাক্যটি বড়ই শোভন হইয়াছে ।

### নিশেষস্থানের সংস্কৃত টীকা ।

মাতরং সময়া মাতুরন্তিকে বালিকা \*বা বিলসতীতি পদদ্বয়মত্রাপায়েতি দেহলৌদীপজায়াং । বা কার ইবার্থে, অত্র তদাবৃত্ত্য বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বার্থঃ স্বীকার্য্যঃ । ক্র্যুগনিত্যেকবচনানুরোধাৎ বালিকেত্যেকবচনং, প্রয়োগসাধুদ্বায়, অত্র তদর্থো ন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু বালিকায়েন বালিকাষয়স্ত গ্রহণমথবা ক্র্যুগন্তৈবৈকবালিকারূপেণ গ্রহণম্ । অত্র ‘বালিকামাতরং নঃ’ ইতি যুক্তঃ পাঠঃ । অন্ত্যার্থঃ—আলিকামং সেতুকামং অন্তরং অন্তরাআনং সময়া বা আসন্নাদেব পাতালপাতাৎ পাতালপতনাৎ পাতাদ্ রক্ষতু ।

### এই পাঠান্তরের অনুবাদ ।

আমাদিগের অন্তর সেতু কামনা করিতেছে, আমাদিগকে আসন্নতর পাতাল-পতন হইতে ( ক্র্যুগল ) রক্ষা করুন । ভাবার্থ এই—ভবসমুদ্রের সেতু কামনা যাহার আছে, সেই আমার অন্তরাআন সেতুলাভের পরিবর্তে অচিরেই পাতালে পতিত হইবে, অতএব তাহাকে রক্ষা করুন ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মাকারালকালি-স্মুরদলিক-শশাঙ্কাক্ষিসন্দর্শ-মীলন-  
নেত্রাস্তোজ-প্রবোধোৎসুক-নিভৃততরালীনভৃঙ্গচ্ছটাভে ।  
লক্ষ্মীনাথশ্চ লক্ষ্মীকৃত-বিবুধগণাপাঙ্গ-বাণাসনার্ক-  
ছায়ে নো ভূরি-ভূতি-প্রসবকুশলতে ক্রলতে পালয়েতাম্ ॥৪২॥

অনুবাদ :- অলকাবলি ( বাঁপটা চুল ) বাঁহার কলঙ্ক আকারে প্রতীয়-  
মান, সেই ললাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রদর্শনে সুদিত, নয়ন-কমলের প্রবোধসময়ের অপেক্ষায়  
অতি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ভ্রমরকুলের সাদৃশ্য যথায় বর্তমান, লক্ষ্মীকৃত-দেব-  
সংহতির অপাঙ্গ-চাপার্ক-সমাকৃতি \*, প্রভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পাদন-কুশল, লক্ষ্মীকান্তের  
সেই ছই ক্রলতা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

রুক্ম-স্ফারেক্ষু-চাপচ্যুতশর-নিকর-ক্ষীণ-লক্ষ্মী-কটাক্ষ-  
প্রোৎফুল্লং-পদ্মমালা-বিলসিত-মহিত-স্ফাটিকেশানলিঙ্গম্ ।  
ভূয়াদ্ ভূয়ো বিভূতৈ মম ভুবনপতেক্রলতাঙ্কনমধ্যা-  
দুখং তং পুণ্ড্রমুজ্জ্বল জনিমরণতমঃখণ্ডনং মণ্ডনঞ্চ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ :- কামদেবের ইন্দুগু-চাপ-নিঃসৃত রুক্ম-শরনিকরসম্পাতে  
ক্ষীণ ( হইলেও ) লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মমালার অর্পণে পূজিত,  
স্ফাটিক শিবলিঙ্গাকৃতি যে উর্দ্ধপুণ্ড্র ভুবনপতি নারায়ণের ভ্রূগলমধ্য হইতে উথিত  
হইয়াছে, তিনি আমার বহুতর বিভূতির নিমিত্ত অলঙ্কারস্বরূপ হউন, এবং আমার  
জন্মমরণ-ধ্বাস্ত বিনাশ করুন ।

[ এই উর্দ্ধপুণ্ড্র ষ্ঠেতবর্ণ, মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর রক্তবর্ণরেখাচিহ্ন আছে । মধ্যে  
স্বল, উর্দ্ধে তদপেক্ষা ক্ষীণ । বিষ্ণুভক্ত কবি নিজেও এইরূপ তিলকধারণের প্রার্থনা  
করিতেছেন । বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, সেই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ও পরবর্তী শ্লোকের  
প্রথম চরণ দর্শনে বিবেচনা হয়,—এই পাদাদি কেশাস্ত স্তোত্র, মহারাষ্ট্র দেশের  
সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুরঙ্গ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনে রচিত ; কারণ, সেই মূর্ত্তির মস্তকে একটি  
সুদ্র শিবলিঙ্গ আছেন । উর্দ্ধপুণ্ড্রের উর্দ্ধে অস্ত্রমস্থানে সেই শিবলিঙ্গ বলিয়া

\* অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত ও অনঙ্গ । দেবসংহতি—দেবগণ, নারায়ণের অপাঙ্গ লক্ষা, তাঁহার  
রূপাকটাক্ষের দেবতার অধিকারী, সুতরাং নারায়ণের জ্ঞ সেই অপাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং  
ক্রলতার আকৃতি ধনুকের অর্দ্ধাংশের স্তায় ;—ইহা এক অর্থ । অপর অর্থ, সমস্ত দেবগণই  
বাঁহার বাণের লক্ষা, সেই অনঙ্গদেবের মোহন ধনুর অর্দ্ধভাগের স্তায় ক্রলতার আকৃতি ।

উর্দ্ধপুণ্ড্র সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমার্দ্ধের ভাবার্থ নিম্নলিখিতরূপ হইবে।—মদনশরাঘাতে ক্ষীণ শিবলিঙ্গ বিষ্ণুমন্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উর্দ্ধপুণ্ড্রবিশ্বাসসময়ে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি পদ্মমালা আকারে তাহাতে নিপতিত এবং তাহাতেই তিনি অর্চিত হইয়াছেন। মদনশরাঘাতে ক্ষীণতাই শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্রতার কারণ, এবং ঐ উর্দ্ধপুণ্ড্র হইতেই বিশ্বাসকারিণী লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভে তিনি সুস্থ হইয়াছেন। ইহাই কবির উৎপ্রেক্ষা] ৪৩ ॥

পীঠীভূতালকাস্তে \* কৃতমুকুট-মহাদেবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠে  
লালাটে নাট্যরঙ্গে বিকটতরতটে কৈটভারেশ্চিরায।  
প্রোদঘাট্যৈবাত্ততন্ত্রী-প্র কটপটকুটীং প্রস্ফুরন্তী স্ফুটাপঃ  
পটীযুং ভাবনাখ্যাং চটুলমতিনটী নাটিকাং নাটয়েন্নঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদঃ—যথাঃ অলকাগ্রভাগ পীঠস্বরূপ, ও মুকুটরূপী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, কৈটভসুন্দনের সেই অতিসুন্দর ললাটতলস্বরূপ নাট্যরঙ্গক্ষেত্রে আশ্রয়-বিষয়ে অজ্ঞানরূপ পটগৃহ উদঘাটন করিয়া সুব্যক্তস্বরূপে আবির্ভূতা নিপুণা এই চঞ্চল বুদ্ধিরূপা নটী, ভাবনানায়ী ( ধ্যানরূপা ) নাটিকা আমাদের সমীপে অভিনয় করুন।

[ বিশেষ বক্তব্য, পূর্ব-প্রোকেণ্ড্রায় এ স্থানেও পাণ্ডুরঙ্গ-মূর্তির চিত্র পরিষ্কৃত, মুকুটস্থানে শিবলিঙ্গ, কাজেই অলকাস্ত তাঁহার পীঠ, সপীঠ শিবলিঙ্গ ললাটেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় চরণে “নাট্যরঙ্গ” শব্দ “পাণ্ডুরঙ্গ” নামের আরক। ] ॥ ৪৪ ॥

মাল'লীবা'লিধাম্নঃ কুবলয় কলিতা ত্রীপতেঃ কুন্তলালী  
কালিন্দ্যারুহ মুর্দ্ধে। গলতি হরশিরঃ-স্বধূ'নৌস্পর্ধয়া নু।  
রাহুর্বা যাতি বক্তং সকলশশিকলা-ভ্রান্তিলোলাস্তরাভা  
লোকৈরালোক্যতে যা প্রদিশতু সততং সাখিলং মঙ্গলং নঃ॥৪৫॥

অনুবাদঃ—ইহা কি ভ্রমরকুলের আভা—বহুমালাকারে সজ্জিত, ( ইহা কি ভ্রমরবাসস্থানের শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন সজ্জা-বিশ্বাস ) কিংবা যমুনা, শিব-মন্তক ও গঙ্গার প্রতি স্পর্ধা করিয়া ( নারায়ণের ) মন্তকে আরোহণ করিয়া তথা হইতে ক্ষণিত হইতেছেন, অথবা পূর্ণ শশধর ও শশিখণ্ড ভ্রমে ( ললাট দর্শনে

শশিখণ্ড ভ্রম) নৃক হইয়া রাহ মুখমণ্ডলের প্রতি ধাবিত হইতেছে—লোকে এই-  
রূপ (বিতৰ্ক সহ) ত্রীপতির যে কুবলয়শোভিত কেশপাশকে অবলোকন করে,  
তিনি আমাদিগকে সদা অখিল কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ৪৫ ॥

সুপ্তাকারাঃ প্রসুপ্তে ভগবতি বিবুধৈরপ্যদৃষ্টস্বরূপা

ব্যাণ্ডব্যোমান্তরালান্তরল-মণিরুচা রঞ্জিতাঃ স্পষ্টভাসঃ ।

দেহছায়াদগমাতা রিপু-বপুৰগুরু-প্লোষ-রোষাশ্বি-ধূমাঃ \*

কেশাঃ কেশিহ্মিষো নো বিদধতু বিপুলক্ৰেশপাশপ্রণাশম্ ॥৪৬॥

অনুবাদ :- যখন ভগবান্ প্রসুপ্ত থাকেন, তখন (প্রলয়াবস্থায়) দেবগণও  
বাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না, বাঁহারা আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া  
অবস্থিত ; হারমধ্যমণি-প্রভায় রঞ্জিত স্পষ্টপ্রকাশ ও সুররিপুশরীররূপী অগুরুবন-  
দাহক রোষানলের ধূমস্বরূপ ; কেশিহস্তা নারায়ণের উল্লেখিত কলেবর-কাস্তি  
সদৃশ ( জলদকৃষ্ণ ) সেই কেশসমূহ আমাদিগের বিপুল ক্ৰেশবন্ধন বিনষ্ট করুন ॥৪৬॥

যত্র প্রভৃপু-রত্ন-প্রবর-পরিলসদ-ভূরি-রোচিস্প্রতান-

ক্ষুৰ্ত্যাং মূৰ্ত্তিমু'রারেতু'মণি-শত-চিতব্যোমবদ' দুর্নিরীক্যা ।

কুৰ্ব্বৎ পারে পয়োধি-জলদকৃষ্ণ-শিখা-ভাস্বদৌৰ্বাশ্বিশঙ্কাং

শশ্বন্নঃ শশ্ম দিশ্যাৎ কলিকলুষতমঃপাটনং তৎ কিরীটম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ :- যদীয় উৎকৃষ্ট রত্ন-রাজি-নিঃসৃত প্রভামণ্ডলক্ষুরণে, সুরারিয়  
মূৰ্ত্তি শত-সুৰ্ঘ্য-সমুদ্ভাসিত গগনতলের ত্রায় হৃদর্শ হইয়া থাকেন, সমুজ্জপারে  
প্রজলিত বিপুল শিখাভাস্বর বাড়বানল-শঙ্কা-সম্পাদনকারী কলিকলুষাকার-  
বিশ্বংসী সেই ( সুর্য্য- ) কিরীট, আমাদিগকে সৰ্ব্বদা সুখ প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

ভ্রাস্ত্রা ভ্রাস্ত্রা যদন্তস্ত্রিভুবনগুরুরপ্যদ্বকোটিরনেকাঃ

গন্তং নাস্তং সমর্থো ভ্রমর ইব পুনর্নাভিনালীকনালাৎ ।

উন্মজ্জমূর্জিতত্রীস্ত্রিভুবনমবরং † নির্ম্মমে তৎ সদৃক্ষং

দেহান্তোধিঃ স দেয়াম্মিরবধিরমৃতং দৈত্যবিষেধিণো নঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ :- ত্রিভুবনগুরু উজ্জিতত্রী ব্রহ্মাও বাঁহার অভ্যন্তরে বহু

\* 'ধূমাঃ' এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† 'মপরং' বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ ।



কোটি বৎসর ভ্রমণ করিয়াও অস্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন নাভিকমলনাল হইতে ভ্রমরবৎ উন্মথ হইয়া তাহার অঙ্গকরণে ক্ষুদ্র ত্রিভুবন নির্মাণ করেন, দৈত্যারি নারায়ণের সেই অবধিহীন দেহ-সমুদ্র আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন ॥ ৪৮ ॥

মৎস্যঃ কৃশ্মো বরাহো নরহরিণপতির্বামনো জামদগ্ন্যঃ

কাকুৎস্থঃ কংসঘাতী মনসিজবিজয়ী যশ্চ কন্ধির্ভবিষ্মদ্র ।

বিষ্ণোরংশাবতারো ভুবনহিতকরো ধর্মসংস্থাপনার্থাঃ

পায়াশ্রমাং ত এতে গুরুতর-করণাভারথিমাশয়া যে ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ ।**—মৎস্য, কৃশ্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য-রাম, কাকুৎস্থ রাম, কংসঘাতী, মারজিৎ ( বুদ্ধ ) আর যিনি ভবিষ্যৎ অবতার কন্ধি,—ইহার বিষ্ণুর ভুবনহিতকর, ধর্মসংস্থাপনার্থ অংশাবতার \* গুরুতর করুণাভারথি-চেতা এই সেই ইহার আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

যশ্মাদ বাচো নিবৃত্তাঃ সমমপি মনসা লক্ষণামীক্ষমাণাঃ

স্বার্থালাভাৎ পরার্থব্যপগম-কথন-শ্লাঘিনো বেদ-বাদাঃ ।

নিত্যানন্দং স্বসংবিম্বিরবধি বিমলস্বাস্ত-সংক্রান্ত-বিশ্ব-

ছায়াপত্যাপি নিত্যং স্মরয়তি যমিনো যত্তদব্যান্ মহো নঃ ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ ।**—লক্ষণা পর্যালোচনা করত ষাঁহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনও ( নিবৃত্ত হইয়াছে ), বেদবাক্য স্বার্থকে লাভ না করাতে পরার্থ-নিবৃত্তিকথন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন ; যিনি নিরবধি নিত্যানন্দ ও স্বপ্রকাশ,—নির্মল চিত্তে প্রতিকলিত বিশ্বস্বরূপ স্বকীয় ছায়াপাতে যিনি যম-পরায়ণদিগকে স্মৃতি করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

[ হ্রস্ব অংশের ভাবার্থ,—“ষাঁহার আকার আছে বা গুণ বা কর্ম আছে, কথা দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝান যাইতে পারে,—ঘট পট পশু পক্ষী মানব—এ সকলেরই বিশেষ বিশেষ আকারাদি থাকায় সেই সব অঙ্গসন্ধান করিয়া কথায় তাহার লক্ষণ হয়,—লক্ষণ করিবার পূর্বে মনের দ্বারাও তাহাকে বুঝা যায়, আকাশের আকার না থাকিলেও শব্দগুণ ও অনাবরণতা এই সব লক্ষণ দ্বারা আকাশ বাক্য ও মনের আয়ত্তে থাকে,—কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশের ভাষা নাই, মনও তথায় পৌছিতে পারে না, তাই বেদ বলিয়াছেন, শরীর ব্রহ্ম নহে,

\* দশাবতারস্তোত্রে এতৎসম্বন্ধে কিছু কথিত হইয়াছে ।

ইন্দ্ৰিয় ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ম নহে, বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে—সমস্ত জড় পদার্থ হইতে তিনি ভিন্ন, ইহাকেই “তন্ন” ‘তন্ন’ কৈরা বলে,—যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য, ব্রহ্ম যে তাহা নহেন, এইটুকু বলিবার অধিকারেই বেদ শ্লাঘায্যিত, এমন কোন পদ কি বাক্য নাই—যাহার সাক্ষাৎ অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে। এইরূপ তিনি মনেরও গম্য নহেন” এই ভাবটাই শ্লোকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হইয়াছে ] ॥ ৫০ ॥

আপাদাদা চ শীর্ষাদ্ বপুর্নিদমনঘং বৈষ্ণবং যঃ স্মৃতিভে  
ধত্তে নিত্যং নিরস্তাখিলকলিকলুষে সন্ততান্তঃপ্রমোদম্ ।  
জুহ্বজ্জিহ্বাকৃশানৌ হরিচরিত-হবিঃ-স্তোত্র-মন্ত্রানুপাঠৈ-  
স্তংপাদান্তোব্রূহাভ্যাং সততমপি নমস্কুর্মহে নিশ্মলাভ্যাম্ ॥৫১॥

অনুবাদ ।—যিনি এই স্তোত্রমন্ত্র পাঠ করতঃ জিহ্বারূপ অনলে হরি-  
চরিতানুবাদস্বরূপ হব্য অর্পণ পূর্বক পাদ হইতে মন্তক পর্য্যন্ত ত্রিবিধুর এই সততা-  
নন্দপ্রবাহজনক নিশ্মলমুষ্টি, নিহত-নিখিল-কলি-কলুষ-শুদ্ধ নিজ চিত্তে ধারণ  
করেন, আমরা তদীয় নিশ্মল চরণকমলযুগলে সदा প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥

মোদাৎ পাদাদি কেশস্ততিমিতি রচিতাং কীর্তয়িত্বা ত্রিধামঃ  
পাদাজ্জ-দ্বন্দ্বসেবা-সময়নতমতির্মন্তুকে না নমেদ্যঃ ।  
উন্মুচ্যেবাত্মনৈনো-প্রাণৈঃকং পঞ্চতামেত্য ভানো-  
বিস্বাস্তর্গোচরং স প্রবিশতি পরমানন্দমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য  
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্রঃ  
সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—ত্রিধামা বিষ্ণুর পাদাদি কেশ পর্য্যন্ত বিষয় বিরচিত এই  
শ্রীচরণকমলযুগলসেবাসময়ে ভক্তিনন্দবুদ্ধি সহকারে কীর্তন করিয়া যে ব্যক্তি  
ভূমিতে মন্তক রাখিয়া প্রণাম করিবেন, তিনি স্বয়ং পাগবান্দিগের বর্ষ উন্মোচন  
পূর্বক মৃত্যুর পরে স্বর্গমণ্ডলান্তর্বর্তী আত্মস্বরূপ পরমানন্দে প্রবিষ্ট হবেন ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দশাবতার-স্তোত্র ।

চলল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীন- \* স্ফুরন্নক্রচক্রাতিবক্ত্রান্বলীনঃ ।

হতো যেন মীনাবতারেন শঙ্খঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাস্তুদেবঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ :**—যিনি মৎস্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তমুগতরঙ্গমালাসঙ্কুল মকরকুন্তীরাতি-জলচরসমূহের মুখবাদানযুক্ত সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশপূর্বক শঙ্খ-স্বরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই বহুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

ধরা নির্জরারাতি-ভারাদপারা-

দকৃপারনীরাভুরাধঃপতন্তী ।

ধৃতা কুর্শ্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্ঠাৎ,

স দেবো যুদে বোহিস্ত শেযাঙ্গশায়ী † ॥ ২ ॥

**অনুবাদ :**—বহুমতী অম্বরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া সাগরজল-প্লাবনে অধোগামিনী হইলে, যিনি কুর্শ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বহুমতীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বহুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন ॥ ২ ॥

উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা,

স্থিতা তস্মুঘঃ কেতকাগ্রে ষড়্জ্যেঃ ।

তনোতি ত্রিযং স ত্রিযং নস্তনোতু,

প্রভুঃ ত্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :**—( বীহার ) উচ্চ দশনাগ্রে অবস্থিতা সপর্কতা পৃথিবী, কেতকীকুশ্মাগ্রে অবস্থিত ষট্পদের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কেতক-কুশ্মস্ব ষট্পদের ভ্রায় শোভা পাইয়াছিলেন, সেই ত্রীবরাহাবতার প্রভু মুরারি আমাদের ত্রী সম্পাদন করুন ॥ ৩ ॥

\* 'কল্লোলিনীন' ইতি পাঠান্তর

† শেযাঙ্গশায়ী—পাঠান্তর ।

উরোদারআরন্তসংরস্তিণো যো \*

রমাসম্ভ্রমাভঙ্গুরাঐর্নখাঐঃ ।

স্বভক্তাতিভক্ত্যাবিতক্ত্য-† সদারু-

গ্যঘোষণং সদা বঃ স হিংস্লাম্‌ সিংহঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আদিবৈরী ( হিরণ্যকশিপুৰ ) আঘাতে বিভক্ত দারুন্তভে  
স্বভক্ত প্রহ্লাদের অতিভক্তিবলে প্রকাশিত হইয়া যিনি লক্ষ্মীদেবীর ভীতিপ্রদ  
মভঙ্গুরাগ্র প্রথর নখাঘাতে ( সেই আদিবৈরীর ) বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া-  
ছিলেন, সেই নৃসিংহ তোমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন ॥ ৪ ॥

ছলাদাকল্য ত্রিলোকীং বলীনাং ‡

বলিং যো ববন্ধ ত্রিলোকী-বলীনাম্‌ § ।

তনুত্বং দধানাং তনুং সন্দধানো,

বিমোহং মনো বামনো বঃ স মুজ্যাত্‌ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ত্রিলোকবিলয়স্থান ( ত্রিলোক্য ) বলীনম্‌ অবলম্ব্য যত্র  
তাম্‌ ) নিজ দেহ ধ্বংসরূপে পরিণত করিয়া ( ত্রিপাদভূমি ) উপহারচ্ছলে ত্রৈলোক্য  
গ্রহণ করত বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামন তোমাদিগের মনকে  
মোহযুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াস্ক-প্রপান-প্রমত্ত-প্রনৃত্যৎ-পিশাচ-প্রগীত-প্রতাপঃ ।

ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ॥৬॥

**অনুবাদ** ।—যিনি সমগ্র পৃথিবীকে ব্রহ্মত্বা করিয়াছিলেন, নিহত ক্ষত্রিয়-  
গণের রুধিরপানমত্ত নৃত্যপরায়াণ পিশাচগণ ধাহার প্রতাপ কীর্ত্তন করিয়াছিল,  
সেই পরশুরাম তোমাদিগের চিত্তে বিহার করুন ॥ ৬ ॥

নতগ্রীব-সুগ্রীব-সাম্রাজ্য-হেতুর্দশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ ।

ধনুর্ঘেন ভগ্নং মহৎ কামহস্তঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হস্ত ॥৭॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন,

\* 'সংরস্তিপোৎসৌ'—পাঠান্তর ।

† ভিষাজেন পাঠে কলোভজ ।

‡ 'বলীনাং' ইতি পাঠান্তর ।

§ ত্রিলোকী বলীঃ ইতি পাঠান্তর ।

যিনি রাবণকুল-সংহারে ধূমকেতুস্বরূপ ও মদনমথনের মহাধর্ম্মভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানকীপতি শ্রীরাম আমার পাপরাশি বিনষ্ট করুন ॥ ৭ ॥

ঘনাদ্ গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গো-বর্দ্ধনেন ।  
হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি গোপালরূপে স্বীয় প্রতাপে গোবর্দ্ধন-শ্রি দ্বারা মেঘজালবর্ষণে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, চক্রধর পৌণ্ড্রকবান্ধবকে যিনি সমরে নিহত করিয়াছিলেন, সর্পাকৃতি অঘাসুরকে যিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পদাবাতে যিনি শকট ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই চক্রী আমাদের রক্ষা করুন । ( এখানে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে কীর্ত্তিত ) অথবা যিনি গোপনন্দন বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রধান তেজঃস্থান অর্থাৎ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় গিরি গোবর্দ্ধন দ্বারা মেঘজাল হইতে গোধন রক্ষা প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন, সেই চক্রী ( বলরামরূপী ) নারায়ণ আমাদের রক্ষা করুন । ( এইপ্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয় ) ॥ ৮ ॥

ধরা-বন্ধপদ্মাসন-স্বাজি যুষ্টির্নিয়ম্যানিলং যন্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ ।  
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী, স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোহস্ত নশ্চিতবর্তী ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ভূতলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণসংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করতঃ উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলি-যুগে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববোধপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব, আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন ॥ ৯ ॥

ছুরাচার-সংসারসংহারকারী, ভবত্যাগচারঃ কৃপাণপ্রহারী ।  
মুরারির্দশাকারধারী হৃকঙ্কী, করোতু দ্বিবাং ধ্বংসনং বঃ স কঙ্কী ॥ ১০ ॥

ইতি দশাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যিনি অশোণরি সমাক্রুত হইয়া স্বীয় করে খড়্গা ধারণ পূর্বক হৃক্-ভগণপূর্ণ সংসার সংহার করিয়া থাকেন, দশরূপধারী মুরারি সেই বিপুল-চরিত্র কঙ্কিরূপে তোমাদিগের ষড়্‌রিপু ক্ষয় করুন ॥ ১০ ॥

দশাবতার-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## আৰ্ত্তত্ৰাণ-নারায়ণাষ্টাদশক ।

প্রহ্লাদ ! প্রভুরন্তি চেৎ তব হরিঃ সৰ্ব্বত্র,—মে দৰ্শয়,

স্তম্ভে চৈনমিতি ব্ৰুবন্তমস্মরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ ।

বক্ষস্তস্ম্য বিদারয়ম্বিজনৈর্কৰ্ণাৎসল্যমাবেদয়-

মার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—“হে প্রহ্লাদ ! তুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সৰ্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে আমার দেখাও।” হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি স্তম্ভমধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং আশু স্বীয় তীক্ষ্ণ নখাগ্র দ্বারা দৈত্যপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং (নিজভক্তের প্রতি) বাৎসল্যভাবে প্রদৰ্শন-করত আৰ্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১ ॥

শ্রীরামাব বিভীষণোহয়মধুনা হ্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ,

সুগ্রীবানয় পালয়েয়মধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্ ।

এবং যোহভয়মস্ম্য সৰ্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-

বার্ত্তত্ৰাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—(একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিলেন, “শ্রীরাম ! বিভীষণ নিতান্ত আৰ্ত্ত ও ভীত হইয়া আপনার শরণগ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে। ইহাকে রক্ষা করুন।” (তখন শ্রীরাম কহিলেন) “সুগ্রীব ! তুমি সেই পুণ্ড্রানলনকে মৎসরীপে আনয়ন কর, আমি এখনই ইহার রক্ষা ব্যবস্থা করিতেছি।” এই প্রকারে রামচন্দ্র বিভীষণকে অভয়দানপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য প্রদান যে করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

নক্রগ্রন্থপদং সমুদ্রতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং,

পাহীতি প্রচুরার্তরাব-করিণং দেবেশ শক্তিীশ চ ।

মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-

দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- গজকুন্তীরের সংগ্রামকালে যখন কুন্তীর গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনলোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, “হে ব্রহ্মেশ ! হে দেবেশ ! হে শক্তিীশ ! হে দেব, হে ঈশ্বর ! আমাকে পরিত্রাণ কর ।” ( গজরাজের এই আন্তনাদ শ্রবণ পূর্বক নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ) “করিবর ! শোক করিও না ।” এই বলিয়া চক্রান্তপ্রভাবে কুন্তীরের মুখ হইতে গজরাজকে তৎক্ষণাৎ যিনি রক্ষা করেন, আন্তবাক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে,

কাসি কাসি স্ত্রযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্ ।

ইত্যুক্তোহক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোহরক্ষদাপদগতা-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- ( যখন দুর্যোধনের আজ্ঞাক্রমে দ্রুপদাশ্রম, সভামধ্যে কৃষ্ণার বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন ঋপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া, ) “হা কৃষ্ণ, হা অচ্যুত, হা কৃষ্ণাজলনিধে, হা পাণ্ডবগতে ! তুমি কোথায় আছ, কোথায় আছ ? দুর্যোধন আমাকে অবমানিতা করিতেছে, এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর” বলিলে দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে যিনি অক্ষয় বসন দ্বারা কৃষ্ণার তনুঘটি রক্ষিত করিয়া বিপন্ন ঋপদন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আন্ত-ত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎপাদাজনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌষবিধংসনং,

যন্মাম্মৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সস্তাপসংহারকম্ ।

পাষাণশ্চ যদজ্জিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা-

নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- ধাহার চরণ-কমল-নখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর

করে, বাহার নামস্থাপন করিলে নিখিল সন্তাপ বিদূরিত হয়, বাহার পাদস্পর্শে পাষণ্ড ( অহং ) মুনিবধূরূপ মানবীতম লাভ করিয়াছিল, আর্তিজনের রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রতোহপরিমিতং সংসারবারাং নিধিঃ,  
ত্যান্ধা গচ্ছতি দুর্জ্ঞানোহপি পরমং বিমোহঃ পদং শাস্বতম্ ।  
তশ্চৈবাত্মত্বেতৎকারণস্য জগতাং নাথস্য দাসোহস্ম্যহ-  
মার্তিভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—বাহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জ্ঞান লোক ও আশু অপার সংসারসাগর পার হইয়া নিত্যাধম বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, ( যিনি অদ্বুত কার্যসাধন করিতেছেন ), আমি সেই অদ্বুতকারণ জগৎপতি জনার্দিনের দাস । আর্তিজনের রক্ষাকার্যে তৎপর সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয় ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরমুক্তমাক্ষগমিতং ভক্তোক্তমং স্বং ধ্রুবং,  
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুৰক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং শতম্ ।  
যোহদ্যং তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং,  
হ্যার্তিভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—একদা ধ্রুব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাসনার জনক-সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং ধ্রুবের ধিমাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন । বালক ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোর তপস্তা দ্বারা জনার্দিনের আরাধনা করেন । জনার্দিন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্রুবকে স্নমেকশিখরে সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষয়স্থান প্রদান করেন । আর্তিজনের রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥

নাধীত-শ্রুতয়ো ন তদ্ব্রতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা,  
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ ।  
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদগতি-  
হ্যার্তিভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—বেদাধ্যয়ন-বর্জিত ব্রজগোপিকারা ত্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুল-ধর্ম বিসর্জন পূর্বক যে জারভাবে সেবা করিয়াছিল, তাহাতেই



তাহারা অধ্যাত্মভাব লাভ করে। অতএব জারভাবেও যাহার প্রতি ভক্তি মুক্তি-  
দায়িনী এবং যিনি সজ্জনগণের একমাত্র গতি, আর্ন্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত  
সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥

ক্ষুত্বৃষার্ভসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্কাসং ক্ষোভিতং,

দ্রোপদা ভয়ভক্তিয়ুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্ ।

ভুক্ত্বাতর্পয়দাত্তব্রতমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-

নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- ভয় ও ভক্তিয়ুক্ত হৃদয়ে দ্রোপদীর স্বহস্তার্পিত শাক-  
কণিকামাত্র ভক্ষণ করিয়া যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার্ভ বহু সহস্র শিষ্যসহ উপস্থিত কোপন-  
স্বভাব মহর্ষি দুর্কাসকে ভোজন-তৃপ্তি প্রদান করত স্বীয় সর্কাস্বভাব জ্ঞাপন করিয়া-  
ছিলেন, আর্ন্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আধ্যাত্মিক  
এই ;—যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতে-  
ছিলেন, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দশসহস্র শিষ্য সমতিব্যাহারে দুর্কাসা ঋষি হর্ষোৎপনের  
প্রার্থনায় একদা পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথা প্রার্থনা করত উপস্থিত হন। তখন  
দ্রোপদীরও ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, ঐ দিবসে অতিথিসংকার করিতে  
পায়েন, এমন কোন বস্তুর সংগ্রহ নাই ; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ  
কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলে, দ্রোপদী আসন্ন-বিপদক্লেশের অগ্রে উপায় নাই ভাবিয়া  
সেই সর্ববিপদবারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপন্নিস্তারকারণ জনার্দন  
ক্লপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘পাঞ্চালি ! তোমার গৃহে আহারীয়  
বস্তু যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর।’ তখন গৃহে আহারীয় কিছুই  
ছিল না, সূর্য্যদত্ত স্থালী ধোত হইয়াছিল ; দ্রোপদী সেই স্থালীমধ্যে কণিকামাত্র শাক  
পাইয়া তাহা ত্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দন সেই শাককণা শুদ্ধ  
করিবামাত্র সশিষ্য দুর্কাসার পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের  
আয়োজন নষ্ট হইল, পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইবে এই ভয়েই প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥

যেনারন্ধি রঘুভ্রমেন জলধেন্তীরে দশাস্ত্রানুজ-

স্বায়াতঃ শরণং রঘুভ্রম বিভো ! রক্ষাতুরং মামিতি ।

পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোহথ সদসি ভাত্রা চ লক্ষাপুরে,

হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে লক্ষা-নগরীস্থ সভা

হইতে বিদূরিত করিলে, বিভীষণ সাগরতীরে রঘুনাথের শরণগ্রহণ করিয়া বলিলেন, '(আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন), আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' রামরূপধারী যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্ন্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বহুমতী সংবর্ত্তকালে মহা-

লীলাক্রোড়বপুধ'রেন হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্ ।

যঃ পাপিঙ্গমসম্প্রবর্ত্তমচিরাকৃত্বা চ যোহগাং প্রিয়া-

মার্ত্তজ্ঞাপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- যখন বহুমতী প্রলয়পয়োষি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিলেন, তখন জনার্দন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিতেছিলেন এবং অচিরে আক্রমণকারী পাপিগণকে সংহার করিয়া প্রিয়া বহুমতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর্ন্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ ॥

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বলে,

রাধায়া অকরোদ্রতে \* রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ ।

যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-

নার্ত্তজ্ঞাপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- যিনি ত্রিলোকীতলে অধিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর, যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, যিনি মানবগণের ভরণকর্ত্তা ও বলরামের অম্বরক্ত, যিনি রাধিকার রত্তি-বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাপন্ন পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, আর্ন্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনি-দেশিকায় তনয়ং লোঁকাস্তুরাং সম্মতং,

চানীয় প্রতিপাণ্ড পুত্রমরগাভুজ্জন্তুমাণার্ত্তয়ে ।

সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা গুর্ব্বর্থসম্পাদনা-

দার্ত্তজ্ঞাপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি ( গুরু সান্দীপনির ) পরলোকগত পুত্রকে ( পরলোক হইতে ) আনয়ন করিয়া, পুত্রমরণ-শোকাচ্ছন্ন গুরু সান্দীপনির হস্তে-প্রদান করত

সন্তোষসাধন করেন, গুরুর কার্য্যসম্পাদন দ্বারা, অমিতমহিমসম্পন্ন আর্ন্ত্রাণ-পরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আধ্যাত্মিক এই ;—শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠশেষ হইলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণারূপে আপন মৃতপুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় গুরু মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করেন ॥ ১৩ ॥

যন্মানস্মরণাদঘৌঘরহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ,  
প্রাগান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘদাবার্ভিব্যক্ ।  
সদ্যো ভাগবতোক্তমাত্মনি মতিং প্রাপান্মরীষাভিধ-  
শ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** :—পুরাকালে দাবানলসদৃশ পাপরাশিজনিত-গীড়া-ভোগ-যোগ্য বিপ্র অজামিল অন্তিমকালে বাঁহার নাম স্মরণে সমস্ত পাপবর্জিত হইয়া পরিণামে শান্ত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অশ্রীষ, প্রধান ভগবদুভয়রূপ আত্মাকে সন্তঃ জানিতে পারিয়াছিলেন, আর্ন্ত্রব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

যোহরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচেলাভিধং,  
দৈত্যাদীনজনৈক-পালন-পরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ ।  
তজ্জীর্ণান্মরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা কৃণা-  
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ** :—দীনজনের একমাত্র পালক শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বল যে দেব, সদা বসনাদিশূন্য কুচেলনামক এক ব্রাহ্মণকে তাহার জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি-চিপি-টক গ্রহণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়া তৎকৃণাৎ দারিত্র্য হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, আর্ন্ত্রব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যংকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্তানিশং শিক্তে,  
যস্মিন্ সৎ পততি প্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ ।  
যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসকৃষ্টানুমা-  
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** :—বাঁহার নির্মল মঙ্গলময় গুণে রমণীয় শিলা, মননশীল

সাধক সতত করিয়া থাকেন, এই বিশ্ব বাহাতে আবির্ভূত, প্রতিষ্ঠিত এবং লীন হয়, আগম ইহা বলেন, যিনি যোগিবৃন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ স্বরূপ, আর্তিজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে,  
চন্দ্রাস্তোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে ।

শ্রীরঙ্গে ভূজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-

নার্ত্তদ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**।—যে পরমপুরুষ অতিমনোহর সর্বকল্যাণকর পবিত্র যমুনা-পুলিনপ্রদেশে কর্পূর শুভ্র-প্রলয়-সাগর জলজাত বটপত্রে, বিধাতৃ-সমারাধিত পবিত্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এবং অনন্তশয্যায় সদা শয়ান, আর্তিজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ভার্ভিনির্ব্বাপণা-

দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ ।

সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ,

প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ট পাঞ্চাল্যহল্যাক্রবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্তিদ্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ**।—বাৎসল্য, অভয়-দান, দুঃখ-নিবারণ, ঔদার্য্য, পাপক্ষয়ন, এবং অসীম-মঙ্গলপদ-প্রদানের জন্ত শ্রীপতিই সর্ব্বজগতের সেব্য । প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রোপদী, অহল্যা এবং ক্রব ( যথাক্রমে বাৎসল্যাদির ) সাক্ষী । ( নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছে ; আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়াছিলেন ; গজরাজ বখন কুন্তীরের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্তিদ্রাণপরায়ণ নারায়ণ সেই সময়ে সেই গজরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ক্রপদনন্দিনীর প্রতি অসীম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । গোতমপত্নী অহল্যা পতিশাপে পাবাগী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাঁহার অশ্লিষ পাপ বিনাশ করেন ও ক্রবের প্রতি কৰুণা করিয়া তাঁহাকে অত্যাচপদ প্রদান করিয়াছিলেন ) ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্তিদ্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# নারায়ণ-গীতি-স্তোত্রম্ ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোবিন্দ, হরে, জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোপাল, হরে, জয় ॥ ৩৬ ॥

করুণাপারাবারা বরুণালয়গন্তীরাঃ \* ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে করুণাসাগর ! হে সাগর সদৃশ অতলম্পর্শ ! হে নারায়ণ নারায়ণ গোবিন্দ হরে জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ গোপাল, হরে, জয় ॥ ১ ॥

ঘননীরদসঙ্কশাঃ কৃতকলিকল্মষনাশাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিবিড়-জলদগ্ধামল, হে কলিকল্মষ-হারিন্ ! হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২ ॥

\* বিশেষ বক্তব্য—“করুণাপারাবারা” ইত্যাদি স্থলে যে আকার আছে, তাহা প্রুত উচ্চারণের স্তোত্রিক । নাত্রা। উচ্চারণকালবিশেষ ; যিমাত্র “অ” কারের নাম “আ” কার ; প্রুত ত্রিমাত্র, অর্থাৎ দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর, ; কিন্তু তাহার জন্ত পৃথক্ রূপ নির্দেশ না থাকায় দীর্ঘতর দ্বারা ই তাহার সূচনা এ স্থলে করা হইয়াছে । অন্ত্যতর দূর হইতে আস্থান-স্থলে প্রুত হইয়া থাকে । সংস্কৃত ভাষায় মূলপদ “করুণাপারাবারা” ইত্যাদি বিসর্গহীন পাঠ হইলে, এই প্রকার উপপত্তি । কিন্তু যিনি অন্তরতম, তাঁহাকে প্রুততরমুক্ত সন্ধান ভেদন সঙ্গত হয় না । অতএব ব্রহ্মান্ত সন্ধানই সঙ্গত, স্মরণার্থক “আঃ” এই অব্যয় শব্দ ঐ সকল সন্ধান পদের অন্তে যোগ করিলে সবিদর্গ পাঠ হয় ; যে স্থলে প্রথম পদে বিসর্গ লোপের সম্ভব হইয়াছে, সেখানে বিসর্গ নাই, বধা,—“করুণাপারাবারা ।” ভক্ত কবি প্রত্যেক সন্ধান পদ উচ্চারণসময়ে তাহার অর্থ ও দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতেছেন, ইহাই “আঃ” এই অব্যয় শব্দ দ্বারা বুঝা যায় । বাক্যলাগে উচ্চারণে সবিদর্গ পাঠে ত্রিভাঙ্গের দৃষ্টেও দোষ হয় না, এই কারণে আমরা স্থলে সবিদর্গ পাঠই প্রদান করিলাম । নির্বিসর্গ পাঠ বোধে ব্রুজিত স্তোত্রপুস্তকে আছে ।

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—হে পদ্মপলাশলোচন, হে জগৎসৃষ্টিরচনার মূল সূত্র, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

যমুনাতীরবিহার্য্য ধৃতকৌস্তভমণিহার্য্যঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে যমুনাতীরবিহারিণ, হে কৌস্তভমণিহারভূষিত, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

পীতাম্বরপরিধানাঃ সুরকল্যাণনিধানাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—হে পীতাম্বরপরিধান, হে দেবগণের মঙ্গলনিধান, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মাধ্যামানুষবেশাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মনোহর গুঞ্জাফলভূষণভূষিত, হে নিজমায়ার মাতৃ-রূপধারিণ, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

মুরলীগানবিনোদা বেদশ্রুত- \* ভূ-পাদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মুরলীগানবিনোদ, হে বেদশ্রুত-ভূমি-পাদ (অর্থাৎ তোমার চরণ হইতে যে ভূমণ্ডল উৎপন্ন, তাহা বেদে কথিত আছে), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

বর্হিণবর্হাপীড়া নটনাট্যফণিক্রীড়াঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিত চূড়াধারিন, হে কাণিয়-নাগ-শীর্ষে নট  
সদৃশ নৃত্যক্রীড়াপ্রদর্শক, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

অঘবকবৃষ- \* কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে অশাস্ত্র, বকাস্ত্র, অরিষ্ঠাস্ত্র ও কংস রাজার বিনাশক,  
হে কেশব কৃষ্ণ মুরারে, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

রাধাধর-মধু-রসিকা রজনী-কর-কুল-তিলকাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাধার অধর-মধু-রসে রসিক, হে চন্দ্রবংশের তিলক,  
হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গোবর্দ্ধনগিরির আনন্দপ্রদ, হে গোপীজন-মনোহরণ-  
কারিন, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্ষিণিরমণাঃ †

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কমলকুম্ভাভরণমণ্ডিত, হে রাধারমণ রুক্ষিণীরমণ  
হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

\* “অঘবকবৃষ” এই বাক্যভঙ্গ্যুক্ত পাঠ প্রচলিত আছে ।

† “রুক্ষিণিরমণাঃ” নামি ব্রহ্মঃ বৈদেহিবদ্ধোন্নিতিবৎ । ( সং টীঃ )

হতমুষ্টি কচাগুরা মুনিজনমনোবিহারঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** ।—হে চাগুর-মুষ্টি-ক-বিনাশিন্, হে মুনিজনমানসবিহারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

অচলোদ্ধৃতচঞ্চকর ভক্তানুগ্রহতৎপর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে গিরি-উত্তোলন-ব্যগ্র-হন্ত, ভক্তানুগ্রহতৎপর, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

মাং মুরলীকর ধী-বর, পালয় পাহি ( \* ) শ্রীধর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ** —হে মুরলীধর, হে বুদ্ধিসীমন্তিনীর নায়ক ( বুদ্ধির পরিচালক ), আমাকে পালন কর, হে শ্রীধর, আমাকে রক্ষা কর । হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে স্নবর্ণবর্ণ-পীতাম্বর, মাধব, আমার ভীতি দূর কর । হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

দশরথরাজকুমার দানবদসংহারঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ** ।—হে দশরথরাজকুমার, হে দানবদর্পহারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

\* “পালয় শ্রীধর” সম্বোধ পাঠান্তর



সরযুতীরবিহার। সজ্জনঋষিমন্দারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সরযুতীরবিহারিন, হে সজ্জন ও ঋষিগণের মন্দারতরু ( অর্থাৎ মন্দারতরুর আশ্রয় আনন্দপ্রদ ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বামিত্রেমথত্র। বিবিধসুরাসুরচিত্রাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিশ্বামিত্রেমথত্রক, হে বহুদেবাসুরের বিশ্বমোৎপাদক ( অর্থাৎ মারীচতাড়ন, তাড়কাবধ ও হরধনুর্ভঞ্জে দেবতা ও অসুরগণও বিশ্বম্রাপন হইয়াছিলেন ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গৌতমপত্নী অহলার সম্মানদাতা, হে করুণাপূর্ণ-নিরীক্ষণ, হে নারায়ণ, নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

ধ্বজবজ্রাকুশপাদ। ধরনিসুতাসহমোদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ধ্বজবজ্রাকুশচিহ্নিত-পাদপদ্ম, হে ধরিত্রীনন্দিনী জনকী সহযোগে আনন্দপ্রাপ্ত, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

দশরথবাগুপ্ততিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দশরথবাক্যরক্ষণে ধুরন্ধর, দণ্ডকারণ্যসঞ্চারিন, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

তালীবনদলনাট্য নটগুণবহুবিধনাট্যাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে তালীবনদলনাট্য ( অর্থাৎ সপ্ততালতরুবিদারণসম্বন্ধ ),  
হে নটের জ্ঞায় বিবিধ নাট্যকারিন্ ( অর্থাৎ অভিনেতা যেমন বিবিধ অভিনয় করে,  
তুমিও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম ইহীয়া মনুষ্যবৎ শোক-দুঃখ-শক্রতা-মিত্রতার অভিনয়  
করিয়ছি ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বালিবিনিগ্রহশৌর্য্য বরসুগ্রীবহিতার্য্যাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে বালিবিজয়বীর, হে সুগ্রীবহিতকর বরপ্রদ, আর্ঘ্য, হে  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে সাগরবন্ধনবিচক্ষণ, হে রাবণ-কণ্ঠচ্ছেত্তা, হে নারায়ণ  
নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

জনকসুতাপ্রতিপাল জয় জয় সংসৃতিলীলাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে জনকসুতার উদ্ধারকর্তা, হে সংসারলীলাময়, হে  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

সম্ভ্রমসীতাহারাঃ সাক্ষেতপুরবিহারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে অধোধ্যাপুরবিহারিন্, সম্ভ্রমে ও লোকাপবাদভয়ে  
সীতাপরিভ্যাগিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

পাতকরজনীচরহর, করুণালয় মামুজর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ** ।—হে পাপনিষাচরবিনাশিন্, হে করুণাময়, আমাকে উদ্ধার কর, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা, রক্ষাশ্রিত \* প্রহ্লাদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ** ।—হে নিগমগানে আনন্দসম্পন্ন ( লবকুশের রামায়ণ-গানে আনন্দিত, অথবা সামগানে আনন্দিত ), হে প্রহ্লাদ-রক্ষক, হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

ভারতযতিবরশঙ্কর নামানৃতমখিলান্তর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—হে নিখিল জগতের অন্তর্যামিন্, ( এই ) নামামৃত ভারতীয় যতিরাজ শঙ্করের ( উচ্চারিত ), অথবা ( এই ) নামামৃত ভারতীয় যতিরাজের মঙ্গল-প্রদ, হে নারায়ণ, নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## কৃষ্ণাষ্টক ।

শ্রিয়ান্নিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্বেদবিষয়ো,

ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরস্বরহস্তাজনয়নঃ ।

গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাদ্য, যে বিষ্ণু সর্বদা লক্ষী কর্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অন্তর্গামী, যিনি অম্বরগণের হস্তা, ঐহার নগন পদ্মদলের দ্বায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যিনি বিমল বনমালা ধারণ করেন, ঐহার উজ্জল দীপ্তি কখনও তিরোহিত হয় না, যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ১ ॥

যতঃ সর্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং,

স্থিতৌ নিঃশেষং যোহবতি নিজসুখাংশেন মধুহা ।

লয়ে সর্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যন্তু স বিভুঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**।—(সৃষ্টিকালে) ঐহা হইতে আকাশ ও বায়ু প্রমুখ সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, স্থিতিকালে যিনি নিজসুখাংশে স্বাণা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈতাকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বাস্ত্রনিহিত আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, যে বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুররৈঃ-

নিরুধ্যৈদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্ ।

যমীড্যং পশুন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**।—শ্রেষ্ঠমতি যুনিগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধনপূর্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করত চিত্ত বিলয় করিয়া যে ত্রিলোকপূজ্য মায়াময় বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহোং বেদ ন ধরা,  
 যমিত্যাধৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্ ।  
 নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিস্ববনুগাং মোক্ষদমসৌ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া যিনি মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথিবী বাঁহাকে জানে না, ইত্যাদি মর্মেণ ‘যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্’ ইত্যাদি সন্দর্ভে ঋতি (বহদারণ্যক) বাঁহার মহাশ্রা কীৰ্ত্তন করেন, যিনি জগতে অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষশূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ বাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

মহেন্দ্রাদিদেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো,  
 ন কশ্চ স্নাতস্ত্র্যাং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমুতে ।  
 কবিতাদের্গবং পরিহরতি যোহসৌ বিজয়িনঃ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—বাঁহার বলেই মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন, বাঁহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্যে কাহারও স্নাতস্ত্রা নাই, বাঁহার শক্তিসাধ্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না, যিনি দিগ্বিজয়ী পশুতবর্গের কবিতাদি-জনিত গর্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাঃ  
 বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমুতিভয়ং যাতি জনতা ।  
 বিনা যস্য স্মৃত্য কুমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—বাঁহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক শূকরাদি পশু প্রাপ্ত হয়, বাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোক সকল কেবল জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, বাঁহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্ম কুমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন ॥ ৬ ॥

নরাতক্কোত্তমঃ শরণশরণে ভ্রান্তিহরণে,  
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়স্যোহর্জুনসখঃ ।  
স্বয়ম্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ,  
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবষয়ঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি বক্ষকের বক্ষকও সম্পাদন করেন, যিনি জগতের ভ্রান্তি হরণ করেন, যিনি নবঘনের শ্যাম শ্যামকলেবর, যিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়স, যিনি অর্জুনের সখা, যিনি নিজে ( ইচ্ছাবশে ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যিনি সকলের জনক, যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ ॥

যদা ধর্ম্মপ্রানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভনকর-  
স্তদা লোকশ্যামা প্রকটিতবপুঃ সেতুধ্বজঃ ।  
সতাং ধাতা সচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,  
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবষয়ঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন যখন ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিব্রত করিয়াছে, তখনই যিনি জন্মগ্রহিত হইলেও লোকনারকরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মমর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সংপদার্থমাত্রের বিধানকর্ত্তা, যিনি সর্ববিকার-শূন্য, নিগমাদি শাস্ত্রে ঘাঁহার গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর সেই ব্রহ্মেশ্বর কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

ইতি হরিরখিলাস্মারাদিতঃ শঙ্করেণ,  
শ্রুতিবিশদগুণোহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাচ্ছঃ ।  
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবিরবভূব,  
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাজহন্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—পরিত্রাজকবর শ্রীশঙ্করাচার্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে নিখল জগতের আত্মা শ্রুতিবর্ণিত গুণসম্পন্ন আদিপুরুষ হরির ( স্তব দ্বারা ) আরাধনা করিলে, তিনি নিজগুণকৃত দেহধারণ পূর্ব্বক শঙ্খ, চক্র, ( গদা ) পদ্ম হস্তে শ্রীযুক্ত উদাররূপে সেই যতিরাজের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ।

ইতি কৃষ্ণাষ্টক সম্পূর্ণ ।

# গোবিন্দাষ্টকম্

সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং

গোষ্ঠপ্রাক্ষণরিক্তং \* লোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।

মায়াকল্পিত-নানা কারমনা কারং ভুবনা কারং

ক্ষমা-মা-নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ; যিনি নিত্য, অনাকাশ ( আকাশ নহেন ) ও পরমাকাশ ( পরমব্যোম ) ; যিনি গোষ্ঠপ্রাক্ষণে ধাবিত হইবার জন্ত চঞ্চল, কিন্তু আয়াসহীন এবং পরম আয়াস ( পরমশক্তিস্বরূপ ) ; যিনি স্বয়ং নিরাকার, কিন্তু মায়াশক্তিব্যোগে অসংখ্য আকার সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ বিস্মরূপ ; যিনি পৃথিবী ও লক্ষ্মীর নাথ ( লক্ষ্মী ও পৃথিবী উভয়েই বিষ্ণু-পত্নী ) ও স্বয়ং অনাথ ( বাঁহার নাথ কেহ নাই, যে হেতু তিনি সর্বোত্তর ), সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ১ ॥

মুৎস্নামুৎসীহেতি যশোদাতাড়ন-শৈশব-সম্ভ্রাসং

ব্যাদিত-বক্ত্রালোকিত-লোকালোক-চতুর্দশ-লোকালিম্ ।

লোকত্রয়-পুর-মূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- “এখানে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ” এই প্রকার যশোদাকৃত ভৎসনে শৈশবে যিনি সন্তুষ্ট হইলেন ও ( তিনি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্ত যশোদাবাক্যে ) মুখবাদান করিয়া ( উদ্ভাষ্যে ) লোকালোক পরস্পরসহ চতুর্দশ ভুবনশ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি ত্রৈলোক্য-রূপ প্রাসাদের মূলস্তম্ভ, লোকালোক অর্থাৎ সর্বলোকপ্রকাশক অথচ অনালোক ( অদৃশ্য ), সেই লোকনাথ পরমেশ্বর পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ।

[ ব্যাদিতপদসাধনং যথা, ব্যাদা ইতি ব্যাদানার্থকং কৃতপ্রত্যয়নিম্পন্নপদম্, ব্যাদা সম্ভ্রাস্তেতি তারকাদিহাদিতচ্-প্রত্যয়েন ব্যাদিতমিতি সিদ্ধম্ ] ২ ॥

\* “রিক্তং” এই স্থলে “রিক্তং” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

ত্রৈবিষ্টপরিপু-বীরস্বঃ ক্ষিতিকুরস্বঃ ভবরোগস্বঃ

কৈবল্যঃ নবনীতাহারমনাহারঃ ভুবনাহারম্ ।

বৈমল্যস্ফুটেতোরুত্তি-বিশেষাভাসমনাভাসঃ

শৈবং কেবলশাস্ত্রং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি স্বর্গবাসিগণের বৈরি বীরদিগকে নিহত করেন, যিনি ভূভার হরণ করেন, যিনি ভবরোগবিনাশী ও সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ, যিনি নব-নীতাহার ( ব্রহ্মলীলায় নবনীত-ভোজন গ্রাহ্য বিশেষ কার্য ), অনাহার ( নিষ্ক্রিয়, নিরাকার চিন্মাত্রের আহার থাকিতে পারে না ) ও ভুবনাহার ( বিশ্বগ্রাসী ), নৈশ্বল্য ( বিশদ চিত্তবৃত্তিবিশেষে ) যিনি প্রতিভাসিত হয়েন, অথচ গ্রাহ্য আভাস ( মিথ্যাজ্ঞান ) নাই, সেই কেবল শাস্ত্র শিবময় পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং গোকুলপালং #

গোপীখেলন-গোবর্দ্ধনধ্বতি-লীলা-লালিত-গোপালম্ ।

গোভিনিগদিত-গোবিন্দ-স্ফুট-নামানং বহুনামানং

গো-ধী-গোচর-দূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** :—( ভূভারহরণ দ্বারা ) যিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছেন, প্রাতঃলীলায় যিনি গোপাল-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ( গোপাল-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ), যিনি গোকুলরক্ষক ( নন্দের পূর্বস্থান “গোকুল” ইহা গোকুলনগর, গোকুলপুর ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গোরক্ষক ও কুল-রক্ষক ইহা অর্থাস্তর ), গোপীগণের সহিত ক্রীড়া ও গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলার গোপালদিগকে ( গোপ ও গোপীগণকে ) যিনি লালন করিয়াছেন, গ্রাহ্য “গোবিন্দ” এই প্রসিদ্ধ নাম স্মরণ প্রভৃতি গোবৃন্দেরই কথিত, সেই গো, অর্থাৎ বাক্য এবং ধী ( বুদ্ধি ) গোচরের দূরস্থ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ।

[ বিশেষ কথা—বসুদেব, জন্মের পরেই ঐকৃষ্ণকে যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নন্দালয় “গোকুলে” ছিল। “গোকুল”গ্রাম এখনও বর্তমান আছে, উহা বৃন্দাবনের অপর পারে । পৃথনা-ভৃগাবর্ষ-বধ, যমলাঙ্ঘনভঙ্গ এই স্থানে হইয়াছিল ] ৪ ॥

“কুলগোপালং” ইহা বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ



গোপী-মণ্ডল-গোষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাতঃ

শশ্বদ-গোখুর-নিধু'তৌদগতধূলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্ ।

শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসম্ভাবং

চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার এক প্রকার নৃত্যসভা গোপীমণ্ডল দ্বারা সম্পন্ন হয়, ভেদাবস্থাতেও যিনি অভেদপ্রভ, অনবরত গোখরক্ষেপ-সমুদগত-ধূলি-ধূসরতা বাঁহার সৌন্দর্য্যের সহিত সম্বন্ধ, শ্রদ্ধাভক্তিযোগে বাঁহার নিকট হইতে আনন্দ গ্রহণ করা যায়, বাঁহাকে চিন্তা করিলে সম্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাঁহার মহিমাটী যাক্ষাৎ চিন্তামণি, সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৫ ॥

স্নান-ব্যাকুল-বোষদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারুঢ়ং

সম্প্রাপ্তস্তী \* রথ দিগ্‌বস্ত্রা দাতুমুপাকৰ্ষন্তঃ তাঃ ।

নিধু'তদ্বয়-শোক-বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং

সভামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি স্নানে আসক্ত রমণীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষারুঢ় হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই রমণীগণ স্ব স্ব বস্ত্রপ্রাপ্তির অভিলাষিণী হইলে তৎপ্রদানার্থ সেই দিগ্‌বসনা রমণীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুখহঃখাদি স্বন্দ এবং শোক-মোহ যিনি দূর করিয়া দেন বা বাঁহার নাই, যিনি স্বয়ং বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানময় ও বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত, সেই সভামাত্রস্বরূপ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৬ ॥

কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং

কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি স্ননৃত্যন্তঃ মুহুরত্যন্তম্ ।

কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষম্

কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- যিনি কারণ-কারণ, কমনীয়-কলেবর, (সকলের) আদি, অনাদি (তাঁহার পূর্ববর্তী আর কিছুই নাই) ও নীলমেঘবর্ণ; যিনি কালিন্দী-নিলয় কালিয় নাগের মস্তকে পুনঃ পুনঃ এবং স্নানরূপে অত্যন্ত নৃত্য করিয়াছেন, কাল বাঁহারই স্বরূপ, অথচ যিনি স্বয়ং কালসংখ্যানের অতীত, নিখিল প্রপঞ্চের

\* “বাগ্‌দিনস্তী” এই পাঠ বাগ্‌বিনাস-যুক্তিত পুস্তকে আছে ।

আশ্রয় ও কলিদোষহারী, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালে একমাত্র গতিদায়ক  
( অথবা কালত্রয়ের বাবস্থা-হেতু ) পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভূবি বৃন্দারকগণ-বৃন্দারাধিত-বন্দ্যায়ঃ

কুন্দাভামলমন্দম্বের-সুধানন্দং স্মহানন্দম্ ।

বন্দ্যশেষ-মহামুনি-মানসবন্দ্যানন্দ-পদদ্বন্দ্বঃ

বন্দ্যশেষগুণাক্রিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—বৃন্দা অর্থাৎ তুলসী দ্বারা বৃন্দারকগণের আরাধিত ও  
বন্দনীয়, বৃন্দাবনভূতগে কুন্দকুসুমকান্তি স্বচ্ছ মন্দ হাঞ্জে যিনি সুধাজানিত  
আনন্দ সম্পাদন করেন, গোপরাজ নন্দ বাঁহার জ্যেষ্ঠ মহামহিমসম্পন্ন হইয়াছেন,  
বন্দনীয় নিখিল মুনিমানস বাঁহার চরণবুগলবন্দনায় একাগ্র, অভিনন্দনীয়, সকল-  
গুণসাগর সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৮ ॥

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দাপিতচেতা যো,

গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।

গোবিন্দাজি-সরোজধ্যান-সুধাজল-ধৌত-সমস্তাঘো

গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমস্তস্বং স তমভ্যেতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোবিন্দ-

ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ

কৃতৌ গোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি “হে গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, হে বিষ্ণো,  
গোকুলনায়ক, কৃষ্ণ,” এই বলিয়া গোবিন্দে চিত্ত অর্পণ পূর্বক এই গোবিন্দাষ্টক  
পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ, গোবিন্দচরণকমলধ্যানরূপ সুধা-সলিলে ধৌত  
হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অন্তরে ( সদা ) অবস্থিত পরমানন্দামৃতস্বরূপ তৎপদার্থ  
গোবিন্দকে লাভ করে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য-বিরচিত

গোবিন্দাষ্টক সম্পূর্ণ ।

## জগন্নাথার্থকম্

কদাচিৎ কালিন্দী-তট-বিপিন-সংগীত-কবরো

মুদাভারী- \* নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিত-পদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরবিপিনে উৎকৃষ্ট সজ্জীত করিয়াছিলেন, সানন্দে গোপীগণের মুখকমল-আস্বাদ গ্রহণে যিনি মধুকর, বাঁহার চরণযুগল লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশের দ্বারা অর্চিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ১ ॥

ভুজে সবে্য বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে

দুকূলং নেত্রাস্তে সহচরকটাক্ষং চ বিদধৎ ।

সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি বামহস্তে বেণু, মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ, কটিতটে দুকূল (কোম বস্ত্র বা সূক্ষ্ম বস্ত্র), এবং নয়নপ্রাস্তে সহচরবর্গের প্রীতি কটাক্ষ লইয়া আছেন, সর্বদাই শ্রীমদ্বৃন্দাবনবাসলীলায় বাঁহার পরিচয়, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ২ ॥

মহাস্তোমেষুস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-স্বর-সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি মহাসাগরতীরে সুবর্ণমনোহর নীলাচলশিখরে বলশালী ভ্রাতা বলভদ্র সহ, মধ্যস্থলে সুভদ্রাকে রাখিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে

\* “মুদা গোপী” ইহা বাণীবিলাস পুস্তকে মুদ্রিত পাঠ ।

বাস করতঃ সকল দেবতার সেবা করিবার অবসর প্রদান করিতেছেন, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো

রমা বাণী-সোম-স্মরদমল-পদ্মোদ্ভব-মুখৈঃ ।

সুরেন্দ্রৈরারাদ্যঃ শ্রুতি-গণ-শিখোদগীত-চরিতো ‡

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৃপাসিদ্ধ, সজলজলদাবলি-মনোহর, এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, সোম ( উমাসহার শিব, অথবা চন্দ্র ) এবং উচ্ছল নির্মলমূর্ত্তি পদ্মযোনি প্রভৃতি দেবপ্রধানগণের আরাধা, বাঁহার চরিত্র বেদান্তবর্ণিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৪ ॥

রথারুঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ

স্তুতিপ্রাভূর্ভাবং প্রতিপদম্যপাকর্ষ্য সদয়ঃ ।

দয়াসিকুর্ব্বকুঃ সকলজগতাং সিন্ধুস্রতয়া

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি রথারোহণে গমন করিবার সময়ে পথে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উচ্চারিত স্তোত্র প্রতিপদে শ্রবণ করিয়া সদয় হইলেন, অর্থাৎ গমনবিষয় বিধগুণ করেন, সেই লক্ষ্মী-সম্মিলিত দয়াসিদ্ধ সর্বজগৎকু স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৫ ॥

পরো বর্হাপীড়ঃ ‡ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো

নিবাসো নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহনন্তশিরসি ।

রমানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন-সুখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যে পরাৎপর, বর্হাপীড় অর্থাৎ শেখররূপে মধুরপিচ্চকে ধারণ করেন, বাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়ন পদ্মপলাশসদৃশ ; বাঁহার নিবাস নীলাচলে, এবং চরণবৃগল অনন্তমন্তকে স্থাপিত ; যিনি রস ও আনন্দস্বরূপ ;

\* ‘শিখাপীতচরিতো’ পাঠান্তর ।

‡ ‘পর ব্রহ্মাপীড়ঃ’ ইতি বাণিবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ ।

রাধিকার সরস দেহ আলিঙ্গনেই ধীহার স্তম্ভ ; সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার  
নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৬ ॥

ন বৈ প্রার্থ্য্য রাজ্যং ন চ কনকতা-ভোগবিভবে  
ন যাচেহং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।  
সদা যাচে \* কালে প্রগথপতিনা গীতচরিতে।  
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজ্য আমার প্রার্থনীয় নহে, সুবর্ণময় ভোগা বৈভবও  
প্রার্থনীয় নহে, আমি নিখিলজনস্পৃহীয়া রমণীয়া বরস্বীও যাজ্ঞা করি না;  
শিবগীতচরিত স্বামী জগন্নাথ যেন সময়ে আমার নয়নপথে পতিত হয়েন, ইহাই  
সদা যাজ্ঞা করি ॥ ৭ ॥

হর হং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে  
হর হং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।  
অহো দীনানাথং নিহিতমচলঃ † পাতুমনিশং  
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ  
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যশ্চ  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতে  
জগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ । ‡

**অনুবাদ ।**—হে দেবপ্রধান ! ( আমার ) অসার সংসার দ্রুত হরণ কর,  
হে যাদবপতে ! ( আমার ) পাপরাশি অত্যধিক ( ইহিলেও ) তাহা হরণ কর ;  
আহা ! আশ্র-সমর্পিত দীন ও অনাথ জনকে সতত রক্ষা করিবার জন্ত অচল  
ভাবে স্থিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ-শঙ্করাচার্য্যকৃত জগন্নাথাষ্টক সম্পূর্ণ ।

\* “সদা কালে কালে” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ;

† “নিহিতমচলঃ” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ;

‡ এই জগন্নাথাষ্টক শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ইহা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ ।

# অচ্যুতাক্ষকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অচ্যুতচ্যুত হরে পরমাত্মন, রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণে ।

বাসুদেব ভগবন্তনিকরু, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে অচ্যুত ! তুমি অব্যয়, তে হরে ! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষ্ণে ! তুমিই সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ । তে বাসুদেব ! তে অনিরুদ্ধ ! তে শ্রীপতে ! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ১ ॥

বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।

মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- হে বিভো ! তুমি জগতের কল্যাণ-সাধন কর, হে জগদীশ ! হে নন্দনন্দন । হে নৃসিংহরূপিন্ । হে নরেন্দ্র ! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর । হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি-বিধান করিয়া দেও ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র রঘুনাথক দেব, দীননাথ ছরিতক্ষয়কারিন্ ।

যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, (অতএব) তুমিই রঘুবংশের অধিনায়ক, তুমি দীনবাক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের দ্রুতি ক্রয় কর, তুমি যাদবগণের-ইন্দ্রস্বরূপ, যদুবংশের অলঙ্কার এবং তুমি যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছ । হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৩ ॥

দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য-স্বমূর্ত্তে ।

দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখকাননের অগ্নিস্বরূপ । হে রাধিকারমণ ! তোমার মুক্তি অতি

মনোহর। হে নাথ! তুমি সকলের হৃৎখমোচন কর, তুমি কৃপাসাগর। হে  
শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ হৃৎখের শান্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর, নিত্য নিগুণ নিরঞ্জন জিষেণ।

পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ক্ব, শ্রীপতে শময় হৃৎখমশেষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি গোপিকা-মুখশশধরের চকোরস্বরূপ।  
তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নিরঞ্জন; তুমি জয়শীল, পূর্ণব্রহ্ম; তুমি সকলের  
কল্যাণবিধান কর; তুমি সংহারকর্তা, তোমার জয় হউক, হে শ্রীপতে!  
তুমি আমার অশেষ হৃৎখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

গোকুলেশ গিরিধারণ-বীর, যামুনাচ্ছতটখেলন বীর।

নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় হৃৎখমশেষম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ  
করিয়া ও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার নিম্নল তটভূমে ক্রীড়া করিয়া  
থাক এবং তুমিই জগতের অধিতীয় বীর। নারদাদি মুনিবৃন্দ সর্বদা তোমার পাদ-  
পদ্ম সেবা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ হৃৎখের শান্তি কর ॥ ৬ ॥

দ্বারকাধিপ দুরূহ গুণাক্ষে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে।

জ্ঞানগম্য গুণসাগর ভূমন্, শ্রীপতে শময় হৃৎখমশেষম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি তর্কপথে  
অজ্ঞেয়, তুমি গুণের সাগর, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্বব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মানবের সংসার  
বিনাশ কর। হে ভূমন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি ত্রিগুণনদীর  
তিরোধানস্থান, হে শ্রীপতে, তুমি আমার অশেষ হৃৎখের শান্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥

দুষ্টনির্দমন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমন্।

রাবণাস্তক রমেশ মুরারে, শ্রীপতে শময় হৃৎখমশেষম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি দুষ্টগণের নিঃশেষদলন কর, তুমি অতিশয়  
কৃপালু, হে পদ্মনাভ! তুমি অনন্তরূপে বহুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ববুদ্ধির  
আধার, তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে  
শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ হৃৎখের শান্তিবিধান কর ॥ ৮ ॥

অচ্যুতাক্ষকমিদং রমণীয়ং নিশ্চিন্তং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্ ।

যঃ পঠেদ্ বিষয় বৃত্তি-নিবৃত্তি-জন্ম-দুঃখমখিলং স জহাতি ॥৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতা-ব-

চ্যুতাক্ষকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :—( ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ) ‘সংসারদুঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই অচ্যুতাক্ষকস্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়-ভোগবাসনায় নিবৃত্ত হইয়া অখিল জন্মদুঃখ পরিহারে সমর্থ হইবেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাক্ষকস্তোত্রং সমাপ্ত ।

## অন্যবিধ অচ্যুতাক্ষক । \*

অচ্যুতং কেশবং রাম-নারায়ণং

কৃষ্ণ-দামোদরং বাসুদেবং হরিম্ ।

শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং

জানকী নায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—( যিনি ) অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব হরি ; ( যিনি ) শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ, জানকীনায়ক, শ্রীরামচন্দ্র ; ( তাঁহাকে ) ভজনা করি ॥ ১ ॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামা-ধবং

মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাদিতম্ ।

ইন্দিরামন্দিরং চৈতন্য স্তম্ভরং

দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :—যিনি কখনই চ্যুত হইবেন না,—যিনি ক (ব্রহ্মা), ঈশ (শিব)

\* অন্তিম শ্লোকে ‘কর্ষু বিশ্বভরম্’ পাঠ বহু দেশে প্রচলিত, তাহা হইলে এই অচ্যুতাক্ষক বিশ্বভররচিত, শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে, শ্রীবিষ্ণু নাম-প্রাচুর্য্য দর্শনে এ বিশ্বভর শচীনন্দন বিশ্বভর, ইহাই মনে হয় । কিন্তু শঙ্কররচিতরূপে প্রসিদ্ধ বিধায় ইহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল ।



এবং ব (বান্ধ-বন্ধন-স্বরূপ), যিনি সত্যভামা-পতি, মধুবংশে বাঁহার জন্ম, অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য বাঁহাতে বর্ত্তমান, রাধিকা বাঁহাকে আরাধনা করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নিকেতন, সেই দেবকীগর্ভজাত স্তম্ভর নন্দ-নন্দনকে হৃদয়ে মিলিত করি ॥ ২ ॥

বিষ্ণুবে জিষ্ণুবে শঙ্খিনে চক্রিণে

রুদ্রিণী-রাগিণে জানকী-জানয়ে ।

বল্লবী-বল্লভায়ার্চিঁতায়্যাত্মনে

কংস-বিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—(যিনি) বিষ্ণু, জিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-ধারী, রুদ্রিণীর অমুরক্ত, জানকীপতি, গোপীবল্লভ ; (যিনি) অর্চিত (সর্বলোকপূজিত), আত্মা (পর-মাত্মা), সেই কংসবিধ্বংসী মুরলীধর তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম-নারায়ণ

ত্ৰীপতে বাসুদেবাজিত ত্ৰীনিধে ।

অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্জ

দ্বারকা-নাথক দ্রৌপদী-রক্ষক ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হে রাম-নারায়ণ, হে ত্ৰীপতে, বাসুদেব, হে অজিত, হে ত্ৰীনিধে, হে অচ্যুত, অনন্ত, মাধব, অধোক্জ, হে দ্বারকানাথক, তুমিই দ্রৌপদীকে (কোরব-সভায় লজ্জা হইতে) রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥

রাক্ষসক্লেভিতঃ সীতয়া শোভিতো

দণ্ডকারণ্য-ভূ-পুণ্যতা-কারণম্ ।

লক্ষ্মণেনাস্থিতো বানরৈঃ সেবিতো-

হগন্ত্যসংপূজিতো রাঘবঃ পাভু মাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করত সীতাবিবাহের পর সীতা ও লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন, রাক্ষসকৃত ক্লেভ প্রাপ্ত হইয়া বানরগণের সেবার সীতাসহ শোভা প্রাপ্ত হইলেন, অগন্ত্য-সম্পূজিত তিনি আমাকে রক্ষা করুন ।

[এই শ্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণকথা বর্ণিত হইয়াছে । ‘রাক্ষসক্লেভিত’ ইহাতে অবতার-হেতুও সূচিত, এ জন্ত প্রথমেই এই বিশেষণ, তৎপরেই ‘সীতয়া

শোভিতঃ' থাকায় রাক্ষসকোভের পরেই যে সীতা উদ্ধার, ইহা স্থচিত,—সুতরাং 'রাক্ষসকোভিতঃ' পদের পুনরাবৃত্তি ও দ্বিবিধ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য হইতে সীতা-বিচ্ছেদ হওয়ারতে দণ্ডকারণ্যগমন উল্লেখের পর 'লক্ষ্মণেনাবিতঃ' আছে, ইহাতেই সীতাহরণ স্থচিত। 'দণ্ডকারণ্য-ভূপূণ্যতা-কারণম্' এই বিশেষণের পূর্বে 'সীতয়া শোভিতঃ' থাকায় তৎপূর্বে সীতা-বিবাহ-প্রসঙ্গ স্থচিত, এই কারণে ঐ পদেরও আবৃত্তি দুইবার করিয়া অর্থদ্বয় গৃহীত। জন্ম হইতে লীলাসমাপ্তি পর্য্যন্ত রামবধ থাকায় উহা শেষাংশে। আর 'অগস্ত্য-সংপূজিতঃ' উত্তরকাণ্ডের অগস্ত্য-সংবর্দ্ধনা অভিযুক্ত। তদ্বারা রাজ্যাভিষেক স্থচিত হইয়াছে ] ॥ ৫ ॥

ধেনুকারিষ্ঠহানিষ্ঠকৃদ্ ধেমিণাম্

কেশিহা কংসহৃদ্ বংশিকানাদকঃ ।

পুতনাকোপকঃ সূরজা-খেলনো

বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্বদা ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি পুতনা-বৈরী, ধেনুক ও অরিষ্ট অনুরের হস্তা, যিনি কেশী দৈত্যকে হনন করিয়াছেন, যিনি শত্রুগণের অনর্থসম্পাদনে দক্ষ, সেই যমুনাবিহারী বংশীবদন বালগোপাল সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। [ এই স্থলে বিশেষ কথা এই যে, ধেনুকাসুরবধ বলরাম করিলেও ঐকৃষ্ণ-প্রেরণায় তাহা হওয়ার ঐকৃষ্ণকে ধেনুকাসুরহস্তা বলা হইয়াছে, ঐমদভাগবতেও আছে “হৃদ্য রাসভদৈতেয়ং তবকুণ্ডলং বলাবিতঃ ।” ১০। ২৬। ১০। এই রাসভ দৈত্যই ধেনুকাসুর। ভাগবত ১০। ১০। ১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঐকৃষ্ণের বাল্যলীলা এই স্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ] ॥ ৬ ॥

বিদ্যুদ্যুতোতবৎ-প্রক্ষুরদ-বাসসঃ

প্রাবুড়স্তোদবৎ প্রোল্লসদ-বিগ্রহম্ ।

বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং

লোহিতাজিহ্বয়ং বারিজাক্ষং ভজে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—বাহার পরিধানবস্ত্র বিদ্যুৎপ্রকাশবৎ উজ্জ্বল, বাহার শরীর বর্ষাকালীন জলধরের দ্রায় বিরাজমান, বন-মালা-শোভিত-বক্ষঃস্থল অরুণ-চরণ-বৃন্দ সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

কুঞ্চিঠৈঃ কুস্তলৈর্ভ্রাজমানানং  
 রত্নমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ ।  
 হার-কেয়ুরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং  
 কিকিণীমঞ্জুলং শ্যামলং তং ভজে ॥ ৮ ॥

**অম্মুবাদ ।**—কুঞ্চিত কুস্তলজালে ধাহার মুখমণ্ডল শোভাসম্পন্ন, ধাহার রত্ন-  
 ময় কিরীট ও গণ্ডয়ুগলে কুণ্ডল দোড়ল্যমান, ( বিনি ) হার ও কেয়ুর ধারণে  
 ( ভক্তগণের ) সুখ-সম্পাদক, কঙ্কণে ভূষিত কিকিণী-শোভিত সেই শ্রামকে  
 ভজনা করি ॥ ৮ ॥

অচ্যুতশ্রাফটকং যঃ পঠেদিফটদং  
 প্রেমতঃ প্রত্যহং পুরুষঃ সম্পূহম্ ।  
 ব্রহ্মতঃ স্তন্দরং বেগবিশ্বস্তরং \*  
 তস্য বশো হরির্জায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-  
 ভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ  
 কৃতাবচ্যুতাফটকং সম্পূর্ণম্ ।

**অম্মুবাদ ।**—স্থলিত বৃত্তে নিবদ্ধ জগদীশ্বরবোধক অতীষ্টপ্রদ এই  
 অচ্যুতাফটক যে পুরুষ প্রত্যহ প্রেম পূর্বক সাগ্রহে পাঠ করিবে, হরি তাহার  
 সত্বর বশীভূত হইবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-রচিত অচ্যুতাফটক সমাপ্ত ।

# সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্ ।

( অথবা করাবলম্ব-স্তোত্র )

ঐগণেশায় নমঃ ।

শ্রীমৎপয়োনিধি-নিকেতন-চক্রপাণে,

ভোগীন্দ্র-ভোগমণি-রঞ্জিত-পুণ্যমূর্তে ।

যোগীশ শাস্ত্রত শরণ্য ভবাক্ষিপোত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ঐগণে ! কীরোদসমুদ্র তোমার অবস্থান । হে চক্র-পাণে ! নাগরাজ অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্তি স্নরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের ঈশ্বর, তুমি সনাতন, শরণ্য, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের পোতধরূপ । হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১ ॥

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-

সজ্জষ্টিতাজি-কমলামলকাস্তিকাস্ত ।

লক্ষ্মীলসৎকূচ-সরোরুহরাজহংস,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিভো ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদগণ ও আদিত্য ইহার। নিরন্তর স্বর্গীয় পাদপদ্মে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পাদোজ সংঘটিত হইতেছে বলিয়া তোমার পাদপদ্মের নির্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে । তুমি কমলার কূচকমলে রাজহংস । হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব ! তুমি আমাকে করাবলম্বন দাও ॥ ২ ॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে,

\* মারোগ্র-ভীকর-যুগপ্রবরাদিতম্ ।

অর্ধশ্রম মৎসরনিদাঘনিপীড়িতম্,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মুরারে ! আমি সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিত্রমণ

\* ‘আরোদ’ ইতি পাঠান্তর ।

করিতেছি, কামরূপ উগ্র ও ভীষণ যুগরাজ সর্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি  
মাংসদ্বারূপ গ্রীষ্মপীড়নে পীড়িত, অতএব আর্ত। হে সলস্মীক নৃসিংহদেব!  
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩ ॥

সংসার-কৃপমতিঘোরমগাধমূলং,

সংপ্রাপ্য দুঃখশত-সর্পসমাকুলস্ত।

দীনস্ত দেব কৃপণা \* পদমাগতস্ত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেব! আমি অতি ভীষণ অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন  
রহিয়াছি, শত শত দুঃখরূপ ভূজঙ্গ আমাকে নিয়ত ব্যাকুল করিতেছে, আমি অতি  
দীন এবং কদর্য্য আপদে পতিত। হে সলস্মীক নৃসিংহদেব! কৃপা করিয়া  
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৪ ॥

সংসার-মাগরবিশালকরালকাল-

নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্ত।

ব্যগ্রস্ত রাগরসনোর্ষি-নিপীড়িতস্ত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেব! ভবমাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুণ্ডীরের  
আক্রমণ ও গ্রাসে আমার দেহ নিপীড়িত, কাম ও লোভরূপ উর্ষিজালে তাড়িত  
হইয়া আমি (উদ্ধারলাভের জন্য) ব্যাকুল, হে সলস্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে  
করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৫ ॥

সংসার-বৃক্ষমঘবীজমনস্তকর্ম্ম-

শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।

আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে কৃপালো! পাপসমূহ বাহার বীজ, অনন্ত কর্ম্ম বাহার  
শত শত শাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ বাহার কুসুম এবং দুঃখ

ধাহার ফল, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আকৃষ্ট হইয়া এখন পতিত হইতেছি, হে  
সলস্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

সংসার-সর্পঘনবন্তু-ভয়োঐতীত্র-

দংষ্ট্রাকরালবিষদঙ্কবিনষ্টমূর্তেঃ ।

নাগারিবাহন স্খাঙ্কিনিবাস শৌরে,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—হে গরুড়বাহন ! সংসাররূপ ভুজঙ্গ বদন-ব্যাধান করিয়া  
আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিধে আমার সর্বাঙ্গ  
দঙ্ক হওরাতে আমি বিনষ্ট হইতেছি। হে স্খাঙ্গাগরশারিন্ ! হে শৌরে ! হে  
সলস্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর। ভাবার্থ,—গরুড়  
সর্পভোজী, এবং স্খাঙ্গা বিধবিনাশক, এই দুই-ই ধাহার আয়ত্ত, সর্প-ভয়ে ও বিধ-  
দাহে তাঁহার কৃপাভিক্ষাই করণীয়, তাহাই করা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সংসার-দাবদহনাতুর-ভীকরোরু-

জ্বালাবলীভিরভিদঙ্কতনুরুহস্য ।

তুংপাদপদ্যসরসীশরণাগতস্য,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—হে দেব ! আমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছি,  
সেই দাবানলের ভয়ঙ্করী মহতী শিখাবলী নদীর গাত্ররোমসকল দঙ্ক করিতেছে,  
আমি আপনার পাদবরকমলসরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলস্মীক নৃসিংহদেব !  
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

সংসার-জালপতিতস্য জগন্নিবাস,

সর্বৈশ্রিয়ার্থ-বড়িশার্ত্ত † ঝষোপমস্য ।

প্রোৎখণ্ডিতপ্রতত † তালুকমস্তকস্য

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে জগন্নিবাস ! আমি সংসারজালে মীনবৎ পতিত হইয়াছি,  
ইন্দ্রিরের বিষয়সকল বড়িশের ছায় আমাকে বিদ্ধ করিয়া বিতৃত তালুপ্রদেশ খণ্ড

খণ্ড করিয়া মন্তক পর্যন্ত বিদারণে উত্তত । হে সলস্কীক নৃসিংহদেব ! আমাকে  
করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

সংসার-ভীকরকরীন্দ্র-করাভিঘাত-

নিষ্পিষ্টমর্শ্ববপুষঃ সকলান্তিনাশ ।

প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলশ্চ,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ্য—হে সর্ষহঃখহারিণ্ ! সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দ্র স্বীয় শুণ্ডাভি-  
ঘাতে আমার দেহের মর্শ্বহুল নিষ্পেষণ করিতেছে, হে সর্ষার্ণ্ডিহারিণ্ ! আমি  
প্রাণপ্রয়াণভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি । হে সলস্কীক নৃসিংহদেব ! আমাকে  
করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

অঙ্কস্য মে হতবিবেক-মহাধনশ্চ,

চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়েঃ ।

মোহাঙ্ককূপকুহরে বিনিপাতিতস্য,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ্য—হে প্রভো ! আমি অঙ্ক, ইন্দ্রিয়-নামক বলী চোরগণ মদীয়  
বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহাঙ্ককূপের গভীর-বিবরে আমাকে নিপাতিত  
করিয়াছে । হে সলস্কীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান  
কর ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিশেষ,

বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুঙ্করাক্ষ ।

ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দন বাসুদেব,

দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ্য—হে লক্ষ্মীপতে ! হে পদ্মনাভ ! হে বিষ্ণু ! হে বৈকুণ্ঠ !  
হে কৃষ্ণ ! হে মধুসূদন ! হে কমললোচন ! হে দেবপ্রধান ব্রহ্মরূপিণ্ । হে  
কেশব ! হে জনার্দন ! হে বাসুদেব ! হে দেবেশ ! এ দীনকে করাবলম্বন  
প্রদান কর ॥ ১২ ॥

যন্মায়মৌর্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহ-

মগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্ ।

লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাজমধুত্রেন,

স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥

ইতি সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—এই ভূমণ্ডল-সুখকর করাবলম্ব স্তোত্র, যাহার মায়াবলে সম্পাদিত অনাদি সুপ্রচুর জন্মপ্রবাহে নিমগ্ন জীবগণের যত প্রকার বিষয় আছে, তৎসর্কাপেক্ষা মহৎ-পূর্ণ অথবা সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেই লক্ষ্মীনৃসিংহচরণকমলে ভ্রমরস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য তাহা রচনা করিলেন ।

—( আংশিক ভাবার্থ এই—মূলে যে অর্থ শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিষয় ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয় । এতদ্বাচ্যে এই স্তব শব্দস্বরূপ, অপর যত কিছু শব্দাদি বিষয় আছে, এই স্তব-শব্দ তৎসর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কারণ, ইহা দ্বারা পরম সুখলাভ করা যায় ) ॥ ১৩ ॥

সঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্নম্ ।

ত্বৎপ্রভুজীবপ্রিয়মিচ্ছসি চেন্নরহরিপূজাং কুরু সততং

প্রতিবিশ্বালঙ্কৃতিধ্বিতিকুশলো বিশ্বালঙ্কৃতিমাতনুতে ।

চেতোভ্রম ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং

ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে চিত্ত ) যদি তুমি নিজ প্রভু জীবের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছা কর তো সতত নরহরি-পূজা কর, ( দর্পণাদিস্থিত মূখাদি ) প্রতিবিম্বে অলঙ্কার-ধারণ-কার্য্যে কুশল হইতে হইলে বিশ্বকে অলঙ্কৃত করিতে হয় । তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর ! নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ১ ॥



শুভ্তো রজতপ্রতিভা জাতা কটকদ্বার্থসমর্থী চেদ্  
 দুঃখময়ী তে সংস্রতিরেষা নিরুতিদানে নিপুণা স্ম্যৎ ।  
 চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—শুভ্তিতে রজতবুদ্ধি হইলে (ঐ রজত) যদি বলয় প্রভৃতি  
 অলঙ্কারের উপযুক্ত হয়, তবেই এই দুঃখময় সংসার সুখপ্রদানে সমর্থ হইবে ।  
 অর্থাৎ ভ্রমক্লিত রজতে যেমন অলঙ্কারাদি গঠন হয় না, মিথ্যা ক্লিত সংসারেও  
 সেইরূপ সুখের কারণ হইতে পারে না, (তাই বলি) হে চিত্তভ্রমর, নীরস  
 সংসারমরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-  
 মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ২ ॥

আকৃতিসাম্যচ্ছায়ালিকুসুমে স্থলনলিনত্ৰভ্রমমকরো-  
 গন্ধরসাবিহ কিমু বিদ্রোতে বিফলং ভ্রাম্যসি ভ্রূশবিরসহেশ্বিন্ ।  
 চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে চিত্তভ্রমর, আকার-সাদৃশ্যে তুমি শিমুলফুলে স্থলপদ্ম-ভ্রম  
 করিয়াছ, ইহাতে (স্থলপদ্মের) গন্ধরস আছে কি ? এই গন্ধরসহীন শিমুলফুলে  
 বৃথা ভ্রমণ করিতেছ । তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা  
 ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন  
 কর ॥ ৩ ॥

অক্চন্দন-বনিতাদীন বিষয়ান্ সুখদান্ মত্বা তত্র বিহরসে  
 গন্ধফলীসদৃশা ননু তেহমী ভোগানন্তরদুঃখকৃতঃ স্ম্যঃ ।  
 চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—(হে চিত্ত) অক্চন্দন-বনিতাদি বিষয়-সমূহকে সুখজনক মনে  
 করিয়া তাহাতে বিহার করিতেছ, ওহে (জান না) তাহারা যে চম্পক-কলিকার  
 তুল্য, ভোগানন্তর দুঃখকরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ মধুলোভে স্বাদগ্রহণের পরেই  
 মধু না পাওয়াতে বিশেষতর তিত্তাস্বাদ চম্পককলিকা যেমন দুঃখ হেতু হয়,

সুখলোভে ভোগ করিবার পরেই সুখের পরিবর্তে সংসারও সেইরূপ দুঃখকর হইয়া থাকে । ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৪ ॥

তব হিতমেকং বচনং বক্ষ্যে শৃণু সুখকামো যদি সততঃ

স্বপ্নে দৃষ্টং সকলং হি মুখা জাগ্রতি চ স্মর তদ্বদিতি ।

চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং

ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

লক্ষ্মীসিংহপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—হে চিত্তভ্রঙ্গ, যদি সদা সুখাভিলাষী হইয়া থাক তো, তোমাকে একটি হিতকথা বলিব, শুন । যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট সকল বস্তুই জাগ্রদবস্থায় মিথ্যা বলিয়া স্মরণ করিয়া থাক, জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তুও সেইরূপ মিথ্যা স্মরণ করিবে । ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মীসিংহ-পঞ্চরত্ন সম্পূর্ণ ।

## হরিস্তুতিঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

স্তোষ্যে ভক্ত্যা বিমুগ্ধমনাদিং জগদাদিং,

যস্মিন্নৈতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীর্থম্ ।

যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্চতি তৎ সংসৃতিচক্রং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—বাহার আদি নাই, যিনি জগতের আদি, বাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসারচক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারনাশী হরিকে স্তুত করি ॥১॥

যস্মৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ,

প্রাচুর্ভূতং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্থম্ ।

যেন ব্যাপ্তং যেন বিবদ্ধং স্তব্ধঃখং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—এই অশেষজগৎ বাঁহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাচুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের স্তব্ধঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ বাঁহার সান্নিধ্যবশতই জীব স্তব্ধঃখাদি বোধ করিতে পারে, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ২ ॥

সর্বজ্ঞো যো যচ্চ হি সর্বঃ সকলো যো,

যচ্চানন্দোহনন্তগুণো যোহগুণধামা ।

যচ্চাব্যক্তো ব্যক্তসমস্তং সদসদ্য-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বময় হইয়াও কলায়ুক্ত অর্থাৎ অংশ-বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি আনন্দস্বরূপ, বাঁহার গুণের অন্ত নাই অথচ ধাম অর্থাৎ প্রকাশসত্ত্বাদি গুণশূন্য, যিনি অব্যক্তভাবে সর্বত্র বিস্তারিত আছেন, যিনি সদস্য সমুদয় পদার্থ-স্বরূপ, যিনি এই বিশ্বস্থ পদার্থের পূর্ণসমষ্টি হইয়াও অংশে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

যস্মাদন্যন্ নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং

দৃশ্যাদন্যো নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোহপি সদাজ্ঞ-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—এই ব্রহ্মাণ্ডে বাঁহা ভিন্ন কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দৃশ্য হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন হইয়াও সর্বদা জ্ঞানময়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যেভ্যো লক্ষসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বাদ্-

বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চ দ্রুতিমাচ্যুৎ \* ।

তৈক্যেকাগ্রধ্যানপরা যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—আচার্য্যগণের নিকট হৃদয় অচ্যুততত্ত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসবশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদগণ ধীহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধা,

নান্যং স্মৃত্বা তং পুনরত্রৈব বিলাপ্য ।

ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদূষণং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রাণায়াম করিয়া প্রণবযোগে হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধ পূর্বক অন্তঃস্বরূপ পরিভাগ করিয়া হৃদয়ে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন ধীহাকে ‘জ্ঞানজ্যোতিঃ’রূপে ‘আমি’ ( আমি ) এই ভাব জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্তং পরিপূর্ণং,

হংস্বং ভৈকৈলভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্ ।

ধ্যাত্বাত্মস্বং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, ধীহা হইতে অস্ত্র দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, হৃদয়, ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমানরূপে লভ্য, ধীহার জন্ম নাই, যিনি হৃদয় ( হৃদ-দর্শীর অতি অজ্ঞেয় ) এবং অন্তর্কনীয়, ব্রহ্মবিদগণ ধীহাকে আত্মস্ব করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাভিবোধং,

জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যপলভ্যম্ । \*

ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্তং চ বিদূষং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি মাত্রাতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যিনি জ্ঞেয় হইতে অতীত জ্ঞানময় ও হৃদয়ে অল্পভবনীয়, যাহাকে কেবল সত্তা দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, যিনি আনন্দময় এবং যাহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যদ্ যদ্ বেদ্যং বস্তু সতত্বং বিষয়াখ্যং,

তত্তদ্ব্রক্ষ্যেবেতি বিদিত্বা তদহং চ ।

ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাঢ়া মুনয়োহজং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** ।—জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয়-নামক ( ব্যবহারিক ) বাস্তব পদার্থ বাহা যাহা, সেই সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ যাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি জন্মরহিত, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্ বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়,

স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানমহানন্দমবাপ্য ।

তন্মুক্ত্যেত্যভিবোধো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—যে যে জ্ঞেয় বস্তু আছে, সেইরূপে তাহার কিছুই আমি নহি, এই প্রকারে তাহা ত্যাগ করিয়া স্বাত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দ লাভ করত যাহাতে ‘আমি’ এই ভাবে যে জীবকে জানেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং,

মত্বা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাতম্ ।

ত্যাক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তা-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** ।—নাম রূপাদি বিকল্পযুক্ত দৃশ্য পদার্থ সকল তন্ন তন্নরূপে পরিত্যাগ পূর্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতির্মাত্র এবং আকাশবৎ থাকেন, অচ্যুতভক্তগণ দেহত্যাগান্তে বাহাতে প্রবেশ করেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১১ ॥

সর্বত্রাস্তে সর্বশরীরী ন চ সর্বঃ,

সর্বং বেত্ত্যেবেহ ন যং বেত্তি চ সর্বঃ ।

সর্বত্রাস্তর্ধামিতয়েথং যময়ন্ য-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্থানে জীবদেহে বর্তমান থাকিলেও যিনি সেই সকল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে বাহাকে জানিতে পারে না, এই প্রকারে যিনি অন্তর্ধামিরূপে সর্বস্থদয়ে বিস্তৃত থাকিয়া সকলকে পরিচালনা করিতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১২ ॥

সর্বং দৃষ্ট্বা স্বাভিনি যুক্ত্যা জগদেতদ্-

দৃষ্ট্বাভ্যানং চৈবমজং সর্বজনেষু ।

সর্বাত্মৈকোহস্মীতি বিদ্ব্যং জনহংসং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** ।—দ্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়া ও সর্ব-জীবে জন্ম-রহিত আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্বস্থদয়েই অধিষ্ঠিত বাহাকে ‘এক আমিহি সর্বাত্মা’ এই ভাবে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিয়া থাকেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী, সেই-হরিকে স্তব করি ॥ ১৩ ॥

সর্বত্রৈকঃ পশ্চতি জিহ্মত্যথ ভুঙ্তে,

স্পৃষ্টা শ্রোতা বোধতি \* চেত্যাহরিমং যম্ ।

সাক্ষী চাস্তে কর্তৃষু পশ্চম্নিতি চান্বে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—একই পুরুষ সর্বত্র দর্শন করিতেছেন, আশ্রয় করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও বুঝিতেছেন, উপনিষদে কোথাও এইরূপে বাঁহার স্বরূপ কথিত হইবাছে এবং বাঁহাকে কর্তৃষু দ্রষ্টা ও সাক্ষিরূপে অগ্ৰচ বলা হইবাছে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪ ॥

পশ্যন্ শৃণুন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্,

জিহ্মন্ বিভ্রদেহমিমং জীবতয়েথম্ ।

ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, জ্ঞানকর্তা, রসাস্বাদনকর্তা, ভ্রাণকর্তা এই তাবে জীবরূপে যিনি এই দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন, এইরূপে যে ঈশ্বরকে বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা বলিয়া (বেদান্তের অগ্ৰ স্থান হইতে) জানা যায়, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

জাগ্রদৃক্ষু স্থলপদার্থানথ মায়াং,

দৃক্ষু স্বপ্নেহথাপি স্মৃণুণ্ডো স্তথনিদ্রাম্ ।

ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে,

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ।—যিনি জাগরণকালে স্থলপদার্থ দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মারা দর্শন করেন, স্মৃণুকালে স্তথনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি বিভিন্নাবস্থাদর্শী আপনাকে দর্শন করিয়া সানন্দে তুরীয়ভাবে অবস্থিত, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৬ ॥

\* ‘বুধ্যতি’ এই পাঠ বহু স্থলে দেখা যায় ।

পশ্যন্ শুদ্ধোহ্যপ্যক্ষর একো গুণভেদা-

মানাকারান্ স্ফটিকবদ্ব্যতি বিচিত্রঃ ।

ভিন্নশ্চন্মশ্চায়মজঃ কৰ্ম্মফলৈর্ধ-

ন্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও শাস্ত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও নিগূঢ় থাকিয়া কৰ্ম্ম-ফলাহুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রা-

বিন্দ্রো বায়ুৰ্যজ্ঞ ইতীথং পরিকল্প্য ।

একং সন্তং যং বহুধাছন্মতিভেদা-

ন্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে ঐহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যজ্ঞ ইত্যাদি কল্পনা করিয়া বহু প্রকার স্বরূপসম্পন্ন বলিয়া থাকে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৮ ॥

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনস্তং ব্যতিরিক্তং,

শাস্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনশ্চম্ ।

ইত্যাহাদৌ যং বরুণোহসৌ ভৃগবেহজং,

ন্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শাস্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময় এবং আত্মা হইতে অভিন্ন ইত্যাদিরূপে বরুণ পূর্বে ভৃগুকে যে অজ অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ১৯ ॥



কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়,

ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চত্য দৃশিস্থঃ ।

পিত্রাদিষ্টৌ বেদ ভৃগুর্য়ং যজুরন্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিশীড়ে ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—যজুর্বেদের উপনিষদভাগে কথিত আছে, বরুণতনয় ভৃগু পুরোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিজ আত্মাতেই বাঁহাকে জানিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশক সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২০ ॥

যেনাবিষ্টৌ যস্য চ শক্ত্যা যদধীনঃ

ক্ষেত্রেজোহয়ং কারয়িতা জন্তুশ্চ কৰ্ত্তুঃ ।

কৰ্ত্তা ভোক্তাত্মাত্ৰ হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিশীড়ে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার আবেশে, বাঁহার শক্তিবলে, যদীয় অধীন জীব, প্রাণিমধ্যে কৰ্ত্তার প্রযোজক, এবং স্বয়ং কৰ্ত্তা ও চিৎশক্তিসংস্থিত হইয়া আত্মা ও ভোক্তা, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২১ ॥

সৃষ্টৌ সৰ্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেত্খমতর্ক্যং,

ব্যাপ্যাধাস্তঃ কুৎস্নমিদং সৃষ্টমশেষম্ ।

সচ্চ ত্যচ্চাত্ত্বং পরমাত্মা স য এক-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিশীড়ে ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে বিদ্যমান, যিনি সৰ্ব্বব্যাপী অথচ সকলের অতর্ক্য ; যিনি সৎ, ত্যৎ, অর্থাৎ অসৎ বস্তু, পরমাত্মা ও অধিতীয় পুরুষ, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২২ ॥

বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাণৈঃ,

শাস্ত্রৈশ্চাত্মৈঃ সাত্বত- \* তন্ত্রৈশ্চ যমীশম্ ।

দৃষ্টাধাস্ত্বেতসি বুদ্ধা বিবিশ্বর্যং,

তং সংসারধ্বাস্ত্ববিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ** ।—বেদান্ত-শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, আগমাদি অপর শাস্ত্র এবং তত্ত্বশাস্ত্র দ্বারা যে ঈশ্বরকে শ্রবণ-মননাদি-যোগে অন্তরে দর্শন করিয়া ধীহাতে (যোগিগণ) প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সংসার-অন্ধকার-বিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানশমাতৈর্ঘতমানৈ-

জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাস্তু য ঈশঃ ।

দুর্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈ-

স্তং সংসারধ্বাস্ত্ববিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদিসাধন দ্বারা বিশেষ যত্ন সহকারে ইহজন্মে শীঘ্র পরিজ্ঞাত হইবেন, শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি ব্যক্তিরেকে শত শত জন্মেও ধীহাকে জানা যাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥

যস্মাতর্ক্যং স্বাস্ত্রবিভূতেঃ পরতত্ত্বং †

সর্বং খল্বিত্যত্র নিরুক্তং শ্রুতিবিত্ত্বং ।

তজ্জাদিত্বাদকিতরঙ্গাভমভিন্নং,

তং সংসারধ্বাস্ত্ববিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ** ।—ধীহার স্বাস্ত্রবিভূতির পরম তত্ত্ব অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ হুনিগণ “সর্বং খল্বিদং” এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সমুদয় পদার্থ তজ্জাত, তৎ-পালিত ও তলীন বলিয়া সাগর ও তলীয় তরঙ্গের স্থায় ধীহা হইতে অভিন্ন, সংসার-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৫ ॥

\* ‘সাত্বত’ পাঠান্তর ।

† ‘পরমার্থ’ পাঠও আছে ।

দৃষ্ট্ৱ গীতাস্বকরতত্ত্বং বিধিনাজং

ভক্ত্যা গুৰ্ব্যালভ্য হৃদিস্থং দৃশিমাত্রম্ ।

ধ্যাত্বা তন্নিম্নস্ম্যহমিত্যত্র বিদ্বুৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ ।**—গীতাতে যথাবিধি অকরতত্ত্ব দর্শন (জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণপূর্বক) মহাভক্তিযোগে শুদ্ধ হৃদয়স্থিত জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি অর্থাৎ মনন ও ধ্যান করিয়া ধীহাকে ‘অহমস্মি’ আমিই ইনি এই ভাবে (মুনিগণ) জ্ঞাত করেন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্যো,

ভূক্তৈহৈজত্বং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ ।

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেহপ্সি ন্দুবদেকো বহুধাস্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিভূ জীবাশ্রয় প্রাপ্তিপূর্বক পঞ্চমুখে (পঞ্চ ইন্দ্রিয়) অনবরত ভোগ্য পদার্থসকল ভোগ করিতেছেন, আর যেমন একই চক্রে জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেকব্যং প্রতীয়মান হইয়া, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও নানাদেহে বিস্ত্রমান থাকার বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥

ক্ত্যালোভ্য ব্যাসবচাংস্তত্র হি লভ্যঃ,

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাস্তরবিন্দিঃ পুরুষাখ্যঃ ।

যোহহং সোহসৌ সোহস্ম্যহমেবেতি বিদ্বুৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ ।**—ইহাতেই (গীতাতেই) ব্যাসদেবের বাক্যসমূহ যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (দেহত্ব এবং জীবের) ভেদভঙ্ক ব্যক্তিগণ অহংরূপে যে পুরুষনামক ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে পারেন, তিনি ইনি, আমিই তিনি, এইরূপে ধীহাকে জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৮ ॥

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং,

যং বিজ্ঞায়েইব স এবাশু ভবন্তি ।

যস্মিঁল্লীনা নেহ পুনর্জন্ম লভন্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ।**—অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ইহকালেই আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া যায়, (অন্তে) ষাঁহাতে লীন হওয়াতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৯ ॥

দ্বৈন্দৈকত্বং যচ্চ মধুব্রাহ্মণবাক্যৈঃ,

কুত্ৰা শক্তোপাসনমাসাণু বিভূত্যা ।

যোহসৌ সোহহং সোহস্ম্যহমেবেতি বিদূর্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ।**—(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ) মধুব্রাহ্মণের বচনানুসারে জীবাণ্মা ও পরমাত্মার ঐক্যানিশ্চয়পূর্বক ‘ইন্দ্রো মারাভিঃ’ ইত্যাদি প্রকারে বিভূতি (দশশত অং) সহ ইন্দ্রের উপাসনা অর্থাৎ স্বরূপাবধারণ করত যিনি তিনি, তিনি আমি, তিনি আমিই, এইরূপে ষাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ • ॥

যোহহং দেহে চেষ্টয়িতাস্তঃকরণস্থঃ,

সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোহস্ম্যহমেব ।

ইত্যাক্তৈকে্যোপাসনয়া যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।**—যে আমি অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহে চেষ্টা উপাদান করি, যিনি সূর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করাইতেছেন, সেই আমিই সেই আত্মা ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) বাক্য-বোধিত একাত্মভাবে উপাসনা দ্বারা যে ঈশ্বরকে জানা যায় সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞানাংশো যন্ত সতঃ শক্ত্যধিকৃঢ়ো,

বুদ্ধির্বোধ্যত্যাঃ \* বহিবোধ্য পদার্থান্ ।

নৈবাস্তঃস্থং বোধতি † যং বোধয়িতারং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিস্মীড়ে ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ ।**—যে সং অর্থাৎ সত্যবস্তুরঃশক্তিসমাপ্তিত বিজ্ঞানাংশ, বুদ্ধি-  
রূপে বাহ্য-বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে অস্তঃস্থ  
বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে  
স্তব করি ॥ ৩২ ॥

কোহয়ং দেহে দেব ইতীথং স্তবিচার্য্য,

জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈষ হি দেবঃ ।

ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদ্বয়ং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিস্মীড়ে ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ ।**—এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপ বিচারে  
যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহে অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপ  
আলোচনা দ্বারা আমিই সেই পরমাত্মা দেব, এই প্রকারে বাঁহাকে জানা  
দ্বায়, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৩ ॥

কো হেবাশ্বাদাত্মনি ন স্তাদয়মেঘ,

হেবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি ।

ইত্যস্তিত্বং বস্তুপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিস্মীড়ে ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ ।**—(আনন্দময় আত্মা) ইনি না থাকিলে, কে বাস-প্রবাস-  
কার্য্য করিতে পারিত, আনন্দময় আত্মা আছেন বলিয়াই জীব বাস-প্রবাসকার্য্য  
করিতে সমর্থ হইয়াছে । ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি বাহ্য  
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে  
স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

\* 'বুদ্ধিবোধ্যত্যাঃ' এই পাঠও হুই হয় ।

† 'বোধতি' পাঠও হুই হয় ।

প্রাণো বাহং বাক্শ্রবণাদীনি মনো বা,  
বুদ্ধির্বাহং ব্যস্ত উতাহোহপি সমস্তঃ ।  
ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরিহাস্মীতি বিদূৰ্ঘং,  
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ** ।—আমি প্রাণ, আমি বাক্য, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি অথবা এই প্রাণাদি পৃথকরূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিস্তৃত আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে ঐহাকে “আমি ফলস্বরূপ” এইরূপ জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোহহং,  
নাহং বুদ্ধির্ভ্রাহ্মহঙ্কারধিয়ৌ চ ।  
যোহত্র জ্ঞাংশঃ সোহস্ম্যহমেতি বিদূৰ্ঘং,  
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ** ।—আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিন্তাবৃত্তি নহি, (যেহেতু, ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থও দৃশ্য সাক্ষ্যব বস্তুদির দ্বারা উপচয়পচয়শালী। বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়।) যিনি (দৃশ্যবাদি-ধর্ম্মরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী) জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে ঐহাকে জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ,  
সূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাস্তস্বতায় ।  
সান্নামন্তে প্রাহ পিতা যং বিভুমাত্মং,  
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ** ।—“সত্তামাত্র অদ্বিতীয়, জ্ঞানময়, উৎপত্তিরহিত, সংসাররূপ, সূক্ষ্ম ও নিত্য, তিনিই তুমি”—“তৎ স্বমসি—” এইরূপে সামবেদের অন্তর্ভাগে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পিতা (উদ্বালক) নিজ পুত্রকে (ঐতকেতুকে) যে সর্ব্বকারণ বিভূবিশয়ে উপদেশ করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্ত্যুৰ্ত্তে পূৰ্ব্বমপোহাথ সমাধৌ,  
 দৃশ্যং সৰ্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহায় ।  
 চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সন্তুষ্টং বিদূৰ্য্যং,  
 তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ :- ( আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী যোগিগণ ) অগ্রে মূর্ত্ত্যুৰ্ত্ত সকল  
 পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে  
 নিরাস পূৰ্ব্বক অবশিষ্ট চৈতন্ত্বরূপ স্বীয় আত্মায় সদাস্থিত বলিয়া ধাঁহাকে জানিয়া-  
 ছেন, সংসার-রূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

ওতং প্রোতং যত্র চ সৰ্ব্বং গগনাস্তং,  
 যৌহস্থূলানগ্ণাদিযু সিদ্ধোহক্ষরসংজ্ঞঃ ।  
 জ্ঞাতাতোহন্যো নেতু্যপলভ্যো ন চ বেদ্য-  
 স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ :-—ধাঁহাতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত  
 সৰ্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, যিনি “স্থূল নহেন বা স্থল নহেন”—“অস্থূলম্  
 অনগ্ণ”—ইত্যাদি ঋতি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন  
 কালেও ধাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ জ্ঞাতা নহেন, ধাঁহাকে এই  
 ভাবেই কেবল বুঝিতে হয়, ( প্রকারান্তরে ) যিনি জ্ঞেয় নহেন, সংসাররূপ-  
 অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

তাবৎ সৰ্ব্বং সত্যমিবাভাতি যদেতদ্-  
 যাবৎ সৌহস্মীত্যাভিনি যো জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ ।  
 দৃষ্টে তস্মিন্ সৰ্ব্বমসত্যং ভবতীদং,  
 তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ :-—যাবৎ,—আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে যে পরমাত্মার  
 পরমার্থদর্শন না হয়, তাবৎ—সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে ।  
 যে পরমাত্মরূপী হরির দর্শনে সমস্তই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, সংসার-  
 রূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪০ ॥

রাগামুক্তং লোহযুতং হেম যথাগৌ,

যোগাক্টাঙ্গৈরুজ্জ্বলিতজ্ঞানময়গৌ ।

দঙ্খাত্মানং ভুং পরিশিষ্টঞ্চ বিদূর্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

**অনুবাদ ।**—যেমন লোহযুক্ত স্বর্ণকে অগ্নিতে দহ্য করিলে সেই লোহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল স্বর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ-বোগ-সাধন দ্বারা সমুজ্জ্বল জ্ঞানগ্নিতে রাগরজিত আপনাকে দহ্য করিলে (রাগ—বিষয়সমূহ বিনষ্ট হয়) কেবল একমাত্র যে জ্ঞানস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, বলিয়া (জানীয়া) অবগত হইয়েন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাগ্নং স্মৃতিভাতং,

হৃদকৈন্দ্রম্যোকসমীড়্যং তড়িদাভম্ ।

ভক্ত্যারাদ্যেহৈব বিশস্ত্যাত্মনি সন্তং,

তং সংসার-ধ্বাস্ত-বিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ ।**—যে আত্ম বিজ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়মধ্যে স্প্রকাশ, যিনি চক্ৰ, সূর্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যাতের দ্বার তেজোময়, ঐহাকে তত্ত্বিপূর্বক আরাধনা করিলে আত্মস্থিত ঐহাতে ইহলোকেই প্রবেশ করা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪২ ॥

পায়াস্তত্ত্বং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো,

ভক্ত্যা স্তৌতীত্যগ্নিসং বিষ্ণুরিমং মাম্ ।

ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহত্য সদৈক-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহাই পুরুষকে “আমি ভক্ত আগ্নিস্বরূপ, এই আমাকে বিষ্ণু রক্ষা করুন” যিনি ভক্তরূপে, এইপ্রকার স্তব করেন, অথচ নিজ আত্মাতে সর্বদা লীন করিয়া সদা একরূপে হিত, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥



ইথং স্তোত্রং তত্ত্বজনেভ্যং ভবভীতি-

ধ্বাস্তার্ক্যভং ভগবৎপাদীয়মিদং যঃ ।

বিম্বোলোঁকং বস্তি \* শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো,

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি মনুষ্যঃ † ॥ ৪৪ ॥

ইতি হরিস্তুতিঃ ।

**অনুবাদ** ।—যে মানব উক্তপ্রকার ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ভগবদ্ভক্তজনের পূজা, সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্করস্বরূপ এই স্তব উচ্চারণ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি বিম্বুলোকে গমন করেন এবং সেই জ্ঞাতা আত্মাতেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত করেন ॥ ৪৪ ॥

হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## শ্রীরামভুক্তপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

বিশুদ্ধং পরং সচ্চিদানন্দরূপং

গুণাধারমাধারহীনং বরেণ্যম্ ।

মহাস্তং বিভাস্তং গুহাস্তং গুণাস্তং

সুখাস্তং স্বয়ং ধাম রামং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নিখিল গুণের আধার অথচ গুণাতীত, যিনি হৃদয়-গুহায় অধিষ্ঠিত অথচ নিরাধার, বিষয়-সুখের পরপারে স্থিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই স্বপ্রকাশ সর্বকারণ বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপ শ্রীরামের প্রপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

\* ‘পঠতি’ পাঠান্তর, কিন্তু হ্রস্বভঙ্গ ।

† এই শ্লোকটি বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে নাই ।

শিবং নিত্যমেকং বিভুং তারকাখ্যং

সুখাকারমাকারশূন্যং স্তমান্যম্ ।

মহেশং কলেশং সুরেশং পরেশং

নরেশং নিরীশং মহীশং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মঙ্গলময়, অধিতীয় বিভূ, বাহার নাম তারকব্রহ্ম, যিনি স্রষ্টাকার, নিত্যসুখরূপ, সর্বকলার ( অগ্নির দশ কলা, সূর্য্যের দ্বাদশ কলা, চন্দ্রের ষোড়শ কলা, এবং সৃষ্টাদি পঞ্চাশং কলার ) অধীশ্বর ও জগন্নাথ, বাহার প্রভু কেহ নাই, যিনি মহেশ্বর, সুরেশ্বর ও পরমেশ্বর, সেই নরনাথ ভূগালের প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২ ॥

যদাবর্ণয়ং কর্ণমূলেহস্তকালে

শিবো রাম রামেতি রামেতি কাশ্যাম্ ।

তদেকং পরং তারকব্রহ্মরূপং

ভজেহং ভজেহং ভজেহং ভজেহম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—শিব কাশীতে মৃত্যুকালে জীবের কর্ণমূলে যে ‘রাম রাম রাম’ এই বর্ণ প্রদান করেন, তারকব্রহ্মরূপ সেই এক সর্বপ্রধান বস্তুকে আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি । ( জান-নের আতিশয্যে ও একান্ত নিশ্চয়ছোতনের জন্ত পুনঃ পুনঃ কীর্তন হইয়াছে ) ॥ ৩ ॥

মহারত্নপীঠে শুভে কল্পমূলে

সুখাসীনমাদিত্যকোটীপ্রকাশম্ ।

সদা জানকীললনগোপেতমেকং

সদা রামচন্দ্রং ভজেহং ভজেহম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—শুভ কল্পমূলে মহারত্নময় পীঠে স্থখে আসীন, সন্তত জানকী এক ললন-সমবিত, কোটিসুখসমভোজা, অধিতীয় রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি, আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৪ ॥

কুণ্ডলমঞ্জীর-পাদারবিন্দঃ

লসম্মেখলা-চারু-পীতাম্বরাত্ম্যম্ ।

মহারত্ন-হারোল্লসৎ-কৌস্তভাঙ্গঃ

নদচ্ছত্রীমঞ্জরীলোলমালম্ ॥ ৫ ॥

অমুবাদঃ—বাঁহার চরণকমলে রত্ন-নুপুর বাজিতেছে, সুশোভিত-কটি-  
হার-মনোহর পীতাম্বর বাঁহার পরিধানে আছে, বক্ষঃস্থলে মহারত্নহার-শোভিত  
কৌস্তভমণি বিরাজমান, বাঁহার দোহন্যমান মালায় কুমুমমঞ্জরী, শুভ্রনরত ব্রহ্মা  
শোভিত ॥ ৫ ॥

ললিতাঙ্গ-স্নেহ-শোণাধরাভঃ

সমুত্তম-পতঙ্গেন্দু-কোটিপ্রকাশম্ ।

নমদ্বৈক্য-রুদ্রাদি-কোটির-রত্ন-

স্মরৎ-কান্তি-নীরাজনারাধিতাজ্জিম্ ॥ ৬ ॥

অমুবাদঃ—বাঁহার অরুণ অধরের আভা, জ্যোৎস্না সদৃশ দীপ্য হস্ত-  
শোভিত হইয়া বিরাজমান, বাঁহার জ্যোতি উদীয়মান কোটিসুখ ও চন্দ্রের ভায়,  
বাঁহার চরণবুলা প্রণত ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রমুখ দেবগণের কিরীটরত্ন-নিঃসৃত কিরণজাল-  
নীরাজনায় আরাধিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

পুরঃ প্রাজ্ঞলীনাঙ্গনেয়াদিভক্তা-

স্ব-চিন্মুদ্রেয়া ভদ্রেয়া বোধয়ন্তম্ ।

ভজেহং ভজেহং সদা রামচন্দ্রঃ

তদন্তং ন মন্তে ন মন্তে ন মন্তে ॥ ৭ ॥

অমুবাদঃ—যিনি সমুখে কৃতাজলিপুটে অবস্থিত অজ্ঞানজন প্রভৃতি  
ভক্তবৃন্দকে কল্যাণদায়িনী বীরজানমুদ্রা দ্বারা জ্ঞানোপদেশ-প্রদানে তৎপর, আমি  
সেই রামচন্দ্রকে সদা ভজনা করি, সদা ভজনা করি। আমি তাঁহা ব্যতীত  
কাহাকেও মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে  
চাহি না ॥ ৭ ॥

যদা মৎসমীপং কৃতান্তঃ সমেত্য  
প্রচণ্ড-প্রকোপৈর্ভট্টৈর্ভীষয়েন্মাম্ ।

তদাবিক্রোশি হৃদীয়ং স্বরূপং  
সদাপৎপ্রণাশং স-কোদণ্ডবাণম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—যখন আমার কাছে কৃতান্ত আসিয়া প্রচণ্ড ক্রোধবৃত্ত  
নিজ দ্রোহগণ দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইবে, তখন সদা-বিপত্তি-ভঞ্জন ধনুর্ধারী  
তোমার বৃষ্টি ( নিশ্চয়ই আমার সমক্ষে ) প্রাহুর্ভূত করিবে ॥ ৮ ॥

নিজে মানসে মন্দিরে সন্নিধেহি  
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ।  
স-সৌমিত্রিণা কৈকয়ী-নন্দনেন  
স্বশক্ত্যানুভূত্যা চ সংসেব্যমান ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—হে প্রভো, রামচন্দ্র ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; লক্ষ্মণসহ  
কৈকেয়ীনন্দন নিজ শক্তি আর অল্পগত ভক্তিসহকারে তোমার সেবা করিতেছেন,  
এইরূপে আমার মানসমন্দিরে উপস্থিত হও ॥ ৯ ॥

স্বভক্তাগ্রগণ্যঃ কপীশৈর্মহীশৈ-  
রনীকৈরনৈকৈশ্চ রাম প্রসীদ ।  
নমন্তে নমোহস্তীশ রাম প্রসীদ  
প্রশাদি প্রশাদি প্রকাশং প্রভো মাম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—নিজভক্তাগ্রগণ্য কপিরাজ-সমূহ, ভূপালসমূহ এবং বহুসৈন্ত-  
সমবিত হে রাম ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; হে ঈশ্বর ! তোমার প্রতি  
( আমার ) পুনঃ পুনঃ নমস্কার ( অর্পিত ) হউক । হে রাম, প্রসন্ন হও, হে  
প্রভো, আমাকে প্রকাশরূপে উপদেশ প্রদান কর, উপদেশ প্রদান কর ॥ ১০ ॥

হ্রমেবাসি দৈবং পরং মে যদেকং  
সুচৈতন্যমেতৎ হৃদম্মন্ন মন্যে ।  
যতোহহুদ্রমেয়ং বিয়দ্-বান্ধু-তেজো-  
জলোর্ব্যাদিকার্য্যকরঞ্চাচরঞ্চ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—ধাঁহা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী প্রভৃতি

অপরিসীম চরাচরকার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি এক নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, সেই তুমিই আমার পরম দেবতা হইতেছ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমা ভিন্ন মনে করি না ॥ ১১ ॥

নমঃ সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ

নমো দেবদেবায় রামায় তুভ্যাম্ ।

নমো জ্ঞানকী-জীবিতেশায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্ডরীকায়তাক্ষায় তুভ্যাম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :-সেই সচ্চিদানন্দরূপকে নমস্কার, হে দেবদেব রাম, তুমিই সেই, তোমাকে নমস্কার, জ্ঞানকী-জীবিতেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, হে পুণ্ডরীক-বিশাললোচন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

নমো ভক্তিয়ুক্তানুরক্তায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্যপুঞ্জকলভ্যায় তুভ্যাম্ ।

নমো বেদবেদ্যায় চাত্যায় পুংসে

নমঃ স্তন্দরায়েন্দিরাবল্লভায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :-নিজ ভক্তগণের প্রতি অতুরক্ত তোমাকে নমস্কার, একমাত্র পুণ্যপুঞ্জলভ্য তোমাকে নমস্কার, বেদবেদ্য আত্ম পুরুষ (তোমাকে) নমস্কার, স্তন্দরহর্ষী (ঐবল্লভ) তোমাকে) নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নমো বিশ্বকর্ত্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্ত্রে

নমো বিশ্বভোক্ত্রে নমো বিশ্বমাত্রে ।

নমো বিশ্বনেত্রে নমো বিশ্বজ্যেত্রে

নমো বিশ্বপিত্রে নমো বিশ্বধাত্রে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :-বিশ্বকর্ত্তাকে নমস্কার, বিশ্বহর্ত্তাকে নমস্কার, বিশ্বভোক্তাকে নমস্কার, বিশ্বজাতাকে নমস্কার, বিশ্বনেতাকে নমস্কার, বিশ্বজ্যেতাকে নমস্কার, বিশ্বপিতাকে নমস্কার, বিশ্বধাতাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

নমস্তে নমস্তে সমস্তপ্রপঞ্চ-  
 প্রভোগ-প্রয়োগ-প্রমাণ-প্রবীণ ।  
 মদীয়ং মনস্ত্বং-পদদ্বন্দ্বসেবাং  
 বিধাতুং প্রবৃত্তং সূচৈতন্ত্যসিদ্ধ্যৈ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ :- হে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের অব্যাহত ভোগ, প্রয়োগ এবং  
 যথার্থ-নির্ণয়ে প্রবীণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । আমার মন সূচৈতন্ত্য  
 অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত তোমার চরণবৃগল সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শিলাপি ত্বদজিহ্বাক্রমাসন্ধিরেণু-  
 প্রসাদাদ্ধি চৈতন্ত্যমাধত্ত রাম ।  
 নরস্ত্বংপদদ্বন্দ্ব-সেবাবিধানাং  
 সূচৈতন্ত্যমেতীতি কিং চিত্রমত্র ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ :- হে রাম ! তোমার চরণসঙ্গত পাখির রেণুর প্রসাদে  
 শিলাও চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল । মায়াব তোমার চরণবৃগল সেবা করিলে যে  
 সূচৈতন্ত্য লাভ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ১৬ ॥

পবিত্রং চরিত্রং বিচিত্রং ত্বদীয়ং  
 নরা যে স্মরন্ত্যস্বহং রামচন্দ্র ।  
 ভবন্তং ভবান্তং ভরন্তং ভজন্তো  
 লভন্তে কৃতান্তং ন পশ্যন্ত্যতোহন্তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ :- হে রামচন্দ্র ! যাহারা জগৎপালক তোমাকে ভজনা করত  
 প্রত্যহ তোমার পবিত্র বিচিত্র চরিত্র স্মরণ করে, তাহারা সংসারের পারপ্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে, অতএব অন্তে আর কৃতান্তদর্শন করে না ॥ ১৭ ॥

স পুণ্যঃ স গণ্যঃ শরণ্যো মমায়ং  
 নরো বেদ যো দেব-চূড়ামণিঃ ত্বাম্ ।  
 সদাকারমেকং চিদানন্দরূপং  
 মনোবাগগম্যং পরং ধাম রাম ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ :- হে রাম, তুমি দেব-চূড়ামণি, নিত্যমুর্তি, বাক্য-মনের অতীত,

চিদানন্দস্বরূপ, পরমজ্যোতিঃ, যে মানব তোমাকে 'ইনি আমার শরণ্য' ইহা উপলব্ধি করেন, তিনি পুণ্যবান্ এবং তিনি গণনীয় ॥ ১৮ ॥

প্রচণ্ড-প্রতাপ-প্রভাবাভিভূত-

প্রভুতারিবীর প্রভো রামচন্দ্র ।

বলং তে কথং বর্ণ্যতেহতীববাল্যে

যতোহখণ্ডি চণ্ডীশকোদণ্ড-দণ্ডম্ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে প্রভো রামচন্দ্র, তোমার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে অগণিত অস্রাতি বীরগণ অভিভূত হইয়াছে, তোমার এই অতীব বল কিরূপে বর্ণনা করিব, যে হেতু তুমি অন্নবয়সে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলে ॥ ১৯ ॥

দশগ্রীবমুগ্রং সপুত্রং সমিত্রং

সরিদুর্গ-মধ্যস্থ-রক্ষো-গণেশম্ ।

ভবন্তুং বিনা রাম বোরো নরো বা-

সুরো বামরো বা জয়েৎ কস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম ! সাগর-দুর্গমধ্যস্থ রাক্ষসবৃন্দের অধিপতি সপুত্র সমিত্র উগ্র দশগ্রীবকে জয় করিতে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে তোমা ব্যতীত কোন্ সুরাসুর-মানব-বীর সমর্থ ? ॥ ২০ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে

সদারামানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্ ।

পিবন্তুং নমন্তুং স্তুদন্তুং ইসন্তুং

হনুমন্তুমস্তর্ভজে তং নিতাস্তম্ ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম, সজ্জনের আরামপ্রদ আনন্দ-প্রসবণের মূল উৎস তোমার 'রাম' এই নামামৃত বিনি সদা পান করিতেছেন, তোমার প্রশাম করিতেছেন, ওহ দশনশক্তি বাহির করিয়া হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন, সেই হৃদয়ানুকে আমি অন্তরে একান্ত ভজনা করি ॥ ২১ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে

সদারামমানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্ ।

পিবন্নম্বহং নম্বহং নৈব যুতো-

বিভেতি প্রসাদাদসাদান্তবৈব ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম ! সজ্জনগণের সতত আরামপ্রদ আনন্দ-প্রসবণের মূল উৎস তোমার ‘রাম’ এই নামামৃত আমি প্রতিদিন পান করত তোমারই অব্যাহত প্রসাদে মৃত্যুকেও ভয় করি না ॥ ২২ ॥

অ-সীতা-সমেতৈরকোদগু-ভূষৈ-

রসৌমিত্রি-বন্দ্যৈরচগু-প্রতাপৈঃ ।

অলঙ্কেশ-কালৈরসুগ্রীব-মিত্রৈ-

ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈনঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে রাম ) ষীহারী সীতা-সমবিত নহেন, কোদগুভূষণ ষীহাদের নাই, ষীহারী সৌমিত্রি বন্দনীয় নহেন, ষীহারী প্রচগু-প্রতাপশালী নহেন, লঙ্কেশ্বরের মৃত্যু ষীহারী করিতে পারেন নাই, সুগ্রীব ষীহাদের মিত্র নহেন, রাম ষীহাদের নাম নহে, এমন দেবতার আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৩ ॥

অ-বীরাসনস্থৈর-চিন্মুদ্রিকাটো-

রভক্তাজ্ঞানৈরাদিতত্ত্বপ্রকাশৈঃ ।

অমন্দারমূলৈরমন্দারমালৈ-

ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈনঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ষীহারী বীরাসনে আসীন নহেন, জ্ঞানময়ী মৃত্যু ষীহাদের হস্তে নাই, অজ্ঞানানন্দন প্রকৃতি ভক্ত-সমক্ষে ষীহারী তত্ত্বপ্রকাশ করেন নাই, মন্দারমূলে ষীহাদের স্থিতি নহে, মন্দারমালা ষীহাদের নাই, রাম ষীহাদিগের নাম নহে, এইরূপ দেবতার আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪ ॥



অ-সিদ্ধ-প্রকোপৈর-বন্দ্যপ্রতাপৈ-

র-বন্ধু-প্রযাগৈর-মন্দ-স্মিতাটোঃ ।

অ-দণ্ড-প্রবাসৈর-খণ্ডপ্রবোধৈ-

র-রামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈনঃ ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—সমুদ্রের প্রতি যাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, যাহাদের প্রতাপ বন্দনীয় হয় নাই, যাহাদিগের বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই, যাহাদিগের মুখে মৃদুমন্দ ঈষৎ হাস্য নাই, দণ্ডকারণো যাহারা প্রবাস করেন নাই, যাহারা আত্মবিস্মৃত নহেন, রাম যাহাদিগের নাম নহে, এইরূপ দেবতায় আমাদের প্রয়োজন নাই ॥ ২৫ ॥

হরে রাম সীতাপতে রাবণারে

থরারে মুরারেহসুরারে পরোতি ।

লপন্তুং নয়ন্তুং সদাকালমেবং

সমালোকয়ালোকয়াশেষবন্ধো ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে হরে, হে রাম, হে সীতাপতে, হে রাবণারে, হে খরবিনাশন, হে মুরারে, হে অসুররিপো, হে পরাংপর, এইরূপ কথার সকলকাল যাপন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে হে অখিলবন্ধো, অবলোকন কর, অবলোকন কর ॥ ২৬ ॥

নমস্তে স্মিত্রা-সুপুত্রাভিবন্দ্য

নমস্তে সদা কৈকয়ী-নন্দনেভ্য ।

নমস্তে সদা বানরাধীশবন্দ্য

নমস্তে নমস্তে সদা রামচন্দ্র ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে স্মিত্রা-ভ্রাতৃদের অভিবাদনীয়, তোমাকে নমস্কার, হে কৈকেয়ী-নন্দনের স্তবপাত্র, সর্বদা তোমাকে নমস্কার, হে বানরপতি স্ত্রীবেশ বন্দনীয়, তোমাকে নিরন্তর নমস্কার, হে রামচন্দ্র, সতত তোমার নমস্কার, তোমার নমস্কার ॥ ২৭ ॥

প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডপ্রতাপ  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডরিকাল ।  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রপন্নানুকম্পিন্  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ :-** হে প্রচণ্ড-প্রতাপ, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; হে প্রচণ্ড-শত্রুর  
 কৃতান্ত, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; হে প্রপন্নজনে সদা অনুকম্পাপরায়ণ, প্রসন্ন হও,  
 প্রসন্ন হও ; হে প্রভো রামচন্দ্র, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥ ২৮ ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতং পরং বেদসারং  
 মুদা রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।  
 পঠন্ সন্ততং চিস্তয়ন্ স্বাস্তরঙ্গে  
 স এব স্বয়ং রামচন্দ্রঃ স ধন্যঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য  
 শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য  
 শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
 শ্রীরামভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

**অনুবাদ :-** (যে ব্যক্তি) ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে নির্ধিত রামচন্দ্রের বেদ-সার  
 পরম স্তব সানন্দে ভক্তি সহকারে পাঠ করেন এবং অন্তঃকরণে সদা চিন্তা করেন,  
 তিনি ধন্য এবং তিনিই স্বয়ং রামচন্দ্র ॥ ২৯ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শ্রীরাম-ভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সম্পূর্ণ :

## পাণ্ডুরঙ্গায়কম্ ।

মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা,

বরং পুণ্ডরীকায় দাভুং মুনীন্দ্রেঃ ।

সমাগত্য তিষ্ঠন্তুমানন্দকন্দং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—[ পুণ্ডরীক নামে এক সাধক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে শিয়োদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ পূর্বক আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গনামক কটিতটন্তুহস্ত স্তূঠাম মূর্তিতে অবস্থান করিতেছেন । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দ্বিযুজয়কালে সেই ভীমরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন । ] যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনীগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতীরে মহাযোগপীঠে বিস্তমান আছেন, সেই আনন্দকন্দম্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

তড়িৎবাসং নীলমেঘাবভাসং,

রম্যমন্দিরং সুন্দরং চিৎপ্রকাশম্ ।

বরস্বিকৃৎকায়াং সমন্তস্তপাদং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার পরিধেয়বস্ত্র বিদ্যাংপুঞ্জের স্তায় সমুজ্জল, বাঁহার দেহ নবজলধরের স্তায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, বাঁহার কলেবর অতি সুন্দর, বাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদবিস্তার করিয়া বিস্তমান আছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রমাণং ভবাকেরিদং সাক্ষ্যং,

নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো যেন তস্মাৎ ।

বিধাতুর্কসত্যৈ ধৃতো নাভিকোষঃ,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—আমার ভক্তগণের গন্ধে ভবসাগরের পরিমাণ (পতীততা)

এইমাত্র ( কটিদেশ পর্য্যন্ত ), ইহা জ্ঞাপনের জন্ত ( যে ভবসাগর অন্তের পক্ষে হস্তম্ভ, তাহা আমার ভক্তগণের পক্ষে অনার্য্যাসে পার হইবার যোগ্য—মাত্র কোমর-জল, ইহা দেখাইবার জন্ত ) দুই হাত যিনি নিজ কটিদেশে স্থাপন করিয়াছেন, এবং যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভিকোষ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

স্মরুৎ-কৌস্তভালঙ্কতং কণ্ঠদেশে,

শ্রিয়া জুষ্ট-কেয়ুরকং শ্রীনিবাসম্ ।

শিবং শান্তমীড়্যং বরং লোকপালং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার কণ্ঠদেশে সন্মুখল কোস্তভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী ঐহার কেয়ুরমূল সর্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান-স্বরূপ, যিনি সর্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের জ্ঞাত্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

শরচ্চন্দ্র-বিস্মাননং চারু-হাসং,

লসৎ-কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ড-স্থলাস্তম্ ।

জবারাগবিস্মাধরং কঞ্জনেত্রং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার বদন শরৎকালীন চন্দ্ৰের স্তায় অতিশয় শোভমান, ঐহার বদনে অতি মনোহর হাস প্রকাশ পায়, ঐহার গণ্ডপ্রান্তভাগ কুণ্ডল-মণ্ডিত, ঐহার অধর জবা-পুষ্পের স্তায় লোহিতবর্ণ, ঐহার নয়নমূল পদ্মের স্তায়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কিরীটোচ্ছলংসর্বদিক্ প্রান্তভাগং,

স্বৈরৈরর্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্ঘ্যৈঃ ।

ত্রিভঙ্গাকৃতিং বহুমালাবতংসং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার মৌলিহিত কিরীটের উচ্ছল প্রত্যয় সমস্ত দিকন্ত আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ ঐহাকে অমূল্য দিব্যরত্ন দ্বারা অর্চনা করেন, যিনি

ত্রিভুজাকারে বিস্তৃষ্ট আছেন, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

বিভুং বেণুনাদং চরন্তং ছুরন্তং,

স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্ ।

গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥

অনুব্র-বাদ্যঃ—যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্বদা বেণুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, যিনি সকলের ছত্ৰাণ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলাপ্রকাশ করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি গো-গণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেই সূচাক হস্তবদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

অজং ক্লম্বিণী-প্রাণসঞ্জীবনং তং,

পরং ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্ ।

প্রসন্নং প্রপন্নান্তিহং দেবদেবং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥

অনুব্র-বাদ্যঃ—যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি ক্লম্বিণী প্রাণ-সঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম অর্থাৎ ধাতাতে লীন হইলে আর পতন হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ নিবারণিত হয়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে,

পঠন্ত্যেকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।

ভবান্তোনিধিঃ তেহপি তীর্থাস্তকালে,

হরেন্নালয়ং শাস্তং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গাষ্টক-

স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুব্র-বাদ্যঃ—ঐহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া তত্ত্বগুরুক মহাপুণ্যপ্রদ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণের স্তব করেন, তাঁহারা অন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিম্বলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥

পাণ্ডুরঙ্গস্তব সম্পূর্ণ ।

# ভগবান্নামসপূজা

ত্রিগণেশায় নমঃ ।

হৃদস্তোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্চামলতনুঃ,  
সরোজাক্ষঃ স্রগ্বী মুকুটকটকাভরণবান্ ।  
শরচ্ছ্রীক-নাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং,  
বহন্থে ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যে কৃষ্ণ জলপূর্ণ মেঘের স্তায় শ্রামকলেবর, বাঁহার নয়নযুগল  
পদ্মদশ, যিনি মুকুট, মালা, কেশুর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, বাঁহার  
বদন শরৎকালীন চন্দ্রের স্তায় শোভমান, যিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন,  
সেই গোপীগণ-পরিবৃত কুঙ্কুমাক্তিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

পয়োহস্তোদেহীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব-  
ম্মণিব্রাতভ্রাজৎ \* কনকবরপীঠং ভজ হরে ।  
সুচিহ্নো তে পাদৌ যদুকুলজ ! নেনেজ্জমি স্তজলৈ-  
গৃহাণেদং দুর্বাফলজলবদর্য্যং মুররিপো ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—হে ভগবন্ ! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার  
হৃদয়ে আগমন কর । হে হরে ! তথায় মণি-খচিত কনকময় পীঠে আসন  
গ্রহণ কর । হে যদুকুলজ ! তোমার সুচিহ্নিত পাদযুগল স্নানার্থ জল দ্বারা আমি  
ধৌত করিতেছি অর্থাৎ পাণ্ড প্রদান করিতেছি । হে মুরারে ! আমি তোমাকে  
দুর্বাদল, ফল ও জলসম্বিত অর্থাৎ প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

ত্বমাচামোপেন্দ্র ! ত্রিদশসরিদস্তোহতি-শিশিরং,  
ভজস্বেমং পঞ্চামৃতফলরসান্নাবমঘহন্ † ।  
ছানগ্ধাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুন্তস্থিতমিদং,  
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষাচমনকম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—হে উপেন্দ্র ! আমি তোমাকে স্তম্ভীতল পঞ্চামৃত-আচমনীয়-

\* ভ্রাজতি পরস্পর প্রসঙ্গ কথকিং বোধনীয় । ‘ব্রাতৈরাকং’ বিত্তক পাঠ ।

† ‘পঞ্চামৃতচিত্তমান্নাব’—পাঠান্তর ।

করিতেছি, আমার সকল ছরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব  
করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তোমার  
দাস, আমার কৃত কৰ্ম্মচ্ছিন্ন পূর্ণ কর, অর্থাৎ আমার কৰ্ম্ম অচ্ছিন্ন হউক—ক্ৰটি-  
শূন্য হউক, হে ভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ স-জল-ঘন নীলঃ করতলে,  
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্ ।  
কদাচিৎ কান্তানাং কুচ-কলস-পত্রালি-রচনা-  
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি করতলে দধ্যন্ন, তৎপরে নবনীত ও বংশী ধারণ  
করিয়াছেন, যিনি প্রিয়বয়স্কদিগের সহিত বালাক্ৰীড়া করিয়া কখন কখন কামিনী-  
গণের কুচকলসোপরি পত্রাবলি-রচনায় সমাসক্ত, সেই কৃষ্ণ সদা সকলের  
সেবা ॥ ১০ ॥

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্ ।  
যঃ কুব্ধীতোষসি প্রাজস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥ \*

ইতি ভগবান্মানসপূজনং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—এই মানসপূজা মণিকর্ণীর ইচ্ছায় উদ্ভূত। যে প্রাজ ব্যক্তি  
প্রত্যাশসময়ে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানসপূজা করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন  
হন ॥ ১১ ॥

---

ভগবান্মানসপূজা সম্পূর্ণ।

# কনকধারা-স্তোত্রম্ ।

শ্রীশুরবে নমঃ ।

অঙ্গং হরেঃ পুলক-ভূষণমাশ্রয়ন্তী  
ভৃঙ্গাঙ্গনেব মুকুলাভরণং তমালম্ ।  
অঙ্গীকৃতাখিল-বিভূতিরপাঙ্গলীলা  
মাঙ্গল্যদাস্তু মম মঙ্গলদেবতায়াঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—মুকুলাবৃত-তমাগতরু-আশ্রিতা ভ্রমরীর ঞ্চায় যাহা, পুলক-  
ভূষিত-নারায়ণ-অঙ্গে নিবদ্ধ, অখিল বিভূতির আধার মঙ্গলদেবতা লক্ষ্মীর সেই  
অপাঙ্গলীলা আমার মঙ্গলদাত্রী হউন ॥ ১ ॥

মুখা মুহূর্বিদধতী বদনে মুরারেঃ,  
প্রেমত্রপাপ্রণিহিতানি গতাগতানি ।  
মালা দৃশোর্মধুকরীব মহোৎপলে যা,  
সা মে শ্রিয়ং দিশতু সাগর-সম্ভবায়াঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—কমলে মধুকরীর ঞ্চায় যিনি মুরারিবদনে প্রেম ও লজ্জার  
প্রেরণায় বারংবার গতায়াত করিতেছেন, কীরোদতনয়ার সেই মুখ দৃষ্টিধারা  
আমার সম্পৎপ্রদা হউন ॥ ২ ॥

বিশ্বামরেন্দ্র-পদ-বিভ্রম-দান-দক্ষ-  
মানন্দ-হেতুরধিকং মুররিদ্বিষোহপি ।  
ঈষন্নিবীদতু ময়ি ক্ষণমীক্ষণার্জ-  
মিন্দীবরোদর-সহোদরমিন্দিরায়্যাঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ইচ্ছিতমাত্রে সর্বদেবরাজ-ইন্দ্র-পদ প্রদান করিতে  
সমর্থ, যিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথেরও অধিক আনন্দহেতু, ইন্দ্রাদেবীর সেই নীল-  
কমল-গর্ভ-স্থলর অঙ্গটি আমাতে ঈষৎ নিপতিত হউন ॥ ৩ ॥



আমীলিতাক্ষমধিগম্য মুদা মুকুন্দ-  
 মানন্দ-কন্দমনিমেঘমনঙ্গতস্তম্ ।  
 আকেকর-স্থিত-কনীনিক-পক্ষ্ম-নেত্রং,  
 ভূতৈ ভবেশ্বম ভুজঙ্গশয়াঙ্গনায়াঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আনন্দে অর্ধ-নিমীলিত নয়ন, আনন্দ-মূল, মদনাবেশ-মুগ্ধ  
 নারায়ণকে লাভ করিয়া যিনি নিমেষশূন্য হইয়াছেন, বাঁহার তারা বক্রভাবে  
 অবস্থিত, শেষাঙ্গি-দয়িতার সেই পক্ষ্মল নয়ন আমার যেন ঐশ্বর্য্যসম্পাদন  
 করেন ॥ ৪ ॥

বাহ্যস্তরে মধুজিতঃ শ্রিতকৌস্তভে যা,  
 হারাবলীব হরি-নীলময়ী বিভাতি ।  
 কামপ্রদা ভগবতোহপি কটাক্ষমালা,  
 কল্যাণমাবহতু মে কমলালয়ায়াঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি কৌস্তভমণি-মণ্ডিত মধুহৃদন-বক্ষঃস্থলে, তাঁহারই  
 কাল রংএ রঞ্জিত হারাবলীর স্তায় শোভা পাইয়া থাকেন, ভগবানেরও মদন-  
 সম্পাদিনী কমলালয়ার সেই কটাক্ষমালা আমার কল্যাণবহা হউন ॥ ৫ ॥

কালান্মুদালি-ললিতোরসি কৈটভারে-  
 ধারাদধরে স্ফুরতি যা তড়িদঙ্গনেব । \*  
 মাতুঃ সমস্তজগতাং মহনীয়-মূর্ত্তি-  
 ভদ্রাণি মে দিশতু ভার্গবনন্দনায়াঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি জলধরমধ্যে সৌদামিনী-কমলিনীর স্তায়, কালান্মুদ-  
 রমণীয় নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে বিরাজ করেন, সমস্ত জগজ্জননী ভার্গবতনয়া লক্ষ্মীর  
 সেই অর্হণীর মূর্ত্তি আমার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৬ ॥

প্রাপ্তং পদং প্রথমতঃ খলু যৎ-প্রভাবা-

স্মাক্সল্যভাজি মধুমাখিনি মন্মথেন ।

ময্যাপতেত্তদ্বিহ মম্বরমীক্ষণার্দ্ধং,

মন্দালসং চ মকরালয়কন্ডকায়াঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—বাহার প্রভাবে পঞ্চশর, মঙ্গলাগর মধুসূদনে প্রথমতঃ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, বারিধি-তনয়ার সেই মন্দালস অর্দ্ধদৃষ্টি মম্বরভাবে (হিরভাবে) ইহজীবনে আমাতে নিপতিত হয়। (প্রণয়ীর প্রতি দৃষ্টি চঞ্চল, পুন্ড্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির,—কবি স্বয়ং পুন্ড্রভাবে মাতৃদৃষ্টির প্রার্থী) ॥ ৭ ॥

দগাদয়ানুপবনো দ্রবিণাস্থধারা-

মস্মিন্ন কিঞ্চন বিহঙ্গশিশৌ বিষণ্ণে ।

দুক্ষশ্মদ্বর্ষমপনীয় চিরায় দূরং

নারায়ণ-প্রণয়িনী নয়নাস্থ-বাহঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—করুণারূপ অমুকুল পবন-মিলিত, হরিপ্রিয়া-দৃষ্টিপাতরূপী মেঘ, চিরসঞ্চিত চক্ষুঃতাপ দূরে অপনীয় করিয়া বিহঙ্গ- (চাতক) শিশুরূপী যেন এই বিষণ্ণ অকিঞ্চনকে ধন-জলধারা প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

ইচ্ছা বিশিষ্টমতয়োহপি যয়া দয়ার্দ্ৰ-

দৃষ্ঠ্যা ত্রিবিষ্টপপদং স্থলভং লভন্তে ।

দৃষ্টিঃ প্রহৃষ্টকমলোদরদীপ্তিরিচ্ছাং,

পুষ্টিং কৃষীষ্ট মম পুষ্করবিষ্টরায়াঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**।—বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বাহার প্রীতিপাত্র হইয়াই তদীর করুণার্জ দৃষ্টিপ্রভাবে অনারাসে স্বর্গপদ লাভ করেন, সেই পদ্মাসনা লক্ষ্মীর প্রফুল্লকমলগর্ভ-কমনীয়া দৃষ্টি আমার অভিলষিত পুষ্টি সম্পাদন করুন ॥ ৯ ॥

গীর্দেবতেতি গরুড়ধ্বজসুন্দরীতি,

শাকন্তরীতি শশিশেখরবল্লভেতি ।

স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কেলিষু সংস্থিতায়ৈ,

তস্মৈ নমস্তিভুনৈকগুণোত্তরুণ্যে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**।—বিনি সৃষ্টিলাগর বাগ্‌দেবতা (ব্রাহ্মী শক্তি) এইরূপে,

হিঙিলীলায় গরুড়ক্ৰমশূন্যরী অর্থাৎ বৈষ্ণবী শক্তি, এইরূপে বা শাক্তরী এই-  
রূপে, এবং প্রেলয়লীলায় শশিশেখরবল্লভা অর্থাৎ কৃষ্ণাণী এইরূপে  
অবস্থিতা, ত্রিভুবনৈকেশ্বর নারায়ণের সেই তরুনীকে (লক্ষ্মীকে) প্রণাম  
করি ॥ ১০ ॥

শ্রুতৈ নমোহস্ত শুভকর্মফলপ্রসূতৈ,  
রতৈ নমোহস্ত রমণীয়গুণার্ণবায়ৈ ।  
শক্তৈ নমোহস্ত শতপত্রনিকেতনায়ৈ,  
পুষ্কৈ নমোহস্ত পুরুষোত্তমবল্লভায়ৈ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি শুভকর্মফলপ্রসবিনী শ্রুতিস্বরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ;  
যিনি রমণীয়-গুণ-সাগরায়মারূপা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি কমল-  
বাসিনী শক্তিরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি পুরুষোত্তমদয়িতা পুষ্টিরূপা, তাঁহাকে  
নমস্কার ॥ ১১ ॥

নমোহস্ত নালীক-নিভাননায়ৈ,  
নমোহস্ত দুহ্মোদধি-জন্ম-ভূতৈ ।  
নমোহস্ত সোমায়ুতসোদরায়ৈ,  
নমোহস্ত নারায়ণবল্লভায়ৈ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—(সেই) কমলাননাকে নমস্কার, ক্ষীরোদসমুদ্রকে নমস্কার,  
চন্দ্র ও অমৃতের সহোদরাকে নমস্কার, নারায়ণবল্লভাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সম্পৎ-করাণি সকলেজ্জিয়-নন্দনানি,  
সাত্বাজ্য-দান-বিভবানি সরোরুহাঙ্কি ।  
দ্বন্দ্বন্দনানি ছুরিতাহরণোদ্যতানি  
মামেব, মাতরনিশং কলয়ন্ত মাত্রে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—হে কমলনয়নে, মাত্রে, তোমার বন্দনা সম্পত্তিসম্পাদক,  
সর্বোজ্জিয়ার আনন্দদায়ক, সাত্বাজ্যদানে সমর্থ এবং পাপ-অপনয়নে সকল-উত্তম-  
সম্পদ ; মাতঃ, ঐ সকল বন্দনা সর্বদা যেন (কর্ত্তরূপে) আমাকেই আশ্রয়  
করে ॥ ১৩ ॥

যৎকটাক্ষসমুপাসনা-বিধিঃ,

সেবকশ্চ সকলার্থসম্পদঃ ।

সন্তনোতি বচনান্গমানসৈ-

স্ত্রাং মুরারিহৃদয়েশ্বরীং ভজে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ধাঁহার কটাক্ষলাভের জন্য উপাসনাবিধি সেবকের সর্ব-  
বিধ অর্থসম্পদ সম্পাদন করিয়া থাকে, নারায়ণ-হৃদয়েশ্বরী সেই তোমাকে কায়-  
মনোবাক্যে ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

সরসিজ-নিলয়ে সরোজ-হস্তে,

ধবলতমাংশুক-গন্ধ-মাল্য-শোভে ।

ভগবতি হরি-বল্লভে মনোজ্ঞে,

ত্রিভুবন-ভূতিকরি প্রসীদ মহম্ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কমলবাসিনি, হে কমলধারিণি, অতি শুভ্রগন্ধমাল্য-  
বস্ত্রশোভিতে, ভগবতি, ত্রিলোকেশ্বর্য্যবিধায়িনি, মনোরমে, ত্রিহরিবল্লভে, আমার  
প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৫ ॥

দিগ্ঘস্তিভিঃ কনক-কুন্তুমুখাবস্ফট-

স্বর্বাহিনী-বিমল-চারু-জল-প্লুতাস্মীম্ ।

প্রাতর্নমামি জগতাং জননীমশেষ-

লোকাধিনাথগৃহিণীমমৃতাক্ষিপুত্রীম্ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—দিগ্গজগণ, স্বর্ণকুন্তুমুখবিগলিত নির্মল স্বর্ণগলা-রমণীয়-  
গলিলে ধাঁহা অভ্যুৎকৃষ্ট্র সম্পাদন করে, অশেষলোকনাথগৃহিণী সুখা-  
সিদ্ধনন্দিনী সেই ত্রিজগজ্জননীকে প্রভাতে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কমলে কমলাক্ষবল্লভে ত্বং করুণাপূরতরঙ্গিতৈরপাঈঃ ।

অবলোকয় মামকিঞ্চনানাং প্রথমং পাত্রমকৃত্রিমং দয়ায়াঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পুণ্ডরীকাক্ষদয়িত্বে, কমলে, আমি অকিঞ্চনগণের  
প্রধান এবং দয়ার অকৃত্রিম পাত্র, করুণাপ্রবাহতরঙ্গিত অগাঙ্গে তুমি আমার  
প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ১৭ ॥

স্ববস্তি যে স্তুতিভিন্নমীভিন্নম্বহং

ত্রয়ীময়ীং ত্রিভুবনমাতরং রমাম্ ।

গুণাধিকা গুরুতরভাগ্যভাগিনো \*

ভবন্তি তে ভুবি বুধভাবিতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

কনকধারাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যাঁহারা ত্রয়ীময়ী ত্রিভুবনজননী রমাকে এই সকল স্তুতি-পত্রে প্রত্যহ স্তব করেন, ততলে তাঁহারা গুণাধিক এবং গুরুতর ভাগ্যের অধিকারী হইবেন এবং তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য বোদ্ধা ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ভগবান্ গোবিন্দের শিষ্য

শ্রীমৎশঙ্কর-ভগবানের রচনাতে কনকধারাস্তোত্র সমাপ্ত ।

## ত্রিপুরসুন্দরী-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ

কদম্ববনচারিণীং মুনি-কদম্ব-কাদম্বিনীং

নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্ ।

নবাসুররূহ-লোচনামভিনবাসুদশামলাং

ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুর-সুন্দরীমাত্রে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি কদম্ববনমধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেঘমালাস্বরূপা, যাঁহার নিতম্ব পর্কতকে জয় করিয়াছে, সুর-নিতম্বিনীগণ যাঁহার সেবা করেন, যাঁহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের স্তায় সুদৃশ্য, যিনি নবীন-নীরদের স্তায় শ্রামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুর-সুন্দরীর (ভক্তি সহকারে) আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ ॥

\* 'ভাগিনো' পাঠ বাণীবিলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

কদম্ব-বন-বাসিনীং কনক-বল্লকী-ধারিণীং,  
মহার্হ-মণি-হারিণীং মুখ-সমুল্লসদ্-বারুণীম্ ।  
দয়া-বিভব-কারিণীং বিশদ-লোচনীং চারিণীং,  
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবীণা ধারণ করি-  
তেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহের হার পরিধান করিয়াছেন, ষাঁহার মুখ-  
কমলে বারুণী উল্লসিত থাকে, যিনি দয়াবিভবকারিণী বিশদলোচনী অর্থাৎ  
নিশ্চল-জ্ঞানদায়িনী এবং সুন্দরগমনা ত্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর  
আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ২ ॥

কদম্ব-বন-শালয়া কুচ ভরোল্লসন্মালয়া,  
কুচোপমিত-শৈলয়া গুরু-কৃপা-লসদ্-বেলয়া ।  
মদারুণ-কপোলয়া মধুর-গীত-বাচালয়া,  
কয়াপি ঘনশীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনে গৃহ স্থাপন করিয়াছেন, ষাঁহার স্তনযুগলে  
মণিময় হার বিরাজমান আছে, ষাঁহার কুচযুগল গিরিবরের স্থায়, ষাঁহার মহতী  
কৃপা সর্বকালে বিরাজমান, ষাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরুণ, যিনি সর্বদা  
মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের স্থায় নীলবর্ণা, সেই প্রকার দেহ  
লীলাবশে আমাদের রক্ষাকবচ হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

কদম্ববনমধ্যগাং কনক-মণ্ডলোপস্থিতাং,  
ষড়শুরহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্ ।  
বিড়ম্বিত-জবারুচিং বিকচ-চন্দ্রচূড়ামণিং,  
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনমধ্যবর্তিনী, যিনি সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা  
আছেন, যিনি মূলাধারাদি ষট্চক্রপথে বাস করেন, যিনি সর্বদা সিদ্ধিবিকাশে  
সৌদামিনীতুল্যা, ষাঁহার দেহকান্তি জ্বাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে,  
ষাঁহার চূড়াতে পূর্ণচন্দ্র মণিস্বরূপে বিস্তমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী  
আমি সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

কুচাঞ্চিত-বিপঞ্চিকাং কুটিল-কুস্তলালঙ্কতাং,  
কুশেশয়-নিবাসিনীং কুটিলচিত্ত-বিদ্বেষিণীম্ ।  
মদারুণ-বিলোচনাং মনসিজারি-সন্মোহিনীং,  
মতঙ্গ-ম্ননি-কন্ঠকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি কুচোপরি বীণা রাধিয়া থাকেন, যিনি কুটিল কুস্তলে  
অলঙ্কতা, যিনি কমলাসনা, যিনি কুটিলহৃদয় লোকদিগের ঘেব করেন, বাহার  
লোচনযুগল সর্বদা মদবশে আরক্ত, যিনি মদনাসক্ত মহাদেবকেও মোহিত করি-  
য়াছেন, যিনি মতঙ্গমুনির কন্ঠরূপে আবর্তিত হইয়াছিলেন, আমি সেই মধুর-  
ভাষিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দু-নীলাম্বরাং,  
গৃহীত-মধুপাত্রিকাং মধুবিঘূর্ণ-নেত্রাঙ্কলাম্ ।  
ঘন-স্তন-ভরোন্নতাং গলিত-কুস্তলাং \* শ্যামলাং,  
ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- বাহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করা বিহিত, বাহার  
নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধু-  
পানে বাহার লোচন সর্বদা ঘূর্ণমান এবং স্তনদ্বয় অতি ঘন ও উন্নত, বাহার কেশ-  
পাশ আনুগায়িত, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর  
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৬ ॥

সকুঙ্কুম-বিলেপনামলকচুশ্বি-কস্তুরিকাং,  
সমন্দ হসিতেক্ষণাং সশর-চাপ-পাশাকুশাম্ ।  
অশেষ-জন-মোহিনীমরুণ-মাল্যভূষাম্বরাং,  
জবাকুসুমভাম্বরাং জপবিধৌ স্মরাম্যশ্বিকাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- বাহার অঙ্গে কুঙ্কুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, বাহার অলক-  
প্রাপ্ত কস্তুরচূর্ণে সজ্জিত, যিনি মন্দ হাস্যসহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যিনি চারি  
হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অকুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে  
মোহিত করেন, যিনি রক্তমালা, রক্তবর্ণ অলঙ্কার ও রক্তবসনে বিভূষিতা, বাহার

দেহকান্তি জবাপুষ্পের ত্রায় অতিশয় সমৃদ্ধ, সেই জগজ্জননীকে জপকার্যে আমি স্মরণ করি ॥ ৭ ॥

পুরন্দর-পুরস্কিকাং চিকুর-বন্ধ সৈরিস্কিকাং  
পিতামহ-পতিব্রতাং পটুপটীর-চর্চারতাম্ ।  
মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ্ ক্রিয়াকারিণীং,  
ভজামি ভুবনাস্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- যিনি পুরন্দরপুরের পুরস্কীষরূপা (ইন্দ্রাণী), যিনি কেশবন্ধনে সৈরিস্কী, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি (ব্রহ্মাণী), যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি উত্তম চন্দনে অলঙ্কিতা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা (বৈষ্ণবী), যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ বাহার দাসীকার্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা করি ॥ ৮ ॥  
ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সমাপ্ত ।

## ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি ললিতা-বদনারবিন্দং,  
বিস্বাধরং পৃথুল-মৌক্তিক-শোভি-নাসম্ ।  
আকর্গ-দীর্ঘ-নয়নং মণি-কুণ্ডলাঢ্যং,  
মন্দ-স্মিতং মুগমদোজ্জ্বল-ভাল-দেশাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ওষ্ঠাধর বিষকল সদৃশ, সুরহং মুক্তামণ্ডিত নাসা, ললাটে হৃগনাভির তিলক ও ( কর্ণে ) মণিকুণ্ডলযুক্ত, ঈষদহান্ত-শোভিত ললিতা-দেবীর ( ত্রিপুরসুন্দরীর ) মুখকমল আমি প্রভাতে স্মরণ করি ॥ ১ ॥

প্রাতঃভজামি ললিতা-ভূজ-কল্প-বল্লীং,  
রত্নাস্বলীয়-লসদঙ্গুলি-পল্লবাঢ্যাম্ ।

মাণিক্য-হেম-বলয়ান্নদ-শোভমানাং,  
পুণ্ড্র-সু-চাপ-কুসুমেষু-স্বগীর্দধানাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- রত্নময় অনুরীয়যোগে রঞ্জিত অঙ্গুলিপল্লবসম্পন্ন, মাণিক্য



ও স্বর্ণময় বলয় ও কেয়ূরে বিরাজিত, পুণ্ড্র নামক (পুড়ি আক) ইন্দুদণ্ড, পুষ্পবাণ ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশের ধারণস্থান ললিতাদেবীর বাহু-কল্প-লতাকে প্রাতঃকালে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নামামি ললিতা-চরণারবিন্দং,

ভক্তেষ্ঠদান-নিরতং ভব-সিন্ধু-পোতম্ ।

পদ্মাসনাদি-স্বরনায়ক-পূজনীয়ং,

পদ্মাকুশ-ধ্বজ-সুদর্শনলাঞ্ছনাঢ্যম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতদানে নিরত, সংসারসমুদ্রের পোতস্বরূপ, পদ্ম, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও সুদর্শনচিহ্নে অঙ্কিত, ব্রহ্মপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণের পূজনীয় ললিতাদেবীর চরণকমলে আমি প্রভাতে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ \* স্তুবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং,

ত্রৈয্যন্তুবেণ-বিভবাং করুণানবদ্যাম্ ।

বিশ্বস্য সৃষ্টি-বিলয়-স্থিতি-হেতুভূতাং

বিদ্যেশ্বরীং নিগম-বাক্যানসাতিদুরাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বেদান্ত-বিজ্ঞেয়-বিভূতি, করুণাগুণে প্রশংসিতা, শাস্ত্র, বাক্য ও মনের অগোচর, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, সর্ববিশ্বের ঈশ্বরী, পরমশিবা ভবানী ললিতাদেবীকে আমি প্রভাতসময়ে স্তুব করি ॥ ৪ ॥

প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম,

কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি ।

ত্রীশাস্ত্রবোতি জগতাং জননী পরেতি,

বাগ্‌দেবতেতি বচসা ত্রিপূরেশ্বরীতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ললিতে ! আমি প্রভাতকালে তোমার কামেশ্বরী, কমলা, মহেশ্বরী, ত্রীশাস্ত্রবী, জগজ্জননী, পরা, বাগ্‌দেবী ও ত্রিপূরেশ্বরী, এই সমস্ত নাম বাক্-ইন্দ্রিয়-যোগে, উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতান্বিকায়াঃ,

সৌভাগ্যদং স্থললিতং পঠতি প্রভাতে ।

তস্মৈ দদাতি ললিতা ঝটিতি প্রসন্না,

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনস্তকীৰ্ত্তিঞ্চ ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীভগবৎ-গোবিন্দ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতো

শ্রীললিতাপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি প্রভাতে জননী ললিতাদেবীর এই মনোহর পঞ্চশ্লোকগ্রন্থিত সৌভাগ্য-প্রদ স্তব পাঠ করে, ললিতাদেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তাহাকে বিদ্যা, শ্রী, বিমল আনন্দ ও অনন্ত কীৰ্ত্তি প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

উগদভানু-সহস্র-কোটিসদৃশীং কেয়ুর-হারোজ্জ্বলাং,

বিশ্বোষ্ঠীং স্থিত-দন্তপঙ্ক্তি-রুচিরাং পীতাম্বরালঙ্কৃতাম্ ।

বিষ্ণু-ব্রহ্ম-সুরেন্দ্রে-সেবিতপদাং সত্ত্বস্বরূপাং শিবাং,

মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্যাবারাং নিধিঞ্চ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার কান্তি যুগপৎপ্রদিত কোটিসহস্র সূর্য্যের জ্বার, কেয়ুর ও হারে যিনি বিভূষিত, ঐহার গুষ্ঠ বিষকল সদৃশ লোহিতবর্ণ, যিনি ঈষদ্ হান্তসম্বিত দন্তরাজিতে রমণীরা, যিনি পীতাম্বরে শোভিত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও দেবরাজ ঐহার পদসেবা করেন, যিনি তত্ত্বরূপা (ব্রহ্মস্বরূপা) ও কল্যাণময়ী, আমি সেই করুণা-বারিষি মীনাক্ষীদেবীকে সতত প্রণাম করি ॥ ১ ॥

মুক্তাহার-লসৎ-কিরীট-রুচিরাং পূর্ণেন্দু-বস্ত্র-প্রভাং,  
 শিঞ্জমূ-পূর-কিক্কিণী-মণিধরাং পদ্মপ্রভা-ভাস্বরাম্ ।  
 সৰ্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদাং গিরিসুতাং \* বাণী-রমা-সেবিতাং,  
 মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥২॥

অনুবাদ :- যিনি মুক্তাহার ও উজ্জ্বল কিরীটে সুশোভিতা, ষাঁহার বদন-  
 শোভা পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ, চরণধৃত মণিময় নুপুর ও কিক্কিণী রুণ রুণ ধ্বনি করিতেছে  
 এবং উজ্জ্বল লাবণ্য কমলতুল্য ; লক্ষ্মী-সরস্বতী-সেবিতা সৰ্ব্বাভীষ্টফলদায়িনী সেই  
 করুণাবারিধি পার্শ্বতী মীনাক্ষী দেবীকে সৰ্বদা প্রণাম করি ॥ ২ ॥

শ্রীবিদ্যাং শিব-বামভাগ-নিলয়াং হ্রীষ্কার-মস্ত্রোজ্জ্বলাং,  
 শ্রীচক্রাঙ্কিত-বিন্দু-মধ্য-বসতিং শ্রীমৎ-সভা-নায়কীম্ ।  
 শ্রীমৎ-মথু-খ-বিন্য়রাজ-জননীং শ্রীমজ্জগন্মোহিনীং,  
 মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৩॥

অনুবাদ :- যিনি শ্রীবিদ্যারূপা, শিবের বামভাগে ষাঁহার অবস্থান, যিনি  
 হ্রীং-মস্ত্রে সমুদ্ভাসিত অর্থাৎ হ্রীং ষাঁহার বীজমন্ত্র, শ্রীচক্রান্তর্গত বিন্দুমধ্যে যিনি  
 অধিষ্ঠিতা, শ্রীমৎ সভানায়ক মহেশ্বরের মহাশক্তি এবং শ্রীমৎ কার্ত্তিকেশ্বর ও বিষ্ণুস্বর  
 গণপতির জননী, সেই বিশ্বমোহিনী করুণাবারিধি শ্রীমতী মীনাক্ষী দেবীকে  
 আমি সতত প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শ্রীমৎ-সুন্দর-নায়কীং ভয়-হরাং জ্ঞান-প্রদাং নিশ্চলাং,  
 শ্যামাভাং কমলাসনার্চিত-পদাং নারায়ণশ্রানুজাম্ ।  
 বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-বাঢ়-রসিকাং নানাবিধাঙ্ঘ্রিকং,  
 মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৪॥

অনুবাদ :- যিনি শ্রীমৎ সুন্দরেশ্বর শিবের পত্নী, ভয়হারিণী, জ্ঞানপ্রদা,

\* বিশেষ কথা,—এখানে ‘গিরিসুতাং’ পদটি লক্ষ্য করিতে হইবে। গিরিসুতা-বাণী-রমা-  
 সেবিতাং পঠ হইলে পরবর্ত্তী মীনাক্ষী-স্তোত্রের সহিত একার্থ হয়, নতুবা কিক্কিণ বিরোধ হয়।  
 সেই স্তোত্রে কথিত আছে, ‘তিনি পার্শ্বতী-পূজিতা এবং মলয়ধ্বজের কস্তা’ এই বে  
 আপাত-বিরোধ, তাহার মীমাংসা এই যে, কুমারী অবস্থায় পার্শ্বতী আত্মশক্তির পূজা করেন,  
 তখন তিনি অংশব্রূপা ছিলেন, শিববিবাহান্তে তিনি পূর্ণ লভ করেন, তখন পূর্ণ আত্মশক্তি  
 মীনাক্ষী ও পার্শ্বতী একই হওয়ায় এখানে তাঁহাকে গিরিসুতা অর্থাৎ পার্শ্বতী বলা হইয়াছে।

নির্মলা ও শ্রীকৃষ্ণভগিনী, ব্রহ্মা ষাঁহার পাদপদ্ম পূজা করেন, 'যিনি শ্রামকাস্তি, বীণা-বেণু-মৃদঙ্গবাত্তপ্রিয়, বিবিধ কৰ্ম্মপ্রবর্তিকা করুণাবারিধি সেই মীনাঙ্কী-দেবীকে আমি সৰ্বদা প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নানায়োগি-মুনীন্দ্র-হৃদ্রবসতিং নানার্থসিদ্ধিপ্রদাং,

নানাপুষ্পবিরাজিতাজ্জি-যুগলাং নারায়ণেনার্চিতাম্ ।

নাদ-ব্রহ্মময়ীং পরাং পরতরাং নানার্থ-তত্ত্বাত্ত্বিকাং,

মীনাঙ্কীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥ ৫ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্ত্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

মীনাঙ্কীপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—বহু যোগী ও মুনি প্রবরগণের হৃদয়-মন্দিরে ষাঁহার অবস্থান, যিনি নানাপ্রকার অর্থসিদ্ধিপ্রদাত্রী, ষাঁহার পদযুগলে নানারূপ পুষ্প বিরাজিত, নারায়ণ-পূজিতা নাদ-ব্রহ্মময়ী, পরাংপরতরা নানা পদার্থতত্ত্বস্বরূপা করুণা-বারিধি সেই মীনাঙ্কী দেবীকে আমি সৰ্বদা প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

মীনাঙ্কীপঞ্চরত্ন স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## মীনাঙ্কী-স্তোত্রম্ । \*

শ্রীবিদ্যে শিব-বামভাগ-নিলয়ে শ্রীরাজরাজার্চিতৈ

শ্রীনাথাদি-গুরুস্বরূপ-বিভবে চিস্তামণিপীঠিকে ।

শ্রী-বাণী-গিরিজা-নুতাজ্জি-কমলে শ্রীশাস্ত্রাব শ্রীশিবে

মধ্যাহ্নে মলয়ধ্বজাধিপ-স্নতে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—হে শ্রীবিদ্যে, শিবের বামভাগে তোমার স্থান ; হে কুবের-পূজিতে, তোমারই বিত্তুতি শ্রীনাথাদি গুরুস্বরূপ ; চিস্তামণিপীঠে তুমি অধিষ্ঠিতা ;

\* ত্রিপুরসুন্দরী আত্মশক্তি, তাঁহার তিন অংশ ;—লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কুমারী পার্শ্বতী । স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরীই গোড়মগধাধিপতি মলয়ধ্বজ-রাজের ছহিতা রাজরাজেশ্বরীরূপে অবতীর্ণা হইলেন ; তাঁহার বৌগিক নাম মীনাঙ্কী, সংক্ষিপ্ত নাম মীনা । স্বয়ং পরব্রহ্ম হৃদয়ের শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়া মীনাঙ্কীকে বিবাহ করেন । এই যে আত্মশক্তি, ও পরব্রহ্মের লীলা, ইহার বিত্তুত বিবরণ মীনাঙ্কী-বাহায়ে আছে । দাক্ষিণাত্যদেশে মাছুরা সহরে মীনাঙ্কী দেবীর মন্দির আছে । পার্শ্বতী শিবপরিণীতা হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ; সেই ভবানীমূর্ত্তিও ত্রিপুর-সুন্দরীর লীলা-মূর্ত্তি ।

লক্ষী, সরস্বতী এবং পার্শ্বতী তোমার চরণ-কমলের স্তব করিয়াছেন। হে শ্রীশান্তবি, হে শ্রীশিবে, হে রাজা মলয়ধ্বজের তনয়রূপে অবতীর্ণা 'মীনাম্বিকে', অর্থাৎ জননি মীনাক্ষি, মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

**অাবশ্যক বাখ্যা।**—এই স্তোত্রমধ্যে প্রত্যেক শ্লোকেই কর্ণপদ ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পদই সম্বোধনরূপে প্রযুক্ত, শেষ শ্লোকে কেবল অসম্বোধন বহু পদ আছে, সম্বোধন পদের অর্থানুসারে বাক্য-বিশ্লেষণ, ভাষা-সরসতার জন্ত অনুবাদে করা হইয়াছে, সর্বত্র সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে রক্ষার অর্থ, আহারশুদ্ধি সম্পাদন কর। আহারের কাল মধ্যাহ্ন,—এই সময়ে আত্মশক্তির রূপাকটাক্ষপাত না হইলে আহারশুদ্ধি-লাভ অসম্ভব। আহারশুদ্ধি না থাকিলে সবশুদ্ধি হয় না, অশুদ্ধ আহারে পাতিত্য পর্য্যন্ত হয়। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই যে ভোজনাপেক্ষী, সেই ভোজন যদি আত্মশক্তির রূপায় সবশুদ্ধির অনুকূল হয়, তাহা হইলে ধান-ধারণাদি সকলই সুচারু সম্পন্ন হয়। এই কারণে মধ্যাহ্নে রক্ষার প্রার্থনা হইয়াছে ॥ ১ ॥

চক্রস্থেহচপলে চরাচর-জগন্মাথে জগৎপূজিতে

অর্তালীবরদে নতাভয়করে বক্ষোজ-ভারাস্বিতে ।

বিগ্ধে বেদকলাপ-মৌলি-বিদ্বিতে বিদ্যুল্লতাবিগ্ধে

মাতঃ পূর্ণ-সুধারসাদ্র'-হৃদয়ে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে ঐচক্রস্থিতে, তুমি স্থিরা, চরাচর জগতের তুমিই অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বপূজিতা, হে অর্তিজনে বরদায়িনি, প্রণত-জন-ভয়হারিণী, হে স্তনভারবিনশ্রে বিগ্ধে, শ্রুতি-সমূহের শিরোভাগ (উপনিষৎ শাস্ত্র) কেবল তোমাকে জ্ঞাত আছেন, তোমার মূর্তি বিদ্যুল্লতা-সদৃশ, হে পূর্ণ-সুধা-রসাদ্র'-হৃদয়ে মাতঃ মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

**বিশেষ কথ্য।**—অঙ্কিত ঐচক্রবিগ্ধা বাহুপূজার বস্ত্র, অন্তর্ধাগে ঐচক্র পৃথক্, মূলধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে বিস্তৃত। মূলে বক্ষোজভারাস্বিতে আর অনুবাদে স্তনভারবিনশ্রে আছে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, স্তবের মধ্যে এই বিশেষণ কি জন্ত? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিজগজ্জননীর সকল সন্তানের পানোপযোগী স্তন্য সেই স্তন্যগুলে আছে, এই মাতৃভাবটা মনে আনিবার জন্তই স্তনভারের কথা এই স্থানে এবং অন্তর্গত আছে ॥ ২ ॥

কোটীরাঙ্গদ-রত্ন-কুণ্ডলধরে কোদণ্ড-বাণাধিতে  
কোকাংকার-কুচদ্বয়োপরি-লসৎ-প্রালম্ব-হারাধিতে ।  
শিঞ্জমূপুর-পাদ-সারস মণি-শ্রী-পাছুকালকূতে  
মদারিদ্ৰ্য-ভূজঙ্গ-গারুড়-খগে মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :**—হে কীরীট-কেয়ূর-রত্ন-কুণ্ডলভূষণে, ধনুর্ধার-ধারিণি, তোমার চক্রেবাক-যুগলারূতি স্তন-বৃগলের উপর ‘প্রালম্ব’ (কণ্ঠদেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত) হার শোভা পাইতেছে, নূপুর-ধ্বনি-যুক্ত-চরণকমল-বিজ্ঞপ্ত মণিময় শ্রীপাছুকার দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত এবং আমার দারিদ্ৰ্য-ভূজঙ্গ-বিনাশে তুমি গরুড়-বংশজাতা পক্ষিনী সদৃশী, (তাই) হে মীনাস্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মেশাচ্যুত-গীয়মান-চরিতে প্রেতাসনাস্থস্থিতে  
পাশোদক্কুশ-চাপ-বাণ-কলিতে বালেন্দু-চূড়াধিতে ।  
বালে বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়নে বালার্ককোট্যুজ্জ্বলে  
মুদ্রারাদিত-দেবতে ‡ মুনি-নুতে † মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ :**—(জননি!) ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু তোমার চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন, তুমি শবাসনে আসীন, পাশ, উজ্জীকৃত অক্কুশ, ধনুঃ ও বাণ, তোমার হস্তে বর্তমান, নবীন শলিখণ্ড তোমার শিরোভাগে শোভমান, হে বালে, তোমার নয়ন কুরঙ্গ-শাবকনয়নবৎ চঞ্চল, উদীয়মান কোটি দিবাকরের স্থায় তোমার উজ্জল জ্যোতিঃ আর তুমি মুদ্রা দ্বারা আরাধিতা দেবতা; হে মুনিগণস্তুতে মীনাস্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

**বিশেষ কথা ।**—ত্রিপুরার ভেদত্রয় তন্ত্রশাস্ত্রে আছে;—বাল, ঐশ্বরী ও স্কন্দরী। এই স্ততি-পণ্ডে তাঁহাকে ‘বাল’ নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। মুনিহুতে পাঠ হইলে তাহার অর্থ—হে কাত্যায়নি, অপর লীলার কাত্যমূরির কল্পরূপে পরিচিতা কাত্যায়নী—আত্মশক্তি মীনাক্ষী ॥ ৪ ॥

‡ দেবতে—পাঠান্তর।

† মুনি-হুতে—পাঠান্তর।

গন্ধর্ব্বামর-যক্ষ-পন্নগ-মুতে গঙ্গাধরালিঙ্গিতে  
 গায়ত্রী গরুড়াসনে কমলজে স্থশ্যামলে স্থস্থিতে ।  
 খাতিতে খলদারু-পাবকশিখে খণ্ডোতকোট্যঙ্কলে  
 মন্ত্রারাধিত-দেবতে মুনিমুতে মাং পাহি মীনাষিকে ॥৫॥

**অনুবাদ** ।—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ তোমাকে স্তব করিয়া থাকে, তুমি  
 গঙ্গাধরের আলিঙ্গনে অবস্থিত। অর্থাৎ রুদ্রাণী, তুমিই গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাণী,  
 তুমিই গরুড়াসনা ক্ষীরোদসমুদ্রা অর্থাৎ বৈষ্ণবী, তুমিই স্থস্থিত। শ্রীমা, তুমি  
 ইন্দ্রিয়ের অতীতা ( বা গগনমণ্ডলের অতীতা ), তুমিই ধূলস্বরূপ দারুচয়ের পক্ষে  
 বহুশিখা-স্বরূপা, কোটিখণ্ডোতবৎ সমুজ্জ্বলা ও মন্ত্র সহযোগে আরাধিতা দেবতা ;  
 হে মুনিগণ-স্ততে মীনাষিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

নাদে নারদ-তুস্মুরাণবিনুতে নাদান্তনাদাঙ্ঘিকে  
 নিত্যে নীললতাঙ্ঘিকে নিরুপমে নীবারশূকোপমে ।  
 কাস্তে কামকলে কদম্ব-নিলয়ে কামেশ্বরাক্ষ-স্থিতে  
 মদবিগ্ধে মদভীষ্ট-কল্প-লতিকে মাং পাহি মীনাষিকে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে নিত্যে ! নারদ, তুস্মুর প্রভৃতি ( নাদজগণ ) নাদমধ্যে  
 তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, তুমি নাদান্ত অর্থাৎ বিন্দু এবং নাদস্বরূপা, হে  
 নীললতারূপিণি ! অর্থাৎ তারারূপিণি ! তোমার উপমা নাই, তুমি নীবার-শূকের  
 স্তায় হস্তা, তুমি কমলীয়া কামকলা ( কামশক্তি রতিদেবী ), কদম্ববনে তোমার  
 আলয়, তুমি কামেশ্বর শিব-অঙ্গে অবস্থিত, তুমি আমার বিদ্যা এবং আমার অভীষ্ট-  
 দানে কল্পলতা, ( তাই প্রার্থনা ) হে মীনাষিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

**বিশেষ কথা** ।—নাদ ধ্বনিবিশেষ, স্বর, রাগ এবং সঙ্গীত নাদ ব্যতীত  
 হইতেই পারে না । সঙ্গীতদামোদরে উক্ত আছে—“আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো  
 নাভের্কং সমুচ্চরন্ । সুখেহতিব্যক্তিমায়াতি বঃ স নাদ ইতীরিতঃ ॥ ন নাদেন  
 বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ । ন নাদেন বিনা রাগন্ত্ৱানাদাঙ্ঘকং জগৎ ॥”  
 অর্থাৎ শরীরাত্মকরূপ আকাশ, অগ্নি ও বায়ুযোগে এই নাদ উৎপন্ন, নাতি হইতে  
 ইহার আয়ত্ত, সুখে অভিব্যক্ত, এইরূপ ধ্বনিই নাদনামে অভিহিত । নাদ ব্যতীত  
 গীত, স্বর ও রাগ হয় না। অতএব জগৎ নাদময় ।

দেবর্ষি নারদ ও তুস্মুর-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সঙ্গীতজগুগণ নাদের সাধক । এই নাদ

বহু বীজময়ের উপাস্ত্য অবয়বরূপে কথিত, ইহার চিহ্ন অর্ধচন্দ্র, ইহার পরই বিন্দু যোজিত হয়। সপ্তম ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি, ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত, এই নাদ অল্পচার্য্য বর্ণ, বিন্দুযোগে অল্পস্বারবৎ উচ্চারণীয়।

জগৎ বিবিধ ;—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্র জগৎ মানব-দেহ। ক্ষুদ্র জগতে নাদের উদ্ভব এবং তাহার স্বরূপ ও মহিমা সঙ্গীতদামোদরে কথিত। বৃহৎ জগৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; ইহার মূলে যে নাদের সম্বন্ধ আছে, তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে :—

“সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বর্যং।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্ভবঃ।”

ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু। এই বিন্দু হইতে বর্ণক্রমে জগৎসৃষ্টি কথিত হইয়াছে। জগৎ যে নাদসমুদ্ভূত, তাহা বেদসম্মত। ব্রহ্মহত্ব দেবতাধিকরণ ১।৩।২৮ শারীরক ভাষ্যে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। সেই নাদ ও বিন্দু বীজময়ে অভিব্যক্ত, নাদ অল্পচার্য্য, বিন্দুযোগে অল্পস্বারবৎ উচ্চার্য্য। শক্তিসমুদ্ভূত প্রথম নাদ ও নাদপরবর্ত্তী প্রথম বিন্দুর যোগে মন্ত্রসকল দেবতাব প্রাপ্ত হয়েন, দেবী মীনাক্ষী সেই নাদবিন্দুস্বরূপা ॥ ৬ ॥

বীণা-নাদ-নিমীলিতাঙ্ক-নয়নে বিস্রস্ত-চুলী-ভরে

তান্মূলারুণ-পল্লবধর-যুতে তাড়ক-হারাশ্রিতে।

শ্রামে চন্দ্র-কলাবতংস-কলিতে কন্তুরিকা-ফালিতে

পূর্ণে পূর্ণ-কলাভিরাম-বদনে মাং পাহি মীনাক্ষিকে ॥ ৭ ॥

অম্বুবাদ।—হে শ্রামে ! বীণানাদ-প্রবলস্থখে তোমার অর্ধনয়ন নিমীলিত, কেশপাশ বিস্রস্ত, তোমার অধরপল্লব তান্মূলরাগে রঞ্জিত, ( কর্ণে ) তাড়ক, ( কর্ণে ) হার, শিরোদেশে চন্দ্রকলা, ললাটে মৃগনাভি-তিলক ; হে পূর্ণচন্দ্রবদনে ! পূর্ণে ! মীনাক্ষিকে ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

বিশেষ অঙ্কণ।—ত্রিপুরসুন্দরীর মূলবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যাসদৃশ, লীলা-মূর্ত্তির বর্ণ বিবিধ, শ্রামবর্ণ অস্ত্রতম, তাই ‘শ্রামে’ সম্বোধন। তাড়ক কর্ণভূষণ এখন নারীমণ্ডলীতে প্রচলিত নাই ; ইহার নাম “কাণ-তড়কা”, প্রতিমার সাজে এই অলঙ্কার এখনও ব্যবহৃত হয় ॥ ৭ ॥

\* “তাড়ক” পাঠ মূর্ত্তিত পুত্বে কৃষ্ট হয়।



শব্দব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী জ্যোতির্ময়ী বাঙ্নয়ী  
 নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী তত্ত্বময়ী চিন্ময়ী ।  
 তত্ত্বাতীতময়ী পরাৎপরময়ী মায়াময়ী শ্রীময়ী  
 সর্বৈশ্বর্যময়ী সদাশিবময়ী মাং পাহি মীনাস্থিকে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোবিন্দ-  
 ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
 মীনাক্ষীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—মাতঃ মীনাক্ষি ! তুমি শব্দব্রহ্মময়ী-স্বাবর ও জঙ্গম বাহা  
 কিছু, দে সমস্তই তোমা হইতে অতিরিক্ত নহে, তুমি জ্যোতির্ময়ী, তুমি বাঙ্নয়ী,  
 তুমি নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, “তত্ত্বং”-পদার্থ, তুমিই চিন্ময়ী, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত  
 তত্ত্বও তুমি, তুমিই মায়াময়ী এবং শ্রীময়ী, তুমিই সর্বৈশ্বর্যরূপা ও সদাশিবস্বরূপা  
 (অতএব বিজ্ঞাদি সর্ববিষয় রক্ষা করিবার শক্তি তোমারই আছে, তাই প্রার্থনা  
 করিতেছি) আমাকে রক্ষা কর ।

**বিশেষ কথা ।**—মূলে “তুমি” কথা নাই, কিন্তু অর্থে তাহার যোজনা  
 আবশ্যক ; সংস্কৃতে একবার “ত্বং” অধ্যাহারেই তাহা সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনুবাদে  
 তাহাতে ছুরুহতা হইবে মনে করিয়া বহুবার “তুমি” শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে ।  
 মূলের “ময়ী” অনেক, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদে কিছু কমাইয়াছি ॥ ৮ ॥

ইতি মীনাক্ষী-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

চাঞ্চল্যারুণ-লোচনাধিত-কৃপা-চন্দ্রাৰ্দ্ধ-ঃ চূড়ামণিঃ

চারুশ্বেত-মুখাং চরাচরজগৎ-সংরক্ষণীং তৎপদাম্ ।

চঞ্চলচম্পক-নাসিকাগ্র-বিলসন্মুক্তামণী-রঞ্জিতাং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহার আরক্ত নয়নে চঞ্চলতা দ্বারা কৃপা অভিযাক্ত, অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার চূড়ামণি, দোহলামান চম্পকাকৃতি স্বর্ণভূষণভূষিত নাসিকার অগ্রভাগ দিব্যমুক্তা-বিরাজিত হইয়া যাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে, সেই শ্বেত-চারু-বদনা, চরাচরজগৎ-পালিনী, তৎপদপ্রতিপাত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপা শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

কন্তুরী-তিলকাধিতেন্দু-বিলসৎ-প্রোদ্-ভাসি-ভাল-স্থলোঃ

কর্পূর-দ্রব-মিশ্র-চূর্ণ-খদিরামোদোল্লসদ্-বাটিকাম্ ।

লোলাপাঙ্গ-তরঙ্গিতৈরধিকৃপা-সারৈর্নর্তানন্দিনীং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহার কন্তুরীতিলকযোগে শোভমান শশিকলা-সমুদ্ভাসিত স্বভাবসুন্দর ললাট, মুখে কর্পূরদ্রবসংযুক্ত স-চূর্ণ খদির-মুরতি তাৎপূল, করুণা-পূরিত অচল অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রণত জনগণের আনন্দবিধায়িনী সেই শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী মাতাকে ভাবনা করি ॥ ২ ॥

রাজশম্ভ-মরাল মন্দগমনাং রাজীব-পত্রেক্ষণাং

রাজীব-প্রভবাদি দেব-মুকুটৈরজ্যৎ-ণ পদান্তোরুহাম্ ।

রাজীবায়তমণ্ড-ঃ মণ্ডিত-কুচাং রাজাধিরাজেশ্বরীং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহার স্তম্ভম ধীরগমন মন্তমরালগমনতুল্য, নয়ন পদ্মপলাশ-সদৃশ, পাদপদ্ম পদ্মবোনিপ্রমুখ দেবতাগণের মুকুটনিচয়ে রঞ্জিত এবং স্তনবৃগল

\* 'কৃপা-চন্দ্রাৰ্দ্ধ' পাঠ বৃত্তিত পুথকে আছে ।

† 'রাজৎ' পাঠ বৃত্তিত পুথকে আছে ।

‡ রাজীবায়তমন্ম ইতি পাঠান্তর ।

প্রকৃতকমলবৎ আয়ত ও মধুরগুচ্ছে ভূষিত, সেই ত্রিশৈলস্থলবাসিনী শ্রীমাতা ভগবতী রাজরাজেশ্বরীকে ভাবনা করি ॥ ৩ ॥

ষট্-তারং গণ-দীপিকাং শিব-সতীং ষড়্-বৈরি-বর্গাপহাং,  
ষট্-চক্রাস্তর-সংস্থিতাং বরসুধাং ষড়্-যোগিনী-বেষ্টিতাম্ ।  
ষট্-চক্রাঙ্কিত-পাছুকাঙ্কিত-পদাং ষড়্-ভাবগাং ষোড়শীং  
ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ষট্‌তারা ও গণদীপিকা নামে কথিত, যিনি মহাদেবের সহধর্মিণী, যিনি কামাদি ষড়্‌রিপুকে সংহার করেন, (জীবশরীরস্থিত) ষট্‌চক্র-ভাস্তরে ষাঁহার অধিষ্ঠান, যিনি পরমায়ুতরুণিণী, (ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, সাকিনী, শাকিনী, ও হাকিনী) এই ছয়টি যোগিনী ষাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, (ষোড়শদল চক্র, অষ্টদল চক্র, চতুর্দশার চক্র, বহির্দশার চক্র, অন্তর্দশার চক্র এবং অষ্টার চক্র) এই ষট্‌চক্রস্থিত পাছুকাতে ষাঁহার পদদ্বয় বিস্ত্রমান, যিনি ষড়্‌ভাবের (জন্ম, বিস্ত্রমানতা, বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন ও ধ্বংস এই ছয় অবস্থার) অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ষোড়শীরূপা, সেই ত্রিশৈলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে আমি ভাবনা করি ॥ ৪ ॥

**বিশেষ কথা ।**—ষট্‌তারা—ছয়টি তার অর্থাৎ প্রণব ষাঁহার মন্ত্রমুর্তিতে বিস্ত্রমান, তিনি ষট্‌তারা । তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—

ঐশ্বর্য বাগ্‌ভবাত্মৈশ্চ ঈশ্বরী তারমম্মথৈঃ ।

আত্মভূতৈস্তিত্তমানা স্থলরী ষড়্‌বিধা ভবেৎ ॥

ত্রিপুরস্থলরীর বীজমন্ত্রপূর্ণ এই তান্ত্রিক বচনের ব্যাখ্যা করিব না, কেবল ‘ষট্’ আর ‘তার’ এই দুইটি পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ।

**গণ-দীপিকা ।**—গণ এবং কূট একার্থক শব্দ ; ত্রিপুরস্থলরীমন্ত্র ত্রিকূট, ‘দীপনী’ বিজ্ঞা প্রত্যেক কূটেরই আছে । মন্ত্রসমূহের দীপ্তি সম্পাদন করেন বলিয় এই বিজ্ঞার নাম ‘দীপনী,’ মন্ত্রের বীর্ষ্যই দীপ্তি । তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

‘এবা তু দীপনী বিজ্ঞা অজপা প্রাণরূপিণী

দীপনেনৈব ব্রহ্মাঃ সর্বো মজ্জা বীর্ষ্যবস্তো ভবন্তি ।’ ত্রিকূটমন্ত্রের পূর্বে উচ্চারণীয় পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র দীপনী বিজ্ঞা । মন্ত্রগণের দীপ্তিবিধানিনী বলিয়া দীপনীই গণদীপিকা নামে গৃহীত হইয়াছে ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সকল মঠ স্থাপন করেন, তৎসমুদায়ের বৈশিষ্ট্য—চন্দ্র-মৌলীধর শিব এবং ঐচক্র। ঐচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা হয়। ললিতা-পঞ্চরত্ন, সারদা-ভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র, ভ্রমারীষাষ্টক, মীনাক্ষী-স্তোত্র, মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন সমস্তই ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব; এতদ্ভিন্ন ‘আনন্দলহরী’ এতদ্বিষয়ে সৰ্ব্বপ্রধান স্তব। ত্রিপুরসুন্দরী,—ঐবিভা, রাজরাজেশ্বরী, ঘোড়শী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আর একটি নাম বাঙ্গালার বর্তমানে প্রসিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই নামটি হইতেছে—‘ললিতা’। ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্য ভগবান্ আচার্য্যেরই রচিত। প্রথমোক্ত পাঁচখানি ক্ষুদ্র স্তোত্র-গ্রন্থে সেই ভাষ্যোক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ, ধ্যান, মন্ত্ররহস্ত ও চক্রের স্থচনা আছে। সেই স্থচনা বা স্থত্রের যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহার স্পষ্ট আভাস আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরীমূলে আছে।

জীবের যে বড়তা বা ছয় অবস্থা—জন্ম, বিত্তমানতা প্রভৃতি, তাহা শক্তির অধিষ্ঠানেই সামর্থ্যবৃত্ত, চেতন জীবকে সেই অচেতন অবস্থা যেন অধীন করিয়া রাখে, ইহা কি কম সামর্থ্যের কথা। ৪।

‘বট্-চক্রান্তর-সংস্থিতাং’ মূল পস্তুর দ্বিতীয়পাদস্থ বাক্যের অর্থবাদ—‘(জীব-শরীরস্থিত) বট্-চক্রান্তরে বাহার অধিষ্ঠান’ এই বট্-চক্রের নাম মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শরীরান্তরে বায়ুগ্রহি এবং বায়ুর উৎপত্তিস্থিতিস্থান আছে, নির্গম ও প্রবেশের জন্ত বিভিন্ন নাড়ী আছে, উৎপত্তিস্থান গুহদেশস্থ মূলধার, তাহার পর ক্রমে লিঙ্গমূল, নাভিমণ্ডল, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ক্রমধা,—স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটি চক্রের স্থান; চক্রসমূহ বায়ুগ্রহি বা বায়ুর আবর্ত, বায়ুর মধ্যোই স্থল তেজ থাকায় শাস্ত্রে ঐ সকল চক্রের বর্ণ-নির্দেশ আছে। আত্মাশক্তি ঐ সকল চক্রে আছেন, কারণ, জগতে যে কিছু শক্তি দেখা যায়, তাহার মূলপ্রস্রবণ আত্মাশক্তি। বায়ু যে আবর্ত-কৃত-সরিবেশ-বলে দেহকে জীবিত রাখিয়াছে, সেই বল বা শক্তির মূল শক্তি সেখানে আছেন, তিনিই মাতা আত্মাশক্তি। এই স্থলতত্ত্বের মূল বিবৃতি আনন্দলহরী ৯ শ্লোকের পাদটীকার দ্রষ্টব্য। এই পস্তুর ৩য় পাদে আর একটি বট্-চক্র শব্দ আছে, অর্থবাদে বেট্টনীমধ্যে তাহার উল্লেখ আছে, সেগুলি কি এবং কোথায়, তাহা এই স্থানে বলিতেছি :—ঐচক্রের উল্লেখ স্তবমধ্যে অনেক স্থানে আছে, সেই ঐচক্র বহিঃপূজার বস্ত্র, তাহার অঙ্কনপ্রণালী আনন্দ-লহরীতে সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তাহাই নামমাত্রে জ্ঞাপিত। সেই বস্ত্রে বাহিরে ঘোড়শদল-পদ্ম আর অভ্যন্তরে অষ্টদলপদ্ম ও মধ্যো উৰ্দ্ধ ও অধোমুখ ৯টি ত্রিকোণ রেখার

৪৩টি কোণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধ্যস্থ কোণ বাদ দিয়া অপর ৪২ কোণই চতুর্দশার চক্র ইত্যাদিরূপে সংগৃহীত;—মধ্য কোণ ও বিন্দু, মহাশক্তির স্থান, অত্র ৪২ স্থানে তাঁহার পাঁচকাশক্তি। আনন্দলহরী ১:১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ৪।

শ্রীনাথাদৃত-পালিত-ত্রিভুবনাং শ্রীচক্রসম্ভারিণীঃ

জ্ঞানাসক্ত-মনোজ-যৌবন-লসদ্-গন্ধর্ব্বকন্যাচ্চিত্তাম্ । \*

দীনানামতিবেল-ভাগ্য-জননীং দিব্যাস্বরালঙ্কতাং

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনাং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—শ্রীশব্দযোগে ‘নাথ’সমূহস্বরূপ স্থানে যিনি আদৃত, (সংহারপ্রাপ্ত) ত্রিভুবনকে যিনি (মূর্ত্তিপ্রদান করিয়া) পালন করেন, শ্রীচক্রে ষাঁহার সঞ্চার, জ্ঞান-রত কামদেব এবং যুবতী গন্ধর্ব্বকন্যাগণ ষাঁহার অর্চনা করেন, যিনি দরিদ্রগণেরও অত্যন্ত সৌভাগ্য-সম্পাদন করেন, দিব্য-বসনভূষণ-সজ্জিতা সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৫ ॥

**বিশেষ কথা।**—ত্রিপুরস্থলহরীর আশ্রয়পীঠস্থানে চারিটি পীঠের পারি-  
ভাষিক নাম,—কামগিরি, জালন্ধর, পূর্ণগিরি এবং উড্ডীয়ানপীঠ। এই চারিটি পীঠই চারি নাথস্বরূপ—মিত্রীশনাথ, ষষ্ঠীশনাথ, উড্ডীশনাথ, শ্রীচর্য্যানাথ।  
নাথস্বরূপ এই পীঠচতুষ্টয়ে ‘শ্রী’ শব্দযোগে পাছকা-নমস্কার-বাক্য উচ্চারণ ও  
স্মরণ করিতে হয়, ইহাই আদর। যথা—কামগির্ঘাণ্ডয়ে মিত্রীশনাথাত্মকে  
কামেশ্বরী-ঋদ্ধাশক্তি-শ্রীপাছকায়ে নমঃ ইত্যাদি। এই পীঠস্তাসমগ্রসঙ্গ ‘শ্রী’  
‘নাথ’ ও ‘আদৃত’ এই তিনটি পদ দ্বারা সংক্ষেপে উপদিষ্ট। নাথ শব্দ দ্বারা নাথ-  
চতুষ্টয়স্বরূপ পীঠচতুষ্টয়, শ্রী শব্দ দ্বারা শ্রীপাছকা ও আদৃত শব্দ দ্বারা তাঁহার  
প্রতি নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। (‘শ্রী’ ইত্যাকারক-শব্দঃ, তেন করণেন  
নাথেষু নাথাত্মকেষু আদৃতা সংকৃতা,—শ্রীশব্দমুচ্চাৰ্য্য পাছকাশঙ্খোপাদানাত্  
সংকারবিশেষস্বচনং, তথা নম ইত্যনেনাপি। উত্তরপদেন কৰ্ম্মধারয়সমাসাত্, আদৃভে-  
তাত্ৰ পুংবদ্ভাবঃ ইতি সংস্কৃতটীকা )

**পালিত-ত্রিভুবনা।**—ইহার অল্পবাদ—ভুবনকে যিনি পালন করেন,  
কিন্তু বেটনৌচিক্ৰমণে ‘সংহারপ্রাপ্ত’ ও ‘মূর্ত্তিপ্রদান করিয়া’ এই দুইটি শব্দ যোজিত  
হইয়াছে। ঐরূপ স্থলেই ‘পালনই’ প্রকৃত পালন, কোন মৃত্যুমুখ-প্রবিষ্ট মূৰ্ছাপন্ন

কঙ্কালসার অনাধিশিষ্টকে যদি প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার পোষণ করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ পালন,—প্রমাণে এইরূপ পালনের কথাই আছে, তাই সংক্ষিপ্ত স্তোত্রের বাক্যানুবাদে মর্শ্বকথা প্রকাশের জন্য ঐ পদদ্বয়ের যোজনা করা ইহা আছে। প্রমাণ এই—

“লয়ে ত্রিলোক্যামপি পূরণহাং

প্রায়োহস্বিকার্যাস্ত্রিপূরেতি নাম।” প্রপঞ্চসার। ( তন্ত্রসার )

প্রলয় হইলেও ত্রিলোকীর পূরণ যিনি করেন, প্রলয়ে বাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহার যোজনা এবং তৎপরে পোষণ, ইহাই প্রকৃত পূরণ। ত্রি + ( ত্রিভুবন ) পুরা ( পূরণকর্ত্তা )

কামদেব ইহার মন্ত্রসাধনা করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর হইলেন। সাধনা জ্ঞান ব্যতীত হয় না, তাই ‘জ্ঞানাসক্ত মনোজ’ মূলে আছে। প্রমাণ—

“এতানুপাত্ত দেবেশি কামঃ সর্বাদ্ভাসুন্দরঃ।”

তন্ত্রসারধৃত জ্ঞানার্ণব।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ দেবীর সাধনপ্রভাবে যোগিনী হইয়াছেন। এই যোগিনী-পূজা ত্রিবিদ্যাপূজাপদ্ধতিতে উল্লিখিত আছে।

ঐচ্ছদেবীকে পূজা যিনি করিবেন, তিনি অচিরে সৌভাগ্য ও অগ্নিমাগ্নি অষ্ট-সিদ্ধির আধিপত্য লাভ করেন। যথা :—

“চক্রেহস্মিন্ পূজয়েদ্ যো হি স সৌভাগ্যমবাগুয়াং।

অগ্নিমাগ্নিসিদ্ধীনামধিপো জায়তেহচিরাত্ ॥”

তন্ত্রসারধৃত স্বচ্ছন্দভৈরববচন ॥ ৫ ॥

লাবণ্যাধিক-ভূষিতাঙ্গ-লতিকাং লাক্ষা-লসদ্রাগিণীং

সেবায়াত-সমস্ত-দেব-বনিতা-সীমন্ত-ভূষাশ্রিতাম্।

ভাবোল্লাসবলীকৃতপ্রিয়তমাং ভগ্নাস্ত্রচ্ছেদিনীং

ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৬ ॥

অনুব্রুবান্দঃ—ঐহার অঙ্গলতিকা অসামান্য লাবণ্যে বিমণ্ডিত, সেবার্ধ সমাগত সমস্ত দেববনিতাগণের সীমন্তভূষণে রঞ্জিত হওয়াতে ঐহার চরণস্থ লাক্ষ্যরাগ অধিকতর উজ্জ্বল, ভাবাবেশে প্রিয়তম মহাদেবকে যিনি একান্ত বলীভূত করিয়াছেন, সেই ভগ্নাস্ত্রবিমর্দিনী ত্রিশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৬ ॥

ধন্যাং সোম-বিভাবনীয়-চরিতাং ধারাদধর-শ্রামলাং  
মুন্ডারাদধন-মেধিনীং সুযুবতীং মুক্তি-প্রদান-ব্রতাম্ ।

কন্যা-পূজন-সুপ্রসন্ন-হৃদয়াং কাঞ্চী-লসন্মধ্যমাং

শ্রীশৈল-শ্বল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৭ ॥

অম্বুবাদ ।—যিনি ধন্যা, ঐহার চরিত্র সোম-বিভাবনীয়, যিনি মেঘসদৃশ  
শ্রামকান্তি, মুনিগণের আরাধনা-সামর্থ্যের বৃদ্ধিদায়িনী, পূর্ণযুবতী ও মুক্তিদান-  
পরায়ণা ; কুমারী পূজা করিলে ঐহার হৃদয় প্রসন্ন হয়, ঐহার মধ্যভাগ কাঞ্চী-  
ভূষণশোভিত, সেই শ্রীশৈল-শ্বল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৭ ॥

বিশেষ্য কথা ।—ধন্যা শ্রাব্যা, সকলেই ঐহার উৎকর্ষ ধ্যাপন করে,  
তিনিই শ্রাব্যা । ‘সোমবিভাবনীয়’ কথাটির নানা অর্থ ( ১ ) সোম চন্দ্র, চন্দ্রবৎ  
নির্মল, ( ২ ) চন্দ্রের ধোয়, ( ৩ ) সোমস্থানে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে ঐহার ধ্যান  
করিতে হয়, ইড়া নাড়ী শক্তিরূপা, ( ৪ ) সোমযোগে ঐহার ভাবনা করিতে হয়,  
( ৫ ) সোম উমাসহচর শিব যে আত্মশক্তির চরিত্র ধ্যান করিয়া থাকেন ।  
মূল্যে ‘ধারাদধরশ্রামলা’ আর অম্বুবাদের মেঘবৎ শ্রামকান্তি ত্রিপুরসুন্দরীর  
স্বরূপের বর্ণ নহে, কিন্তু কালী প্রভৃতি মূর্তিও তাঁহারই, তাই তিনি মেঘবৎ শ্রাম-  
কান্তি, আত্মশক্তি ত্রিপুরসুন্দরী ধ্যানমগ্নে যে বর্ণে এবং রূপে বর্ণিত হউন না, কিন্তু  
সেই রূপই তাঁহার একমাত্র নহে, তিনি নানারূপধারিণী, এই কারণে পরবর্তী  
শ্লোকে তাঁহাকে ‘কপূর-বর্ণ-স্থিতা’ বলা হইয়াছে । তাঁহার সন্ন্যস্তী প্রভৃতি মূর্তি  
কপূরবৎ শুভ্র । তবে ঐ পদের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে, কপূরবর্ণ সদাশিব  
তদুপরিস্থিতা বলিয়া তাঁহাকে ‘কপূর-বর্ণ-স্থিতা’ বলা হইয়াছে । তবে এই অর্থটি  
কষ্টকল্পিত । সুযুবতী পূর্ণযুবতী,—অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে মাতা হইয়াও—বহুকাল-  
স্থায়িনী হইয়াও—কালধর্ম্ম জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, এইরূপ কাল-  
বিজয়শক্তি এই বিশেষণ দ্বারা জ্ঞাপিত । ত্রিপুরসুন্দরীধ্যানে, অনর্ঘরত্নঘটিত কাঞ্চী-  
মুক্তিনিভম্বিনী থাকাতে এ স্থানেও ‘কাঞ্চীলসন্মধ্যমা’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

কপূরাগুরু-কুঙ্কুমাক্ষিত-কুচাং কপূর-বর্ণ-স্থিতাং,

কৃষ্ণোৎকৃষ্ট-স্কৃষ্ট-কর্ষ-দহনাং কামেশ্বরীং কামিনীম্ ।

কামাঞ্চীং করুণা-রসাদ্র-হৃদয়াং কল্লাস্তর স্থায়িনীং,

শ্রীশৈল-শ্বল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৮ ॥

অম্বুবাদ ।—ঐহার স্তন্য কপূর, অগুরু ও কুঙ্কমে লিপ্ত, যিনি

কপূরবর্ণস্থিতা, কৃষ্ট (বিপ্রকৃষ্ট শক্তি), উৎকৃষ্ট (প্রারক) এবং সুকৃষ্ট (সমিহিত ক্রিয়মাণ) ত্রিবিধকর্ম ধাহার রূপায় দণ্ড হইয়া যায়, যিনি কামেশ্বরী এবং কামিনী-শক্তি, যিনি কামাক্ষী, ধাহার হৃদয় করুণারসে আর্জ, করাস্তব্ধেও ধাহার স্থিতি অব্যাহত, সেই ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৮ ॥

**বিশেষ কথা।**—কপূর, অণ্ডক ও কুঙ্কুম, বিহিত পূজার উপকরণ-মধ্যে বিশেষ আদরণীয়, ইহা প্রথম বাক্য দ্বারা প্রকাশিত। কপূরবর্ণস্থিতা অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থিতা, অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা। প্রারক কর্মের দাহ অর্থাৎ নাশ জগদম্বার আরাধনা দ্বারা হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন। কেহ কেহ বলেন, দাহ শব্দের অর্থ নাশ নহে, ব্যর্থতাবিধান। প্রারক কর্ম হইতেও যে সুখ-দুঃখ, তাহা জগদম্বার রূপা হইলে মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না, ইহাই তাহার ব্যর্থতা। যে কাম লোকের চিত্তকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংপথের সহায় করিবার বিধান ত্রিপুরসুন্দরীই করিয়া দেন, এই জন্য তিনি কামেশ্বরী, কামের যে শক্তি বিশ্ববিজয়িনী, তাহার মূল তিনি, এই জন্যই তিনি কামিনী। শিবকোপানলে ভস্মীভূত কাম তাঁহারই রূপা-কটাক্ষে পুনর্জীবিত হয়, এই কারণে তিনি কামাক্ষী ॥ ৮ ॥

গায়ত্রীং গরুড়-ধ্বজাং গগনগাং গান্ধর্ব-গান-প্রিয়াং  
গম্ভীরং গজগামিনীং গিরিসুতাং গন্ধাক্তালঙ্কতাম্ ।  
গঙ্গা-গৌতম-গর্গ-সম্নুতপদাং গাং গৌতমীং গোমতীং  
ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংস-পরিত্রাজকাচার্য্য-ত্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-  
পূজ্যপাদ-শিষ্যশ্চ ত্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতো  
ভ্রমরাস্বষ্টকস্তোত্রঃ সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ।**—যিনি গায়ত্রীস্বরূপা (ব্রাহ্মীশক্তি), গরুড়ধ্বজা (বৈকুণ্ঠী-শক্তি), যিনি শূভচারিণী ও গন্ধর্বরূপ গানে প্রীতিমতী, ধাহার সৃষ্টি গম্ভীর, গতি গজেশ্বরের দ্বায়, যিনি পর্বতরাজের কন্যা (শৈবীশক্তি) ও চন্দ্রনাভতে বিমণ্ডিতা, গঙ্গা, গৌতম ও গর্গ ধাহার চরণ বন্দনা করেন এবং যিনি বহুমতী, গোদাবরী ও গোমতীরূপিণী, আমি সেই ত্রিশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৯ ॥



**বিশেষ কথা।**—ভ্রমরাষ্টক নামের কারণ সুদৃঢ়রূপে নির্ণয় করা যায় না, তবে বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য আপনাকে বা নিজচিন্তকে ভ্রমররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত অষ্টক বা মাতৃ-অষ্টক স্তোত্র বলিয়া ইহা ভ্রমরাষ্টক নামে খ্যাত।

ভ্রমর যেমন মধুলুক, সংসারী জীব বা তদীয় মন সেইরূপ বিষয়রস-লুক, তাই তাহার ‘ভ্রমর’ আখ্যা অসঙ্গত নহে। ‘ভ্রমরাষ্টক’ নামটি বহু পুস্তকসম্মত। ‘ভ্রমরাষ্টক’ নামও আছে। বহুমতীর পূর্বমুদ্রিত পুস্তকে এই স্তোত্রটি ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

ভ্রমরাষ্টক সমাপ্ত।

## শারদাভূজঙ্গ-প্রয়াতায়ক-স্তোত্র

অবক্ষোজকুম্ভাং স্থাপূর্ণকুম্ভাং,

প্রসাদাবলম্বাং প্রপুণ্যাবলম্বাম্।

সদাশ্চেন্দ্রবিন্দ্বাং সদানোষ্ঠবিন্দ্বাং,

ভজে শারদান্বামজত্সং মদন্বাম্ ॥ ১ ॥

**অম্ভু-বাদ্য।**—যিনি রমণীয় কুচকলসদ্বয়ে বিরাজমানা, ষাঁহার হস্তে স্থাপূর্ণিত কুম্ভ শোভা পায়, যিনি প্রসন্নভাবেই সদা অবস্থিতা, ষাঁহাকে অবলম্বন করিলে পরম পুণ্যলাভ হয়, ষাঁহার উত্তম মুখমণ্ডল শশাঙ্কবিষের স্তায় শোভা পাইতেছে এবং ষাঁহার বরদানক্ষুরিত ওষ্ঠপুট পর্ববিশ্বৎ সুদৃশ্য, আমার জননীৰূপা সেই জগজ্জননী শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ১ ॥

কটাক্ষে দয়াদ্রীং করে জ্ঞানমুদ্রাং,

কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ স্তভদ্রাম্।

পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তস্তভদ্রাং,

ভজে শারদান্বামজত্সং মদন্বাম্ ॥ ২ ॥

**অম্ভু-বাদ্য।**—যিনি কটাক্ষে দয়াদ্রী, অর্থাৎ, যিনি কৃপাকটাক্ষে দর্শন করিতেছেন, ষাঁহার হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি (নিরন্তর) নৃত্যগীতাদি চতুঃকটি

কলা-বিজ্ঞান জাগরিত ( ব্যাপ্ত ) রহিয়াছেন, যিনি বিত্তক স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পুরস্কী,  
যিনি আলস্তবিহীন ও তুচ্ছভদ্রা-নারী নদী বাহার পুরোভাগে অবস্থিত, আমার  
জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥ ২ ॥

ললামাক্ষ-ফালাং \* লসদ্-গান-লোলাং,

স্বভক্তৈকপালাং যশঃশ্রীকপোলাম্ ।

করে স্বক্ষমালাং কনক-† প্রত্নলীলাং,

ভজ্যে শারদাস্বামিজ্যং মদস্বাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার ললাট কস্তুরী-তিলকে অঙ্কিত, উত্তম সঙ্গীতে যিনি  
আকৃষ্ট হইলেন, যিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, বাহার ( স্বচ্ছ ) কপোল-  
স্থল মুষ্টিমতী যশঃশ্রী, বাহার হস্তে অক্ষমালা, বাহার প্রাচীন লীলাবলি সমুজ্জ্বল,  
আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৩ ॥

সুসীমন্তবেগীং দৃশা নির্ভিজ্জৈতৈগীং,

রণংকীরবাগীং নমদ্বজ্রপাণিम् ।

সুধামস্তুরাশ্রাং মুদা চিস্ত্যবেগীং,

ভজ্যে শারদাস্বামিজ্যং মদস্বাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার সীমন্ত-বেগী মনোরম, বাহার নয়নশোভার মুগ্ধী পরা-  
জিত, শুক-পক্ষিকুলের মধ্যে বাহার কথা ধ্বনিত হইতেছে, বজ্রধারী দেবেজ্ঞ বাহাকে  
প্রণাম করেন, বাহার বদন অমৃত পরিপূর্ণ, ভক্তবৃন্দ বাহার বেগীকে হর্ষসহকারে  
ধ্যান করে, আমার জননী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৪ ॥

**বিশেষ্য কথা ।**—“মুদা চিস্ত্যবেগীং” ইহার অল্পবাদে বেগী শব্দেই ব্যবহৃত  
হইয়াছে, দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ধ্যানের বিধি থাকায় বেগীধ্যান অসঙ্গত নহে ।

অথবা “অচিস্ত্য বেগীং” এইরূপ পদচ্ছেদ হইবে, বেগী শব্দের অর্থ নদীর ধারা  
বা প্রবাহ । যে পবিত্র প্রবাহ মানবের চিন্তার অতীত, তিনি সেই মঙ্গলকিনী-  
প্রবাহরূপা এবং আনন্দময়ী ।

\* ‘ললামাক্ষমালাং’—পাঠান্তর ।

† ‘কনক’—পাঠান্তর ।

হুশাস্তাং হৃদেহাং দৃগন্তে কচাস্তাং,

লসৎসল্লতান্ধীমনস্তামচিস্ত্যাম্ ।

স্মরৎ-তাপসৈঃ সঙ্গপূর্ব্বস্থিতাস্তাং, \*

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি হুশাস্ত-প্রকৃতি, বাহার কলেবর কমণীয়, বাহার নেত্রপ্রান্ত কেশান্তস্পর্শী, অলকদাম-সংলগ্ন বাহার সত্যস্বরূপ, অঙ্গবলী শোভাসম্পন্ন, বাহার অন্ত নাই, যিনি স্মরণপরায়ণ তাপসগণেরও অচিস্তনীয়, সৃষ্টির পূর্বেও যিনি স্বরূপে অবস্থিতা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কুরঙ্গে তুরঙ্গে যুগেন্দ্রে খগেন্দ্রে,

মরালে মদেভে মহোক্ষে হধিরুঢ়াম্ ।

মহত্যাং নবম্যাং সদাসামরূপাং,

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ( বায়ুরূপে ) যুগে, ( স্বর্ঘ্যরূপে ) অশ্বে, ( চূর্ণারূপে ) সিংহে, ( বিষ্ণুরূপে ) গরুড়ে, ( ব্রহ্মারূপে ) হংসে, ( ইন্দ্ররূপে ) মত্তহস্তীতে এবং শিবরূপে মহাবৃষে আরোহণ করেন, অথচ যিনি অরূপা ( নিরাকারা ) এবং মহা-নবমীতে নিত্য আসীনা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৬ ॥

জলৎকান্তিভঙ্গিং জগন্মোহনান্ধীং,

ভজে মানসাস্তোজস্রভাস্তভঙ্গীম্ ।

নিজস্তোত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভাঙ্গীং,

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার কান্তি-লহরী উজ্জল, দেহবাটী বাহার বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমোহিত করে, যিনি মানসকমলচারিণী ভূঙ্গরূপিণী, নিজস্বভি, সঙ্গীত ও নৃত্য বাহার প্রকাশের অঙ্গ, আমার জননী বিশ্বমাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৭ ॥

\* সমঃ, মেলনঃ অসঙ্গবহানিঃ,—মারাসম্বন্ধ ইতি বাবৎ তেন সৃষ্টিরূপলক্ষ্যতে । সর্ব ইতি পাঠ্য পটোৎকর্কঃ । ( সংস্কৃতটীকা )

ভবাস্তোজনেত্রাজসংপূজ্যমানাং,

लसन्नन्दहासप्रभावस्तु चिह्नम् ।

চলচ্ছবিচিত্রাটাকর্ষণঃ,

ভজে শারদাস্বামিজস্রং মদস্বাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-

पूज्यपाद-शिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो

শ্রীশারদাভূজঙ্গপ্রয়াতাক্ষকং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- মহেশ্বর, পদ্মপাশলোচন হরি ও ব্রহ্মা যাহার অর্জনা করেন, যাহার বদনমণ্ডল মুহু মুহু হাস্যচ্ছটায় সদা লক্ষিত, দোদামিনী-রমণীর তটিক-ভূষণ যাহার কর্ণে দোহলায়মান, আমার জননীরূপা বিশ্বজননী সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৮ ॥

শারদাভূষণপ্রদীপাষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## अष्टाष्टकम्

চেটী-ভবন-নিখিল-খেটী-কদম্ব-তরু-বাটীষু নাকি-পটলী-

কোটির-চাক্তর-কোটি-মণি-কিরণ-কোটি-করস্থিত-পদ।

পাটীর-গন্ধ-কুচ-শাটী কবিত্ব-পরিপাটীগাধিপন্থতা

ঘোটা-কুলাদধিক-ধাটা মুদার-মুখ-বীটা-রসেন তনুতান্ ॥ ১ ॥

সংস্কৃত-বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা।—চেটা—দাসী। খেটা—খেচরী  
 ছয়লনা ইত্যর্থঃ। নাকিণ্টনী—দেবসমূহঃ। কোটীঃ—কিরীটম্। কোটা—  
 অগ্রম্, উৎকর্ষো বা। দ্বিতীয়কোটীশব্দঃ শতলক্ষসংখ্যাবাচকঃ। করষিতং—  
 খচিতম্। পাটীক্শচন্দনম্। খাটী—শক্ৰসমুৎপন্নম্। অরিতং প্রতিবন্ধিনং—  
 প্রত্যাসাদনমিতি বাবৎ। বীটী—তাম্বুলম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যে কক্ষ-বৃক্ষবাটিকায় নিখিল খেচরলগনা (দেবাদি-  
ব্রহ্মী) দানীরূপে নিবৃত্তা, তাহার অমরবৃক্ষ-কিরীট-নিচয়ের কমলীরাশ্রয়গৃহিত

অসংখ্য মণিকিরণে বাঁহার চরণ খচিত, বাঁহার স্তনাচ্ছাদনবস্ত্র চন্দন-গন্ধযুক্ত, সেই গিরিরাজনন্দিনী নিজ-মুখ-(চকিত) তাম্বুল-রস-প্রসাদ প্রদান দ্বারা (সম্বরণভায়) বড়বাকুলের অপেক্ষা অধিক প্রতিপক্ষ-আক্রমণ-সমর্থ (মদীয়) কবিত্বশক্তি সম্পাদন করুন, অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে আমি যেন দ্রুত কবিতা-রচনায় সমর্থ হই, এবং সেই দ্রুত রচনায় আমার তুল্য কেহ না থাকে ॥ ১ ॥

কূলাতিগামি-ভয়-ত্বলা-বলি-জ্বলন-কীলা নিজ-স্তুতি-বিধা  
কোলাহল-ক্ষপিত-কালামরী-কুশল-কীলাল-পোষণনভাঃ ।  
শূলা কুচে জলদনীলা কচে কলিত-নীলা কদম্ব-বিপিনে  
শূলায়ুধ-প্রগতি-শীলা বিভাতু হৃদি শৈলাধিরাজ-তনয়া ॥ ২ ॥

সংস্কৃত বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা ।—কুলেতি ।—‘কূলাতিগামি’ হস্তরং ভয়মেব ত্বলাবলিঃ তুলরাশিঃ ; তত্র জলনকীলা অগ্নিশিখাস্বরূপা । নিজস্তুতীত্যাदि । স্তুতি-পরায়ণ-সুরললন-কুশলরূপ-সলিলবর্ষণে নভোমাসতুল্যা । নভা ইতি শ্রাবণ-মাস-নাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—যিনি অপার-ভয় (সংসার-সাগর-ভীতি) স্বরূপ-তুলরাশির দাহে অগ্নিশিখা, যিনি নিজস্তুতি-কোলাহলে কাগধাপনকারিণী অমররমণীগণের কলাগধারিবর্ষণে শ্রাবণমাসতুল্যা, পীনস্তনী, ঘননীলকুস্তলা, কদম্ববন-বিহারিণী, শঙ্করশ্রীতিপরায়ণা সেই গিরিরাজনন্দিনী (আমার) হৃদয়ে বিরাজমানা হউন ॥২॥

যত্রোশয়ো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তল-শুকা  
মুত্রাম-কাল-মুখ-সত্রাশন-প্রকর-সুত্রাণকারি-চরণা ।  
ছত্রানিলাতিরয়-পত্রাভিরাম-গুণ-মিত্রামরী-সম-বধুঃ  
কুত্রাসদৃশ্শি-# বিচিত্রাকৃতিঃ সুরিত-পুত্রাদি-দান-নিপুণা ॥৩॥

সংস্কৃত বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা ।—শুকং—বহুশ্চ । ইত্রাম—ইন্দ্রঃ, কালঃ—ধনঃ । সত্রাশনাঃ—দেবাঃ । সুত্রাণঃ—সুধেন শোভনং বা ব্রহ্মণশ্চ । ছত্রশ্চ—আতপত্রশ্চ । অনিলাতিরয়ঃ—অনিলবদ্ বেগাতিশয়ঃ পত্রং বাহনং তেহু অতিরাম-গুণাঃ অমরীসমাঃ বধো মিত্রাণি বস্তাঃ । অথবা ছত্রবৃক্ষা অতিবেগ-বিধিবাহন-শোভিতা যোগিজ্ঞো বস্তাঃ সহচর্যাঃ । অমর্যাঃ—দেব্যাঃ, সমাঃ—সর্বাঃ বধাঃ ইতি

\* ‘কুত্রাসদৃশ্শি’—এই পাঠ বোধে মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

বা বহুব্রীহী পদার্থঃ। কুত্র—পৰ্বতঃ তন্ত্ৰ অসদৃশ অমুপমো যো মণিঃ তদ্বিচিত্রা আকৃতিবৰ্জা, ইতি বহুব্রীহিঃ সা চাসৌ বিচিত্রাকৃতিশ্চেতি বা কৰ্ম্মধারয়ঃ ॥ ৩ ॥

**অমুবাদ**।—বাহার ত্রিচরণ, ইন্দ্র যম প্রমুখ দেবগণের সুরক্ষণ করিয়া থাকেন, অমরীসদৃশী যদীয় সহচরী ডাকিনী-যোগিনীগণ, ছত্রধারণে, বায়ুবেগ-সদৃশ গমনে এবং বাহনচালনে পরম গুণ-সম্পন্ন ; অথবা ছত্রযুক্তা, বায়ুবেগগামি-বাহনা, রূপ ও অভিরামগুণসম্পন্ন ; যিনি গিরিরাজের অতুলনীয় রত্নস্বরূপা ও অপরূপরূপশালিনী অথবা নানাবর্ণা, সুন্দর পুত্রাদিদানদক্ষা, সেই পার্বতী আমার মনোমত স্থানে অধিষ্ঠিতা হউন ॥ ৩ ॥

দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি-শাপায়ুধ-ত্রিদিব-সোপান-ধূলি-চরণা  
পাপাপহ-স্বমনু-জাপানুলীন-জন-তাপাপনোদ-নিপুণা ।  
নীপালয়া সুরভি-ধূপালকা ছুরিত-কূপাদুদধয়তু মাং  
রূপাধিকা শিখরি-ভূপাল-বংশ-মণি দীপায়িকা ভগবতী ॥ ৪ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ ব্যাখ্যা**।—‘শাপায়ুধাঃ’—ঋষয়ঃ । ‘ত্রিদিব—সোপানং’ স্বর্গারোহণদাধনং ‘ধূলিঃ’ রেণুর্ঘনোঃ তৌ ‘চরণৌ’ দ্বৈপায়নপ্রভৃতিষু ঋষিষু বক্তাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

**অমুবাদ**।—দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের সেবিত যদীয় চরণের ধূলি স্বর্গারোহণের সোপান ; যিনি পাপবিনাশন নিজমন্ত্ররূপে নিরত জনগণের ত্রিতাপ-নাশে নিপুণা, কদম্ববননিলায়া ধূপ-সুরভি-অলক-বিরাজিতা রূপাতিশয়াশালিনী, সেই গিরিরাজকুলের রত্নদীপসদৃশী ভগবতী আমাকে ছুরিত-কূপ হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৪ ॥

যালীভিরাত্মতনুতালী-সকুৎ-প্রিয়-কপালীষু খেলতি ভয়-  
ব্যালী-নকুল্যাসিত-চুলীভরা চরণধূলীলঘন-মুনিবরা । \*  
বালীভৃতি শ্রবসি তালীদলং বহতি যালীক-শোভি-তিলকা  
সালীকরোতু মম কালী মনঃ স্বপদ-নালীক-সেবন-বিধৌ ॥ ৫ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**।—আশ্বনভবী যুধী বা তালী করতলসংযোগঃ তরা সকুৎ প্রিয়ানু কপালীষু বর্পরথগেযু আলীভিঃ সর্বাভিঃ সহ বা খেলতি । এতেন বাল্যলীলা স্মৃতিত । ভয়ব্যালী নকুলী, ভয়নাশিনীত্যর্থঃ ।

‘লসমুনিবরা’ পাঠান্তর ।

বাণীভূতি—ভূষণবতি, তালীদলং—তালপত্রম্ । অলীকং—লগাটম্ । অলীকরোত্—ভ্রমরীকরোত্ । নালীকং পদ্মম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি আপনার ক্ষুদ্র করতলতালীর সঙ্কৎ প্রীতিসংযোগ-প্রাপ্ত ধর্পরথগুণে সখীগণসহ খেলা করেন, ( অথচ ভক্তগণের ) ভয়স্বরূপভূজগী-বিনাশে যিনি নকুলী, মুনিগণ ধাঁহার পদধূলির অভিলাষী, ধাঁহার ( শৈশবে ) অদীর্ঘ কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ, অলঙ্কৃত কর্ণে তালীপত্র দোহলায়মান, লগাট-পটে তিলক শোভিত, সেই কালী আমার মনকে নিজ চরণকমল-সেবন-কার্যে ভ্রমর সদৃশ করুন ॥ ৫ ॥

শৃঙ্খাক রে বপুষি কঙ্কাল-ঃ রক্ত-পুষি কঙ্কাদি-পক্ষিবিষয়ে

ত্বকামনাময়সি কিস্কারণং হৃদয়-পক্ষারিমেহি গিরিজাম্ ।

শঙ্কা-শিলা-নিশিত-টঙ্কায়মান-পদ-সংকাশমান-স্মনো-

বক্ষারি-মান-ততিমঙ্কানুপেত-শশি-সঙ্কাশিবক্ত-কমলাম্ ॥ ৬ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা ।**—তঙ্ক, কাক, রে ইতি ছেদঃ । তঙ্ক নীচঃ, কাকঃ অতিধুষ্টঃ, সন্মোহনপদব্ধয়ম্ ; তচ্চ স্বং প্রতি বা সংসারিণং প্রপন্নং প্রতি বা প্রযুক্তম্ । রে ইতি নীচ-সন্মোহন-ভ্রাতাকমব্যয়-পদম্ । কঙ্কাদি-পক্ষি-ভক্ষ্য-হৃদয়-রক্তযুক্তে বপুষি কথং ত্বং কামনাম্ অয়সি প্রাপ্নোষীতি তদর্থঃ । শঙ্কা-ভয়ং শিলেব । টঙ্কঃ পাষণভেদি শব্দম্ । তৎস্বরূপে পদে সঙ্কাশমানাঃ বিরাজমানাঃ স্মনসো দেবাঃ । সকলভয়-বিনাশনয়দীয়-চরণ-শরণ-দেবানাং স্তবধ্বনিবহুলা সিংহ-নাদযুক্তা বা .মান-ততি-মহিমাবলিঃ পূজাপর্যায়ো বা যত্নাত্মকলঙ্কচন্দ্রমুখীঃ অন্তঃপাপনাশিনীঃ গিরিজাং প্রপত্ত্ব্যেতি কেবাঙ্কিং পদানাং কৃতঘ্নানাং প্রতিশোধ-খ্যানম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—রে ( আমার ) অতিধুষ্ট নীচ ( মন ), অহি ও রক্তযুক্ত কঙ্ক-প্রভৃতি পক্ষিগণের লোভনীর দেহে কি কারণে অল্পরাগযুক্ত হইতেছে ? ভীতিপাষণচ্ছেদনে, শাণিত টঙ্কতুলা, বদীয় চরণসমীপে বিরাজিত দেববৃন্দ-বক্তব্যকারে ধাঁহার মান বিস্মৃত, সেই অকলঙ্কশশিবদনা অন্তরের পাপনাশিনী গিরিজার আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥

কস্থা \* বতীব সম-বিড়ম্বা গলেন নবতুস্মাভ-বীণ-সবিধা  
শম্বাহুলেয়-শশি-ভ্রাম-মুখ-সম্বাধিত-স্তন-ভরা ।  
অম্বা কুরঙ্গমদজম্বাল-রোচিরিহ লম্বালকা দিশতু মে  
বিস্বাধরা বিনত-শম্বায়ুধাদি-নিকরম্বা কদম্ব-বিপিনে ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতবিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা ।—গলেন—কঠেন, কথৌ—শম্বে,  
অতীব সমঃ বিড়ম্বঃ অম্বকরণং সংস্থানং বা যন্তাঃ, কস্থাঃ যন্তাঃ কঠদেশমাশ্রিত্য  
অম্বকরণমতিসাম্যেন করোতি ইতি ভাবঃ । তুস্মাভোভিতা বীণা যন্ত ইতি শিবপক্ষে ।  
যন্তেতি স্থানপক্ষে । তুস্মাভবীণঃ শিবঃ স সবিধঃ সমীপবর্তী যন্তাঃ, অথবা তুস্মাভবীণঃ  
সবিধঃ সমীপস্থানং যন্তাঃ । বাহুলেয়ঃ কার্ত্তিকেশ্বরঃ । মে মমঃ মম বা শং দিশতু ।  
কুরঙ্গমদঃ—কন্তুরিকা । জম্বালঃ পক্ষঃ পক্ষতাপন্ন-কন্তুরিকা-চর্চিতা ইত্যর্থঃ ।  
শম্বাঃ—বজ্রম্ । শম্বায়ুধ—ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—ঐহার গলদেশের সুসদৃশ গঠন শম্বে বর্তমান, নবতুস্ম-  
বিরাজিত বীণাধারী শিব ঐহার সমীপে অবস্থিত, (অথবা ঐহার সমীপস্থানই  
ঐরূপ বীণাশোভিত), ঐহার স্তনমণ্ডল কার্ত্তিকেশ্বরের শশিবিষকমনীয় ষড়্‌বদনচূষণে  
ব্যথাগ্রাপ্ত, স্ফট মৃগনাভি-রচিততিলকালঙ্কতা, কদম্ববনে প্রণতইন্দ্রাদি-দেবগণ-  
পরিবৃত্তা দেহী জননী লম্বিতালকা, বিম্বাধরা আমার কলাগদায়িনী হউন ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রান-কীর-মণিবন্ধা ভবে হৃদয়বন্ধাবতীব রসিকা  
সন্ধাবতী ভুবন-সন্ধারণেহপ্যমৃত-সিদ্ধাবুদার-নিলয়া ।  
গন্ধানুভান-মুহুরন্ধালি-বীত-কচ-বন্ধা সমপর্যতু মে  
শঙ্কাম ভানুমপিসন্ধানমাশুপদ-সন্ধানমপ্যগস্ততা ॥ ৮ ॥  
ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্ অম্বাস্ককং সমাপ্তম্ ।

সংস্কৃতবিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা ।—ইকানেতি । কীরাঃ—কান্দীর-  
প্রদেশঃ—মণিবন্ধঃ—মণিবন্ধপাতস্থানং তন্নাম্না প্রসিদ্ধম্ । ইকানাঃ প্রভাবন্তঃ কীরাঃ  
কান্দীরপ্রদেশঃ মণিবন্ধঃ মণিবন্ধপাতস্থানং চ যদা যন্তা বা কান্দীরপ্রদেশে মণিবন্ধ-  
নান্নি তৎপাতস্থানে চ সতীকুপায়া দেব্যা অঙ্গবিশেষগতেনৈক একপঞ্চাশৎগীঠান্তর্গ-  
তম্ ইতি ভেষ্যং মহিমোজ্জলম্ । ‘সন্ধাবতী’ স্থিতিমতী সত্যতুঙ্গা ইত্যর্থঃ ।  
গন্ধানুভানেতি । গন্ধানুভবেন বারংবারং অকীভূতৈরলিকুলৈঃ যন্তাঃ কবরীবন্ধঃ



ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ । সন্ধানমাশ্রিতি ।—সন্ধ্যা—সন্ধ্যা তত্র যে নমস্তি তে সন্ধানমাঃ  
 তৈরাশ্রপদসন্ধানং পদস্মরণম্ পদমেলনং বা যন্ত এবভূতং ধামস্বরূপং ভাহুমপি  
 প্রাপয়তু ; স্বর্য্যদ্বারেণ হি সন্তগ্নত্রকোপাসকা মুচ্যন্তে ইতি শ্রুত্যর্থোহিত্রাহুমসঙ্কেয়ঃ ।  
 ভাহুমপি ইত্যপিকারঃ শ্রমিতি কল্যাণমিত্যনেনাধেতি, সন্ধানমপি ইত্যপিকারঃ  
 ভাহুমিত্যনেন, অপিকারো চার্থে । ঐহিকং কল্যাণঞ্চ প্রাপয়তু মোক্ষার্থং স্বর্য্যঞ্চ  
 প্রাপয়তু, উভয়োঃ কালভেদজ্ঞোতন্যর্থমিদমপিকারব্ধয়ম্ ॥ ৮ ॥

**অম্মুবাদ** ।—যিনি কান্দীরপ্রদেশকে ( কণ্ঠপীঠ করিয়া সারদাক্রমে )  
 ও মণিবন্ধ-নামক স্থানকে ( মণিবন্ধপীঠ করিয়া গায়ত্রীক্রমে ) উজ্জল করিয়াছেন,  
 যিনি হৃদয়বদ্ধ শিবের অতীব অমুরক্তা, ভুবনধারণে সতত যুক্তা এবং সুখাসিক্ত-  
 মধ্যে মহানিলয়ে অবস্থিতা ; বাহার কবরীবন্ধকে 'গন্ধানুভবে' ( পুষ্পভ্রমে ) বারংবার  
 মুগ্ধ অলিকুল আবৃত করিতেছে, সেই নগনন্দিনী, আমাকে ( ঐহিক ) মঙ্গলও  
 অর্পণ করুন এবং সন্ধ্যাসময়ে শ্রুতগণের সংস্মরণীয়-পদ স্বর্য্যকে ( অন্তে ) প্রবেশ-  
 স্থানরূপে অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত অষ্টাষ্টক সমাপ্ত ।

## ভবাশ্রয়ক-স্তোত্রম্ ।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধূর্ন দাতা,  
 ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা ,  
 ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমাস্তে,  
 তদেকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ১ ॥

**অম্মুবাদ** ।—আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, দাতা নাই, পুত্র  
 নাই, পুত্রী নাই, ভৃত্য নাই, ভর্তা নাই, জায়া নাই, বিদ্যা নাই, বৃত্তিও নাই ; তাই  
 হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ১ ॥

ভবাক্লাবপারে মহাদুঃখ-ভীরুঃ,

পপাত \* প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ ।

কুসংসারপাশ-প্রবন্ধঃ সদাহং,

গতিস্থং গতিস্থং গতিস্থং ভবানি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—আমি অতীব কাগর্ভ, প্রলুব্ধ, নিরন্তর কুসংসারজালে সংবদ্ধ, মহাদুঃখে ভীরু ; (কিন্তু) প্রমত্ত হইয়া অপার ভবসাগরে (জানি না কতকাল) পতিত হইয়াছি । (এখন) হে ভবানি ! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ২ ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং,

ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্ ।

ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং,

গতিস্থং গতিস্থং গতিস্থং ভবানি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—আমি দান (অর্পণবিধি বা শুদ্ধি) জানি না, ধ্যানযোগ জানি না, তন্ত্র জানি না, স্তোত্রমন্ত্র জানি না, অর্চনা জানি না, ন্যাসযোগও অবগত নহি ; হে ভবানি ! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৩ ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,

ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-

র্মমৈকা গতিস্থং গতিস্থং ভবানি † ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—আমি কোন কালেই পুণ্য অবগত নহি, তীর্থ অবগত নহি, মুক্তি অবগত নহি, লয়যোগ অবগত নহি, ভক্তি অবগত নহি, ব্রতও অবগত নহি । হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৪ ॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ,

কুলাচার-হীনঃ কদাচার-লীনঃ ।

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্থং গতিস্থং ভবানি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—আমি কুকর্মে লিপ্ত, কুসঙ্গসঙ্গী, কুমতি, কুভৃত্য, কুলাচার-

\* ‘প্রপাতঃ’ পাঠ কচিং দেখা যায়।

† ‘গতিস্থং গতিস্থং মমৈকা ভবানি’ এই পাঠান্তর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আছে ।

বর্জিত, কদাচারপরাগণ, কুদৃষ্টিযুক্ত ও কুবাচ্যরচনার নিরত। হে ভবানি !  
আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৫ ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,

দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে,

মমৈকা গতিস্থং গতিস্থং ভবানি ॥ ৬ ॥

অম্মুবাদ ।—হে শরণ্যে ! হর, হরি, ব্রহ্মা, দেবেজ, দিবাকর, নিশাকর  
বা অন্ত কাহাকেও আমি কদাচ অবগত নহি। হে ভবানি ! আমার একমাত্র  
তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৬ ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,

জলে চানলে পর্বতে শত্রুগণ্ড্যে ।

অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,

মমৈকা গতিস্থং গতিস্থং ভবানি ॥ ৭ ॥

অম্মুবাদ ।—হে শরণ্যে ! কি বিবাদক্ষেত্রে, কি বিবাদসময়ে, কি  
প্রমাদে, কি বিদেশে, কি জলগর্ভে, কি অগ্নিতে, কি পর্বতে, কি অরিমধ্যে, কি  
অরণ্যে, সর্বত্র সর্বদা তুমি আমার রক্ষাবিধান কর। হে ভবানি ! আমার  
একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৭ ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগ-যুক্তো,

মহাক্ষীণ-দীনঃ সদা-জাড্যবস্তুঃ ।

বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্থং গতিস্থং ভবানি ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-  
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অম্মুবাদ ।—আমি অনাথ, দরিদ্র, জরারোগী, অতিক্ষীণ ও দীন ;  
আমার মুখ সদা জড়তাপূর্ণ ; আমি নিরস্তর বিপদে নিপতিত হইয়া প্রণষ্ট অবস্থায়  
আছি। হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য্যকৃত ভবান্যষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্রম্

ষড়াধার-পঙ্কেরুহান্তবিরাজৎ-

স্বমুন্নাস্তুরালেহতিতেজোলসন্তীম্ \* ।

সুধামণ্ডলং দ্রাবয়ন্তীং পিবন্তীং,

সুধামূর্ত্তিমীড়ে চিদানন্দরূপাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ম্লাধারাদি ষট্চক্রস্থিত পদ্মমধ্যে শোভমানা স্বমুন্না-নাগী  
নাড়ীর অন্তরালে বিপুলতেজে সমুদ্ভাসিতা, যিনি সহস্রদলকমলগত সুধামণ্ডল  
দ্রাবিত করিয়া সেই সুধাপানে নিরত আছেন, সেই সুধাময় মূর্ত্তিধারিণী চিদানন্দরূপা †  
( ব্রহ্মময়ী ) ভবানীকে স্তব করি ॥ ১ ॥

জ্বলৎ-কোটি-বালার্ক-ভাসারুণাঙ্গীং,

সুলাবণ্য-শৃঙ্গার-শোভাভিরামাম্ ।

মহাপদ্ম-কিঞ্জল্ক-মধ্যে বিরাজৎ-

ত্রিকোণে নিষণ্ণাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—নবোদিত কোটি সূর্য্যের তায় উজ্জ্বল-আভাস ধাঁহার  
অঙ্গসমূহ অরুণ-বর্ণ, অপূর্ণ লাবণ্য ও বেশ-বিজ্ঞাস-শোভায় যিনি পরমরমণীয়া,  
ম্লাধারমহাপদ্মে ত্রিকোণমণ্ডলে যিনি বিরাজমানা, সেই দেবী শ্রীভবানীকে আমি  
ভজনা করি ॥ ২ ॥

কৃণৎ-কিঙ্কিণী-নৃপুরোদ্ভাসি-রত্ন-

প্রভালীঢ়-লাক্ষাদ্র'-পাদাক্ষ-যুগ্মম্ ।

অজেশাচ্যুতাঔঃ সুরৈঃ সেব্যমানং,

মহাদেবি মন্মুক্তি তে ভাবয়ামি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মহাদেবি ! শঙ্কায়মান কিঙ্কিণী ও নৃপুরে বিরাজিত রত্ন-  
প্রভার সজ্জিত ও লাক্ষারস-সিক্ত এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরবৃন্দ-সেবিত  
তোমার চরণকমলবৃন্দ মদীর মন্তকে ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

\* 'তেজোলসন্তীম্' বাগ্গবিলাস বৃত্তিত পাঠ।

† চিদানন্দরূপা—ব্রহ্মানন্দ বা জ্ঞানানন্দকেই চিদানন্দ বলে। একমাত্র জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই  
ঐ আনন্দ।

সুশোণান্ধরাবদ্ধ-নীবী-বিরাজন্-

মহারত্ন-কাঞ্চী-কলাপং নিতম্বম্ ।

স্মরুদক্ষিণাবর্তনাভিঃ চ তিস্রো

বলীরম্ব তে রোমরাজিং ভজেহহম্ ॥ ৪ ॥ \*

**অনুবাদ :**—হে জননি ! তোমার স্মরক হৃকল-সংবৃত কটিদেশে বিরাজিত মহারত্নময় কাঞ্চীকলাপে (চন্দ্রহার) শোভিত নিতম্বদেশ, দক্ষিণাবর্ত-বিরাজিত নাভি, ত্রিবিধ এবং রোমাবলিকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

লসদ্ব্রতমুত্তম-মাণিক্য-কুন্তো-

পমশ্চি স্তনদ্বন্দ্বমস্থানুজাক্ষি ।

ভজে দুগ্ধপূর্ণাভিরামং তবেদং,

মহাহার-দীপ্তং সদা প্রস্নুতাস্তম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :**—হে কমল-নয়নে জননি, ( আমি তোমার তনয় ) তোমার স্মরক, উচ্চ ও রত্নময় ঘটদৃশ শ্রীদম্পত্য উৎকৃষ্ট হার-বিরাজিত ( সন্তানবাৎসল্যে ) দুগ্ধস্রাবী অক্ষরকৃত দুগ্ধের আধার ঐ স্তনদ্বয়গণ ভজনা করি ॥ ৫ ॥

শিরীষ-প্রসূনোল্লসদ-বাহুদৈগু-

জ্বলদ-বাণ-কোদণ্ড-পাশাকুশৈশ্চ ।

চলৎ-ককণোদার-কেয়ূর-ভূষো-

জ্বলন্তিলসন্তীং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ :**—ভাষ্যর ধনুর্কাণ, পাশ ও অক্ষুশ-যুক্ত, চঞ্চল ককণে ও দিব্য কেয়ূরভূষণে উজ্জ্বল, শিরীষ-কুসুম-কোমল বাহুলতা-চতুষ্টয় দ্বারা শোভমানী শ্রীভবানীকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

শরৎ-পূর্ণচন্দ্র-প্রভা-পূর্ণ-বিন্ধা-

ধর-স্মের-বক্তারবিন্দাং সুশাস্তাম্ ।

সুরদ্বাবলী-হার-তাটক-শোভাং,

মহাসুপ্রসন্নাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ :**—ঐহার সহস্র বিধাধর-যুক্ত মুখারবিন্দ শরৎকালীন-পূর্ণচন্দ্র

সদৃশ সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত, যিনি পরমা শাস্তির আশ্রয়, দিব্যরত্নরাজিখচিত হার  
ও তাঁটকবিত্ত্বশ্রেণী যিনি শোভমানা এবং অতীব সুপ্রসন্ন, সেই শ্রীভবানীদেবীকে  
ভজনা করি ॥ ৭ ॥

সুনাসাপুটঃ স্তন্দর-ক্র-ললাটঃ,

তবৌষ্ঠপ্রিয়ং দান-দক্ষং কটাক্ষম্ ।

ললাটে লসদগন্ধ-কন্তুরিভূষণং,

স্মুরচ্ছ্রীমুখাস্তোজমীড়েহহমম্ম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! তোমার অতীব রমণীয় নাসাপুট, স্তন্দর ক্র,  
ললাট, ওষ্ঠের শ্রী, অতীষ্টদানে স্তদক্ষ কটাক্ষ এবং চন্দন ও কন্তুরিকা-ভূষিত  
ললাটদেশ-সমুদভাসিত শ্রীমুখকমলের স্তব করি ॥ ৮ ॥

চলৎ-কুন্তলাস্তভ্রমদ্-ভৃঙ্গ-বৃন্দং

ঘন-স্নিগ্ধ-ধম্মিল্ল ভূষোজ্জ্বলং তে ।

স্মুরম্মৌলি-মাণিক্য বন্ধেন্দুরেখা-

বিলাসোল্লসদ্ব্যমূর্দ্ধানমীড়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।—( জননি ) সৌরভলোভ-বিভ্রান্ত ভ্রমরকূলে অন্তঃশোভিত  
চঞ্চল কুন্তলে বিরাজিত, মন্থণ-বেগী-অলঙ্কারে সমুদভাসিত, ক্রীড়াবিহিত উজ্জ্বল  
মাণিক্যসংস্কৃষ্ট শশিকলা-বিলাসোল্লসিত তোমার ঐ দিব্য মস্তকপ্রদেশের স্তব  
করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভবানি স্বরূপং তবেদং,

প্রপঞ্চাৎ পরং চাতিসূক্ষ্মং প্রসন্নম্ ।

স্মুরভ্রম্ম ডিম্বশ্চ মে হংসরোজে,

সদা বাহ্যায়ং সর্ব্বতেজোময়ং চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—হে জননি ভবানি ! স্বর্গীয় এই স্বরূপ—বিশ্বপ্রপঞ্চের  
অতীত, অতীব হৃৎকোর, প্রসন্ন, পঞ্চাশদ্বর্ণময় ও নিরন্তর অসীম তেজো-  
রাশিতে সমুদভাসিত ; আমি তোমার বাগক, আমার হৃদয়গগনে ইহা স্মৃতিত  
হউক ॥ ১০ ॥

গণেশাভিমুখ্যাখিলৈঃ শক্তিস্বন্দৈ-

বৃত্তাং বৈ স্বকৃত্যমোহোপসম্ভীম্ ।

পর্যং রাজরাজেশ্বরী ত্রৈপুৰী ত্বাং,

শিবাক্ষোপরিস্থাং শিবাং ভাবয়ামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- হে রাজরাজেশ্বরী ত্রৈপুৰী-দেবি ! তুমি গণেশাভিমুখী নিখিল শক্তিসমূহে পরিবৃত্তা, সমুজ্জল 'ত্রৈপুৰী' নামে প্রসিদ্ধ চক্ররাজে বিরাজমানা, ও মহেশ্বরের অঙ্কদেশে অবস্থিতা পরমা শিবা, তোমাকে আমি ধ্যান করি ॥ ১১ ॥

ত্বমৰ্কস্তুমিন্দুস্তময়িস্তমাপ-

স্ত্রমাকাশভূ-বায়বস্ত্বং মহত্ত্বম্ ।

ত্বদন্তো ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চোহস্তি সৰ্ব্বং,

ত্বমানন্দসংবিৎ সদা ত্বাং \* ভজ্যেহহম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- তুমিই সূর্য্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বহি, তুমিই জল, তুমিই আকাশ, তুমিই ভূ, তুমিই অনিল এবং তুমিই মহত্ত্ব, তুমি অখিলরূপিণী, তুমি ভিন্ন কোন-রূপ প্রপঞ্চ নাই, তুমি আনন্দরূপিণী ও চিৎস্বরূপা, তোমাকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

শ্রুতীনাংগম্যো স্তবেদাগমজ্ঞা

মহিম্নো ন জানন্তি পারং তবাস্ত্ব ।

স্তুতিং কৰ্ত্তৃমিচ্ছামি তে ত্বং ভবানি,

কমশ্বেদমত্রে প্রমুগ্ধঃ কিলাহম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমি শ্রুতিসমূহের অজ্ঞের, বেদ ও আগমে অভিজ্ঞ- (মুনি) গণ তোমার মহিমার সীমা অবগত নহেন, হে ভবানি, আমি মুগ্ধমতি, আমি যে তোমার স্তুতিবাদে অভিলাষী হইয়াছি, তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা কর ॥ ১৩ ॥

গুরুস্ত্বং শিবস্ত্বং চ শাস্ত্রৈহুতং,

ত্বমেবাসি মাতা পিতা চ ত্বমেব ।

ত্বমেবাসি বিগ্ধা ত্বমেবাসি বজ্জ-

গতিমে' মতির্দেবি সৰ্ব্বং ত্বমেব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তুমি গুরু, তুমি শিব, তুমিই শক্তি, তুমিই জননী,

তুমিই জনক, তুমিই বিজ্ঞা, তুমিই বস্তু, আমার গতি ও মতিও তুমি, তুমিই  
( আমার ) সব ॥ ১৪ ॥

শরণ্যে বরণ্যে স্বাকরুণ্যমূর্তে,

হিরণ্যোদরাটৌরগম্যে স্থপুণ্যে ।

ভবারণ্যভীতেশ্চ মাং পাহি ভদ্রে,

নমস্তে নমস্তে নমস্তে ভবানি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ :- হে শরণ্যে ! হে বরণ্যে ! হে পরমকরুণাময়মূর্তে ! হিরণ্য-  
গর্ভাদি কেহই তোমাকে বৃত্তিতে সমর্থ নহেন । হে স্থপবিত্ররূপে, হে মঙ্গলময়ি !  
সংসারারণ্য-সম্ভ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা কর, হে ভবানি ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ  
( তিনবার ) নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

ইতীমাং মহাশ্রীভবানীভূজঙ্গ-

স্তুতিং যঃ পঠেদভক্তিযুক্তশ্চ তস্মৈ ।

স্বকীয়ং পদং শাস্বতং বেদসারণং,

শ্রিয়ং চাক্ষুসিক্ষিং ভবানী দদাতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ :- যে ব্যক্তি ভক্তি-সমন্বিত হইয়া এই মহাশ্রীভুক্ত ভবানীভূজঙ্গ  
স্তোত্র পাঠ করে, দেবী ভবানী তাহাকে বেদসারভূত নিজ নিত্যপদ, অষ্টসিদ্ধি-  
যুক্ত শ্রী প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার-

মুদারং মুদা সর্বদা যে জপন্তি ।

ন শোকো ন মোহো ন পাপং ন ভীতিঃ,

কদাচিত্ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিচ্ছঙ্কনানাম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি পদ্মমহৎস-পরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ শ্রীগে বিম্ভ-ভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যশ্চ শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতে

শ্রীভবানীভূজঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- বাহারা নিরন্তর আনন্দ সহকারে ‘ভবানী, ভবানী, ভবানী’  
এই নাম বারত্বে উদারভাবে জপ করে, কখনও কোনও স্থানে তাহাদিগকে কিছু-  
মাত্র শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহাদিগের মোহ বিস্তমান থাকে না, পাপ  
ধাকিতে পারে না এবং তাহাদিগের ভীতিও বিস্তমান থাকে না ॥ ১৭ ॥

ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।



# অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্ ।

ঐগণেশায় নমঃ ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী  
নির্ভূতাখিলদোষ- \* পাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।  
প্রালেয়াচল-বংশ-পাবন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নিরন্তর সকলের আনন্দবর্ধন করিতেছেন, হস্তে বর 'ও  
অভয়-মুক্তা ধারণ করিতেছেন, ধাহার শরীর সৌন্দর্য্যরত্নাকর যিনি, (ভক্তবৃন্দের সকল  
পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরীশক্তি,  
যিনি (জন্মদ্বারা) হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছেন, সেই তুমিই কাশীপুরী  
অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ ॥

**নিষ্পন্ন-পদ-ব্যাখ্যা**—বরাভয়করী—ভরাভয়ে করে যত্নাঃ সা, স্বাভাদি-  
তাদি হস্তেণ বৈকল্লিকভৌবিধানাং, বরাভয়করী, অথবা বরা অভয়করী চেতি  
চ্ছেদঃ, বরা সর্ব্বপ্রোভা অভয়করী ভক্তানামভয়কারিণী । অশ্বাদেঃ কৃষ্ণঃ শীলাথে  
টপ্রত্যয়ন সিদ্ধম্ । টিৎবাদ্ ভী । এবমন্তত্ ।

সৌন্দর্য্যরত্নাকরী—সৌন্দর্য্যস্ত রত্নাকরঃ সাগরঃ,—রত্নাকর ইত্যনেন সৌন্দর্য্যো  
রত্নস্বমর্থাদারোপিতম্ । স চ দেব্যাঃ কাঃ, তন্ত্বেয়মিত্যাণ্ প্রত্যয়াং জ্ঞাত্বে  
ভী । সৌন্দর্য্যরত্নাকরঃ খলু দেব্যাঃ শরীরঃ তৎসম্বন্ধিনী তদধিষ্ঠাত্রী চিত্রপা  
দেবতা । অতএব আত্মা দেহীভূত্যাতে । অণ্ প্রত্যয়াং বিনা রত্নাকরীতি  
প্রয়োগো নোপপত্ততে । এবং বৎস্রত্যাধীকাবে অন্তত্ৰাপি যত্র পদসাধুতা ন  
ভবতি তত্র তৎ সাধুত্বোপপাদনায়েদৃশো মে প্রবন্ধ ইতি বোধ্যম্ ।

নানা-রত্ন-বিচিত্র-ভূষণ-করী হেমাশ্বরাড়শ্বরী  
মুক্তা-হার-বিলম্ব মান-বিলসদ-বক্ষোজ-কুস্তান্তরী ।  
কাশীরাগুরু-বাসিতা রুচিকরী † কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

**পাদ** ।—যিনি নানা প্রকার বিচিত্র রত্ন দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ভূষিত

\* 'বোর' পাঠান্তর ।

† 'কাশীরাগুরুবাসিতাভবচিরে' এই পাঠ বাঙ্গালিগণ পুস্তকে আছে ।

করিয়াছেন, স্বর্ণময় বসন সদা ধাঁহার প্রিয়, ধাঁহার উচ্চপীন কুচকুস্তে মুক্তাহার  
বিলম্বিত, এবং যিনি অন্তর্ধ্যামিণী, কুঙ্কুম ও অশুষ্ক-সৌরভে আমোদিনী ও দৌষ্ট-  
কারিণী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, তুমি করুণা করিয়া  
আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—নানা... করী,—নানারত্নবিচিত্রাণি ভূষণানি কঙ্কণ-  
কেয়ুরাদীন করে যন্তাঃ সা, অথবা নানরত্নবিচিত্রভূষণসম্পাদিনী, স্বস্ত বা ভক্তনানং  
বেতি শেষঃ ।

হেমাশ্বরাড়শ্বরী—হেমাশ্বরাড়শ্বরীমুরাগিণী, আশ্বনঃ হেমাশ্বরাড়শ্বরমিচ্ছতি ইতি  
কাচি হেমাশ্বরাড়শ্বরীরথাভোঃ কর্ত্তরি কিপি হেমাশ্বরাড়শ্বরীরিতি তেন চ পদেন  
পরপদস্ত বিশেষণেন চেতি কর্ত্তধারয়ঃ । সমাসপূর্ব্বপদত্বাদ্ বিভক্তিলোপঃ ।

মুক্তা...বক্ষোজকুস্তাস্তরী—মুক্তেত্যাদি বক্ষোজকুস্তা ইত্যন্তমুত্তরপদম্, আন্ত-  
রীতি পৃথগদমন্তপদম্ । মুক্তাহারস্ত বিলম্বো লম্বনং যয়োস্তৌ—মানবিলসন্তৌ,  
মানেন পরিমাণেন পরিণাহতুজহরণেণ বিলসন্তৌ বিরাজমানৌ বক্ষোজকুস্তৌ  
কুচকলদৌ যন্তাঃ সা, আশুরী অন্তরম্ অন্তরাশ্চা তন্তেয়ম্, যন্তার্থঃ স্বামিভ্যম্,  
অন্তর্ধ্যামিণীত্যর্থঃ । কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্ ।

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,

চন্দ্রাকীনলভাসমান-লহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী ।

সর্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাস্তিতকরী \* কাশীপুরাধীশ্বরী

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—যিনি যোগানন্দবিধায়িনী, শত্রুধ্বংসকরী, ধর্ম্মার্থপূরণকারিণী,  
চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আভা ধাঁহার ( প্রভা-সমুদ্ভেদ ) ছোট বড় তরঙ্গমাত্র, ত্রিভুবনের  
রক্ষাকর্ত্তা, ভক্তবৃন্দের বাহিতকরী ও ঐশ্বর্য্যদাত্রী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী  
মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৩ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—চন্দ্রাকীনল-ভাসমান-লহরী,—চন্দ্রাকীনলভা অস-  
মানা উচ্চাচা নিরুপমা বা লহর্য্যো যন্তাঃ, তেন দেব্যাঃ প্রভা-সমুদ্ভবং ব্যঞ্জিতম্ ।  
চন্দ্রসূর্য্যগ্নিপ্রভাঃ খলু—প্রভা-সমুদ্ভবপায়াঃ যন্তাঃ বিবিধাকারতরঙ্গবৎ ক্ষুদ্রাংশ-  
ভূতাঃ । ইতি ভাবঃ ।

কৈলাসাচল-কন্দরালয়-করী গৌরী উমা শঙ্করী,  
কৌমারী নিগমার্থ-গোচর-করী \* ওঙ্কার-বীজাকরী ।  
মোক্ষদ্বার-কপাট † পাটন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী ‡ মাতাম্বপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি কৈলাস-পর্বতের কন্দরমধ্যে বাস করেন, যিনি গৌরী, উমা ও শঙ্করী এবং কৌমারীরূপা, যিনি উপযুক্ত সাধককে শাস্ত্রপ্রতিপাত্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা করেন, প্রণব ধাঁহার বীজ, যিনি ব্রহ্মশক্তি, এবং মোক্ষধামের দ্বারস্থ কবাট যিনি উদ্ঘাটন করেন, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা দাও ॥ ৪ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—নিগমার্থগোচরকরী,—নিগমার্থগোচরঃ নিগমার্থ-বিষয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যো বিষয়ো মোক্ষঃ তং করোতি সাধয়তি ভাস্তনামিতি শেষঃ । অথবা নিগমার্থাঃ । সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাত্তানি গোচরাঃ প্রত্যক্ষরূপা যেষাম্—তথা-বিধান্, অতীন্দ্রিয়দর্শিনঃ করোতি বা সার্বজ্ঞ্যসম্পাদিকেত্যর্থঃ ।

ওঙ্কারবীজাকরী,—ওঙ্কারবীজেত্যেকমাকরীতাপরং পদম্ । ওঙ্কারঃ প্রণবো বীজং সাধনমন্ত্রো যস্তাঃ সা, আকরী,—অক্ষরং ব্রহ্ম তত্ত্বৈয়ম্, ব্রহ্মশক্তিরিত্যর্থঃ । অক্ষরীতিহেদো বা, অক্ষরো-মৃত্যুঞ্জয়ঃ তস্ত পত্নী পুংযোগে ভীবিধানাৎ । মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী, মোক্ষদ্বারস্ত যৎ কপাটং রোধককাষ্ঠকলকতুল্যম্ অজ্ঞানমিতি যাবৎ তস্ত পাটনকরী ভেদনকরী বিঘটিকা ইত্যর্থঃ ।

দৃশ্যাদৃশ্য-বিভূতি-বাহন-করী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,  
লীলা-নাটক-সূত্র-খেলন-করী বিজ্ঞান-দীপাকুরা ।  
ত্রিবেশেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্বপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি দৃশ্যাদৃশ্য সম্পৎসম্পাদিনী, ব্রহ্মাণ্ড ধাঁহার অষ্টরমধ্যে নিহিত আছে, যিনি বিজ্ঞানরূপা, যিনি সংসারলীলা-নাট্যভিনয়ে সূত্রধাররূপা ও যিনি বিজ্ঞানদীপকে অজ্বরিত করেন, ত্রিবেশনাথ-হৃদয়-প্রসন্নতাবিধায়িনী সেই

\* ‘ওঙ্কারবীজাকরী’ পাঠ—বাগ্গবিলাস পুস্তকে আছে ।

† ‘কপাট’ হলে ‘কবাট’—পাঠান্তর ।

‡ ‘ভেদনকরী’—পাঠান্তর ।

তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—দৃশ্যাদৃশ্যবিভূতিবাহনকরী,—দৃশ্য। ইহ ভূমণ্ডলে লভ্যাঃ অদৃশ্য মনুষ্যদর্শনাতীতাঃ স্বর্গাদৌ লভ্যাঃ যা বিকৃতরঃ তামাং বাহনং প্রাপণং তৎকর্ত্ত্বী তৎসাধিনী। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরী,—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডামুদরয়তি উদরং করোতি ইতি গিজন্তনামধাতোঃ কৰ্ম্মণোহণ্-ইতি অণ্-প্রত্যয়েন ত্রীষাং সিদ্ধম্। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডমেব তস্মা উদরতুল্যাম্, উদরং যথা দেহৈশ্বকদেশঃ তথা ব্রহ্মাণ্ডমপি তস্মাত্তথা। উদরং যথা ভূকৃতবস্তূনাং স্থানং ব্রহ্মাণ্ডমপি কালস্বরূপয়া তস্মা ভূক্তানাম্ সৰ্কেষামেব স্থানম্। যুতানাম্ সৰ্কেষামেব জীবানাম্ তদ্বৈব স্থিতেঃ। অথবা ব্রহ্মাণ্ডম্ উদরবৎ উদরসম্বন্ধম্ উদরস্থমিতি যাবৎ করোতি সম্পাদয়তি,—ব্রহ্মাণ্ডমেব তদ্ব্যয়স্থমিতি ভাবঃ। গিচি মতোলু'কি পূর্ববৎ সাধনীয়ম্। গীলানটকহৃত্রখেলনকরী—গীলৈব নাটকং তস্মা হৃত্রম্ আরম্ভঃ তেন খেলনং করোতি,—গীলানটকস্মা হৃত্রধারস্বরূপা প্রথমপ্রবর্ত্তিনীতি তাৎপর্যম্। বিজ্ঞানদীপম্ অকুরয়তি অকুরবস্তং করোতি—বীজরূপেণ স্থিতং অব্যাকৃতভাবেন স্থিতং তম্ অকুরবস্তং করোতি। অজ্ঞানজবনি-কারতো হি জ্ঞানদীপঃ, যস্মা অজ্ঞানাপসারণাৎ প্রকাশতে ইতি তদাশয়ঃ।

উর্ব্বা সৰ্ব্বজনেশ্বরী জয়করী \* মাতাম্পূর্ণেশ্বরী, †

বেণী- ‡ নীল-সনানকুন্তল-হরী নিত্যাম্রদানেশ্বরী।

সৰ্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

**অম্মুবাদ**।—যিনি মতীকৃপা, জনসমূহের ঈশ্বরী, সাকারভাবে পরিমাণ-কারীদিগের নিকট যিনি পূর্ণা নহেন, কিম্ব—শিবসীমন্তিনী শিবজায়া, নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট বীহার কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, যিনি বিকৃতুল্য পালন-পরায়ণা, স্তুতরাং অন্নদানে অব্যাহত সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছেন, মহাদেবের আনন্দবিধায়িনী বালাদি দশ দশা ও মঙ্গল উভয়দাত্রী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—উর্ব্বা মহতী পৃথিবীরূপা যা “মহীশ্বরূপেণ যতঃ হিতাসি ইত্যাক্তেঃ।

\* ‘জয়করী’ হলে ‘ভগবতী’—পাঠান্তর।

† ‘মাতা কৃপাসাগরী’—পাঠান্তর।

‡ ‘নারী’—পাঠান্তর আছে।

যাতায়াতপূর্ণেশ্বরীতি প্রথমচরণস্থবাক্যে যাতাং ন পূর্ণেশ্বরী ইতি, যাতাং ন পূর্ণে অশ্বরী ইতি বাচ্ছেদঃ, তত্র প্রথমকল্পার্থস্ত যাতাং [মা-ধাতোঃ শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ ততঃ বষ্ঠা বহুবচনম্] সাকার্ষ্যেন পরিচ্ছিন্নতাং মন্যাদিকারিণাং (পক্ষে) ন পূর্ণা অব্যাপকত্বাৎ, ঈশ্বরী ঈশ্বরত্ব শিবত্ব জায়া, অয়ং ভাবঃ বা বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্না পূর্ণা চিন্নাত্ত্বশ্রুপা সৈব পরিমাণং কুর্ক্বতাম্ ইয়দাকারবতীরম্ ইতি ধারয়ত্বাৎ সমীপে ন পূর্ণা, কিন্তু, শিবপত্নীত্বেনৈব খণ্ডরূপা প্রতীয়তে, যে যথা মাং প্রপণ্ডন্তে তাস্তথৈব ভজামাহম্ ইতি গীতোক্তেঃ, অত্র পুংযোগে ভী । অত্রাহ ণাদিক বরট্ প্রত্যয়েন তৎসিদ্ধিঃ । দ্বিতীয়কল্পার্থস্ত—হে পূর্ণে যা ত্বং যাতাং পরিচ্ছিন্নতাং পক্ষে ন অশ্বরী ন ব্যাপিকা সাকার্ষ্যত্বাৎ, অশ্বরীতি অশুঙ্ঘ্ ব্যাপ্তৌ ইত্যশ্বধাতোর্বিন্-প্রত্যয়ে দ্বিগ্মাং রূপম্ এবং চ ন চতুর্থচরণান্তিমভাগেন পৌনরুক্ত্যাম্ ।

বেণী-নীল-সমান-কুস্ত-হরী নিত্যায়দানেশ্বরী,—নীলং নীলীবৃক্ষঃ তৎসমানাঃ  
তৎসবর্ণাঃ, যদ্বা নীলাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সমানাঃ অত্রোক্তসদৃশাঃ মন্থনাদিশুণেন পরস্পরঃ  
তুল্যাঃ মানেন পরিমাণবিশেষেণ দৈর্ঘ্যেণেতি যাবৎ সহ বর্তমানা ইতি বা, মানঃ  
পূজা প্রশংসা তেন সহ বর্তমানা উৎকৃষ্টত্বেন সর্কৈরাদৃতা ইতি কল্পান্তরঃ কুস্তলা  
ইতি কৰ্ম্মধারয়ঃ, বেণীভূতা নীলসমানকুস্তলা যন্তাঃ সা চাসৌ হরী-নিত্যায়দানেশ্বরী  
চেতি বিশেষণকৰ্ম্মধারয়ঃ, হরিঃ বিষ্ণুঃ তদ্বাদচরন্তীতি কৰ্ত্ত্বকপমানাচারে কাণ্ডি  
হরীর খাতোঃ কৰ্ত্তরি ক্লিপি হরীতি সিদ্ধম্ । পালনং বিষ্ণুকাৰ্য্যং তৎকরণেন  
হরিভূত্যাচরণমুক্তম্ অতএব নিত্যম্ অন্নদানে ঈশ্বরী । অব্যাহতসামৰ্থ্যা, স্বাতন্ত্ৰ্যেণ  
তৎ সাধ্যবিত্তীভাৰ্থঃ, হরীচাসৌ নিত্যায়দানেশ্বরী চেতি বিশেষণে কৰ্ম্মধারয়ঃ ।

দশাশুভানি, দশাশু শুভানি চ তৎকর্ত্ত্বী বাল্যাদিক্রুপাঃ, অবস্থাঃ কলা-  
কর্ত্তাদিক্রুপেণ পরিণামপ্রদায়িনীতী সপ্তশত্ব্যক্তে: বাল্যাদিকর্ত্ত্বং দেব্যা: সিদ্ধম্ ।

আদি-কান্ত-সমস্তবর্ণন-করী শান্তুপ্রিয়া শাকরী \*

काशीरत्रिपुरेश्वरी त्रिनयनौ-विश्वेश्वरी ॥ शर्बरौ ।

সাক্ষান্মোককরী সদা শুভকরী ॐ কা

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্বপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

**“বু-ম”**—যিনি (কুলকুণ্ডলিনীরূপে) অকারাদি ককারান্ত  
নকাশং মাতৃকাবর্ণ প্রকাশ করেন, যিনি শক্তদয়িতা মাহেশ্বরী, যিনি কাম্বীরেশ্বরী

\* ‘শতୋত্তিষ্ঠাবাকরী’—পাঠান্তর।

† 'নিভাঙ্করা' এই পাঠও দৃষ্ট হয়।

১. 'কামাকান্ধকরী জনোদয়করী' পাঠান্তর।

সারদা ও ত্রিপুৰেশ্বরী, যিনি নয়নত্রয়-শক্তি দ্বারা বিশ্বের অধীশ্বরী এবং সংহারকারিণী ; সাক্ষাৎ মোক্ষবিদায়িনী, সতত শুভকারিণী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—আদি-কান্ত-সমস্ত-বর্ণন-করী,—অকারাদি ককারান্তাঃ সমস্তবর্ণাঃ তেষামাখ্যানং বর্ণনং পরাদিভাবেন প্রকাশঃ, তৎকারিণী ; বর্ণশব্দস্ত গিজস্তস্ত বর্ণনমিত্যেকপদম্ । কুণ্ডলিনীরূপা হি দেবী বর্ণান্ প্রকাশয়তি, তদ্বক্তৃং প্রপঞ্চসারে—‘অবৈষম্যানুখশ্রোত্রমার্গস্ত্রাবিষদাকরম্ । অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা কুণ্ডলী তদা । মূলাধারে বিষ্ণতি সুষুমাং বেষ্টতে মুহঃ ।’ ইতি । এতদ্বিবরণং পদার্থাদর্শে, “স্বস্মা কুণ্ডলিনী মধো জ্যোতির্শ্রোত্রাস্বরূপিণী । আশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদ্ভদ্রগচ্ছত্বাৰ্দ্ধগামিনী । স্বয়ংপ্রকাশা পশুন্তী সুষুম্নামপ্রিতা ভবেৎ । সৈব হ্রৎপঞ্চজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী । অন্তঃ সংজল্যমাত্রা শ্রাদবিভক্তোৰ্দ্ধগামিনী । সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোম্রাণরদস্থিতা । জিহ্বামূলোষ্ঠিনীকুণ্ডলসর্ববর্ণপরিগ্রহা । শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগোহা তু বৈশ্বরী ।” ত্রিনয়নী-বিশ্বেশ্বরী ত্রয়াণাং নয়নানাং সমাহারঃ ত্রিনয়নী, তয়া বিশ্বস্ত ঈষ্টে (ওণাদিকো বয়ট্) সোমস্বর্য়াদিগ্নিপনয়নত্রয়েণ সর্বাতিশায়িনী বিশ্বনিয়ন্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

দেবী সর্ব-বিচিত্র-রত্ন-খচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,

বামা স্বাহু-পয়োধরা প্রিয়করী সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী ।

ভক্তাভীষ্টকরী সদা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি সর্বপ্রকার বিচিত্র রত্নে অলঙ্কৃত, যিনি সুন্দরী দাক্ষায়ণী, যিনি বামা, মধুর গুণশালিনী, সদাগ্রীতিদায়িনী এবং সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী, অর্থাৎ সকলকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা, ভক্ত-সাধারণের অভীষ্টপ্রদায়িনী, সদা কল্যাণ-সম্পাদিনী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

চন্দ্রার্কানল-কোটি-কোটি-সদৃশী চন্দ্রাংশু-বিশ্বাধরী,

চন্দ্রার্কায়ি-সমান-কুণ্ডল-ধরী চন্দ্রার্ক-বর্ণেশ্বরী ।

মালাপুষ্পক-পাশসাক্ষুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি কোটি কোটি চন্দ্র, স্বর্ষ্য ও বহির জ্বা

সমুজ্জলপ্রভাশালিনী, জ্যোৎস্নাচূষিত বিশ্বফলের ত্রায় বাহার ( স্মিত-শোভিত ) অধর, বাহার চন্দ্র, স্বর্ধ্য ও অনলের ত্রায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল, যিনি মালা অক্ষপুস্তক পাশধারিণী অঙ্কুশ-সমম্বিতা ও গিরিবৎসলা, সেই তুমি কাশীর অধীশ্বরী, ঈশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা ; আমাকে রূপা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥

**বিশ্বমপন-ব্যাখ্যা**—চন্দ্রাংগুবিদ্যধরী,—চন্দ্রাংগুবিষম্ চন্দ্রশ্রাংগবো যস্মিন্ তৎ চন্দ্রাংগুচ্ছুরিতমিত্যর্থঃ, বিস্মং বিশ্বফলং, তৎ অধরয়তি অধরং করেতি ইতি নামধাতোঃ কৰ্ম্মণোহপি স্ত্রীষু চন্দ্রাংগুবিদ্যধরীতি । সদা মন্দম্বিতোক্তাসিতঃ খলু দেব্যা অধরচন্দ্রাংগুচ্ছুরিতবিশ্বফলসদৃশ ইতি ভাবঃ ।

চন্দ্রাকর্ষণী ঈশ্বরীতি স্লেছদঃ যস্তা বর্ণঃ চন্দ্রবৎ স্নিগ্ধঃ স্বর্ধ্যবদীপ্রশ্চ,—ঈশ্বরী অষ্টৈশ্বর্য্যবতী । চতুর্থচরণে অন্নপূর্ণেশ্বরীত্যত্র ঈশ্বরীপদং জগৎসৃষ্টাদিকর্ত্তৃবাচকম্, ইত্যর্থভেদান্নাস্ত্র পৌনরুক্ত্যম্ । ভক্তিবাহুলাচ্ছোতকতয়া পুনরুক্তিরত্র ন দোষায়তি বা সৰ্ব্বত্র সমাধানম্ ।

অথবা চন্দ্রচন্দ্রনাড়ী—ইড়া, স্বর্ধ্যঃ স্বর্ধ্যানাড়ী—পিঙ্গলা, বর্ণেশ্বরী বর্ণাভি-  
বাজনসমর্থ্য স্ময়ানাড়ী । ‘স্ময়ানং বেষ্টতে মুহঃ’ ইত্যুক্তেঃ । নাড়ীত্রয়রূপা ।  
ইড়া পিঙ্গলা ত্বে স্ময়ান চ নাড়ীত্ব্যুক্তেঃ । মালা-পুস্তক-পাশ-সাক্ষুশ-ধরী—মালা-পুস্তক-  
পাশা চাসৌ সাক্ষুশা চেতীতি বিশেষণে কৰ্ম্মধারয়ঃ । অত্র চ মালা-পুস্তক-পাশা  
অস্ত্রাঃ সস্তীতি অৰ্শ আদিভাদচ্ মালা-পুস্তকসহিতঃ পাশো যস্যাম্ ইতি মধ্যপদ-  
লোপী বা বহুব্রীহিঃ । সাক্ষুশা অঙ্কুশেন সহ বর্ত্তমানা । ততো মালা-পুস্তক-পাশ-  
সাক্ষুশা চাসৌ ধরীশ্চেতি সমাসঃ ।

ধরং পৰ্ব্বতম্ ইচ্ছতি, ইতি ধরশব্দাৎ ক্যচি কৰ্ত্ত্বরি কিপি রূপম্ । হিমালয়-  
হ্রিহিত্বেন কৈলাসাবস্থিতা বা ইষ্টপৰ্ব্বতা ইত্যর্থঃ সা চাসৌ কাশীপুরাধীশ্বরী চেতি  
সমাসঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষত্রাজ্ঞাকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,

সর্বানন্দকরী \* সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী † ।

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ক্ষত্রিয়কুল পরিজ্ঞাপ করিয়াছেন, উৎসবে অভয় প্রদান করেন, যিনি মুর্ত্তিমতী করুণা এবং সুধাশ্বরূপা, শিবের আনন্দবিধায়িনী, সতত

\* ‘সাক্ষাৎসাক্ষকরী’ এই পাঠও আছে ।

† ‘বিশ্বেশ্বর-শ্রীধরী’ পাঠান্তর ।

শিবসম্পাদনৌ বিশেষরী ; যিনি লক্ষ্মীরূপা, দক্ষত্ববিধায়িনী ও নিরাময়করী, সেই তুমি কালীপুরের অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১০ ॥

।वन्नमः=द-व्याख्या।—মহাভয়করী,—মহন্ত উৎসবন্ত অভয়করী উৎসব-ভদ্রভয়নিবারণী, শক্রণাং মহতীং ভীতিং জনয়ন্তী ইতি-বা, মহৎ অব্যাহতম্ অভয়ং কুর্কন্তী ভক্তানাং ইতি কল্পান্তরম্ ।

কৃপাসাগরী, সাগরস্তেয়ং ইতি সাগরী শক্তির্গম্যতে, কৃপা সাগরী সাগরশক্তি-রিব যন্তাং, সাগরশক্তির্গথা নিরবধিঃ তথা যন্তাং কৃপা নিরবধিঃ, সাগরী সাগরসম্ভবা সুখা ইত্যর্থঃ, কৃপৈব সাগরী যন্তাং ইতি বা, অথবা কৃপাসাগরীতি চ পৃথক্ পদদ্বয়ং, কৃপা মূর্ত্তিমতী করুণা, “যা দেবী সর্বভূতেষু দয়াক্ষপেণ সংস্থিতা” ইত্যুক্তেঃ । সাগরী সুখারূপা চ “সুখা স্বমক্ষরে নিত্যে” ইত্যুক্তেঃ । ঈশ্বরী ঈশ্বরন্ত পন্নী লক্ষ্মীঃ, হে মাতঃ লক্ষ্মীস্বস্তো নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে ।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্শ্বতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—হে অন্নপূর্ণে ! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুলা প্রিয়পন্নী । হে পার্শ্বতি ! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সিদ্ধির জন্তু ভিক্ষা দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অন্ধুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জন পূর্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর ॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্শ্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।

বাক্ষবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—পার্শ্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বাক্ষব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২ ॥

অন্নপূর্ণা-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।



আনন্দলহরী-স্তোত্রম্ ।

ତ୍ରିଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ভবানি স্তোতুং হ্রাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ,  
প্রজানাগীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি ।  
ন ষড়্ভিঃ সেনানীদর্শনমুখৈরপ্যাহিপতি-  
স্তদাগ্নেয়াং কেয়াং কথয় কথমগ্নিব্ধসরঃ ॥ ১ ॥

অশ্বিনানন্দ :—ভবানি ! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্মুখে, ত্রিপুরবিজয়ী (পঞ্চানন) পঞ্চমুখে দেবসেনাপতি (যড়ানন) ষষ্ঠমুখে এবং কণিষপতি অনন্ত সহস্রমুখেও তোমার স্তুত করিতে যখন সমর্থ নহেন, তখন বল, অস্ত্র কাহার এ বিষয়ে সম্ভব হইতে পারে ॥ ১ ॥

স্নাত-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধু-মধুরিমা কৈরপি পদৈ-  
 বিবিধ্যানাথ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ ।  
 তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ,  
 কথঙ্কারং ক্রমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যত, কীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য্য যেরূপ কোন  
কথা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসানামাজ্জেরই বিবরণ অর্থাৎ স্তুতাদির  
আবাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাহা  
অপরকে বুঝাইতে পারা যায় না, তরুণতোমার সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের  
দৃষ্টিগোচর, হে সর্ব্বশাস্ত্রের অগোচর-গুণ-সম্পন্ন ! ( তাহা ) আমরা বাক্য দ্বারা  
কিভাবে প্রকাশ করি ॥ ২ ॥

মুখে তে তাম্বুলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা,  
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে ~~গৌরীমল্লিকা~~ ।  
স্মরং কাঞ্চী শাটী পৃথুকটিভটে হাটকময়ী,  
ভজামস্ত্যাং গৌরীং নগপতি-কিশোরীমবিরতম ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :-** মাতঃ ! তোমার মুখে তাইল, নয়নদ্বয়ে কজল, ললাটে

কুসুমবিন্দু, গলে মৌক্তিক-হার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জল কাঞ্চী  
(চক্রহার) ও কটদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে ; তুমি পৰ্বত-রাজকুমারী  
গৌরী, আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ৩ ॥

বৈরাভ্যঙ্গ-দার-দ্রুম-কুসুম-হার-স্তন-তটী,  
নদদ-বীণা-নাদ-শ্রবণ-বিলসৎ-কুণ্ডল-গুণা ।  
নতাস্ত্রী মাতঙ্গী-রুচির-গতি-ভঙ্গী ভগবতী,  
সতী শান্তোরস্তোরহ-চটুল-চক্ষুর্বিজয়তে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার স্তনদ্বয়োপরি মন্দারগুপ্তের হার শোভা পাইতেছে,  
ঝঙ্কারিণী বীণার ঝঙ্কার বাঁহার শ্রবণযুগলে দোহুলায়মান কুণ্ডলদ্বয়ের গুণস্বরূপে  
প্রতীয়মান হইতেছে, অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা কর্ণার্কদেশাবধি সংশ্লিষ্ট  
ধাকাতো ঐ মধুর ঝঙ্কার যেন কুণ্ডল হইতেই উদ্ভিত হইতেছে এইরূপ মনে  
হয়, বাঁহার অঙ্গসকল সঙ্গত, করিণীর ত্রায় বাঁহার গতিভঙ্গী অতি মনোহর,  
কমলচাকলোচনা শিবের সেই সতী বিজয়যুক্তা হইয়া আছেন ॥ ৪ ॥

নবীনার্ক-ভ্রাজস্মগি-কনক-ভূষা-পরিকরৈ-  
ৰ্বৃতাঙ্গী সারঙ্গী-রুচির-নয়নাস্ত্রীকৃত-শিবা ।  
তড়িৎপীতা পীতাম্বর-ললিত-মঞ্জীর-সুভগা,  
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি স্তথৈরস্তু স্মৃথী ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—নবোদিত সূর্য্যপ্রভার ত্রায় সমুজ্জল মণিখচিত্ত বিবিধ  
কাঞ্চনবিভূষণে বাঁহার অঙ্গসকল পরিবৃত, হরিণীনয়নসদৃশ নয়নের দৃষ্টিগাতে শিবকে  
যিনি আপনার জন করিয়া লইয়াছেন, যিনি সোদামিনীর ত্রায় পীতবর্ণা এবং  
পীতাম্বর ও মনোহর নুপুরে শোভিতা, নিরবধি স্তথপূর্ণা সেই অপর্ণা আমার  
প্রতি স্মৃথী (প্রসঙ্গ) হউন ॥ ৫ ॥

হিমাদ্রেঃ সঙ্কুতা স্তললিত-করৈঃ পল্লবযুতা,  
স্তপুস্পা মুক্তাভিভ্রমর-কলিতা চালক-ভরৈঃ ।  
কৃতস্থাপুস্থানা কুচ-ভর-নতা সূক্তি-সরসা,  
রুজাং হস্তী গন্তী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হিমালয় পৰ্বত হইতে উৎপন্ন এই জলম চিদানন্দলতা

অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিয়াছেন, মনোহরকরচতুর্ভুজ ইহার পল্লব, মুক্তাগমূহ ইহার কুসুম, অলকাবলি ভ্রমরনিকর, স্থাণু (দেবী পক্ষে—শিব; লতাপক্ষে—শাখাহীন বৃক্ষ) আশ্রয়ে ইহার অবস্থিতি, কুচভারে ইহার নম্রভাব সম্পাদিত, স্নমধুর বচনই ইহার (মধুর ফল)-রস, ইনি রোগহারিণী। (দেবী পক্ষে রোগ ভবরোগ, লতা পক্ষে ব্যাধি) ॥ ৬ ॥

স-পর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,

শ্রয়ন্ত্যন্তে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি ।

অ-পর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ-পরিবৃতঃ,

পুরাণোহপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্য-পদবীম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- অপরাপর লোকে, সপর্ণা (পত্রে মণ্ডিতা,) কতিপয় গুণ-শালিনী লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার কিন্তু মত এই যে, জগতে এক-মাত্র অপর্ণারই সেবা করা সকলেরই উচিত, (তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত) ইহার আলিঙ্গনে পুরাতন স্থাণুও মোক্ষফল প্রসব করিতেছেন। (পুরাতন স্থাণু জীর্ণ শাখাহীন বৃক্ষ, অথচ জগতের আদ্য শিব) ॥ ৭ ॥

বিধাত্রী ধৰ্ম্মাণাং হ্রমসি সকলান্নায়জননী,

হ্রমর্থানাং মূলং ধনদ-নমনীয়াজ্জি-কমলে ।

হ্রমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,

সতাং মুক্তের্বীজং হ্রমসি পরমব্রহ্মমহিবী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমিই সকল ধর্ম্মের বিধানকর্ত্রী, ( কারণ ) তুমিই বেদ ও তন্ত্রসমূহের জননী-স্বরূপা ; তুমিই অর্থের মূল কারণ, ( কারণ ) ধনপতি কুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। জননি ! তুমিই কামনা সকলের আদি, ( কারণ ) কন্দর্পবিজয়—কন্দর্পের পুনর্জীবন, তোমার দ্বারাই সম্পাদিত, তুমিই সাধুবৃক্ষের মুক্তিপ্রাপ্তির আদি কারণ, ( কারণ ) তুমিই পরব্রহ্মের মহিবী ॥ ৮ ॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-

স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোহহমধুনা ।

পর্যোদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,

ত্বংশ শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিন্ননুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- জননি ! আমি চক্ৰমতি, তোমার প্রতি বহিঃ আমার

প্রচুর ভক্তি না থাকুক, তথাপি ( মা ! ) আমার প্রতি তোমার সদয়-দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, চাতক জলদের প্রতি কোনরূপ ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে স্তমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে । কোন্ কৰ্ম্মফলে আমার বুদ্ধি এভাবে চালিত হইল, এই শঙ্কা আমি বিশেষভাবে করিতেছি ॥ ৯ ॥

কৃপাপান্ধালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে,  
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণ-দীক্ষায়ুপগতে ।  
নচেদিচ্ছং দদ্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা,  
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সাধুচরিতে ! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রতি উপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে । কল্পলতিকা যদি ত্বরায় অভিলষিত প্রদান না করে, তাহা হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল ? ॥ ১০ ॥

মহাস্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,  
নিধায়ান্ধমৈকান্তিতমিহ ময়া দৈবতমুমে ।  
তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং,  
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে উমে ! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অন্ধ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই । মাতঃ ! তথাপি যদি মৎপ্রতি তোমার চিন্তে করুণা না জন্মে, হে গণেশজননি, তাহা হইলে অবলম্বন-শূন্য আমি কাহার শরণাপন্ন হইব ? ॥ ১১ ॥

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং  
যথা রথ্যা-পাথঃ শুচি ভবতি গন্ধৌঘ-মিলিতম্ ।  
তথা তত্তৎ-পাপৈরতিমলিনমস্তম্মম যদি,  
ত্বয়ি প্রেমাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—স্পর্শমগ্নিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আগু স্তম্ভের প্রাপ্ত হয়, যেমন রথ্যা-জলও গজাপ্রবাহে মিলিত হইলে আগু বিস্তৃত হইয়া থাকে, আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসম্বন্ধে যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি

ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অণ্ডঃকরণও সেইরূপ  
বিনষ্ট হইবে না কেন ? ॥ ১২ ॥

ত্বদন্তস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভে ন নিয়ম-

স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থ্য বিতরণে ।

ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনায়াস্ত্বয়ি মন-

স্ত্বদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তং ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** ।—দেবি ! তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট হইতে অভি-  
লষিত বস্তু যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই, এমন নিয়ম নাই, (অধিক ফলপ্রাপ্তি দূরের কথা)  
আর তুমি ইচ্ছার অতিরিক্ত অর্থদানেও সমর্থ্য,—পদ্মবানি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ  
এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি ! যাহাতে আমার চিত্ত রাত্রিদিন  
তোমাতে সমাসক্ত থাকে, সেই উচিত কার্য্য কর ॥ ১৩ ॥

স্মরুমানা-রত্ন-স্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-

ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধর-বিলাসৌঘ-শিখরমৃ ।

মুকুন্দ-ব্রহ্মেন্দ্র-প্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে,

তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** ।—জননি ! যিনি ত্রিভুবনের অধিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার  
গৃহিণী । তোমার আলয়-ভিত্তি সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নরাজিতে পরিনির্মিত,  
তাহাতে তোমার আকার সর্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে । চঞ্চল চন্দ্রপ্রতিবিম্ব-  
মণ্ডিত জলপ্রবাহ তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ যথায় পরিজনরূপে অবস্থিত, তোমার সেই রমণীয়  
ভবন সর্বোৎকৃষ্ট ॥ ১৪ ॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখায়াঃ স্তুতিকরাঃ,

কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ ।

মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনি-ধরাধীশ-তনয়ে,

ন তে সৌভাগ্যস্য কচিদপি মনাগস্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মাতঃ ! কৈলাসপর্বতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র  
প্রভৃতি দেবগণ তোমার স্তুতিপাঠক, ত্রিলোক তোমার কুটুম্ব, অশিমা

অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তোমার নিকট কৃতান্তলিপুটে বিজ্ঞান, মহেশ্বর তোমার পতি,  
যিনি ধরাধরসমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয় তোমার পিতা । স্তবরাং তোমার  
সৌভাগ্যের ঈশং ভুলনাও কোথাও নাই ॥ ১৫ ॥

বৃষো বুদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং,  
ঋণানং ক্রীড়াভূভূজগনিবহো ভূষণবিধিঃ ।  
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-  
র্যদেতৈশ্চৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—বৃদ্ধ বৃষ, বাহন ; হলাহল আহারীয় দ্রব্য ; দিগ্‌মণ্ডল বস্ত্র ;  
ঋণান ক্রীড়াভূমি ; ভূজগগণ ভূষণ ; ইহাই স্মরারি-শিবের সমগ্র সম্পত্তি সকলেরই  
পরিজ্ঞাত ; তবে যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, ( তিনি যে সকলের ঈশ্বর ) ইহা তোমারই  
সৌভাগ্যের মহিমা ॥ ১৬ ॥

অশেষ-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়-বিধি-নৈসর্গিক-মতিঃ,  
শ্মশানেশ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ ।  
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকুপয়া,  
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কল্যাণকারিণি ! পশুপতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়-  
কার্য্যেই স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে থাকেন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন  
অর্থাৎ মরণ, মরণ স্থান ও মরণ-চিহ্নই তাঁহার প্রিয়, তাঁহার দয়া কি থাকিতে পারে ;  
( তথাপি ) তিনি যে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ  
করিয়াছেন, মাতঃ ! ইহা তোমারই সহবাসের ফল ॥ ১৭ ॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,  
ভিষ্যেবাসীদ-গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে ।  
তদেতস্ত্রাস্ত্রাম্যদ-বদনকমলং বীক্ষ্য কুপয়া,  
প্রতিষ্ঠাম্মাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গিরিনন্দিনি ! তোমার অল্পম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই  
গঙ্গাদেবী ভয়েই জলময় ( বস্মাক্ত ) কলেবরা হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সুখপদ্ম  
স্থান দেখিয়া গিরিশদেব দয়াবশে তাঁহাকে স্বীয় মস্তকে স্থান দান  
দ্বারা গৌরব করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বিশাল-শ্রীখণ্ড-দ্রবয়ুগমদাকীর্ণ-ঘুম্ণ-  
 প্রসূন-ব্যামিশ্রং ভগবতি তবাত্যঙ্গ-সলিলম্ ।  
 সমাদায় অষ্টা চলিত-পদ-পাংশুমিজকরৈঃ,  
 সমাধস্তে সৃষ্টিং বিবুধ-পুর-পঙ্কেক্লহ-দৃশাম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ :- প্রভূত চন্দনদ্রব, যুগনাভিযুক্ত কুঙ্কম ও কুঙ্কম-মিশ্রিত  
 তোমার অভ্যঙ্গ-জল ও তোমার গমন-চঞ্চল চরণ-রেণু নিজ কল্পচতুষ্টয়ে সংগ্রহ  
 করিয়া সৃষ্টিকর্তা ( তদ্বারা ) স্মরণপূর্ব্বক কমলনয়নাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিত-লতাভিঃ পরিবৃতে,  
 ক্ষুরম্মানাপদ্যে সরসি কলহংসালি-সুভগে ।  
 সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়-পবনান্দোলিত-জলে,  
 স্মরেদ যন্ত্ৰাং তস্য জ্বরজনিত-পীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- ফুল বিবিধ-কমল-শোভিত, কলহংস ও ভ্রমরকুলের সঞ্চারে  
 সুদৃশ্য, মলয়-পবন-চঞ্চল-সলিল-সরোবরে সখীগণ সহ ক্রীড়া-নিরত তোমাকে  
 যে স্মরণ করে, তাহার জ্বরজনিত পীড়া বিদূরিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দ-লহরী-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ।

ন মন্ত্ৰং নো যন্ত্ৰং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো,  
 ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ ।  
 ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং,  
 পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে মাতঃ ! আমি তোমার মন্ত্ৰ জানি না, প্রসিদ্ধ যন্ত্ৰও  
 জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চনাতে  
 যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য

প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দৈন্ত প্রকাশ করিয়া জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে, তোমার অমুসরণই নিখিল ক্লেশবিনাশক ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া,  
বিধেয়াশক্যত্বান্তব চরণয়োৰ্ধা চ্যুতিরভূৎ ।  
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,  
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পূজা করিতে হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরস্তর আলস্তের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্তব্যাহুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার যে সকল ক্রটি ঘটিয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল ক্রটি,—সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। জননি! কুসন্তান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,  
পরং তেষাং মধ্যেহবিরল-তরলোহং তব স্তুতঃ ।  
মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,  
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি! বহুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরল, কিন্তু আমি তোমার সন্তানগণের মধ্যে নিরস্তর চাকল্য-যুক্ত, হে শিবে! তাই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। হে মাতঃ! কুপুত্র হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা হয়েন না ॥ ৩ ॥

জগন্মাতস্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,  
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়া ।  
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,  
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগজ্জননি! হে মাতঃ! আমি কদাচ তোমার



চরণদ্বয়ের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই,  
তথাপি তুমি মৎপ্রতি অসীম মেহ করিতেছ, (জননি! অতএব জানিলাম)  
কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ কুমাতা হন না ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া,  
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি ।  
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,  
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, বিবিধ  
বিধিগালনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত, (বিবিধ বিধিসেবা) দেবগণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য  
হইয়াছি, হে লম্বোদরজননি! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর,  
তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ৫ ॥

ঋপাকো জল্লাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,  
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ ।  
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং,  
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—ঋপাক অর্থাৎ মূর্থ (রুদ্ধভাবী) চণ্ডাল, মধুর বচনবিশ্বাসে  
বাগ্মী হইয়া থাকে, নিধন ব্যক্তি বহুকোটিস্রবর্ণ লইয়া বিহার করিয়া থাকে। হে  
অপর্ণে! তোমার মন্ত্রবর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্তু  
বিধিপূর্বক তোমার মন্ত্রজপ করিলে যে ফল হয়, তাহা কে জানিতে  
পারে? ॥ ৬ ॥

চতাত্ম্যালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরো,  
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ ।  
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,  
ভবানি ত্বৎ-পাণিগ্রহণ-পরিপাটী-ফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—অদে চিতাভয় লেপন, খাণ্ড বিষ, বজ্র দিগ্‌মণ্ডল, অর্থাৎ  
উলঙ্গ, মাথায় জটা, ভুজের হার, কৃষ্ণ বাহন, নরকপাল হস্তে, ভূতপ্রেত ভৃত্য,  
এমন বিনি, তিনিও যে একমাত্র জগদীশ্বরপদ লাভ করিয়াছেন, হে ভবানি,

তাহা তোমারই পাণিগ্রহণের ফল, অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াই সেই হত দরিদ্র শিবের এই অসামান্ত ঐশ্বর্য্য ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্থাকাজ্ঞা নব-বিভব-বাঞ্ছাপি ন চ মে,  
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি স্তুত্বেচ্ছাপি ন পুনঃ ।  
অতস্ত্বাং সংঘাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,  
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! মুক্তি ইচ্ছা নাই, অলঙ্ক-সম্পত্তি-লাভেও ইচ্ছা নাই, আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাধি না। হে চন্দ্রাননে ! আমি স্তুত্বভোগ করিব, এরূপ আকাজ্ঞাও আমার অন্তঃকরণে উদ্ভিত হয় না। জননি ! আমি তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মৃড়ানী, রুদ্রাণী, শিব শিব ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবন-দাপন হয় ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,  
কিং \* রুক্ষ চিস্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ ।  
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,  
ধৎসে কৃপামুচিতমস্ম পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি অর্চনা ত করিই নাই, (অধিকন্তু) রুক্ষ ও বিষয়ভাবনা প্রকাশক বাক্য দ্বারা তোমার কি (অপ্রিয়) করি নাই ? হে কালি ! অনাথ আমি, আমার প্রতি যদি তুমিই কিঞ্চিৎ কৃপা কর, মা, তাহাই তোমার পক্ষে উচিত, (আর কেহ কি এরূপ অধর্মের প্রতি কৃপা করেন ?) ॥ ৯ ॥

আপৎস্ব মমঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি ।

নৈতচ্ছঠং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্তা জননীঃ স্মরন্তি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কৃপাসাগরেশ্বরী ! হে দুর্গতিনাশিনি ! আমি অধুনা আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি। মাতঃ ! ইহা আমার শঠতা মনে করিও না। কারণ, সন্তান বখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখন মাতাকেই স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেম্ময়ি ।

অপরাধশতৈঃ পরাবৃতং, ন হি মাতা সমুপেক্ষতে স্ততম্ ॥ ১১ ॥

**অমুবাদ ।**—হে জগন্মাতাঃ ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে । যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপস্বী ত্বৎসমা ন হি ।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-

শিষ্যস্ত্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ দেব্যপরাধ-

ক্ষমাপণ-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অমুবাদ ।**—হে জননি ! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার জ্ঞান পাপহারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা উচিত বোধ কর, তাহাই কর ॥ ১২ ॥

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী

শ্রীমদচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকয়া

তথা

শ্রীমল্লক্ষ্মীধরকৃত-টীকয়া চ সমেতা

# মহিশূররাক্ষীয়- প্রথম-যুজাপকপণ্ডিতস্য পীঠিকা ।

ইয়ং খলু দেবীস্তুতিঃ শ্লোকশতীমিতা সময়াগমরহস্তগতিতা সৌন্দর্যালহরী  
আনন্দলহরীতি চ প্রথমে । কো হু এতস্তা রচয়িতা কিমভিধান ইতি নাষ্টাপি  
নিশ্চেতুং পারয়ামঃ, যতঃ প্রাক্তনা অপি ব্যাখ্যাতারঃ বিষয়েহস্মিন্ সন্নিহানা এব  
স্তুতিমেতাং ব্যাচকুঃ । তথা চ ভিণ্ডিমাখ্যায়াং সৌন্দর্যালহরীব্যাখ্যায়াং আদৌ—

স্তোত্রমেতদ্বদন্ত্যেকৈ শিবেন পরিভাষিতম্ ।

তস্ত্রৈবাংশাবতারেণ শঙ্করেণেতি কেচন ॥

কেচিদ্ধদস্ত্যাগ্ধশঙ্করলিতায়া মহোজসঃ ।

দশনেভ্যাঃ সমুদ্ভূতমিতি নানাবিধশ্রুতিঃ ॥ ইতি ॥

সুধাবিজ্ঞোত্তিনীনামিকায়াম্ তু টীকায়াম্ ক্ষত্রবংশশিখামণেঃ দ্রমিড়দেশাধিপতেঃ  
দ্রমিড়াভিধানস্ত বেদবতীসহধর্মচারিণীকস্ত নৃপস্ত স্তুতঃ প্রবরসেনো নাম্না স্তন-  
করঃ স্তুতিমেতাং চকারেত্যভ্যর্থায়ি । যথা—

অথ পূর্কজন্মসমরোপাসনাফ্লাদিতমত্যা ভগবত্যাঃ স্তন্ত্রামৃতপান-সমুন্নাসিতচিত্ত-  
বৃন্তিঃ প্রবরসেনোভিধঃ স্তোত্ররাজঃ রচরাঞ্চকার —

আসীৎ প্রবরসেনাখ্যঃ ক্ষত্রবংশশিখামণিঃ ।

যস্ত বাল্যং চ বার্কিক্যং বিনা যৌবনবৃদ্ধতা ॥

দ্রমিড়ো নাম তস্ত্রাসীদ্দ্রমিড়েষু পিতা নৃপঃ ।

তস্ত্রামাতাঃ শুকো বিধান্ যো ধর্মনিরতো দ্বিজঃ ॥

তদধীনমতিঃ গোহথ পুত্রোৎপত্তৌ সমুৎসুকঃ ।

কৃষা শুভানি কর্মাণি বেদোক্তানি পরম্পরঃ ॥

তস্ত্র ভাৰ্য্যা বেদবতী পরমামিতলোচনা ।

পুত্রঃ প্রবরসেনাখ্যঃ প্রাপ হস্তযুগাঙ্ঘ্রকে ॥

সিংহে লগ্নে নবমচরমং দেবতাদেশিকেহজং

যাতে সূর্য্যে মিথুনভবনং বোধনে মীনযাতে ।

শুক্রে কুম্ভং তপনতনয়ে গোপতো নাগভুক্তে

জাতো রাজ্যং বিজয়মকুটৌ বেদমার্যার্থবেদী ॥

কিঞ্চিক্ষ্যাহা শুকো বিপ্রঃ কুজান্মৃগগতাদয়ম্ ।  
 ভবিষ্যত্যরিহীনো হি কুশলং তস্ত কিং ভবেৎ ॥  
 প্রোবাচ দ্রমিড়ং সোহথ তে শ্রুতো যদি জীবতি ।  
 নৃপাসনাচ্চ্যুতং নুনং ভবিষ্যতি কুলং তব ।  
 ইত্যান্তঃ স নৃপঃ পুত্রং তত্যাঙ্গ গিরিমূৰ্দ্ধনি ।  
 অন্তঃ তমাগতো ব্যাভ্রস্তদা তত্র ন দৃষ্টবান্ ॥  
 মত্বা তং রত্নসংঘাতমাদায় গতবান্মিলম্ ।  
 পূৰ্ব্বজন্মগুণং বিপ্রঃ কুলীন ইতি বিস্রতঃ ॥  
 গঙ্গাসাগরয়োস্তীরে কামরাজং চিরং ভজন্ ।  
 কদাচিৎ সলিলে গাঙ্গে মৃতো হি হ্রপতদ্বৃথঃ ॥  
 স এব বেদবত্যান্ত জাতোহয়ং দ্রমিড়ান্মৃপঃ ।  
 স বৃদ্ধা পূৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি যোগিকানি পরন্তপঃ ॥  
 আধারমাদৌ সম্মার চতুর্দলসমম্বিতম্ ।

\* \* \* \* \*

তদানীং তস্ত বদনকুহরাস্তারতী শিবা ।  
 সমুদগতা তদ্বিষয়া বিচিত্রপদশোভিতা ॥  
 ক্লিন্নস্ত পদ্মসংহৃষ্টা গৌরী দৰ্শনমাগতা ।  
 ত্বেহাদ্র্জমনসা তোকমাদায় পরমেশ্বরী ॥  
 দদৌ \* \* \* ।  
 পাদয়োঃ পতিতস্তস্য মুকুটোগ্রোণ দংশ্পশন্ ॥  
 অস্ত দত্বা বরান্দেবৌ জগাম বনিতোত্তমা ।  
 বিলোপরি স্থিতস্তস্ত জিজ্ঞাসুঃ পূৰ্ণহো মুনিঃ ॥  
 ধ্যান্তা বহুবিধৈর্ঘোষৈঃ \* \* \* ।

\* \* \* যস্ত সঙ্ক্যারোনিয়মায় বৈ ॥

মত্বা বিনষ্টা অভবন্ কিমেতদिति চাকুলঃ ।  
 দ্রষ্টুং তদা স্তোত্রকৃতং বিচিন্তন্ প্রযযৌ বনে ॥  
 বিলম্বারে স্থিতং দিব্যং মুক্তামণি-বিভূষিতম্ ।  
 কিরীট-রত্ন-সংঘাত-সমুন্নসিত-কাননম্ ॥  
 দদর্শ মুনিবর্ষ্যন্তং প্রণিপত্য পুরঃ স্থিতম্ ।  
 তদা মত্বান্ বুবোধাত গতোহয়ং নিয়মায় বৈ ॥

তদানীং যুগ্মাং জগ্মুর্জমিলাস্তত্র মানবাঃ ।

হরমারোপ্য নৃপতিং তে রাষ্ট্রং পুনরাগতাঃ ॥

\* \* ধত্তা কত্তা রূপবতী শুভা ।

তস্তাঃ পুত্রোহহমঘিচ্ছন্ স্ততিব্যাখ্যাং করোমি তাম্ ।

সুধাবিজ্ঞোতিনীং নান্না পিত্রা সমাক্ প্রবোধিতঃ ॥ ইতি ॥

লক্ষ্মীধরস্ত শঙ্করভগবৎপাদকৃতামিমাং স্ততিমভিদধে । পরন্তু সোহপি শৈশব  
এব শঙ্করাচার্য্যকৃত্যং স্ততিরিত্যমুমুত্রে । যতন্তেন পঞ্চসপ্ততিতমস্ত পঞ্চস্ত  
ব্যাখ্যারাম “দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়-জাতিসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্তা” ইতি  
ব্যাখ্যাতাম্ ।

সৌভাগ্যবন্ধিনী-নামকটীকাকর্তাহপি “দ্রবিড়শিশুঃ মল্লকপঃ” ইতি বিবৃদ্ধয়েব-  
মাখ্যায়িকামাহ—

অত্রেয়ং চিরন্তনখ্যায়িকা—ভগবতঃ শঙ্করাবতারস্ত পিতা সন্ততঃ পরমেশ্বরী-  
ভক্তঃ গ্রামাধিঃ পরমেশ্বর্য্য। আরতনং গতা হুত্বেন পরমেশ্বরীং সংস্রাপ্য পূজাং  
বিধায় নমস্কৃত্য অবশিষ্টং কিঞ্চিদুৎসং সঙ্গে গতায় স্নবে শঙ্করাচার্য্যায় প্রবচ্ছতি ।  
বালকস্ত মনসি প্রতাহং পরমেশ্বরী স্বয়ং পিবতি পীতশেষং মহং পিতা দদাতীতি  
মতির্জাগর্তি । কদাচিদ্গ্রামান্তরং গচ্ছন্ পিতা বালকস্ত মাতরং প্রত্যাঙ্ক্।  
গতঃ প্রত্যহং মদাগমনং যাবতাবধায় হুত্বেন স্পনীয় ভগবতী পূজনীয়া  
সমাগতি । সা তথা কুর্বাণা কদাচিং জীযন্মিনী জাতা । গৃহে কোহপি  
নাস্তি । তদা পুত্রং প্রেযিতবতী । হুত্বেন ভগবতীং সংস্রাপ্য পূজাং  
বিধায়গচ্ছতি । বালকো গতা পূজাং বিধায় হুত্বং পুরো নিধায় পরমেশ্বরীদং  
পিবতি প্ৰদিতবান্ । যদা বিলম্বো জাতঃ ভগবতী চ ন পিবতি তদা রোদিতু-  
মারম্ভবান্ । তদা পরমেশ্বরী দয়য়া আবিভূয় হুত্বং পীতবতী । পুনঃ পাত্রং  
রিক্তং বিলোক্য সর্কং ত্রয়া পীতং মদার্থে ন স্থাপিতং কিমপীতি রোদিতুং প্রবৃন্তঃ ।  
ততো বিহস্ত বালকমন্ধে সমারোপ্য স্তম্ভং দত্তবতী জগদঘিকা । স্তম্ভপানেন সর্কী  
বিভ্রাঃ তদানীমেব পুরতঃ-ফুর্তিকা জাতাঃ । কবরয়েব গৃহং গতঃ । এতস্মিন্নস্ত্রে  
পিতা সমাগতঃ । বালকস্তাকৃতিং বাগ্‌বিজৃম্বিতং চালোক্য শাস্তর্য্যোহভূৎ । স্বপ্নে  
আগত্য পরমেশ্বর্য্যুক্তবতী—“অনেন লোকোদ্ধারো ভবিষ্যতি, ত্রয়া চিন্তা ন  
কার্য্যা, মম বালকোহয়মিতি” । ইতি ॥

অস্ত্রে তু ডিণ্ডিমাদিব্যাখ্যাকর্তারঃ “পুরা কাকিকানগরে স্বকার্য্যাসক্ত্যা  
পিঙ্গোৰ্গতবতোঃ কশ্চন সংবন্ধনামধেয়ঃ স্তনক্করঃ বণ্যাসবরাঃ পরম্ অথ অষেত্যা-

ক্ৰোশনপ্রবীণঃ স্তম্ভপিপাসয়া পার্জিত্য করুণয়া দত্তং স্তম্ভমাস্মাত্ত অতিশৈশব এব  
কবিরভূদিতি গাথাহ্নসংধেয়া” ইতি বিলিখন্তঃ সৌন্দর্যালহরীকর্তৃরুত্তমেষ  
জমিলশিশুমত্রে বিবক্ষিতং মন্তস্তে । যথা তথা বাহেষেতং । স্ততিরিয়ং স্তূললিত-  
পদগুন্তমধুরা গৃঢ়তরাগমার্থগভীরা দেবীং শক্তিমুপাসীনৈরবগ্ৰ্যং হৃদয়ে নিধেয়েতাত্ত  
তু ন কস্তচিচ্ছিন্নঃ ।

সন্তি চাস্তাঃ স্ততে: ভূমস্তম্ভীকাঃ তাস্ চ লক্ষ্মীধরবিরচিতব গৃঢ়তমানাগ-  
মার্থাংশিদয়িতুমলমিতি সৈবাস্মাভিরিহ নিবেশিতা, অস্তাং চ ব্যাখ্যায়ামস্তে ব্যাখ্যাতা  
স্বস্ত গজপতিবীরপ্রতাপরুদ্রাশ্রিততাং সরস্বতীবিলাসান্তনেকস্মৃতিনিবন্ধন-লক্ষ্মী-  
ধরান্তনেকসাহিত্যানিবন্ধননির্মাতৃতাং চ স্বয়মেব প্রাচীকশং । তেন প্রতীমঃ প্রতাপ-  
রুদ্রযশোভূষণাভিধালঙ্কারনিবন্ধস্ত সরস্বতী-বিলাসাভিধানধর্মশাস্ত্রনিবন্ধনস্ত চ কর্তা  
বিজ্ঞানাথ এব লক্ষ্মীধরোহসাবিতি । সম্ভাব্যতে চ লক্ষ্মীধর ইতি চাস্ত স্বর্ঘটপুরুষ-  
নামসমানং নামকস্মিণি পিত্রা সংকেতিতং নাম । বিজ্ঞানাথ ইতি চ শ্রীনাথ ইতিবৎ  
পূর্ণাভিষেকানুবন্ধি অভিধানমিতি । যন্তপি সরস্বতীবিলাসঃ প্রতাপরুদ্রনৃপতি-  
বিরচিত ইত্যেব তন্নিবন্ধান্তে দৃশ্যতে । যথা—

“ইতি বরগজপতিগোড়েশ্বরনবকোট-কর্ণাটককলুবুরি ( গুহ্মরগারী ) গেহ্মর-  
জয়নাপুরাধীশ্বরহৃশনসাহিস্ত-ত্ৰাণশরণ-রক্ষণ-শ্রীর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্রচরিত-রাজাধি-  
রাজ-পরমেশ্বরশ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিত-স্মৃতি-সংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে”  
ইতি । তথাহপি স্বপ্রিয়রাজযশোভূক্তয়ে স্বকৃতগ্রন্থং প্রতাপরুদ্রকৃতম্বেন ব্যালি-  
খৎগ্রন্থকার ইতি নিশ্চীয়তে । প্রসিদ্ধং হি আশ্রিতবিবৃধৈঃ স্বকৃতপ্রবন্ধানাং  
রাজার্ণবম্ । প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ প্রাক্ যষ্ঠস্ত বর্ষশতকস্তাদিতাগে উষিতবান্ ইতি  
লক্ষ্মীধরস্তাপি স এব কাল ইত্যনীয়তে ইত্যলম্ ।



## দ্বিতীয়-যুজাপণপ্রবর্তকস্ত সমালোচনম্

অত্র ক্রমঃ । ঐতিহ্যমহাপ্রভুভক্তস্ত দক্ষিণ-দেশাধিরাজ-ঐপ্রতাপরুদ্রদেবস্ত গোড়েশ্বর-হুশন-সাহেন যুগ্মে সন্ধিস্থ কাদাচিংকো জাত ইতি পুরাবৃত্তম্ । অত্র গোড়েশ্বরেত্যাদি বিশেষণং যদি হুশনসাহি-পদার্থস্ত স্মৃৎ তদা লক্ষ্মীধরোহয়ং সাক্ষি-চতুঃশতী-বৎসরেভ্যঃ প্রাক্ পঞ্চশততম-বৎসরাদিবাচ্ চ জাত ইতি নিশ্চীয়তে । তৎকালশ্চেব সমুল্লিখিতপ্রতাপরুদ্রীয়ত্বেন নিঃসংশয়ং নিরূপণাৎ । অথ কশ্চিদ-পরঃ প্রতাপরুদ্রো ভবেৎ তদ্বার্তাদিকং বিশেষতো মৃগাম্ । তত্র চ জমুনা-পুরাধীশ্বর ইত্যোতাবন্যাত্রং হুশনসাহিবিশেষণং তদ্বিবরণমপ্যনুসন্ধাতব্যং ভবতি । যদি কৃততন্নিশ্চয়ঃ পীঠিকাকৃৎ স্মৃৎ, প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ ( ১৮৮০ খৃঃ বৎসরাৎ ) প্রাক্ যষ্ঠস্ত বর্ষশতকস্মাদিভাগ উষিতবানিতি বদন্তুপাদেয়বচনঃ স্মার্ত্ত্বতঃ গোড়দেশপ্রসিদ্ধা আনন্দলহরীরচনায় জনশ্রুতিশ্চেতম্—ঐতিগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ শক্তিং ন মেনে, একদা চ স্নানার্থং গচ্ছন্ মধ্যো-মার্গমা-বন্ধো মারাপক্কেত্তমাজ্জীৎ । যদাচ বিফলোত্তরণপ্রযত্নো যাবদাকুলনয়নমিতস্ততো ত্রপাতয়ৎ তাবদেকামবলম্বিত-যষ্টিং জরতী মপ্যাত্মৎ । সা চ দৃষ্টমাত্রা ব্যথিতোবাচ, উত্তিষ্ঠ বৎস উত্তিষ্ঠ, মা তাব-দিতোহধিকং নিমাজীরিতি আচার্য্যোণোক্তং মাতঃ সাম্প্রতং মে শক্তির্নাস্ত্যতানন্ত । তদা জরত্যা প্রভূক্তং বৎস শ্রমতে ত্বয়া শক্তিরেব নাদীক্রিয়তে । আচার্য্যাবর্ষণ তদা তামেব শক্তিং মন্তমানস্তষ্ঠাব । সাকমেব তয়া জরত্যা মারাপকমপ্যাস্তহিতম্ । সৈব স্ততিমানন্দহেতুত্বেনানন্দলহরীতি ভণ্যতে । যথা ভবতু ঐশ্বর্য্যচার্য্য এবাস্ত রচয়িত্তে তাত্র ঐতদ্দেশীমানাং প্রাগং বিহ্বানৈকমত্যমেব । ইতি শুভম্

## আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যল-রী ।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,  
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ।  
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি \*  
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥ ১ ॥

### লক্ষ্মীধর-কৃত-ব্যাখ্যান-প্রারম্ভঃ ।

বন্ধামহে মহীয়াংসমংসলম্বিজটাভরম্ ।  
যংক কণ-কণং কাররবঃ শব্দাহুশাসনম্ ॥  
শেষাশেষোক্তিভূষাঃ কণচরণচণগ্রন্থসৌগন্ধ্য-জিজ্ঞাঃ  
ভট্টোক্তি-প্রোটি-সীচা গুরুগুরুতরগীর্ভুগুস্তম্বিত্তাঃ ।  
নিঃশব্দাঃ শব্দরোক্তৌ পশুপতিমতনির্বাহকাঃ সাংখ্যাসংখ্যাঃ  
যন্ত ত্রিলোমলক্ষ্মীধর-বিবুধমণেৰ্ভাস্তি বাচাং নিগুস্তাঃ ॥  
সোহং লক্ষ্মীধরঃ প্রাহ টীকাং লক্ষ্মীধরাতিথাম্ ।  
এনাং সমাহিতস্বাস্তাঃ সেবস্তাং সততং বুধাঃ ॥  
স্তাদেব মেহলসতয়া মতিমান্যাতো বা  
দোষঃ কচিং কচিদথাপি ন কাহপি শব্দা ।  
নৈসর্গিকী খলু গুণীকরণপ্রবীণা  
শক্তিঃ সদা বিজয়তে ভুবি সজ্জনানাম্ ॥

ইহ খলু শব্দরত্নগবংপূজাপাদাঃ সমরমততত্ত্ববেদিনঃ সমরাখ্যাং চন্দ্রকলাং  
শ্লোকশতেন প্রস্তবন্তি—

শিবঃ সৰ্ব্বমঙ্গলোপেতঃ সদাশিবতত্ত্বম্ । বশ কান্তৌ ইত্যম্বাঙ্কাতোঃ শিবশব্দো  
নিঃসরঃ । যথোক্তম্—

হিসিধাতোঃ সিংহশব্দো বশকান্তৌ শিবঃ স্মৃতঃ ।

বর্ণব্যত্যয়তঃ সিদ্ধৌ পশ্চকঃ কন্তপো বধা ॥

বিরিঞ্চ্যাদিভিরপীতি লক্ষ্মীধরসম্বতঃ পাঠঃ ।

ইতি । বশ কাস্তো, ইত্যয়ং ধাতুঃ তুদাদিঃ অদাদিশ্চ সংগৃহীতঃ । তুদাদেবশতেঃ দীপ্তিরর্থঃ ; কাস্তিদীপ্তিঃ । অদাদেবষ্টিরিত্তি কামনা অর্থঃ । ইচ্ছাশক্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ ঈশ্বরস্ত শিবত্বম্ । বশতি প্রকাশতে স্বয়ংপ্রকাশ ইতি । যদা স্বস্মিন্ প্রপঞ্চং প্রকাশয়তীতি, শিবঃ । যদা—লীঙ্-স্বপ্নে ইত্যাম্ভাদ্ধাতোঃ শিবশব্দো নিষ্পন্নঃ । স্বপ্নং বাতি ক্লিপতীতি শিবঃ, জাদ্যরহিতঃ, অবিশ্বানিস্মৃক্তঃ ইত্যর্থঃ । যদা স্বপ্নম্ অবিশ্বাৎ বাতি গচ্ছতীতি শিবঃ, সাদাধ্যাকলাসংবলিত ইতি যাবৎ । তন্ত্বেব শিবশব্দ-বাচ্যত্বং বক্ষ্যতে । তাদৃশঃ শিবঃ শক্ত্যা জগন্নির্মাণশক্ত্যা যুক্তঃ অবচ্ছিন্নঃ—অবিশ্বাব-চ্ছিন্নচেতন্ত্বেব ব্রহ্মণঃ জগন্নির্মাণশক্তত্বাৎ—যদি চেৎ, ভবতি শক্তঃ সমর্থঃ প্রভবিতুং প্রপঞ্চং নির্মাতুম্ । ন চেদেবং, শক্ত্যা যুক্তো ন চেদিত্যর্থঃ । দৌৰাতীতি দেবঃ পূৰ্ব্বোক্তঃ সদাশিবঃ । ন থলু নিষেধসম্ভাবনায়াম্ । স্পন্দিতুমপি চলিতুমপি কুশলঃ সমর্থঃ । নিরাকারস্ত বিভোরাকাশতুল্যস্ত স্পন্দনাবোগাৎ ইতি হৃদগতোহর্থঃ ।

বাচ্যার্থস্ত—শিবশক্ত্যোঃ জায়াপতিজ্ঞানেন জায়য়া শক্ত্যা যুক্তশ্চেৎ প্রপঞ্চ-রূপসত্ত্বানং নির্মাতুং শক্নোতি, তয়া বিযুক্তশ্চেৎ ন শক্নোতীতি ।

আগমরহস্যার্থস্ত—শিবশব্দেন নরায়োনিচক্রমধ্যে চতুর্ধোত্তাশ্চকর্ম্মচক্রমুচ্যতে । শক্তিশব্দেন অবশিষ্টং পঞ্চযোত্তাশ্চকর্ম্মচক্রমুচ্যতে । এবং অর্দ্ধদ্বয়মিলিতং নব-যোত্তাশ্চকর্ম্ম চক্রং ভবতি । এতন্মাক্রান্দেব জগদ্বৎপত্তিস্থিতিগয়া ভবন্তীতি পুরস্তান্নিবেদয়িষ্যতে । উক্তং চ—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রে'চ শক্তিচক্রে'চ পঞ্চাভিঃ ।

শিবশক্ত্যাশ্চকর্ম্ম জ্ঞেয়ং ত্রীচক্রে শিবরোর্বপুঃ ॥

ইতি । শিবশক্ত্যোর্মেলনং বড়বিংশং সর্বতত্ত্বাতীতং তত্ত্বাস্তরমিতি পুরস্তা-ন্নিবেদয়িষ্যতে । তন্মাক্রান্দেব জগদ্বৎপত্তিস্থিতিগয়া, ন কেবলাদেব ইতি চ বক্ষ্যতে । যথোক্তং বামকেশ্বরমহাত্ম্যে চতুঃশতায়াম্—

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্বদি ।

স্ফুটিস্থিতিগয়ান্ কর্ত্তুমশক্তঃ শক্ত এব হি ॥

ইতি । এতচ্চ "চতুর্ভিঃ ত্রীকঠৈঃ" \* ইত্যাদিলোকব্যাবধানাবসরে নিপুণ-তত্ত্ববিশ্লিষ্টপাদবিজ্ঞানম্ ।

অতঃ তন্মাক্রান্তোঃ স্বাং ভগবতীং আরাধ্যাং, আরাধয়িতুং পূজয়িতুং হরি-হরবিরিঞ্চাদিভিঃ, হরিবিকুং, হরোঃ, বিয়িকো ব্রহ্মা, আদিশব্দেন ইত্যাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে । তে চ অধিকারপুরুষাঃ প্রপঞ্চান্তঃপাতিনঃ । তৈর্নমনব্যাব্যং প্রপঞ্চ-

জনসিদ্ধ্যাঃ ভগবত্যাঃ যুক্তমেবেত্যান্তম্ “অতঃপরামাধ্যাম্” ইতি, ন তু আরোপ-  
স্ততিরিত্তি ধোয়ম্। যথা—নিগমা বা আদিশব্দেন সংগৃহ্যন্তে, নিগমসেবাস্থাৎ  
ভগবত্যাঃ। তদন্তরত্র “ঐতীনাং মূর্খানাঃ” \* ইত্যাদৌ স্ফোৰ্য্যতে। বিরিক-  
শব্দঃ অকারান্তঃ। অপিশব্দঃ কথংকথার্থমুপস্থাপ্যেতি। প্রণন্তং নমস্কর্তুম্। প্রশব্দঃ  
কারিকং বাচিকং মানসিকং ত্রিবিধং নমস্কারমাহ। স্তোতুং বা, কেবলং স্তুতিমাত্রমপি  
কর্তুং বেতি। অকৃতপুণ্যঃ—পূৰ্ব্বেজন্মাজিতপুণ্যানিচয়ঃ কৃতপুণ্যঃ, তদন্তঃ অকৃত-  
পুণ্যঃ। প্রভবতি ক্রিষ্টে শব্দঃ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি, শিবো দেবঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবতি যদি, তদা  
প্রভবিতুং শক্তঃ। এবং ন চেৎ, স্পন্দিতুমপি কুশলো ন খলু। অতঃ হরিহরবিরিকাদি-  
ভিরপি আরাধ্যাং ত্বাম্ অকৃতপুণ্যঃ প্রণন্তং স্তোতুং বা কথং প্রভবতি ॥ ১ ॥

**সম্বীক্ষণকৃত ব্যাখ্যান মৰ্ম্মানুবাদ।**—শিব নির্বিশেষ  
ব্রহ্ম, নিরাকার, সৰ্বব্যাপক, তিনি শক্তি অর্থাৎ মায়াযুক্ত হইয়া ঈশ্বর—  
সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্তা হয়েন, নতুবা শক্তিরহিত হইলে তিনি স্পন্দনেও  
অসমর্থ; [ আকাশতুল্য নিরাকার সৰ্বব্যাপকের স্পন্দনাদি ক্রিয়া হইতে পারে  
না। ] এই অংশের আগমসম্মত অর্থ এই,—

শিব—উর্দ্ধমুখ চারিটি ত্রিকোণ রেখা,—শক্তি অধোমুখ পাঁচটি ত্রিকোণ রেখা-  
সহ মিলিত হইলে অর্থাৎ শিব-শক্তিময় ঐক্য হইলে, তাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি-  
সংহারকার্য্য সম্পন্ন হয়। (কেবল শিব হইতে হয় না, ইহার ব্যাখ্যা ১১  
শ্লোকে বিস্তৃতভাবে হইবে।) কেবল শিব স্পন্দনেও অশক্তি। (হে ভগবতি)  
অতএব তোমাকে কারিক, বাচিক ও মানসিক নমস্কার করিতে অথবা স্তব করিতে  
প্রাক্তন পুণ্যহীন (মাদৃশ) ব্যক্তির সামর্থ্য কিরূপে হইতে পারে?

**অচ্যুতানন্দ-টীকা।**—ওঁ নমঃ শিবায়। নহা পিত্রোঃ পদাভোজ্যং  
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া। আনন্দলহরীস্তোত্রস্তাচ্যুতানন্দশৰ্পণা ॥ কদাচিত্তগবতা  
শঙ্করাচার্য্যোণ শঙ্করমূর্তিনাপি বিবিধশাস্ত্রাঙ্কুশীলনতয়া ‘সৰ্বং বৈ পরং ব্রহ্মেতি’  
মতমাপ্রিত্য হরেরক্তদেবং ন জান ইত্যম্বশাসতা প্রত্যাকীভূতয়া শক্ত্যানুগৃহীতেন তস্তা  
এব প্রাধান্তমন্তবতা স্তোত্রমারকম্। শিব ইতি। শিবো ব্রহ্মস্বরূপঃ যদি ইচ্ছাজান-  
ক্রিয়াদিশক্ত্যা যুক্তো ভবতি, তদা প্রভবিতুঃ অধিকর্তুঃ শক্তঃ; ন চেদেবং স্পন্দিতুং  
চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো হেতোহ্যং প্রণন্তং স্তোতুং বা অকৃতপুণ্যো জনঃ কথং  
প্রভবতি? প্রাক্তনপুণ্যং বিনা স্তুতিনত্যাদিকং ন সম্পত্তং ইত্যর্থঃ। স্বাং কিস্তু ত্বাম্?

হরিহরবিরিঞ্চাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্তুতস্ত্ব সৃষ্টাদীনাং শক্তিঃ কারণম্। তদ্বস্তুং  
 গীতায়াম্,—“অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা দেবানামীশ্বরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠীয়া  
 সন্তব্যাম্যাম্মায়য়া ॥” সারদায়ামপি,—“সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বরীং।  
 অসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদবিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥” তত্র সকলাদিতি কলাযুক্তশক্তিমত  
 ইত্যর্থঃ। বানকেশ্বরতন্ত্রেহপি,—“পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কৰ্ত্তুং ন কিঞ্চন।  
 শক্তস্ত পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥” অত্র মন্ত্রমপ্যুচ্ছরতি। শিবো  
 হকারঃ যদি শক্ত্যা সংকারেণ যুক্তো ভবতি তদা প্রভবিতুং সমস্ততত্ত্বাণামাদি-  
 র্ভবিতুং শক্তঃ। হংসমন্ত্রঃ সোহহঙ্ক। অথবা শিবঃ কাদিক্কারণপর্যায়বর্ণসমূহঃ।  
 শক্তিঃ ষোড়শস্বরঃ। তয়া যুক্তো যদি ভবতি তদা বেদাদিকং স্পষ্টীকৰ্ত্তুং  
 শক্তো ভবতি; নচেৎ স্পন্দিতুং উচ্চারণবিধয়ীভবিতুমপি ন কুশলঃ।  
 তদ্বস্তুং সারদায়াম্,—“বিনা স্বরৈস্ত্ব নাগ্নেযাং জায়তে ব্যক্তিরজ্জলা। শিব-  
 শক্তিময়ান্ত্রাদ্বর্ণা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥” বাখ্যানঞ্চ—শিবশব্দ ইকারেণ যুক্তশ্চেৎ  
 ঈশ্বরবাচকঃ, অত্রথা শব ইতি শব্দচ্ছলঃ। তন্ত্রে দৃষ্টং যথা,—“সংকারেণ বহির্ঘাতি  
 হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংসো হংস ইমং মন্ত্রং জীবো জগতি সৰ্ব্বদা ॥” অথবা  
 ত্বাং কিস্তুতাম্? প্রণবাদিবেদমন্ত্রৈরারাদ্যাম্। প্রণবস্ত্ব হরিহরবিরিঞ্চিবাচকৈঃ  
 অকার-উকার-মকারবাচকৈঃ। তথা চ গোরক্ষসংহিতায়াম্,—“অকারো হরি-  
 রিত্যাহরুকারো হর উচ্যতে। মকারো ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা জায়তে প্রণবস্ত্ব তৈঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হইলেন, তাহা হইলেই  
 তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে  
 সমর্থ হইলেন; অত্রথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হইলেন না। এই হেতু  
 জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং  
 অন্যান্য দেবতা সকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঈদৃশী অবস্থায়  
 মাদৃশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব  
 করিতে সমর্থ হইবে? ১ ॥

**তাৎপর্য্য।**—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবিধ  
 শাস্ত্রাঙ্কুশীন দ্বারা “সমস্তই পরমব্রহ্ম” এইরূপ মতের বশবস্তী হইয়া একমাত্র  
 ব্রহ্মেরই আরাধনা করিতেন; ‘হরি (ব্রহ্ম) ভিন্ন দেবতা জানি না’ এরূপ  
 উপদেশও দিয়াছিলেন। শক্তি মানিতেন না। পরে প্রত্যাকরূপে শক্তির  
 প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিলাত-প্রত্যাশায় শক্তিকে প্রসঙ্গ করিবার নিমিত্ত  
 এই আনন্দলহরী স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মশক্তি-স্বীকার শারীরক ভাষা থাকায় তাহার সহিত ও আচার্য্যের দিগ্‌বিজয়কালে শক্তিপূজার শ্রোত ব্যবস্থা-প্রবর্তন, ত্রীচক্রস্থাপন প্রভৃতির সহিত এই প্রবাদেব সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, বলিতে হয়, শারীরক ভাষা-রচনাতির পূর্বে শঙ্করাচার্য্যের ঐরূপ ভাব ছিল ও ফলতঃ পঞ্চোপাসকগণ উপাত্তে যেরূপ দৃষ্টি করিবেন, তৎশিক্ষাপ্রদর্শন ভগবান্ শঙ্কর করিয়া গিয়াছেন, নানা দেবতাকৃত স্তুতির ত্রায় দেবীস্তুতিও অনেক আছে, আনন্দলহরী তন্মধ্যে অগ্রতম। এই অনন্দলহরীর মাধবাচার্য্য-সম্মত নাম ‘সৌন্দর্যালহরী’।

অথবা শিবশব্দে ককারাদি বাঞ্জনবর্ণ। শক্তিশব্দে অকারাদি স্বরবর্ণ। শিব যদি শক্তিব্যুক্ত হয়েন, অর্থাৎ বাঞ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই বেদ প্রভৃতি বাক্ত করিতে পারে; অতথা (স্বরবর্ণ-যুক্ত না হইলে) বাঞ্জনবর্ণ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না। অথবা শিবশব্দে ইকার যোগ না থাকিলে শব্দ হয়, ণবে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাচক হইয়া থাকে। কিংবা শিবশব্দে হং, শক্তি শব্দে সঃ। শিব শক্তিব্যুক্ত হইলে অর্থাৎ হংসঃ এই বর্ণদ্বয় একত্র মিলিত হইলে তদ্ব্যোক্ত প্রধান মন্ত্র হইয়া থাকে। জীব নিশ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা সর্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। নিশ্বাস আকর্ষণে হং, নিশ্বাস-পরিত্যাগে সঃ উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অজপা মন্ত্র। অথবা হে মাতঃ! তুমি ‘ঐ’ প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা আরাধ্যা। প্রণব হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাচক অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-বাচক। প্রণবে যেরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ ঐ তিন দেবতাতেও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় অবাস্থত রহিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিতেছেন; জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠান-পূর্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন; ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠান করিয়া সংহার করিতেছেন; ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের সামর্থ্যের তুমিই মূল ॥ ১ ॥

তনীয়াসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেহভবং,

বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।

বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহশ্ৰেণ শিরসাং,

হরঃ সংস্কৃণোতনং \* ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিবিধম্ ॥২॥

সঙ্কীর্ণ-তীকা।—তনীয়াসং অতিস্বল্পং পাংশুং রজঃকণং তব ভবত্যাং দেব্যাঃ চরণপঙ্কেহভবং চরণৌ পঙ্কেহে ইব তাভ্যাং ভবং বিরিঞ্চিঃ

\* সংস্কৃণোতনমিতি কচিং পাঠঃ।

ব্রহ্মা—বিরিঞ্চিশব্দ ইকারান্তঃ, “বিরিঞ্চিচ বিরিঞ্চনঃ” ইতি অমরকোষে অভিধানাৎ, (সঞ্চিন্) সংপাদয়ন্, ভাণ্ডীকুর্বগ্নিতার্থঃ, বিরচয়তি বিবিধান্ করোতি, লোকান্ লোক্যন্ত ইতি লোকাঃ স্বাবরজঙ্গমাশ্চকপ্রপঞ্চঃ ইত্যর্থঃ তান্। যদ্বা উৰ্জলোকাঃ সপ্ত ভূবাদয়ঃ, অধোলোকাঃ সপ্ত অতলাদয়ঃ, এবং চতুর্দশলোকান্। অবিকলং পরস্পরাসংকীর্ণং যথা ভবতি তথা। যদ্বা—যাবৎপ্রলয়মেবাং বৈকল্যাং যথা ন ভবতি তথা, বহতি প্রাপয়তি রক্ষতি, এনং পাংশুকণং চতুর্দশলোকাশ্চকতয়া অবস্থিতম্। শোরিঃ শূরশ্চ যদোরপতাং শোরিঃ বলভদ্রঃ, তেন শেষো লক্ষ্যতে, শেষাবতারস্তাং বলভদ্রশ্চ। যদ্বা—শৃণোতি হিনস্তি দশতীতি শোরিঃ সর্পরাজঃ, শেষ ইতি যাবৎ। যদ্বা—শোরিঃ বিষ্ণুঃ। তথোক্তং চতুঃশতায়াম্—

শিশুমারায়না বিষ্ণুঃ সপ্তলোকানধঃ স্থিতান্।

দধ্রে শেষতয়া লোকান্ ভূবাদীনুর্জতঃ স্থিতান্ ॥

ইতি। শেষপক্ষেপি শেষ এব বিষ্ণুঃ, রক্ষণে বিষ্ণোরৈবাধিকারাৎ। কথমপি কথঞ্চিৎ সহস্রেণ শিরসাম্। হরঃ অন্তকালে প্রপঞ্চং হরতীতি হরঃ সংকুশ্চ সম্যক্ মদয়িষ্য। এনং চতুর্দশভূবনাশ্চকতয়া অবস্থিতং পাদরজঃকণং, ভজ্যত সেবতে, উপদিহতীত্যর্থঃ। ভসিতোকুলনবিধিং ভসিতেন বহুকুলনং উপদেহনং অঙ্গরাগকরণং, তশ্চ বিধিঃ অমুষ্ঠানং, তং তথোক্তম্।

অত্রেথং পদযোজনা—হে ভগবতি, বিরিঞ্চিঃ তব চরণপঙ্কেহভবৎ তনীয়ানং পাংশুং সংচিয়ন্ লোকান্ অবিকলং বিরচয়তি। হে ভগবতি, শোরিরেনং শিরসাং সহস্রেণ কথমপি বহতি। হে ভগবতি, এনং সংকুশ্চ হরঃ ভসিতোকুলনবিধিং ভজতি।

অগ্রং ভাবঃ—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরানাং প্রপঞ্চবিষয়সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃত্বং ভগবত্যাঃ পদাজবেণুমহিমাগন্তমিতি ॥ ২ ॥

লক্ষ্মীপ্রভা-তীকার মন্ত্যানুবাদ।—পরমাণু হইতে ভূবাদি লোক-সৃষ্টি, উহা প্রসিদ্ধই আছে,—হে মাতঃ, সে পরমাণু তোমায়ই চরণরজঃকণা। ব্রহ্মা তাহাই সঞ্চয় করিয়া অব্যাহতভাবে চতুর্দশ লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা—লোকরূপে পরিণত সেই পাদপদ্মেরেণু কোন প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। আর হর অন্তকালে তাহাকে চূর্ণ করিয়া তদ্বারা ভিন্ন মাখিবার কার্য সম্পন্ন করেন ॥ ২ ॥

অন্যতানন্দ-কৃত-তীকা।—দেব্যান্চরণেরেণুনাং মহিমানমাহ তনীয়ান-সমিতি। হে মাতস্তব পাদপদ্মভবম্ অন্ততরং পাংশুং ধূলিং ব্রহ্মা রাশীকুর্বন্

স্বচ্ছন্দং লোকান্ সৃজতি । তব মহিমা তনীয়সোহপি বহুলীকরণসামর্থ্যমিতি  
ভাবঃ । এনং চরণরেণুং জগৎস্বেন সম্পন্নমপরিমেয়পরাক্রমোহপি নারায়ণঃ  
অনন্তরূপেণ কষ্টমৃষ্টা সহস্রেণ শিরসাং বহতি । তনীয়সোহপি এবমুতং  
গরীয়স্বমিতি ভাবঃ । হর এনং অন্তকালে স্বতেজসা দম্বং সংকুদা চূর্ণীকৃত্য  
বিত্তুতিব্রহ্মরূপবিধিং ভস্মলেপনবিধিং ভজ্জতি । তদাম্বকস্বাং ভস্মনি পুনস্তনীয়স্বমিতি  
ভাবঃ । তব পাদরেণবঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাং হেতব ইতি তাৎপর্যার্থঃ ।  
অত্র ভূতগুচ্ছিবীজানুদ্বারস্তি ; তনীয়াসং-শব্দাৎ যংকারঃ । চরণশব্দাদ্রেকঃ ।  
পাংগুশব্দাৎ বিন্দুঃ । অবিকলং-শব্দাৎ লঙ্কারঃ । ভবং-শব্দাৎ বঙ্কারঃ । এতেন  
যং রং লং বং ইতি ভূতগুচ্ছিবীজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—জননি ! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্মস্থিত অন্নমাত্র ধূলি সংগ্রহ  
করিয়া ( অর্থাৎ পরমাণু লইয়া ) তদ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন ।  
পরে বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা ত্বদীয় ( পাদপদ্ম-পরাগবিনির্মিত ) সেই  
জগৎ ধারণ করিতেছেন । প্রলয়কালে হর স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ ( দম্ব ও  
ভস্মাবশিষ্ট ) বিচূর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গে সেই ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

**তাৎপর্য** ।—ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবতীর স্বল্পমাত্র চরণরেণুই সৃষ্টি,  
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । এই শ্লোক দ্বারা টীকাকার অচ্যুতানন্দ ভূতগুচ্ছির  
বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—তনীয়াসং শব্দে যং, চরণশব্দে রং, পাংগুশব্দে  
বিন্দু, অবিকলং শব্দে লং, ভবং শব্দে বং । ইহা দ্বারা যং রং লং বং এই  
বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইল ॥ ২ ॥

অবিজ্ঞানামস্তস্তিমির-মিহিরোদীপ-নগরী, \*

জড়ানাং চৈতন্য-স্তবক-মকরন্দ-স্রুতি-শিরা । †

দরিদ্রাণাং চিস্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ,

নিমগ্নানাং দংষ্ট্রা । মুররিপুবরাহস্য ভবতী ‡ ॥ ৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকা** ।—তমেব পাংসুং প্রত্যোতি—এষ পাংসুঃ অবিজ্ঞানঃ  
অবিজ্ঞাবিষ্টচিত্তানাং অজ্ঞানিনামিত্যর্থঃ, ন তু অবিজ্ঞমানবিজ্ঞানাম্, অবিজ্ঞানাঃ ভাবরূপ-  
স্বাৎ । অর্শ-আদিস্বাৎ অচ্-প্রত্যয়ঃ । অবিজ্ঞাবস্তঃ অবিজ্ঞা ইতি । যদ্বা—অবিজ্ঞাবিষ্টচিত্তা  
অপি উপচারেণ অবিজ্ঞা ইতি । তেষাং অস্তস্তিমিরমিহিরবীপনগরী—অস্তস্তিমিরঃ

\* মিহিরবীপনগরীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

† বরীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

‡ ভবতি ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।



অজ্ঞানম্ । অজ্ঞানস্ত তিমিরহারোপণম্ আবরকত্বসাম্যাৎ—যথা বাহুপদার্থ-  
নাবৃণোতি তমঃ, তথা আস্তরপদার্থম্ আত্মানম্ আবৃণোতি অবিজ্ঞা । তস্ত তিমিরস্ত  
মিহির-দীপনগরী, মিহিরস্ত সূর্য্যস্ত দীপঃ সমুদ্রমধো উদয়প্রদেশঃ, তত্র নগরীপত্তনঃ  
বাসগৃহমিতি যাবৎ । জড়ানাং মল্লানাং দুর্মেধগাং, চৈতন্ত্বস্তবকমকরন্দশ্রুতিবরী  
চেতনৈব চৈতন্ত্বম্, স্বার্থে স্বাঞ্, চেতনা নাম আত্মগতপদার্থপ্রবোধকারিণী চিন্তা-  
বিস্তাররূপা কাচন শক্তিঃ, তদেব স্তবকঃ কল্পবৃক্ষগুচ্ছঃ তস্ত মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ,  
তস্ত শ্রুতিঃ স্রবণং নিশ্চন্দঃ তস্ত বরী প্রবাহঃ । দরিদ্রাণাং দীনানাং চিন্তামণিগুণ-  
নিকা চিন্তামণেঃ রত্নবিশেষস্ত গুণনিকা গুণনা আশ্রয়ভূতং, সমূহ ইতি যাবৎ ।  
জন্মজলধৌ জন্মৈব সংসার এব জলধিঃ সমুদ্রঃ—সংসারে সমুদ্রহারোপণং অপারত্ব-  
সাম্যাৎ—তত্র নিমগ্নানাং নিতরাম্ উদ্বজ্জনরাহিতোন মগ্নানাং দংষ্ট্রা—স্পষ্টম্—  
মূররিপু-বরাহস্ত, মুরো নাম দৈত্যঃ, তস্ত রিপুঃ বিষ্ণুঃ অয়ং মূররিপুশব্দঃ বিশেষণ-  
বাচাপি বিশেষ্যঃ বিষ্ণুমেব কথয়তি, শব্দস্বভাবাৎ ; ন চাত্র পক্ষজাদিপদবৎ শক্তি-  
সংকেতাচ্চ, জ্রাবাচকবাদশ্চেতি—স এব বরাহঃ তস্ত বরাহঃ অবতারবিশেষঃ, তস্ত  
তথোক্তস্ত ভবতি বর্ততে ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে ভগবতি, তব পাদাজরেণুঃ এষঃ অবিজ্ঞানাং অন্তস্তিমির-  
মিহিরদীপনগরী, জড়ানাং চৈতন্ত্বস্তবকমকরন্দশ্রুতিবরী, দরিদ্রাণাং চিন্তামণি-  
গুণনিকা, জন্মজলধৌ নিমগ্নানাং মূররিপুবরাহস্ত দংষ্ট্রা ভবতি ।

অত্র পরিণামালঙ্কারঃ, আরোপ্যমাণস্ত আরোপণবিষয়াস্তত্রা স্থিতেঃ । তথাচ  
মত্মকসূত্রম্—“আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বে ১. রণামঃ” ইতি । অস্ত্যর্থঃ  
—আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বং আরোপবিষয়াস্তত্রা স্থিতিনিবন্ধনমেবেতি  
কলাভিপ্রায়েণোক্তমিতি । যথা—উল্লেখালঙ্কারঃ, নগর্যাদিক্রমেণ পাংসোরুল্লেখনাৎ ।  
রূপকং বা ভবতু—প্রকৃতোপযোগো ন বিবক্ষ্যত ইতি ॥ ৩ ॥

লঙ্কারী-অনুবাদ ।—ভগবতি ! আপনার চরণরেণু অবিজ্ঞানান্ত মানব-  
গণের আস্তরিক অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্যোদয়-দীপনগরী তুল্য, অজ্ঞদিগের চৈতন্ত্ব-  
কল্পবৃক্ষের কুতুম-মকরন্দকরণ নির্ঝরস্বরূপ, দরিদ্রগণের চিন্তামণিহারস্বরূপ এবং  
সংসারসাগরনিমগ্নদিগের পক্ষে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দন্তস্বরূপ হইতেছেন ।  
ভাবার্থ এই যে, বেদে আছে, সূর্য্য জল হইতে উৎপিত হয়েন, কবি তদনুসারে  
কল্পনা করিলেন, সমুদ্রই এক জেজোময় দীপের নগরীতে সূর্য্যের রথ, সে নগরীতে  
অন্ধকারের একেবারেই সম্পর্ক নাই । ভগবতীর চরণরেণুও সেইরূপ, সেই রেণু-  
সংবদ্ধ যথায় ঘটে, তথায় অন্তরের অন্ধকার—অজ্ঞান থাকিতেই পারে না ॥ ৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ভক্তবহুকম্পামাহ অবিজ্ঞা ইতি ।

অবিজ্ঞানামজ্ঞানিনাং বদন্তিমিরং অহঙ্কাররূপং তত্র রবিপ্রকাশনগরী  
ষাদশাদিত্যোদয়স্থলরূপা নগরীত্যাঃ ত্রীভগবতী । ভগবত্যা অমুকম্পা  
চেৎ মূর্খোহপি প্রসন্নচেতা ভবতীত্যাঃ । মিহিরোদীপনকরীতি কচিং পাঠঃ ।  
তত্র রবিপ্রকাশনকরী ত্বমিত্যাঃ । জড়ানাং কর্তব্যাকর্তব্যবিমূঢ়ানাং  
নানাজাতীয়জ্ঞানরূপং যৎ গুণগুহ্যং তত্র মকরলক্ষ্যতিশিরা । অন্তঃ-  
প্রবোধমধুস্রবাণাং সম্পাদয়িত্রী ত্বং, জড়ানামপি বিশিষ্টজ্ঞানদাত্রী ত্বম্ ইত্যর্থঃ ।  
দরিদ্রাণাং চিন্তামণিঃ অভীষ্টফলদো মণিবিশেষঃ । তন্ত্ৰ গুণনিকা গুণস্বরূপা ত্বং  
দরিদ্রাণাং সম্বন্ধে দানশক্তিরূপা ত্বং যদা দারিদ্র্যভঞ্জনং ভবতি সা ত্বমিত্যাঃ । তথা  
সংসারসমুদ্রমগ্নানাং পৃথিব্যাকারকন্ত বরাহরূপন্ত বিষ্ণোর্দেহরূপা ভবতী । বিষয়-  
ব্যাপারিণামপি মোক্ষদাত্রীত্যাঃ । অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিদ্র্যবিদারণ-সংসার-  
তারণ-বীজাত্ম্যাকরন্তি । চৈতন্ত্যশব্দদৈকারঃ । জড়ানাং-শব্দাবিন্দুঃ । মিহির-  
শব্দাং হকাররেফো । নগরীশব্দাদীকারঃ । অবিজ্ঞানাং-শব্দাবিন্দুঃ । এতেন ঐং  
হ্রীং ইতি বীজঘরং প্রকাশকং বোধকঞ্চ । বরাহশব্দাং বকাররেফো । জলধৌ-  
শব্দাদৌকারঃ । নিমগ্নানাং-শব্দাং বিন্দুঃ । অবিজ্ঞানাং-শব্দাং বকারম্ । তিমির-  
শব্দাদ্ভেদকঃ । ভবতীশব্দাদীকারঃ । দংষ্ট্রীশব্দাবিন্দুঃ । এতেন ত্রৌ ত্রীং ইতি  
বীজঘরং দারিদ্র্যদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণস্থ অহঙ্কার-  
রূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে তুমি ষাদশাদিত্যের উদয়-নগরীস্বরূপা, নির্বোধ-  
দিগের জ্ঞান-কুমুদ-স্রবক-মকরলক্ষ্য-করণে তুমিই শিরা-স্বরূপা, অর্থাৎ তুচ্ছনির্বোধ  
ব্যক্তিদিগকেও বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক । তুমি দরিদ্র জনগণের অভীষ্ট-  
ফলপ্রদ চিন্তামণিশক্তি এবং সংসারসাগরনিমগ্নগণের উদ্ধারে বরাহরূপী বিষ্ণুর দংষ্ট্রী-  
স্বরূপ,—অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্রী ॥ ৩ ॥

**তাৎপর্য্য।**—এই শ্লোক দ্বারা অচ্যুতানন্দ টীকাকার প্রকাশক, বোধক,  
দারিদ্র্যনাশক ও সংসারতারক, এই বীজচতুষ্টয় উক্ত করিতেছেন ; চৈতন্ত্য শব্দে  
ঐকার, জড়ানাং শব্দে বিন্দু, মিহির শব্দে হকার ও রেফ, নগরী শব্দে ঙ্কার,  
অবিজ্ঞানাং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা ঐং হ্রীং এই প্রকাশক ও বোধক বীজঘর উক্ত  
হইল । বরাহ শব্দে বকার ও রেফ, জলধৌ শব্দে ঔকার, নিমগ্নানাং শব্দে বিন্দু,  
অবিজ্ঞানাং শব্দে বকার, তিমির শব্দে রেফ, ভবতী শব্দে ঙ্কার, দংষ্ট্রী শব্দে বিন্দু ।  
ইহা দ্বারা ত্রৌ ত্রীং এই বীজঘর উক্ত হইল । উক্ত বীজঘর দারিদ্র্যনাশক ও  
সংসারতারক ॥ ৩ ॥

তদন্তঃ পাণিভ্যামভয়বরদো দৈবতগণ-

স্ত্রুমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া ।

ভয়াং ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঙ্কাসমধিকং,

শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণো ॥ ৪ ॥

**লঙ্কী-তীক্য।**—ঋ ভবত্যাঃ সকাশাং অন্তঃ ইতরঃ পাণিভ্যাং  
হস্তাভ্যাং অভয়বরদঃ অভয়ং ভয়রাহিত্যং, ভয়াজ্ঞামিতি ধাবৎ, বরঃ  
ইষ্টার্থঃ, তৌ দদাতীতি অভয়বরদঃ, একেন হস্তেন অভয়দঃ, অন্তেন বরদ  
ইত্যর্থঃ। দৈবতগণঃ দেবতা এব দৈবতানি, বিনয়াদিত্যাং স্বার্থে অণ্,  
“স্বার্থিকাঃ প্রতয়াঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনাত্তিবর্ত্তন্তে”, যথা চেতনৈব  
চৈতন্তমিতি। তেষাং গণঃ ইন্দ্রাঙ্কয়ঃ আদিত্যাদয়শ্চ গণদেবতাঃ। ঋ  
ভবতী একা মুখ্যা, একসংখ্যাসংখ্যোয়া বা, নৈবাসি ন ভবন্তেব। প্রকটিতঃ  
প্রকাশিতঃ, “হস্তাভ্যাং” ইতি শেষঃ, বরঃ ইষ্টার্থঃ, অজ্ঞীতিঃ অভয়ং ভয়াং ত্রাণং,  
ভয়োরভিনয়ঃ অভিযাজ্ঞনং যন্তাঃ সা তথোক্তা। হস্তাভ্যাম্ অভয়বরপ্রদানং সর্ব-  
দৈবতসাধারণমিতি সর্বেষাম্ অসাধারণম্ অভয়বরপ্রদানপ্রকারমাহ—ভয়াং ত্রাতুং  
সংসারাদ্রক্ষিতুং দাতুং ফলং বাঙ্কিতার্থানুরূপম্, অপি চঃ সমুচ্চয়ে, বাঙ্কাসমধিকং  
বাঙ্কায়ঃ কামনায়াঃ সমাগমিকং কামিতার্থাদধিকমিত্যর্থঃ। শরণ্যে শরণার্থে  
লোকানাং চতুর্দশভুবনানাম্। তব ভবত্যাঃ, হিশঙ্কঃ ইত্যর্থঃ, ইতি সংচিন্ত্যে-  
ত্যর্থঃ। চরণৌ পাদৌ। এবকারঃ অবধারণে নিপুণৌ সমর্থৌ।

**অত্রৈখং পদযোজনা**—হে ভগবতি ! লোকানাং শরণ্যে ! তদন্তো দৈবতগণঃ  
পাণিভ্যামভয়বরদঃ। একা ঋ পাণিভ্যাং প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া নৈবাসি, হি  
ইতি সংচিন্ত্য তব চরণাবেব ভয়াং ত্রাতুং বাঙ্কাসমধিকং ফলমপি চ দাতুং নিপুণো।

**অয়ং ভাবঃ**—হস্তাভ্যামভয়বরদানং সর্বসাধারণমিতি কৃৎস্না তচ্চরণাবেব  
তাদৃশাভয়বরপ্রদানে স্বয়মেব ব্যাপৃতৌ। অতন্তব ন কর্তব্যং হস্তাভ্যাম্ অভয়বর-  
প্রদানং, প্রয়োজনাভাবাৎ, সর্বসাধারণ্যপ্রসঙ্গাৎ, লৌকিকশরণ্যত্বব্যবহাৰাচ্চেতু-  
পদেশ ইতি।

**অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ।** বাক্যালিঙ্গকঃ কাব্যলিঙ্গালঙ্কারোহপি স্পষ্টঃ।  
ভয়োরজ্ঞানিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৪ ॥

**লঙ্কী-অনুবাদ।**—মা, হস্তদ্বয় দ্বারা বর ও অভয়দানের অভিনয়-  
প্রকাশ একা ভূমিই যে কর, তাহা নহে,—তোমা ব্যতীত, দেবতারাই হস্তদ্বয়

দ্বারা বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন, হে শরণো, এই চিন্তা করিয়া লোক-সমূহকে ভয় হইতে রক্ষা, এ আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত ফলদান করিতে তোমার চরণযুগলই নিরত হইয়াছেন । (অপর দেবতা হইতে ইহাই আপনার বিশেষত্ব) ॥৪॥

ভগবত্যা অমৃতদেবতাত্ত্বোহনাধারণ্যমাহ ঙ্গত্ব ইত্যাদি । হে লোকানাং শরণো লোকানাং রক্ষিত্রি । তথাচ,—শরণং গৃহরক্ষিত্রোয়িত্যমরঃ । ঙ্গত্বো দৈবতগণঃ দৈবতসমূহঃ পাণিভ্যাংমেব অভিনয়ং কৃৎস্না বরাভয়মুদ্রাং ধৃৎস্না বরঞ্চ অভয়ঞ্চ দদাতি । একা ঙ্গং তথা ন করোষি । কিন্তুত্বা ? প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া প্রকটিতং ক্ষুণ্ণং বরাভীতিমুদ্রারহিতং বরাভীত্যাভিনয়ং বরাভীতিদানং যন্তাঃ । হি যন্তাং ভয়াং ত্রাতুং বাহ্যসমধিকঞ্চ ইষ্টতোহপ্যধিকং ফলঞ্চ দাতুং তব চরণৌ এব নিপুণৌ । অন্তোষাং হস্তকৃত্যং যত্নসাধ্যং, ত্রীমত্যা অমৃতেন চরণভ্যাংমেব সম্পাদিত ইতি ধ্বনিঃ । অত্র বালামন্ত্রমপ্যুদ্বয়ন্তি । দৈবতশব্দাদৈক্যঃ । পাণিভ্যাং-শব্দাদ্-বিন্দুঃ । এতেন ঐ' । লোকানাং-শব্দাং ককারলকারানুসারাঃ । বরাভীত্যভিনয়েতিশব্দাদাকারঃ । এতেন ক্লী' । সমধিকশব্দাং সকারঃ । চরণৌ-শব্দাদৌকারঃ ঙ্গত্বঃ-শব্দাদ্বিসর্গঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে লোকশরণো, হস্তযুগলে অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা প্রদর্শনাভিনয় তোমা ব্যতীত অপর দেবতাগণ করিয়া থাকেন । কেবল এক তুমিই সমগ্রত্যাগীকৃত বর ও অভয়দান করায় অমৃত দেবতার বর ও অভয় মুদ্রার অভিনয়-কারিণী নহ । যে হেতু তোমার চরণযুগলই ভয় হইতে রক্ষা এবং কামনার অধিক ফল দান করিতে সক্ষম ॥ ৪ ॥

**তাহপর্য্য ।**—এ স্থলে টীকাকার অচ্যুতানন্দ বাণাময় উদ্ধৃত করিতেছেন । —দৈবতশব্দে ঐকার, পাণিভ্যাং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা ঐ' এই বীজ উদ্ধৃত হইল । লোকানাং শব্দে ককার, লকার ও অনুস্বার । 'বরাভীত্যভিনয়া' শব্দে জ্জকার । ইহা দ্বারা ক্লী' এই বীজ উদ্ধৃত হইল । সমধিক শব্দে সকার, চরণৌ শব্দে ঔকার, 'ঙ্গত্বঃ' শব্দে বিসর্গ । ইহা দ্বারা সৌঃ এই বীজ উদ্ধৃত হইল অর্থাৎ 'ঐ' ক্লী' সৌঃ' এই বীজত্রয় যোগ করিয়া ত্রিপুরাবালার মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ৪ ॥

হরিস্তামারাদ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং,  
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ ।

স্মরোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহেন বপুষা,  
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্ ॥ ৫ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকা ।**—হরিঃ বিষ্ণুঃ, ত্বাং ভবতীং, চক্ররপিনীং

বিজ্ঞাক্রপিলিং চ, আরাধ্য পূজয়িত্বা জপিত্বা ধ্যান্বা চ। অতএব ত্রিপুরসুন্দরী-প্রস্তারভেদেষ্ একস্ত প্রস্তাবস্ত ঋষিঃ বিষ্ণুঃ। ঋষিনাম বেদস্থিতো মন্ত্রো যেন দৃষ্টঃ স ইতি। অত এবাহঃ “দর্শনাদৃষিঃ” ইতি। ইয়ং পঞ্চদশাকরী বিজ্ঞা ঋগ্বেদে আরাতা “চত্বার ঙ্গে বিভ্রতি ক্ষেমরন্তঃ” \* ইত্যাদৌ। ন চ অত্র ঙ্গংকারত্রয়ং, জ্বল্লেক্ষাত্রয়মিত্যাহঃ। প্রতস্থানং, ইতি বাচ্যম্। ষোড়শকলায়কস্ত্রীবিজ্ঞস্ত্র গুরুসম্প্রদায়বশাদ্বিজ্ঞেরস্ত্র স্থিতস্থানং চতুর্ণামীংকারাণাং সিদ্ধিঃ মূলবিজ্ঞায়াঃ বেদস্থিতত্বং সিদ্ধম্।

অত্র কেচিভু কুলসময়াচারানভিজ্ঞাঃ “চত্বার ঙ্গে বিভ্রতি ক্ষেমরন্তঃ” † ইত্যাদি প্রতিবোধিতাচত্বার ঙ্গংকারাঃ ঙ্গংকারেণ সাক্ষিঃ জ্বল্লেক্ষাত্রয়মিত্যাহঃ। তন্ন, ঙ্গংকারস্ত্র ঙ্গংকারহোক্তেরবৃক্তস্থানং, মূলবিজ্ঞায়াঃ ষোড়শবর্ণায়কত্বাৎ—ষোড়শ-বর্ণায়কত্বং চ ষোড়শনিত্যাং প্রকৃতিভূতত্বাৎ মূলবিজ্ঞায়াঃ। এতচ্চ “চতুঃষষ্টা তদ্বৈঃ” ‡ ইতি “শিবঃ শক্তিঃ কামঃ” § ইতি চ শ্লোকদ্বয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়ি-  
শ্যামঃ। কিঞ্চাস্ত্র মন্ত্রস্ত্র বেদমূলত্বং সংজ্ঞানানুবাকেন ॥ “ইয়ং বাবসরা” ॥ ইত্যানু-  
বাকেন চ প্রতিপাত্ত ইতি বক্ষ্যতে।

প্রকৃতমমুসরামঃ—প্রণতজনসোভাগ্যজননীং, প্রকর্ষণে নতাঃ প্রণতাঃ কায়িক-  
বাচিকমানসিকনমস্কারবন্তঃ জনাঃ ভক্তগোকাঃ, তেষাং সোভাগ্যস্ত্র জননী প্রসবিত্রী,  
ত্বাং পুরা পূর্বে নারী কান্তা ভূত্বা নারীরূপং ধৃত্বা পুররিপুং ত্রিপুরাস্তকক্—অপিশকো  
জিতেন্দ্রিয়ত্বং সম্ভাবয়তি—কোভং মনোবিকারং অনয়ং নয়তিস্ম। “গতিবুদ্ধি”  
ইত্যাদি-সূত্রেণ ষিকস্মকত্বম্। অরোহপি মন্যথোহপি। অপিশকঃ পূর্বোক্ত-বিষ্ণুধর্ম্যং  
সমুচ্চিনোতি—যথা বিষ্ণুভবন্যস্ত্র ঋষিঃ, এবং অরোহপি। ত্বাং ভবতীং নত্বা শরণ-  
মুপগম্য, ত্রীচক্রং সমাগভার্চ্য, তন্মূলবিজ্ঞাং সমাগভাস্ত্র, তৎপ্রভাবাপন্নসদ্বঃ রতিনয়ন-  
লেখেন, রতেঃ স্বপত্ন্যাঃ নয়নাভ্যাং লেহেন লেহনোহেণ, রতিনয়নৈক-দৃশ্তেনে-  
তার্থঃ। যদ্বা—রতিনীম্ অতিসুন্দরী, তস্তাঃ নয়নপেয়েন ইত্যতিশৌন্দর্য্যং কাম-  
দেহন্তেতি। বপুষা দেহেন। মুনীনাং জিতেন্দ্রিয়গাম্। অপিশকঃ সম্ভাবনায়াম্।  
অস্তঃ অস্তরঙ্গে চিত্তবৃত্তৌ। প্রভবতি সমর্থঃ। হি প্রসিকৌ। মোহার শব্দাদি-  
বিষয়বাহোৎপাদনার। মহতাং মহাঅনাম্।

অত্রেতং পদযোজনা—হে ভগবতি ! প্রণতজনসোভাগ্যজননীং ত্বাং হরিরারাধ্য  
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি কোভমনয়ং। অরোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেখেন  
বপুষা মহতাং মুনীনাং প্যন্তমোহার প্রভবতি হি।

\* ঋ ৫৪৭।৪।

† ঋ ৫৪৭।৪।

‡ স্রো ৩১।

§ স্রো ৩২।

॥ ১৩, ৩১, ৩১০।১।

॥ ১৩, ৩১, ৩১০।১।

পুরা কিল নারায়ণঃ স্ত্রীরূপধারী কনকস্বামিনং প্রলোভ্য অবধীৎ । তাদৃশং স্ত্রীরূপং শব্দুনা প্রার্থিতঃ সন্ তস্মৈ দর্শয়িত্বা তং ব্যামোহহয়ামাসেতি কথা অহুসক্কেয়া । মন্থথোহপি সকলমুনিমনঃসংকোভং কুবীণঃ প্রবর্ততে । এতচ্চ বামকেশ্বর-মহাত্ম্যে চতুঃশতাং নিরূপিতম্—

এতামেব পুরাহরাদ্য বিদ্যাং ত্রৈলোক্যামোহিনীম্ ।

ত্রৈলোকাং মোহয়ামাস কামারিং ভগবান্ হরিঃ ॥

কামদেবোহপি দেবেশীং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

সমারাধ্যাভবল্লোকে সর্বসোভাগ্যসুন্দরঃ ॥

ইতি । অতঃচ যত্র যত্র রতিমূলকং মনঃসংকোভকরণং ভবতি তদুপবতী-প্রসাদ-লভামিতি বক্তুং কবেয়মারম্ভঃ ॥ ৫ ॥

**লক্ষ্মী-মৰ্ম্মানুবাদ।**—বিষ্ণু প্রণতজন-সোভাগ্য-প্রদায়িনী তোমাকে (ঐচ্ছিকরূপিণী ও বিচারপীণীকে) আরাধনা (পূজা, জপ ও ধ্যান) করিয়া, নারীরূপে ত্রিপুরারিকেও মনোবিকারবৃত্ত করিয়াছিলেন, কামদেবও তোমাকে প্রণাম করিয়া রতিনয়নলেহনীয় (কোমল) শরীরের দ্বারা মুনিদিগেরও মনঃকোভসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন । (বিষ্ণু এবং কাম ঐবিচার দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের ঋষি, বিষ্ণুদৃষ্টমন্ত্রের বিবরণ ঋগ্বেদে আছে, তাহার উল্লেখ টীকাতে এবং পাদটীকায় স্থাননির্দেশ করা আছে) ॥ ৫ ॥

যত্বাপি পূৰ্ব্বস্মিন্ শ্লোকে ভগবতী-প্রসাদাসাদিতং মন্থথশ্চ প্রাগল্ভ্যমুক্তং, তথাপি মন্থথশ্চ অনঙ্গবিদ্যায়াং মন্থথ-প্রস্তারশ্চ ঋষিভ্যাং তদায়ত্তমতিপ্রাগল্ভ্যমাহ ।

**অচ্যুতানন্দ-কৃত টীকা।**—সৰ্বত্র ঐমত্যাশ্চরণারাদনশ্চ কারণ-তামাহ হরিঃস্বামিত্যাদি । পুরা হরিনারায়ণঃ প্রণতজনসোভাগ্যজননীং প্রণতানাং সোভাগ্যকরীং স্বামারাদ্য নারী ভূত্বা মোহিনীরূপমাস্থায় পুরত্রিপুরমপি যন্ত যোগ-বলেন ত্রিপুরং দম্বৎ অর্থাৎ তং মহাবোগীশ্রমপি কোভং অনয়ৎ অহৈর্হৃদ্যং প্রাপয়ৎ । স তু ভবদগুণাজ্জাত ইতি তস্মিন্ কদাচিদেতৎ কার্য্যং সম্ভাব্যতে । অপি তু অরো যঃ কান্মুঠৈকৈঃ স্রবণীয়তাং প্রাপ্তঃ সোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহন-বপুৰ্বা ত্রিরাশ্চক্ষুঃপ্রীতিকরণে দেহেন অর্থাৎ স্ত্রীবশেন শরীরেণাপি মহতাং মুনীনাং মননশীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনাং অস্ত্রশৌহায় মনসোহৈর্হৃদ্যায় প্রভবতি । যদ্বা হে প্রণতজনসোভাগ্যজননি ! ঈমিতি চতুর্থবীজাঙ্ককাম-কলারূপাং ধ্যাওয়া পুরত্রিপুরমপি কোভমনয়ৎ । ঐমত্যাঃ পূজায়াঃ প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতিকামদেবো পূজ্যবিতি তাৎপর্য্যার্থঃ । সাধ্যাসিদ্ধাসনবিজ্ঞানমপ্যুদ্বরন্তি । হরিশব্দাৎ

কাংগেবো, জননীং-শকাং ঈকারাহুবারো । এতেন হ্রীং । স্মরঃ কামবীজম্ ।  
লেহেন-শকাং লেকারঃ । বপুঃ-শকাং বকারঃ । মুনীনাং- শকাংবিন্দুঃ । এতেন  
হ্রীং ক্রীং ত্রেং ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সৌভাগ্যসম্পৎ-প্রদাত্রী ।  
বিন্দু তোমার আরাধনা করত পূর্বকালে নারীরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরারি মহা-  
দেবকেও বিক্ষেপিত করিয়াছিলেন । তোমার চরণরেণু বলে মদন রতিনয়নের  
অশ্বাদনীয় স্বীয় শরীর দ্বারা মহাত্মা মুনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিতে  
সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

**তাৎপর্য্য ।**—অথবা হে প্রণত-জন-সৌভাগ্যজননি ! নারায়ণ তোমাকে  
জং এই চতুর্থবীজাঙ্কিকা কামকলারূপা ধ্যান করিয়া স্মরং নারীরূপ ধারণ পূর্বক  
দেবদেব মহাদেবকেও বিন্দুক করিয়াছিলেন । এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের তাৎপর্য্য  
এই যে, ভগবতা ত্রিপুরাদেবার পূজার সময় প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতি ও কামদেবের  
পূজা করিতে হইবে । এই স্থলে সাধ্যাসিদ্ধাসন-বিজ্ঞা উক্ত হইতেছে । যথা—  
হরি শব্দে হকার ও রেফ, জননীং শব্দে ঈকার ও অনুস্বার । ইহা দ্বারা হ্রীং এই  
বীজ উক্ত হইল । স্মরশব্দে ক্রীং, লেহেন শব্দে লেকার, বপুঃ শব্দে বকার,  
মুনীনাং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা হ্রীং ক্রীং ত্রেং এই বীজত্রয় উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

ধমুঃ পোপ্পং মোকরী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা

বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়োধনরথঃ ।

তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমাগরিম্নতে কামপি কৃপা-

মপান্নান্তে লব্ধ্বা জগদিদমনস্তো বিজয়তে ॥ ৬ ॥

**লক্ষ্মীধন-তীকা ।**—অত্র পঞ্চ বস্ত্রদোরধ্যাহারঃ । উত্তরাধ্যাহারঃ  
সকলকবিসময়সিদ্ধঃ । রঘুবংশে—“বাগর্থাবিব সংপৃক্তো” ইত্যত্র যৌ সংপৃক্তৌ তৌ  
বন্দে ইতি । তথা “যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রধরন্ত্যবজ্জাম্” \* ইত্যাদৌ য উৎপৎ-  
ন্ততে তং প্রত্যেব যত্ন ইতি । ধমুঃ আয়েধনসাধনং চাপঃ পোপ্পং পুষ্পময়ম্ ।  
পুষ্পাণামতিমুদ্রলঙ্ঘ্যং স্পর্শসহস্রাং নমনাকর্ষণাদি—চাপকার্য্যানর্হমিতি তাৎপর্য্যম্ ।  
মোরী শিজিনী মধুকরময়ী মধুকরৈঃ ভ্রমরৈঃ প্রচুরা, ভ্রমরপঙ্ক্তিনির্মিতোভার্থঃ ।  
পত্রস্পর্শাসম্বন্ধানাং শিজিনীষং ন সঙ্গচ্ছত ইতি তাৎপর্য্যম্ । পঞ্চ পঞ্চসংখ্যা-  
সংখ্যেয়াঃ বিশিখাঃ বাণাঃ । পঞ্চানাং বিক্ষেপণে তুচ্ছীভাব এব শরণমিতি তাৎপর্য্যম্ ।

কিঞ্চ—“পঞ্চবিংশতিঃ ইত্যনেন তদ্বিশিধানাং প্রসূনাশ্চক্ৰপ্রসিদ্ধেঃ বিশিখ-  
কার্যকারিত্বাভাব ইতি তাৎপর্যম্ । বসন্তঃ কালবিশেষঃ, “বসন্তো মধুমাধবো”  
ইত্যভিধানাৎ । সামন্তঃ সচিবঃ । তন্তু কালাশ্চক্ৰাৎ সাচিব্যকারিত্বং ন সঙ্গচ্ছত  
ইতি তাৎপর্যম্ । মলয়মক্ৰং দক্ষিণানিলঃ আরোধনরথঃ আরোধনস্ত যুদ্ধস্ত  
সাধনং শ্রম্ভনঃ । মলয়মক্ৰতো মলয়ে স্থিতত্বাৎ ন সার্কট্রিকত্বম্, সার্কট্রিকত্বেহপি ন  
সর্বদা সন্তাবঃ, সর্বদা সন্তাবেহপি নীক্লপহাদ্রথকার্যকারিত্বাভাবঃ ইতি তাৎপর্যম্ ।  
তথাহপি উক্তপ্রকারে সার্কজনীনে সিদ্ধেহপি একঃ অসহায়শূরঃ সর্কং সকলঃ  
প্রপঞ্চম্ । হিমগিরিস্থিতে, হিমপ্রধানো গিরিঃ হিমগিরিঃ, শাকপার্শ্ববাদিত্বাৎ সাধুঃ  
তন্তু স্তুতা নলিনী, তন্তাঃ সম্বুদ্ধিঃ । কাম্ অনিবার্যচ্যাম্ । অপিশকঃ সম্ভাবনায়াম্ ।  
কৃপাং অহুকম্পাম্ । অপাক্কাৎ কটাক্কাৎ তে তব লক্। প্রাপ্য । জগৎ জঙ্গমাশ্চকং  
লোকং—স্থাবরাশ্চক্ৰাপ্রসক্তেঃ । ইদং পরিদৃশ্তমানম্ । অনঙ্গঃ অঙ্গরহিতঃ । অত্র  
সাধকস্তাপি দৌর্ভাগ্যং স্মৃতিতম্ । হস্তাভাবাদেব চাপাকর্ষণশরসন্ধানে অপাসম্ভা-  
বিতো । পাদাভাবাচ্চ রথাদৌ স্থিতিরপ্যাসম্ভাবিতা । বক্রনয়নাস্তাভাবাৎ বয়স্তেন  
মধুনা সর্কং সম্ভাবণসম্বন্ধীকরণসহাসনাদয়ঃ অসম্ভাব্য ইতি তাৎপর্যম্ । বিজয়তে  
“বিপর্যাস্য জেঃ” ইত্যাম্মেনপদম্ ।

অত্রেখং পদযোজন—হে হিমগিরিস্থিতে ! যন্তানঙ্গস্ত ধনুঃ পোশ্পাং, মোবী  
নধুকরময়ী, বিশিখাঃ পঞ্চ, সামন্তো বসন্তঃ, আরোধনরথঃ মলয়মক্ৰং, তথাহপি  
সোহনঙ্গঃ একঃ তে অপাক্কাৎ কামপি কৃপাং লক্। সর্কমিদং জগৎ বিজয়তে ।

অত্র বিভাবনাঙ্কারঃ, বিজয়সাধনাতাবেহপি বিজয়োৎপত্তেঃ । “কার্যেন বিনা  
কার্যোৎপত্তিবিভাবনা” ইতি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

সম্বন্ধীকরকৃত-টীকা-অর্থানুবাদ—যাহার পুষ্পময় ধনু,  
ভ্রমর-নির্মিত জ্যা ( ছিলা ), বাণ পাঁচটি মাত্র, সচিব ( মন্ত্রী ) বসন্ত, যুদ্ধের বল  
মলয়পবন,—অর্থাৎ এ সমস্তই অকিঞ্চিংকর, দৃঢ়ধনুই যুদ্ধোপযুক্ত, কোমল ধনু  
নহে, জ্যা ছিলাও খুব দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, ভ্রমরের ছিলা দৃঢ় মাত্র পরস্পর জোড়  
ত নাই, পাঁচটি বাণে কি বুদ্ধ করা যায়, অসংখ্যবাণ আবশ্যক, বসন্ত কালমাত্র—  
জড় পদার্থ সে কি মন্ত্রী হইতে পারে ? আর ফুরুরে হাওয়া কি রথ হইতে পারে,  
এই সব খেলা-ধরের উপকরণ লইয়াও অনঙ্গ ( যাহার হস্তপদাদি নাই ) তোমার  
( আরাধনা-কলে ) কৃপাকটাক লাভ করিয়া সমস্ত-লোকবিজয়ী ॥ ৬ ॥

অ-যতানন্দকৃত-টীকা—ঐমত্যা অহুকম্পয়া অব্যোগ্যোহপি মহৎ  
কর্ষ সাধরতীত্যাং ধনুরিত্যাং । হে হিমগিরিস্থিতে ! তে অপাক্কাৎ নরনকোপাং



কামপি অনির্কচনীয়্যং কৃপাং লব্ধ্বা অনঙ্গোহপি অনঙ্গত্বেহপি কন্দর্ভযোগ্যতা নৃচিহ্না ।  
 একোহসহায়ো জগদ্বিজয়তে চরাচরং বশীকরোতি । জগদ্বশীকরণে সামগ্রীষাড্-  
 গুণাং দর্শয়িতুমাহ ।—পুষ্পরচিতং ধনুঃ অতি কোমলং, গুণঃ ভ্রমরসমূহঃ চঞ্চলঃ,  
 পঞ্চ বাণা নাথিকাঃ, বসন্ত-ঋতুঃ সারথিঃ, স অনিয়তঃ, মলয়বাঘযুঁক্করথঃ স মন্দগামী ।  
 এতেন সর্ব্ব এব যুদ্ধাযোগাঃ । অত্র কন্দর্পবীজমপ্যুদ্রয়ন্তি । কামপি-শব্দাৎ  
 ককারঃ । মলয়-শব্দাৎ লকারঃ । মোর্কবী-শব্দাদীকারঃ । পৌষ্প-শব্দাবিন্দুঃ ।  
 এতেন ক্রীণী ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :-—হে হিমগিরিসুতে ! মদন স্বয়ং অনঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গহীন ।  
 তাঁহার ধনু পুষ্পময়, মোর্কবী ( ধনুকের গুণ ) মধুকরময়ী, পুষ্পময় পাঁচটিমাত্র বাণ,  
 বসন্ত-ঋতু সারথি এবং মন্দগামী মলয়পবন যুদ্ধরথ ; মদন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও  
 তোমার অনির্কচনীয়্য কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া একাকীই সমুদায় জগৎ জয়  
 করিতেছেন ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—এ স্থানে টীকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন ।—  
 কামপি শব্দে ককার, মলয় শব্দে লকার, মোর্কবী শব্দে ঙ্কার, পৌষ্প শব্দে বিন্দু ।  
 ইহা দ্বারা ক্রীণ এই বীজ উদ্ধৃত হইল । কামদেব ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসক, ইহা  
 তত্ত্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬ ॥

কণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুন্তুস্তনভরা, \*

পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণতশরচন্দ্রবদনা ।

ধনুর্কবাণান্ পাশং শৃণিমপি দধানা করতলৈঃ,

পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরম্বিকা ॥ ৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—“সুধাদিকৌর্মধ্যে” ইত্যন্তরঙ্গোকোপযোগিতয়া  
 সময়িনাং চতুর্বিধেক্যাস্তসন্ধানমহিয়া মণিপু্রে ভগবত্যা ষাট্শং ক্ষুরতি রূপং  
 তাদৃশং প্রস্তোতি । কণৎকাঞ্চীদামা শিঞ্জয়গিমেধলা । করিকলভকুন্তুস্তনভা  
 করিকলভকুন্তুতুলাভাঃ স্তনভানীষন্নম্মধ্যোত্যর্থঃ । পরিক্ষীণা কৃশা মধ্যে  
 অবলগ্নে, তন্মধ্যোত্যর্থঃ । পরিণতশরচন্দ্রবদনা পরিণতঃ সম্পূর্ণকলঃ শরদি  
 শরৎকালে চন্দ্র ইন্দুঃ তদ্বদনং যন্তাঃ সা । ধনুঃ চাপং, বাণান্ পুষ্পময়ান্,  
 পাশং দাম, শৃণি অঙ্কুশম্ । অপিশবঃ উক্তমেব সমুচ্চিনোতি । দধানা বিজ্রতা  
 করতলৈঃ চতুর্ভিঃ হস্তাভ্যুজৈঃ । পুরস্তাৎ হৃদয়কমলে, মণিপূয়ান্নির্গতোতি শেবঃ ।

আন্তাম্ উপবিশতু । নঃ অন্নাকম্ । পুরমথিতুঃ ত্রিপুরাস্তকস্ত । যদ্বা—পুরাণি ত্রীণি  
বর্ণানি ত্রিপুরাবীজানি মথুতি, মথিত্বা নবনীতং কৰোতি রুদ্রযামলে, যঃ স  
রুদ্রঃ পুরমথিতেভ্যুচ্যতে । আহোপুরুষিকা অহোশব্দ আশ্চর্য্যবাচী ; পুরুষশব্দ  
প্রত্যগাশ্বাচিনঃ অহংশব্দবাচ্যত্বং লক্ষ্যতে ; অতঃ আহো অহস্তাবঃ আহো-  
পুরুষিকা, অহঙ্কার ইতি যাবৎ । রুদ্রস্তাহঙ্কাররূপিত্বং ভগবত্যাঃ “শিবঃ শক্ত্যা” \*  
ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানে প্রপঞ্চিতম্ ; প্রপঞ্চয়িষ্যতে চ ॥

অত্রৈখং পদযোজন্য—কণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুন্তস্তননভা মধ্যো পরিক্ষীণা  
পরিণতশরচ্ছবদনা ধনুঃ বাণান্ পাশং শৃণিমপি করতলৈঃ দধানা পুরমথিতুরাহো-  
পুরুষিকা নঃ পুরস্তাদান্তাম্ ।

অত্র যৎকৃত্বাম্ তন্তু “তবাজ্জাচক্রস্থম্” † ইত্যাদি শ্লোকষট্‌কব্যাখ্যানান্তে  
নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে । তন্তুত এবাবধারণ্যম্ ॥ ৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—( ‘স্বধাসিদ্ধো-  
মধো’ ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকের উপযোগী সময়চারীদিগের আবশ্যক মণিপূরচক্র-  
বাসিনীর ধ্যান এই শ্লোকে কথিত হইতেছে ) মণিমেথলা-শিজিতা করিকলভ-  
কুন্তসদৃশ স্তনভারে ঈষৎ নম্রা, ক্ষীণমধ্যা শারদপূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনা, চারিকরকমলে  
ধনুঃ বাণ পাশ ও অক্ষুশ ধারণ করিয়া অবস্থিতা, পুরমথনকর্তা রুদ্রের গৰ্ভগরিমা-  
রূপিণী দেবী আমাদগের চন্দ্রকমলে ( মণিপূর হইতে নিঃসৃত হইয়া )  
আবিস্ফুট হইল ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অশা ধ্যানমাহ কণদতি । পুরমথিতুঃ  
শিবস্ত আহোপুরুষিকা অহঙ্কাররূপা নোহস্মাকং পুরস্তাদগ্রতঃ আন্তাং  
প্রত্যক্ষীভবতু । সা কিস্তুতা ? কণৎ শব্দারমানং কাঞ্চীদাম যন্তাঃ । পুনঃ করি-  
করভকুন্তস্তনভরা প্রকৃষ্টকরিশাবকস্ত কুন্তু হৈব স্তনয়োভরো যন্তাঃ । করীব করভঃ  
করিকরভঃ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ । মধ্যো ক্ষীণা । পূর্ণশরচ্ছ হব বদনং যন্তাঃ ।  
করতলৈঃ ধনুঃবাণান্ পাশম্ অক্ষুশমপি দধানা । অত্র বশিনীবীজমুক্তরন্তি । বাণ-  
শব্দাৎ বকারঃ । করতলশব্দাৎ লকারঃ । পুরমথনশব্দাচ্ছকারঃ । আন্তাং শব্দাৎ  
বিন্দুঃ । এতেন ব্রুং ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার কটিদেশে শব্দারমান কাঞ্চীদাম, বাহার স্তনমণ্ডল  
হস্তিশাবক-কুন্তের সদৃশ, বাহার মধ্যদেশ ক্ষীণতর, বাহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন  
পূর্ণশব্দধরের তুল্য, যিনি করতলচতুষ্টয়ে ধনু, বাণ, পাশ, অক্ষুশ ধারণ করিয়া

আছেন, ভগবান্ ভূতনাথের অহঙ্কারস্বরূপ। এই প্রকার মূর্তিতে দেবী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হউন ॥ ৭ ॥

**তাহপর্য্য।**—এ স্থলে ঢীকাকার বশিনীবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—  
বাণ শব্দে বকার, করতল শব্দে লকার, পুরমথন শব্দে উকার, আন্তাং শব্দে বিস্মৃ।  
ইহা ঘারা ব্লং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৭ ॥

সুধাসিক্কোশ্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃত্তে,  
মণিধীপে নীপোপবনবতি চিস্তামণিগৃহে ।  
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যাক্কনিলয়াং,  
ভজন্তি ত্বাং ধন্বাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্ ॥ ৮ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-ঢীকা।**—সুধাসিক্কোঃ অমৃতসমুদ্রস্ত মধ্যে সুরবিটপি-  
বাটীপরিবৃত্তে সুরবিটপিনাং কল্পবৃক্ষাণাং বাটাভিঃ কল্পাভিঃ পরিবৃত্তে মণিধীপে মণিময়ে  
অন্তরীপে নীপোপবনবতি নীপৈঃ কদম্বৈঃ উপবনবতি, চিস্তামণিগৃহে চিস্তামণি-  
বিরচিত্তে মন্দিরে শিবাকারে শিবাত্মকে শক্তিরূপে \* ত্রিকোণে ইতি যাবৎ, মঞ্চে  
খট্টায়াং পরমশিবপর্য্যাক্কনিলয়াং পরমশিব এব পর্য্যাক্কঃ তন্নং, তত্র নিলয়ঃ অবস্থিতি-  
যন্তাঃ তাং ভজন্তি সেবন্তে ত্বাং ভবতীং ধন্বাঃ ত্বংপ্রসাদবশাৎ কৃতার্থাঃ কতিচন  
বিরলাঃ চিদানন্দলহরীং চিং জ্ঞানং, তদাকারঃ আনন্দঃ নিরতিশয়সুখং, তস্ত  
লহরীং উৎসেকরূপাম্ ।

অত্র ইথাং পদযোজন।—হে ভগবতি ! সুধাসিক্কোঃ মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরি-  
বৃত্তে মণিধীপে নীপোপবনবতি চিস্তামণিগৃহে শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যাক্কনিলয়াং  
ত্বাং চিদানন্দলহরীং কতিচন ধন্বাঃ ভজন্তি ।

**অত্রেদমহুসঙ্কেয়ম্**—ভগবৎপাদাচার্য্যাঃ সময়মতপারদৃশানঃ সময়চারপ্রবণাঃ সময়-  
রূপাং ভগবতীং স্তবন্তি । সময়চারো নাম আন্তরপূজারতিঃ । কুলাচারো নাম  
বাহ্যরতিয়িতি রহস্যম্ । এতচ্চ “তবধারে মূলে সহ সময়ম্” + ইত্যাদি শ্লোক-  
ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরুপপাদয়িষ্যামঃ । ঐচ্ছকস্ত বিরচক্রমিতি নামান্তরমন্তি ।  
বিরচক্রস্ত তু বিরংপূজ্যত্বাৎ । বিরংপূজ্যত্বং বিবিধম্ ;—দহরাকাশজং বাহ্যাকাশজং  
চেতি । বাহ্যাকাশজং নাম বাহ্যাকাশাবকাশে পীঠাদৌ ভূজপত্রপুষ্পগটহেম-  
রজতাদিপট্টতলে লিখিত্বা সমারাদনম্ । এতদেব কোণপূজ্যত্বাত্বে বৃদ্ধাঃ । তদন্তরত্র  
কোণ্যতে । দহরাকাশজং নাম জদরাকাশাবকাশে চক্রস্ত পূজনম্ । ইদমেব

সমরপূজ্যেত্যাহঃ সময়িনঃ। এতদপ্যুত্তরত্র ফৌর্য্যতে। তত্র নবযোনিষধঃস্থিত-  
শিবাশ্বকযোনিচতুষ্কস্তোপরি উর্দ্ধস্থিতশক্ত্যাশ্বকযোনিপঞ্চকাদধঃপ্রদেশস্ত বৈন্দব-  
স্থানস্ত নাম সুধাসিদ্ধিরিতি।

বিন্দুস্থানং সুধাসিদ্ধিঃ পঞ্চযোজ্ঞঃ সুরক্রমাঃ।  
তত্রৈব নীপশ্রেণী চ তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ॥  
তত্র চিস্তামণিকৃতং দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্।  
শিবাশ্বকে মহামঞ্চে মহেশানোপবর্হণে ॥  
অতিরম্যতরে তত্র কশিপশ্চ সদাশিবঃ।  
ভূতকাশ্চ চতুস্পাদা মহেন্দ্রশ্চ পতঙ্গ্রহঃ ॥  
তত্রাস্তে পরমেশানি মহাত্ত্রিপুরমূলরী।  
শিবাক্ষমণ্ডলং ভিদ্ধা দ্রাবয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্ ॥  
তদুভূতামৃতশক্তি পরমানন্দনন্দিতা।  
কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্। পরং বর্ষণমেতা সা ॥

ইতি ভৈরববামলে বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে বহুরূপাষ্টকবিজ্ঞানং কথিতম্। “দেব্যা  
মন্দিরমুত্তমম্” ইত্যন্তার্থঃ—দেবীমন্দিরং ত্রয়শ্চছায়াংশত্রিকোণাশ্বকং ত্রীচক্রমুচ্যতে।  
অত উক্তং—“শিবাকারে মঞ্চে” ইতি। ত্রিকোণাশ্বক-ত্রীচক্রস্ত বৈন্দবস্থানং  
প্রত্যঙ্গস্থাৎ, বৈন্দবস্থানস্ত প্রধানস্থাৎ, প্রধানেন গুণস্তান্তর্ভাবাৎ তদন্তর্ভাব উক্ত  
ইতি রহস্যম্। “ভূতকাঃ” ইত্যন্তার্থঃ—ভূতকাঃ ভূত্যাঃ অহিংহরিক্রদ্রোষরাঃ।  
এতচ্চ “গতাস্তে মঞ্চঃ অহিং \* ইত্যাদিলোকব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে। শিবাক্ষ-  
মণ্ডলং ভিদ্ধা” ইত্যন্তায়মর্থঃ—শিবা নাম শক্তিঃ কুণ্ডলিনী অর্কমণ্ডলং স্বংকমলো-  
পরি-স্থিতং ব্রহ্মস্বরং শিখায় সহস্রকমলাস্তঃস্থিতমিন্দুমণ্ডলং দশতি দ্রাবয়তি। অতএব  
কুলযোষিৎ কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কুলং কুলমার্গং সুব্রাহ্মমার্গং ত্যক্ত্। তত্রৈবেন্দুমণ্ডলে  
আহ্বায় পরং বর্ষণং উৎকৃষ্টবর্ষণং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীষু প্রবর্ষণং ক্রমেতি শেষঃ।  
সা কুণ্ডলিনী পুনঃ স্বহানমেতা স্বাধিষ্ঠানং প্রাপ্য স্বপীতিতি তাৎপর্যম্। শিবা-  
দীনাং মঞ্চদ্বোপধানস্বপতঙ্গ্রহস্বাবস্থাপন্নঃ কামরূপস্বাদ্বেবানাঃ অত্যন্তাসন্নসেবার্থং  
ঘটতে। ইমমেবার্ধং সংক্ষেপেণোক্তবান্ সদাশিবঃ—

সুধাকৌ নন্দনোজ্ঞানে রত্নমণ্ডপমধ্যাগম্।  
বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহাং ত্রিলোচনাম্ ॥

পাশাঙ্কুশশরাংচাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রিয়ম্ ।

ধ্যায়া চ হৃদগতং চক্রে ব্রতস্থঃ পরমেশ্বরীম্ ॥

পূর্বোক্তধ্যানযোগেন সঙ্কিস্ত্য জপমাচরেৎ ॥

ইতি । অনেন “কণৎকাঞ্চীদামা” ইতি “সুধাসিক্কোর্মধো” ইতি শ্লোকদ্বয়-  
মেকীকৃত্য ব্যাখ্যাতমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৮ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকান্ন অর্থানুবাদ** ।—( সময়চার—যোগমার্গ, অন্তর্গাণ্ডরতি—তাহাতে অন্তঃস্থ, আর কুলাচার বাহুপূজারতি, যজ্ঞ অঙ্কন করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়, এই শ্লোকে তত্ত্বভয়পূজারই প্রণালী বর্ণিত) যন্ত্রের প্রসিদ্ধ নাম ত্রীচক্র, ইহার নামান্তর বিয়চ্চক্র, সময়চারিগণের বিয়চ্চক্র হৃদয়াকাশে কল্পিত, কোলদিগের বিয়চ্চক্র বহিরাকাশে রচিত । সুধাসিদ্ধ ত্রীচক্রের বিন্দুস্থান, তাহার পঞ্চ ত্রিকোণ রেখা স্তম্ভতরু-পঞ্চক, উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণরেখা-চতুষ্টয়, কদম্ব-উপবন, বিন্দুস্থানমধ্যে মণিধীপ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ কোণযুক্ত বিয়চ্চক্র (ত্রীচক্র) চিস্তামণি-গৃহ । শিবা অর্থাৎ শক্তি তৎস্বরূপ ত্রিকোণ মধ্যে পরম শিব শয্যায় ( ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র এবং ঈশ্বর, এই পাদচতুষ্টয়যুক্ত পর্য্যঙ্ক—সদাশিব পিকদান,—ইন্দ্র, মহেশ্বর শয্যার আস্তরণ, এইরূপ শয্যায় ) চিদানন্দলহরী ( নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দরূপা তোমাকে কয়েকটি ধন্যপুরুষ ভজনা ( অন্তর্গাণ বা বাহ্যে আরাধনা ) করিয়া থাকেন । ( রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব মহেশ্বর—শিবেরই বিবিধ রূপ ॥ ৮ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা** ।—শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ সুধেতি । কতিচন ধন্তা জনাঃ চিদানন্দলহরীঃ পরাং ব্রহ্মস্বরূপাং স্বাং ভজন্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—“নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ।” কুত্র ? শিবাকারে মঞ্চে । স্বাং কিস্তৃত্যম্ । পরম-শিবপর্য্যঙ্কনিলয়াম্ । তদ্বক্তং যামলে,—“ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ । এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ সিংহাসনপরিস্থিতিঃ । এতে দেবাসনস্তাধঃ শিবাঃ পঞ্চ বাবস্থিতাঃ ।” তত্র চতুর্ভিঃ শিবৈশ্বর্য্যং বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্রচ্ছদীকৃত্য তত্রস্থামিত্যর্থঃ । অথবা শিবো হকারঃ তদাকারঃ ওকারঃ গজকুস্তাকৃতিস্বাং । এতেন ওকাররূপে মঞ্চে পরমশিবো বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্য্যঙ্কং আসনস্থানং নাদঃ স এব নিলয়ো যন্তাঃ । এতেন প্রণবস্থাং পরমশিবসংযুক্তামিত্যর্থঃ । অতএব চিদানন্দ-লহরীতি বিশেষণং সম্প্রস্তুতে । যতঃ শিবশক্তিসমাযোগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি । অথবা শিবাকারে হকারাবয়বে হকারার্কে মঞ্চে ইত্যর্থঃ । পরশিবপর্য্যঙ্কনিলয়ং বিন্দুস্থানরূপাং কামকলারূপামিত্যর্থঃ । পীঠস্থানমাহ । সুধাসিদ্ধোর্মধো অমৃতার্ণ-বস্ত্রাপ্রসিদ্ধস্বাং কুলামৃতং কারণমিতি শিবসঙ্কেতঃ । কল্পরূপবাটিকাবৃতে মণিময়ধীপে

কদম্বোপবনযুক্তে চিন্তামণিরচিত-মণ্ডপে । এতেন আধারাদেয়ক্রমেণ ঘটপীঠানন্তরং  
পরমশিবপর্যায়ানিলায়ং দেবীং ধ্যয়েৎ । অত্র কামেশ্বরীবীজং প্রেতবীজ-  
কোদ্ধরন্তি । কতিচনশব্দাৎ ককারঃ । লহরীং-শব্দাৎ লকার-ঈকারানুস্বারাঃ ।  
এতেন ক্লীং ইতি কামেশ্বরী । শিবশব্দেন হকারঃ । সুধাসিন্ধোঃ-শব্দাৎ সকার-  
ঔকার-বিসর্গাঃ । এতেন হেঃসোঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! সুধাসিন্ধু-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত মণিময়-  
দ্বীপে কদম্ববৃক্ষসমূহ-সুশোভিত উপবনমধ্যে চিন্তামণিগৃহে শিবময়, ক্রম্ভ ও ঈশ্বর  
অ—বিষ্ণু, ক—ব্রহ্মা, এই চারি দেবতা বাহার চতুর্কোণে পাদ-(পায়া) স্বরূপে বর্ত-  
মান, এইরূপ মঞ্চ উপরি পরমশিবময় পর্যায়কলকে উপবিষ্ট। চিদানন্দলহরী-  
স্বরূপা তোমাকে কোন কোন ধন্ত ব্যক্তি ভজনা করেন ॥ ৮ ॥

**তাৎপর্য ।**—এ স্থলে সুধাসিন্ধু, কল্পবৃক্ষবাটিকা, মণিঘর-দ্বীপ, নীপোপ-  
বন, চিন্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ এই ঘটপীঠের ধ্যান হইতেছে । অথবা এ স্থলে  
শিবশব্দে হকার, তদাকার অর্থাৎ গজকুম্ভাকৃতি প্রযুক্ত ওকার । ইহা দ্বারা  
ওকাররূপ পর্যায়কে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অবস্থিতি বুঝিতে  
হইবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা । কিংবা  
শিবাকার অর্থাৎ হকারাক্ষররূপ-মঞ্চ কামকলাস্বরূপা । টাকাকার এই স্থলে  
কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উচ্চার করিতেছেন । কতিচন শব্দে ককার, লহরীং  
শব্দে লকার, ঈকার ও অনুস্বার । ইহা দ্বারা ক্লী\* এই কামেশ্বরী-বীজ উচ্চত  
হইল । শিবশব্দে হকার ; সুধাসিন্ধোঃ শব্দে সকার, ঔকার ও বিসর্গ । ইহা  
দ্বারা হেঃসোঃ এই প্রেতবীজ উচ্চত হইল ॥ ৮ ॥

মহীং মূলধারে কমপি মণিপূরে হ্রতবহং,

স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি ।

মনোহপি ক্রমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং,

সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরহসি ॥ ৯ ॥

**লক্ষ্মীশ্রবণকৃত-টীকা ।**—মহীং পৃথিবীতত্ত্বং মূলধারে মূলে শুদহানে  
সর্গাধারভূতং চক্রে মূলধারভূতমিতি, তন্নিম্ন মূলধারে ।

সর্গাধারা মহী বস্মাৎ মূলধারভূতমিতি স্থিতা ।

ভদ্রভাবে তু দেহত পাতঃ স্তাঙ্কলমোহপি বা ॥

† বিহরসে ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

ইতি রুদ্ররহস্তে । পৃথিবীতদ্বাশ্বকস্ত মূলধারস্তাভাবে দেহ উৰ্দ্ধ বা গচ্ছৎ, অথো বা পতেদিত্যর্থঃ । কন্ম উদকতত্ত্বম্ । অপিশবঃ স্বাধিষ্ঠানোক্তবলিং সমুচ্চিনোতি । মণিপূরচক্রে । যত্র স্থিতা ভগবতী মণিভিঃ তৎপ্রদেশং পূরয়তি, স দেশো মণিপূরঃ । সময়িনাম্ আস্তরপূজাবসরে তৃতীয়কমলে নানাবিধমণিগণখচিতভূষণার্পণং দেব্যাঃ কৰ্ত্তব্যমিতি রহস্তম্ । হৃতবহং অগ্নিতত্ত্বম্ । স্থিতং প্রতিষ্ঠিতং । স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠাননামকে চক্রে । কুণ্ডলিতাঃ ভগবত্যাঃ স্বয়মধিষ্ঠায় গ্রহিৎ কৃষা অবস্থানং স্বাধিষ্ঠানম্ । যথোক্তং যোগদীপিকায়াম্ :—

রুদ্রগ্রন্থিরঃ শক্তেঃ স্বাধিষ্ঠানগ্রামীনি । ইতি । যতাপি আধারচক্রস্তোপরি স্বাধিষ্ঠানং বর্ণনীয়ং, তথাহিপি আকাশাদিত্যোংপত্তিক্রমমবলম্ব্য ব্যাংক্রমেণ মণিপূরচক্রবর্ণনং কৃতমিত্যুসঙ্কেদম্ । এতচ্চ “তবাজ্জাচক্রম্” \* ইত্যাদিম্নৌকষট্-ক-ব্যাখ্যানাবসরে সমাগুপবর্ণয়িষ্যতে । হৃদি হৃদয়াকাশে অনাহতনামনি চক্রে । অনাহতনাদস্থানত্যাং অনাহতং নামাস্ত্র । মরুতং মরুতত্ত্বম্ । আকাশং আকাশতত্ত্বম্ । উপরি পূৰ্ব্বোক্তানামুপরি বিস্তৃতচক্রে । শুদ্ধক্ষটিকসঙ্কাশত্যাং বিস্তৃদ্ধির্নামাস্ত্র । মনঃ মনস্তত্ত্বম্ । অপিশবঃ উক্তসমুচ্চর্য্যর্থঃ । ক্রমথো ক্রবোরস্তরালে আজ্জাচক্রে । অত্র আঙ্ ঙ্গবদর্থঃ, জ্ঞা জ্ঞানম্, ঙ্গবৎ জ্ঞানং যত্র জায়তে সাধকানাং ভগবতী-বিষয়ম্ । ব্রহ্মগ্রন্থিভেদনাতিব্যগ্রতয়া ভগবত্যাঃ আজ্জাচক্রে ক্ষণমাত্রাবস্থানাং সাধকানাং তড়িলৈখ্যরূপেণ অবভাসনাং আজ্জাচক্রং নামাস্ত্র । স্থিতমিতি লিঙ্গবাত্য-য়েন সর্বত্রাভিষজাতে । সকলং সৰ্ব্বম্ । অপি সমুচ্চয়ে ভিত্ত্বা কুলপথং সুসূম্যামার্গম্ । সহস্রারে সহস্রদলে পদ্যে কমলে সহ মিলিতা রহসি একান্তে পত্যা সদাশিবেন বিহরসে (সি) ক্রৌড়সে (সি) ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! মূলধারে মহীং, কং মণিপূরে হৃতবহ-মণি, স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহ-মেব, হৃদি মরুতং, আকাশমুপরি, মনোপি ক্রমথো আকাশ-মণি—স্থিতমিতি বিভক্তিব্যত্যায়েন সর্বত্রাভিষজাতে—সকলং কুলপথমপি ভিত্ত্বা সহস্রারে পদ্যে রহসি পত্যা সহ বিহরসে ( সি ) ॥

অত্রৈদমুসঙ্কেদম্—মূলধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিস্তৃদ্ধাজ্জাশ্বকানি ষট্-চক্রাণি । এতানি পৃথিব্যাগ্নিলপবনাকাশ-মনস্তদ্বাশ্বকানি । তানি তদ্বানি তেযু চক্রেষু তন্মাত্রতয়াংবস্থিতানি । তন্মাত্রান্ত গন্ধরূপব্রসম্পর্শকাস্বকাঃ । আজ্জাচক্র-স্থিতেন মনস্তবেন একাদশেত্ৰিগণঃ সংগৃহীতঃ । এবমেকবিশতিতদ্বানি প্রীতি-পাদিতানি । পত্যা সহ রহসি সহস্রপত্রে বিহরসে ইতানেন তদ্বচতুর্ভুগং স্থচিতম্ ।

তচ্চ মায়াক্ষবিত্ত্বামহেশ্বরসদাশিবায়কং তদ্বচতুষ্টয়ম্। এবং মিলিতা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি মায়াপর্য্যস্তানি মায়য়া যুক্তত্বাং প্রাকৃতানি। মায়্যা মহেশ্বরেণ সংযুক্তা সতী তস্ত জীবভাবমাপাদয়তি। স জীবঃ প্রাকৃত এব। শুদ্ধবিজ্ঞা তু সদাশিবেন যুক্তা সতী সাদাখ্যা কলোতি ব্যবহ্রিয়তে। অতো ভগবতী চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্তিক্রান্তা সদাশিবেন পঞ্চবিংশেন সাক্ষিং বিহরমাণা ষড়্বিংশতত্বত্বমাপ্না পরমাশ্চেতি গীয়তে। এতদ্রুতং ভবতি—সাদাখ্যা কলা পঞ্চবিংশেন সদাশিবেন মিলিতা ষড়্বিংশা ভবতি, মেলনস্ত তত্ত্বাস্তরত্বাৎ। ন চোভয়োর্মেলনমুভয়ায়কম্। তস্ত তাদাত্ম্যরূপত্বাৎ তত্ত্বাস্তরমেবেতি রহস্তম্। যন্তু ঐতিবাক্যং “পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি” \* ইতি তন্তু সদাশিবতত্ত্বপ্রতিপাদনপরং, ন মেলনপরমিতি ধ্যেয়ম্।

নহু ( কথং ) বৈলবস্থানং শ্ৰীচক্রস্ত মধ্যস্থিতং, শিবচক্রাণাং চতুর্গামুপরি শক্তিচক্রাণাং পঞ্চানামধস্তাদবস্থিতত্বাৎ। সহস্রারপদস্ত তু শিরঃস্থিতত্বাৎ সর্বেষামুপরি বর্তমানত্বাৎ, তস্ত বৈলবস্থানত্বং নোপপত্ত্বত ইতি চেৎ—

নিশম্যতাং ভাগবতমতরহস্তম্—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।

শিবশক্তিময়ং জ্যেষ্ঠং শ্ৰীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥

ইত্যাদৌ শক্তিচক্রাণি ত্রিকোণাষ্টকোণদশারদ্বিতয়চতুর্দশ-কোণায়কানি পঞ্চ-চক্রাণি। শিবচক্রাণি তু অষ্টদলবোড়শদলমেখলাত্রিতয়ভূপুরত্রয়ায়কানীতি। অতঃ শক্তিচক্রাণাং বাহ্যতঃ শিবচক্রাণি। শিবস্ত শক্তিবাহুত্বাযোগাৎ তানি শিবচক্রাণি বিন্দুরূপেণাকৃষ্য শক্তিচক্রাস্ত্রে স্থাপিতানি। অতএব বিন্দুঃ শিবচক্র-চতুষ্টয়ায়কঃ শক্তিচক্রেষু পঞ্চস্ব ব্যাপ্তবানঃ সমাপ্ত ইতি শিবশক্ত্যোরৈক্যমিতি কেচিৎ।

অন্তে তু—বিন্দুত্রিকোণয়োরৈক্যং, অষ্টকোণাষ্টদলাযুক্তয়োঃ, দশারযুক্তবোড়শ-দলাযুক্তয়োঃ চতুর্দশারভূপুরয়োরৈক্যম্। অনেন প্রকারেণ শিবশক্ত্যোরৈক্য-মিত্যাহঃ। অত্র বিন্দুশব্দেন শিবচক্রচতুষ্টয়প্রতিনিধিত্বতো বর্ত্তুলাকারো লক্ষ্যতে, ন তু চতুর্কোণমধ্যবর্ত্তী বিন্দুঃ। স তু সহস্রকমলাস্তর্গতঃ আধারস্বাধিষ্ঠানদশদল-প্রকৃতিভূতঃ শিবশক্তিমেলনাবিষ্টতন্তুঃ সাদাখ্যাং ষড়্বিংশং তত্ত্বম্। তেন সহ নাদ-বিন্দুকলানাং ঐক্যং নাস্তি, তস্ত নাদবিন্দুকলাতীতত্বাৎ। এতচ্চ পুরত্বাৎ প্রপ-ঞ্চয়িত্বাৎ। অতএব সহস্রকমলাস্তর্গতচন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুধাসিন্ধুরেব ভগবত্যা বিহরন-স্থানমিতি “সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইতি “সুধাসিন্ধোর্মধ্যে”



ইতি শ্লোকস্বতন্ত্রক এবার্থ ইতি রহস্যম্ । ইমমেবার্থং তৈরববামলে চম্ভজ্ঞান-  
বিজ্ঞায়াং শিব আহ পার্বতীম্ :—

চতুর্ভিঃ শিবচৈক্রেঞ্চ শক্তিচৈক্রেঞ্চ পঞ্চভিঃ ।  
নবচৈক্রেঞ্চ সংসিদ্ধং ত্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥  
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা ।  
চতুর্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ ॥  
বিন্দুচাষ্টদলং পদ্মং পদ্মং ষোড়শপত্রকম্ ।  
চতুরস্রং চ চত্বারি শিবচক্রাণামুক্রমাং ॥  
ত্রিকোণে বৈন্দবং স্লিষ্টম্ অষ্টারেহষ্টদলাবুজম্ ।  
দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাপ্রকে ॥  
শৈবানামপি শাস্ত্রানাং চক্রাণাং চ পরম্পরম্ ।  
অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥  
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা ।  
মল্লকোণং চতুষ্কোণং কোণচক্রাণি ষট্ ক্রমাং ॥  
মূলধারং তথা স্বাধিষ্ঠানং চ মণিপূরকম্ ।  
অনাহতং বিশুদ্ধাখ্যমাজ্জাচক্রং বিদ্ববুধাঃ ॥  
তবাধারস্বরূপাণি কোণচক্রাণি পার্শ্বতি ।  
ত্রিকোণরূপিণী শক্তিবিন্দুরূপঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥  
অবিনাভাবসম্বন্ধন্তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥

ইতি । ইতঃ পূর্বম্—

অধোমুখং চতুষ্কোণং শিবচক্রাস্বকং বিদ্বঃ ॥

ইত্যনুসারেণ “অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাঙ্কানি” ইত্যুক্তিঃ “শিব-  
চক্রাণি বাহানি তক্রপেণাবস্থিতানি” ইত্যেবংগরেতি ধ্যেয়ম্ ।

যথা—কোলমতানুসারেণ অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাঙ্কানি, উর্দ্ধ-  
মুখানি পঞ্চ ত্রিকোণানি শক্ত্যাঙ্কানি । কোলমতে সংহারক্রমেণ লেখনে নবত্রি-  
কোণাঙ্ককম্ ত্রীচক্রম্ । এতৎসর্বং “চতুর্ভিঃ ত্রীকঠৈঃ” \* ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
বক্তব্যমপি “সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইত্যত্রাবশ্যং বক্তব্যম্  
উত্তরোপযোগিতয়া অত্রৈব কিঞ্চিৎ কথিতম্ । বিস্তরস্ত তত্রৈবাবশ্যঃ ॥ ৯ ॥

**অনুভাসন্দ্বৃত-টীকা।**—মহীমিত্যাदि । হে দেবি ! স্ব নকলং

কুলপথং ভিহা অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপেণ সহস্রারে পদ্মে রহসি নির্জনে অর্থাৎ অকুল-  
স্থানে নাদেনৈকীভূয় পত্যা বিন্দুরূপেণ বিহরসি আনন্দামৃতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ ।  
অমৃতামাবনং পরম্প্রোকে স্পষ্টীকরিত্যতি । তৎ কিং কুলপথমিত্যাহ—মহীং মূলাধার  
ইত্যাদি । মহীং পৃথ্বীং, কং জলং, হতবহং অগ্নিং, মরুতং বায়ুং, উপাশিশবন্ত  
সাপেক্ষত্বাৎ হৃদয়োগরি কণ্ঠচ্ছদে আকাশং, ক্রমধ্যে মনঃ এতদেব সকলং কুলপথং  
ভিষ্ণোত্যয়ঃ । তথা হি,—মূলং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্ । বিমুক্তমাজ্জা-  
চক্রঞ্চ শুদমেটুক্রমাদ্বিভূঃ । অন্তত্ৰ,—শুদে লিঙ্গে তথা নাতৌ বন্ধঃকণ্ঠে ক্রবো-  
রপি । মহী বহ্নির্জলং বায়ুঃ খং মনশ্চ ক্রমাদিশেৎ । এতৎ কুলপথং বিভাদকুলঞ্চ  
ততঃ পরম্ । ষট্চক্রাণ্যেব তূর্ভূবঃ স্বঃ মহঃ জনস্তপঃ সত্যং সজ্জাঃ । তথাচ,—  
ত্রাক্ষাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে । অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরয়োর্ভ্যুতি-  
ক্রমেণায়য়ঃ মহাত্ততক্রমাহুর্যোবাং । অত্র স্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরমিতি । অত্র  
মেদিনীবীজমপ্যুদয়ন্তি । মহীংশকাং মকারাহুস্বারো, কুলপথশকাহুস্বারলকারো ।  
এতেন ম্লুং ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেবি ! তুমি কুলকুণ্ডলিনীস্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত  
মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত  
বায়ুমণ্ডল, বিমুক্তচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল এবং ক্রমধ্যে অর্থাৎ আজ্জাচক্রস্থিত মনস্তপ  
এই সমস্ত কুলপথ ( ষট্চক্র ) ভেদ করিয়া গমন করত, সহস্রারপদ্মে পতির  
সহিত একান্তে বিহার করিয়া থাক ॥ ৯ ॥ \*

**তাৎপর্য্য ।**—এই শরীরে মূলাধার ভূলোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবলোক, মণি-  
পূর স্বলোক, অনাহতচক্র মহলোক, বিমুক্তচক্র জনলোক, আজ্জাচক্র তপোলোক  
ও সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ত্রাক্ষাণ্ডে যে সমুদয় ঘটনা  
হইতেছে, এই দেহেও সেই সমুদয় ঘটনা হইয়া থাকে । এ স্থলে টীকাকার মেদিনী-  
বীজ উদ্ধার করিতেছেন ।—মহীংশকে মকার ও অহুস্বার, কুলপথংশকে উকার ও  
লকার । ইহা দ্বারা ম্লুং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ।

\* পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এই স্থলে ষট্চক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে । জীব-  
গণের দেহস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে শিঙ্গা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে  
সুব্রহ্মনারী নাড়ী । সুব্রহ্ম নাড়ী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপে বহুবর্ণধারিণী এবং  
বিকসিত হৃৎকূ-কুস্থম-সদৃশী । এই সুব্রহ্ম নাড়ীতেই ষট্চক্র অবস্থিত । ইড়ানাড়ী  
তত্ত্ববর্ণা, চন্দ্রবর্ণা ও অমৃতময়ী ; শিঙ্গানাড়ী রক্তবর্ণা, সূর্য্যবর্ণা ও বিষপ্রাণিণী ।  
সুব্রহ্ম-নাড়ী মূলাধার-পদ্মের মধ্য হইতে সহস্রদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শিব-  
লিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই সুব্রহ্মার মধ্যভাগে যে ছিন্ন আছে, তদ্ব্যবস্থা দিয়া বজ্রাঘা

স্বধাধারানারৈশ্চরণযুগলান্তবিগলিতৈঃ,

প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসান্নায়মহসা \* ।

অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্ণবলয়ং

স্মাত্মানং কৃতা স্বাপাষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—স্বধায়া অমৃতস্ত ধারানামাসারৈঃ সম্পাটৈঃ ।

অত্রাসারশব্দ এব ধারাসম্পাতবচন ইতি ধারানামাহচর্যাৎ আসারশব্দঃ সম্পাতমাত্র-  
পর ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্ । যদ্বা স্বধায়া আধারভূতা আসারা ধারাসম্পাতাঃ, তৈঃ  
চরণযুগলান্তবিগলিতৈঃ চরণযুগলস্ত পাদারবিন্দবিতরণস্ত অন্তবিগলিতৈঃ মধ্যপ্রদে-  
শাৎ শ্রবন্তিঃ, প্রপঞ্চং দ্বিসপ্ততিসহস্রসংখ্যাকনাভীমার্গং সিঞ্চন্তী সেক্ত্রী পুনরপি  
সেচনানন্তরমপি রসান্নায়মহসাঃ চন্দ্রসকাশাৎ । রসান্নায়মহঃশব্দো যামলেবু কলানিধৌ

নাড়ী যেটদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে । বজ্রানাড়ীর মধ্যভাগে  
চিজ্রিণী-নারী আর একটি নাড়ী বিরাজিতা আছে ; এই নাড়ী লুতাতন্তর জায় সূক্ষ্মা ও  
কুলকুণ্ডলিনী দ্বারা প্রদীপ্তা । সুবুয়া-নাড়ীতে যে ছয়টি কমল অঙ্কিত আছে, চিজ্রিণী  
নাড়ী মধ্যগত ছিন্নপথযোগে সেই পদ্মসমূহকে ভেদ করত শোভা পাইতেছে । বিগুহ জ্ঞান  
বাতীত চিজ্রিণী নাড়ীর বিষয় জ্ঞাত হওয়ার অঙ্গ উপায় নাই । এই চিজ্রিণী নাড়ীর  
মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজ করিতেছে ; উহা মূলধারপদ্মস্থ হরের মুখবিবর হইতে  
মস্তকোপরিস্থিত সহস্রলকমল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ । এই ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যারূপতাবৎ  
সমুদ্ভাসিতা, মুনিগণের হৃদয়ে যজ্ঞসূত্রের জায় প্রকাশমানা, অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপা, বিগুহ  
অন্তঃকরণ-গম্যা, নিত্যসুখস্বরূপিণী এবং বিমলজ্ঞানস্বভাব-বিশিষ্টা । এই নাড়ীর  
মুখেই ব্রহ্মধার (মূলধারপদ্ম) বিজ্ঞমান রহিয়াছে । ঐ স্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা  
প্রাবিত হইতেছে, স্তবরাং ঐ স্থান অতীব রমণীয়, ঐ স্থানই পদ্মের প্রদ্বিষরূপ ।  
যোগিগণ ঐ দ্বারকেই সুবুয়া নাড়ীর মুখস্বরূপে কীর্তন করেন ।

গুহের উর্দ্ধে এবং লিঙ্গের অধোভাগে, অর্থাৎ গুহ ও লিঙ্গ এই উভয়ের ঠিক  
মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত । সুবুয়া নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে ।  
ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার, এই হেতুই উহাকে মূলধারপদ্ম কহে । এই  
পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত । উক্ত দলচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে  
ব শ ব স চারিটি বর্ণ বিস্তৃত আছে ; ঐ চারিটি বর্ণ তপ্তস্বর্ণবৎ সমুদ্ভাসিত । মূলধার-  
পদ্মের মধ্যস্থলে পরমণীপ্তিমান চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে, উহা শূলষ্টক  
দ্বারা পরিবৃত্ত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের জায় কোমলাঙ্গ । এই চক্রের মধ্যভাগে  
পৃথ্বীবীজ লং শোভা পাইতেছে । উপরিকথিত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরাবীজ চতুর্ভুজ,  
নানারূপ ভূষণে বিভূষিত ও ঐরাবতারূঢ় । ঐ বীজের কোড়দেশে নবীনার্কসদৃশ  
লোহিতবর্ণ শিশুরূপী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিজ্ঞমান আছেন । এই পৃথ্বীচক্রের মধ্যে  
ডাকিনীনায়ী এক দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন । তিনি মনোরম বাহুচতুষ্টয়ে অলঙ্কতা,  
রক্তবর্ণ-নেত্রবতী, যুগপৎ সমুদ্রিত দ্বাদশার্কবৎ তেজঃপুঞ্জশালিনী এবং তদ্ববুধি ব্যক্তির

প্রসিদ্ধঃ—রহস্যমুখ্যায় আয়্যো গুণানামাধিক্যমিতি বাবৎ, তদাশ্রয়ং মহঃ  
কান্তিৰ্ভক্ত সঃ রসায়ামহা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অবাণ্য প্রাণ্য স্বাং স্বকীয়ং ভূমিং  
আধারচক্রং ভূজগনিভং সর্পসদৃশং অম্বাষ্টবলয়ং অধিষ্ঠিতকুণ্ডলনাভিশেখং স্বং নিজং  
আত্মানং কৃষা ধৃষা স্বস্বরূপমবলম্ব্য উষিত্বা স্বপিষি নিদ্রাসি কুলকুণ্ডে কুঃ পৃথিবী-  
তত্ত্বং লীয়েতে যত্র তৎকুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়া সূক্ষ্মমার্গঃ কুলমিত্যুচ্যতে।  
অতএব কোলাঃ কুলপূজকাঃ আধারসেবকা ইতি কোলদ্বং তেভ্যমিতি রহস্যম্।  
এতচ্ছবরত্র প্রক্ষেপ্যতে। কুলমার্গস্ত সূক্ষ্মায়া মূলে যৎ কুণ্ডং কমলকন্দমধ্যস্থিত-  
হিঙ্গতুল্যং হিঙ্গং যস্ত কুণ্ডস্ত তত্তথোক্তম্। আধারকন্দমধ্যস্থিতসুধিরমধো  
বিস্তস্তনিভা তত্র কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বর্ধত ইতি তাৎপর্যম্।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! চরণস্বগলান্তবিগলিতৈঃ সুধাধারাসারৈঃ  
প্রপঞ্চং সিকন্তী রসায়ামহসঃ সকাশাৎ স্বাং ভূমিং পুনরপ্যাব্য ভূজগনিভমম্বাষ্ট-  
বলয়ং স্বমাত্মানং কৃষা কুহরিণি কুলকুণ্ডে স্বপিষি।

জ্ঞানদাত্রী। বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখপ্রদেশে মূলাধারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিদ্যমান  
ত্রৈলোক্যনামক একটি ত্রিকোণবস্ত্র বিবাজমান রহিয়াছে; কন্দর্পনামা বায়ু ঐ বস্ত্রের  
অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ঐ বস্ত্রের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থিত আছেন।—  
তিনি সমুদভাসিত এবং রক্তবর্ণ জবাপুষ্পাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূপী শঙ্কু ত্রিকোণ-  
বস্ত্রের মধ্যে অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ত্র্যবীভূত স্বর্ণবৎ কোমল,  
নবপল্লববর্ণ, শারদীয় পূর্ণশয্যবৎ সমুজ্জ্বল কান্তিমান, কান্দীবাসরত, বিলাসী এবং নদীর  
আবর্তবৎ বর্ন্তলাকার। উক্ত স্বরত্ন-লিঙ্গের উর্দ্ধভাগে মৃণালতন্ত্রবৎ অতিসূক্ষ্ম জগমোহিনী  
কুলকুণ্ডলিনী অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি নিজ বদনবাগান পূর্বক ব্রহ্মদ্বারের মুখদেয়  
আবৃত্ত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি শব্দের আবর্তের ভ্রায় বেটনবেষ্টিতা এবং নবীন  
চণ্ডামালা-সদৃশী। তিনি সূত্র ভূজদ্বং সার্বভৌমবেটনে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বরত্ন-  
লিঙ্গের মন্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। এই তেজোময়ী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্মে  
অধিষ্ঠান পূর্বক কোমলকাব্যরূপ প্রবন্ধ-রচনার ভেদাভেদক্রম দ্বারা মন্ত জয়মণ্ডিত  
কুজনের ভ্রায় সতত অব্যক্ত মধুর নিনাদ করিতেছেন এবং ইনিই শাস্তোক্তাসবিবর্তন  
দ্বারা জীবগণের প্রাণরক্ষা করিয়া মূলাধারপদ্মের গহবরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী হইয়া  
বিবাজ করিতেছেন। পূর্কোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদায়িনী, অতিসূক্ষ্মা,  
নিত্যানন্দরূপিনী, তত্ত্ব-বাণীর ভ্রায় দেদীপ্যমানা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অবস্থিতি  
করিতেছেন। তাঁহার সমুদভাসিত দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সমুদভাসিত হইতেছে।  
তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়রূপিনী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন।

লিঙ্গের মূলে অর্থাৎ সূক্ষ্মার মধ্যে চিত্রিতানারী যে নাড়ী বিস্তারিত আছে,  
তাহাতে সিন্ধুর ভ্রায় রক্তবর্ণ, বড়লম্বুক্ত একটি পদ্ম সুশোভিত আছে। ঐ  
পদ্ম বিদ্যাতের ভ্রায় সমুজ্জ্বল, ঐ বড়লম্ব বিদ্যুৎ বত ম ব ব ল এই ছয়টি বর্ণ-  
সমবিত। ইহাকেই স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলে। এই স্বাধিষ্ঠানকমলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি  
চন্দ্রবর্ণ বক্রচক্র এবং চক্রমধ্যে নির্ঘল শারদীয় চন্দ্রাবৎ শুভ্র মকরবাহন বক্রবীজ  
'ব' সংস্থিত আছে। ঐ বক্রবীজের কোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর ত্রিসম্পন্ন, পীতবাসা,

অজ্ঞেয়মহুগেরন—শিরঃস্থিতঃ চক্ৰমণ্ডলঃ সৰ্বক্লেপশাস্তিসিদ্ধম্ । তন্তু সন্নিহিতঃ  
 যন্তে ঐচক্ৰমেব চক্ৰমণ্ডলম্, বোদ্ধশক্যাস্থকথাৎ । ঐবিত্তাঃ প্রাচ্যৈঃ কালৈঃ  
 দিনেবু কল্যুক্ষিকরয়োঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ, চক্ৰমণ্ডলমেতদেব । বাহস্থিতমপি চক্ৰ-  
 মণ্ডলম্ ঐচক্ৰমেবেতি স্তবগোদয়বাখ্যানে নিদর্শিতম্ । তন্তু মহারহস্তম্ । অতঃ-  
 শিরঃস্থিতসহস্রদলকমলাঙ্গগত-ঐচক্ৰাশ্বকশশিবিষমধ্যস্থিতায়া ভগবত্যাশ্চর্যকমল-  
 নির্ণেজনজলৈঃ স্ত্রধামনৈঃ সাধকস্ত সকলশরীরঃ সংপ্রাভ্য পুনঃ ভূজকল্পেণ আধার-  
 কুণ্ডং প্রবিষ্ট স্ত্রুয়ামবষ্টভা সা ভগবতী স্থপিতীতি । যথোক্তং বামকেশ্বর-মহাত্মনে—

নবোবনবিশিষ্ট, শ্রীবৎস ও কোমলভালকৃত, চতুর্ভূজ, দেবদেব নারায়ণ বিরাজমান  
 রহিয়াছেন এবং ঐ বরুণচক্রে নীলেন্দ্রীর তুলা কান্তিমতী, নানা অস্ত্রধারিণী, দিব্য  
 বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিতা, উন্নতচিত্তা রাকিণী-নারী শক্তি বিস্তমানা আছেন । স্বাধিষ্ঠা-  
 নাথ্য পদ্মের উর্দ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপূরসংজ্ঞক একটি পদ্ম বিরাজমান  
 রহিয়াছে । উহা গাঢ় মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের শতদলে ক্রমাগত্রে অমৃতস্রাব্য  
 ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী উচলিত বদন পঞ্চ এই কয়েকটি বর্ণ বিস্তমান  
 আছে ; ঐ পদ্মে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহা অরুণবর্ণ এবং প্রান্তঃকালীন  
 ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট । এই ত্রিকোণের বাহু তিনটি দ্বার আছে । এই ত্রিকোণ-  
 মণ্ডলে বহুবীজ ‘র’ বিস্তমান রহিয়াছে ; উক্ত বহুবীজকে মেঘাধিকৃত, নবোদিত  
 সূর্যাসন্নিত ও চতুর্দ্বীপযুক্ত ধ্যান করিবে । ঐ বীজের কোড়দেশে বিগুহ্য সিন্দূরবৎ  
 অরুণবর্ণ, তাম্রবিশিষ্ট, স্থষ্টিসংহতা, বুদ্ধরূপী, ত্রিলোচন, জীবগণের ইষ্টপ্রদ, কল্পমূর্তি  
 মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন ; ইহার হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা বিরাজ করিতেছে ।  
 এই মণিপূরায় পদ্মই ত্রিকোণে সর্বমঙ্গলকারিণী চতুর্ভূজা লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা  
 রহিয়াছেন । ইনি শ্রামা, পীতবস্ত্রধারিণী, বিবিধ বেশভূষার বিভূষিতা (তন্তুকাক্ষনবর্ণা)  
 এবং সত্যত প্রকৃতি ।

মণিপূর-সংজ্ঞক নাভিপদ্মের উর্দ্ধভাগে হৃৎস্থলে বহুক-পুষ্পবৎ সমুজ্জ্বল অনাহতাত্ম  
 দ্বাদশদল পদ্ম বিস্তমান আছে । এই পদ্মের দ্বাদশ দলে কইতে ঠ এই দ্বাদশটি বর্ণ  
 বিস্তৃত রহিয়াছে, এই বর্ণ সিন্দূরের স্তার অরুণবর্ণ । এই পদ্মের মধ্যে ধূম্রবর্ণ ঘটকোণ-  
 বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে ; ঐ ঘটকোণাত্মক্রে যৎ-কারাস্থক বায়ুবীজ চিত্তা করিবে । ঐ  
 বীজ ধূম্রবর্ণ, বায়ুর্বাণবিশিষ্ট, চতুর্ভূজ, কৃকসারাকৃত ও সর্বশ্রেষ্ঠ । ঐ বীজের মধ্যে কল্পধার,  
 নির্মল, ষেতবর্ণ ঈশান নামক শিবের চিত্তা করিতে হয় । এই অনাহতপদ্মে বিমল  
 তক্তিতের স্তার পীতবর্ণা, কল্যাণজননী, ত্রিনেত্রা, কাকিনীনারী শক্তি অধিষ্ঠিতা  
 আছেন । তিনি চতুর্ভূজা, আনন্দোদ্রতা, বিবিধ ভূষণে সমলকৃত এবং অস্থিমালা-  
 ধারিণী ; তবীর হস্তচতুর্থে পাশ, কপাল, বর ও অভয়মুদ্রা বিস্তমান আছে, তাঁহার হৃদয়  
 সত্য স্ত্রধারসে অর্জীকৃত । এই অনাহত-পদ্মের কর্ণিকামধ্যে তড়িত-কোটিসদৃশ  
 কোমলাকৃত ত্রিকোণ বিস্তমান আছে । ইহার শক্তি কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে ।  
 সেই শক্তিমধ্যে বাণ-নামক শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন । তবীর শিরোধে অর্জুচক্ৰ  
 দ্বারা বিভূষিত । এই অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্য দীপশিখার স্তার জীবাত্মা দ্বারা স্পে-  
 শিত । আদিত্যমণ্ডল দ্বারা অভ্যন্তর সমুদীপ্ত হওয়ার ইহার বেশর সকল স্ত্রশোভিত  
 হইতেছে ।

ভূমিকাকারকপেণ মূলধারং সমাপ্রিতা ।

শক্তিঃ কুণ্ডলিনী নাম বিসতন্তুনিভাভতা ॥

আগুতা কণপ্রভা বিদ্যামিতা ইত্যর্থঃ ।

মূলকলং ফণাগ্রেণ দষ্টে । কমলকন্দবৎ ।

মুখেন পুচ্ছং সংগৃহ্য ব্রহ্মরজ্জ্বং সমাপ্রিতা ॥

পদ্মাসনগতঃ স্বস্থো গুদমাকুল্য সাধকঃ ।

বায়ুমূৰ্গগতিং কুর্কন্ কুন্তকাবিষ্টমানসঃ ॥

বায়ুঘাতবশাদগিঃ স্বাধিষ্ঠানগতো জলন্ ।

জলনাঘাতপবনাঘাতৈরুন্নিত্রিতোহহিরাট্ ॥

রুদ্রগ্রস্থিং ততো ভিষা বিষ্ণুগ্রস্থিং ভিনত্যাতঃ ।

ব্রহ্মগ্রস্থিং চ ভিষেব কমলানি ভিনত্তি ষট্ ॥

সহস্রকমলে শক্তিঃ শিবেন সহ মোদতে ।

সা চাবস্থা পরা জ্ঞেয়া সৈব নির্বৃত্তিকারণম্ ॥ ইতি ।

কঠপ্রদেশে বিস্তুঙ্গ-সংজ্ঞক বোড়শদলসংযুক্ত পদ্ম সুশোভিত আছে। উহা পূৰ্ণবর্ণ এবং উহার বোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি বোড়শ স্বর বিস্তারিত রহিয়াছে। এই পদ্মে পূর্ণ-শব্দস্বরবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত আছে। হিমচ্ছায়াতুল্য গুরু গজোপরি আকট, খেতবর্ণ, পাশ, অকুশ, অভয় ও বরধারী হংসবীজের ক্রোড়দেশে সদাশিব বাস করিতেছেন। তিনি গিরিজার সহিত অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বররূপী, গুরুবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাজচন্দ্রাশ্বরধারী। এই বিস্তুঙ্গপদ্মে পীতবর্ণা শাকিনী-নারী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন; তিনি অমৃতপার্শ্ব হইতেও বিস্তুঙ্গ ও চতুর্ভুজা এবং তাঁহার হস্তচতুর্থে শর, শরাসন, পদ্ম ও অকুশ বিস্তারিত আছে। ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে নিম্নলিখিত বিস্তুঙ্গ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে।

ভ্রুগুলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা-চক্র, উহা দ্বিদলযুক্ত পদ্ম; উহা চন্দ্রবৎ শুভ্র, দুইটি দলে হ্রস্ব এই দুইটি বর্ণ। এই আজ্ঞানামক পদ্মের মধ্যে বিভ্রামুজা, কপাল, ভয়ঙ্ক ও জগন্মালাধারিণী, চতুর্ভুজা, বিমলমানসা, বড়াননা, হাকিনীনারী শক্তি বিরাজিতা। উক্ত পদ্মের মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপী মন অবস্থিত এবং যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে। এই স্থানে বিদ্যামালার ভ্রাতৃ সমুদ্ভাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রহ্মনারী প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে। বোগী ব্যক্তির একান্তমনে প্রথমে হাকিনীশক্তি, পরে মন, তখনস্তর কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন। এই আজ্ঞাকমলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রু ঈষৎ উচ্চভাগে বিস্তুঙ্গ জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাশ্রয় অধিষ্ঠিত আছেন, ঐ ওঙ্কারের উচ্চ অর্দ্ধভাগে বিরাজিত এবং তাহার উচ্চ বিস্তুঙ্গী মকার সুশোভিত আছে; ঐ মকারের আদিভাগে বলরামের সদৃশ খেতবর্ণ চন্দ্রতুল্য নাদ শোভা পাইতেছে। আজ্ঞাসংজ্ঞক দ্বিদলকমলে বায়ুর লয়স্থান জানিবে। ঐ স্থানোপরি অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট বায়ুবীজ আছে। এই বায়ুবীজের উপরি শক্তি, বর ও অভয়প্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক শিববিস্তু-ব্রহ্মাস্ত্রক-ত্রিকোণ বিস্তারিত।

ঋতিরপি ভগবত্যাঃ চরণাঙ্গসুখাধারাসারৈঃ প্রপঞ্চসেবনং প্রতিপাদয়তি ।  
তথা হি—

লোকস্ত দ্বারমর্চিমং পবিত্রম্ ।

জ্যোতিষদ্ব্যজ্ঞমানং মহশ্বং ।

অমৃতস্ত ধারা বহুধা দোহমানম্ ।

চরণং নো লোকে স্মৃতিতান্ দধাতু ॥ \*

অন্তার্থঃ—লোকস্ত স্বনিবাসস্থানস্ত সাধুজ্যস্ত বা সার্ষ্ট্যাদেবী ব্রহ্মলোকাদেবী  
ধারং, তৎপ্রাপকমিত্যর্থঃ । অর্চিমং অর্চ্যৈষি মমুখাঃ অন্ত সন্তীতি অর্চিমং, অর্চিয়দি-  
ত্যর্থঃ । ছান্দসঃ সকারলোপঃ । মমুখাঃ কিরণাঃ । পবিত্রং স্বয়ম তিগুত্বম্, অস্তগুচ্ছি-  
হেতুশ্চ । “জ্যোতিষদ্ব্যজ্ঞমানং মহশ্বং” ইত্যাম্বেডনং অর্চিয়ং স্তব্যর্থম্ । যথা—

ত্রিখণ্ডঃ মাতৃকাচক্রং সোমস্বর্ঘ্যানলাম্বকম্ । ইতি বক্ষ্যতে । “অর্চিয়ং”  
ইত্যনেন আশ্বেয়াস্ত্র্যর্চ্যষ্টৌত্তরশতং কথ্যস্তে । “জ্যোতিষং” ইত্যনেন ঐন্দ্রবানি  
ষট্‌ত্রিংশত্তরশতং জ্যোতীংষি নির্দিষ্ট্যস্তে । “মহশ্বং” ইত্যনেন ভানবীরানি ষোড়-  
শৌত্তরশতং মহাংসি কিরণাঃ সংগৃহ্যস্তে । এতচ্চ “ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশং” † ইতি

আজ্ঞানামক চক্রের উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শূভাকার স্থান আছে,  
সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, ঐ শক্তির নিম্নপ্রদেশে প্রকাশমান সহস্রদলপদ্ম স্রশো-  
ভিত রহিয়াছে। উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোহর এবং উহার  
কেশর সকল প্রান্তঃকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান্ । এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদ্-  
বর্ণাঙ্ক ও নিতানন্দস্বরূপ । এই সহস্রদল-কমলের মধ্যে নিম্নলিখিত চক্রমা প্রকাশিত  
আছেন; উহার জ্যোৎস্নারশি পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার মধ্যে  
বিদ্যুতের স্তায় ত্রিকোণ-বস্ত্র এবং তন্মধ্যে দেবগণের গুরুস্বরূপ পরম গোপনীয় শূভস্থান  
চিন্তা করিলে। ঐ শূভস্থান পরম আনন্দ-ভোগের মূল, অত্যন্ত সুন্দর ও পূর্ণচন্দ্রের স্তায়  
দীপ্তিমান্ । গগনরূপী পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব এই স্থলে বিরাজিত আছেন। তিনি  
পরমানন্দস্বরূপ ও জীবগণের মোহতিমির-ধ্বংসের একমাত্র হেতু। নিম্নলিখিত স্রুতের  
আজ্ঞাস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর সেই পরমশিব ঐ সহস্রার-কমলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিরন্তর বিমল-  
মতি বোগিগণকে অমৃতধারা প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। শিব-  
পরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহস্রার-পদ্মকে শিবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৈকবেয়া  
উহাকে পরমপুরুষ হরির স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরের পদ, দেবীর চরণপদ্ম-ভক্তেরা  
শক্তিস্থান এবং অপর কতিপয় ঋষি উহাকে প্রকৃতিপুরুষের নির্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন  
করিয়া থাকেন। সহস্রদলকমলাভ্যন্তরে অমা-নাগী ষোড়শী চক্রকলা বিস্তারিত আছে।  
ঐ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের স্তায় প্রদীপ্তা, নির্মলা, পদ্মতন্তুর শতাংশের একাংশের  
স্তায় সুন্দর ও পরম শ্রেষ্ঠ; উহা তড়িতের স্তায় কোমলা, নিত্য প্রকাশমানা ও অধো-  
মুখী। উক্ত চক্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত স্রুত

লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুৎপাদয়িষ্যামঃ। অতঃ প্রাঃ সুধাপ্রবাহান্  
বহুধা বহুপ্রকারেণ দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেণ দোহমানং কিরং, চন্দ্রমণ্ডসপ্ততসুধা-  
ধারাপ্রবাহাৎ স্বনির্ণেজনপবিত্রিতান্ বর্ষদিতার্থঃ। তচ্চরণং, চরণশব্দো নপুংসকঃ,  
“নদস্তিচরণোহস্তিগাম্” ইতামরঃ। নঃ অস্মান্ সাধকান্ লোকে প্রপঞ্চে সুধিতান্  
তৃপ্তান্, যথা—সজ্জাতবুদ্ধিপ্রকাশান্ সুধিয়ঃ, কৃদ্বা দধাতু গুণাতু।

নব্বয়ং মন্ত্রঃ অপাধাশিষ্টিষু বাজ্যাত্মেনাম্নাতঃ। মন্ত্রাণাং সমবেতার্থপ্রকাশন-  
শীলত্বাৎ, “চরণায় স্বাহা” ইতি চতুর্থ্যর্থোপহিতশব্দশ্চেব দেবতাভ্যং, এতদ্ব্যাখ্যানং  
ন সংগচ্ছত ইতি চেৎ—

উচ্যতে—অত্রাহঃ ভগবৎপাদাঃ—

সিদ্ধমন্ত্রং পরিত্যজ্য ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ।

ইতি। অরমাশয়ঃ—বেদস্ত সৰ্বকৃত্ত্বাসিদ্ধিঃ ফলদানসমর্থত্বেন সৰ্ববিষদভিমতং  
বুদ্ধব্যবহারাবসিতশক্তিকং “লোকস্ত দ্বারম্” ইত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টত্বাহং ভগবত্যা-  
চরণমেব “চরণায় স্বাহা” ইত্যত্র চরণশব্দেনাভিধীয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে ইন্দুমণ্ডলাস্বকং ত্রীচক্রমিত্যুক্তম্। তদেব ত্রীচক্রমুপদিশতি—

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—কুণ্ডলিতা আরোহণমুক্তা। অবরোহণ-  
মাহ সুধাধারাসারৈরিত্যাদি। হে দেবি! পুনরপি রসায়নমহসা ষট্চক্রেতেজসা  
উপলক্ষিতা সতী অর্থান্তেনৈব পথা স্বং ভূমিং নিজবসতিস্থানং ম্লাধারং অবাপ্য।  
তথা চ শ্রুতিঃ,—“পার্শ্বাপষ্টেজসবারবা-নভসনামানি ষট্চক্রাণি শাস্তবায়ারমি”তি।  
স্বং আত্মানং স্বশরীরং ভূজগনিভং সর্পাকারং অধুষ্টবলয়ং সার্কিত্রিবলয়ং কৃদ্বা কুলকুণ্ডে  
আধারপদ্মাদিক্রোণে স্থপিশি নিদ্রাসি। কুলকুণ্ডে কিভুতে? কুহরিণি সচ্ছিদ্রে।  
এতেন কুণ্ডলিতাঃ সর্পাকৃতিত্বাৎ কুলকুণ্ডলস্ত সর্পশয়নযোগাতা সৃচিতা। কিং  
কুর্কতী? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ অমৃতবৃষ্টিসম্পাতৈঃ প্রপঞ্চে

অমাকলার মধ্যস্থলে নির্বাণ-সংজ্ঞক একটি কলা বিরাজিতা আছে। এই কলা কেশাশ্রের  
সহস্রাংশের একাংশেব সূক্ষ্মা, ষাটশাখিত্যের ত্রায় দীপ্তিমতী, চন্দ্রকলাকারা, জীবগণের  
জানলাভের একমাত্র কারণ, ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও মাহাস্বাবতী। ইহাকেই মহাকুণ্ডলিনী  
বলে; এই কলা ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্তি হয়। এই নির্বাণকলার মধ্যে  
পরমনির্বাণশক্তি অবস্থিত। তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, ত্রিভুবনের জননী,  
কেশাশ্র হইতে সূক্ষ্মা, পরম শুভা, জীবকুলের জীবনধরুণা, নিরন্তর শিবসঙ্গম হেতু  
প্রণয়গর্ভা। এই নির্বাণশক্তির মধ্যস্থলে নির্বল, নিত্যানন্দ-স্বরূপ, পরম আনন্দানন্দ,  
যোগিজনগম্য এক শিবস্থান আছে। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রহ্মপদ, কোন কোন  
ব্যক্তি বৈকব-পদ, কোন কোন সুদী হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বোধ-  
পদের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।



যট্চক্রাঙ্কং দেহং সিদ্ধন্তী। তথা চ—শ্রীমত্যাশ্চতুশ্চরণং বর্ণয়তি। গুরুরক্ত-  
মিশ্রনির্কাণসংজ্ঞাঃ সত্ত্বরজস্তমোহীতীতগুণপ্রধানম্। তত্র গুরুরক্তয়োরাঙ্গাচক্রং হানং  
মিশ্রস্ত জ্বৎকমলং নির্কাণস্ত সহস্রারম্। তদ্রক্তং ভগবতা দন্তাত্রেয়েণ;—ক্রমধাগৌ  
বিধিহরী তব রক্ত-স্ত্রো, পাদৌ রজোহমলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। সৃষ্টিস্থিতি  
বিতল্লতে হৃদয়ে তৃতীয়মস্ত্রিং ভজন্ হরতি বিশ্বমুদগ্ধবীৰ্য্যঃ। তুৰ্য্যং তবাস্ত্রি-  
কমলং নিরুপাধিবোধং, সাক্ষামৃতং শিবপদে সততং নমামি ॥ শ্লোকষয়েন শ্রীমত্যাঃ  
কুণ্ডলিনাঃ রোহাবরোহৌ লিখিতৌ। তথা চ গৌতমীয়ে,—“মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী  
যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যত মন্ত্র-যন্ত্রার্চনাদিকম্।” শ্রীমাধ-  
বাচার্য্যপাদাঃ,—“প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানল্লক্ষণিণী। আধারশক্তিঃ সা  
জ্ঞেয়া স্বগাদিধাতুনির্মিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়ৈদ্বাদশারং বিকশ্বরম্। যোনি-  
স্তৎকর্ণিকামধ্যে কুলমাতৃময়ী স্থিতা। বামকোষ্ঠাদিড়া নাড়ী তন্ত্রাং গচ্ছতি চন্দ্রমাঃ।  
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তন্ত্রাং গচ্ছতি ভাস্করঃ। উর্দ্ধকোষ্ঠাং সুষুম্নাখ্যা ধুতু-  
কুসুমাকৃতিঃ। তন্মধ্যে চিত্রিণী ধোয়া পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ॥ তদ্বর্ণব্রহ্মপদবী বিসতস্ত-  
তনীয়সী। মধ্যমেকগতা নিত্যং সুষুম্না ব্রহ্মরজ্জকম্। যোনৌ ভ্রমতি রক্তাভো বিন্দুঃ  
কন্দৰ্পসংজ্ঞকঃ। তন্মাচ্ছিধা সমুদ্ভূতা স্থিৰবিহাঙ্গতাসমা। তদুর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিঃ স্বয়ম্-  
মুখবোধিনী। মূলাজ্জকর্ণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতম্। ধ্যায়ৈল্লিঙ্গমধোবস্তুং লোহিতং  
বজ্রজীববৎ ॥” শারদায়াস্ত,—“আধারকন্দমধ্যাহং ত্রিকোণমভিস্থল্লয়ম্। জ্যোতিবাং  
মন্দিরং দিব্যং প্রাহর্যগমবেদিনঃ। অত্র বিহাঙ্গতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পন্নি-  
ফুরতি সর্কাস্মা সুষুপ্তভূজগাকৃতিঃ ॥” গৌতমীয়ে,—“শুদ্ধমেদ্রাস্তরে শক্তিং ক্রমাত্মক  
প্রবৰ্দ্ধয়েৎ। লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রং প্রাপয়েৎ! শব্দুনা তাং পরাং শক্তি-  
মেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ। তত্রোচ্ছিতামৃতং যজ্ঞদ্রুতলাকারসোপমম্। পায়য়িত্বা চ তাং  
শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্। যট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃত ধারয়া। আনয়েন্তেন  
মার্গেণ মূলাদায়ং ততঃ স্তুধীঃ ॥” অত্র বিমলাবীজমুপাঙ্করন্তি।—অবাণাশকাং  
মকারঃ। বৃগলশকাং লকারঃ। ভূমিং-শকাং দূকারাহুস্বারৌ। এতেন ব্রূ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা যট্চক্রভেদ পূর্বকঃ  
সহস্রারে গমন করিয়া যখন পরমশিবের সহিত সংমিলিতা হও, তখন তোমার পাদ-  
পদ্মবৃগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণ দ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতা-  
গণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তপিত করিতে করিতে পুনর্বার তুমি সেই কুলপথ

১. পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থ এই স্থলে যট্চক্র-ভেদের প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত  
হইতেছে। যট্চক্র ভেদ করত কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উপাশিত করিয়া পদ্মশিবের

দ্বারাই মূলধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সার্বত্রিবলয়াকৃতি সর্পরূপিনী করিয়া  
মূলধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গে নিদ্রিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

**তাৎপর্য্য।**—এ স্থলে ঢীকাকার বিমলাবীজ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—অবাণ্য-  
শব্দে মকার, যুগলশব্দে লকার, ভূমিং শব্দে উকার ও অল্পস্বার। ইহা দ্বারা মূঃ  
এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥

চতুর্ভিঃ শ্রীকট্টঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি,  
প্রতিমাভিঃ শস্তোর্বভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ ।

\* ত্রয়শ্চ হারিংশদুবহুদলকলাংজ-ত্রিবলয়-

ত্রিরেখাভিঃ সার্বং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥১১॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-ঢীক।**—চতুর্ভিঃ চতুঃসংখ্যাসংখ্যায়ৈঃ শ্রীকট্টঃ—  
শৃণাতি হিনস্বীতি শ্রীঃ বিয়ং কঠে যন্তাসৌ শ্রীকট্টঃ হরঃ । তে কোণা অপি শ্রীকট্টাঃ ।  
তাদান্ব্যাৎ তদ্ব্যাপদেশঃ । অতএব বহু৭চনসিদ্ধিঃ । শ্রীকট্টাশ্রকৈরিত্যর্থঃ । শিবযুব-  
তিভিঃ শক্তিভিঃ পূর্ববহুবচনসিদ্ধিঃ । শক্ত্যাশ্রকৈরিত্যর্থঃ । পঞ্চভিঃ । অপি-  
শব্দে ভেদে । প্রতিমাভিঃ প্রকর্ষণে প্রতিমাভিঃ—প্রকর্ষন্ত শিবশক্তিচক্রমধ্যে  
বৈন্দবস্থানস্ত বিদ্যমানত্বাৎ । এতচ্চ সময়মতেন সৃষ্টিক্রমেণ পঞ্চচক্রে লেখনে জ্ঞেয়ম্ ।

সহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুবীজ (যং) উচ্চারণ পূর্বক বামনাসিকা দ্বারা  
আকর্ষণ করত মূলধারস্থিত কল্পপর্বায়ু উদ্দীপিত করিয়া, পরে বহুবীজ (যং) উচ্চারণ  
পূর্বক বক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত কুণ্ডলিনীর চতুর্দিকস্থিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত  
করিতে হইবে। তৎপরে বহু সমুদীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা  
এবং হুঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিত হইয়া উঠিবেন। পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ  
পূর্বক মূলধার সঙ্কোচিত করিয়া তাঁহাকে উদ্দীপিত করিতে হইবে। পূর্বে যিনি  
সার্বত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেঠেন পূর্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মমার্গ বোধ করিয়া নিদ্রিতা  
ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ পূর্বক উথিত হইতে আরম্ভ করিবেন এবং  
আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা  
দ্বারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে কুলকুণ্ডলিনী প্রকৃতপ্রস্তাবে উথিত হইতে থাকিবেন,  
তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবেন।

যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উদ্ধগমনে উদ্যুত হইবেন, সে সময় মূলধারস্থিত  
সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি সমুদায় তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। মহীমণ্ডল লয়প্রাপ্ত  
হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং-বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনী মূলধার পরিভ্রমণ  
করিবামাত্র শূন্য মূলধারপদ্য অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া বাইবে। সমুদায় চক্রই  
অধোমুখ ও মুদ্রিত অবস্থায় আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্তপ্রাপ্ত হইয়া যখন যে পদ্যে গমন

কৌলমতেন সংহারক্ৰমেণ নবযোনিচক্ৰলেখনে উৰ্দ্ধাধোমুখতয়া অবস্থিতে: প্রভিন্নঃ  
জ্ঞেয়ম্। তেনোভয়ং পৃথক্ পৃথক্ স্থিতমিত্যর্থঃ। শস্তো: ইতি পঞ্চমী। শব্দ-  
শব্দেন চম্বার: ত্রীকৰ্ণা: উচ্যন্তে। নবভি: নবসংখ্যে:। অপিশবো বক্ষ্যমাণ-  
বাহুলাং সমুচ্চিনোতি। মূলপ্রকৃতিভি: প্রপঞ্চস্ত মূলকারণৈ:। অতএব তেবাং  
যোনিশব্দেন ব্যবহারঃ। নবযোনিয়ো নবধাত্বাশ্রয়কা:। তথা চোক্তম্ কামি-  
কায়াম্:—

স্বগম্ভ্রাসমেদোহস্থিধাতব: শক্তিমূলকা:।

গজ্ঞাত্তক্ৰ(ক্ৰ)প্রাণজীবধাতব: শিবমূলকা: ॥

নবধাতুরয়ং দেহো নবযোনিসমুদ্ভব:। \*

দশমী যোনিরেকব + পরা শক্তিস্তদীশ্বরী ॥

ইতি দশমী যোনি: বৈন্দবস্থানম্। তদীশ্বরী তস্ত দেহস্তোভ্যর্থঃ।

করিবেন, তখন সেই পদ্মই উৰ্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদায় পদ্মই  
ভাবনার সময় উৰ্দ্ধমুখ ও বিকসিত হয়। অতঃপর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা  
হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ইহা উৰ্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। তৎকালে চক্ৰস্থিত সমুদায়  
দেবতা ও বর্ণ কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথ্বীবীজ জলমণ্ডলে  
লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিতে  
থাকিবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্ৰ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মণিপূরে উপস্থিত হইবেন।  
সেই সময় চক্ৰস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং  
বংবীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে, বহ্নিও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্ৰকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিতে প্রথমতঃ  
সাধকের কক্ষিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক ক্লশ হইয়া পড়েন  
এবং সাধকের উদরায়ম যোগ জগ্রে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূর পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন।  
তৎকালে চক্ৰস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে।  
হং-বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও হং-বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্ৰের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি, ইহা ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্রে পরিত্যাগ করত বিতম্ভচক্রে উপস্থিত হইবেন।  
তৎকালে চক্ৰস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে  
এবং হং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশও হং এই বীজে  
পরিণত হইবে।

\* “জীবধাতুর্নাম জীবাধিষ্ঠানজ্ঞাৎ ওজোধাতুরেব জীবধাতুরিত্যুচ্যতে। তদ্বক্তং  
বাগ্ ভটেন—রসাদিত্তকাক্রান্তানাং ধাতুনাং প্রসাদশ্রেষ্ঠো জীবাধারত্বতো ধাতু: ওজ ইতি”  
ইত্যরমধিকে ব্যাখ্যানরূপ: পাঠ: তৎ-পুস্তকে দৃশ্যতে।

† “দশমো ধাতুরেকব” ইতি পাঠান্তরম্।

এবং পিণ্ডাণ্ডমুংপন্নং তদ্বদব্রহ্মাণ্ডমুদভৌ ।

পঞ্চ ভূতানি শাক্তানি মায়াদৌনি শিবস্ত ভূ ॥

মায়্যা চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ।

পঞ্চবিশতিতদ্বানি তত্রৈবাস্তুভবন্তি তে ॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিতন্মাত্রাঃ তচ্ছব্দেন পদ্যম্ভূতে ।

শিবশক্ত্যাঙ্কং বিদ্ধি জগদেতচ্চরাচরম্ ।

চরং পিণ্ডাস্তং, অচরং ব্রহ্মাণ্ডং ইত্যর্থঃ ।

কেচিৎসু একপঞ্চাশত্তত্ত্বাগ্রাহ্যঃ । তথাহি—

পঞ্চ ভূতানি তন্মাত্রাপঞ্চকং চেন্দ্রিয়াণি চ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পট্টঞ্চ তথা কন্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥

ত্বগাদিধাতবঃ সপ্ত পঞ্চ প্রাণাদিবারবঃ ।

মনশ্চাহংকৃতিঃ খ্যাতিগুণাঃ প্রকৃতিপুরুষৌ ॥

রাগো বিদ্যা কলা চৈব নিয়তিঃ কাল এব চ ।

মায়্যা চ শুদ্ধবিদ্যা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ॥

শক্তিঃ চ শিবতরং চ তদ্বানি ক্রমশো বিদুঃ ॥

অনন্তর কুণ্ডলিনী যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন চক্রের দেবতা সকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং আকাশবীজ মনশ্চক্রে লয় পাইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রেই ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উদ্ভিত হইয়া পরমশিবে সংমিলিতা করেন।

পরে কুণ্ডলিনী বিন্দুপদ্ম ভেদ করত যেমন উদ্ভিত হইতে থাকিবেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপূরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্ত-সঙ্কৃত অমৃত দ্বারা সূত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিন্যস্ত হইয়া একমাত্র অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়া থাকেন।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্ত সন্তোষ করিয়া পুনর্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইবেন, তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপূরী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপস্থিতা হইবেন, তখন শরীর হইতে চক্রের দেবতা প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্ট হইয়া বখাছানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন এবং তৎকালে মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিগুহ্যচক্রে উপনীতা হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্জুনারীষর শিব, শাকিনীশক্তি ও বর্ণ প্রভৃতি

ইতি । এতান্নেকপঞ্চাশত্তয়ানি বায়ব্যসংহিতাদিশৈব-পুরাণেষু সৰ্কেষু প্রতি-  
পাদিতানি । অত্মার্থঃ—পঞ্চ ভূতানি পৃথিব্যপতেজোবায়ুকাশাশ্মকানি  
কার্য্যকারণরূপেণাবস্থিতানি । গন্ধাদিত্যাত্রপঞ্চকং পৃথিব্যাদীনাং কারণ-  
ভূতম্ । জ্ঞানেজ্জিগ্যাণি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাশ্রাণাশ্মকানি । কর্ম্মজ্জিগ্যাণি  
বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাশ্মকানি । ধাতবঃ ত্বগস্ফুংমাংসমেদোস্থিমজ্জাশুক্ৰাণি ।  
বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ । মনঃ মননাস্মিকা শক্তিঃ । অহঙ্কৃতিঃ অহ-  
ঙ্কারজনিকা শক্তিঃ । খ্যাতিঃ জ্ঞানম্ । গুণাঃ সহস্রজন্তুমাংসি । প্রকৃতিঃ মূল-  
প্রকৃতিঃ । পুরুষো জীবঃ । রাগঃ ইচ্ছা । বিজ্ঞা জনিতবিকল্পজ্ঞানম্ । কলাঃ  
ষষ্ট্যন্তরিত্রিশতসম্বাচাঃ । নিয়তিঃ নিয়ামিকা শক্তিঃ । কালঃ সংহরণশক্তিঃ ।  
মায়া ঐন্দ্রজালিকাদিজন্যম্\* । শুদ্ধবিজ্ঞা মোচকজ্ঞানম্ । মহেশ্বরঃ রজোগুণা-  
বিষ্টঃ সৃষ্টিকর্তা । সদাশিবঃ সৃষ্টিস্থিতিকর্তা । শক্তিঃ মহেশ্বরসদাশিবয়োঃ রক্ষণ-  
সর্জনশক্তিঃ । চকারাং কালাশ্মিকা । সংহারিণী শক্তিঃ† । শিবতত্ত্বং শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-  
স্বরূপম্ । এতেষু সৰ্কেষু তত্বেষু কতিচন তয়ানি কুত্রচিদন্তর্ভবন্তি । ত্বগাদিসপ্ত-  
ধাতবঃ ভূতেষুভবন্তি । প্রাণাদিবারবঃ বায়বস্তর্ভবন্তি । অতো ভূতেষেব

আবির্ভূত হইতে থাকিবে । তং-বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে এবং আকাশ  
হইতে বং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে । এইরূপে  
কুণ্ডলিনী বিগুহ্যচক্রে দেবতা প্রভৃতি সৃষ্টিপূর্বক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া অনাহত-  
চক্রে উপস্থিতা হইবেন । এই সময় চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীর হইতে  
আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে । বং-বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে ।  
বায়ু হইতে বং এই বহুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে ।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূরে প্রেতিগমন করিবেন । তৎকালে তাঁহার শরীর  
হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাবৃত্ত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে । পরে  
বং-বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই বহুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে । তৎপরে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইলে তাঁহার  
শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতা-সকল ও বর্ণাদি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে  
এবং বং-বীজ হইতে জল ও জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে ।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাগারে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত  
দেবতাসকল ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে এবং লং এই বীজ  
হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে । অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী সার্বভৌমলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ  
বেঠেন করিয়া মুখ দ্বারা ব্রহ্মদেব অবরোধপূর্বক নিম্নিতা হইয়া থাকিবেন । তৎকালে  
জীবাত্মা ও পুনর্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন ।

\* “কাত্তজ্ঞানং” ইতি চ পাঠঃ ।

† “কালস্ত সংহারিণী—” ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভেদামন্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারস্ত মনস্তন্তর্ভাবঃ। ধাতোবৈজ্ঞান্যমন্তর্ভাবঃ। শুশানঃ  
প্রকৃতাবন্তর্ভাবঃ। প্রকৃতেষু শক্তাবন্তর্ভাবঃ। পুরুষস্ত মহেশ্বরেহন্তর্ভাবঃ। কলারঃ  
শুদ্ধবৈজ্ঞান্যমন্তর্ভাবঃ। নিয়তেষু শক্তাবেশন্তর্ভাবঃ। কালস্ত মহেশ্বরে  
সদাশিবে চান্তর্ভাবঃ। শক্तेষু শুদ্ধবৈজ্ঞান্যমন্তর্ভাবঃ। শিবত্বস্ত সদাশিব-  
ত্বেষ্বন্তর্ভাবঃ। ইতি তদ্বানি পঞ্চবিংশতিরেব—পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাপঞ্চকং পঞ্চ  
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি মনস্তত্ত্বং, মায়াবিশুদ্ধবৈজ্ঞান্যমহেশ্বরসদাশিবাত্মকানি  
চকারি। এতানি পঞ্চবিংশতিতদ্বানি সর্বসম্মতানি ; ঋত্যুগৃহীতত্বাৎ। তথা চ  
শ্রুতিঃ—“পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি” \* ইতি। অতশ্চ ষট্ ত্রিংশদ্বাদানীত্যাদিতত্ব-  
বিকল্পঃ ঋত্যুগুণসারেণ পঞ্চবিংশতিতত্বপর ইত্যনুসন্ধেয়ম্। অতশ্চ সর্বত্বাতীতঃ  
শিবশক্তিসম্পূটম্। তন্মাদেব জগৎপত্তিঃ। তদ্বক্তৃন্ম সূতগোদয়ে—

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্তৃন্ম ন কিঞ্চন।

শক্তঃ স্তাৎ পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদী।

ইতি। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি। তত্ত্ব সূতগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপ-  
পাদিতমস্মাভিরতি অলমতিবিস্তরেণ। প্রকৃতমনুসরামঃ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ এতৎসংখ্যাভিঃ বসুদলকলাশ্রিত্রিবলয়ত্রিরেখাভিঃ। বসবোহষ্টৌ,  
তেন বসুশব্দেন অষ্টসংখ্যা লক্ষ্যতে। বসুদলং অষ্টদলম্। কলাশ্রং—কলাঃ ষোড়শ।  
তেন কলাশব্দেন ষোড়শসংখ্যা লক্ষ্যতে। অশ্রশব্দেন দলং লক্ষ্যতে। অতঃ  
কলাশ্রঃ ষোড়শদলমিত্যর্থঃ। ত্রিবলয়ং ত্রয়াণাং বলয়ানাং সমাহারঃ ত্রিবলয়ং,  
ত্রিরেখালমিত্যর্থঃ। ত্রিরেখাঃ প্রাকারবলয়াকাররেখাঃ, ভূপুত্রয়মিত্যর্থঃ। এতচ্চ  
ভূপুত্রয়ং চতুর্দিক্ দ্বারযুক্তম্। তথা চোক্তম্—

বিন্দুত্রিকোণবসুকোণদশারযুগ্মবশ্রনাগদলসংযুতষোড়শারম্।

বৃত্তত্রিভূপুত্রযুতং পরিতশ্চতুর্দাঃ ঐচক্রমেতদ্বদিতং পরদেবতায়ঃ ॥

ইতি। শ্রুতিরপি—

সতত্বাষ্ট্রারগমং তা। সংহারং নগরং তব ॥ +

ইতি। অস্তার্থঃ—সতত্বা, চতুর্বারিমিত্যর্থঃ ছান্দসো বর্ণলোপশ্চ। অষ্টারগমং  
অষ্টায়ৈঃ প্রাকারবলয়ৈঃ ত্রিভিঃ অগমং দ্বর্গমম্। তা তানীমানি ভূতানি। ভগ-  
বতি! তব নগরং পুরং ঐচক্রাত্মকং সংহারং সংহারকমিত্যর্থঃ। পৃথিবাদি-  
মহেশ্বরাত্মানি তদ্বানি তত্রৈব লীয়ন্ত ইতি তাৎপর্যম্।

কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে—সংহার্যং সংহারক্ৰমেণ লেখনীয়মিতি । তন্ন, কোলমত  
এব সংহারক্ৰমেণ চক্ৰস্ত লেখনীয়মিতি । প্রকৃতমহুসরামঃ—

তাভিঃ সার্কং সহ তব ভবত্যাঃ শরণকোণাঃ শরণং গৃহং বৈন্দবং মন্দিরং, তচ্চ  
কোণাশ্চেতি বৃন্দসমাসঃ । ততঃ কোণাশ্চতুশ্চছারিংশদিত্যর্থঃ ।

নহু বিন্দুত্রিকোণেত্যাদিক্রমেণ ত্রিকোণবিন্দুভ্যাং যোগে ষট্চছারিংশৎকোণাঃ  
বিন্দুপরিভ্রাত্যাং পঞ্চচছারিংশৎকোণা ইতি চেৎ—

সত্যং, প্রস্তারবশাৎ ত্রিকোণদ্ব্যাধঃস্থিতং কোণদ্বয়মষ্টকোণে অন্তর্গতম্ । ততশ্চ  
কোণাঃ ত্রিচছারিংশদেবেতি ।

শরণেন সার্কং কোণা ইতি বৃন্দসমাসগত্যা ব্যাখ্যাতম্ । যদ্বা—ত্রয়শ্চছারিংশ-  
দিতি পাঠান্তরম্ । তত্র স্পষ্ট এবার্থঃ । পরিণতাঃ পরিণামং প্রাপ্তাঃ । অরমর্থঃ—  
ত্রিকোণাষ্টকোণদশকোণ-যুগল-চতুর্দশকোণাশ্চকানি শক্তিক্রাণি । অষ্টদলষোড়শ-  
দলমেখলাত্রয়ভূপূরত্রয়াশ্চকানি চছারি শিবচক্রাণি । ত্রিকোণে বহুদলং বহুকোণে  
ষোড়শদলং দশারযুগ্মে মেখলাত্রিতরং ভুবনাশ্রকে ভূগৃহং অন্তর্ভূতমিতি পরিণত-  
মিত্যাচাতে । এতচ্চ পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্ ।

অত্রৈখং পদযোজন্য—হে ভগবতি ! চতুর্ভিঃ ত্রীকটৈঃ শস্তোঃ সকাশাং  
প্রভিন্নাভিঃ পঞ্চভিঃ শিববুভতিভিঃ নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ তব শরণকোণাঃ বহু-  
দলকলাশ্রিতবলয়ত্রয়েখাভিঃ সার্কং পরিণতাঃ সন্তঃ চতুশ্চছারিংশদিতি ।

অত্রৈদমহুসক্কেয়ম্—অগ্নিন্ চক্রে অষ্টাবিংশতিমর্দস্থানানি । সঙ্করস্ত চতুর্বিংশতিঃ ।  
নহু মর্দ্যপি চতুর্বিংশতিরৈব, কথং অষ্টাবিংশতিঃ ?

দ্বিরেখাসঙ্কমস্থানং সন্ধিঃ ত্যভিধীয়তে ।

ত্রিরেখাসঙ্কমস্থানং মর্দ্য মর্দ্যবিদো বিদুঃ ॥

ইতি ।

উচ্যতে—অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রয়ভূপূরত্রয়াণাং শিবচক্রাণাং দ্বিরেখাসঙ্কম-  
স্থানাভাবোপি বাচনিকৌ মর্দ্যসংজ্ঞা । যথোক্তং চক্রেজ্ঞানবিজ্ঞায়াম্—

মহাশ্রবিদশারাষ্টকোণবৃত্তচতুষ্টয়ম্ ।

অষ্টাবিংশতিমর্দ্যপি চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ ॥

ইতি । অন্ত্যর্থঃ—চতুর্দশকোণে দশারযুগ্মে অষ্টকোণে চ দ্বিরেখাসঙ্কম-  
স্থানপর্ণানারং চতুর্বিংশতিমর্দস্থানানি বৃত্তচতুষ্টয়েন শিবচক্রাশ্চকেন সার্কং অষ্টা-  
বিংশতিরিতি ।

এতৎসর্কং চক্ৰলেখনাপরিজ্ঞানে জ্ঞাতুং হুঃশকমিতি চক্ৰলেখনপ্রকারো

নিরূপ্যতে । স চ দ্বিপ্রকারঃ, সৃষ্টিক্রমেণ সংহারক্রমেণ চেতি । সংহারক্রমেণ লেখনং কোলমার্গ এব । তথাহপি নবযোনিপরিজ্ঞানার্থং স প্রকারো নিরূপ্যতে ।

সংহারক্রমেণ তাবৎ—পুরতো বৃত্তমালিখ্য, বৃত্তমধ্যে নব রেখাঃ লিখিষ্যা, পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য, স্বাপেক্ষয়া বৰ্গ্য রেখয়া যোজয়েৎ । এবং প্রাগ্বেথাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া সপ্তম্যা রেখয়া যোজয়েৎ । পশ্চিম-দ্বিতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ । প্রাগ্‌দ্বিতীয়-রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ । ততঃ প্রাক্‌পশ্চিম-তৃতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণ \* মালিখেৎ । ষট্‌কোণমধ্যস্থিতহ্রস্বরেখাত্রিতরে পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ । এবং প্রাগ্‌বেথাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ । মধ্যস্থিতাতি-হ্রস্বরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্য স্বাপেক্ষয়া তৃতীয়রেখয়া যোজয়েৎ । এবং চতুর্বিংশতিমর্শ্মাণি, চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ, নবযোনিচক্রম্ । এতৎ কোলমতরহস্তম্ ।

সৃষ্টিক্রমস্ত সময়মার্গঃ । স চ নিরূপ্যতে—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য, মধ্যে বিন্দুং নিক্ষিপ্য, বিন্দোরূপরি ত্রিকোণং ভিষ্য দ্বিকোণান্তরং প্রাগগ্রং বলিখ্য, প্রথম-ত্রিকোণাগ্রাং ত্রিকোণান্তরং পশ্চিমাভিমুখং বলিখেৎ । এবং অষ্টকোণচক্রমুৎপন্নম্ । এতদ্বাদেব দশারমুৎপাদয়েৎ । তদ্বৎ—অষ্টকোণপ্রাক্‌পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণমুৎপাদ্য বিদগ্গতমর্শ্মহানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ চতুরঙ্গিকোণমুৎপাদ্য অষ্টকোণগতযোনেরূপরি দক্ষিণোত্তরায়তরেখা ঈশানায়িকোণত্রিকোণেবু যোজয়েৎ । এবং পশ্চিমতো যোজয়েৎ । দশারং ভবতি । এতদ্বাদেব দশারাং পুনঃ দশারান্তরং উক্তরীত্যা উৎপাদয়েৎ । এতদ্বাদেব দশারাচ্চ চতুর্দশারমুৎপাদয়েৎ । তদ্বৎ—প্রথমদশারপূর্বপশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণমুৎপাদয়েৎ । ষট্‌কোণগতমর্শ্মহানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদয়েৎ । ততঃ উপরিস্থিতমর্শ্মচতুর্ভ্যাং দশারন্তায়ৈন ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদ্য প্রাক্‌পশ্চিমরেখা মেলয়েৎ । এবং ত্রয়শ্চষাণিংশ-কোণাঃ, চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ, চতুর্বিংশতিমর্শ্মাণি ইতি । এতৎ সময়মতরহস্তম্ । অগ্নিন্ চক্রে ত্রিকোণবৃদ্ধিমুখং লেখনীয়ম্ । কোলচক্রে ত্রিকোণমধ্যাগতো বিন্দুঃ । সময়চক্রে চতুর্কোণমধ্যাগতো † বিন্দুঃ । কোলচক্রে কোণসংখ্যা নাস্তি, নবত্রিকোণাঙ্কস্বাৎ । নবানাং ত্রিকোণানাং মেলনে মর্শ্মসঙ্কর এবোৎপত্তস্ত ইতি সহস্রহস্তম্ ।

\* “পুংপাদ্য বৃত্তেন যোজয়েৎ” ইতি কচিং পুস্তকে ।

† “ষট্‌কোণ” ইতি কচিং পাঠঃ ।



উত্তরচক্রসাধারণনতঃ উর্দ্ধম্—অষ্টদলপদ্মং, ততঃ ষোড়শদলপদ্মং, ততঃ মেঘলাংত্রিতয়ম্, ততশ্চতুর্দারযুক্তং ভূপুরত্রিতয়ম্। ইতি ত্রীচক্রোদ্ধারো বিজ্ঞাতব্যঃ।

অত্র মেরুপ্রস্তারকৈলাসপ্রস্তারভূপ্রস্তারাঃ ত্রয়ঃ সম্ভবন্তি। মেরুপ্রস্তারো নাম,— নিত্যাবোড়শতাদাখ্যাম্। কৈলাসপ্রস্তারো নাম,—মাতৃকাতাদাখ্যাম্। ভূপ্রস্তারো নাম—বশিষ্ঠাদিতাদাখ্যাম্। এতৎসৰ্ব্বং “চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ” \* ইত্যাদিন্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতত্ত্বম্পাদয়িষ্যামঃ।

অত্র রুদ্রখামলে বিশেষ উক্তঃ—

পৃথগ্নো নাম মুনয়ঃ সৰ্ব্বে চক্রসমাপ্রয়াঃ।  
 সেবমানাশ্চক্রবিজ্ঞাং দেবগন্ধৰ্ব্বপুঞ্জিতাম্ ॥  
 অগ্নীষোমাস্থকং চক্রমগ্নীষোমময়ং জগৎ।  
 অগ্নাবস্তবভৌ ভাহুগ্নীষোমময়ং স্মৃতম্ ॥  
 ত্রিখণ্ডং মাতৃকচক্রং সোমস্বর্গ্যানলাস্থকম্।  
 ত্রিকোণং বৈন্দবং সোম্যমষ্টকোণং চ মিশ্রকম্ ॥  
 চক্রং চন্দ্রময়ং চৈব দশারদ্বিতয়ং তথা।  
 চতুর্দশারং বহুস্ত চতুশ্চক্রং চ ভাহুময়ং ॥  
 এতৎপ্রসাদাদিত্রাজ্ঞা বসবোষ্টৌ মরুদগণাঃ।  
 যে যে সমৃদ্ধা লোকেহগ্নিন্ ত্রিপুরাচক্রসেবকাঃ ॥  
 পুরত্রয়ং চ চক্রশ্চ সোমস্বর্গ্যানলাস্থকম্।  
 মহালক্ষ্ম্যাঃ পুরং চক্রং তত্রৈবাস্তে সদাশিবঃ ॥

ইতি। ইমমেবার্থং প্রতিপাদ্যাহ তৈত্তিরীয়কে অরুণোপনিষৎ—“ইমা হুকাং ভুবনা সীষধেম” ইত্যারভ্য “ঋষিভিরদাং পৃথিভিঃ” † ইত্যন্তা। অরুণোপ-নিষয়াম—অরুণায়াঃ ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিকা উপনিষৎ। “ভদ্রং কণ্ঠেভিঃ ইত্যারভ্য “তপস্বী পূণ্যো ভবতি” ‡ ইত্যন্তা অরুণোপনিষৎ অরুণামেব প্রতি-পাদয়তি। ইমমর্থং দৃষ্টবান্ অরুণকেতুঃ ঋষিঃ। অত্যাৰ্থন্তাবৎঃ—

ইমা হুকাং ভুবনা সীষধেম ॥

অত্যাৰ্থঃ—পৃথগ্নো নাম মুনয়ঃ পরম্পরং সঙ্গিরন্তে। ইমাং চক্রবিজ্ঞাম্। হুকাং বিজ্ঞকে। ভুবনা ভুবনানি। সীষধেম অবগচ্ছাম। চক্রবিজ্ঞানুপাশ্রিত্যেব

ভুবনান্তবর্তিষ্ঠন্ত ইতি বিতর্কয়াম ইত্যর্থঃ । যদ্বা—ইমাং চক্রবিজ্ঞাং ভুবনা ভুবনান্তরায়  
সীষথেম । হু কং পৃচ্ছারাম্ । “হু পৃচ্ছারায় বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ \* ॥

ইন্দ্রঃ বিধে চ দেবাঃ ।

অন্ত বাক্যার্থঃ স্পষ্ট এব । চক্রবিজ্ঞানুপাশ্রিত্যেব আসত ইতি শেষঃ ।

যজ্ঞং চ নস্তথং চ প্রজাং চ । আদিত্যগ্নিঃ সহ সীষধাতু ।

অন্তার্থঃ—যজ্ঞমগ্নিষ্টোমাদিকং নঃ অস্মাকং তথং তনুং শরীরার্দ্ধং পত্নীমিতি বাবং  
প্রজাং সন্তানম্ । চকারাং সর্বাঃ সম্পদঃ । আদিত্যঃ মরুদ্গণৈঃ ইন্দ্রঃ সহ  
চক্রবিজ্ঞোপাসনাং প্রাপ্তপরমৈশ্বর্য্যঃ ইন্দ্রঃ চক্রবিজ্ঞামস্মাকং উপদিশ্য সীষধাতু  
সম্পাদিতবান্ । প্রাপ্তকালে লোট্ ।

আদিত্যগ্নিঃ সগণো মরুদ্ভিঃ । অস্মাকং ভূত্বিতা তনুনাম্ ॥

মন্ত্রদ্বয়স্বার্থঃ—তনুনাং পুত্রমিত্রকলত্রাদীনাং অবিভা রক্ষকঃ ভূতু ভবতীত্যর্থঃ ।  
ইন্দ্র এবাস্মাকং যোগক্ষেমসম্পাদক ইতি ভাবঃ ।

আগ্নবশ প্রগ্নবশ ।

পৃথগ্চক্রবিজ্ঞাং প্রস্তুবন্তি । আপাদমস্তকং গ্নবনং অমৃতনিষ্কাশসেচনং  
কুরু । প্রকর্ষণে গ্নবনং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেণ আসেচনং কুরু ।

আগ্নী ভব জ মা মুহঃ ।

আগ্নী—পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং চ, দ্বিপ্রত্যয়ান্তঃ—ভব, পিণ্ডাণ্ডরূপেণাস্বদৌয়েন  
ব্রহ্মাণ্ডরূপেণ বাহেন ভবদৌয়েন প্রাপ্নুহি, ভবংসাবুজাং দেহীত্যর্থঃ । অজ অব-  
গচ্ছ । মুহুর্মামবগচ্ছ, অমুগহাণেত্যর্থঃ । “অজ গতৌ” ইতি ধাতোঃ অকারলোপ-  
স্থান্দসঃ ।

সুখাদীনুঃ খনিধনাম্ ।

অন্তার্থঃ—সুখমন্তি আদয়তীতি সুখাদী সুখসম্পাদকঃ ইন্দুঃ চন্দ্রঃ বৈশ্ববহ্নান-  
গতঃ । খনিধনাং—খং বৈশ্ববহ্নানমেব নিতরাং ধনং যন্তাঃ সা তাম্ । যদ্বা—সুখাদীং  
সুখপ্রথমাং সুখাঙ্ঘিকাম্ । হুঃখস্ত নিধনং নাশো যত্রৈতি হুঃখনিধনাং, অবিজ্ঞাত-  
হুঃখগন্ধামিত্যর্থঃ । যদ্বা—সুখাদৌ শোভনেন খেন ইন্দ্রিয়েণ মনসা আদীং আভ্যাং,  
জ্ঞানেনোদিত্যর্থঃ । হুঃখনিধনাং হুঃখানাং হুঃখেন্দ্রিয়াণাং চন্দ্রাদীনাং অগোচরামিতি ।

\* হুঃ পৃচ্ছারাম্ । ভুবনান্তরায় কং পৃষ্টৌ অবগচ্ছাম ইত্যর্থঃ ।

“হু পৃচ্ছারায় বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ—ইতি ক/বেটিনপদবৃত্তিকোশে ।

প্রতিমুঞ্চস্য স্বাং পুরম্ ।

স্বাং ভগবতীং পুরং দেহং প্রতিমুঞ্চস্য অধিতিষ্ঠ ।

মরীচয়ঃ স্বাংভূবাঃ ।

অন্তার্থঃ—স্বাং ভগবত্যাঃ সকাশাৎ ভবা উপগম্যঃ মরীচয়ো ময়ুধাঃ । সৰ্ব্বাণি ভুবনানি আবৃত্য বর্তন্ত ইতি বাক্যশেষঃ । সূর্য্যচন্দ্রাণীনাং প্রকাশকস্বাং স্বাং-ভুবনমরীচিপ্রসাদাদেবেতি উক্তরত্ন বক্ষ্যতে ।

যে শরীরায়াকল্পয়ন্ ।

অন্তার্থঃ—যে ময়ুধাঃ ষষ্ঠ্যুত্তরত্ৰিশতসংখ্যাকাঃ শরীরানি কালাত্মকানি ষষ্ঠ্যু-ত্তরত্ৰিশতসংখ্যাকানি দিনানি, তাত্ত্বেব সংবৎসরঃ, সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ \* ইতি ক্রতে: ।

তে তে দেহং কল্পয়ন্ত ।

তে মরীচয়ঃ তে তব ভগবত্যাঃ দেহং কল্পয়ন্ত দেহমাশ্রয়ন্ত ।

দেহশব্দেন দেহাবয়বচরণমুচ্যতে । ভবচ্চরণোৎপন্ন ইত্যর্থঃ ।

মা চ তে খ্যা স্ম তীরিষং ।

তে তব খ্যা খ্যাতিঃ জ্ঞানং মা চ তীরিষং অস্মান্ ন জহাতু, ভববিষয়জ্ঞানম্ অস্মাকং সদা সিদ্ধাস্বিত্যর্থঃ ।

ইতঃ পরং পুণ্ডরীকচক্রবিভাগস্থানে ত্বয়মাণাঃ পরম্পরং সঙ্গিরন্তে—

উত্তিষ্ঠত মা স্বপ্ত । অগ্নিমিচ্ছস্বঃ ভারতাঃ ।

রাজঃ সোমস্ত তৃপ্তাসঃ । সূর্যোণ সমুজ্জ্বলসঃ ॥

ঋচোয়মর্থঃ—হে ভারতাঃ ভাগ্যঃ ভাকুপায়াং জ্যোতীকুপায়াং চক্রবিভাগমিতি স্বাং, রতাঃ উপাসনারতাঃ । যদা—ভারত্যাঃ সন্নস্বত্যাঃ স্রীবিভাগাঃ উপাসকাঃ । সামান্ত্রবিহিতপ্রত্যয়ত্ব বিশেষবাচিৎস্বাং ভারতা ইতি । উত্তিষ্ঠত উপাসনোপক্রমং কুরুত । মা স্বপ্ত অপ্রমত্তা ভবত । অগ্নিমিচ্ছস্বঃ স্বাধিষ্ঠানগতাগ্নিঃ প্রজলরত । রাজশ্চন্দ্রস্ত । উময়্য সহিতঃ সোমঃ । চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত-বৈশ্বদেবানগতভ্যাং দেব্যাঃ, চন্দ্রস্ত সোমশব্দবাচ্যসিদ্ধিঃ । তত্ত চন্দ্রস্ত নিয়ন্তৈঃ তৃপ্তাসঃ তৃপ্তাঃ । সূর্যোণ অনাহতচক্রবিশুদ্ধিক্রমোর্মধ্যে স্থিতেন সূর্যোণ সমুজ্জ্বা, অগ্নিচক্রমোর্মধ্যবর্তিনা ইত্যর্থঃ । যদা—সূর্যোণ সমুজ্জ্বা রাজা তৃপ্তাস ইত্যবয়বঃ । কীদৃশাঃ ? উষসঃ প্লষ্টমায়্য-সরস্বেশাঃ । যদা—উষসঃ উষঃকালে ধ্যানরতাঃ, তস্মিন্ কালে ভগবতীনিদিধ্যাস-নাদেবীহিতভ্যাং ।

ইতঃ পরং পূজাসামগ্রীমুপদিশন্তি পুণ্যঃ—

যুবা সুবাসাঃ ।

যুবা দৃঢ়াঙ্গঃ স্বস্থঃ । সুবাসাঃ শুভবস্ত্রঃ । ইদং শুভাভরণ-শুভমালাদীনামুপ-  
লক্ষকম্ । এবংবিধঃ সন্ পূজনেদিত্যি শেষঃ ।

ঐচ্ছক্য স্বরূপং তাবদাহঃ—

অষ্টোচ্চক্রা নবদ্বারা ।

অষ্টকোণ-দশকোণ-ত্রিভুজ-চতুর্দশকোণ-অষ্টপত্র-ষোড়শপত্র-ত্রিভুজ-ত্রিবেদ-ত্রিবেদ-  
কানি অষ্টোচ্চক্রাণি যন্তাঃ সা অষ্টোচ্চক্রা । অতএব নবদ্বারা নবানি দ্বারাণি ত্রিকোণ-  
রূপাণি যন্তাঃ সা নবদ্বারা ।

দেবানাং পূজ্যবোধ্য ।

দেবানামিজাদীনাম্ পূজ্যবেদন সম্বন্ধিনী পৃঃ ত্রিবিজ্ঞানগরম্ । যথা—দীবাভ্যুতী-  
দেবাঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি, তেষাং পূজ্যভানম্ । যথা—স্বর্গ্যচক্রাদীনাম্ পূঃ,  
সোমস্বর্গ্যানলায়কবাং ঐচ্ছক্য । তন্ত পুরাণমষ্টরূপদ্বাং পূজিতোকবচন-  
সিদ্ধিরিতি পোষম্ । অযোধ্যা অসাধ্যা, মন্দভাগানামিতি শেষঃ ।

তন্ত্রাং হিরণ্যঃ কোশঃ । স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাহবৃতঃ ।

অন্তার্থঃ ।—তন্ত্রাং পুরি ঐচ্ছক্যমধো হিরণ্যঃ কোশঃ, সহস্রদলকমলকোশ  
ইত্যর্থঃ, বৈষ্ণবস্থানে সহস্রদলকমলকোশস্ত বিদ্যমানত্বাৎ । তন্ত্র কোশস্ত  
জ্যোতিষা স্বর্গো লোকঃ আবৃতঃ । জ্যোতির্লোকঃ স্বর্গলোক ইত্যর্থঃ ।

অথ পুণ্যঃ চক্রবিজ্ঞোপাসনায়াঃ ফলমাহঃ—

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদ । অমৃতেনাবৃতং পুরীম্ ।

তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মা চ । আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ প্রজাং দদুঃ ।

অর্থমর্থঃ ।—ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মস্বরূপায়াঃ ভগবত্যাঃ তাং পূর্বোক্তাং অমৃতেন আবৃতং  
চক্রমণ্ডলগলংগীযুধদারাবৃতং পুরীং ঐচ্ছক্যরূপাং ত্রিপুরায়াঃ পুরং যো বেদ  
জ্ঞানপূর্বকমর্চনং করোতি তস্মৈ বিদুষে অর্চকায়, ব্রহ্ম চ ব্রহ্মস্বরূপা ভগবতী,  
ব্রহ্মা চ ব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্ । চকারদ্বয়ং উভয়োর্মেলনং সমুচ্চিনোতি, মিলিত-  
রোরের বৈষ্ণবস্থানে সহস্রারে সুধাসিন্ধুমধো মণিধীপে চিন্তামণিগৃহে নিবাসাৎ ।  
এতৌ উভৌ আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ বশঃ প্রজাং সন্তানং দদুঃ দত্তাতাং ইত্যর্থঃ ।  
“ব্যত্যয়ো বহলম্” ইতি বচনব্যত্যয়ঃ ।

শিবশক্ত্যাঃ তৈব্রব নিবাসমাতঃ—

বিভ্রাজমানাঃ হরিলীম্ । যশসা সংপরীভূতাম্ ।

পুরং হিরণ্যগ্রীং ব্রহ্মা । বিবেশাপরাজিতা ।

অচোয়মর্থঃ—বিভ্রাজমানাঃ—অনন্তকোটিসংখ্যাককিরণৈরিত্তি শেষঃ—  
প্রকাশমানাম্ । হরিলীং হিরণ্যবর্ণাং, “হিরণ্যবর্ণাং হরিলীম্ \* ইতি শ্রুতে: ।  
যশসা কীর্ত্তা সম্যক্ পরিভূতাম্, যে যে লোকে কীর্ত্তিমন্তঃ তে সর্ব্বেষু ভগবতী-  
প্রসাদসমাসাদিতকীর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ । তাং বৈন্দবীং পুরং চিন্তামণিগৃহং ব্রহ্মা  
সদাশিবঃ, “ব্রহ্মা শিবো মে অন্তঃ সদাশিবোম্ ।” + ইতি শ্রুতে: পুঞ্জিতব্রহ্মশক-  
সদাশিবশব্দয়োঃ এক এবার্থঃ প্রতীতঃ । বিবেশ অপরাজিতা সাদাখ্যা চক্রকলা  
বিবেশ । বাক্যদ্বয়েন উভয়োঃ প্রবেশভেদপ্রতিপাদনং “বৈন্দবে চিন্তামণিগৃহে  
সদাশিবঃ সর্ম্মদা সন্নিক্তঃ; অপরাজিতা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ বটচক্রাণি তিস্রা ভূয়ো  
ভূয়ঃ প্রবিশতি” ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্ ।

শিবশক্ত্যাঃ তস্মিন চক্রে অবস্থিতিপ্রকারমাতঃ—

পরাজেতাজ্যাময়ী । পরাজেতানাশকী ।

অন্তার্থঃ ।—পরাজেতাজ্যাময়ী চক্ররূপিনী । শিবশক্ত্যামধ্যে শক্তিঃ অজ্যাময়ী  
জ্যানিরহিতা নাশরহিতা নিত্যা দৃঃখরহিতা আনন্দময়ী বা ইত্যর্থঃ । এতি  
বর্ত্ততে । যদ্বা—অজ্যাময়ী, জ্যা ভূমিঃ, তেন পঞ্চভূতানি লক্ষ্যন্তে, তন্ময়ী ন  
ভবতীত্যজ্যাময়ী, মনস্তত্ত্বাদিময়ী, শিবচক্রাঙ্কচতুর্ধোক্তাঙ্কিতা বাবৎ, শিব-  
যোনীনাং বৈন্দবস্থানাদধঃ অবাঙমুখতয়া অবস্থানাং । অনাশকী নাশরহিতা শক্তি-  
চক্রাঙ্কপঞ্চযোক্তাঙ্কিকা । পরাজেতাজ্যাময়ী এতি, শক্তিযোনীনামপি শিবযোক্ত-  
পেক্ষয়া অবাঙমুখতয়া । এবং শিবযোনি-শক্তিযোক্তোঃ পরস্পরমবাঙমুখত্বং চক্র-  
লেখনক্রমাদবগম্যতে ।

বিহুঃ ফলমাতঃ—

ইহ চামুত্র চাষেতি । বিদ্বান্ দেবান্শুরান্ভুভয়ান্ ।

দীব্যস্তীতি দেবাঃ একাদশেজ্জিয়াণি । অশুরাঃ অসবঃ প্রাণাঃ প্রাণাদিপঞ্চ-  
বায়বঃ তান্ রাস্তি আদদত ইতি পঞ্চতন্মাত্রা ‡ উচ্যন্তে । উভয়ান্ উভয়ত্র দেবা-  
শুরেণু অধিতান্ মায়াশক্ত্যবিজ্ঞামহেশ্বরসদাশিবান্ । যো বিদ্বান্ পঞ্চবিশতিতত্ত্ব-  
জাতং বিদিত্বা শিবশক্তি-সংপুটাত্মকং পঞ্চবিশতিতত্ত্ববিলক্ষণং বড়্‌বিশতত্ত্বং  
বস্ত্বেতি স বিদ্বান্ ইহ চ ইহ লোকে পূজাতারতমাবশাং অমুত্র চ পরলোকে

\* জীহতে ।

† ভৈঃ, উঃ ৪২১

‡ “মহাদেশ্বরঃ” ইত্যধিকপাঠঃ কচিং বৃজতে ।

সার্টি-সালোক্য-সামীপ্য-সাক্ষ্য-সামুদ্র্যাদিকল্প। পঞ্চবিধয়া মুক্ত্যা অৰেতি ব্রূযাতে।  
সার্টিয়াদিস্বরূপং সপ্রপঞ্চং পুরস্তাৎ ( ১০০ শ্লোকব্যাখ্যানেন ) প্রপঞ্চবিধাতে।

অথ ( শ্রুতয়ঃ ) দেবাস্তুরোভয়জ্ঞানোপায়মাছঃ—

যৎ কুমারী মজ্জয়তে যথোষিৎ যৎ পতিব্রতা।

অরিষ্টং যৎকিঞ্চ ক্রিয়তে। অগ্নিস্তদগ্নুবোধতি।

অয়মর্থঃ।—কুণ্ডলিনীশক্তেরবহ্নাহরণং বিস্ততে যত্মস্মিন্ চক্রে কুমারী কুমারী-  
বহ্ন্যাপন্ন। প্রথমং সুপ্তোখিতা মজ্জয়তে মজ্জস্বরং করোতি—কুণ্ডলিতাঃ সর্বাশ্বকহ্নাৎ।  
সর্বো হি সুপ্তোখানে মজ্জস্বরং করোতি, তদ্বদিতার্থঃ যদ্ যোষিৎ যস্মিন্ চক্রে কুল-  
যোষিৎ বিষ্ণুগ্রহিপর্য্যাপ্তং গহ্না, রাতীতি শেষঃ।

কুলযোষিৎ কুলং তাক্কা। রাতি বিষ্ণোঃ প্রভেদনে।

ইতি সনৎকুমারবচনাৎ। যৎ যস্মিন্ চক্রে পতিব্রতা পত্যা সদাশিবেন সাক্ষিৎ  
সহস্রবলকমলে বিহরমাণা। বিষ্টং শুভাভাবং, “প্রিষ্টং ক্ষেমে শুভাভাবে” ইত্যন্তি-  
ধানাৎ, তদন্তদরিষ্টং শুভং, অমৃতাস্বাদনিত্যর্থঃ, যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তৎ স্বাধিষ্ঠান-  
গতোহগ্নিঃ অনুবেদতি সহায়ং করোতি। অতঃচ অভ্যাসবশাৎ বায়ুনা অগ্নিং প্রজ্জ্বালা  
অগ্নিশিখানুবিষ্কবিলীনচক্রমণ্ডলগলং পীযুষধারামুভবে। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীতা পরমে-  
শ্বরী ইতি জ্ঞাতুং সুশকমিত্যুপদেশঃ।

চক্রবিশ্তোপাসনং বর্ণিনাম্ আশ্রমিণাং জ্ঞানিনামজ্ঞানিনাং চ ফলদায়ক-  
মিত্যভিসন্ধারাহঃ ( শ্রুতয়ঃ )—অশ্রুতাসঃ শ্রুতাসচ। যজ্ঞানো যেহপায়জনঃ।

স্বর্ঘস্তো নাপেক্ষন্তে।

অয়মর্থঃ।—অশ্রুতাসঃ অপকাঃ অক্ষপিতান্তঃকরণকল্পয়া ইত্যর্থঃ। শ্রুতাসচ  
পক্ষাচ—“অজ্ঞসেরমূক্” ইত্যমুগাগমঃ ক্ষপিতান্তঃকরণকল্পয়া ইত্যর্থঃ। যজ্ঞানঃ  
যজনশীলাঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ আশ্রমিণচ। অবজ্ঞনঃ অবজ্ঞানঃ বাগরহিতাঃ শূদ্রাদয়ঃ।  
“তন্মাজ্জ্বো যজ্ঞেহনবরুপ্তঃ” ইতি শ্রুতিঃ ত্রৈবর্ণিকৈকনিয়তাদিকারযজ্ঞশক-  
বাচ্যগ্নিষ্টোমাদিপরা। চক্রবিশ্তোপাসনে শূদ্রাণামপি অধিকারচোদনাৎ,  
নিষাদহুপতিবৎ বৈদিকে কর্মণ্যধিকারসিদ্ধেঃ ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। বস্তুঃ, ইন্ গতো,  
চক্রবিশ্তামবগচ্ছন্তঃ স্বঃ স্বর্গং নাপেক্ষন্তে।

চক্রবিশ্তোপাসনাব্যতিরেকেণ দেবতাস্তুরোপাসনারামনিষ্টমাছঃ—

ইজ্রমগ্নিং চ যে বিজ্জঃ সিকতা ইব সংযন্তি।

রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ অশ্বান্লোকাদমুখাচ্চ।

অয়মর্থঃ ।—সূরাসূরমুখ্যাবলিতচরণারবিন্দায়াঃ সর্বভূতাস্তৃণামিণ্যাঃ সর্ব-  
 বাপিভাঃ অগদ্পত্তি-স্থিতিগরহেতোশ্চক্রবিজ্ঞায়া অত্বেন ইন্দ্রমণিঃ, চকরাৎ  
 যমাদিলোকপালান্ পৃথিব্যাদিনদাশিবাস্তত্বানি চ উপাশ্রয়েন যে বিদ্বঃ তে  
 সিকতা ইব বালুককণা ইব সংযন্তি, পরম্পরং বিরলাঃ ভ্রষ্টা ভবেয়ুরিতার্থঃ ।  
 কিঞ্চ রশ্মিভিঃ যমপাশৈঃ, উত্তরপ্রবকে “অপেত-বীত” ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতৈঃ,  
 সমুদীরিতাঃ সংযতা বদ্ধা ভবেয়ুঃ ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ, অম্মাল্লোকং অম্মাল্লোকাচ্চ ভ্রষ্টা  
 ভবেয়ুরিত্যে শেযঃ । অতএব শ্রুতান্তরম্—অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেষ্ববিজ্ঞামুপাগতে । \*

অয়মর্থঃ ।—অবিজ্ঞাং বিজ্ঞাবিরুদ্ধাং জ্ঞানমার্গবিরুদ্ধাম্ ইন্দ্রাদিসেবাং “বাচং  
 ধেমুপাসীত”† ইত্যেবমধ্যারোপিতমেবাং চ যে কুর্সতে তে অবিজ্ঞাংসঃ অন্ধঃ তমঃ  
 প্রবিশন্তি অন্ধতামিসং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ । চকারঃ প্রকরণসমাপ্তিদ্যোতকঃ ।

‘ঋষিভিরদাং পূন্নিভিঃ ।’ পূন্নিভ্যামভিঃ ঋষিভিঃ এতৎসর্বমদাং, অদায়ি । কন্দ্রদি  
 লুঙ্ ; ছান্দসঃ কন্দ্রণি প্রত্যয়লোপঃ, কর্তৃপ্রত্যয়ব্যত্যয়শ্চ । ঋষিভিঃ পূন্নিভিরেব-  
 মুক্তমিত্যর্থঃ । যদা পূন্নিভিঃ সহিত ঋষিসম্মেলনমদাং, বাচমিতি শেযঃ, উক্ত-  
 বানিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীধর-তীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—চক্রবিজ্ঞা কোলমতে এবং  
 সময়চারমতে এই স্থলে উপদিষ্ট । কোলমতে সংহারক্রমে এবং সময়চারমতে  
 সৃষ্টিক্রমে । সংহারক্রমে চক্রলেখনরীতিতে,—প্রথমে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া নব-রেখা  
 অঙ্কিত করিতে হইবে । তৎপরে পশ্চাদ্ধর্ত্তি-রেখাগুলির প্রান্তভাগ হইতে ত্রিকোণ  
 উৎপন্ন করিবে ইত্যাদি ক্রম । সৃষ্টিক্রমের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত  
 করিয়া মধ্যে বিন্দু, বিন্দুর উপরে ত্রিকোণ ভেদ করিয়া অপর ত্রিকোণ এইরূপ  
 ক্রমে চলিবে । শ্রীকৰ্ণ শব্দে উক্তমুখী ত্রিকোণ রেখা এবং শিববুভতিশব্দে  
 অধোমুখী ত্রিকোণ-রেখা । গৃহ ( বিন্দুস্থল ) ও কোণ—এতদ্বভয়ের সমষ্টি সংখ্যা—  
 চতুশ্চাষাংশ ( ৪৪ ) ; শ্রীচক্রের ( শ্রীবিজ্ঞাযন্ত্রের ) চিত্রদর্শন কর্তব্য । স্বষ্টিটানচক্র  
 অগ্নিহান এবং মণিপুত্রচক্র জলহান, ইহা লক্ষ্মীধরের বাধ্যায় আছে । তদ্বাচীত  
 ৯।১০।১১ শ্লোকের মৰ্ম্ম অত্রস্থ অনুবাদ সাহায্যে জ্ঞাতব্য ; চক্রবিজ্ঞার প্রমাণ ক্রতি-  
 সমূহ সঙ্কত লক্ষ্মীধরকৃত-তীকার দ্রষ্টব্য । ৯।১০।১১ ।

অন্যতামন্দকৃত-তীকা ।—অথ বাহুপূজার্থে শ্রীমত্যা যন্ত্রমাহ—  
 চতুরিতি । হেমাঠেচতুর্ভিঃ শ্রীকৰ্ণৈঃ উৰ্দ্ধমুখীভিঃ, পঞ্চভিঃ শিববুভতিভিরধোমুখীভিঃ  
 ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রতিরাতির্নবভিরুদ্ধমুখাধোমুখভেদেন ভেদিতাভিঃ শব্দোক্তিস্থ-

রূপস্ত মূলপ্রকৃতিভিন্নাধারভূতান্তিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ নিম্নাঃ । তে কতি-  
 সংখ্যাঃ ইত্যাহ—ত্রয়শ্চছারিংশদিতি সংখ্যাঃ । ন হি কেবলং কোণমাত্রেণ  
 চক্র-নিম্নস্তির্ভবতীত্যাহ—বসুদল(অষ্টদল)-কলাজ-(ষোড়শদলজ)-ত্রিবলয়ৈঃ(ত্রিবৃত্তৈঃ)-  
 ভূপূরৈঃ ত্রিভিঃ সার্কং নিম্নাঃ দিত্যর্থঃ । এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্রিকোণং ততোহষ্ট-  
 কোণং ততো দশকোণদ্বয়ং ততচ্চতুর্দশকোণম্ । তত্র প্রথমত্রিকোণস্ত অষ্টকোণে  
 কোণদ্বয়প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্চছারিংশংকোণাঃ । ততো বৃত্তাষ্টদলং বৃত্ত-  
 ষোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্তং ভূপূরত্রয়মিতি ত্রিচক্রম্ । ততোহস্তত্রাপি স্তোত্রোপ-  
 দেশেন যস্মোদ্ধারঃ ।—শ্রীমত্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহু-দিকোণযুগ্মপদচতুর্দশকোণ-  
 যুক্তম্ । বৃত্তাষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্দ্ব্যুখমিতি প্রণমামি চক্রম্ ॥ অত্র  
 বিন্দুশব্দভাববৈহি শব্দভূগদেব বিন্দুর্লভাতে । উর্দ্ধমুখস্ত বহ্যাস্থকতয়া শব্দো-  
 ক্তদাস্থকত্বাৎ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞা । অধোমুখস্ত শব্দাস্থকত্বাৎ সুবতিসংজ্ঞা ।  
 তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতো,—পঞ্চশক্তিচতুর্কাস্তিসংযোগাচ্চক্রসম্ভবঃ । নির্দীপ্ত  
 গুরুমুখাৎ । অতাপ্যকণাবীজযুদ্ধরস্তু । কলাজশব্দাস্থককারঃ । শব্দোঃ-শব্দাৎ  
 শকারঃ । রেখা-শব্দাদ্রেকঃ । প্রকৃতিশব্দাদীকারঃ । সার্কং-শব্দাবিন্দুঃ এতেন  
 জজ্ঞীং ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! চারিটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমুখ  
 ত্রিকোণ, এই নয়টি মূল প্রকৃতি ( তাহার বহির্ভাগে ক্রমে ) অষ্টদল পদ্ব,  
 ষোড়শদল পদ্ব ত্রিবৃত্ত ভূপূরত্রয় রেখা সহ,—তোমার ভবনের ( ত্রিচক্রের )  
 ত্রয়শ্চছারিংশং ( ৩০ ) কোণে \* পরিণত হইয়া থাকে । অর্গাৎ বহির্ভাগে বৃত্ত  
 অষ্টদল, তাহার বহির্দেশে বৃত্ত ষোড়শদল, তাহার বহির্দেশে তিনটি  
 বৃত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে তিনটি ভূপূর অঙ্কিত করিলে ত্রিচক্র নিম্নর  
 হয় † ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য ।—টীকাকার এ স্থলে অকণাবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন ।  
 কলাজ শব্দে জকার, শব্দোঃ শব্দে শকার, রেখা শব্দে রেক, প্রকৃতি  
 শব্দে ক্কার ও সার্কং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা জজ্ঞীং এই বীজ উদ্ধৃত  
 হইল ॥ ১১ ॥

\* অগ্রে বিন্দু, পরে ত্রিকোণ, তৎপর অষ্টকোণ, অনন্তর দশকোণদ্বয় এবং তৎপর  
 চতুর্দশকোণ অঙ্কিত করিলে ত্রিচছারিংশং কোণ হইবে ।

† ১১ স্লোকে ‘ত্রয়শ্চছা’ স্থলে ‘চতুশ্চছা’ ‘কলাজ’ স্থলে ‘কলাস’ ‘ভবন’ স্থলে  
 ‘শরণ’ পাঠ—লক্ষ্মীধরের উল্লিখিত ।



ঈদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনীগিরিকন্ঠে তুলয়িতুং,  
 কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিক্ষিপ্ৰভৃতয়ঃ ।  
 যদালোকৌ(ক্যো)ংস্ক্যাদমরললনা যাস্তি মনসা,  
 তপোভিহুস্ত্রাপামপি গিরিশসায়ুজ্যপদবীম্ ॥ ১২ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ঈদীয়ং তব সম্বন্ধি স্বদেহগতমিতার্থঃ ।  
 সৌন্দর্য্যং লাভণ্যম্ । তুহিনীগিরিকন্ঠে তুহিনপ্রধানো গিরিঃ হিনাদ্রিঃ, তস্ত কন্ঠা  
 পৃষ্ঠো, তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । তুলয়িতুং তুলয়া সমীকর্তৃম্ । কবীন্দ্রাঃ বিষদ্বৈষ্টাঃ কল্পন্তে  
 শঙ্কুবন্তি কথমপি কথঞ্চিদপি, ন কল্পন্ত ইত্যর্থঃ । বিরিক্ষিপ্ৰভৃতয়ঃ বিরিক্ষিঃ  
 ব্রহ্মা প্রভৃতির্ঘোষাং তে হরীন্দ্রাদয়ঃ । যৎ যস্মাৎ কারণাৎ আলোকৌ(ক্যো)ংস্ক্যাত্  
 আলোকে ভবৎসৌন্দর্য্যালোকে যদৌংস্ক্যাত্ তস্মাৎ, ল্যব্লোপে পঞ্চমী, ওং-  
 স্ক্যামবলম্বা । যদা—নিগন্তপঞ্চমী । অমরললনাঃ দেবঘোষিতঃ যাস্তি প্রাপ্তু-  
 বন্তি মনসা অন্তঃকরণেন তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাচার্য্যাদিভিঃ হুস্ত্রাপাং প্রাপ্তুমশক্যাং,  
 অপিবিরোধে, গিরিশসায়ুজ্যপদবীম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে তুহিনীগিরিকন্ঠে । ঈদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিক্ষি-  
 প্রভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পন্তে । যৎ যস্মাৎ কারণাৎ, অমরললনাঃ আলো-  
 কোংস্ক্যাত্ তপোভিঃ হুস্ত্রাপামপি গিরিশসায়ুজ্যপদবীঃ মনসা যাস্তি ।

অয়মর্থঃ—বাণীপতি-বাচস্পতিপ্রতীতীনামপি স্বসৌন্দর্য্যং সদৃশান্তরং পত্রিকম্বা  
 বর্ণয়িতুমশক্যম্, স্বসদৃশস্থল্লববস্তুরাভাবাৎ । উর্দ্ধশীতিগোস্তমাদীনামপ্সরসং  
 স্বসৌন্দর্য্যলেশতুল্যামপি তৎকোটিপ্রবেশো দুরত এবাপাস্তম্ । যত্চাপ্সরসঃ  
 স্বসৌন্দর্য্যদর্শনে পৃষ্ঠাবৎ প্রার্থয়মানাঃ পুরুষান্তরহরধিগমে স্বসৌন্দর্য্যবস্তনি সদা-  
 নিবৈকগমো হৃদভসদাশিবসায়ুজ্যামনোরথা বর্তন্তে ইতি । স্বয়মেবাপ্সরসঃ  
 স্বসৌন্দর্য্যো জুগুপ্সিতবত্যা ইতি ভাবঃ ।

অত্র অনঘরালঙ্কারো ধ্বন্যতে, লোকে কাপি তুলাবস্তনঃ অসম্ভাবাৎ স্বত  
 স্বয়মেব তুলামিতি প্রতীতে: ॥ ১২ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকান্ন অস্মানুবাদ ।**—হে হৈমবতি ! ব্রহ্মা প্রভৃতি  
 কবিশ্রেষ্ঠগণ তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে অসমর্থ; কেন না—তোমার  
 সূক্ষ্ম সুন্দর বস্তুর সত্তাই নাই । উর্দ্ধশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অঙ্গরার্য্যও তোমার  
 রূপের তুলনায় ন-গণ্য, যেহেতু তাহারা অস্ত্রের হৃদভ তোমার রূপদর্শন আশার  
 বিবিধতপস্যায় হৃদভ শিবপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ।

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যা ধ্যানফলমাহ স্বদীরমিতি । হে তুহিনগিরিকণ্ঠে ! হিমালয়কণ্ঠে ! স্বদীরং সৌন্দর্য্যং তুল্যিতুং বিরিকিপ্রভৃতয়ঃ কবীভ্যাঃ কথমপি কল্পন্তে । তব সৌন্দর্য্যন্ত উপমারহিতত্বাৎ । তথা হি ব্রহ্মাদয়ো বদ্বর্ণনে অশক্তাঃ, তত্রাস্বাকং কুতোহধিকারঃ ইতি ভাবঃ । যৎ সৌন্দ : ঔৎসুক্যাৎ নিত্যাহুৱাগতয়া মনসা আলোক্য ধাত্বা অমরললনা দেবস্ত্রিয়ঃ তপোপি দুঃপ্রাপ্যমপি গিরিশসাবুজ্যপদবীঃ যাস্তি । শ্রীনত্যা ধ্যানমাশ্রয়ে সাযুজ্যমুক্তি-র্ভবতীতি ভাবঃ । পশুনাং দুঃপ্রাপ্যমিতি কুত্ৰাপি পাঠঃ । তত্র তজ্ঞাচারমহিতা-নামিত্যর্থঃ । যাস্তি সহসেতি কুত্ৰাপি পাঠঃ । তত্র সাযুজ্যেন সম্বন্ধঃ । যদালোক্য শিব-সাবুজ্যপদবীং সহসা যাস্তি । তত্র বীজমপ্যুক্তরাস্তি । তুহিনশব্দাং হকারঃ । সৌন্দর্য্য-শব্দাং সকার-যকারো । বিরিকিশব্দেন প্রজ্ঞেশো লক্ষ্যতে । তেন উকারঃ । ষষ্ঠস্বর-স্তথোকারঃ, প্রজ্ঞেশো নবভৈরব ইতি কোষঃ । স্বদীরং-শব্দাবিন্দুঃ । এতেন হসব্দু ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—হে হিমালয়কণ্ঠে ! বিরিকি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ অতিকণ্ঠে তোমার সৌন্দর্য্য তুলনা করিতে সমর্থ হইলেন । অমরললনাগণ তোমার ঔৎসুক্যাবশতঃ তোমার সৌন্দর্য্য মনে মনে দর্শন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্তা দ্বারাও দুঃপ্রাপ্য শিব-সাবুজ্য পাইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন । অর্থাৎ ‘জানি, শিবসাবুজ্য, তপস্তা দ্বারাও দুর্লভ, কিন্তু কোন উপায়ে যদি শিবসাবুজ্য প্রাপ্ত হই ত’, আমরা সর্ব্বদাই দেবীর রূপ দর্শন করিতে পারি,’—স্বরস্বন্দরীগণও এইরূপ মনে করেন ।—স্বন্দরীদিগের স্বভাব এই যে, অপরের সৌন্দর্য্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে,—কিন্তু দেবীর সৌন্দর্য্য এত অধিক যে, তাহা দেখিবার জন্যই স্বরস্বন্দরীগণ লালায়িত, ঈর্ষ্যা করিবে কি ? ॥১২॥

**তাৎপর্য্য।**—টীকাকার এই স্থলে মন্তোদ্ধার করিতেছেন—তুহিন শব্দে হকার, সৌন্দর্য্য শব্দে সকার ও যকার । বিরিকি শব্দে উকার এবং স্বদীরং-শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা হসব্দু এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ১২ ॥

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্দম্ জড়ং,

তবাপাঙ্গালোকে পতিতমনুধাবস্তি শতশঃ ।

গলদবেণীবদ্ধাঃ চকলশবিস্রস্তাশি(সি)চয়া,

হঠাৎ ক্রট্যৎকাষ্ঠো বিগলিতদুত্সা যুবতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

**সঙ্কীর্ণ-টীকা।**—নরং মনুষ্যমাজং, বর্ষীয়াংসং অতিবৃদ্ধং, নয়নবিরসং নয়নাত্যাং বিরসং চাকচাকলগটলাদিনেত্রদোষবৃক্ষম্, নর্দম্ জড়ং নর্দম্ রতিকলাসু জড়ম্ অতিমূঢ়ম্, তব ভবত্যাঃ অপাঙ্গালোকে কটাকবীক্ষণে পতিতং,

কটাকৈকগোচরমিত্যর্থঃ, অমুধাবন্তি অমুধাবমানাঃ শতশঃ শতসংখ্যাকাঃ—শত-  
শব্দঃ সংখ্যাতীতোপলক্ষকঃ, ভূত্বঃ স্বর্গোৎস্থিতাঃ সর্বা ইত্যর্থঃ । গলদ্বৈবীবন্ধাঃ,  
গলন্তো বৈবীবন্ধা যাসাং তাঃ, কুচকলশবিস্তস্তসিচয়াঃ কুচকলশাভ্যাং বিস্তস্তাঃ  
শিখিলাঃ সিচয়াঃ চেলাঞ্চলা যাসাং তাঃ হঠাৎপ্রুট্যংকাধ্যাঃ হঠাৎ শীঘ্রং ক্রুট্যন্ত্যঃ  
গলন্ত্যঃ কাঞ্চ্যো রশনাকলাপাঃ যাসাং তাঃ, বিগলিতদ্বকূলাঃ স্তম্ভনীবীবন্ধাঃ,  
স্বতয়ঃ তরুণাঃ ।

অত্রেখং পদযোজন।—হে ভগবতি ! বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্শ্বন্ন জড়ং  
তবাঙ্গালোকে পতিতং নরং শতশঃ স্বতয়ঃ গলদ্বৈবীবন্ধাঃ কুচকলশবিস্তস্তসিচয়াঃ  
হঠাৎপ্রুট্যংকাধ্যাঃ বিগলিতদ্বকূলাঃ সত্যঃ—তাদৃশং নরং মদনমিতি মম্বেতি শেষঃ—  
অমুধাবন্তি ।

এতাদৃশান্ মদনপ্রয়োগান্ “মুখং বিন্দুং কৃৎস্বা” \* ইত্যাদিগ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
নিপুণতরমুপপাদয়িষ্ঠানঃ ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মন্ত্যানুবাদ।—নিম্নলিখিত অনুবাদের  
তুল্য । যে সাধনবিশেষের কথা এই গ্লোকে বলা হইয়াছে—তাহা মুখং বিন্দু  
কৃৎস্বা ইত্যাদি গ্লোকে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে ।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ঐমত্যা অমুকম্পাঙ্কলমাহ নরং বর্ষীয়াং-  
সমিতাদি । হে মাতস্তবাপাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনবিষয়ীভূতং নরং শতশো  
স্বতয়োরমুধাবন্তি ত্বরয়া গচ্ছন্তীত্যর্থঃ । কিম্বৃতম্ ? বর্ষীয়াংসং বৃদ্ধম্ । নয়ন-  
বিরসং চক্ষুঃসত্তারহিতম্ । নর্শ্বন্ন জড়ং ক্রৌড়নানভিজ্ঞম্ । স্বতয়ঃ কিম্বৃত্যঃ ?  
গলদ্বৈবীবন্ধাঃ পতৎকেশবন্ধাঃ । কুচকলশাং বিস্তস্তঃ পতিতঃ শিচয়ো বস্ত্রখণ্ডো  
যাসাম্ । হঠাৎ তৎকলাং ক্রুট্যং পতৎপ্রায়াঃ কাঞ্চ্যো রশনা যাসাম্ । বিগলিতং  
দ্বকূলাং কোষেয়ং যাসাম্ । এতেন ঐমত্যাঃ রূপাবলোকনমাত্রেন সর্বকর্ম্মাক্রমোহপি  
সত্তির্হাপুরুষস্বেনামুদীয়তে ইতি চ স্মৃতিতম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ ! তুমি বাহাকে রূপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে  
ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, কর্ম্মাক্রম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণীসন্তোগে অশক্ত হয়, তথাপি  
স্বতী রমণীগণ (ময়ধবলবস্তিনী হইয়া) তাহার প্রতি ধাবমানা হইয়া থাকে ।  
তৎকালে রমণীগণের কবরীবন্ধন শিখিল হইয়া বিগলিতপ্রায় হইতে থাকে, স্তন-  
মণ্ডল হইতে বসন স্থলিত হয়, কটিভূষণ মেথলা পতিতপ্রায় হইতে থাকে এবং  
পরিষের কোষের বসন বিগলিতপ্রায় হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

ক্ষিতৌ ষট্ পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিকপঞ্চাশদুদকে,  
হতাশে দ্বাষষ্টিশ্চতুরধিকপঞ্চাশদনিলে ।

দিবি দ্বিঃষট্ ত্রিংশন্ননসি চ চতুঃষষ্টিরিত্যিতি যে,  
ময়ুখাস্তেষামপ্যুপরি তব পাদানুজয়ুগম্ ॥ ১৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—ক্ষিতৌ পৃথিবীতত্ত্বযুক্তে মূলাধারে ষট্ পঞ্চাশৎ  
বহুত্তরপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ, দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ দ্বাভ্যাং সমধিকা পঞ্চাশৎ উদকে  
উদকতত্ত্বযুক্তে মণিপূরস্থানে, হতাশে বহিতত্ত্বযুক্তে স্বাধিষ্ঠানচক্রে দ্বাষষ্টিঃ ষো চ  
ষষ্টিশ্চ দ্বাষষ্টিঃ । “বিভাষা চত্বারিংশৎপ্রভৃতৌ সর্কেষাম্” ইতি হুত্রেণ দ্বিশব্দাদি-  
কারন্ত আকারঃ । চতুরধিকপঞ্চাশৎ চতুঃসংখ্যা অধিকা পঞ্চাশৎ অনিলে  
বায়ুতত্ত্বযুক্তে অনাহতচক্রে, দিবি আকাশতত্ত্বযুক্তে বিগুদ্ধিচক্রে দ্বিঃষট্ ত্রিংশৎ  
দ্বিরাবৃত্তষট্ ত্রিংশৎসংখ্যাকাঃ দ্বিসপ্ততিসংখ্যাকা ইত্যর্থঃ, মনসি মনস্তত্ত্বযুক্তে আজ্ঞা-  
চক্রে চতুঃষষ্টিঃ । ইতি এবম্প্রকারেণ যে প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রেষু আগমেষু, স্বসংবেত্ত-  
ত্বেন চ যোগিনাং প্রসিদ্ধাঃ ময়ুখাঃ সন্তি তেষাং ময়ুখানাং অপ্যুপরি সহস্রদল-  
মধাবর্জিতস্ত্রিবিধাশ্চক্রে বৈন্দ্যাপরনামকে সূধাসন্ধৌ তব ভগবত্যাঃ পাদানুজয়ুগং  
বর্ত্ততে বিজ্ঞতে । এবং সময়সম্প্রদায়ঃ ইতি শেষঃ ।

অত্রেখং পদবোদ্ধনা—হে ভগবতি ! যে ময়ুখাঃ ক্ষিতৌ ষট্ পঞ্চাশৎ, উদকে  
দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ, হতাশে দ্বাষষ্টিঃ, অনিলে চতুরধিকপঞ্চাশৎ, দিবি দ্বিঃষট্-  
ত্রিংশৎ, মনসি চতুঃষষ্টিঃ, ইতি তেষামুপরি তব পাদানুজয়ুগং বর্ত্ততে  
ইতি শেষঃ ।

অত্র ষট্ পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যাশব্দানাং সংখ্যারপরত্বাং সংখ্যারান্যং ময়ুখানাং  
বহুত্বোহপি একবচনান্তত্বমেব । যথা—

বিংশত্যাত্মাঃ সৈদেকত্রে সর্কাঃ সংখ্যারসংখ্যারোঃ ।

সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্রে স্তঃ ..... ॥

ন তু সংখ্যারে ইতি নিয়মাৎ । সংখ্যারান্যং ময়ুখানাং নিয়মাপ্রসক্তেঃ বহু-  
বচনস্তং সিক্কম্ । অত্রেদং তত্ত্বম্—ষট্ পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যানাং সংখ্যারবিশেষণত্বোহপি  
ন শুক্লাদিগুণতোলাৎ, যথাহ পদমঞ্জরীকারঃ—“বিংশত্যাংদরো গুণাঃ ন শুক্লাদিভিঃ  
গুণৈঃ সমানধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি । বিংশত্যাংদরো হি তাবৎ পৃথক্ত্বযোগিষু  
সর্বোষু যুগপদ বর্ত্তন্ত ইতি ব্যাসজ্যবৃক্তয়ঃ, শুক্লাদয়স্ত প্রত্যেকপর্ধ্যবসারিনঃ” ইতি ।  
অত্রেদমভিরহন্তম্—সংখ্যারপরগাণ্যং সংখ্যাশব্দানাং বহুবচনে ষট্ পঞ্চাশতো ময়ুখা

ইতি প্রাপ্তৌ বট্‌ত্রিশহস্তরশতোত্তরত্রিশহস্তসংখ্যায়াঃ ভবেয়ুঃ। অতো ন  
বিবক্তিতার্থসিদ্ধিরिति নিয়মকলমিতি।

অত্রেদমত্মসঙ্কেয়ম্—মূলধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাচক্রাঙ্ককং চীচক্রং  
ত্রিখণ্ডং সোমসূর্য্যানলাঙ্কম্। মূলধারস্বাধিষ্ঠানচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্।  
মণিপূরানাহতচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। বিশুদ্ধাজ্ঞাচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। অত্র  
প্রথমখণ্ডোপরি অগ্নিস্থানম্। তদেব রুদ্রগ্রাহারত্যাচ্যতে। দ্বিতীয়খণ্ডোপরি  
সূর্য্যস্থানম্। তদেব বিষুগ্রহিরিত্যাচ্যতে। তৃতীয়খণ্ডোপরি চন্দ্রস্থানম্। তদেব  
ব্রহ্মগ্রহিরিত্যাচ্যতে। “সোমসূর্য্যানলাঙ্কম্” ইতি অবরোহণক্রমেণাবগন্তব্যম্।  
তত্র প্রথমখণ্ডোপরি স্থিতো বহ্নিঃ স্বজালাদিভিঃ প্রথমখণ্ডমাবরণোতি। দ্বিতীয়-  
খণ্ডোপরি স্থিতঃ সূর্য্যঃ স্বকীর্তৈঃ কিরণৈঃ দ্বিতীয়খণ্ডমাবরণোতি। তৃতীয়খণ্ডোপরি  
স্থিতঃ চন্দ্রঃ স্বকলাভিঃ তৃতীয়খণ্ডমাবরণোতি। মূলধারচক্রে মহীত্বাঙ্কে বহ্নেঃ  
বট্‌পঞ্চাশজ্জালাঃ, মণিপূরকে উদকত্বাঙ্কে স্নোপরিস্থিতে দ্বিপঞ্চাশজ্জালাঃ।  
এবমষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ জালাঃ। সূর্য্যস্ত অগ্নিত্বাঙ্কে স্বাধিষ্ঠানে দ্বাষষ্ঠিকিরণাঃ,  
অনিলত্বাঙ্কে অনাহতচক্রে চতুঃপঞ্চাশৎকিরণাঃ। সূর্য্যাকিরণানাং মণিপূরং  
বিহার স্বাধিষ্ঠানপ্রবেশঃ সূর্য্যায়োরেকত্বাৎ, সূর্য্যাস্তর্ভাবাদগ্লেচ্চ। স্বাধিষ্ঠানমণি-  
পূরয়োস্ত সূর্য্যগ্নিস্থানয়োঃ মধ্যে অগ্নিস্থানে সূর্য্যপ্রবেশঃ সূর্য্যস্থানে অগ্নিপ্রবেশঃ  
জগদ্গহনান্নিশামক- \* সংবর্ত্তমেঘাঙ্কসূর্য্যাকিরণজনিবর্ষোৎপত্তার্থম্। এতত্ত্ব  
“ততিষ্জং শক্ত্যা” † ইত্যাদিন্নোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপাদয়িষ্যামঃ।  
এবং সূর্য্যস্ত ষোড়শোত্তরশতং কিরণা ভবন্তি। চন্দ্রস্ত কলাঃ বিয়ত্ত্বাঙ্কে  
বিশুদ্ধিচক্রে দ্বিশপ্ততিঃ মনস্ত্বাঙ্কে আজ্ঞাচক্রে চতুঃষষ্টিঃ। এবং চন্দ্রস্ত বট্‌ত্রিশ-  
হস্তরশতং কলাঃ ভবন্তি। যথোক্তং ভৈরবধামলে ভৈরবাষ্টকপ্রস্তাবে :—

অষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ ষোড়শোত্তরকং রবেঃ।

বট্‌ত্রিশহস্তরশতং চন্দ্রস্ত চ বিনির্গয়ঃ॥

ইতি। এবং সোমসূর্য্যানলাঃ পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডে আবৃত্য বর্ত্তন্তে। পিণ্ডাণ্ড-  
ব্রহ্মাণ্ডোরৈক্যাৎ পিণ্ডাণ্ডাবৃত্তিরেব ব্রহ্মাণ্ডাবৃত্তিরিতি রহস্তম্। এবং পিণ্ডাণ্ড-  
মভীত্যা : বর্ত্ততে সহস্রকমলম্। তচ্চ জ্যোৎস্নাময়ো লোকঃ। তত্র ত্যাক্ত্রমা  
নিত্যকলঃ। এতচ্চ “তবাজ্ঞাচক্রম্” § ইত্যাদিন্নোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণ-  
তরমুপাদয়িষ্যামঃ। “আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতশ্চন্দ্রঃ” ইতি বহুজং তত্ত্ব চন্দ্রকলা-

\* “নামক” ইতাপি পাঠঃ।

† ৩৬ শ্লোকঃ।

‡ “মাবৃত্য” ইতাপি পাঠঃ

§ ৪১ শ্লোকঃ।

বহানমাত্রম্, ন তু চক্ষুশ্চ স্থানমিতি । যদুক্তং স্তভগোদয়ে—ষোড়শকলানাং  
ষোড়শনিত্যাত্মকত্বাৎ, তাসাং প্রতিপদাদিশূরূপক্ষকক্ষপক্ষতিথ্যাৎকতয়া বুদ্ধিক্ষয়-  
সত্ত্বাৎ, চক্ষুশ্চাপি সহস্রকমলগতশ্চ বুদ্ধিক্ষয়ৌ ভবত এবৈতি, তন্তু চক্ষুসঃ  
বুদ্ধিক্ষয়ৌ ন ভবতঃ, কিন্তু ষোড়শনিত্যাত্মকাঃ ষোড়শচক্ষুসকলাঃ \* প্রতিপদাদি-  
পৌর্ণমাস্তন্তুতিথিপ্রবর্তিকাঃ, তথৈব কক্ষপ্রতিপদমাত্রভ্য অমাবস্তান্তুতিথি-  
প্রবর্তিকাঃ স্বাস্থতিরোধানাতিরোধানাভ্যামিতি মন্ববিদ্রহস্তম্ ।

ইদমত্রাহ্মসঙ্কেয়ম্—ত্রিবিধ্যাঃ চক্ষুসকলাবিজ্ঞাপনরনামধেয়াঃ পঞ্চদশতিথিরূপত্বাৎ  
ষষ্ট্যন্তরত্রিশতং মনুখাঃ দিবসাত্মকাঃ, তেন সংবৎসরৌ লক্ষ্যতে । তন্তু কাংশক্ত্যা-  
ত্মকশ্চ সংবৎসরশ্চ প্রজ্ঞাপতিরূপত্বাৎ, প্রজ্ঞাপতে জগৎকর্তৃত্বাৎ, মরীচীনাং  
জগদ্ব্যপ্তিস্থিতিলয়করত্বম্ । তে চ মরীচয়ঃ অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডাণ্ডে চ ষষ্ট্যন্তর-  
ত্রিশতসংখ্যাকাঃ । এবং অনন্তকোটিপিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডেবু । এবমেব প্রতিব্রহ্মাণ্ডং  
প্রতিপিণ্ডাণ্ডং ষষ্ট্যন্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ মনুখাঃ । অতশ্চানন্তমনুখাঃ । তে চ  
মনুখাঃ স্বর্ঘ্যচক্রাঘিসম্পৃক্তাঃ ভগবতীপাদারবিন্দজন্মানঃ তান্ তান্ লোকান্  
প্রকাশয়ন্তি । অয়ং চ “লোকশ্চ স্বারমচিমংপবিত্রম্” † ইতি শ্রুত্যা মনুখানাং  
ভগবতীপাদারবিন্দসম্ভব উক্তঃ । তথৈব চ “মরীচয়ঃ স্বায়ন্তুবাঃ” ‡ ইতি শ্রুত্যা  
তেষাং মরীচীনাং সৃষ্টিস্থিতিলয়করত্বমুক্তম্ । এতদুক্তং ভবতি—স্বর্ঘ্যচক্রাঘয়ঃ  
ভগবতীপাদারবিন্দোদ্ভূতানন্তকোটিকিরণমধ্যে কতিপয়ান্ কিরণানাহৃত্য ভগবতী-  
প্রসাদসমাসাদিতজগৎপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ জগন্তি প্রকাশয়ন্তীতি । অতশ্চ সর্ব-  
লোকাতিক্রান্তং চক্ষুসকলাচক্রং বৈন্দবস্থানমিতি । তত্র বর্তমানং চরণাশুভম্ ।  
অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডাণ্ডাবচ্ছিন্নমনুখানাং উপর্যেব বর্তমানত্বাৎ “তেষামপ্যুপারি  
তব পাদাশুভং বর্ততে” ইতি সিদ্ধান্তবাদঃ, ন হ্যারোপস্ততিরিত্যাহ্মসঙ্কেয়ম্ । যথোক্তং  
ভৈরববামলে চক্ষুজ্ঞানবিজ্ঞানাং গৌরীং প্রতি মহেশ্বরেণ :—

সাধু সাধু মহাভাগে পৃষ্টং ত্রৈলোক্যসুন্দরি ।

গুহাদ্গুহতমং জ্ঞানং ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ॥

কলাবিজ্ঞা পরাশক্ते: § ত্রিচক্রাকাররূপিণী ।

তন্মধ্যে বৈন্দবস্থানং তত্রাস্তে পরমেধরী ॥

সদাশিবেন সম্পৃক্তা সর্বতত্ত্বাতিগা সতী ।

চক্রং ত্রিপুংসুন্দরীয়া ব্রহ্মাণ্ডাকারমীশ্বরী ॥

\* “চক্রাঃ” ইত্যেব কচিৎপাঠঃ ।

† তৈ: ব্রা: ০।১২।০

‡ তৈ: আ: ১২।৭

§ শক্তি: ইতি বা পাঠঃ

পঞ্চভূতাত্মকং চৈব তস্মাত্রাত্মকমেব চ ।  
 ইন্দ্রিয়াত্মকমেবং চ মনস্তত্ত্বাত্মকং তথা ॥  
 মারাদিতত্ত্বরূপং চ তত্ত্বাতীতং চ বৈন্দবম্ ।  
 বৈন্দবে জগৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী ॥  
 সদাশিবেন সম্পূজ্য তত্ত্বাতীতা মহেশ্বরী ।  
 জ্যোতীরূপা পরাকারা যন্তা দেহোদ্ভবাঃ শিবে ॥  
 কিরণাংশ সহস্রং চ দ্বিসহস্রং চ লক্ষকম্ ।  
 কোটিরর্কুদমেতেবাং পরা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥  
 তামেবানুপ্রবিষ্টৌব ভাতি লোকং চরাচরম্ ।  
 যন্তা দেব্যা মহেশানি ভাসা সর্বং বিভাসতে ॥  
 তদ্ভাসা রহিতং কিঞ্চিং ন চ যচ্চ প্রকাশতে ।  
 তস্তাংশ শিবশক্তেঃ চিদ্রূপায়াম্ভিতিং বিনা ॥  
 আত্ম্যামাপত্ততে নুনং জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 তেবামনস্তকোটীনাং ময়ুধানাং মহেশ্বরী ॥  
 মধ্যে ষষ্ট্যন্তরং তেহমী ত্রিশতং কিরণাঃ শিবে ।  
 ব্রহ্মাণ্ডং বায়ুবানান্তে সৌমস্বর্য্যানলাগ্নানাং ॥  
 অগ্নেয়ষ্টোত্তরশতং বোড়িশোত্তরকং রবেঃ ।  
 ষট্‌ত্রিশদ্বত্তরশতং চন্দ্রস্ত কিরণাঃ শিবে ॥  
 ব্রহ্মাণ্ডং ভাসয়ন্তস্তে পিণ্ডাণ্ডমপি শঙ্করি ।  
 দিবা স্বর্য্যস্তথা রাত্রৌ সৌমো বহ্নিঃ সন্ধ্যয়োঃ ॥  
 প্রকাশয়ন্তঃ কালাংস্তে তস্মাং কালাত্মকাদ্বয়ঃ ।  
 ষষ্ট্যন্তরং চ ত্রিশতং দিনাংস্তে চ হায়নম্ ॥  
 হায়নাগ্না মহাদেবঃ প্রজাপতিরিতি ঋতিঃ ।  
 প্রজাপতিলোককর্তা মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ॥  
 স্বজ্যোতো লোকপালান্ তে সর্বৌ লোকরক্ষকাঃ ।  
 সংহারশ্চ হরায়ন্ত উৎপত্তিৰ্ভবনিশ্চিতা ॥  
 রক্ষা তু মৃড়সংলগ্না সৃষ্টিস্থিতিলয়ে শিবঃ ।  
 নিযুক্তঃ পরমেশান্তা জগদেবং প্রবর্ততে ॥

ইতি ।

“তামেবানুপ্রবিষ্ট” ইত্যাদিনা—“তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তস্ত ভাসা

সর্বমিদং বিভাতি\* ইতি শ্রুত্যাৰ্থেহনুদিতঃ। অত্র বহু বক্তব্যমস্মি, তদ্ব্তরত্র  
সমাগ্নিরূপরিম্ভাঃ ॥ ১৪ ॥

**লক্ষ্মীধন-তীকানু-মুদ্রা**।—মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর  
অনাহত এবং আজ্ঞা এই ষট্চক্র। এই ষট্চক্রের দুই দুই চক্র লইয়া এক এক  
খণ্ড। প্রথম খণ্ডের উপরিভাগে অগ্নিস্থান। দ্বিতীয় খণ্ডের উপরিভাগে সূর্য্যের  
স্থান। তৃতীয় খণ্ডের উপরিভাগে চন্দ্রস্থান। প্রথম খণ্ডস্থিত অগ্নির কিরণ-সংখ্যা  
অষ্টোত্তরশত। তাহার মধ্যে ক্ষিতি অর্থাৎ মূলধারচক্রে ৫৬ এবং জল অর্থাৎ  
মণিপূরকে ৫২ আর হুতানন অর্থাৎ বহ্নিস্থানের অন্তর্গত স্বাধিষ্ঠানচক্রে সূর্য্যের  
কিরণ ৫৪। সূর্য্যাকিরণ মোট ১১৬। আকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধিচক্রে চন্দ্রকিরণ  
৭২ এবং আজ্ঞাচক্রে চন্দ্রকিরণ ৬৪ চন্দ্রকিরণ মোট—১৩৬। হে ভগবতি, এই  
সমস্তের উপর তোমার চরণযুগল অবস্থিত। আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রদলপদ্মে  
তোমার স্থিতি। গূঢ় অর্থ এই যে ত্রিবিজার নামান্তর চন্দ্রকলাবিজ্ঞা—৩৬০  
তিথিতে একবৎসর। এই ৩৬০ তিথিই হইল সর্বসমেত ৩৬০ কিরণস্বরূপ। ইহা  
সংবৎসর। প্রভাপতিমাথে কথিত। সেই সকল কিরণও আপনায় পাদপদ্ম  
হইতে উদ্ভূত, অতএব সেই সকল কিরণের উপরে আপনায় পাদপদ্ম বিরাজিত।

**অত্যন্তানন্দ-কৃত-তীকা**।—অথাস্ত্রম্বীতাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি। হে  
মাতঃ! পৃথিব্যাং ব্রহ্মাদিশক্তিষু বস্তুান্তরশতত্রয়সংখ্যা যে মনুষ্যাঃ কিরণা  
বর্ণরূপিণঃ সন্তি তেবামুপরি তব পাদাঙ্কুরগুণং হংস ইত্যঙ্কুরবর্ণরূপং ভাতিতাবয়ঃ।  
তথ্যচ ক্রদ্রযামলে,—“পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জলং নারায়ণশ্চ চ। বহ্নী ক্রদ্রস্ত  
ক্রদ্রাগী বায়ুরীশশ্চ চেবরী। মহেশ্বরশ্চ চাকশং শক্তির্দ্বাহেশ্বরীতি চ। এতৎ  
পঞ্চাঙ্কং প্রোক্তং ষষ্ঠচক্রে ব্যবস্থিতম্ ॥” কুত্র কতি মনুষ্যা ইতাহ,—ক্ষিতৌ  
মূলধারে ষট্-পঞ্চাংশং পঞ্চাশদ্রূপাঃ ঐ হ্রী ঐ ঐ ঐ ঐ সোঃ। ইতি ষট্-  
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ পৃথ্বীমনুষ্যাঃ। উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিসমধিকপঞ্চাংশং পঞ্চাশদ্রূপাঃ  
সোঃ ঐ ইতি দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ জলমনুষ্যাঃ। হুতানে মণিপূরে দ্বাবষ্টীঃ, ককারাদি-  
বর্ণচতুষ্টয়া চতুর্দশবর্ণাং চতুরাবৃত্ত্যাং হ, স, ইত্যঙ্কুরবর্ণাং (অকারাদিবর্ণাচ্চতু-  
র্দশবর্ণাং চতুরাবৃত্ত্যা হ স ইত্যঙ্কুরবর্ণাং—পাঠান্তরম্) দ্বাবষ্টীবর্ণরূপা মনুষ্যাঃ।  
অনিলে অনাহতচক্রে পঞ্চাশদ্রূপাঃ ঐ ঐ ঐ ঐ ইতি মিলিতাঃ চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ণরূপা  
বায়ুকিরণাঃ। দিবি বিশুদ্ধিচক্রে ষট্-ত্রিংশৎ দ্বিশ্লিষিতা অকারাদিচতুর্দশবর্ণ  
পঞ্চাবৃত্ত্যা ঐ হ্রী ইতি দ্বিশ্লিষতিবর্ণরূপাঃ আকাশকিরণাঃ। মনসি আজ্ঞাচক্রে



অকারাদি-ষোড়শস্বরস্ত চতুরাবৃত্তা চতুঃষষ্টিবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ । ইত্যোভিঃ প্রণবস্ত  
ষট্ঠ্যন্তরশতত্বৈরেক্ষণৈঃ সহ হ স ইত্যক্ষরদ্বয়ং ষট্চক্রেষু বিভ্রাসেদিত্তি সাম্প্রদায়িকাসাঃ ।  
অথবা ষট্চক্রাণি বসন্তাদিষড়্ভূতবঃ । ময়ুখাঃ অহোরাাত্রাণি । তেন ষট্চক্র-সমুদায়ো  
বৎসরপরিমিতঃ কালঃ । তব পাদাম্বুজযুগং ব্রহ্মপরমব্রহ্মস্বরূপং নাদবিন্দ্বাঙ্ককং  
তদ্বপরি কালাগোচর ইত্যর্থঃ । ষট্ পঞ্চাশদ্বিসাঙ্ককো বসন্তঃ । দ্বিপঞ্চাশ-  
দ্বিসাঙ্ককো গ্রীষ্মঃ । ইত্যাদিক্রমেণ তাস্ত্রিকা ঋতবো জ্ঞাতব্যা ইতি কশিচৎ ।  
কেচিন্তু পার্থিবানি অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিশুণিতানি । এবম্  
আপ্যানি ষড়্বিংশতিতত্ত্বানি দ্বিশুণিতানি, তৈজস্যানি একবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিশুণি-  
তানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিশুণিতানি, নভোভাগানীতি ষট্ ত্রিংশত্তত্ত্বানি  
শিবশক্তিভেদেন দ্বিশুণিতানি । এতেন ষট্ঠ্যন্তরশতত্বমাণি তত্ত্বানি তাল্লেব  
ময়ুখাস্তেষামুপরি তব পাদাম্বুজং সর্বতত্ত্বাতীত-পরমেন ভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে জননি ! মূলধারচক্রে পৃথিবী যে ষট্ পঞ্চাশৎ কিরণ  
আছে, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, মণিপুরচক্রে  
তেজের যে দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুর যে চতুঃপঞ্চাশৎ কিরণ  
রহিয়াছে, বিমুক্তচক্রে আকাশে যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে এবং আজ্ঞাচক্রে  
মনের যে চতুঃষষ্টিসংখ্যক কিরণ বিদ্যমান, তদ্বপরি হংস এই অক্ষরদ্বয়রূপ তোমার  
পাদপদ্ম শোভা পাইতেছে ॥ ১৪ ॥

**তাত্পর্য্য** ।—মূলধার নামক চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং ঐ হ্রীঁ জ্রীঁ  
ঐ র্লীঁ সৌঃ এই ষট্ পঞ্চাশৎ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রহ্মার শক্তি  
গায়ত্রী হইতে অভিন্ন । স্বাধিষ্ঠানাত্ম্য চক্রে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ ও সৌঃ জ্রীঁ  
এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং এই কিরণ বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী হইতে  
অভিন্ন । মণিপুর-সংজ্ঞক চক্রে ককারাদি চারি বর্ণ ক, এ, ঙ্গ, ল, এবং চারি-  
শুণিত চতুর্দশ স্বর ও হ স অক্ষরদ্বয় এই বর্ণদ্বয় ( পাঠান্তরে অনুবাদ ।—অ আ ই ঙ্গ  
এই চারিবর্ণ চতুরাবৃত্ত অকারাদি চতুর্দশস্বর এবং ‘হ’ ‘স’ এই বর্ণদ্বয় ) সমুদায়ে  
এই দ্বাষষ্টি (৬২) তেজের কিরণ এবং এই কিরণ রুদ্রশক্তি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন ।  
অনাহত-চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ ও ‘ং রং লং বং, এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই  
চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণই বায়ুর কিরণ এবং এই কিরণ নারায়ণশক্তি নারায়ণী হইতে  
অভিন্ন । বিমুক্তাত্ম্যচক্রে অকারাদি চতুর্দশ স্বরকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার  
সহিত ‘ঐ হ্রীঁ’ এই বর্ণদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের  
কিরণ এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী হইতে অভিন্ন । আজ্ঞানামক

চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে চারি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হয়, তাহাই মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবের শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন। প্রণবের এই ত্রিশতষষ্টিসংখ্যক (৩৬০) রশ্মিবৃন্দের উপর হংস এই অক্ষরদ্বয় রক্ষিয়াছে। কিংবা ষট্ চক্র—বসন্তাদি ছয় ঋতু, ময়ূখ অহোরাত্র। তিন শত বাইট অহো-রাত্রি, ছয় ঋতুর ময়ূখ অর্থাৎ রশ্মি। সমুদায় চক্র এই এক বৎসর। তদুপরি অর্থাৎ এই কালচক্রের অতীত, তোমার নাদবিন্দুরূপ চরণযুগল পরব্রহ্মই স্বরূপ। কেহ বলেন, ষট্ পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-ঋতু, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে গ্রীষ্ম ঋতু, দ্বিষষ্টি দিবসে বর্ষা-ঋতু; চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎঋতু, দ্বিসপ্ততি দিবসে হিম-ঋতু, চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির-ঋতু হয়। তদ্ব্যপেক্ষা ঋতুগণনা এইরূপ বিভিন্ন ঋতুর যে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায়ুক্ত দিন, তাহাই ময়ূখ বা রশ্মি। এই মিলিত রশ্মিতে অর্থাৎ তিন শত বাইট দিনে এক বৎসর।

আবার কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডিবে অষ্টাবিংশতি তব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে। জলীয় ষড়্ বিংশতি তব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাশৎ রশ্মি, তেজের একত্রিংশৎ তব শিবশক্তি-ভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতব দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি, আকাশের ষট্ ত্রিংশৎ তব দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং মনের ষাট্ ত্রিংশৎ তব ঐরূপ শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরূপ ষট্যধিকশতত্রয় তবস্বরূপ রশ্মিবৃন্দের উপর তোমার চরণযুগল অর্থাৎ তুমি সমুদায় তবের অতীত ॥ ১৪ ॥

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং \* শশিবৃতজটাজুটমু(ম)কুটাং,

বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিক গুণিকা-ণা পুস্তককরাম্।

সকুমহা ন ত্বাং † কথমিব সতাং সমিদ্ধতে,

মধু-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধুরিম-ধুরীণা ভ(ঃফ)ণিতয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সম্মীলনরূপ-টীকা।—সারস্বত প্রয়োগমাহ—শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং—শরদি শরৎকালে জ্যোৎস্না চন্দ্রিকা তমচ্ছক্লং অতিশুভ্রাম্। শশিবৃতজটাজুটমু(ম)কুটাং শশিনা চন্দ্রেণ যুতো যুক্তঃ জটাজুটো মকুটো বস্তান্তাঃ চন্দ্রকলাবতঃসামিত্যর্থঃ।

\* ‘জ্যোৎস্না’ ল-পাঠঃ।

\* “স্ফটিকা” ইতি ল। যুটিকা ইতি চ কন্ঠিং। ‘গুণিকা’ ইত্যপি পাঠঃ।

† ‘বা’ ইতি ল।

বরদ্রাসত্রাণ-শ্ফটিক-ঘটিকা-পুস্তককরাম্—বরঃ ইষ্টদানমুদ্রা, ত্রাসত্রাণং অভয়-  
দানমুদ্রা, শ্ফটিক-ঘটিকা শ্ফটিকপানপাত্রম্। শ্ফটিকাক্ষমাণেতি কেচিৎ,—তৎপক্ষে  
শ্ফটিকগুলিকেতি পাঠঃ। পুস্তকং বিদ্যানুদ্রা, পুস্তকং বা! ঐতদ্ব্যুৎকরাম্।  
শাকপার্বিবাতিদ্বাং মধ্যানপদলোপঃ। ন তু শ্ফটিক-ঘটিকা-পুস্তকানি করেষু যন্তাঃ  
ইতি সপ্তমীবহুরীহিঃ। “প্রহরণাদিত্য উপসংখ্যানম্” ইতি তন্ত প্রহরণাদিত্য  
এবেতি নিয়তত্বাৎ। সক্রুৎ একবারম্। নকারো নিষেধার্থঃ। স্বা স্বামিতার্থঃ।  
নত্বা নমস্কারঃ কৃত্বা। কথং কথঞ্চিৎ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। সত্যাং কবীশ্বরগণাম্।  
সংনিদধতে সংনিধানং প্রাপ্নুবন্তি। মধুকীরদ্রাক্ষামধুরিমধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ মধু-  
কৌজং, ক্ষীরং পয়ঃ, দ্রাক্ষা মৃদোকা, এতেষাং মধুরিমা মাধুর্য্যং, তত্র ধুরীণাঃ ধূরং  
বহন্তীতি ধুরীণাঃ অগ্রেসরাঃ তদ্ব্যমধুনা ইত্যর্থঃ। ফণিতয়ঃ বাগ্ধৈবর্থাঃ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি! শরচ্ছোভ্যংস্রাণ্ডভাং শশিযুতজটাজুটমকূটাং  
বর-দ্রাসত্রাণ-শ্ফটিক-ঘটিকা-পুস্তককরং স্বা সক্রুৎস্বা সত্যাং মধুকীরদ্রাক্ষামধুরিম-  
ধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ কথমিব ন সন্নিদধতে ॥

অয়মর্থঃ—অত্র বাতিরেকমুখেন সক্রুৎস্বায়াং হি কবিশ্ববীজভূতসংস্কারোৎ-  
পাদকঃ। তদভাবে প্রকারান্তরেণ যেন কেনাপি তদ্বীজোৎপত্তিনাস্তীতি হৃচিতম্॥১৫॥

সম্বীক্ষরতীকার মৰ্ম্মানুবাদ।—(সারস্বতপ্রয়োগ কথিত হই-  
তেছে) হে ভগবতি, শরচ্ছল্লিকার ন্যায় অতিশুল্লবর্ণা চন্দ্রকলাবতংসা, বর, অভয়,  
শ্ফটিকপানপাত্র, এবং পুস্তক-যুক্তহস্তা তোমাকে একবার নমস্কার না করিলে কবী-  
শ্বরগণেরও মধুকীর দ্রাক্ষাতুলা মধুরতম বাণী কিরূপে সন্নিহিত হয়? অর্থাৎ ব্রহ্মাদি  
কবীশ্বরগণ তোমার ঐ রূপের নমস্কারফলেই কবিত্বলাভ করিয়াছেন, তাহা না  
করিলে, কোনমতেই কবিত্বলাভ কাহারও হয় না ॥ ১৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—বীজত্রয়াধিষ্ঠাতৃ-জ্ঞান-ক্রিয়েচ্ছা-শক্তীনাম্  
লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষুঃ প্রথমং বাগ্ভবরূপক্রিয়াশক্ত্যা ধ্যানমাহ শর-  
দিত্তি। হে মাতঃ! সক্রুৎস্বাং ন নত্বা পণ্ডিতানাং ভণিতয়ঃ কবিত্বরূপাঃ  
শকাঃ কথং সন্নিদধতে সন্নিদধিবন্তি। ন ত্বাং নত্বা পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন সন্নিদী-  
তবতীত্যর্থঃ। ভণিতয়ঃ কিঙ্কৃতাঃ? মধুকীরদ্রাক্ষা-মাধুর্য্যেণ ধুরীণা তারবৃক্কা  
নানারসগভীরা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ত্বাং কিঙ্কৃতাম্? শরচ্ছোভ্যংস্রাণ্ডভাং জ্যোৎ-  
স্মাং ব্যাপকত্বাৎ বিশ্বব্যাপককান্তিমিতি ভাবঃ। শশিযুতো জটাসমূহো মুকূটো  
যন্তাঃ। বর-দ্রাসত্রাণ-শ্ফটিক-গুলিকা-পুস্তককরং বরাভয়মুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি  
করেষু যন্তাঃ। চতুর্ভূজামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।—**( হে বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী ! বা বাগ্ভবধিষ্ঠাত্রী জননি ! )  
তোমার কান্তি শরৎকালীন চন্দ্রমার ত্রায় নির্মল ও দিগন্তব্যাপিনী, তোমার শিরো-  
দেশে চন্দ্রকলারূপ মুকুট ও সুরম্য জটাকলাপ শোভা পাইতেছে, তোমার হস্ত-  
চতুষ্ঠয়ে বর, অভয়, অক্ষমালা ও পুষ্পক রহিয়াছে । মাত ! এই প্রকার মূর্ত্তিবৃত্তা  
তোমাকে যাহারা একবারমাত্রও নমস্কার না করেন, মধু, ক্ষীর ও দ্রাক্ষার ত্রায়  
অপূৰ্ণ মাধুর্য্যসম্পন্ন নানারসগভীর কবিতারচনা তাঁহাদিগের নিকটে আসিবে  
কিরূপে ? অর্থাৎ বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী তোমায় একবার নমস্কার করিলেও কবিত্ব-  
সম্পন্ন হওয়া যায় ॥ ১৫ ॥ \*

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং,  
ভজন্তে যে সন্তুঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্ ।  
বিরিক্ষিপ্রেয়স্শাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরী-  
গভীরাভিৰ্বাগ্ভিৰ্বিদধতি সভারঞ্জনমমী ॥ ১৬ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা ।—**কবীন্দ্রাণাং—কবীশ্বরগণাম্ । চেতঃকমল-  
বনবালাতপরুচিং—চেতাংস্তেব কমলানি পদ্মানি, তেবাং বনং বগুং, তস্ত বালাতপ-  
রুচিঃ প্রাভাতিকারুণকান্তিঃ, তাং, ভজন্তে সেবন্তে যে সন্তুঃ সংপূৰ্ণবাঃ কতিচিং  
বিরলাঃ অরুণামেব অরুণাখ্যাম্ অরুণবর্ণাং চ ভবতীং স্বাং বিরিক্ষিপ্রেয়স্শাঃ বিরিক্ষিঃ  
ব্রহ্মা, তস্ত প্রেয়স্শাঃ প্রিয়ায়াঃ সরস্বত্যাঃ তরুণতর-শৃঙ্গার-লহরী-গভীরাভিঃ তরুণতরে  
অভিযোবনে । যদ্বা—তরুণতরশৃঙ্গারো শৃঙ্গারশ্চ তস্ত লহরী উজ্জ্বলপ্রবাহঃ । যদ্বা—  
লহরীশব্দেন সমুদ্রস্ত চন্দ্রোদয়ে যাদৃশ উৎসেকঃ সঃ উচ্যতে । লহরীযুক্তগভীরাভিঃ  
অতিগম্ভীরাভিরিত্যৰ্থঃ । বাগ্ভিঃ বাগ্মিলাসৈঃ বিদধতি কুৰ্ব্বন্তি সতাং সভাগদাং  
রঞ্জনং হৃদয়ানুরঞ্জনম্ । অমী সন্তুঃ পরামুগ্ৰস্তে ।

অত্রোৎ পদযোজনা—হে ভগবতি ! কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিম্  
অরুণামেব ভবতীং কতিচিং যে সন্তুঃ ভজন্তে, অমী সন্তুঃ বিরিক্ষিপ্রেয়স্শাঃ তরুণতর-  
শৃঙ্গারলহরীগভীরাভিঃ বাগ্ভিঃ সতাং রঞ্জনং বিদধতি ।

\* ঐ ক্লী° সৌঃ এই বীজব্রহ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির  
ধ্যানকল বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়াশক্তির ধ্যান বলা হইল । ইহা টীকাকার  
অচ্যুতানন্দের মত । সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রিপুরাসুন্দরীর ত্রিকূট মন্ত্ৰ,—বাগ্ভবকূট, কামরাজ-  
কূট ও শক্তি-কূট ! বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান এই স্থলে বলা হইল, ইহার পর  
লোক দ্বারা বধাক্রমে কামরাজকূট ও শক্তিকূটের অধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান কথিত হইবে ।

অগমর্থঃ—হৃদয়কমলে ভগবতীমরুণাং ধ্যায়ন্তঃ পুস্তাবমাপন্ন৷ সরস্বতী৷ শৃঙ্গার-  
রসপ্রধানৈঃ বাগ্‌বিলাসৈঃ সভারঞ্জনং কুরুন্তি । ভগবত্যাঃ মাতৃকাস্মকত্বাং সরস্বতী-  
রূপত্বেনৈব সারস্বতপ্রদত্বম্ । অরুণবর্ণাধ্যানমহিমা শৃঙ্গাররসপ্রাধাত্তেন বাখিলাস  
প্রবৃত্তিরিতি । যথোক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে :—

অরুণাখ্যাং ভগবতীম্ অরুণাভাং বিচিন্তয়েৎ ।

পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং ধনুর্কর্ণাণধরাং শিবাম্ ॥

বরদাভয়হস্তাং চ পুস্তকাক্ষত্রগম্বিতাম্ ।

অষ্টবাহুং ত্রিনয়নাং খেলন্তীমমৃতাবধৌ ॥

স করোত্থেব শৃঙ্গাররসানন্দলম্পটান্ ।

সভাসদঃ সদা সর্বান্ সাধকেন্দ্রঃ সভাস্থলে ॥ ইতি ॥

অত্র পরম্পরিতরূপকমলকারঃ, বালাতপরুচিৎসারোপণশ্চ চেতসি কমলত্বা-  
রোপণশ্চ নিমিত্তত্বাং, “রূপকহেতুরূপকং পরম্পরিতং” ইতি লক্ষণাং ॥ ১৬ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকার-মৰ্ম্মানুবাদ ।**—হে ভগবতি ! যে কয়টি সং-  
পুরুষ, কবীশ্বর-চিন্ত-কমলবনে প্রাভাতিকাতপারুণকাস্তি ‘অরুণা’রূপা তোমাকে  
ভজনা করেন, তাঁহারা পুরুষরূপপ্রাপ্ত সরস্বতীর জায় শৃঙ্গাররসপ্রধান কলা-  
বৈভবে সভারঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—কামাধিষ্ঠাতৃ-ইচ্ছাশক্ত্যা ধ্যানমাহ  
কবীতি । যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণামেব ভবতীঃ ভজন্তে ধ্যায়ন্তি । অমৌ বাগ্‌ভিঃ  
সভারঞ্জনং বিদধতি কুরুন্তি । কিম্বৃত্যম্ ? কবীজ্ঞাণাং চেতঃকমলবনেৰ্ বাল-  
স্বৰ্গাকিরণবৎ রুচিৰ্ভাঃ তাম্ । বাগ্‌ভিঃ কিম্বৃত্যভিঃ ? বিব্রিকিপ্রয়ন্তাঃ সরস্বত্যা  
গতপত্তরূপাঃ অভিনবশৃঙ্গাররসবাহুল্যেন গভীরভিঃ সভাসদাঃ শৃঙ্গার-রসেন যথা  
সুখমুৎপত্ততে ন তথাস্তরসেনেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে কামরাজকৃটাধিষ্ঠাত্রি বা কামবীজাধিষ্ঠাত্রি জননি ! )  
তুমি মহাকবিদিগের চিন্তরূপ কমলবনে নবোদিত স্বৰ্গাকিরণরূপে বিদ্যাজিতা  
রহিয়াছ । তোমার অরুণবর্ণ । যে সকল সাধু ব্যক্তি এইপ্রকার মূৰ্দ্ধিধারিণী  
তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা গত-পত্তমরী সরস্বতীর অভিনব শৃঙ্গার-রস-  
তরঙ্গ-নিভম্বিনী গভীরার্থ রচনা দ্বারা সভাস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিতে  
সমর্থ হইবেন ॥ ১৬ ॥ \*

\* এই স্থলে ক্রীঃ এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইচ্ছাশক্তিরূপা গৌরীর ধ্যান  
বিবৃত হইল ।

সবিত্রীভিব্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-

ব্বশিত্তাভাভিস্তাং সহ জননি সঙ্কিস্তয়তি যঃ ।

স কৰ্ত্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিস্তভগৈঃ\*

ব্বচোভিব্বাংদেবী-বদন-কমলামোদ-মধুরৈঃ ॥ ১৭ ॥

**লক্ষীধনরূপ-টীকা।**—সবিত্রীভিঃ জনয়িত্রীভিঃ বাচাং গিরাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চন্দ্রকাস্তমণিশকলতুলাকাস্তিভিঃ । দলিতচন্দ্রকাস্তমণেঃ অতিধাবল্যং লোকসিদ্ধম্ । বশিত্তাভাভিঃ বশিনী প্রমুখাভিঃ । তদ্বৎসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ—বশিনী আত্মা যাসাং তাঃ শক্তয়োহষ্টৌ বশিত্তাভাঃ । যোগিস্তো দ্বাদশ, গন্ধাকর্ষণাদয়শ্চতস্র ইতি বশিত্তাভাঃ । অত্র একস্ত আত্মাশব্দস্ত লোপঃ বশিত্তাভাভা ইত্যর্থঃ । বশিত্তষ্টকং—বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী, কোলিনী । ( যোগিত্তাদীনং নামানি বক্ষ্যন্তে ) এতাভিঃ স্বাং ভবতীং সহ সাকং জননি ! হে মাতঃ ! সংচিস্তয়তি যঃ, সঃ সাধকঃ কৰ্ত্তা রচয়িতা কাব্যানাং প্রবন্ধানাং ভবতি সমর্থঃ প্রভবতি মহতাং মহাত্মনাং কালিদাসপ্রভৃতীনাং ভঙ্গিরুচিভিঃ ভঙ্গীনাং রেখাণাং রুচিভিঃ স্বাভিঃ বচোভিঃ বাখিলাসৈঃ বাগ্দ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ বাগ্দ্দেব্যাঃ ভারত্যাঃ বদনকমলে য আমোদঃ পরিমলঃ তেন মধুরৈঃ অব্যক্তৈঃ পুষ্টাবমাপন্নায়ঃ ভারত্যাঃ বাখিলাসঃ ইমে ইত্যেবং ভ্রমজনকৈরিত্যর্থঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি ! বাচাং সবিত্রীভিঃ শশিমণিশিলাভঙ্গ-রুচিভিঃ বশিত্তাভাভিঃ সহ স্বাং যঃ সঙ্কিস্তয়তি, স মহতাং ভঙ্গিরুচিভিঃ বাগ্দ্দেবীবদন-কমলামোদমধুরৈঃ বচোভিঃ কাব্যানাং কৰ্ত্তা ভবতি ।

অত্রেদমহুসঙ্কেয়ম্—“বশিত্তাভাভিঃ স্বাম্” ইত্যত্র স্বামিত্যেনৈন ভগবত্যাঃ স্বরূপ-মুক্তম্ । ভগবত্যাঃ স্বরূপং তু পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কিকা মাতৃকৈব । এতন্তু “শিবঃ শক্তিঃ কামঃ” † ইত্যাদিন্লোকব্যাখ্যানাবসরে প্রপঞ্চয়িষ্যতে । সেয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কিকা মাতৃকা অষ্টবর্ণাঙ্কিকা ভবতি । তে চাষ্টবর্ণাঃ অকচটতপদশাদয়ঃ । অকারাদয়ঃ বোড়শ স্বরাঃ প্রথমো বর্ণঃ । কাদয়ঃ পঞ্চ দ্বিতীয়ঃ । চাদয়ঃ পঞ্চ তৃতীয়ঃ । টাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্থঃ । তাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চমঃ । পাদয়ঃ পঞ্চ ষষ্ঠঃ । বাদয়শ্চহারঃ সপ্তমঃ । শাদয়ঃ পঞ্চ অষ্টমঃ । এবং অষ্টবর্ণাঙ্কিকা ভগবতী মাতৃকা ত্রিপুরসুন্দরী অকচটতপদশবর্ণেষু বধাক্রমং বশিত্তাদিশক্তিভির্বোজিতা বিমূর্ত্তিকোণাঙ্কশিব-

\* ‘ভঙ্গিরুচিভিঃ’ ইতি ল ।

† ৩২ স্লোকঃ ।

চক্রচতুষ্টয়বহুকোণদশাষ্ট্রচিত্রচতুর্দশকোণাঙ্কবেষু অষ্টস্থ চক্রেষু যোজিতা ধাতা  
সতী কাব্যকর্তৃষসম্পাদিকা। বশিষ্ঠাষ্ট্রাভিরিতি আদিশঙ্কেন কামেশ্বরীপ্রভৃतीনাং  
সমস্তানাং সংগ্রহণং বিজ্ঞাদিষাদশযোগিনীসংগ্রহণং গন্ধাকর্ষণাদিচতুষ্টয়সংগ্রহণং  
কৃতমিত্যুক্তং ভবতি। বশিষ্ঠাষ্ট্রষ্টকমুক্তম্। যোগিনীষাদশকং তু;—বিদ্যাযোগিনী,  
রোচিকাযোগিনী, মোচিকাযোগিনী, অমৃতযোগিনী, দীপিকাযোগিনী, জ্ঞান-  
যোগিনী, আপ্যায়নীযোগিনী, ব্যাপিনীযোগিনী, মেধাযোগিনী, ব্যোমরূপাযোগিনী,  
চিকিৎসাযোগিনী, লক্ষ্মীযোগিনী। এবং দ্বাদশযোগিনীভিঃ সাক্ষং বশিষ্ঠাষ্ট্রষ্টকং  
মিগিষা বিংশতিকলাঃ ভবন্তি। তাঃ বিংশতিকলাঃ শুদ্ধকটিকসঙ্ঘাশাঃ দশার-  
বৃক্ষাকোণেষু দ্বিষষ্ঠনীরাঃ উক্তকলদাঃ। অয়ং চ ভূপ্রস্তারভেদঃ। ভূপ্রস্তারঃ  
“চতুঃবষ্টা তত্রৈঃ” \* ইত্যাদিলোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতয়ং নিরূপয়িষ্যতে। গন্ধা-  
কর্ষণী, রসাকর্ষণী, রূপাকর্ষণী, স্পর্শাকর্ষণী, চ চতুর্দ্বারেষু যোজিতাঃ উক্তকলদাঃ।  
তথা চ ঋতিঃ :—

গন্ধদ্বারাং হ্রদধর্বাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।†

অস্তা অর্থঃ—গন্ধদ্বারাং গন্ধরসরূপস্পর্শাঃ গন্ধশঙ্কেন সংগৃহীতাঃ, তেন গন্ধা-  
কর্ষণাদয়ঃ অধিদেবতাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি—গন্ধাকর্ষণী, রসাকর্ষণী, রূপাকর্ষণী,  
স্পর্শাকর্ষণী চেতি। তাভিষুক্তানি চতুর্দ্বারানি যন্তাঃ সা গন্ধদ্বারা, তাং গন্ধদ্বারাম্।  
হ্রদধর্বাং হ্রদধর্বাং, মন্দভাগ্যানামিতি শেষঃ। নিত্যপুষ্টাং নিত্যানন্দস্বরূপিণীম্।  
করীষিণীং গন্ধাভাকর্ষণীমিত্যর্থঃ। যদ্বা—করিত্তিঃ গজৈঃ ঈষিণীং পরিবৃত্তাম্।  
ঈশ্বরীং অধিদেবতাং সর্বভূতানাম্। তাং ইহ চক্রে উপহ্বয়ে শ্রিয়ং ঐবিশ্তাম্।  
গন্ধদ্বারামিতি গন্ধাকর্ষণীচতুষ্কং বশিষ্ঠাষ্ট্রষ্টকং যোগিনীষাদশকং সংগৃহীতম্।  
তথা চ শব্দুবচনম্ :—

মাতৃকাঃ বশিনীযুক্তাঃ যোগিনীভিঃ সমন্বিতাম্।

গন্ধাষ্ট্রাকর্ষণীযুক্তাং সংন্বয়েন্ত্রিপুর্নাদ্বিকাম্ ॥

ইতি।

অত্রৈদমহুসঙ্কেয়ং—বশিষ্ঠাদয়ঃ শক্তয়ঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্ঘিকা ইত্যুক্তম্। তত্র  
বশিনীশক্তিঃ স্বরাঙ্ঘিকা। স্বরাঃ ষোড়শ অকারাদয়ঃ। তেবাং স্বরূপং সনৎকুমার-  
সহিতারাং পঞ্চশতায়ুক্তং সংক্ষেপেণ কথ্যতে—অকারাঙ্ঘিকা শক্তিঃ অষ্টভুজা  
পাশাঙ্ঘশবরাভয়পুত্রকাক্ষমালাকমণ্ডলুবাধ্যামুদ্রাকরা। এবং আকারাষ্ট্রাঙ্ঘিকাঃ  
শক্তয়ঃ শুভ্রবর্ণাঃ। ইয়াংস্ত বিশেষঃ—অকারাষ্ট্রাঙ্ঘিকারাঃ শক্তেঃ মণ্ডলঃ অশীতি-

লক্ষ্যবোধনায়তম্। আকারস্ত তদ্বিশৃণু। ইকারস্ত নবতিলক্ষবোধনায়তম্।  
ঈকারস্ত তদ্বিশৃণু। উকারস্ত কোটিবোধনপরিমিত-পরিণাহং মণ্ডলম্।  
ঊকারস্ত তদ্বিশৃণু। ঋকারস্ত পঞ্চাশত্তিলক্ষবোধনপরিমিতং মণ্ডলম্। তদ্বিশৃণু  
ঋকারস্ত। তদ্বিশৃণুং ৯কারঃকারয়োরপি। এবং একান্ত সাক্ষিকোটপরিণাহং  
মণ্ডলম্। ঐকার-ঔকার-ঐকারাণাং সমমেব একায়েণ। বিন্দুবিসর্গয়োস্ত অকার-  
দ্বিশৃণুং মণ্ডলম্। বাহনশত্ৰীনাং অকারমণ্ডলাদধ্বং মণ্ডলম্। তাঃ শব্দয়ঃ  
পাশাঙ্কশাক্ষমালাকমণ্ডলুধরাঃ। অন্তহাস্ত পাশাঙ্কশাভরবরকরাঃ। উদ্যোগস্ত পাশা-  
ঙ্কশাক্ষমালাবরকরাঃ। লকারক্ষকারৌ পাশাঙ্কশৈক্ষবশরাসনপুংপবাণযুক্তকরৌ।  
এতাঃ শব্দয়ঃ পঞ্চাশবর্ণাশ্চিকাঃ। কেচিত্তু—স্বরাস্চিকাঃ শব্দয়ঃ স্ফটিকাভাঃ।  
কাদয়ো মাবসানাঃ বিক্রমভাঃ, বাদয়ো নব পীতবর্ণাঃ ক্ষকারঃ অরুণবর্ণঃ ইতি।

অপরে তু—অকারাদয়ো ধ্বন্যবর্ণাঃ, ককারাদয়ঃ ঠাস্তাঃ সিন্ধুবর্ণাঃ, ডাদিকাভা  
গৌরবর্ণাঃ, বাদিলাস্তা অরুণবর্ণাঃ, বাদিলাস্তাঃ কনকবর্ণাঃ \* ; হকৌ তডিদান্তে,  
অস্ত্যলকারস্ত লকার এবান্তত্বং, ইতি বদন্তি। ইদমেবান্নম্নতং ভগবৎপাদা-  
চাৰ্ঘ্যাণামপি সম্বতম্। এতৎসর্বং শ্রুতগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে চম্রকলয়া  
সম্যক্ত্নিরূপিতমস্মভিঃ ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মীধন-কৃত টীকা-মহানু-মহানু।—মাতঃ, (পঞ্চাশৎ  
মাতৃকার্ণ অষ্টবর্ণে বিভক্ত, (১) স্বর, (২) ককারাদি পঞ্চবর্ণ, (৩) চকারাদি পঞ্চ (৪)  
টকারাদি পঞ্চ (৫) তকারাদি পঞ্চ (৬) পকারাদি পঞ্চ (৭) চকারাদি চান্ধিবর্ণ (৮)  
শকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ—এই অষ্টবর্ণে বিভক্ত বর্ণমালায় প্রকৃতি চম্রকান্তমণি-খণ্ড-  
স্তম্ভা বশিনী প্রকৃতি অষ্ট শক্তির এবং দ্বাদশ বোগিনী ও গন্ধাকর্ষিনী প্রকৃতি চকু-  
র্ধার-দেবতার সহিত তোমার ধ্যান যে ব্যক্তি করেন, সরস্বতী-মুখকমল-সৌরভ-মধুর,  
কালিদাসাদি মহাকবি রচনা-সদৃশ মনোহর পদধারা কাব্য নির্মাণে তিনি সমর্থ করেন।

অন্যতঃশব্দ-কৃত-টীকা।—অথ শক্তিবীজাধিষ্ঠাতৃপারাঃ জ্ঞান-  
শব্দে ধ্যানকলমাহ সবিত্ত্বীতি। হে জননি! হে শক্তিবীজস্বরূপে! বশিত্ত্বাভ্য-  
শক্তিভিঃ সহ স্বাং বঃ সন্ধিস্বয়তি স বচোভিঃ বাঙমাত্রেণাপি মহতাং কাব্যানাং  
কর্তা ভবতি, তত্ৰ সামান্তং বাক্যমপি কাব্যার্থং ব্যঞ্জয়তীতি ভাবঃ। বশিত্ত্বাভ্য-  
কিছুভাভিঃ? বাচ্যং সবিত্ত্বীভিঃ বাক্যপ্রসবকর্ত্তীভিঃ। বশিত্ত্বাভ্যনাং বর্ণং মুক্তাবর্ণ-  
বর্ণরসাহ পুনঃ কিছুভাভিঃ? শশিমণিশিলাভঙ্গরচিত্তিঃ চম্রকান্তমণীনাং তমে সতি  
বধা রুচির্ভবতি তথা রুচির্বাং অতিচম্রবর্ণাভিরিত্যর্থঃ। বচোভিঃ কিছুভেৎ? ভক্তি-

\* “হকৌ হকৌ কানৌ বানৌ বা অকর্তব্যঃ” ইত্যাদিকঃ পাঠঃ কতিং পুস্তকে দৃশ্যতে।



সুভূতৈঃ ভক্ত্যা বক্তোক্ত্যা শ্রবণসুখজনকৈঃ । বক্তোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিত্যলঙ্কারঃ ।  
 পুনঃ কিমুভৈঃ ? সরস্বতীমুখপদ্মসৌরভমধুরৈঃ । ওজঃপ্রসাদমাধুর্য্যগুণবিশিষ্টৈরিত্তি  
 ভাবঃ । ওজঃপ্রসাদো মাধুর্য্যমিতি কাব্যগুণা মতা ইত্যলঙ্কারঃ । বশিত্তাত্তি:  
 সহ বধ্যাং ধ্যায়তি, তস্ত মুখে স্থিতা স্বয়ং বাগ্বেদবীতি ভাবঃ । বশিত্তাত্তাশ্চ বশিনী  
 কামেশ্বরী মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশ্বরী কোলিনী চ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—(হে শক্তিকূটাদিষ্ঠাত্রি বা শক্তিবীজাদিষ্ঠাত্রি মাতঃ !)  
 বাহাদের প্রসাদে স্নমধুর বাকাবিশ্রাস করিবার শক্তি জন্মে, বাহাদের শরীরকান্তি  
 চন্দ্রকান্তমণিধণ্ডের দ্বায় প্রদীপ্ত অর্থাৎ অতি শুভ্র, ঐন্দ্রী বশিনী প্রভৃতি অষ্ট  
 শক্তির সহিত তোমাকে যে ব্যক্তি চিন্তা করেন, তিনি সরস্বতীর মুখপদ্ম-সৌরভ-  
 মধুর অর্থাৎ ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট শ্রবণ-সুখকর বক্তোক্তি অলঙ্কার-  
 সম্পন্ন বাক্যসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্যসমূহ রচনা করিতে সমর্থ  
 হইবেন \* ॥ ১৭ ॥

তমুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরুণি-শ্রীধরগিতি-ণ

দ্বিবং সর্ব্বানুসর্ব্বমরুণগুণগনিমগ্নাং স্মরতি যঃ ।

ভবন্ত্যশ্রু ত্র্যশ্রদ্-বন-হরিণ-শালীন-নয়নাঃ,

সহোর্ব্বশ্চা বশ্যাঃ কতি কতি ন গীর্ব্বাণগনিকাঃ ॥ ১৮ ॥

**সঙ্কল্পীশ্বরকৃত-টীকা ।**—তমুচ্ছায়াভিঃ তনোঃ দেহস্ত ছায়াভিঃ  
 কান্তিভিঃ তে ভবত্যাঃ তরুণতরুণিশ্রীসরগিতিঃ তরুণতরুণিঃ বালস্বয়ং, তস্ত শ্রীঃ  
 শোভা, তস্তা ইব সরগিঃ মার্গঃ-সৌভাগ্যমিতি যাবৎ বাসাং তাভিঃ দিবম্ আকাশং  
 সর্ব্বাং উর্ব্বাং কুংছাং ভূমিং, রোদঃপ্রদেশমিত্যর্থঃ । অরুণিমনি আরুণ্যে মগ্নাং,  
 অভ্যরুণামিতি যাবৎ । বধ্যা অরুণিমনিমগ্নাং নিতরং মগ্নাম্ । যথোক্তং শব্দানাং :—

যাবকাকৌ নিমগ্নাং যে দিবং ভূমিং বিচিস্তয়েৎ ।

তস্ত সর্ব্বা বশং বাতাঃ ত্রৈশ্রদ্ভবনো ক্রতম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি । অতঃ অরুণিমনিমগ্নেণ স্মরিত্বাৎ, যাবকাকিমধ্যস্থিতামিত্যর্থঃ ।  
 স্মরতি চিস্তয়তি যঃ সাধকঃ, ভবন্তি অশ্রু সাধকস্ত ত্র্যশ্রদ্ভবনো ক্রতম্,

\* এই স্থলে সৌঃ এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানশক্তির ধ্যান কথিত  
 হইল । বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তি বধ্যা—বশিনী, কামেশ্বরী, মোহিনী, বিমলা, অরুণা,  
 জয়িনী, সর্বেশ্বরী ও কোলিনী ।

† 'সরগিতিঃ' ইতি ল ‡ 'অরুণিমনি' ইতি ল § 'বশব্দ' ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রস্তস্তো বনহরিণাঃ,—বনশব্দঃ সচ্ছন্দচারিত্বলক্ষণয়া অতিদ্রাসং লক্ষয়তি—  
তেষামিব শালীনে হ্রীণে, অতিস্থলরে ইতি যাবৎ, নয়নে যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ  
সহ সাক্ষ্য, উর্কশী নাম দেবগণিকা তয়া, বস্তাঃ বশংগতাঃ। কতিকতি  
আভীক্ষ্যে বিরক্তিঃ। ন নিষেধে। গীর্কীগণিকাঃ দেববান্ধনাঃ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে ভগবতি! তরুণতরুণীসরগিভিঃ তে তলুচ্ছার্যভিঃ  
সর্ক্সাং দিবং উর্কীং চ অরুণিমনি মধ্যাং যঃ স্রতি অশ্রু ত্রস্তদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ  
গীর্কীগণিকাঃ উর্কশী সহ কতিকতি ন বস্তা ভবন্তি? সর্ক্সা অপস্রসো বস্তা  
ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকার-অনুবাদ।—হে ভগবতি, যে সাধক  
নবোদিত দিনকরকাস্তি-সদৃশ স্রীমতী ভবদীয় দেহপ্রভায় সমগ্র নভোমণ্ডল ও  
ভূমণ্ডলকে অলঙ্কার-রাগ-সাগরে-নিমগ্ন বলিয়া ধ্যান করেন, ভয়চকিত বনহরিণ-  
চাক্র-নয়না কত শত অমরগণিকা উর্কশীসহ তাঁহার বশীভূতা না হইয়ন? ॥ ১৮ ॥

অচ্যুতানন্দ-কৃতটীকা।—অথ শক্তাধিষ্ঠিতরূপায়াঃ জ্ঞানশক্তেৰ্ধ্যান-  
ফলমাহ তলুচ্ছার্যেতি। হে মাতঃ! তব দেহকাস্তিকিরণৈঃ অরুণ-মণিময়াং  
স্বৰ্ধ্যাকান্তমণিবর্ণৈর্য্যাপ্তাং সর্ক্সাং উর্কীং দিবঞ্চ তদ্বর্ণব্যাপ্তাং যঃ স্রতি, তস্ত উর্কশী  
প্রধানাল্পরসা সহ কতি কতি গীর্কীগণিকাঃ অপরমিতদেববান্ধনা বস্তা ন ভবন্তি?  
ভবন্ত্যেব। তলুচ্ছার্যভিঃ কিস্তুতাভিঃ? তরুণতরুণী-সরগিভিঃ মধ্যাহ্নস্বৰ্ধ্যশোভাং  
প্রাপ্তাভিঃ। গীর্কীগণিকাঃ কিস্তুতাঃ? ত্রস্তদ্বনহরিণানামিব চকিতনয়না উর্কশী সহ  
যাসাং তাঃ। ত্রস্তদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি নয়নচাক্ষুয্যং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—মাতঃ! তোমার দেহকাস্তি মধ্যাহ্নকালীন স্বৰ্ঘ্যের জ্বায়  
সমুচ্ছল; যে ব্যক্তি তদ্বারা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল স্বৰ্ধ্যাকান্ত-মণি-কিরণ-  
নিমগ্ন এইরূপ ভাবনা করেন, ভীতা বনহরিণীর জ্বায় চকিতনয়না উর্কশী সহ  
কত কত অল্পরা তাঁহার বশীভূত না হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥\*

মুখং বিন্দুং কৃষ্ণা কুচযুগমধস্তস্য তদধো,

হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ যঃ হরমহিষি তে মম্মথকলাম্।

স সত্ত্বঃ সজ্জ্ঞেভঃ নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু,

ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দ্রস্তনযুগাম্ ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকা।—মুখং বক্তৃং বিন্দুং বিন্দুৰূপং কৃষ্ণা, বিন্দু-

\* এই স্থলে শঙ্করাচার্যের টীকা পাঠ্য জ্ঞানশক্তির ধ্যানকল বিবৃত হইল।

† ‘হকার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ যো’ ইতি লক্ষ্মীধরসম্বক্তা পাঠঃ।

স্থানে মুখং ধ্যাত্বৈত্যর্থঃ । কূচযুগং স্তনদ্বয়ং অধঃ অধস্তাৎ তস্ত মুখস্ত । তদধঃ  
তস্ত কূচযুগস্ত অধঃপ্রদেশে হর্যাকিং হরস্ত অর্কং শক্তিং ত্রিকোণং বোনিমিতি  
বাবৎ । ধ্যাত্বৈৎ চিন্ত্যৈৎ যঃ সাধকঃ । “তত্র” ইত্যধ্যাহার্য্যম্ । হরমহিবি !  
হরস্ত সদাশিবস্ত মহিবি জায়ে তে ভবত্যাঃ মন্থকলাং কামরাজবীজম্ । সঃ  
সাধকঃ সত্ত্বঃ তদানীমেব সংক্ষেভঃ চিন্তবিকারং নরতি প্রাপরতি বনিতাঃ  
ত্রিঃ । ইতিশব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণভোতকঃ । অতিলঘু অতিতুচ্ছম্ । ত্রিলোকী-  
মপি ত্রিভুবনমপি আশু শীঘ্রং ভ্রময়তি রবীন্দ্রস্তনযুগাং—রবীন্দ্র স্বর্ষচন্দ্রৌ,  
তাবেব স্তনৌ, তয়োঃ যুগং যুগ্মং যন্তাঃ সা ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে হরমহিবি ! মুখং বিন্দুং কৃৎস্না, তস্তাধঃ কূচযুগং  
কৃৎস্না, তদধঃ হর্যাকিং কৃৎস্না, তত্র তে মন্থকলাং যঃ ধ্যাত্বৈৎ সঃ সত্ত্বঃ বনিতাঃ  
সংক্ষেভঃ নরতীতি যৎ তৎ অতিলঘু, কিন্তু রবীন্দ্রস্তনযুগাং ত্রিলোকীমপি আশু  
ভ্রময়তি । অত্র ত্রিলোক্যাঃ রবীন্দ্রস্তনযুগদ্বয়বিশেষণেন ত্রীদ্বারোপগম্য অয়ং  
মাদনপ্রয়োগো বনিতাস্থেব প্রযোক্তব্যমিতি জ্ঞাপয়িতুম্ ।

অত্রৈদমন্তনুসংক্ষেপম্—সাধকঃ ত্রিকোণে বিন্দুস্থানে সাধায়াঃ কাস্তায়ঃ বক্তৃৎ  
ধ্যাত্বা, তদধস্তাৎ তস্তাঃ কূচযুগং ধ্যাত্বা, তৎ কূচদ্বয়স্তাধস্তাৎ তস্তাঃ বোনিং  
বিচিন্ত্য তত্র বক্তৃকূচদ্বয়বোনিষু প্রধানাঙ্গেষু মারবীজং সক্ষিস্ত্য তয়া কাস্তয়া  
আত্মনস্তাদাদ্ব্যং সম্পাদয়েৎ । যথোক্তং চতুঃশত্যাং—

বিন্দুং সক্ষমা বক্তৃং তু তদধস্তাৎ কূচদ্বয়ম্ ।

তদধঃ হর্যাকিং তু চিন্ত্যৈত্তদধোমুখম্ ॥

তত্র কামকলারূপামরুণাং চিন্ত্যৈদিহ ।

ততস্তেনৈব রূপেণ নিজরূপং বিচিন্ত্যৈৎ ॥

ইতি । এবং মাদন-প্রয়োগাঃ অনেক সনৎকুমারসংহিতায়াং সপ্তশত্যাংক্যঃ ।  
অত্র কতিচন নিরূপ্যন্তে :—

বিন্দৌ তদ্বক্তৃমারোপ্য তদধো বাহুযুগ্মকম্ ।

তদধঃ কূচযুগ্মং তু তদধো বোনিমেব চ ॥

এতেষু পঞ্চস্থানেষু পঞ্চবাণাঘিচিন্ত্যৈৎ ॥

পঞ্চবাণবীজানি যুগ্মে বাহুযুগ্মে কূচমধ্যে বোনিমধ্যে বণাক্রমং ত্রাং ত্রীং  
ক্লীং ক্লুং স ইতি চিন্ত্যৈৎ ইত্যর্থঃ । অয়ং প্রয়োগঃ কামরাজপ্রয়োগময় এব ।

ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে অধোবক্তৃং বিচিন্ত্যৈৎ ।

বিন্দোরূপগ্নিভাগে তু বক্তৃং সক্ষিস্ত্য সাধকঃ ॥

তত্ত্বপৰ্য্যেব বন্ধোজঘিতয়ঃ সংস্নেহবৃথঃ ।

তত্ত্বপৰ্য্যেব যোনিং চ ক্রমশো ভুবনেশ্বরীম্ ॥

ঐবিভাং কামরাজঃ চ বিস্তৃত্তাং হিমোহরেৎ ॥

অরং প্রয়োগঃ—“মুখং বিন্দুং কৃষ্ণা” ইতি প্রয়োগাদ্ অতিলীজকরঃ । অত্রাপি পঞ্চবাণপ্রয়োগঃ পূর্ববৎ । এবমেতাদৃশমাদনপ্রয়োগাঃ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ অবগন্তব্যঃ গ্রন্থবিত্তারভারাক্রান্তাঃ ॥ ১২ ॥

**সম্বীক্ষক-ততীকানুবাদ** ।—(‘মাদন’ নামক প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে হরমহিষি, যে (সকাম) সাধক, ঐচক্রের বিন্দুস্থানে (কামিনীর) মুখ, তাহার অধোদেশে স্তনযুগল, তাহার অধোদেশে বরাজ ধ্যান এবং তাহাতে আপনার কামরাজবীজ ভাবনা করত নিজকে তন্ময় চিত্তা করিবে, সে ব্যক্তি যে কামিনীদিগকেই সংকোভবৃত্ত করিবে, ইহা অতি সামান্য, স্বর্ঘ্যচক্র-স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকে বিধূর্ণিত সংকুভিত করিতে তাহার সামর্থ্য হয় ॥১২॥

**অন্যতানন্দ-তীকা** ।—অথ পঞ্চমবাণে অভেদবুদ্ধ্যা আত্মানং শিব-রূপমেকাত্মানং বিভাষ্য আধারাৎ পরমশিবাত্তং হৃদরূপাং হৃদ্যাং কুণ্ডলিনীং সৰ্ব-শক্তিরূপাং বিভাষ্য সত্ত্বরজস্তমোগুণসূচকং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্ত্যাঙ্ককং স্বর্ঘ্যচক্ররূপং বিন্দুত্রয়ং তস্তা অঙ্গে বিভাষ্য অধস্তিৎকলাং ভাবয়েদিতি কামকলাং ধ্যয়েৎ । তদেব কামকলাধ্যানমাহ মুখমিতি । স্বকলয়া বিধং হরতীতি হরঃ । হে হর-মহিষি ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপে ! তব মন্থধকলাং ত্রিগুণাঙ্ককবিত্ত্বিতি বো-ধ্যয়েৎ, স সত্ত্বস্তমোক্ষণাং বনিতা হস্তপদাদিঘটিতদেহাঃ ত্রিযঃ সজ্জোভং নয়তি ইতি অতিভূচ্ছম্, আত্ম লীজং ত্রৈলোক্যাত্মতাং নারিকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমবৃত্তং করোতি । নারিকাত্মে কারণমাহ,—সবীন্দুস্তনযুগাং চক্রস্বর্ঘ্যমণ্ডলস্তনবন্দ্যম্ । ত্রৈলোক্যানারকঃ স ভবতীত্যর্থঃ, কণ্ঠকারং ধ্যায়ৈদিত্যাহ,—মুখং বিন্দুং কৃষ্ণা রজোগুণসূচকং বিরিক্যাঙ্ককং বিন্দুং মুখং কৃষ্ণা তস্তাথে হৃদয়স্থানে সত্ত্বতমো-গুণসূচকং হরিহর্যাঙ্ককং বিন্দুঘরং কুচযুগং কৃষ্ণা তস্তাধঃ যোনিং গুণত্রয়হটিকাং হরিহর্যবিরিক্যাঙ্ককং হৃদ্যাং চিৎকলাং হকারাঙ্কং কৃষ্ণা বোস্তত্ত্বর্গতজিকোণাকৃতিং কৃষ্ণা ধ্যায়ৈদিতি সৰ্বজ্ঞাঘরঃ । তথাচ ঐক্সমে,—“বিন্দুত্রয়স্ত দেবেশি প্রথমং দেবি বক্তৃকম্ । বিন্দুঘরং স্তনবন্দ্যং হৃদস্থানে নিযোজয়েৎ । হকারাঙ্কং কলাং হৃদ্যাং যোনিমধ্যে বিচিত্রয়েদিতি ॥” তদ্বক্তং ভাবচূড়ামণৌ,—“মুখং বিন্দুবদ্যাকারং তদধঃ কুচযুগকম্ । তদধঃ সপরাঙ্কং স্পর্শরিক্তমণ্ডলম্” ইতি ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—হে হরমহিষি ! যে সাধক উচ্ছ্বিত বিন্দুকে তোমার

বদনস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুস্বরূপে তোমার, স্তনযুগলস্বরূপ করন। করিয়া তাহার নিয়তাপে স্তন চিংকলাকে হকারার্ধি অর্থাৎ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে কামকলা-রূপা চিন্তা করেন, তাহার পক্ষে কামিনীগণকে সন্তুষ্ট উদ্ভাস্ত করা ত অতি তুচ্ছ কথা, তিনি চন্দ্রস্বরূপস্তনযুগলশোভিতা ত্রিলোকীকরূপা নাগিকাকেও অতি শীঘ্র বিভ্রাণ্ড (মুগ্ধ বা অস্থির) করিতে সমর্থ হন। অপর অহুবাদ এই,—নিম্নে (ঐচ্ছিক) বিন্দুস্থানে (সাধা রমণীর) মুখ, তাহার অধস্থানে স্তনদ্বয়, তাহার ত্রিকোণ-অঙ্গ চিন্তা করিবে, হে হরমহিষি ! (এই অঙ্গদ্বয়ে) যে সাধক, তোমার কামরাজবীজ ধ্যান করেন,—(অর্থাৎ এইরূপে বশীকরণ প্রয়োগ করেন) তাহার পক্ষে সাধারণ রমণীগণের মনঃকোভ অর্থাৎ কামভাব উদ্দীপনে বশীভূত করা ত সামান্য কথা, রবি-শশি-মণ্ডলস্বরূপ স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকেও তিনি বিভ্রাণ্ড (মুগ্ধ) করিতে পারেন (ইহা দ্বী-বশীকরণ প্রয়োগ) ॥ ১১ ॥

**তাৎপর্য্য।**—পঞ্চমবাগের সময় স্বীয় আত্মাকে শিব হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করত মূলধারচক্র হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত তড়িৎসদৃশ তেজোময়ী মৃণাল-সূত্রের দ্বারা অতীবসুন্দর কুলকুণ্ডলিনীকে সর্বশক্তিরূপা চিন্তা করিয়া রজঃসম্ব-তমোণ্ডগচ্ছক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ এবং সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রস্বরূপ বিন্দুত্রয়কে সেই কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে চিন্তা করত তাহার অধঃস্থলে চিংকলা ধ্যান করিবে অর্থাৎ উপরিস্থিত বিন্দু রজোণ্ডগচ্ছক ও ব্রহ্মাঙ্গক ; ইহাকে দেবীর মুখস্বরূপে ভাবনা করিতে হইবে। তাহার অধঃস্থানে হৃদয়প্রদেশে সম্বতমোণ্ডগচ্ছক হরি-হর্যাঙ্গক যে বিন্দুস্থ আছে, উহাকে কামকলাদেবীর কুচযুগলরূপে করন। করিবে। তাহার নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপা সূন্দরী চিংকলাকে হকারার্ধি ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে ঐক্ৰমে কথিত আছে যে, দেবি ! বিন্দুত্রয়ের মধ্যে উর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে স্তনযুগলরূপ বিন্দুস্থ স্থাপন করিবে। ইহার নিম্নে সূন্দরী চিংকলাকে হকারার্ধি অঙ্গরূপ ভাবনা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

কিরস্তামঙ্গৈভ্যঃ কিরণনিকুরস্মায়ুতরসং,

হৃদি স্মাধস্তে হিমকরশিলামুর্তিমিব যঃ ।

স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুস্তাধিপ ইব,

স্বরপ্পুষ্কং \* দৃষ্ট্য স্তথয়তি স্তথাসার † শি(স)রয়া ॥২০॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—কিরস্তীং বর্ষস্তীং অঙ্গৈভ্যঃ অবরবেভ্যঃ কিরণ-

নিকুরখামৃতরসং—কিরণানাং মরীচীনাং নিকুরখং সমুৎসং, তস্মাদ্ভুংগঃ অন্তরঙ্গঃ, তন্ম। হৃদি হৃদয়ে স্বাং ভবতীম্ আধতে অরতীতি বাৎ। হিমকরশিলামুত্তিং হিমকর-শিলায়াঃ চক্ৰকাস্তমণেঃ মুক্তিং পুত্তলিকাং সালভজিকাং চক্ৰকাস্তমণিনির্মিতদেহাম্ ইব যঃ সাধকঃ, সঃ সাধকঃ সর্পাণাং দর্পং শয়য়তি শকুন্তাধিপঃ শকুন্তানাং পক্ষিণাম্ অধিপো গরুড়ান্ ইব। ইবেতি সম্ভাবনং যাম্—গরুড়াদাকাংকারিষ্মদ্রাং ন ভবতি, তৎকার্যকারিষ্মদপি সম্ভাবিতমিতি, গরুড়ান্ ভূষা, প্রত্যক্ষো গরুড়ানিবেত্যর্থঃ। অরঙ্গুটান্ অরংগুটান্ সমুত্তান্ দৃষ্ট্য বীক্ষণেন। অত্র দৃষ্টিপ্রয়োগঃ কথিতঃ। সুখয়তি সুখিনঃ করোতি। “তং করোতি” ইতি পিচি “পারিষ্ঠিতং প্রাপ্তিপদিকন্ত” ইতি টিপোণঃ। এবং সুখরতীতি রূপং সিদ্ধম্। সুধাধারসিরসঃ সুধায়াঃ অধার-ভূতা সিরাসমৃতস্তম্ভিনী নাড়ী। যদ্বা—সুধা ধারাম্বিকা যন্তাং সিরাসমিতি বহু-ত্রীহিঃ। “জিহ্বাঃ পুংবদ্ ভাষিতপুংস্বাৎ” ইত্যাদিনা পুংবক্তব্যঃ। সুধাধারা চাসৌ সিরাস চ তয়া। সুধাসারসিরসেতি বা পাঠঃ—সুধানারাম্বিকা সিরাস।

অত্রৈখং পদযোগেন—হে দেবি! যঃ সাধকঃ অল্পেভ্যঃ কিরণনিকুরখামৃত-রসং কিরন্তীং হিমকরশিলামুত্তিমিব স্বাম্ হৃদি আধতে, সঃ শকুন্তাধিপ ইব দৃষ্ট্য সর্পাণাং দর্পং শয়য়তি। সুধাধারসিরস্যা দৃষ্ট্য অরঙ্গুটান্ সুখয়তি।

অনেন শ্লোকেন গারুড়প্রয়োগঃ উক্তঃ। তদ্বক্তং চতুঃশতায়াম্—

যগ্মাসধ্যানযোগেন জায়তে গরুড়োপমঃ।  
দৃষ্ট্যাকর্ষয়েত লোকং দৃষ্ট্যেব কুরুতে বশম্॥  
দৃষ্ট্য সংকোভয়েরারীং দৃষ্ট্যেব হরতে বিবম্।  
দৃষ্ট্য চাতুর্ধিকাদীংশ্চ জরান্ নাশয়তে কণাৎ॥  
চক্ৰকাস্তশিলামুত্তিং চিত্তদ্বিষা বিনাশয়েৎ।  
তাপজরানশেষাংশ্চ শীত্রেণ তাক্ষ্য ইবাপরঃ॥  
গরুড়ধ্যানযোগেন অরগাশয়েষিষম্॥

ইতি। অতশ্চ প্রাতিতিকমবয়ং—‘যথা শকুন্তাধিপঃ সর্পাণাং দর্পং শয়য়তি এবং সাধকেভ্যঃ অরঙ্গুটান্ সুখয়তীতি’ তিরস্কৃত্য, সাধকেভ্যো অরঙ্গুটান্ সুখয়তি সর্পাণাং দর্পমপি শকুন্তাধিপ ইব শয়য়তীত্যপ্রতিমিত্যতুল্যক্লেষম্॥ ২০ ॥

সম্মতীকৃত-তা-এ-অস্মীনুবাদ।—(গারুড় প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে দেবি! যে সাধক, সকল অজ হইতে কিরণ-নিকর-সুধাবিধি চক্ৰ-কাস্তমণি-প্রতিমার দ্বারা আপনাকে (ছয় মাস) ধ্যান করেন, তিনি ঋগুরাজ গরুড়ের

ভায় দৃষ্টিমাত্রে সর্পগণের দর্পনাশ করেন ; তিনি সুধানিষান্ধিনী শিরা তুলা দৃষ্টি  
দ্বারা অরসন্তপ্তদিগকে সুস্থ করেন ॥ ২০ ॥

**অচ্যুতামন্দকৃত-টীকা।**—অথ কামকলা-ধ্যানমাহ কিরস্তীমিতি ।  
হিমগিরিশিলামূর্ত্তিমিব অর্থাৎ অতি স্নিগ্ধতরাং হ্যাং বো হৃদি আধতে অর্পয়তি শকুন্তা-  
ধিপ ইব স সর্পাণাং দর্পং বিধং শময়তি । হ্যাং কিন্তুতাম্ ? অজ্ঞেভ্যঃ কিরণ-  
নিকুরষামৃতরসং কিরণসমূহামৃতরসং কিরস্তীং বিস্তারয়স্তীম্ । সুধাধারসিরিয়া  
সুধাশ্রবণনাড়ীরূপরা দৃষ্ট্যা অরস্তুঃ জনং সুখয়তি । সুধাধারসিতয়েতি কচিং  
পাঠঃ । চন্দ্রমণ্ডলবৎ স্নিগ্ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরস  
বিস্তার করিতেছেন, যাহার মূর্ত্তি হিমাচলশিলার ভায় অতীব স্নিগ্ধতরা, তুমিই সেই  
কুলকুণ্ডলিনী কামকলা । যে সাধক তোমার এবংবিধ স্থলরূপ ধ্যান করেন, তিনি  
দৃষ্টিমাত্র গরুড়ের ভায় সর্পবিধ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ভায়  
স্নিগ্ধতমা সুধাশ্রবণনাড়ীস্বরূপা দৃষ্টি দ্বারা অরাতিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী  
করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ \*

তড়িল্পেখা † তস্ত্রীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ীং,

নিষগ্নাং যগ্নামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্ ।

মহাপদ্মাটব্যং মৃদুতমমমায়েন ‡ মনসা,

মহাস্তুঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্ ॥ ২১ ॥

**লজ্জাশঙ্করকৃত-টীকা।**—তড়িল্পেখা বিছাল্পেখা তৎ তস্ত্রী দীর্ঘস্বস্রা  
জ্যোতির্শ্রী ক্ষণপ্রভা চ তাম্ । স্থিরসৌদামিন্যাঃ ক্ষণপ্রভাষম্ আজ্ঞাচক্রে  
ক্ষণমাত্রদর্শনাৎ । এতচ্চ আজ্ঞাশ্রুত-নিরূপণাবসরে পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্ । তপন-  
শশিবৈশ্বানরময়ীং সূর্যা-চন্দ্রানলাগ্নিকাম্ । এতচ্চ ত্রিধণ্ডনিরূপণাবসরে সমাণ্ড-  
নিরূপিতম্ । নিষগ্নাম্ আসীনাম্ । যগ্নাং যট্‌সম্ব্যাকানাম্ । অপিঃ সমুচ্চয়ে—গ্রহিত্রয়ং  
সমুচ্চিনোতি । গ্রহিত্রয়স্তাপি উপরি কমলানাং পদ্মানাম্ । যট্‌চক্রাণাম্ আধার-  
স্বাধিষ্ঠানমপিপুরকানাহতবিশুদ্ধ্যাজ্ঞাশ্রুকানাং কমলস্বরূপকং পূর্ব্বমেব নিরূপিতম্ ।  
তব ভবভ্যাঃ কলাং সাদাখ্যাং বৈন্দবীকলাম্ । মহাপদ্মাটব্যং মহাস্তুি বহুনি  
পদ্মানি পদ্মদলানি সহস্রসংখ্যাকানি, তাগ্নেব অটবী, তস্ত্রাঃ সহস্রদলকমলকর্ষি-  
কারারামিত্যর্থঃ । যদ্বা—মহাপদ্মং সহস্রদলকমলং, তদেব অটবী, তস্ত্রাম্ ।

\* ইহা দ্বারা কামকলার স্থলধ্যান কীৰ্ত্তিত হইল ।

† 'তড়িল্পেখা' ল ।

‡ 'বৃষিতবলমাজ্ঞন' ল ।

মুদিতমলমারেন মুদিতা ক্ষপিতাঃ মলাঃ কামাদয়ঃ মায়াহবিষ্টাহস্তিতাহ্কারাদয়ঃ  
বস্ত তৎ তেন মনসা অন্তঃকরণেন মহাস্তঃ যোগীশ্বরঃ পশ্চস্তঃ সাদাখ্য-  
কলাসুখাধারানিয়ন্তকম্ অমুভবস্তঃ দধতি অবরুদ্ধতে পরমাক্সাদলহরীঃ পরমঃ নিরতি-  
শয়ঃ, আক্সাদঃ সুখবিশেষঃ, তস্ত লহরীঃ উদ্বেককম্ উজ্জ্বিতপরমানন্দঃ সাদাখ্য-  
কলাবৃত্তাস্তবজ্রনিতং, সৰ্বদা সম্পাদয়ন্তীতার্থঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তটিল্পেখাতরীঃ তপনশশিবৈখানরমরীঃ  
যজ্ঞাঃ কমলানামপ্যুপরি মহাপদ্মাটব্যাং নিষজ্ঞাং তব কলাং মুদিতমলমারেন  
মনসা পশ্চস্তো মহাস্তঃ পরমাক্সাদলহরীঃ দধতি ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মীধররুতটীকার মন্তানু-মতঃ ।—ভগবতি, বিদ্যামতার  
স্তার দীর্ঘস্থি আভ্যচক্রে কণমাত্র দৃষ্টা সূর্য্যচক্রে-বহ্নি-স্বরূপা ষট্ চক্রগণের উদ্ভে,  
সহস্রদলকমলবনে সাদা-নারী ভবদীয় কলার মৃতধারা-নিবান্ধ, যে মহাপুরুষের  
মলমায়াবিহীন জদয়ে অমুভব করেন, তাঁহার। পরমানন্দলহরী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

অন্যতানন্দরুত-টীকা ।—কামকল্যাঃ স্থলধ্যানমুক্তাঃ স্থলধ্যান-  
মাহ তড়িদিমাদি । হে মাতঃ ! মহাস্তো যোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মুহুতমং  
সুস্থখং বধা স্তাং তথা মনসা পশ্চস্ত পরমাক্সাদলহরীঃ ব্রহ্মসুখামুভবং দধতি প্রাপু-  
বন্তি ।—মনসা কিস্তুতেন ? অমারেন মায়ারহিতেন । কিস্তুতাম্ ? তড়িল্পেখা-  
তরীঃ সুস্থম্মতেজঃস্বরূপাং তপনশশি-বৈখানরমরীঃ বিন্দুত্রয়কারণভূতাং যজ্ঞাং কমল-  
নাম্ উপরি নিষজ্ঞাং ষট্চক্রোপরি স্থিতাম্ । কুত্র ? মহাপদ্মাটব্যাং সহস্রদল-  
রূপারণো পত্রাণাং বাহুল্যাদরণাশ্রম্ । তথা চ যামলে—“মহাপদ্মবনাস্তঃস্বে কারণা-  
নন্দবিগ্রহে । সৰ্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি ॥” ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! যে সমুদায় মহাত্মা যোগী প্রশান্তজনে মারা-  
পরিপূর্ণচিত্তে ষট্চক্রের উপরি ব্রহ্মরুপস্থিত সহস্রদল-পদ্মধ্যে তড়িল্পেখার স্তার  
স্থম্মতমা চক্রসুখাধিকরূপ বিন্দুত্রয়ের কারণভূতা কামকলারূপা স্বদীয় স্থম্মমুগ্ধি দর্শন  
করেন, তাঁহারাই পরম আনন্দলহরী ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার।  
অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দসুখামুভব করেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ।—একশ্রেণে কামকলা-ভব নিরূপিত হইতেছে । এই কামকলা  
মহাপ্রিয়রসস্বরূপা অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ তিনি প্রিয়রসস্বরূপী  
নামে খ্যাত হইয়াছেন । দক্ষিণামুগ্ধি-সংহিতাতে কথিত আছে যে, “বিন্দুত্রয়লম-  
বোপাং ত্রিবিধৌ প্রিয়রা হিতা । বিন্দুং সংকল্পয়েদবস্ত্ৰং তস্তাখ্যাত্যং কুচবদম্ ॥  
তদখঃ সপরাধিত চিত্তয়েত্তদধোগতম্ । এবং কামকলারূপা সাকাদম্বরূপিণী ॥”—



অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরাদেবী অবস্থিতা রহিয়াছেন। উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধঃ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। ইহার নীচে হকারার্ধ চিত্তা করিতে হইবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রহ্মরূপা। কামশব্দের অর্থ কমনীয়া, কলাশব্দের অর্থ চন্দ্র ও সূর্য্য-স্বরূপা। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে,—“মুখং বিন্দুবদ্যাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ববিভাষ্যতাপূর্ণং সর্ববাগ্‌বিভবপ্রদম্। সর্বার্থসাধকং দেবি সর্বরঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপার্বকিত্ত্বমুগরিকৃতমণ্ডলম্। সর্বদেবাদিত্বতঃ তৎ সর্বদেবনমস্কৃতম্। সর্বাহ্বাদানসম্পূর্ণং সর্ববর্ণপ্রবর্তকম্। এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোক্তমৈঃ॥”—উর্দ্ধস্থিত এক বিন্দুকে মুখরূপে ভাবনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় সর্ববিভারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ববিধ বাক্‌শক্তিপ্রদায়ক ও সর্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্ধ বিভাগ করত তাহার চতুর্দিকে বরাদ্ধমণ্ডল চিত্তা করিতে হইবে। ইহা সর্বদেবের আদিরূপ, সর্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণ কামকলার এই হৃদয়স্থান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেন।

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিনী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিগণ সর্বদাই ইহার অর্চনা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহা নিফল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিদ্যু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈকুণ্ঠী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার উর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নে চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্ধ আছে, তাহা শক্তিস্বরূপা পৃথিবী। এই কামকলাই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক জগতে আগুরুক রহিয়াছেন।

এই কামকলা-বিভা চক্রবিভাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই কামকলার ধ্যান করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তত্তত্ত্বজ্ঞে বিলয়প্রাপ্ত করিতে হইবে। পরে কামকলার উত্তরার্ধে সমুদায় বিলয় করিয়া যদি সাধক বাহুবিশেষের উপলক্ষি ভ্রম্য করতঃ মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অমৃতত্ব পূর্ব্বক সহস্রদশকমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তবে তিনিই যোগী, তিনিই কোল এবং তিনিই সেবা। যিনি বাহ ও অভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে গুরুর নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আগমকল্পকর্ম—পঞ্চমশাখাতে উক্ত হইয়াছে,—“অখিলজনজীবকমলিনী বামেশ্বরা  
ত্রিবিন্দোমুখাশ্চেন্ন অশ্চেন্ন কুচবন্ধং শেখাভেনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাং সা কালী গৌরী  
তক্ষণে।”—অর্থাৎ যিনি অখিলজীবের ষট্চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই  
কুলকুণ্ডলিনীই স্বল্পরূপে কামকলা বলিয়া বিখ্যাত।। ত্রিবিন্দু দ্বারা এই মূর্তি  
কল্পনা করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট একবিন্দু মুখস্বরূপ এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তন-  
যুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব, হস্ত,  
অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পনা করিতে হইবে। এই বিন্দুত্রয় দ্বারা ভগবতীর দেহের উত্তরার্ধ  
কল্পনা করিয়া হকারার্ধ দ্বারা তীহার চরণ প্রভৃতি কল্পনা করিবে। এই  
ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী, তারা, গৌরী প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া  
 থাকেন।

বৃহৎসূক্ত্রমে বর্ণিত আছে,—“বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বনাবয়বমূল্যরী। বিন্দুগ্রে  
কুটিলীভূয় যামাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিংকলা পরা।  
শক্তীশানগতা রেখা প্রতাগাধেয়মাত্রগা। জ্যোষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।  
বক্রীভূতা পুনর্কীর্ত্তমে প্রথমাকুরমাগতা। ইচ্ছা দক্ষসমায়োগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা।  
পরত্রক্ষস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু।  
তন্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্ত্ররূপিনী। আধারং পুনরাগত্য ত্রি-মিতং গ্রহিসংযুতম্।  
দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরাধিস্বরূপিনী। পরত্রক্ষস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।”—ইহার  
তাৎপর্য্য এই যে, কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অঙ্কুরভাবে পদ্মবন-  
বিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রাক্তভূত হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকস্থিত কামবিন্দু  
অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থ বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটি রেখা হইবে। এই  
রেখার নাম বামাশক্তি ও চিংকলা। ঐ রেখা পুনর্কীর্ত্তি ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে  
বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যোষ্ঠা-  
শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। এই রেখা পুনর্কীর্ত্তি বায়ুকোণস্থিত বিন্দু হইতে  
অঙ্কুরিত পূর্বোক্ত প্রথমাকুরে দক্ষিণদিকস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই  
রেখাকেই রৌদ্রী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা  
হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হয়েন। এই কামকলাই ত্রক্ষস্বরূপা ত্রিপুরা  
ও পরমেশ্বরী। পূর্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণ দিকে যে আর একটি অঙ্কুর হইবে,  
তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবাকারে পরিণত হইবে। প্রণব হইতে পুনর্কীর্ত্তি অঙ্কুর  
উৎপত্ত হইয়া মৃণালতন্ত্রের আকারে মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিবে। তৎপরে ঐ  
রেখা মূলাধারে গমন করত ত্রিঘলরাকারে বরভূজিগ বেষ্টন করিয়া থাকিবেন।

এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্ধ প্রকাশিত হইবে ।

এই কামকলাই পরব্রহ্মরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী ॥ ২১ ॥

ভবানি হং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সক্রুণা-

মিতি স্তোতুং বাঙ্কন্ কথয়তি ভবানি ভ্রমিতি যঃ ।

তদৈব হং তস্মৈ দিশসি নিজসায়ুজ্যপদবীং,

মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমু(ম)কুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥

**সঙ্গীতরস-প্রবর্তিকা** ।—হে ভবানি ! ভবন্ত পত্নি ! হং ভবতী দাসে ময়ি দাগভূতে কিঙ্করে ময়ি বিতর দেহি দৃষ্টিং কটাক্ষং সক্রুণাং কৰুণাবৃত্তাম্ ইতি এবংপ্রকারেণ স্তোতুং স্তোত্রং কর্তুং বাঙ্কন্ ইচ্ছন্ কথয়তি বদতি ভবানি ভ্রমিতি । “ভবানি হং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সক্রুণাম্” ইতি বাক্যপ্রতীকঃ “ভবানি হম্” ইত্যেবং যঃ সাধকঃ, তদৈব “ভবানি হম্” ইতি বাট্যকদেশোচ্চারণসময় এব হং ভবতী তস্মৈ বাট্যকদেশোচ্চারণকায় দিশসি দদাসি নিজসায়ুজ্যপদবীং নিজস্ত আশ্রয়ঃ সায়ুজ্যপদবীং তাদাশ্রাম্ । মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমকুটনীরাজিতপদাং—মুকুনো বিকুঃ, ব্রহ্মা ব্রহ্মিণঃ, ইন্দ্রঃ আখণ্ডগঃ, তেবাং ফুটঃ যথা ভবতি তথা মকুটে: নীরা-জিতে নীরাজনবিধিক্রিয়াবিশিষ্টে পদে পাদাশ্রুজে যস্তান্তাম্ ।

**অত্রৈখং পদযোজনা**—হে ভবানি ! হং দাসে ময়ি সক্রুণাং দৃষ্টিং বিতরতি স্তোতুং বাঙ্কন্ ভবানি ভ্রমিতি যঃ কথয়তি তস্মৈ তদৈব হং মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমকুট-নীরাজিতপদাং নিজসায়ুজ্যপদবীং দিশসি ।

**অরমর্থঃ**—“ভবানি হং দাসে ময়ি” ইত্যাদি বাক্যপ্রতীকে “ভবানি হম্” ইতি পদদ্বয়ে “ভবানি” ইতিপদস্ত লোড়ুত্তমপুরুষৈকবচনান্তত্বমবগম্য তৎসামান্যধিকর-ণেন হংপদস্তাধরে মহাবাক্যপ্রয়োগোহনেন সাধকেন প্রযুক্ত ইতি মত্বা মহাবাক্য-কলা তাদাশ্রাম্ দিশতি ভগবতী ; অগহোমাত্রাপাসনাবিধিত্যঃ তাদাশ্রোপাসনায়াঃ সত্ত্বঃ ফলদারিহাৎ ।

**অনিচ্ছয়াহপি সংস্পৃষ্টো মহতোব হি পাবকঃ** । ইতি ভ্যারেন অবিবক্যা প্রযুক্ত-মপি মহাবাক্যং ফলদায়কমিতি, নাপি অবিসৃষ্টকারিহং দেব্যা ইতি ব্রহ্মত্বম্ ॥ ২২ ॥

**সঙ্গীতরস-প্রবর্তিকা** ।—**অঙ্গীশ্বরাবাদ** ।—“হে ভবানি, আমি দাস, আমাতে আপনি করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন,—“এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া “ভবানি হম্”—এই অংশ উচ্চারণ করিবারাত্র (ভূমিই আমি হইতেছি—এই) মহা-বাক্যার্থ নিষ্ঠারক সাধকের বাক্যপ্রবণে শব্দমাহাশ্রোই তৎকরণং ব্রহ্মা বিকু ইত্যাদি

দেবগণের মণিমুকুটে চরণনীরাজনাবৃত্ত নিজ সাযুজ্যপদ আপনি তাহাকে দান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অথ স্তোত্রমহিমানমাহ ভবানীতি । হে ভবানি ! দাসে ময়ি সত্করণং দৃষ্টিং কৃপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোভুং স্তুতিঃ কৰ্ত্তুং বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুৰ্ব্বন্ পুরুষঃ ভবানি ত্বম্ ইতি কথয়তি উচ্চারণয়তি তদৈব উচ্চারণকাল এব তস্মৈ ভবানি ত্বমিতি উচ্চারণকর্ত্রে অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধন-পদাৎ লোড়ুত্তমপুরুষস্ত শ্রবণাৎ অহং ত্বং ভবানি ইতি অভেদো ময়ি যাচিত ইতি বুধ্যা নিজসাযুজ্যপদবীং দিশসি আশ্বনোহভেদং দদাসি । সাযুজ্যপদবীং কিম্ভু-তাম্ ? মুকুটত্রয়োদশমুটমুকুটনীরাজিতপদাং হরিবিরিকীজনানারক্তপ্রকাশযুক্ত-মুকুটনির্গিতপদাম্ ইতি প্রাঞ্চঃ । কশ্চিত্তু কৃতকবুদ্ধিবাছল্যাৎ বধামুখং ব্যাখ্যাং কৰোতি ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।**—“ভবানি ! আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রতি সত্করণ দৃষ্টিপাত কর ।”—এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি, ‘ভবানি তুমি’ এই পর্দাস্ত বলে, তাহা হইলে তুমি তৎকরণাৎ ঐ দুই পদের ‘আমি তুমি হইতেছি’—এই অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মুকুটরত্ন দ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ২২ ॥

ত্বয়া হ্রদ্বা বামং বপূরপরিভূপ্তেন মনসা,

শরীরার্দ্ধং শস্তোরপরমপি শঙ্কে হুতমভূৎ ।

তথা হি \* ব্রহ্মপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,

কুচাভ্যামানত্রং কুটিলশশিচূড়ালমু(গ)কুটম্ ॥ ২৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ত্বয়া ভবত্যা হ্রদ্বা অপহৃত্যা বামং বামার্দ্ধং বপুঃ শরীরং অপরিভূপ্তেন অসদ্ব্যপ্তেন মনসা অন্তঃকরণেন শরীরার্দ্ধং শস্তোরপরমপি দক্ষিণমপি শঙ্কে যন্তে হুতং গৃহীতম্ অভূৎ । বৎ বশ্যাৎ এতৎ হ্রদরকমলান্তঃ-প্রতিভাসি ব্রহ্মপং তব শরীরং সকলং কুংসং বামদক্ষিণভাগাশ্রকং অরুণাভং অরুণস্ত প্রোতঃকালম্ব্যভাত্তেবোভা বস্ত তৎ । বধা—অরুণা রক্তবর্ণা আভা প্রভা বস্ত তৎ অরুণাভম্ । ত্রিনয়নং নয়নত্রয়যুক্তং কুচাভ্যামানত্রং স্তন্যভ্যামীবরত্রং কুটিলশশি-চূড়ালমকুটং কুটিলশশিনা বক্রচন্দ্রকলয়া চূড়ালং চূড়াবৎ মকুটং বস্ত তৎ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—চে ভগবতি ! শস্তোর্বামং বপুঃ ত্বয়া হ্রদ্বা অপরিভূপ্তেন

মনসা অপন্নমপি শরীরার্কে দ্রুতমভূদিতি শব্দে ; যৎ এতৎ স্বরূপং সকলমরূপাভং  
ত্বিনয়নং কুচাত্যাগানম্ভং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্ ।

অর্থমর্থঃ—ভগবত্যা শব্দোঃ একস্মিন্নর্কে অপদ্রুতে অপার্কস্তাপহার উৎ-  
প্রেক্ষাতে । যদা—উত্তরকোলসিদ্ধান্তপ্রতিপাদকোঃ শ্লোকঃ । উত্তরকোলসিদ্ধান্তে  
শক্তিত্বাৎ অত্র শিবত্বং নাস্তি । অতঃ শিবত্বং শক্তিত্বে অন্তর্ভূতমিতি তদেব  
উপাত্তমিতি প্রস্তুতম্ । এতচ্চ “মনস্বঃ ব্যোম স্বম্” \* ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
তবাধারে মূলে† ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে চ নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৩ ॥

**সম্মীখনরূপতীকার সম্মীখনবাদ** ।—(হে ভগবতি ! ) আপনি  
শিবের বামার্কে আশ্রয়াৎ করিয়াও মন পরিতুষ্ট না হওয়ার অপর অর্কও হরণ  
করিয়াছেন, ইহা আমি বিবেচনা করি । তাই—আপনার সম্পূর্ণ শরীর অরূপাভ,  
ত্বিনয়ন, স্তনভারনম্ভ ও বক্র শশিকলা মৌলিদেখে অবস্থিত । অর্থাৎ ত্বিনয়ন ও শশি-  
কলা শিবের প্রসিদ্ধ চিহ্ন, তাহা আপনার শরীরে থাকিলেও বর্ণ ও স্তনভারে নিশ্চয়  
হইতেছে, শিব আপনার এই মাতৃমূর্তিতে আশ্রয়স্বর্জন দিয়াছেন । শিবত্ব বে  
শক্তিত্ব হইতে অভিন্ন, তাহা ৩৫:৪১ শ্লোক-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ॥ ২৩ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপতীকা** ।—অথ শিবশক্ত্যোরভেদমাহ ধরেতি ।  
হে মাতঃ ! যদা শব্দোক্তামং বপুর্হৃদ্যা আশ্রনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবস্ত বামাঙ্গং মিত্রী-  
কৃত্য অর্কনারীখরমূর্তিং বিধায়ামি মনসা অপরিতুষ্টেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপরাং দক্ষিণার্কে-  
মপি যদা দ্রুতমভূৎ ইতি শব্দে তর্কয়ামি ; সর্বং শব্দোঃ শরীরং ভব্যেব মিত্রীকৃতং  
তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুং দর্শয়তি তথাহীত্যাदि । ইদানীং স্বরূপং সকলম্  
অরূপাভং অর্কনারীখরত্বাৎ পূর্বম্ অর্কং পাণ্ডুরমাসীদিতি ভাবঃ । পূর্বং সার্কিয়-  
নয়নমাসীৎ, ইদানীং ত্বিনয়নম্ । পূর্বং কুটেকেন নম্রতা আসীৎ, ইদানীং কুচযেনা-  
নম্রম্ । কুটিলশশিচূড়াচ্ছাদকং মুকুটং যম্মিন্ । পূর্বং মুকুটশশিখণ্ডয়োঃ সার্কি-  
কৃত্বিতং বপুরাসীৎ, ইদানীং মুকুট-শশিখণ্ডাত্ম্যং ভূষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ** ।—জননি ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণাঙ্গ দ্বারা  
মহেশের বাম অঙ্গ হরণ পূর্বক অর্কনারীখরমূর্তি হইয়াও পরিতৃপ্তহৃদয়া হইতে না  
পারিয়া তুমি মহেশের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গও হরণ পূর্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত  
করিয়াছ । আমার ঈদৃশ অহুমানের প্রেতি কারণ এই যে, তুমি পূর্বের বথন অর্ক-  
নারীখরমূর্তি ছিলে, তখন তোমার অর্কশরীর পাণ্ডুরবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্বশরীরই  
অরূপবর্ণ দেখিতেছি । তৎকালে তোমার সার্কিয় নয়ন ছিল, এক্ষণে নয়নত্রয় দৃষ্ট

হইতেছে। পূর্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনদ্বয়  
দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের  
অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোভা  
পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

জগৎ সূত্রে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ কপয়তে,

তিরস্কুর্বল্মেতৎ স্বমপি বপূরীশঃ \* স্থগয়তি ।

সদাপূর্বঃ সর্বং তদিদমনুগৃহ্নাতি চ শিব-

স্তবাজ্জামালম্ব্য কণচলিতয়োক্রলতিকয়োঃ ॥ ২৪ ॥

**সম্বোধনরূপ-টীকা।**—জগৎ স্বাবরজস্ব্যম্বকং জগৎ সূত্রে সৃজতি  
ধাতা স্রষ্টা। হরিঃ বিষ্ণুঃ অবতি একতি। রুদ্রঃ কপয়তে সংহরতি।  
ধাতৃহরিরুদ্রাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ধিকারিণঃ। তিরস্কুর্ভন উপসংহরন এতৎ ধাতৃহরি-  
রুদ্রাভ্যকং ত্রিতয়ং স্বমপি স্বকীয়মপি বপুঃ দেহম্ ঈশঃ মহেশ্বরত্বং তিরয়তি অন্ত-  
হিতং করোতি। ঈশ্বরঃ ধাতৃহরিরুদ্রান্ আশ্রয়্যারোপা স্বয়মপি সদাশিবত্ব  
অন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়ঃ উক্তঃ। তদনন্তরং ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদাদিষা  
সদাশিবস্ত জায়তে। তদানীমাহ—সদাপূর্ব ইতি। সদাশব্দঃ পূর্বঃ বস্ত শিব-  
শব্দস্ত সঃ সদাপূর্বঃ শিবশব্দঃ। তেন সদাশিবশব্দেন বাচ্যবাচকয়োঃ অভেদোপচারঃ  
সদাশিবরূপং তত্ত্বম্ উপচর্যতে। সর্বং তদিদং পূর্বোক্তং ধাতৃহরিরুদ্রেণান্যকং  
তৎসচতুষ্টয়ং অনুগৃহ্নাতি। চকারঃ শব্দাচ্ছেদে। শিবঃ সদাশিবঃ। কথমনু-  
গৃহ্নাতীত্যশঙ্কায়ামাহ—তবাজ্জামালম্ব্য ইতি। তব ভবত্যাঃ কণচলিতয়োঃ  
ক্রলতিকয়োঃ কণমান্নঃ চলিতয়োঃ। ক্রলতিকচলনেন বিজ্ঞেয়াজ্জামালম্ব্যোত্যর্থঃ।  
ভবদ্রবিক্বেপদাত্রেণ ধাতৃহরিরুদ্রেণান্যকং তৎসচতুষ্টয়মুৎপন্নং ক্রতুটীকরণদাত্রেণ  
তদ্বিনষ্টমিতি অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডানামুৎপাদনে সংহরণে চ স্বদ্রবিক্বেপদাত্রেণ  
শক্তিঃ সাচিব্যং সদাশিবস্ত করোতীতি তাৎপর্যম্।

অত্রেখং পদবোজনা—ভগবতি ! ধাতা জগৎ সূত্রে। হরিঃ জগৎ অবতি।  
রুদ্রঃ জগৎ কপয়তে। ঈশঃ এতৎ তিরস্কুর্ভন স্বমপি বপুঃ তিরয়তি। সদাপূর্বঃ  
শিবঃ সর্বং তদিদং তব কণচলিতয়োঃ ক্রলতিকয়োঃ আজ্জামালম্ব্য অনুগৃহ্নাতি ॥২৪॥

\* 'তিরয়তি' ইতি ন।

**সম্মীধনকৃত-টীকান্নুবাদ।**—হে ভগবতি, ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণু জগৎ পালন, রুদ্র জগৎ সংহার করেন, ঈশান,—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রকে স্বরূপে গণন করিয়া—নিজ ভবকেও সদাশিবতবে অত্বর্হিত করেন (ইহা প্রলয়াবস্থা)। অনন্তর সদাশিব আপনার কৃণসঞ্চালিত ক্রলতিকাযুগলের আচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরতবে অমুগৃহীত করেন অর্থাৎ আপনার ইচ্ছিতেই সদাশিবের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, ঈশ্বরতবাদি সৃষ্টি ও তদ্বারা জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হয় ॥ ২৪ ॥

**অনুতাননকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ জগদিতি । তব কিঞ্চিচ্চলিতয়োক্রলতিকয়োরাচ্ছামালস্য তব কটাক্রমাস্তা ধাতা সৃতে নিশ্চ্যতি, বিষ্ণুঃ স্বরূপতি, রুদ্রো নাশয়তি, ঈশ এতৎ সৃষ্টাদিকং কৰ্ম তিরস্কৰ্ণনু নিন্দনু স্বং বপুঃ স্বগয়তি বিষয়বাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আত্মনো দেহং স্থিরীকৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । সদাপূৰ্ণঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ সৃষ্টাদিকং কৰ্ম ইদং যোগাভ্যাসং কৰ্ম সৰ্বং অমুগৃহ্ণতি আত্মসাৎ কৰোতি ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তোমার ঈষচ্চলিত ক্রলতা দ্বারা আচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতেছেন এবং যথাসময়ে রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন এবং সদাশিব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যোগযুক্ত হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে,

ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োৰ্য্য বিরচিতা ।

তথা হি ত্বৎপাদোদবহন-মণিপীঠস্ত নিকটে,

স্থিতা হেতে শঙ্খম্মূলিতকরোত্তমসু(ম)কূটাঃ ॥ ২৫ ॥

**সম্মীধনকৃত-টীকা।**—ত্রয়াণাং দেবানাং ষাট্‌হরিক্রমাপামিত্যর্থঃ । ত্রিগুণজনিতানাং সম্বরজন্তমঃপ্রভবাণাম্ । তব ভবত্যাঃ । হে শিবে ! শিব-মহিষি ! ভবেৎ ভবত্যেব । প্রাপ্তকালে লিঙ্ । পূজা সপৰ্য্যা । সৈব পূজা নাভ্যেতি । দ্বিতীয়পূজাশব্দত্বার্থঃ । তব চরণয়োঃ যা পূজা বিরচিতা নিশ্চিন্তা । যুক্তং ১০৩০০০০—তথাহীত্যাদিনা । তথাহি যুক্তমন্তঃ । ত্বৎপাদোদবহন-

মণিপীঠস্ত তব পাদয়োঃ উহন্যর্থঃ যন্মণিপীঠং পরিকল্পিতং তস্ত নিকটে উপসিংহা-  
সনসমীপে স্থিতাঃ বর্তন্তে ॥ হি যন্মাৎ এতে ধাতৃহরিকৃদাঃ অধিকারপুরুষাঃ শব্দং  
অনবরতং মুক্লিতকরোত্তমমুকুটাঃ মুক্লিতাঃ কৃতাক্রময়ঃ করা এব উত্তংসাঃ,  
তদ্বৃক্কাঃ মকুটাঃ যোবাং তে ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে শিবে ! তব ত্রিগুণজনিতানাং ত্রয়াণামপি দেবানাং  
তব চরণয়োঃ বা পূজা বিরচিতা ভবেৎ সৈব পূজা । তথাহি ত্বংপাদোহনমণি-  
পীঠস্ত নিকটে হি যন্মাৎ মুক্লিতকরোত্তমমুকুটাঃ শব্দদেতে স্থিতাঃ ।

অয়ং ভাবঃ—ভগবত্যাঃ পাদপীঠসেবা পূজামাত্রেশ ন লভ্যতে, অপি তু  
ভগবত্যাঃ প্রসাদবশাদেবেতি ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মীধনরূপ-টীকান্ন মন্ত্রানুবাদ ।—হে শিবে, আপনায়  
সম্ব, রজঃ ও তমোগুণজনিত ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র—এই দেবত্রয়ের সম্পাদিত যে আপনার  
চরণবৃগলপূজা, তাহাই প্রকৃত পূজা, তাই ইহার আপনার পাদপীঠসমীপে অঞ্জলি-  
বদ্ধকরণট শিরোভূষণরূপে মুকুটে রাখিয়া নিরন্তর থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন ।  
অর্থাৎ সাধারণ পূজায় এ অধিকার লাভ হয় না । ব্রহ্মাদির প্রতি আপনার  
অসীম কৃপাবশতঃ, ইহাদিগের এই অধিকারলাভ ॥ ২৫ ॥

অন্যতামন্দরূপ-টীকা ।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং দেবতাস্তর-পূজা  
নিষেধমাহ ত্রয়াণামিতি । হে শিবে ! তব চরণয়োঃ কৃত্য পূজা যা সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-  
শিবানাং পূজা ভবেৎ । ত্রিগুণজনিতানামিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্ । যতন্তে ভবদ্-  
গুণজাতাঃ । তথাচ প্রকৃতে গুণাত্মনঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তেষু ব্রহ্মাদয়ো জায়ন্ত ইতি  
অর্থাৎ সর্কেবাং কারণং যথা তরোক্ষূলনিষেচনেনেতি ভাবঃ । হেতুস্তরমাহ, তথাহি  
এতে ব্রহ্মাদয়ঃ মুক্লিতকরোত্তমমুকুটাঃ ত্বংপাদোহনমণিপীঠস্ত নিকটে  
শব্দানবরতং স্থিতাঃ । মুক্লিতৌ পুটীকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং  
যোবাৎ । ত্বংপাদাবেব উচ্ছেতে যেন রত্নসিংহাসনেন তস্ত নিকটে অর্থাভ্যঞ্জনবরতং  
স্থিতাঃ । ত্বংসেবয়া সর্কেবাং সেবা জায়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অমন্ত্রানুবাদ ।—হে শিবে ! তোমার চরণকমল অর্চনা করিলে ত্রিগুণ-  
জনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়, ~~তদ্ব্যতিরিক্ত~~  
আর বস্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না । কারণ, তোমার চরণকমলের আধার  
মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কল্পপুটে  
অঞ্জলিবদ্ধন পূর্বক তোমার পাদ-পদময় নিজ নিজ মুকুটের ভূষণরূপ করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ২৫ ॥



বিরিঞ্চিঃ পঞ্চং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং,  
 বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্ !  
 বিতস্ত্রী মাহেন্দ্রী বিততিরপি সন্মীলতি দৃশাং, \*  
 মহাসংহারেহাস্মিন্ বিহরতি সতি স্বংপতিরসৌ ॥২৬॥

**সম্বীক্ষিত-কৃত-টীকা।**—বিরিঞ্চিঃ ব্রজা পঞ্চং পঞ্চভূতানাং ব্যাধি-  
 রূপতাং, মরণমিতি বাবং, ব্রজতি যাতি । হরিঃ বিষ্ণুঃ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি  
 বিরতিম্ উপরতিং, মরণমিতি বাবং । বিনাশং মৃতিং কীনাশঃ ধ্বংসঃ ভজতি । ধনদঃ  
 কুবেরঃ নিধনং মরণং যাতি প্রাপ্নোতি । বিতস্ত্রী বিশেষণ তস্ত্রী প্রমীলা জাভ্যাং  
 যন্তাঃ সা, নিজ্রাণেত্যর্থঃ, মাহেন্দ্রী চতুর্দশানাং মনুনাং ইজ্রাণাং বিততিরপি সম্বোহপি  
 সন্মীলিতদৃশা সন্মীলিতা দৃশা দৃষ্টির্থন্তাঃ সা । “হলস্তাদপি টাবিহতে” ইতি টাপ্ ।  
 বহা, সন্মীলিতদৃশা করণেন—বিতস্ত্রী মাহেন্দ্রী । মহাসংহারে কল্লান্তে অগ্নিন্  
 বিহরতি বিশৃঙ্খলতয়া বর্ততে, হে সতি ! পতিব্রতে ! স্বংপতিঃ সদাশিবঃ হরঃ  
 অসৌ সহস্রদলকমলে পরিদৃষ্টমানঃ ।

অত্রৈতৎ পদবোজনা—বিরিঞ্চিঃ পঞ্চং ব্রজতি । হরিঃ বিরতিং আপ্নোতি ।  
 কীনাশঃ বিনাশং ভজতি । ধনদঃ নিধনং যাতি । মাহেন্দ্রী বিততিরপি সন্মীলিত-  
 দৃশা বিতস্ত্রী । হে সতি ! অগ্নিন্ মহাসংহারে অসৌ স্বংপতিঃ হরঃ বিহরতি ।

অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং অধিকারপুরুষাণাং চ সংহারে ব্রহ্মাণ্ডভঙ্গসময়ে তব  
 পিতৃার্থং বিহরণং তৎ তব পাতিব্রতমহিমায়ত্তমিতি ॥ ২৬ ॥

**সম্বীক্ষিত-কৃত-টীকান্ন অস্মিনু-নাম্।**—ব্রজা পঞ্চং প্রাপ্ত,  
 বিষ্ণু উপরত, ধ্বংস বিনাশপ্রাপ্ত, কুবের নিধনপ্রাপ্ত এবং চতুর্দশ মনুষ্যের বিভিন্ন  
 ইন্দ্রিয়সমূহ চক্ষু বুদ্ধিভিঃ করিয়া মহানিজ্রায় আচ্ছন্ন,—এইরূপ মহাসংহার অবস্থাতেও  
 হে সতি, আপনার পতি সদাশিব ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা আপনারই পাতি-  
 ব্রতাকল ॥ ২৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ঐমত্যাঃ পাতিব্রতমাহ বিরিঞ্চি-  
 য়িতি । হে সতি ! অগ্নিন্ মহাসংহারে প্রহাপ্রলয়ে অসৌ স্বংপতিঃ সদাশিবো  
 বিহরতি নাত্তঃ তব সতীত্বাদিতি ভাবঃ । অগ্নিন্ সংহারে বিরিঞ্চিঃ ব্রজা  
 পঞ্চং ব্রজতীত্যাদি । পঞ্চং মৃতিম্ । বিরতিং মৃতিম্ । বিনাশং কীনাশো ধ্বংসঃ ।  
 মহেন্দ্রসম্বন্ধিনী দৃশাং বিততির্কিতস্ত্রাপি তজ্জারহিতাপি সন্মীলতি মহানিজ্রায়

প্রাপ্নোতি । অনিমেযা দৃষ্টিরপি অহুশ্বেষা ভবতি, যন্মিন্ মহেজ্জোহপি নিধনং বাতী-  
তার্থঃ । বিহরসীতি কচিং পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

**অম্মুবাদ** ।—হে সতি ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পঞ্চাশৎ  
প্রাপ্ত হইবেন, বিষ্ণুরও শরীর ধ্বংস হয়, কালান্তক সমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকেন,  
ধনাধ্যক্ষ নিধন প্রাপ্ত হইবেন এবং মহেজ্জের তন্ত্রারহিত সদা উন্নীলিত নরনসমূহও  
নিমীলিত হইয়া যায় অর্থাৎ মহেজ্জও মহানিদ্রায় অভিভূত হইবেন । এই মহা-  
সংহারসময়ে একমাত্র তোমার পতি সদাশিবই বিহার করিতে থাকেন ॥ ২৬ ॥

সুখামপ্যাস্মাৎ প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং,  
বিপত্তস্তে বিশ্বে বিধিশতমখায়া দিবিবদঃ ।  
করালং যৎ ক্লেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা,  
ন শস্তোন্তমূলং জননি তব তাড়(ট)কমহিমা ॥ ২৭ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকা** ।—“বিরিক্শিঃ পঞ্চবম্” ইতি শ্লোকেণ যদ্বক্তং  
তদেব সোপস্করমাহ :—সুখাম্ অমৃতম্ । অপিঃ বিরোধে । আস্মাত্ম পীষা ।  
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং প্রতিভয়ৌ ভয়ঙ্করৌ জরামৃত্যু জরামরণে হরণীতি  
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণী তাম্ । বিপত্তস্তে স্মিয়ন্তে বিশ্বে অখিলাঃ বিধিশতমখায়াঃ  
বিধিঃ ব্রহ্মা শতমখে । দেবেজ্জঃ ভৌ আভৌ প্রভৃতিভূতৌ যেষাং তে দিবিবদঃ সুরাঃ ।  
করালং অত্যাগ্রং যৎ ক্লেড়ং বিধং কালকূটং কবলিতবতঃ ভঙ্কিতবতঃ কালকলনা  
কালেন অবসানকালেন কলনা অবচ্ছেদঃ, মরণমিতি যাবৎ, ন শস্তোঃ তন্মূলং তন্ত  
কালকলনাভাবস্ত মূলং কারণং তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ ! তাটকমহিমা  
তাটকন্ত ( সধবোচিত-কর্ণভূষণস্ত ) সামর্থ্যম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি ! বিশ্বে বিধিশতমখায়াঃ দিবিবদঃ প্রতিভয়-  
জরামৃত্যু-হরণীং সুখাম্ আস্মাত্মাপি বিপত্তস্তে । করালং ক্লেড়ং কবলিতবতঃ শস্তোঃ  
কালকলনা নাতীতি যৎ তন্মূলং তব তাটকমহিমা ।

অরং তাক্—বহিঃ শস্তোরপি বিপত্তিঃ ত্রাৎ তাটকচ্যুতিঃ তর্হি ত্রাৎ । তাটক-  
চ্যাবকং কালন্ত নান্তি, কালোৎপত্তিস্থিতিগরানং তাটকৈকনিয়ত্বাদিতি দেব্যোঃ  
পাতিব্রতামহিমা সর্বাভিশারী ইতি ॥ ২৭ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-ত-এবং অম্মুবাদ** ।—অগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র  
প্রভৃতি দেবগণ ভীষণ জরামৃত্যুনিবারক অনৃত পান কদ্বিরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

ধাকেন, আর শিব করাল কালকূট সেবন করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়,—মাতঃ, ইহার মূল তোমার ( সধবাচিহ্ন ) কর্ণভূষণের মাহাত্ম্য ॥ ২৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ঐমত্যাঃ পাতিব্রতমাহ সুধামিতি ।  
হে জননি ! প্রতিভয়ং প্রতিপক্ষভয়ং প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং সুধাম্ অমৃতম্ অপ্যা-  
শাস্ত ব্রহ্মলোভাঃ সর্কে দিবিবদো দেবাঃ বিপত্তস্তে বিপন্ন ভবন্তীত্যর্থঃ । ভয়ানকং  
বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শস্তোর্বিশ্ব কালকলনা কালবশ্ততা মরণং, তন্মূলং  
তস্ত মূলং তব তাড়কমহিমা তব প্রকাশিত্বং তবাপ্রকাশাদেব শস্তোর্মৃত্যুঞ্জয়মিতি  
ভাবঃ । তাড়কঃ স্বপ্রকাশে স্তাভাডকং কর্ণভূষণম্ ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি ! জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষভয়-বিদূরকারী অমৃত  
পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কাল-কবলিত  
হইয়া থাকেন ; কিন্তু নীলকণ্ঠ সন্তোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকূট ভক্ষণ করিয়াও  
কালের বশীভূত হয়েন নাই । তোমার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ শম্ভু-শরীরে তোমার  
অমুপ্রবেশের এবং মহিমাই তৎপ্রতি কারণ ॥ ২৭ ॥

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং,

গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাচ্ছাত্তবিধিঃ । \*

প্রণামঃ সৎবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা,

সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৮ ॥ †

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—জপঃ মন্ত্রজপঃ “উপাংশুচৈক্স। ক্রিয়তে”  
ইত্যাদিভিঃশোদিতঃ সঃ জল্পঃ বাদৃচ্ছিকসঙ্গীপঃ । শিল্পং সকলমপি হস্তবিজ্ঞানাদিক্রিয়া-  
নিচয়ঃ মুদ্রাবিরচনা মুদ্রাণাং সংকোভ-দ্রাবণাকর্ষণ-বস্ত্রোন্নাদ-মহাছুশ-খেচরী-বীজ-  
ঘোনিত্রিখণ্ডাঙ্ককানাং বিরচনা করণম্ । গতিঃ বাদৃচ্ছিকগমনং প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং  
প্রদক্ষিণক্রিয়া । অশনাদি ওদনাদি যৎকিঞ্চিৎ পদার্থচর্ষণং আহুতিবিধিঃ আহুতীনাং  
দেবভোক্ত্রেন হবিঃপ্রক্ষেপণাঙ্ককানাং বিধিঃ করণম্ । প্রণামঃ নমস্কারঃ  
সৎবেশঃ বাদৃচ্ছিকদণ্ডবল্লুষ্ঠনম্ । সুখং সুধকরং বস্ত্র জল্পশিল্পব্যতিরেকেণ অঙ্গভঙ্গ-  
নয়নোদ্যোলন-নিমীলনাদিকম্ অখিলং সমস্তং শব্দ-রস-স্পর্শ-গন্ধাদিকং আত্মার্পণদশা  
আত্মার্পণবুদ্ধ্যা সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়ঃ সপৰ্য্যাপ্তা তস্তাঃ পৰ্য্যায়ঃ রূপান্তরং, সপৰ্য্যাবেত্যর্থঃ,  
তব তে ভবতু ভূয়াৎ ৪৭ প্রসিদ্ধমেব মে মম বিলসিতং বিলাসঃ ।

\* প্রাদক্ষিণ্যক্রমণশাস্ত্রাহুতিবিধিঃ । ইতি ল,

† সন্তবিশাষ্টাবিলোকনোঃ সৎখ্যাভ্যাসো লক্ষ্মীধরকৃতকৃতঃ ।

অত্রৈখং পদযোজন—হে ভগবতি ! আত্মার্পণদৃশা জন্মঃ জপঃ, সকলমপি শিরঃ স্মৃতিবিরচনা, গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণঃ, অশ্বিনাদি আহুতিবিধিঃ, সংবেশঃ প্রণামঃ, অখিলং সূখং মে মহিলসিতং চ তব সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ ভবতু ।

অরম্ভঃ—জ্ঞানাদীনং জপাদিরূপতা যথার্থং কল্পিতা । এবং নগ্ননোম্মীলিত-নিমেষোন্মেষবাদভঙ্গজ্ঞানাদীনং যথার্থং সপৰ্যাপৰ্যায়তা উহা । শব্দাদেঃ সূখকরন্ত বস্তনঃ সাদাধ্যাতব্যতীরেকণ আত্মার্পণবুদ্ধ্যা ত্যাগ এব সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ, ন তু স্বীকৃতানাম্ । যথা—শব্দাদীনং যাদৃচ্ছিকসম্ভবেন সূখপ্রাচুর্ভাবে তৎসূখং মচ্ছেষং ন ভবতি কিন্তু সদাশিবায়ৈত্যৰ্পণং সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ ।

অত্রৈদমহুসক্কেরম্—সময়িনাং মতে সময়ন্ত সাদাধ্যাতবন্ত সপৰ্য্যা সহস্রদলকমল এব, ন তু বাহে পীঠাদৌ । যে যে সময়িনো যোগীশ্বর্য জীবন্তুক্তাঃ সংসারযাত্রা-মহুবর্তমানাঃ সাদাধ্যাতবমহুচিন্তরন্ত, আত্মৈকপ্রবণাঃ বর্তন্তে, তেবাং “জপো জন্মঃ শিরম্” ইত্যাদিনা সপৰ্য্যাপ্রকারো নিরূপিতঃ । যে তু সময়িনো যোগীশ্বর্যঃ বিজনে গুহান্তরে বা বন্ধপদ্মাননাঃ নিগৃহীতেজিয়াঃ সাদাধ্যাতবদ্যাতনৈকনিষ্ঠাঃ বর্তন্তে, তেবাং বক্ষ্যমাণচতুর্বিধবড়্‌বিধৈক্যাহুসক্কানমেব ভগবতাঃ সপৰ্য্যোতি অর্থাহুন্তং ভবতি । অতশ্চ পক্ষয়ৈষি বাহুপূজায়াং তৎক্রিয়াকলাপে চ তৎসম্পাদনায়ানুক্ৰেশো নাস্তি সময়িনামিতি রহস্তম্ । যন্তু চত্বস্ত্রজ্ঞানবিজ্ঞানমুক্তম্ :—

সূর্য্যমণ্ডলনধ্যস্থং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

পাশাঙ্ঘ্রধহুর্কাণাং ধারয়ন্তীং প্রপূজয়েৎ ॥

ইতি বাহুপূজাপ্রকারকথনং, তন্তু সমন্বৈকদেশিতমিতি পুরস্তাৎ প্রপ-  
ক্যতে ॥ ২৮ ॥ \*

সম্প্রদীপনকৃত-তীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—হে ভগবতি, আত্ম-সমর্পণ-বুদ্ধি-অনুসারে শব্দোচ্চারণমাত্রই জপ, শিরমাত্রই মূত্রা (খেচরী দ্রাবণ প্রকৃতি) রচনা, গমনমাত্রই প্রদক্ষিণ, ভোজনমাত্রই আহুতি, শয়নমাত্রই প্রণাম এবং অন্তান্ত যে সকল সূখবিলাস আমার আছে, তৎসমস্তই আপনার পূজা-স্বরূপে পরিগণিত হউক । অর্থাৎ জীবন্তুক্ত সময়চারী গৃহস্থ, সাদনারী কলার নিবর্তিত্ত এবং আত্মধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগের যাদৃচ্ছিক শব্দোচ্চারণাদিই জপাদি-হানীর । সাধক সেই ভাব প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

অ-ত্যাগ-পক্ষ-তীকা ।—অথ জ্ঞানযোগে একটাকরোতি জপ ইতি । বয়ে বিলসিতং বচোষ্টিতং তৎ সপৰ্য্যায়ো ভবতু তব পূজাক্রমো ভবতু ।

\* সম্প্রদীপনমতে সত্যবিশ্লোকঃ জপো জন্মমিতি, ২৮ লোকন্ত হুগামপীতি

তৎ কিমিত্যাহ। মম সকলং জ্ঞানো বচনমাত্রং জ্ঞাপো ভবতু। মম সকলং অঙ্গুলিকিরীমাত্রং মূর্ত্তাবিরচনং ভবতু। সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং ভবতু। মম অদনাদি মম ভোজনপানমাত্রং হোমকৰ্ম্ম ভবতু। মম সংবেশং শয়ন-মাত্রং অষ্টাঙ্গপ্রণামোহস্ত। মম অখিলং সুখং শক্তিসংযোগসুখমাত্রং আত্মার্পণদৃশা আত্মনি পরদেবতায়াঃ অভেদভাবেনার্পণমস্ত। সকলমিত্যজহল্লিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্য্য করিব, তৎ-সমস্তই যেন তোনার অর্চনাস্বরূপ হয় এবং আমার বাক্যসমূহ তোমার জপস্বরূপ হউক। আর আমি যখন যেক্রপ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিব, তৎসমুদয় তোমার মূর্ত্তাবিরচনস্বরূপ, আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা স্বরূপ, আমার পান-ভোজনাদি তোমার উদ্দেশ্যে আহুতিপ্রদানস্বরূপ, আমি যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশ্যে শাষ্টাঙ্গ প্রণামস্বরূপ, এবং আমার নিখিল-শক্তিসংযোগজনিত-সুখ আত্মার্পণস্বরূপ হউক ॥ ২৮ ॥

দদানে দীনেভ্যঃ প্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী-

মমন্দং সৌন্দর্য্যাস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি।

তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকস্তভগে যাতু চরণে,

নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ঘট্চরণতাম্ ॥ ২৯ ॥

**৫-ভাষ্য।**—দদানে দদতি দীনেভ্যো দরিদ্রেভ্যো প্রিয়ং লব্ধীম্ অনিশম্ আশানুসদৃশীং বাঞ্ছানুরূপাম্ অমন্দম্ অধিকং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং সৌন্দর্য্যস্ত লাভগাত্ত প্রকরঃ সমূহঃ এব মকরন্দঃ পুশ্পরসঃ তং বিকিরতি তব ভবত্যাঃ অস্মিন্ দৃশ্যমানে মন্দার-স্তবকস্তভগে কল্পবৃক্ষগুচ্ছ-সৌভাগ্যবতি যাতু প্রাপ্নুয়াৎ। চরণে পাদাজে নিমজ্জন্ নিতরাং মজ্জনং কূৰ্জন্ মজ্জীবঃ অহং চাসৌ জীবন্ত মজ্জীবঃ করণচরণঃ করণানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি তান্যেব চরণা বস্ত সঃ তস্ত ভাবঃ ঘট্চরণতাং ভ্রমরত্বম্।

**অত্রৈখং পদযোজনা।**—হে ভগবতি! দীনেভ্যো আশানুসদৃশীং প্রিয়ম্ অনিশং দদানে অমন্দং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং বিকিরতি মন্দারস্তবকস্তভগে অস্মিন্ তব চরণে করণচরণঃ মজ্জীবঃ নিমজ্জন্ ঘট্চরণতাম্ যাতু।

**অত্রাভিশরোক্তিস্বলঙ্কারঃ,** চরণস্ত কমলশ্চেন নিগীৰ্য্যাব্যবসানং। মন্দারস্তবক-স্তভগ ইত্যৰ্থ উপমালাকারঃ। অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। করণচরণ ইত্যত্র রূপকং, করণানাং চরণশ্চেন রূপাং। মজ্জীবঃ ঘট্চরণতাং বাখিত্যত্র পরিণামালঙ্কারঃ

পষ্টঃ । অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ । সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্মং বিকিরতীভাত্ত  
রূপকং নিগীর্থাধাবসানে নিমিত্তম্ । অতএব নৈকদেশরূপকম্, অবয়বানাং প্রতি-  
পাদনাং । করণচরণঃ ষট্চরণতাং যাস্থিতি ফলত্বেনোদেশাং অবয়বত্বং তত্ত্ব ।  
অতোহস্মিন্ চরণ ইতি আরোপবিষয়তয়া চরণমুপাদায় কমলমারোপ্যমাণবুজ্যা  
নিগীর্ণমিতি সম্যক্ । এবং পরিণামাতিশয়য়োঃ সঙ্কর এব ন তু সংসৃষ্টিমিতি  
ধোয়ম্ \* ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা :** মন্ত্যানুবাদ ।—হে ভগবতি, দীনজনগণে  
আশাহরূপ সমৃদ্ধিদানতৎপর, অদীন সৌন্দর্য্যাস্বরূপ নকরন্মবর্ষী মন্দারকুসুমস্তবক-  
মনোহর, আপনার এই চরণকমলে নিমগ্ন ইন্দ্রিয় ( চক্ষুঃ, শ্রোত্র, শ্রাণ, রসনা, শব্দ  
ও মনঃ এই বড়িঙ্গিয় ) রূপ চরণযুক্ত মৎ-স্বরূপ জীব ষট্চরণতাব প্রাপ্ত হউক ।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অপেক্ষান্তিকীঃ তন্নিম্নাহ দদানে  
ইতি । হে মাতঃ ! অস্মিন্ননারস্তবকসুভগে পারিজাতপুষ্পশুচ্ছমনোহরে তব  
চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ বড়িঙ্গিয়রূপৈশ্চরণৈঃ ষট্চরণতাং ভ্রমররূপত্বং  
যাতু । কিঙ্কতে ? দীনেভাঃ অনিশং নিরস্তরম্ আআহুসদৃশীঃ স্বাভিমাং শ্রিয়ম্ আশ্র-  
সদৃশমৈশ্বর্য্যং দদানে । তথাচ মুক্তিচতুর্বিধা,—সৃষ্টি-সালোক্য-সাক্ষ্য-সাবুজ্য-  
মিতি । পুনঃ কিঙ্কতে ? সৌন্দর্য্যাসমূহরূপং মকরন্মম্ অমলং যথা ভ্রাতৃধা বিকি-  
রতি বিক্ৰিপতি ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! তোমার যে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্বদা  
আশ্রসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা হইতে নিরস্তর সৌন্দর্য্যাসমূহরূপ মকরন্ম  
করিত হইয়া থাকে, যাহা পারিজাতকুসুম-স্তবকের তায় স্তম্ভনোহর, তোমার  
সেই চরণ-সরোজে আমার জীবাত্মা নিমগ্ন হইয়া ছয়-ইন্দ্রিয় দ্বারা ষট্চরণরূপ ধারণ  
করুক ॥ ২২ ॥

কিরীটং বৈরিঞ্চং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ,  
কঠোরে কোটীরে স্থলসি জ্জিহ জস্তারি(ম)মুকুটম্ ।

প্রণত্রেষেতেষু প্রসভমুপযাতস্ত ভবনং,

ভবস্তাভ্যুত্থানে তব পরিজনোস্তিকির্বিজয়তে ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—কিরীটং নকুটং বৈরিঞ্চং বিরিকিসবদ্ধি  
পরিহর দূরত এব কুরু । পুরঃ অগ্রভাগে কৈটভভিদঃ কৈটভাস্ত্রয়ং তিনতীতি

\* অত রোক্ত লক্ষ্মীধরটীকাঙ্ক-মুক্তি-পুস্তকানুসারিণী সংখ্যা ১০ ।

কৈটভভিৎ তস্ত বিষ্ণোঃ কঠোরে কোটীরে মকুটাক্ষলে ঋগসি। অত্র কাঙ্ক্ষাঃ  
অনুসন্ধেয়া। জহি ত্যজ জস্তারিমকুটং জস্তারেঃ ইন্দ্রস্ত মকুটম্ কিরীটম্। প্রণস্বেষু  
প্রকর্ষণে দণ্ডবৎ নতেষু এতেষু বিরিক্ষিকৈটভভিজস্তারিষু প্রসভম্ অভিনীজঃ  
সঙ্গমমিত্যর্থঃ, উপধাতস্ত সমাগতস্ত ভবনং মন্দিরং ভবন্ত পরমেশ্বরস্ত অভ্যুত্থানে  
অভিমুখোথিতো তব পরিজনোক্তিঃ সেবকানাং বচনং বিজয়তে সর্বৌৎকর্ষণে  
বর্ততে।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি! পুরঃ বৈরিঞ্চং কিরীটং পরিহর,  
কৈটভভিৎ কঠোরে কোটীরে ঋগসি, জস্তারিমকুটং জহি, ইত্যেবংরূপা এতেষু  
প্রণস্বেষু সংস্র ভবনমুপধাতস্ত ভবন্ত প্রসভং তবাত্ম্যুত্থানে পরিজনোক্তিবিজয়তে।

অত্র উদাত্তালঙ্কারঃ, “সমৃদ্ধিমবস্থবর্ণনমুদাত্তম্” ইতি লক্ষণাং ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন মন্থানু-মাতঃ**।—হে ভগবতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
ও ইন্দ্র যখন (আপনার চরণসরীপে) দণ্ডবৎ প্রণত, তখন মহাদেব আপনার ভবনে  
আগমন করাতে আপনি সহসা তাঁহার অভ্যুত্থান করিলে, (সম্মুখ-প্রচলিত) পরিজন-  
গণের যে একজনকে আর একজন বলিয়া থাকে—‘সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট, পা দিও  
না, (ওদিকে) বিষ্ণুর (ভূপতিত) কঠোর মুকুটে পড়িয়া যাইবে, ইন্দ্রের মুকুট  
সরাইয়া দেও’—সেই উক্তির জয় জয়কার ॥ ৩০ ॥

**অচ্যুতামন্দকৃত-টীকা**।—ব্রহ্মাদীনাং শ্রীমত্যা। আরাধ্যত্বমাহ  
কিরীটমিতি। হে মাতঃ! এতেষু ব্রহ্মাদিষু সংস্র অকস্মাত্তব ভবনং উপধাতস্ত  
শিষন্ত অভ্যুত্থানে সতি পরিজনানামুক্তির্কচনং বিজয়তে জয়নোভিনন্দিতো ভবতি।  
তৎ কিমিত্যাহ—অত্রোক্তো বৈরিঞ্চম্ বিরিক্ষেঃ ইদং পরিহর পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ।  
কৈটভভিদো বিষ্ণোঃ কোটীরং মুকুটং কঠোরং অগ্নিন্ ঋগসি পতসি অত্র  
সাবধানা ভব ইতি ভাবঃ। জস্তারিমকুটং জহি ধাতুনামনেকার্থবাৎ হনধাতু-  
স্ত্যাগার্থে। পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

**অমরবাদ**।—মাতঃ! ব্রহ্মাদি যখন তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত,  
তদবস্থায় শিব সহসা তোমার ভবনে উপস্থিত হইলে—তোমাকে সমস্তম্বে তাঁহার  
প্রত্যক্ষগমন করিতে দেখিয়া তোমার পরিজনবর্গ সতর্কতার জন্ত বলিতে থাকেন  
যে, ‘দেবি! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহা দ্বারা যেন তোমার চরণে  
আঘাত লাগে না; এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও, যেন ইহাতে  
পদাঘাত হয় না। এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা অতিক্রম করিয়া আইস।’  
দেবি! তোমার পরিজনগণের এই সমস্ত বাক্য জয়নোভাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ সকলমভি- \* সন্ধায় ভুবনং,

স্থিতস্তত্ত্বংসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্রঃ † পশুপতিঃ ।

পুনঃস্মিৰ্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনাং(না-)

স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্ ॥ ৩১ ॥

**সম্বন্ধীকরণ-তীকা ।**—চতুঃষষ্ঠ্যা চতুঃষষ্ঠিসংখ্যাতৈকঃ মহামায়া-  
শব্দাদিভিঃ তন্ত্ৰৈঃ সিদ্ধান্তৈঃ । অত্র চতুঃষষ্ঠিশব্দস্ত সঙ্খ্যায়পরত্বাৎ একবচনান্তত্বম্ ।  
সকলং সমস্তং অতিসন্ধায় অপবাহ বঞ্চয়িত্বা ভুবনং প্রপঞ্চং স্থিতঃ নিবৃত্তব্যাপারঃ  
তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্ৰৈঃ তাশ্চ তাশ্চ সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ চতুঃষষ্ঠিতন্ত্ৰেষু একস্মিন্  
একস্মিন্ তন্ত্ৰে প্রয়োজনভূতাঃ একৈকসিদ্ধয় ইত্যর্থঃ, তাসাং প্রসবঃ উৎপত্তিঃ, তত্র  
পরতন্ত্ৰৈঃ । যদ্বা—তেষাং তেষাং সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ যেষাং যেষাং সাধকানাং  
স্বভাবিমতাঃ সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ, তাসাং প্রসবপরতন্ত্ৰৈঃ উৎপাদনৈকনিয়তৈঃ । পশু-  
পতিঃ পশূনাং প্রাণিনাং পতিঃ, পশুস্বীতি পশবঃ । যদ্বা—ইঞ্জিয়গোব পশুস্বীতি  
ব্যুৎপত্তা পশবঃ ইঞ্জিয়গাণি, তান্ পশূন্ পাতি রক্ষতীতি পশুপতিঃ জীবঃ,  
শিব এব জীব ইতি পশুপতিঃ শিবঃ, পুনঃ ভূয়ঃ স্বগ্নিৰ্ব্বন্ধাৎ তস্মাৎ নির্ব্বন্ধঃ তস্মাৎ ।  
চতুঃষষ্ঠিতন্ত্র-প্রতিপাদিত সৰ্ব্বসিদ্ধান্তরূপ-সকল-পুরুষার্থ-সাধন-ভূত-তন্ত্রান্ত্রোপদেশ-  
স্বীকারবাগ্ৰা দেব্যা ভগবত্যা কৃতো নির্ব্বন্ধ ইতি যাবৎ । যদ্বা—ঈদৃশিভিন্নং পদং  
পঞ্চম্যন্তম্ । অখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্রম্ অখিলানাং পুরুষার্থানাং মুখ্যত্বেন ঘটনাস্থাৎ  
স্বতন্ত্রং স্বয়মেব প্রধানং তে ভবতাঃ তন্ত্রং ক্ষিতিতলং ভূতলং অবাতীতরং ।  
তরতেগোঁ চণ্ডি রূপম্ । গত্যাৰ্থত্বাৎ “গতিবুদ্ধি” ইত্যাদিহুত্রেণ দ্বিকৰ্ম্মকত্বম্ । ইদং  
বক্ষ্যমাণম্ ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! পশুপতিঃ সকলং ভুবনং তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসব-  
পরতন্ত্ৰৈঃ চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ অতিসন্ধায় স্থিতঃ । পুনঃস্মিৰ্ব্বন্ধাৎ অখিলপুরুষার্থৈক-  
ঘটনাস্বতন্ত্রম্ তে তন্ত্রমিদং ক্ষিতিতলমবাতীতরং ।

চতুঃষষ্ঠিতন্ত্রাণি চতুঃশত্যাম্—

চতুঃষষ্ঠিচ তন্ত্রাণি মাতৃণামুত্তমানি চ ।

মহামায়াশব্দঃ চ যোগিনীজালশব্দঃ ॥

তত্ত্বশব্দকং চৈব ভৈরবাষ্টকমেব চ ।

বহুরূপাষ্টকং চৈব যামলাষ্টকমেব চ ॥



চক্ষুজ্ঞানং মালিনী চ মহাসম্মোহনং তথা ।  
 বামজুষ্টং মহাদেবং বাতুলং বাতুলোত্তরম্ ॥  
 কষ্টেদং তন্ত্ৰভেদং চ শুভতন্ত্ৰং চ কাগিকম্ ।  
 কলাবাদং কলাসারং তথাহুতং কুণ্ডিকামতম্ ॥  
 মতোত্তরং চ বীণাধাং ত্রোত্তরং ত্রোত্তলোত্তরম্ ।  
 পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোদ্ভামরমেব চ ॥  
 কুলসারং কুলোড্ডীশং কুলচূড়ামণিস্থতা ।  
 সৰ্ব্বজ্ঞানোত্তরং চৈব মহাকালীমতং তথা ॥  
 অরুণেশং মোদিনীশং বিকুর্ঠেশ্বরমেব চ ।  
 পূৰ্ব্বপশ্চিমদক্ষং চ উত্তরং চ নিরুত্তরম্ ॥  
 বিমলং বিমলোক্তং চ দেবীমতমতঃ পরম্ ॥

ইত্যেবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পার্শ্বতীং প্রতি কথিতানি । এতানি তন্ত্রাণি জগতাম্  
 অতিসন্ধানকারণানি, বিনাশহেতুভূতানি, বৈদিকমার্গদ্রবর্জিতাঃ । অভ্যেবোক্তং  
 ভগবৎপাদৈঃ “চতুঃষষ্টি তন্ত্ৰৈঃ সকলমতিসন্ধ্যা ভবনম্”—সকলাবিষমোক-  
 প্রতারকাণি ইমানি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি—ইতি । তথাহি—

মহামায়াশব্দতন্ত্রং মায়াপ্রপঞ্চনির্মাণফলম্ । মায়াপ্রপঞ্চনির্মাণং নাম সৰ্ব্বেষাং  
 চক্ষুরাদীনাং অন্তথাপদার্থগ্রহণকারণং, যথা ঘটস্ত পটাকারেণ প্রতিভাসনম্ ।

যোগিনীজালশব্দম্—না রা প্রধানতন্ত্রং শব্দরমিত্যুচ্যতে । তত্র তন্ত্ৰে যোগিনীনাং  
 জালদর্শনম্ । তচ্চ আশানাদিকুমার্গেণ সাধাতে ।

তত্ত্বশব্দম্—তত্ত্বানাং পৃথিব্যাদীনাং শব্দঃ মহেন্দ্রজালবিজ্ঞা । মহেন্দ্রজাল-  
 বিভায়াং পৃথিবীতত্ত্বে উদকতত্ত্বাদীনি উদকতত্ত্বে, পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি এবম্  
 অন্তোন্তং প্রতিভাসন্তে ।

ভৈরবাষ্টকং নাম—সিদ্ধভৈরব—বটুকভৈরব—কঙ্কালভৈরব—কালভৈরব—  
 কালাঘ্নিভৈরব—যোগিনীভৈরব—মহাভৈরব—শক্তিভৈরবপ্রধানানি অষ্টতন্ত্রাণি  
 নিখ্যাতৈহিকফলসাধনান্তপি কাপালিকমতত্বাং বৈদিকমার্গদ্রুয়াণি ।

বহুরূপাষ্টকম্—শক্তেঃ সমুদ্ভূতানি রূপাণি ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কোমারী বৈকুণ্ঠী  
 বারাহী মাহেশ্বরী চান্দ্রী শিবদুতী চেত্যাষ্টৌ রূপাণি । এতান্তবলম্ব্য প্রবৃত্তানি তন্ত্রাণি  
 অষ্টৌ, তেষাং গণঃ অষ্টকম্ । এতদপি বেদমার্গ-দ্রুয়াং হেয়ম্ । অত্র শ্রীবিভায়াঃ  
 প্রসঙ্গঃ বহুরূপাষ্টকপ্রস্তাবে প্রসক্তানুপ্রসক্তা পাতিত ইতি ন কচ্চিকোবঃ ।

যমলাষ্টকম্—যমলা নাম কামসিদ্ধায়া তৎপ্রতিপাদকানি তন্ত্রাণি বামলাভ্যষ্টৌ ।

তেষাং গুণঃ বামলাষ্টকম্ । তদপি বৈদিকমার্গদূরম্ । যত্ৰপি চতুঃবটীতয়াণাং  
বামলক্ষ্যং লোকব্যবহারসিদ্ধং ; তত্ত্ব অবৈদিকত্বসাম্যাৎ উপচারাদিতি ধোয়ম্ ।

চন্দ্রজ্ঞানম্—চন্দ্রজ্ঞানবিজ্ঞানাং ষোড়শনিত্যাপ্রতিপাদনম্ । নিত্যাপ্রতি-  
পাদকত্বেহপি কাপালিকমতান্তঃপাতিত্বাৎ হেয়মেব । উপাদেয়চন্দ্রজ্ঞানবিজ্ঞা চতুঃবটী-  
তজাতীতা ।

মালিনীবিজ্ঞা—সমুদ্রবানোপায়হেতুঃ । সাপি বৈদিকমার্গদূরবর্তিনী ।

মহাসম্মোহনম্—জাগ্রতামপি নিদ্রাহেতুঃ । তদপি বালজিহ্বাচ্ছেদনাদিকুমাৰ্গেণ  
সাধ্যমিতি নিষিদ্ধম্ ।

বামজুষ্ট-মহাদেবতন্ত্রে বামাচারপ্রবর্তকে ইতি হেয়ে ।

বাতুলং, বাতুলোত্তরং, কামিকং চ তন্ত্রত্রয়ং কর্ষণাদিপ্রতিষ্ঠান্তবিধিপ্রতি-  
পাদকম্ । তস্মিন্ তন্ত্রত্রয়ে কর্ষণাদি-প্রতিষ্ঠান্তা বিধয়ঃ একদেশে প্রতিপাদিতাঃ ।  
ন চৈকদেশো বৈদিকমার্গ এব । অবশিষ্টস্ত অবৈদিকঃ ।

হুত্বেদতন্ত্রং কাপালিকমেব । যত্ৰপি হুত্বেদতন্ত্রে বট্কমলভেদদহস্রারপ্রবেশৌ  
প্রতিপাদিতৌ । তথাপি তস্মিন্ তন্ত্রে বামাচার এব প্রযুক্ত ইতি কাপালিকমেব  
তন্ত্রম্ ।

তন্ত্রভেদগুহ্যতন্ত্রয়োঃ প্রকাশেন রহন্তেন চ পরকৃততয়াণাং ভেদ ইতি তথৈতাহ-  
ষ্ঠানে বহুহিংসাপ্রসক্তেঃ তন্ত্রত্রয়ং বৈদিকমার্গদূরম্ ।

কলাবাদঃ—কলানাং চন্দ্রকলানাং বাদঃ প্রতিপাদনং যস্মিন্ তন্ত্রে তৎকলাবাদং  
বাৎস্তায়নাদিকম্ । যত্ৰপি কামপুরুষার্থত্বেহপি কলাগ্রহণ-মোক্ষণ-দশস্থানগ্রহণ-চন্দ্র-  
কলারোপশাদীনাং কামপুরুষার্থে অতুণযোগাৎ পরদায়গমনাদিনিষিদ্ধাচারোপদেশাচ্চ  
একদেশে নিষিদ্ধম্ । যত্ৰপি নিষিদ্ধাংশঃ কাপালিকতন্ত্রং ন ভবতি ; তথাপি তন্ত্র  
প্রবর্তমানঃ পুরুষঃ অবশ্যং কাপালিকাচারো ভবতীতি কাপালিকত্বেন গণনা তন্ত্রতন্ত্র ।

কলাসায়ম্—বর্ণোৎকর্ষবিধির্ঘট্র প্রবর্ততে তৎ কলাসায়ং প্রধানম্ ।

কুণ্ডিকামতম্—ঘটিকাসিদ্ধিহেতুঃ । তদপি বামাচারপ্রধানমেব ।

মতোত্তরমতে—রসসিদ্ধিঃ ।

বীপাখ্যে—বীপা নাম যোগিনী । সা নিখাতীতি বীপাখ্যম্ । সা বীপা সম্ভোগ-  
যজ্ঞীতি কেচিदाहঃ ।

ত্রোত্তলে—ঘটিকাজনপাত্তকাসিদ্ধিঃ । ঘটিকা পানপাত্তম্ ।

ত্রোত্তলোত্তরে—চতুঃবটীসহস্রসংখ্যাকযজ্ঞীনাং দর্শনম্ ।

সর্বমেতন্ বামাচারপ্রধানম্ ।

পঞ্চান্বহম্—পঞ্চানাম্ পৃথিব্যাदीनां पिण्डेषु यत्र मरणाभावः प्रतिपादितः  
तत् पञ्चान्वतं तद्वम् । तदपि कापालिकमेव ।

রূপভেদাদিতত্ত্বপঞ্চকং মারণহেতুরিতি অবৈদিকম্ ।

সর্বজ্ঞানাদিতত্ত্বপঞ্চকং কাপালিকসিদ্ধান্তৈকদেশিদিগম্বরমতমিতি দূরত এব  
হেয়ম্ ।

পূর্বাদিদেবীমতপর্যাস্তং দিগম্বরৈকদেশক্ষপণকমতমিতি তত্ততোহপি দূরত এব  
হেয়ম্ ।

এবং চতুঃষষ্টিতজ্ঞাপি পরিজ্ঞাতৃণামপি বঞ্চকানি । ঐহিকসিদ্ধিমাত্রপরম্বাৎ  
বৈদিকমার্গদূরাণি । পরিজ্ঞাতারোহপি ঐহিকফলাপেক্ষয়া তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ  
প্রভারিতা এবৈতি রহস্তম্ ।

নহু বিপ্রলিপ্সাত্মাশয়দোষরহিতস্ত ভগবতঃ পরমেশ্বরস্ত পশুপতে: কাংশ্চিৎ প্রতি  
বিপ্রলস্তকত্বং কথমিতি চেৎ—

মৈবম্—পরমেশ্বরে পরমকারুণিকে বিপ্রলিপ্সাত্মাশয়দোষাঃ ন সন্ত্যেব । কিন্তু  
পরমেশ্বরঃ পশুপতিঃ ব্রহ্মক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রজ্ঞান মূর্খাবসিক্তাতুলোমপ্রতিলোমজাতীরানধি-  
কৃত্য তজ্ঞাপি নিশ্চিঁতবান্ । তত্র ত্রৈবর্ণিকানাং চন্দ্রকলাবিজ্ঞানু বক্ষ্যমাণত্বধিকারঃ,  
শূদ্রাদীনাং চতুঃষষ্টিতত্ত্বধিকারঃ । এবমধিকারভেদমজ্ঞানানাঃ অসীমাসংখ্যাঃ  
ব্যামুহুন্তি । তেবামেবাশ্রয়ং দোষাঃ, ন পশুপতে: পরমেশ্বরস্তোতি ধোয়ম্ ।

চন্দ্রকলাবিজ্ঞাষ্টকং ঐবিজ্ঞাপ্রতিপাদকতত্ত্বম্—চন্দ্রকলা, জ্যোৎস্নাবতী, কলা-  
নিধিঃ, কুলাণবম্, কুলেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বারীস্পত্যং, দুর্কাসমতং চেতি । অগ্নিন্  
তজ্ঞাষ্টকে ত্রৈবর্ণিকানাং শূদ্রাদীনাং চ অধিকারোহস্তি । তত্র ব্রাহ্মণাদীনধিকৃত্য  
সবামার্গেণ প্রোদক্ষিণেন সর্কোহিপাহুষ্ঠানকলাপঃ প্রতিপাদিতঃ । শূদ্রাদীনধিকৃত্য  
অপসব্যমার্গেণ বামাচারো নিরূপিতঃ ।

শুভাগম-তত্ত্বপঞ্চকে বৈদিকমার্গেণৈব অহুষ্ঠানকলাপো নিরূপিতঃ । অয়ং  
শুভাগমপঞ্চকনিরূপিতো মার্গঃ বসিষ্ঠ-সনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভিঃ স্মৃতিভিঃ  
প্রদর্শিতঃ । অয়মেব সময়চার ইতি ব্যবহ্রিয়তে । তথৈবান্নাভিরপি শুভাগম-  
পঞ্চকানুসারেণ সময়মতমবলম্ব্যেব ভগবৎপাদমতমহুহুত্যা ব্যাখ্যা রচিতা । চন্দ্র-  
কলাবিজ্ঞাষ্টকস্ত কুলসময়াহুসারিণেন মিশ্রকমিত্যুচ্যতে বিদ্বত্তিঃ । চতুঃষষ্টিতজ্ঞাপি  
কুলমার্গ এব ।

মিশ্রকং কোলমার্গং চ পরিভ্যাজ্যং হি শাক্যি ইতি ঈশ্বরবচনাৎ মিশ্রকমতং  
কোলমার্গং চ পরিভ্যাজ্যম্ । কোটৈঃ সৃগাতে অবলম্ব্যতে ইতি কোলমার্গঃ

কৌলমতম্ । কশ্মণি ঘঞ্ । অতশ্চ শুভাগমপঞ্চকমেব বৈদিকৈরাদরণীয়ম্, কেবল-  
সময়মার্গপ্রদর্শনপরম্ । সময়মার্গস্বরূপং তু “তবাধারে মূলে সহ সময়য়া” \*  
ইত্যাদিলোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ।

তত্র শুভাগমপঞ্চকে ষোড়শনিত্যানাং প্রতিপাদনং মূলবিজ্ঞায়ামন্তর্ভাবমঙ্গীকৃত্য  
অঙ্গতয়া । চক্রবিজ্ঞায়াং অঙ্গতয়ৈবাস্তর্ভাবঃ কথিতঃ । অতএব চতুঃষষ্টিবিজ্ঞাস্ত-  
ত্বর্তায়াং চত্বজ্ঞানবিজ্ঞায়াং ষোড়শনিত্যাঃ প্রধানত্বেন প্রতিপাদিতা ইতি, তৎপ্রতি-  
পাদকং তজ্জং কৌলমার্গঃ, অয়ং তু সময়মার্গ ইতি ভেদঃ ।

অত্রেদমমুসঙ্কেয়ম্—শুভাগমপঞ্চকং নাম বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুভ-  
সংহিতা, সনন্দনসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা, ইতি পঞ্চসংহিতাঃ শুভাগমপঞ্চকম্ । তত্র  
বসিষ্ঠসংহিতায়াং দেবীং প্রতি দ্বৈশ্বরবচনং বসিষ্ঠেন শক্তির্কোথিতঃ । যথা :—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যাবোড়শকং তব । †

ন কশ্চচিন্ময়াখ্যাং সর্কসংক্ষেপে গোপিতম্ ॥

\* তত্রাদৌ প্রথমা নিত্যা মহাজিপুরমুন্দরী ।

ততঃ কামেশ্বরী নিত্যা নিত্যা চ ভগমালিনী ॥

নিতাক্লিন্ন তথা চৈব ভেরুণা বহুবাসিনী ।

মহাবিশ্বে( বজ্রে ) স্বরী রোদ্রী অরিতা কুলমুন্দরী ॥

নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্কমঙ্গলা ।

জালামালিনীচিহ্নাঃ এতা নিত্যাস্ত ষোড়শ ॥

প্রতিপৎপ্রভৃতৌ দেব্যাঃ পৌর্ণমাস্তমর্কয়েৎ ।

একাদিবৃদ্ধা হাত্তা চ দর্শাস্তং দেবি বিগ্রহম্ ॥

এতচ্চ ষোড়শনিত্যানাং ষোড়শতিথ্যাত্মকত্বম্ উত্তরশ্লোকে নিরূপ্যতে ।

ইদানীং ষোড়শনিত্যানাং শ্রীচক্রে অঙ্গতয়া অন্তর্ভাবো নিরূপ্যতে,—ষোড়শনিত্যাস্ত  
অষ্টবর্গাত্মকতয়া অষ্টদলপদ্যে অষ্টপদ্যেস্থিতিঃ যথাক্রমং অষ্টকোণচক্রে প্রাগাদি-  
কোণমারভ্য একৈকস্মিন্ কোণে দ্বিকং দ্বিকমন্তত্বম্ । এবম্ অষ্টদিকানি অষ্টকোণে  
অন্তত্বতানি । এতা এব নিত্যাঃ ষোড়শস্বরাত্মকতয়া ষোড়শদলপদ্যে স্থিতাঃ  
দ্বিধারোহন্তত্বতঃ । এতা সাং নিত্যানাং মধ্যে প্রথমং নিত্যাদ্বয়ং ত্রিকোণ-  
বিন্যাসপেণ স্থিতম্ । অবশিষ্টাস্ত চতুর্দশ নিত্যাঃ মধ্যমং অন্তত্বতঃ । মেঘলা-  
জয়চুপুত্রয়ে বৈশ্ববক্তিকোণয়োঃস্থত্বতঃ । এবং নিত্যানাং চক্রে অন্তর্ভাবঃ ।

ইমমেবাস্তর্ভাবঃ যেক্ষপ্রস্তারমাহঃ । অতএব চক্ৰকলাবিজ্ঞানঃ চক্রবিজ্ঞানঃ অঙ্গং  
নিত্যানাং সিদ্ধম্ ।

সনন্দনসংহিতায়াম্ স্বীণ্ প্রতি সনন্দনবচনম্—এতাস্ত বোড়শনিত্যাঃ চক্ৰ-  
কলানি চক্রবিজ্ঞান্য অঙ্গভূতাঃ । এতাস্ত বোড়শনিত্যাঃ স্বরাঙ্গিকাঃ পঞ্চদশাকরী-  
মদ্রুগত “এ”কারাদিত্যুত “অ”কার-বিসর্গাঙ্গক “স”কারাভ্যাং সঙ্গৃহীতাঃ জীবকলা-  
রূপাঃ বৈন্দবস্থানে স্থাপিতাঃ তত্রৈব অঙ্গভূতাঃ । কাদয়ো মাবসানাঃ পাশাঙ্কুশ-  
বীজযুক্তাঃ সন্তঃ অষ্টোরে দশকোণঘরে চ অঙ্গভূতাঃ । শিষ্টাস্ত ষকারাদয়ো নববর্ণাঃ  
ষিরাবৃত্তা মধ্যস্থে চতুর্দশকোণেষু চতুর্দশ অঙ্গভূতাঃ, শিষ্টং বর্ণচতুষ্টয়ং শিবচক্ৰচতু-  
ষ্টয়েঃস্তুভূতম্ । ইমমেব কৈলাসপ্রস্তারমাহঃ । এবং নিত্যানাম্ চক্ৰবিজ্ঞান্যাম্  
অঙ্গং প্রতিপাদিতম্ ।

সনৎকুমারসংহিতায়ামপি চক্রবিজ্ঞান্যঃ বোড়শনিত্যানাম্ অঙ্গং প্রতিপাদিতম্ ।  
যথা সনৎকুমারবচনম্—ঐচক্ৰত্ৰাঙ্গভূতাঃ নিত্যাঃ বশিতাদিভিঃ দ্বিকং দ্বিকং মেলয়িত্বা  
বৈন্দবং ত্রিকোণং বিহার্য অষ্টম্ কোণেষুতর্ভাবাঃ । মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরী অস্তর্ভাব্যা  
অষ্টবর্গাস্ত অষ্ট বশিতাদয়ঃ, বোড়শ নিত্যাঃ, দ্বাদশ যোগিণ্ডঃ,—এবং চতুশ্চাংরিংশং ।  
অত্র একাং শক্তিং বিহার্য ত্রয়শ্চাংরিংশং-কোণেষু ত্রয়শ্চাংরিংশদেবতা  
অস্তর্ভাব্যাঃ, একাং ত্রিপুরসুন্দরীং বৈন্দবস্থানাদধস্তাং, গন্ধাক্ষিণ্যাদয়স্ত চতুর্ধারেবু,  
ইতি নিত্যানাম্ অঙ্গং প্রতিপাদিতম্ । ইমমেব তুপ্রস্তারমাহঃ । অষ্টানং  
বশিতাদীনং দ্বাদশযোগিনীনং গন্ধাক্ষিণ্যাদীনং নামধেয়ানি “সবিত্রীভিক্ষাচাম্” \*  
ইত্যাদিলোকবাখ্যানাবসরে কথিতানি ॥ ৩১ ॥

**সম্মতীশ্বর-ভীকান্ন মন্ত্রাশ্রবাদ ।**—হে ভগবতি, মানবের সেই  
সেই একৈক লৌকিক অভীষ্টসিদ্ধিসম্পাদনসমর্থ চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা নিখিল ভুবনকে  
বক্ষিত করিয়া অবস্থিত পত্তপতি, আপনাই আগ্রহে, নিখিল পুরুষার্থ-সম্পাদনে  
স্বয়মেব সমর্থ—আপনাই বক্ষ্যমাণ তন্ত্র ভূতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন । অর্থাৎ মহা-  
মায় শব্দ প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্র বেদ-বাহ ও মায় ইন্দ্রজাল প্রভৃতি একৈক ক্ষুদ্র-  
সিদ্ধিসম্পাদক, তাহা অতুলোমসঙ্কর এবং বেদানধিকারী ও ঐক্লপ সিদ্ধি-  
অভিলাষী জনগণের সাধনার্থ শিব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাহারা  
উচ্চসাধনার অধিকারযুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতিমধ্যে জন্মিয়াছে, তাহারাও  
ক্ষুদ্রসিদ্ধিলাভের আশায় এবং অপর সাধনা অপপ্রকাশ থাকায় ঐ সকল  
মার্গ অবলম্বন করাতে বক্ষিত হইয়াছে । আপনি করুণাময়ী, ব্রাহ্মণাদি সকল

বর্ণের কল্যাণার্থ বেদমার্গাঙ্গুগত আপনায় সাধনোপদেশক তত্ত্ব-প্রকাশ শিবমুখ হইতে আপনিই কল্পাইয়াছেন। এই শিবমুখনিঃসৃত তত্ত্ব বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎ-কুমার দ্বারা ভূতলে প্রচারিত ও শুভাগম-পঞ্চক নামে খ্যাত। এই মতোক্ত আচার সমর্যচার নামে খ্যাত, ইহা বৈদিক মার্গ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই মতে ঐতিহ্য-সাধনার আদর করিয়াছেন। চন্দ্র কলাবিজ্ঞাদি তত্ত্ব সমর্যমতানুসারী হইলেও কোলতাব-মিশ্রিত বলিয়া মিশ্রক এবং অপর তত্ত্বসমূহ কোলমার্গ নামেই খ্যাত, তাহা ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে। শুভাগম-পঞ্চক ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্শ প্রদানে স্বাধীনভাবে সক্ষম। এই মত লক্ষ্মীধরের, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যামধ্যে চতুঃষষ্টি তত্ত্বের নাম ও কোন্ তত্ত্ব কি কারণে বেদবহির্ভূত, তাহা দেখাইয়াছেন। সমর্যমত পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে॥৩১॥

অথ নিখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্র্যং ভগবত্যান্ততন্ত্র্যং পশুপতিঃ ক্রিতিতলমবাতীতর-দিত্যুক্তং পূর্বলোকে। তদেব তত্ত্বং প্রস্তোতি—

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ঐমত্যা নিজতত্ত্বমহিমানমাহ চতুরিতি। পশুপতিঃ শিবঃ চতুঃষষ্টিা নিত্যতত্ত্বৈঃ সকলং ভুবনং অভিসন্ধায় জ্ঞাত্বা অর্থাৎ চতুঃষষ্টিতন্ত্রাবলোকনেন সর্বজ্ঞো ভূত্বা তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্র্যঃ যস্মিন্ তন্ত্বে বা সিদ্ধিঃ প্রমাণবাহুগ্যাং তত্ত্বং-জ্ঞানে অস্বতন্ত্র্যঃ সন্ প্রথমঃ স্থিতঃ। তথাচ, পুরাণাগম-সিদ্ধান্তে নিত্যমাহর্ষ্যনীরিণঃ। পুনঃস্মরিত্ত্বং তব প্রযত্নাৎ অস্মিন্ পুরুষার্থৈকঘটনাৎ হেতোঃ সকলসিদ্ধীনামেকত্র ঘটনাক্ষেতোঃ স্বতন্ত্র্যং নাম তন্ত্রাস্তরানপেক্ষম্ ইদং তন্ত্রং ক্রিতিতলম্ অবাতীতরং অবতারয়ামাস ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! ভগবান্ পশুপতি শিব সনাতন চতুঃষষ্টি তত্ত্ব দ্বারা সমস্ত জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করত যে তন্ত্বে বৈরাগ্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা জগতে প্রচারের জন্ত ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণের অধীন হইয়া থাকিলেন। পরে তোমার নির্লজ্জাতিশয় প্রযুক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং তত্ত্বং-সিদ্ধির উপায় সমুদায় একত্র সম্বটিত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতন্ত্র নামক তোমায় এই কুলতন্ত্র পৃথিবীতে অবতারিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্রিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ,

স্মরো হংসঃ শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।

অমী হস্তেখাভিস্তিস্থভিরবসানেষু ঘটিতা,

ভজন্তে তে বর্ণান্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—শিবঃ ককারঃ। শক্তিঃ একারঃ। কামঃ

ককারঃ। ক্রিতিঃ লকারঃ। অথ শব্দঃ অবসানস্তোতকঃ। রবিঃ হকারঃ। শীতকিরণঃ সকারঃ। স্রঃ ককারঃ। হংসঃ হকারঃ। শক্রঃ লকারঃ। “তদন্তু চ” ইতি অবসানং স্তোতয়তি। পরা সকারঃ। মারঃ ককারঃ। হরিঃ লকারঃ। অমী দ্বাদশ বর্ণাঃ। হ্রস্বেথাতিঃ দ্বীকারৈঃ তিস্ত্ৰিভিঃ ত্রিঋবিশিষ্টৈঃ অবসানেষু বিদ্যমানেষু চতুৰ্গুণককত্রিকাণামুপরি ঘটিতাঃ যোজিতাঃ ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি বর্ণাঃ তে পূৰ্ব্বোক্তাঃ ককারাদয়ঃ তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ ! নামাবয়বতাং নারঃ ত্রিপুরসুন্দরীমন্তস্ত অবয়বতাং প্রতীকত্বম্।

অত্রৈখং পদবোজনা—জননি ! শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিঃ অথ রবিঃ শীতকিরণঃ স্রঃ হংসঃ শক্রঃ তদন্তু চ পরামার-হরয়ঃ ইত্যোক্তে বর্ণাঃ তিস্ত্ৰিভিঃ হ্রস্বেথাতিঃ অবসানেষু ঘটিতাঃ তে বর্ণাঃ তব নামাবয়বতাং ভজন্তে।

অত্রৈদমন্তুসঙ্কেতম্—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরिति বর্ণচতুষ্টয়ম্ আশ্রয়েৎ ঋগ্। রবিঃ শীতকিরণঃ স্রঃ হংসঃ শক্রঃ ইতি বর্ণপঞ্চকং সৌরং ঋগ্। উভয়োঃ ঋগ্। মধ্যো রুদ্রগ্রন্থস্থানীয়ং হ্রস্বেথাবীজম্। পরামারহরয়ঃ ইতি বর্ণত্রয়েণ সৌম্যং ঋগ্। নিরূপিতম্। সৌম্যাসৌরঋগ্। যোমধ্যো বিষ্ণুগ্রন্থস্থানীয়ং ভূবনেশ্বরীবীজম্। তুরীয়মেকাক্ষরং চন্দ্রকলাঋগ্। সৌম্যচন্দ্রকলাঋগ্। যোমধ্যো ব্রহ্মগ্রন্থস্থানীয়ম্ হ্রস্বেথাবীজম্। চন্দ্রকলাঋগ্। তু গুরুপদেশবশাদবগন্তব্যমিতি ন প্রকাশিতম্। অতএব :—

ত্রিখণ্ডো মাতৃকামন্তঃ সৌমস্বর্ধ্যানলাশ্বকঃ ॥

ইতি—অবরোহক্রমেণেতি শেষঃ। “সৌমস্বর্ধ্যানলাশ্বকঃ ইত্যোক্তাবধ্বাত্রৈ বক্তব্যে ত্রিখণ্ড ইত্যুক্তিঃ জ্ঞানশক্তিচ্ছাশক্তিক্রিয়াশক্ত্যাশ্বকং ঋগ্। ত্রয়মিতি জাগ্রৎ-ব্রহ্মসুপ্ত্যবহাভ্যায়কং, বিশ্বতৈজসপ্রাজ্জ্বলিত্রয়ায়কং, তমোরজঃ-সব্ধগুণায়কম্, ইত্যোক্তপরা। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চদ্বিষ্ট্যামঃ।

অত্র শিবঃ শক্তিরিত্যাশিষ্টাঃ কচিৎ লক্ষিতলক্ষণা কচিৎ লক্ষণা ককারাদি-বর্ণপরাঃ। তথাহি ত্রিপুরসুন্দরীমন্তস্ত বোড়শবর্ণাঃ। তে চ বোড়শবর্ণাঃ বোড়শ-নিত্যাস্ততরা হিতাঃ। অত্র বোড়শাঃ কলারাঃ নিত্যব্যাপদেশঃ চন্দ্রকলারূপ-সাম্যাৎ। সা চ পরা কলা চিদেকরসা। তস্তাঃ ছায়া বিতচ্ছিত্ত্রে বোড়শায়ে কলাস্বতরা ভ্রমতীতি \* রহস্তম্। সা প্রধানং প্রকৃতিশ্চ। অস্তা অজন্ততাঃ পঞ্চদশ নিত্য ইতি পূৰ্ব্বলোকে প্রতিপাদিতম্।

বহুপি ককারাদয়ঃ স্ত্রমাণাঃ পঞ্চদশবর্ণাঃ সম্ভারতো জাতব্যাঃ, একো বর্ণঃ  
 বোড়শকলাস্বকঃ প্রধানভূত ইতি বহুপি বোড়শীকলা গুরুমুখাদেব অবগন্তব্যাঃ ;  
 তথাপি তস্তাঃ অগ্রতিগাদনে ব্যাখ্যানং সাপেক্ষমেব । অতোহিহুণাদেব তাদে-  
 বেতি সা কলা নিরূপ্যতে ।

न छ—

सहिष्णुता रोपदेष्टवा । शुक्रभक्त्या स । कला ।

ইতি শিখ্যাণামেবোপদেষ্টব্য। নান্নেধামিতি বাচ্য। যে তু মদীয় গ্রন্থে নৃষ্ট।  
তাং কলাং জানন্তি তে মচ্ছিত্ব। এবোত্মাকমসুগ্রহঃ ।

নহু পাদবন্দন-পাদোপসংগ্রহণ-হস্তমন্তকসংযোগাদে: অজকলাপ্ত শিষ্যবাপা-  
দকস্তাত্তাবে কথং তেব শিষ্যত্বমিতি চেৎ :—

সত্যম্, অশ্বদীপগ্রহঃ দৃষ্ট। ষোড়শাঃ কলায়াঃ স্বরূপং গুরুস্তরমুখাদেব জানতাং  
শিখাঞ্চ মাহন্ত। যে তু ন জানন্তি গুরুমুখাদপি তেষামুপদেশো ন সত্তাব্যত এব,  
তদানীং গুরুকৈকপরতন্ত্রে অগ্নিন্ মন্ত্রে “কে বাহম্বাকং গুরুবঃ ?” ইতি জিজ্ঞাসারাম্-  
দয়মানায়াং তেষাং জিজ্ঞাস্তানাং বর্ন্তমানানাং বর্ন্তিষ্ঠামাণানাং ৫ বয়সেব গুরুব  
ইতি ভেষজগ্রহঃ কৃতোহস্মাভিঃ।

বোদ্ধশীকলা নাম—শকার-রেক-ঈকার-বিশ্বস্তো মন্ত্রঃ। এতন্তেষ বীজন্ত নাম  
 ঐবিশ্বেতি। ঐবীজাখিকা বিজ্ঞা ঐবিশ্বেতি রহস্তম্। এবং বোদ্ধশনিত্যানাং  
 প্রকৃতিভূতাঃ ককারাদয়ঃ। তান্চ বোদ্ধশনিত্যাঃ গুরুপ্রতিপদমারভ্য গৌর্ণমাত্ত-  
 তিধিরূপাঃ। কৃকপকপ্রতিপদমারভ্য অমাবসাত্ততিধিরূপাঃ এতা এব  
 চত্ৰকলাতিধানাঃ। চত্ৰকলা এব প্রতিপদাদিতিধর ইতি সুপ্রসিদ্ধম্। যথোক্ত-  
 য্যোতিঃশাস্ত্রে :—

প্রতিগম্য বিজ্ঞেয়। চতুস্ত প্রথমা কলা ।

वितीराता वितीराताः पश्योः सुकृकृष्योः ॥

অর্থঃ—চতুস্ত প্রথমারাঃ কলারঃ প্রতিপত্তি নামধেয়ম্ । সৈব কলাদ্বিকা  
 হৃদ্যমণ্ডলান্নিৰ্গতা । কল্পকে তু হৃদ্যমণ্ডলং প্ৰতিষ্ঠা । এবং চতুস্তকং হৃদ্যমণ্ডলা-  
 ন্নিৰ্গতা দ্বিতীয়া কলা দ্বিতীয়া ভিষিঃ । কল্পকে তু হৃদ্যমণ্ডলং প্ৰতিষ্ঠা দ্বিতীয়া  
 কলা দ্বিতীয়া ভিষিন্নিৰ্গতি । এবং সৰ্বত্র উহনীৰম্ । অতচ্চ পঞ্চদশকলাব্যবধানং  
 : চতুস্তকোৎস সা পৌৰ্ণমাসী । পঞ্চদশায় কলারং - ~~আত্মভাবাত্ম~~  
 না অব্যাক্তেতি জ্ঞেয়ম্ । অন্তঃ কোলমন্তে চতুস্তকাদিকানাং বোধনানাং  
 নিত্যানাং প্ৰতিদিনম্ একস্তা এবাহৰ্ষানম্ । সৰ্ব্বাঙ্গাঃ সমন্বিতম্ । বোধনাঃ



কলায়াস্ত পঞ্চদশবিশি তিথিবু অমুষ্ঠানং সিদ্ধম্। পঞ্চদশানাং নিত্যানাং তত্রৈব অন্তর্ভাব্যং।

অয়ং চ সম্প্রদায়ক্রমঃ সম্যগুক্তোহপি, চুর্কিজ্ঞেয়ং প্রেমেরজাতমিতি, বিশ্ণুচাৰ্য্যং পুনরুচ্যতে। প্রতিপদি ত্রিপুরসুন্দরী কলা ধোয়া। দ্বিতীয়ায়াং কামেশ্বরী কলা। তৃতীয়ায়াং ভগমালিনী কলা। চতুর্থ্যাং নিত্যক্রিয়া কলা উপাস্তা। পঞ্চমাং তেজঃপ্রাণা কলা। ষষ্ঠ্যাং বহ্নিবাসিনী কলা। সপ্তমাং মহাবিশ্বে (বহ্নে)-শ্বরী কলা। অষ্টমাং রৌদ্রী কলা। নবমাং স্বরিতা কলা। দশমাং কুলসুন্দরী কলা। একাদশ্যাং নীলপতাকাখ্যা কলা। দ্বাদশ্যাং বিজয়াখ্যা কলা। ত্রয়োদশ্যাং সৰ্ব্ব মঙ্গলাখ্যা কলা। চতুর্দশ্যাং জালাখ্যা কলা। পঞ্চদশ্যাং মানিত্বাখ্যা কলা। সৰ্ব্বান্ন তিথিবু চিহ্নপাখ্যা কলা বোড়নী উপাস্তা। প্রতিপদি বা ত্রিপুরসুন্দরী কথিতা সা চিহ্নপাখ্যিকা ন ভবতি, চিহ্নপাখ্যিকারঃ মূলবিত্তারঃ ভিন্নেব অমুষ্ঠানং। মন্ত্ৰ-তেমস্চ—স মন্ত্ৰঃ প্রতিপত্তেব অমুষ্ঠেয়ো ন দ্বিতীয়ায়ামিতি। ত্রিপুরসুন্দরীনিত্যারঃ নামসাম্যমিত্যাবগম্যাম্।

এতাসাং তেজঃপ্রাণাং চক্ৰকলাখিকানাং বিশুদ্ধিচক্ৰং বোড়শারং হানম্। তত্র প্রাগাদিক্রমেণ বোড়শনিত্যঃ তৎকোণেব পরিবর্তন্তে। তদধঃ প্রাণালোকে সংবৎসরমলে দ্বাদশসুখ্যামগুলানি প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ পরিবর্তন্তে। তেবাং দ্বাদশানাং সুখ্যাণাং দ্বাদশমাসেবু অধিকারঃ।

এতচ্চ সনৎকুমার-সংহিতায়াং শ্লোকঃ সপ্তশত্যা নিরূপিতং সংক্ষেপেণ উচ্যতে—  
সুখ্যচক্ৰয়োঃ দেবদানশিত্তদানাদ্ভ্যকোড়শিকলানাড়ীমার্গেণ অহোরাত্রয়োঃ সঙ্করণম্।  
চক্ৰস্ত বামনাড়ীমার্গেণ সঙ্করন্ বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গম্ অমুতেন সিকতি। সুখ্যস্ত  
দক্ষিণনাড়ীমার্গেণ সঙ্করন্ তদ্বৎকিপ্তান্ অমুতবিন্দুন উপাহরতি। বদা চক্ৰসুখ্যয়োঃ  
আধারচক্রে সমাবেশঃ তদা অমাবাস্তা তিথিরূপপত্ততে। কৃষ্ণকতিথয়ঃ ততঃ  
উৎপত্তন্তে। অতএব কুণ্ডলিনীশক্তিঃ আধারকুণ্ডে সুখ্যাক্ষয়সম্পর্ক্যং বিলীন-  
চক্ৰমণ্ডলমধাপলংগীবু পরিপূরিতে স্থপিতি। বাপাবহৈব কৃষ্ণক ইত্যাচ্যতে।  
যৌগী বদা সমাহিতচিত্তঃ চক্রে চক্ৰস্থানে সুখ্যাং সুখ্যস্থানে বায়ুনা নিরোদ্ধুং কনতে  
তদা চক্ৰসুখ্যৌ নিকটৌ অ তলেচনভবাহরণয়োঃ অন্তরৌ। তদানীং বায়ুনা  
প্রেরিতেন স্বাধিষ্ঠানবলিনা শুকীভূতে অমৃতকুণ্ডে নিয়াহারা কুণ্ডলিনী সুগোপিতা  
সতী সর্ববৎ সুংকারং কুর্তী প্রবিজয়ং তিহা সহস্রদলকমলমধ্যবর্তী চক্ৰমণ্ডলং  
বদতি। তদাদলংগীবুধারাঃ আভ্যচক্ৰোপরিহিতচক্ৰমণ্ডলং আগ্রাবদতি। তদাহ  
গলিভাতিঃ অমৃতধারাতিঃ সৰ্বং দেহমাগ্নাবদতি। তত্চ আভ্যচক্ৰোপরিহিত

চন্দ্রমলঃ কলাঃ পঞ্চদশ নিত্যঃ। তা পঞ্চদশ তদধঃস্থিতবিশুদ্ধিচক্রমাপ্রিত্য  
পরিবর্ততে। সহস্রদলকমলাস্তঃস্থিতচন্দ্রমণ্ডলং বৈশ্ববস্থানম্। তৎকলা চিদ্রয়ী  
আনন্দরূপা আশ্বেতি গীয়তে। সৈব ত্রিপুরসুন্দরী। এবং স্তম্ভপক্ষ এব কুণ্ডলিনী-  
প্রবোধঃ কৰ্ত্তুং শক্যতে বোগীশ্বরাণাং, ন তু ক্লৃপপক্ষে ইতি রহস্তম্। সৰ্বাঃ স্তম্ভ-  
পক্ষতিথয়ঃ পৌর্ণমাসীসংজ্ঞকাঃ। সৰ্বাঃ ক্লৃপপক্ষতিথয়স্ত অমাবাস্তায়াং অন্তর্ভবন্তি।  
একৈবামাবাস্তা ক্লৃপপক্ষ ইতি গীয়তে। অতএব আধারঃ অক্ষতামিশ্রম্। বাধিষ্ঠানং  
তু সূৰ্য্যাকিরণসম্পর্কাৎ মিশ্রলোকঃ। মণিপূরস্ত অগ্নিহানস্বেহপি তত্র স্থিতে জলে  
সূৰ্য্যাকিরণপ্রতিবিম্বাৎ মিশ্রক এব লোকঃ। অনাহতং জ্যোতির্লোকঃ। এবম্  
অনাহতচক্রপৰ্য্যন্তং জ্যোতিস্তমোমিশ্রকে। লোকঃ। বিশুদ্ধিচক্রং চাত্ৰো লোকঃ।  
আজ্ঞাচক্রং তু চন্দ্রস্থানত্যাং সুখালোকঃ। অনরোলোকিকয়োঃ সূৰ্য্যাকিরণসম্পর্কাৎ  
জ্যোৎস্না নাস্তি। সহস্রকমলং তু জ্যোৎস্নাময় এব লোকঃ। তত্র স্থিতচন্দ্রো  
।নত্যকলাবুঃ। চন্দ্রবিম্বং ত্রীচক্রম্। কলা সাদাখ্যা। অতশ্চ ত্রিকোণম্ আধারঃ,  
অষ্টকোণং বাধিষ্ঠানম্ দশাং মণিপূরম্, দ্বিতীয়দশারম্ অনাহতম্, চতুর্দশাং  
বিশুদ্ধিচক্রম্, শিবচক্রচতুর্দশম্ আজ্ঞাচক্রং, বিন্দুস্থানং চতুরঙ্গং সহস্রকমলমিতি  
সিদ্ধম্। আজ্ঞাচক্রগতচন্দ্রে পঞ্চদশকলাঃ, বোড়শ্চাঃ কলারাঃ প্রতিকলনং চ।  
ত্রীচক্রপচন্দ্রবিম্বে একৈব কলা, সা পরমা কলা মিলিত্বা বোড়শ কলাঃ। যথা—

বোড়শেনকোঃ কলা ভানোর্বির্বাদশ দশানলে।

সা পঞ্চাশৎকলা জ্ঞেয়া মাতৃকাচক্ররূপিনী ॥

ইতি। এতাঃ পঞ্চাশৎ কলাঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কিকাঃ পঞ্চদশাক্রমীম্নে অন্তর্ভূতাঃ।  
যথা—আদিমেন ককারেণ অস্তিমো লকারঃ প্রত্যাহতঃ তদ্ব্যবর্ত্তিনাং বর্ণানাং  
গ্রাহকঃ। অরমেব লকারঃ একারপূর্ববর্ত্তিনা অকারেণ প্রত্যাহতঃ পঞ্চাশদ্বর্ণগ্রাহকঃ।

নহু অনেনৈব প্রত্যাহারগ্রহণেন পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কমাতৃকাগ্রহণে কিমর্থঃ ককার-  
লকারয়োঃ প্রত্যাহারগ্রহণপ্রাসঃ?

উচ্যতে—ককারাদি-লকারান্তানাং কলাশব্দবাচ্যং সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনানাং  
স্বরান্ প্রতি অজ্ঞাতাং, কলানাং স্বরাণাং প্রধানমিতি গুণপ্রধানতাবপ্রদর্শনার্থং  
প্রত্যাহারব্রাশ্রয়ণং কৃত্বং সনকাদিভিরিতি ধ্যেয়ম্।

চম্বারোহস্বরাঃ বিন্দুলককাঃ। তেন বিন্দুনা তত্শপরি প্রত্যাহারশানৈ নাকঃ  
সংগৃহীতঃ। এবং নাদাবিন্দুঃ কং ত্রীচক্রং ত্রিখণ্ডমিতি কথিতম্। সাদাখ্যা  
কলা ত্রিবিভাহপরপৰ্য্যায় নাদবিন্দুকলাতীতা।

এতাঃ বোড়শনিত্যানু অন্তর্ভূতাঃ। তথাহি—বোড়শ স্বরাঃ, কাঃ, খাঃ, গাঃ, ঘাঃ,

বোড়শ; খাদয়ঃ সান্তাশ্চ বোড়শ। বোড়শত্রিকং বোড়শনিত্যানু অন্তর্ভূতম্।  
 হকারঃ আকাশবীজং বৈন্দবাকাশে নিলীনম্। লকারঃ অন্তহাস্তভূতোপি  
 ককারেণ প্রত্যাহারার্থং পুনর্গৃহীতঃ। ককারস্ত ককারবকারসমুদারুণদ্বয়ং।  
 ককারাদয়ঃ সান্তাঃ ষিষোড়শনিত্যানু অন্তর্ভূতাঃ পরসহিতাঃ।

অকারেণ প্রত্যাহতঃ ককারঃ অক্ষমাণেতি গীয়তে। অতঃ ককারেণ \*  
 সর্কা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি। অতএব † অন্তিমখণ্ডে সকলত্রীমিতি ককার-  
 লকারয়োর্বোণে কলাশবিন্শক্তিঃ, কসয়োর্বোণেন ককারনিশ্চিতিমিতি। এবং  
 মন্ত্রেণ সর্কা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ইতি তাৎপর্য্যম্।

অতশ্চ বোড়শনিত্যানাং মন্ত্রগতবোড়শবর্ণাশ্চক্ৰং, বোড়শবর্ণানাং পঞ্চাশ-  
 বর্ণাশ্চক্ৰং, পঞ্চাশবর্ণানাং সূর্য্যচক্রে- (জ্যোতি) কলাশ্চক্ৰং, সূর্য্যচক্রায়িক্রমেণ  
 ত্রিখণ্ডত্বমিতি ঐক্যচতুষ্টয় ‡ মনুসঙ্কেতম্।

এবং চক্রমন্ত্রয়োরেপি। যথা হ্রীকারত্রয়ং শ্রীবীজং চ শিবচক্রচতুষ্টয়াশ্চত্রিকোণে  
 বিন্দুরূপেণ অন্তর্ভূতম্। সকলেতি বর্ণত্রয়েণ সংগৃহীতা কলাশ্চিকা মাতৃকা,  
 অক্ষমালাশ্চিকা মাতৃকা, উভয়মপি ষথাযোগ্যং চক্রে অন্তর্ভূতম্। তথাহি—  
 অন্তহাস্তদ্বয়ঃ, উদ্রাগশ্চদ্বয়ঃ—এবমষ্টৌ বর্ণাঃ অষ্টকোণাশ্চকাঃ। কাদয়ো  
 মাযলানাঃ বর্ণপঞ্চমানে বিহার দশারবুণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। বর্ণপঞ্চমাস্ত অমুদারুণরূপেণ  
 বিন্দাবস্তর্ভূতাঃ। চতুর্দশারে চতুর্দশ স্বরা অন্তর্ভূতাঃ। অমুদারবিসর্গয়োঃ  
 বিন্দাবস্তর্ভাবঃ। ইতি চক্রমন্ত্রয়োস্ত্রৈক্যং স্তম্ভগোদরমতামুদারেণ কথিতম্।

পূর্ণগোদরমতামুদারেণ তু—সোমসূর্য্যানাশ্চকতয়া চক্রে ত্রিখণ্ডত্বম্। এবং  
 মন্ত্রতাপি ত্রিখণ্ডত্বং সুপ্রসিদ্ধম্। চক্রে কলাঃ বোড়শ ইন্দুখণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স  
 চ ইন্দুখণ্ডঃ ইন্দ্রাশ্চক্রে যজ্ঞখণ্ডে অন্তর্ভূতঃ। এবং তানোঃ চতুর্বিংশতিকলাঃ  
 তাজ্ঞখণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স চ খণ্ডঃ যজ্ঞখণ্ডে অন্তর্ভূতঃ। এবমাগ্নেয়া দর্শকলা  
 আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স চ খণ্ডঃ যজ্ঞে আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভবতীতি কলাব্র-  
 ম্মণাম্ ঐক্যমনুসঙ্কেতম্।

স্তম্ভগোদরে নিত্যানাং স্বরূপমুক্তম্ :—

দর্শাত্তাঃ পূর্ণিমাস্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।

বোড়শী তু কলা জ্যেষ্ঠা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥

\* “অতঃ অক ইতি প্রত্যাহারেণ” ইতি পঃ কোশে।

† অথবা ইতি পঃ কোশে।

‡ “বিজ্ঞাচতুষ্টয়” ইতি ভঃ কোশে।

ইতি । অত্ভার্থঃ—দর্শাত্মাঃ পূর্ণিমাত্মাঃ তিথয়ঃ । দর্শা নাম অমাবাস্তানন্তর-  
ভাবিনী প্রতিপৎকল । তত্ভা দ্বৈবং দর্শনাৎ দর্শা । দর্শা আত্মা বাসাং তাঃ । পূর্ণিমা  
অন্তো বাসাং তাঃ ।

দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা \* আপ্যায়-  
স্বনৃত্তা ইরা অপূর্যমাণা আপূর্যমাণা + পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসী—এতানি নাম-  
ধেয়ানি ক্রতিবোধিতানি সংগৃহীতানি “দর্শাত্মাঃ পূর্ণিমাত্মাঃ” ইত্যেনে । এতাসাং  
বহুপং পুরস্তাৎ নিবেদয়িত্বতে । দর্শাদীনাং পঞ্চদশানাং কলানাং যথাক্রমে  
ত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চদশ নিত্যা অধিদেবতাঃ । ষোড়শাঃ চিত্রপাশ্বিকারঃ  
কলারঃ সাদাখ্যাতবহুপগত্যাং অধিদেবতাস্তরং নান্তি । স্বয়মেব সর্বত্র অধিদেবতেতি  
ধ্যেয়ম্ । এতাসাং নিত্যানাং অভিগানিনী দেবতা কামদেবঃ এক এব ।  
অধিষ্ঠানদেবতা কামেশ্বরী একেব । অতঃ মূলবিভাগতপঞ্চদশবর্ণানাং দর্শাদয়ঃ  
কলাঃ, নিত্যাঃ কলাঃ, বিব্রহাস্তরমিতি অনুসঙ্কেয়ম্ । অতএব দর্শাদিকলানাং  
ত্রিখণ্ডং স্পষ্টম্ । দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা—এষঃ আয়েরঃ ষণ্ডঃ ।  
অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা আপ্যায় স্বনৃত্তা ইরা—এষঃ সৌরঃ ষণ্ডঃ । অপূর্যমাণা  
আপূর্যমাণা পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসীতি—এষঃ চান্দ্রঃ ষণ্ডঃ তৃতীয়ো নিরূপিতঃ ।  
এতাসাং কলানাং নিত্যত্বেন ঐক্যং সম্পাদ্য প্রতিপদাদৌ উপাসনাপ্রকারঃ পূর্বমেব  
দিষ্টমাত্রং উদাহৃতঃ । দর্শা কলা শিবতত্ত্বাঙ্গিকা । দৃষ্টা কলা শক্তিতত্ত্বাঙ্গিকা ।  
দর্শতা কলা মায়াতত্ত্বাঙ্গিকা । বিশ্বরূপা কলা শুদ্ধবিজ্ঞাততত্ত্বাঙ্গিকা । সুদর্শনা  
কলা জলতত্ত্বাঙ্গিকা । এবং পঞ্চতত্ত্বাঙ্গকঃ ষণ্ডঃ আয়েরম্ । অগ্নিরত্র অধি-  
দেবতা, কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা, কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রীত্বাক্তম্ ।  
আপ্যায়মানা কলা তেজস্তত্ত্বাঙ্গিকা । আপ্যায়মানা কলা বায়ুতত্ত্বাঙ্গিকা ।  
আপ্যায় কলা মনস্তত্ত্বাঙ্গিকা । স্বনৃত্তা কলা পৃথিবীতত্ত্বাঙ্গিকা । ইরা কলা  
আকাশতত্ত্বাঙ্গিকা । আপূর্যমাণা কলা বিজ্ঞাততত্ত্বাঙ্গিকা । এষ সৌরষণ্ডো দ্বিতীয়ঃ ।  
তত্র সূর্য্যো দেবতা । কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা । কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-  
ত্বাক্তম্ । আপূর্যমাণারঃ কলারঃ চন্দ্রখণ্ডান্তঃস্থিতায় অপি সৌরখণ্ডে অন্তর্ভাবঃ ।  
ইরাকলাপ্রভেদত্বাৎ ইরাহপূর্যমাণরোঃ ঐক্যমিতি অনুসঙ্কেয়ম্ । আপূর্যমাণা

\* ‘অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা’ ।

+ ‘অপূর্যমাণা আপূর্যমাণা’ ইতি পাঠ্যবৎ বৃত্তম্ । তত্র বক্ষ্যমাণভেদঃ সঙ্গজ্ঞতে । তথাহি  
অপ্যায়মানা তেজতত্ত্বাঙ্গিকা, আপ্যায়মানা বায়ুতত্ত্বাঙ্গিকৈতি অপূর্যমাণা বিজ্ঞাততত্ত্বাঙ্গিকা  
আপূর্যমাণা মনস্তত্ত্বাঙ্গিকা চেতি । অপ্যায়মানা, অপূর্যমাণেত্যনয়োঃ ঐক্যবর্ধে নঞ-প্রয়োগ  
ইতি ॥ পঃ

কলা মহেশ্বরতত্ত্বাঙ্খিকা। পুরয়ন্তী কলা পরতত্ত্বাঙ্খিকা। পূর্ণা কলা আত্ম-  
তত্ত্বাঙ্খিকা। পৌর্ণমাসী কলা সদাশিবতত্ত্বাঙ্খিকা। এষ সৌমঃ ষণ্ডঃ। সৌমঃ  
অত্র অধিদেবতা। কামদেবঃ সৰ্বত্র অধিদেবতা। কামেশ্বরী সৰ্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-  
ত্বাক্তম্। নিত্য্য কলা সাদাধ্যতত্ত্বাঙ্খিকা। এতাস্ত বিগুচ্ছিতক্রে বোড়শারে  
প্রাগাদিক্রমেণ বোড়শদিক্কু পরিভ্রমন্তি।

তাস্ত আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমণ্ডলস্ত বোড়শ কলাঃ ইতি সূক্তগোদয়ে ষৎ  
প্রণকিতং তত্ত্ব—পঞ্চদশকলানামেব বোড়শারে পরিভ্রমণং, বোড়শ্যাঃ কলায়াঃ  
সহস্রদলকমলে এব অবস্থানং; তত্র অবস্থিতায়াঃ নিত্য্যায়াঃ কলায়াঃ প্রভাপটলং  
বোড়শারে দুরতি—এবংপরমিত্যেব অমুসঙ্কেয়ম্।

অয়মর্থঃ—শব্দঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি শিবশব্দেন শিবতত্ত্বাঙ্খিকা দর্শাধ্যা  
কলা ত্রিপুরস্বন্দরীনাংমধ্যে কথ্যতে। তয়া তৎপ্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে।  
এবং শক্তিশব্দেন শক্তিতত্ত্বাঙ্খিকা যা দৃষ্টা কলা তয়া একারো লক্ষ্যতে। কাম  
ইত্যনেন কামদেবতয়া যা দশতা কলা তয়া ঈকারো লক্ষ্যতে। ক্ষিতিরিত্যনেন  
“লকারঃ ক্ষিতিতত্ত্বঃ” ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধ্যা লকারো লক্ষ্যতে। রবিরিত্যনেন  
সূর্য্যশব্দাভ্যতরা রবিঃ হকারো লক্ষ্যতে। গীতকিরণঃ চন্দ্রঃ। “সকারঃ চন্দ্রবীজম্”  
ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধ্যা গীতকিরণশব্দেন সকারো লক্ষ্যতে। স্রবশব্দেন কামরাজ-  
প্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হংসঃ সূর্য্যঃ হকারাধিপতিরিভূতঃ প্রাক্। শক্রঃ  
ইন্দ্রঃ। “লকারঃ ইন্দ্রবীজম্” ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধে শক্রশব্দেন লকারো লক্ষ্যতে।  
পর্য্য চন্দ্রকলোতি চন্দ্রবীজং সকারো লক্ষ্যতে। মারঃ কামরাজবীজমিতি তৎপ্রকৃতি-  
ভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হ্রিঃ ইন্দ্রঃ লকারো লক্ষ্যতে। এবং মন্ত্রগতবর্ণানাং  
ককারাদীনাং শিবাদিপদানি লক্ষ্যকাণি, কচিৎ লক্ষিতলক্ষ্যকাণীতি ধ্যেয়ম্।

এবং পঞ্চদশনিত্যানাং সমুদায়ায়কস্ত মন্ত্রস্ত পঞ্চদশতিথিষু অষ্টষ্ঠানাং বিহিতম্।  
পৃথক্ নিত্য্যাস্ত্রষ্ঠানাং তু প্রতিদিনং পৃথক্ নিয়তম্। এতচ্চ অতিরহস্তং গুরুমুখাদেব  
অবগম্যব্যমপি শিষ্টাশুজিহ্বক্কা কথিতম্। অতশ্চ ইমমেব অর্থং প্রতিপাদ্যাহ।

দর্শাভ্যাঃ পূর্ণিমাভ্যাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।

ইত্যত্র ষৎ বহু বক্তব্যং, তত্ত্বু স্রুতিব্যাখ্যানাবসরে নিক্রপয়িষ্যামঃ। তথা চ  
তৈত্তিরীয়শাখায়াঃ কাঠকে স্রুতে “ইয়ং বাব সরবা” ইত্যম্বাবে” \*। তত্র  
বোড়শনিত্যাঙ্ক-দিবসপরিজ্ঞানে ফলং প্রতিপাদিতং, জ্ঞানমাত্রকলপ্রতিপাদকত্বং।  
অনারভ্যাধীতং অখমেধকাণ্ডানন্তরং “সংজ্ঞানং বিজ্ঞানম্” † ইতি, তিথিপ্রতি-

পাদকবাক্যানাং প্রকরণভেদে এব । তন্ত অহুবাকন্ত ব্রাহ্মণম্ “ইয়ং বাব সরবা” \*  
ইতি । এবম্ উভয়ং মন্তব্রাহ্মণাশ্বকম্ অনারভ্যাতীতং ত্রানৈককলং বাক্যজাতম্ ।

\* ইয়ং বাব সরবা ।

অন্তার্থঃ—ইয়ং চন্দ্রকলা সাদাখাঃ সরবা সরবাবং নধুস্তন্মিনী অমৃতস্তান্দনীতি  
ঐচ্ছিকাশ্বকচন্দ্রস্ত সরবাহনিক্রপণম্ ।

\* তস্তা অগ্নিরেব সারবং মধু ।

তস্তাঃ সরবায়াঃ অগ্নিরেব অগ্নিহানমেব বৈদ্যবং ত্রিকোণং সারবং সরবোভূতং  
মধু, তত্শৈব স্বধাসিক্রপণবাং ।

সারবস্ত মধুনঃ উপচরণচয়প্রকারমাহ :—

\* যা এতাঃ পূৰ্ণপক্ষাপরণক্ষয়ো রাত্রয়ঃ ।

এতাঃ সংজ্ঞানাহুবাকে কথিতাঃ । পূৰ্ণপক্ষাপরণক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণক্ষয়োঃ  
রাত্রয়ঃ ।

\* তা মধুকৃতঃ ।

তাঃ রাত্রয়ঃ মধু কুশস্তীতি মধুকৃতঃ । রাত্রিষেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোক-  
প্রসিদ্ধিঃ । রাত্রাবেব চন্দ্রকলারূপাঃ ঐবিজ্ঞায়াঃ অধুষ্ঠানং, ন চ দিবসে ইতি উপ-  
দেশঃ । পূৰ্ণপক্ষরাত্রয়ঃ দর্শাদিপৌর্ণনাস্তান্তাঃ পূৰ্ণং নিক্রপিতাঃ । কৃষ্ণপক্ষরাত্রি-  
নামধেয়ানি তু :—

† সূতা স্ববতী প্রসূতা স্রগমানাহভিহুয়মাণা ।

পৌতী প্রপা সংপা তৃপ্তিস্পর্যতী ।

কাস্তা কাম্যা কামজাতাহনুয়তী কামজ্ঞা ॥

এতাঃ কৃষ্ণপক্ষরাত্রয়ঃ । এতাসাং কৃষ্ণপক্ষরাত্রীণাং আধারচক্র এব অমা-  
বস্তাশ্বকতয়া অবস্থানং, সময়িনাং তত্র ব্যবহার্যভাবাং, শুক্লপক্ষরাত্রিষেব চন্দ্রকলা-  
সক্ষাণাং, তত্শৈব কুণ্ডলিনীপ্রবোধাং, স্বরূপমারোদেপ এব কৃতঃ । শুক্লপক্ষ-  
রাত্রীণামেব কদাহম্ । ২ংস্বরূপং পূৰ্ণমেব নিক্রপিতম্ ॥

অতএব কুণ্ডলিনীপ্রবোধো রাত্রাবেব, ন দিবা, দিবসানাং মধুনঃ আবাক্ষ্যাদ-  
তাহ—

\* যাত্তহানি । তে মধুরবাঃ ।

মধু বর্ষস্তীতি মধুরবাঃ । অতএব দিবা যোগিনঃ কুণ্ডলিনীং ন বোধয়ন্তীতি ।

\* তৈঃ ব্রাঃ ৩।১।১০

† তৈঃ ব্রাঃ ৩।১।১১

গুরুকৃপকরোঃ দিবসানাং নামানি নোক্তানি, অগ্রস্তুত্বাৎ । তথাহি বেদে  
কলপ্রবণাৎ উদ্দেশ্যোদ্বেগেণ কথ্যন্তে । গুরুপক্ষদিবসনামানি—

† সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং জ্ঞানদভিজ্ঞানং ।

সকলমানং প্রকলমানমুপকলমানমুপকৃপ্তং কৃপ্তম্ ।

শ্রেয়ো বসীর আৰ্যং সংভূতং ভূতম্ ॥

ইতি গুরুপক্ষনামানি । কৃপকক্ষদিবসনামানি তু—

† প্রস্তুতং বিষ্টুর্ভূং সৎস্তুতং কল্যাণং বিশ্বকপম্ ।

গুরুমমৃতং তেজসি তেজঃসমিচ্ছম্ ।

অরুণং তাম্রমগ্নরীচিমদভিতপত্তপত্ত্বং ॥

এতেষাং উভয়েষাং গুরুপক্ষকৃপকক্ষাহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি যো বেদ তত  
কলমাহ :—

\* স যো হ বা এতা মধুকৃতশ্চ মধুবর্ষাংশ্চ

বেদ । কুরুন্তি হাতৈস্ততা অদ্যৌ মধু ।

নাভ্যেষ্ঠাপূর্ভং ধরন্তি ॥

সঃ যঃ এতাঃ মধুকৃতৌ রাজীঃ মধুবর্ষান্ দিবসান্ পূর্কোক্তান্ যো বেদ অত  
বেদিতুঃ এতাঃ অদ্যৌ বৈশ্ববহ্নানে মধু স্ত্বধাসিদ্ধং কুরুন্তি । অত ইষ্টাপূর্ভং  
বাহিতার্থপূর্ভং ন ধরন্তি ন রিক্তীকুরুন্তি ॥

ব্যতিরেকে অনিষ্টমাহ :—

• অথ যো ন বেদ । ন হাতৈস্ততা অদ্যৌ মধু কুরুন্তি ।

ধরন্ত্যভ্যেষ্ঠাপূর্ভম্ ॥

বাখ্যাত প্রারম্ভেতৎ ।

অরমর্থঃ—চন্দ্রকলাবিজ্ঞানভূতানং নাম মাতৃকামন্ত্ররোরৈক্যম্ । মন্ত্রচক্ররোরৈক্যম্ ।  
চক্রনিত্যরোরৈক্যম্, নিত্যাপ্রতিপদাদিকলরোরৈক্যমিতি সমন্বিততত্ত্বম্ ।  
এতদভূতানে গুরুপক্ষকৃপকক্ষবিবেকঃ, দিবসরাত্রিবিবেকশ্চ উপযুক্ত্যতে ।  
দর্শাদিপৌর্ণমাস্তত্ত্বাৎ কলানু চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানং, ন অমাবান্তারাম্ । কৃপকক্ষ-  
পক্ষঃ অমাবান্তাপরঃ ইত্যুক্তং প্রাগেব । অতশ্চ অমাবান্তারামিহ গুরুপক্ষদিবসেন্যপি  
ন অভূতানমিতি ধ্যেয়ম্ । এবং পরিশেষবৃত্ত্যা অমাবান্তারাম্ উপাসনানিবেধঃ,  
ন তু সর্কস্বিন্ কৃপকক্ষে । অতশ্চ সর্কস্বিন্ রাত্রিষু অমাবান্তাব্যতিরিক্তানু  
উপাসনা, ন সর্কস্ব দিবসেষু, ইতি গুরুপদশব্দাৎ জ্ঞেয়ং রহস্তম্ ।

অত উত্তরম্ ।

• যো হ বা অহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি বেদ । নাহোরাত্রেষাতিমাহঁতি ।  
সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং দর্শা দৃষ্টেতি ।

এতাবম্ববাকৌ পূর্বপক্ষত্বেহোরাত্রাণাম্ নামধেয়ানি ।

প্রস্তুতং বিষ্টুর্ভং স্তুভা স্তবতীতি । এতাবম্ববাক্যাবগরণপক্ষত্বেহোরাত্রাণাং  
নামধেয়ানি । নাহোরাত্রেষাতিমাহঁতি । য এবং বেদ ॥

ইতি বাক্যকাতং পূর্বব্যাখ্যায়ৈব ব্যাকৃতম্ ইতঃ পরং বক্ষ্যমাণং মুহূর্ত্তার্চ্যমাস-  
ষ্টিকাদীনাম্ কালানাং নামধেয়কাতং তত্রৈব অন্তর্ভূতমিতি তদ্ব্যাখ্যানেনৈব  
ব্যাখ্যাতমিতি অনুসন্ধেয়ম্ । অতএব সংজ্ঞানাম্ববাকঃ “ইয়ং যাব সন্নধ্য” ইত্যম্ব-  
বাক্ষ্য ব্যাকৃতাবেবেতি অবগন্তব্যম্ যত্নু সাবিত্রপ্রকাশকে “প্রজাপতির্দেবান-  
সৃজত” ইত্যম্ববাকৌ • “স যদাহ” ইত্যারভ্য “জনকো হ বৈদেহ” ইত্যন্তেন  
তিথ্যাস্মকং সবিভূঃ প্রতিপাদিতম্, তত্নু সাদাধ্যাতব্যাস্মিকার্যাঃ চন্দ্রকলাবিভার্যাঃ  
ঐবিভাহরণনামধেয়ারাঃ পঞ্চদশতিথ্যাস্মিকার্যাঃ প্রসাদসমাসাদিতসামর্থ্যং সবিভূঃ,  
নাত্তথোতি প্রতিপাদয়িত্ব গোপ্যা বৃত্ত্যা আহঁ নতিঃ । অত এব “এব এব তৎ” •  
ইতি গোপবৃত্ত্যাশ্রয়ণং প্রকটীকৃতম্ । অত্র এতদগ্রহকলাপানন্তরবাক্যম্ ।

জনকো হ বৈদেহঃ অহোরাত্রৈঃ সমাজগাম ॥ †

ইতি আরাভম্ । জনকঃ উৎপাদকঃ ঐবিভার্যাঃ ঋষিঃ । বিদেহ এব বৈদেহঃ  
মন্ত্রধঃ । অহোরাত্রৈঃ অহোরাত্রাষ্টকৈঃ পঞ্চদশাকরীমন্ত্রবর্গৈঃ দর্শাদিপূর্ণিমান্ত-  
কলাষ্টকৈঃ সমাজগাম, তৎ মন্ত্রম্ আকৃতবানিত্যর্থঃ । যন্ত মন্ত্র আহঁরতি ন  
ঋষিরিত্যুচ্যতে । অতএব অরুণোপনিষদি—

পুত্রো নিষর্ত্যা বৈদেহঃ । •

নিষর্ত্যা গম্ম্যাঃ । যদা অনিষর্ত্যাঃ গম্ম্যাঃ । পুত্রঃ বৈদেহঃ মন্ত্রধঃ ।

অচেতা যন্ত চেতনঃ । •

অনলবাদেব চেতোরহিতঃ । চেতনশ্চ সর্বভূতান্তর্ধ্যমিহাৎ ।

স তৎ মণিমবিকং । •

সঃ অনলঃ তৎ প্রসিদ্ধং মণিঃ বিভাস্ককং রত্নং অবিকং লব্ধবান্ অপত্নং । অসৌ  
অনলঃ অকোহপি অপত্নমিতি “অকো মণিমবিকং” ‡ ইতি বাক্যশেষবলান্ লভ্যতে ।  
অতএব পরচিত্রকলারাঃ বিভার্যাঃ ত্রিপুরম্ববাক্যাঃ মন্ত্রধঃ ঋষিরিত্যুৎ ।

• উঃ দ্রাঃ ৩১৭১০

† উঃ দ্রাঃ ৩১৭১১

‡ উঃ দ্রাঃ ৩১১১



সোহনকুলিরাবরং । \*

সঃ মন্থথঃ অনকুলিঃ অনকদ্বাদেব অনকুলিঃ আবরং অসীবাৎ । সীবনানন্তর-  
কৃতামাহ—

সোহগ্রীবঃ প্রত্যমুখং । \*

সঃ মন্থথঃ অনকদ্বাদেব অগ্রীবঃ মণিসম্পাদনফলং প্রত্য্যামোচনম্ অকরোৎ,  
শ্রুতবানিত্যর্থঃ ।

বিজ্ঞারত্নে মণিহারোপপত্ত ফলং ধারণমেব ন ভবতীত্যাহ :—

সোহজিহ্বো অশস্যত । \*

সঃ অনকঃ অনকদ্বাদেব অজিহ্বঃ জিহ্বারহিতঃ অশস্যত অচোবৎ, আত্মাদিত-  
বানিত্যর্থঃ ।

এতদ্রূপং ভবতি—অনকঃ পূৰ্ণং বিজ্ঞারত্নং পঞ্চাশবর্ণাশ্বকং বোড়শনিত্যশ্বকং  
বোড়শকলাশ্বকং নানাবেদেষু নানাস্থতিষু নানাপুরাণেষু নানাবিধাগমেষু বিপ্রকীর্ণং  
দৃষ্টবান্ । তদনন্তরং বিপ্রকীর্ণম্ ইমং মন্ত্রং দৃষ্ট্ । সীবনং কৃতবান্ । পঞ্চাশবর্ণান্  
ত্রিধা বিভজ্য খণ্ডত্রয়ং কৃৎ । ত্রিপুরসুন্দর্যাদিবোড়শনিত্যাঃ তত্র অন্তর্ভাব্য, প্রতি-  
পদাদিতীর্ষীন্ বোড়শ তত্রৈব অন্তর্ভাব্য, পঞ্চদশবর্ণাশ্বকং ত্রিখণ্ডং কৃৎ, তত্র সোম-  
সুর্ধ্যানলাশ্বকতয়া ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাস্বকতয়া সত্ত্বরজস্তমস্বস্বাবস্থিততয়া জাগ্রৎস্বপ্ন-  
সুষুপ্তাবস্থাপন্নতয়া সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতুভূততয়া নিশ্চিত্য ঐতিহ্যশ্বকে চতুর্থে খণ্ডে  
পঞ্চদশকলানাং অন্তর্ভাব্য নিশ্চিত্য ভুবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং যোগিনীবিজ্ঞানাং নবানাং  
ত্রিকস্ত ত্রিকস্ত একৈকহীকারেণ অন্তর্ভাবম্ অঙ্গীকৃত্য, সর্কভূতাশ্বকং সর্কমন্ত্রাশ্বকং  
সর্কভূতাশ্বকং সর্কাবস্থাশ্বকং সর্কদেবাস্বকং সর্কবেদার্থাশ্বকং সর্কশব্দাশ্বকং সর্ক-  
শক্ত্যাশ্বকং ত্রিগুণাশ্বকং ত্রিখণ্ডং ত্রিগুণাতীতং সাদাখ্যাপরপর্ধায়ং বড়বিশেষিব-  
শক্তিসংপূটীশ্বকং নিশ্চিত্য বর্ণপঞ্চদশকেন মূলবিজ্ঞাং অসীবাৎ । তদনন্তরং স্নাতং  
মন্ত্ররাজং গ্রীবারাং শ্রুতবান্, চিরকালং ধ্যানযোগেন পূজিতবান্ । তদনন্তরং চন্দ্র-  
কলাসূতান্বাদং কৃতবানিতি সঃ মন্থথঃ ঋষি অস্ত মন্ত্রস্তেত্যর্থঃ ।

নৈতমুখি বিদিত্বা নগরং প্রবিশেৎ । \*

এতম্ ঋষিঃ মন্থথঃ বিদিত্বা নগরং ঐচ্ছকাস্বকং ন প্রবিশেৎ ঋষিজ্ঞানপূৰ্ণকং  
ঐচ্ছকাস্বকং নগরং ন পূজয়েৎ, বাহুপূজাং ন কুর্যাদিতি নিষেধবিধিঃ । বাহুপূজারো-  
মেব ঋষিহীনঃপ্রভৃতিজ্ঞানপূৰ্ণকম্ । আন্তরপূজারাঃ তাদাস্ব্যাহুসকানাস্বিকারাঃ  
ঋত্বাদিজ্ঞানং নাত্যেব । উপযোগস্ত দ্রুত এব । অতো বহুসিদ্ধবহুবিপ্লবদাস-

স্থেনে চীচক্রস্ত বাহুপূজনং ত্রৈবর্ণিকঃ ন কর্তব্যমিতি নিয়ম্যতে । ততস্তং সনৎ-  
কুমারলংহিতান্যাম—

বাহুপূজা ন কর্তব্য কস্তব্য বাহুজাতাভঃ ।  
সা কুজ্জকলদা নৃণাম্ ঐহিকার্থকসাধনাৎ ॥  
বাহুপূজারতাঃ কোলাঃ কৃপণাশ্চ কপালিকাঃ ।  
দিগম্বরাশ্চেতিহাসা \* বামকাস্ত্রম্ববাদিনঃ ॥  
আন্তরায়াদন পরা বৈদিকা ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
জীবমুক্তাশ্চরন্ত্যেতে ত্রিষু লোকেষু সৰ্ব্বদা ॥

ইতি । কোলাঃ আচারচক্রপূজারতাঃ । কৃপণকাঃ যোষিত্রিকোণপূজারতাঃ ।  
কপালিকাঃ দিগম্বরাশ্চ উভয়ত্র নিরতাঃ । ইতিহাসা \* ভৈরবধামল-প্রামাণ্যবাদিনঃ ।  
বামকাঃ তন্ত্রবাদিনঃ ইত্যেকো বদন্তি, বামকেশ্বরতন্ত্রবাদিনঃ । কেবলচক্রপূজকাঃ  
তে বেদবাহ্বা ইত্যম্বরঃ । আন্তরপূজারতাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ শুভাগমতত্ত্ববেদিনঃ । শুভা-  
গমপঞ্চকং পূৰ্ব্বেমেবোক্তম্ । আন্তরপূজাপ্রকারঃ পূৰ্ব্বেমেবোক্তঃ, পুরস্তাবন্ধাক্ষে ৮ ।

† যদি প্রবেশেৎ ।

অসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ “যদি বেদাঃ প্রমাণং” ইতিবৎ, প্রবিশেদেবেত্যর্থঃ ।

† মিথৌ চরিত্বা প্রবিশেৎ ।

মিথৌ রহন্তে একান্তে চরিত্বা অবগত্য । চর গতিভক্ষণয়োঃ । প্রবিশেৎ,  
আন্তরপূজাং কুৰ্বাদিত্যর্থঃ । যদ্বা—মিথৌ মিথুনীভূতো শিবৌ, উভয়োঃ মেলনম্  
অবগত্য প্রবিশেৎ অঙ্গুসন্দর্শীভেতি । পূৰ্ব্বব্যাখ্যানেনহপি ঐক্যাত্মসংস্থানে সহায়-  
স্তরং ন কর্তব্যম্ । একান্তে এব বিত্তা ফলতীত্বাপদেশঃ ।

তৎকথমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টাস্তেন ত্রুটয়তি :—

† তৎসম্ভবস্ত ব্রতম্ ।

সম্ভবো মন্থণঃ, চিত্তজাতদ্ব্যং । তন্ত ব্রতং মাহাত্ম্যং, সহায়স্তরং তিরস্কৃত্য  
একাকিনৈব রহন্তে জীপ্স্বসংযোজনরূপম্ । অতঃ মন্থণোপদিষ্টমন্ত্রাহ্বানবতাং  
তথৈব তদমুষ্ঠানমিতি গোপোয়ং বিস্তেতি তাৎপর্যম্ । দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে মন্থণো  
মিথুনম্ অবগত্য তস্মিন্ মিথুনে প্রবিশতি । এবং শিবশক্তিসংগৃষ্টম্ অবগত্য সাধ-  
কেন প্রবেষ্টব্যমিতি ক্রতেরর্থঃ । অতশ্চ “পূজা নিষ্পত্ত্যা বৈদেহঃ” ‡ “জনকো হ  
বৈদেহঃ” † ইতি চ ক্রতিব্রতং বৈদেহয়োঃ উভয়োঃ একপ্রত্যতিজ্ঞাবিবরণ্যং, “স

\* “বীজবান” ইত্যপি কচিং দৃষ্টতে ।

† তৈঃ আঃ ১১১

‡ তৈঃ আঃ ১১৮

বদাহ" + ইত্যাদিবাচ্যকদম্বকং প্রতিপদাদিতিধিরূপচক্রকলাস্বিকারঃ ঐবিভায়াঃ  
প্রতিপাদনধারা সবিশুঃ তৎপ্রসাদজন্তং মহাশ্বাং নাভুখেত্যেবং পরমিতি সর্বম্  
অনবদম্ ॥ ৩২ ॥

**সঙ্গীতশাস্ত্র-কৃত-তীকা-অন্যানুবাদ।**—পূর্ববর্তী শ্লোকে তত্ত্ব  
অবতীর্ণ করিয়াছেন বলা হইয়াছে, এখন সেই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে—( তত্ত্ব  
মন্ত্রশাস্ত্র প্রথমেই মন্ত্রোপদেশ বধা ) হে জননি, শিব (ক), শক্তি (এ), কাম (ঈ),  
কিতি (গ), ইহার পরেই-মারাবীজ, অনন্তর রবি (হ), চন্দ্র (স), স্র (ক), হ্রস্ব (হ),  
শক্ৰ (ল), ইহার পর মারাবীজ, তৎপরে পরা (স), মার (ক), হরি অর্থাৎ ইন্দ্র  
'ল), তদন্তে মারাবীজ, এইরূপ একৈক খণ্ডের অবসানে মারাবীজযুক্ত ( চার বর্ণে  
প্রথম, পাঁচ বর্ণে দ্বিতীয়, তিন বর্ণে তৃতীয়,—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত ) ক এ  
ইত্যাদি দ্বাদশবর্ণ, আপনার মন্ত্রের অবরব ।

প্রথম খণ্ড আশ্বেয়, দ্বিতীয় সৌর, তৃতীয় চাক্র, পূর্বে কথিত হইয়াছে—মূল্যধার  
প্রভৃতি ষট্চক্রের ছই ছই চক্র এক এক খণ্ড । কথিত ত্রিখণ্ড মন্ত্রবর্ণ বধাক্রমে  
অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ । মধ্যে যে তিনটি মারাবীজ আছে—তাহার প্রথমটি আশ্বেয়  
খণ্ডের উপরিস্থিত ঋদ্রগ্রহি, তদুপরিস্থিত সৌর খণ্ডের উপরি যে মারাবীজ, তাহা  
বিষ্ণুগ্রহি, তদুপরিস্থিত চন্দ্রখণ্ডের উর্কে বা শেবে যে মারাবীজ, তাহা ব্রহ্মগ্রহি—  
সহস্রদলকমলস্থ একাক্ষরী চিহ্নরী চক্রকলার সহিত এই গ্রহির সন্ধক । ঋদ্রগ্রহি  
আশ্বেয় ও সৌর খণ্ডের, বিষ্ণুগ্রহি সৌর ও চন্দ্রখণ্ডের সহিত সন্ধক । এই যে  
পঞ্চদশবর্ণ, ইহা চক্রকলারূপে ধ্যেয় । সর্বশুদ্ধ মন্ত্রহিত পঞ্চদশবর্ণ—প্রতিপদাদি  
পৌর্ণহাস্তস্ত শুক্লা ও প্রতিপদাদি অমাবস্তান্ত শুক্লা তিথি । তদুপরি একাক্ষরী  
বোড়লী কলা । এই বোড়লী কলা নিত্য । ইহার বোপ তেতু সমস্ত কলাই নিত্য  
নামে খ্যাত । সমগ্রাচারমতে ইহাধিপতির সাধনা অন্তরেই করিতে হয় ।  
এতৎসম্বন্ধে ঋতি ও তদনুকূল শুভাগমমতও বিশেষ উপদেশ সংকৃত  
যাখ্যা হইতে সাধকের জাতব্য ॥ ৩২ ॥

**অ-সংগীতশাস্ত্র-কৃত-তীকা।**—অথ ঐমত্যা মন্ত্রোক্তারমাহ শিব  
ইতি । হে জননি ! অগ্নী বর্ণা অবসানেব্ অর্থাৎ জিকৃষ্টান্তেব্ মন্ত্রাধিকারান্তব  
ভিত্তিঃ ক্রমেখাতিবীতিতাঃ সন্তঃ সৃষ্টিমত্যাশ্চ ন্যামাবরবতাং ভজন্তে বাস্তু । তথাচ,  
মহাশ্বা দেবতা প্রোক্তা ইত্যাদি । ক্রমেখানামনিক্তিমা বহুসংগ্রহে,—  
“বহাদবিল-মন্ত্রাণাং বীজানামপি সর্বশঃ । ক্রমেখেবহি ভাগস্তু ক্রমেখা মুখ্যাতে ততঃ ॥”

কে তে ইত্যাহ—শিবো হকারঃ, শক্তিঃ সকারঃ, কামঃ ককারঃ, ক্ষিতিল'কারঃ, অস্তে হ্রী'কারঃ । প্রথমং বাগ্ভবকূটম্ । অথশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি । রবির্হকারঃ, গীতাকিরণঃ সকারঃ, স্রঃ ককারঃ, হংসো হকারঃ, শক্ৰো লকারঃ, অস্তে হ্রী'কারঃ । ইতি কামরাজকূটম্ । তদনুশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি । পরা সকারঃ, মারঃ ককারঃ, হরিল'কারঃ, অস্তে হ্রী'কারঃ । ইতি ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তিকূটম্ । এষা বিদ্যা গোপামৃতোষা সৰ্বমন্ত্রবীজরূপা ॥ ৩২ ॥

**অমুবাদঃ**—হে জননি ! শিব বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, ক্ষিতিশব্দে লকার এবং ইহার অস্তে জন্মেখা অর্থাৎ হ্রী' এই বীজ যোগ করিলে 'হ স ক ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল । ইহার নাম বাগ্ভবকূট । রবি শব্দে হকার, গীতাকিরণ বলিতে সকার, স্র শব্দে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্ৰ শব্দে লকার, ইহার অস্তে জন্মেখা যোগ করিলে 'হ স ক ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল ; ইহার নাম কামরাজকূট । পরাশব্দে সকার, মার শব্দে ককার, হরিশব্দে লকার, ইহার অস্তে জন্মেখা যোগ করিলে 'স ক ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল ; ইহা ত্রৈলোক্যমোহিনী নামক শক্তিকূট । এই ত্রিকূট-মধ্যস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবয়ব হইতেছে ॥ ৩২ ॥

স্মরণং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাশ্ৰে ॥ ৩৩ ॥

নির্ধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ ।

জপন্তি ঃ ত্বাং চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাকরলয়াঃ, ‡

শিবার্থো জুহন্তঃ স্মরতিস্মৃতধারাহতিশতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

**লক্ষ্মীধনকূট-তীকা**—স্মরণং কামবীজং, যোনিং ভুবনেশ্বরীং, লক্ষ্মীং শ্রীবীজং, ইদং ত্রিতয়ং আনো তব মনোঃ মন্ত্রস্ত নিধায় সযযোজ্য একে বিরলাঃ সমরিনঃ নিত্যে ! আন্তস্তরহিতে ! নিরবধি-মহাভোগরসিকাঃ অপরিক্ষিতসত্যাহ-ভবরসজ্ঞাঃ, পরমযোগীশ্বরী ইতি যাবৎ । জপন্তি সেবন্তে ত্বাং তবজীং সহস্রল-করলাং অবরোপ্য জংকমলে সংস্থাপ্য তাদৃগুপাধিঃ চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক-বলয়াঃ চিন্তামণীনাং গুণং গুণনা আশ্রয়নং, সমূহ ইতি যাবৎ, তেন নিবদ্ধো রচিত্যঃ অক্ষবলয়ঃ অক্ষমালিকা বেবাং তে । বধা—চিন্তামণয় এব গুণনিবদ্ধাকাঃ

\* ইহা দ্বারা হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং এই ত্রিকূট-মন্ত্র উচ্চত হইল । ইহার নাম গোপামৃতো বিদ্যা ; এই বিদ্যা সবদ্বার মন্ত্রের বীজরূপা ।

† মালো ইতি ল

‡ জপন্তি ইতি ল

§ কবলয়াঃ ইতি ল

সুত্ররচিতাঙ্গাঃ পদ্মবীজানি, তেষাং বলয়ঃ মালিকা যেষাং তে তথোক্তাঃ শিবায়ৌ শিবা শক্তিঃ ত্রিকোণমিতি বাবৎ, তত্র সংস্কৃতঃ অগ্নিঃ শিবাগ্নিঃ। ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানায়িৎ অবযুত্যা তত্র নিক্শিপ্যা পাশাঙ্কুশাভ্যাং সন্নিবৃত্ত্যা ভুবনৈর্ধ্বায়া অবকুষ্ঠা অগ্নেঃ জাতকর্মাণি বোড়শসংস্কারাঃ যত্র ক্রিয়ন্তে.সুঃ শিবাগ্নি-মিতি রহস্তমিতি। অগ্নমশয়ঃ—ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানায়িৎ নিক্শিপ্যেতি। যত্শপি বৈন্দবস্থানং চতুষ্কোণং, তথাপি পুরশ্চরণায়কক্রিয়ায়াং সংবিক্রমলৈ ত্রিকোণম্ আরোপ্য সহস্রকমলাং বৈন্দবস্থানস্থং কামেশ্বরীম্ অবরোপ্য পুরশ্চরণং কার্যমিতি সময়িত্তরহস্তমিতি আচার্য্যাণাম্ আশয় ইতি। কুহ্লকঃ \* সংতর্পয়ন্তঃ সুরভিষ্মতধারাহতিশতৈঃ সুরভিঃ কামগবী, তত্শাঃ স্তুতম্ আজ্ঞাং, তস্ত ধারাঃ, তাভিঃ আহতরঃ হবিঃপ্রক্ষেপাঃ, তাসাং পতানি সহস্রং তৈঃ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে নিত্যো ! তব মনোঃ আদৌ সুরং যোনিং লক্ষ্মীম্ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় নিরবধিমহাভোগরসিকাঃ একে চিস্তামণিগুণনিবন্ধাকবলয়াঃ শিবায়ৌ হ্যং সুরভিষ্মতধারাহতিশতৈঃ কুহ্লকঃ ভজন্তি ॥

অত্রেদং তত্ত্বম্,—সময়িনাং মন্ত্রস্ত পুরশ্চরণং নাস্তি। জপো নাস্তি। বাহ্যহোমোহপি নাস্তি। বাহ্যপূজাবিধয়ো ন সন্তোষ। জ্ঞংকমল এব সর্বম্ অমৃত্যৈশ্বম্। এতচ্চ “জপো জ্ঞঃশিল্পম্” + ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কিকিৎকৃতম্। অবশিষ্টং ক্লংসং “তবাজ্ঞাচক্রহম্” + ইত্যাদিশ্লোকবটুকব্যাখ্যানাবসরে নিগুণতয়ম্পর্ণাঙ্গমিষ্যামঃ ॥ ৩৩ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকার মন্ত্যামুবাদ**।—হে নিত্যো ! কাম-বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ এই বীজত্রয়কে আপনার মস্তে প্রথমে স্থাপন করিয়া পরমযোগীশ্বর সময়চারী কতিপয় মাপক চিন্তামণি মস্ত্রে সংবদ্ধ অক্ষ ( অকারাদি ক্ষরাক্ষর ) বর্ণমালায় অস্ত্রে রাপিয়া বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানায়িবোপসম্পাদিত শিবায়িকুণ্ডে সুরভিষ্মতধারায় বহু শত আভূতি ভাবনা দ্বারা আপনাকে ভজনা করেন।

**অন্যতামন্দকৃত-টীকা**।—বিস্তারঃ দর্শনমাহ স্বরূপিত্যাदि। হে নিত্যো ! তব মন্ত্র আদৌ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় একে জনায়াং ভজন্তে। কিন্তুদিত্যাহ,—স্বয়ং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীবীকারম্। কেচিদ্বীজত্রয়মাহঃ সুরং কামবীজং যোনিং ভুবনেশীবীজং লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। যে শিবায়ৌ কুণ্ডলিনীমুখে

\* ইত্যত্র চ্যুতসংস্কৃতদোষঃ পরিষ্করণঃ। জীপ,

+ ২৭ শ্লোকঃ।

গোলোকচূড়ামৃতধারাহতিশতৈর্জ্জ্বলন্তঃ চিস্তামণিগুণনিবন্ধাক্ষরলয়া ভবন্তীতি  
অর্থাৎ পরমামৃতেন কুণ্ডলিনীং তর্পয়ন্তঃ শব্দব্রহ্মণি লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ। সুরভি-  
গোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, তস্তা মৃতধারা পরমামৃতধারা। তথাচ গৌতমীয়ে—  
“গোলোকং তং সমাখ্যাতং যদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্।” চিস্তামণিঃ চিংকলা  
অভীষ্টকলদাতৃষাৎ। তস্তা গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিনিবন্ধেযু অক্ষরেযু লয়ো  
যেষাম্। নাস্তি ক্ষরং ক্ষরণং বস্ত তং অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিস্তুতাঃ ?  
মহাভোগরসিকাঃ অপৰ্য্যাপ্তসুখানুভবকাজিকণঃ। জপন্তীতি কচিং পাঠঃ। তত্র  
মন্ত্ররূপিনীং স্বাং জপন্তীত্যর্থঃ। বলয়েতি কচিং পাঠঃ। তে চিস্তামণিগুণ-  
নিবন্ধাক্ষরলয়া ভবন্তি। বলয়ো মালা চিংকলা গুণৈর্নিবন্ধা অক্ষমালা যেষাম্।  
এতেন অন্তর্থাভিনো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নিত্যো ! মহাভোগরসিক অর্থাৎ অপৰ্য্যাপ্ত সুখানু-  
ভবাকাজী জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিত ক এ ঙ্গ অথবা ক্লী ক্লী ক্লীঃ  
এই বীজত্রয় যোগ করিয়া সর্বদা জপ করত যদি কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকাধিষ্ঠিত  
সুরভিসমুত শত শত মৃতধাহতি দ্বারা অর্থাৎ পরমামৃত দ্বারা হোম করেন, তাহা  
হইলে তাঁহারা চিস্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৩ ॥

**তাৎপর্য্য।**—এ স্থলে চিস্তামণি শব্দে অভীষ্টকলদায়িনী চিংকলা।  
চিংকলা মন্ত্ৰ, রজঃ ও তমোগুণময়ী। তাহা দ্বারা নিবদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম  
অথবা উপহিত চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥

শরীরং ত্বং শস্তোঃ শশিমিহিরবন্ধোকুহুগং,

তবান্নানং মন্ত্রে ভগবতি ভবান্নানমনঘম্।\*

অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া,

স্থিতঃ সম্বন্ধো বাৎ সমরসপরানন্দপদয়োঃ † ॥ ৩৪ ॥

**সম্বন্ধীকৃত-টীকা।**—“তবান্নাচক্রহম্” ইত্যাদি শ্লোকষট্ঠকেন  
সাময়িকং মতঃ নিরূপয়িষ্যাম্ সপ্রভেদং কোলমতং তদুপযোগিতয়া নিরূপয়তি।  
কোলমতং ত্রিবিধং, পূর্ব্বকোলঃ উত্তরকোলং চেতি। এতদ্বিতয়ং ক্রমেণ  
শ্লোকদ্বিতয়েন—( শরীরমিতি )।

শরীরং দেহঃ স্বং ভবতী মহাভৈরবী শস্তোঃ আনন্দভৈরবস্ত শশিমিহিরবন্ধো-  
কুহুগং শশী চন্দ্রঃ মিহিরঃ সূর্য্যঃ তাবেব বন্ধোকুহৌ কুচৌ ভরোয়ুগং যুগ্মং বস্ত তৎ।

\* ভবান্নানমিত্যত্র নবান্নানমিতি ল—পাঠঃ।

† ‘পরয়োঃ’ ইতি ল।

তব ভবত্যাঃ মহাতৈরব্যাঃ আত্মানং দেহং যন্তে জানামি ভগবতি ! উগঃ অন্তা  
অন্তীতি ভগবতী তন্তাঃ সমুচ্চিঃ ।

উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিজ্ঞানবিজ্ঞানং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

ইতি স্মরণাৎ । উৎপত্তাদিবেদনং ভগঃ তদ্বতী ভগবতী । যদ্বা—ইন্দুকলা-  
বিজ্ঞানঃ নবযোজ্যাক্ষক্কাৎ নবযোনিমতী ভগবতী । প্রাশস্তো মতুপ্ । নব-  
যোনিভিঃ প্রশস্তেত্যর্থঃ । নবাত্মানং আনন্দতৈরবস্ত্র নববাহ্যাক্ষক্কাৎ । আনন্দ-  
তৈরবস্ত্র নববাহ্যাক্ষক্কাৎ উপরিষ্ঠাৎ বন্ধাতে । অনঘং নির্দোষম্ । অতঃ  
অস্বাক্ষেতোঃ, যতঃ কারণাৎ পরানন্দপরয়োঃ ঐক্যং তন্মাদিত্যর্থঃ । শেষঃ গুণভূতঃ  
অপ্রধানম্, শেষী প্রধানম্, ইত্যয়ং এবংপ্রকারঃ, উভয়সাধারণতয়া উভয়োঃ তৈরবী-  
তৈরবয়োঃ সাধারণতয়া সাধারণাৎ হিতঃ অবহিতঃ সম্বন্ধঃ শেষশেষিতাবরূপঃ  
বাং যুবয়োঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমরসে সামরসযুক্তে পরানন্দঃ আনন্দতৈরবঃ পরা  
আনন্দতৈরবীরূপা চিচ্ছক্তিঃ কলা, সমরসে চ তে পরানন্দপরে চ তয়োঃ ।

অত্রৈখং পদযোজন্য—হে ভগবতি ! শস্তোহং শশিমিহিরবন্ধোহবুগং শরীরং  
ভবদীতি শেষঃ—আনন্দতৈরবস্ত্র কালবাহ্যাস্তঃপাতিত্বাৎ স্বর্ঘ্যচক্রয়োঃ বন্ধোহ-  
বুগংস্বারোপণং বৃত্তম্ । যদ্বা—অগমময়ঃ—হে ভগবতি ! শশিমিহিরবন্ধোহবুগং  
শরীরং শস্তোহমেব ।

স্বর্ঘ্যচক্রো গুনো দেব্যাঃ তাদেব নগ্নে স্ততে ।

উভৌ তাটিকস্বর্গলমিতোষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥

৫-ত্য়ানেন ভগবত্যাঃ শস্ত্রং প্রীতি শেষত্বমুক্তম্ । হে ভগবতি ! তবাত্মান-  
মনসঃ নবাত্মানং যন্তে । অতঃ “শেষঃ শেষী” ইত্যয়ং সম্বন্ধঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ  
বাং উভয়সাধারণতয়া হিতঃ ।

অত্রৈদমহুসক্ষেয়ম্—মহাতৈরবস্ত্র নবাত্মানং সংজ্ঞা, নববাহ্যাক্ষক্কাৎ । নব-  
বাহ্যাস্তঃ—

কালবাহ্যঃ কুলবাহ্যো নামবুহুস্তলৈব চ ।

জানবাহুস্তথা চিত্তবাহুঃ শ্রুতিদনস্তরম্ ॥

নাদবাহুস্তথা বিন্দুবাহুঃ শ্রুতিদনস্তরম্ ।

কলাবাহুস্তথা জীববাহুঃ শ্রুতিদিত্তি তে নব ॥

অত্যাৰ্থঃ—কালবাহ্যো নাম—নিমেষাদিকল্পাত্মাবচ্ছিন্নকালসমুদায়ঃ কালবাহুঃ  
স্বর্ঘ্যচক্রয়োঃপি কালাবচ্ছিন্নকতয়া কালবাহুঃ অন্তর্ভাবঃ ।

কুলবাহো নাম—নীলাদিকল্পবাহুঃ ।

নামবাহো নাম—সংজ্ঞাক্ষকঃ ॥

জ্ঞানবাহো নাম—বিজ্ঞানক্ষকঃ । ভাগবাহু ইতি নামান্তরমন্তি স চ দ্বিবিধঃ  
সভাগবিভাগভেদাৎ । সভাগো বিকল্পঃ, বিভাগো নির্বিকল্পঃ ॥

চিত্তবাহো নাম—অহঙ্কারপঞ্চকক্ষকঃ । অহঙ্কারপঞ্চকং নাম—অহঙ্কারচিত্ত-  
বুদ্ধিমহন্যনাসি ।

নামবাহো নাম—স্বাগেচ্ছাকৃতিপ্রবন্ধক্ষকঃ । অনেন মাতৃকারাঃ পরা পশুস্তী  
মধ্যমা বৈধরী ইতি চত্বারি রূপাণি । পরা নাম সান্তরোরূপা । অন্তরে অন্তঃ-  
করণে উহেন তর্কেণ সত্যিতং রূপং যন্তাঃ সা সান্তরোরূপা । যুক্তাবস্থায়ামেব  
জ্ঞাতবোতাতিসন্ধিঃ । যথোক্তং কাম্বকলাবিজ্ঞায়াম্—

যা সান্তরোরূপা পরা মহেশী পরা নাম । পশুস্তী নাম এবৈব স্পষ্টা উচ্যতে ।  
যথোক্তং তত্রৈব :—

স্পষ্টা পশুস্তাখ্যা ত্রিমাতৃকা চক্রতাং যাতা । ত্রিমাতৃকা ত্রিখণ্ডযুক্তা মাতৃকা  
পঞ্চদশাক্ষরী, তদাশ্বিকা সা চ চক্রতাং চক্রসং যাতা । ত্রিখণ্ডাশ্বকচক্রৈকাং  
ত্রিখণ্ডাশ্বকমাতৃকায়া ইতি রহস্যম্ । এতচ্চ পূর্বে বহুধা প্রপঞ্চিতম্ স্পষ্টা  
যুক্তাবস্থায়ং অতিসূক্ষ্মতয়া প্রতীতা ইত্যভিসন্ধিঃ । মধ্যমা নাম পরাপশুস্তোঃ  
উচ্চাত্ত্বকাবস্থাশ্বিকা । সা দ্বিবিধা—বামাদিব্যষ্টিরূপা, বামাদিসমষ্টিরূপা চেতি ।  
বামাদিসমষ্টিরূপা সূক্ষ্মা, বামাদিব্যষ্টিরূপা স্থলা । বামাদয়ঃ শক্তয়ঃ বামা জ্যোষ্ঠা রৌদ্রী  
অশ্বিকা । এতান্চতস্রঃ শক্তয়ঃ ত্রিচক্রান্তর্গতাধোমুখচতুষ্টোভাশ্বিকাঃ ইচ্ছা জ্ঞানং \*  
ক্রিয়া শান্তা পরা চেতি পঞ্চ শক্তয়ঃ ত্রিচক্রান্তর্গতোদ্ধমুখশক্তিষোভাশ্বিকাঃ । এতাভিঃ  
শক্তিভিঃ নববাহুশ্বিকাভিঃ ভগবত্যাঃ নবাস্থং উচ্যতে । যথোক্তং তত্রৈব—

এক। পরা তদন্তা বামাদিব্যষ্টিমাতৃস্থষ্টাখ্যা ।

তেন নবাস্থা যাতা জাতা সা মধ্যমাহতিধানাত্যাম্ ॥

দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মা স্থলাকৃতিঃ স্থিরা সূক্ষ্মা ।

নবনাদমরী স্থলা নববর্গাখ্যা তু ভূতলিপ্যাখ্যা ॥ †

আত্মা কারণমজ্ঞা কার্যং স্বনরোর্বতন্ততো হেতোঃ ।

সৈবৈবং ন হি ভেদস্তাদাখ্যাং হেতুহেতুমদতীষ্টম্ ।

অন্তার্থঃ—এক। পরেতি সত্ত্বরজস্তমোগুণসাম্যরূপা । তদন্তা পশুস্তী

\* “ইচ্ছাবান” ইতি চ পাঠো দৃষ্টতে ।

† “ভূত” ইত্যন্ত স্থানে “ব্রাহ্ম” ইতি, “লিপ্যা” ইত্যন্ত স্থানে “বিজ্ঞা” ইতি চ কচিৎ ।



অন্ততঃপূর্ণৈবম্যাক্রপেত্যর্থঃ । মধ্যমা বামাদিব্যাটিক্রপা হুলাঙ্ঘিকা । বামাদয়ঃ শক্তয়ো  
বৈন্দবহানস্ত উভয়ত্র সম্পূটয়েনাবস্থিতাঃ । অতএব এতাঃ ব্যুৎপত্ত্বাচ্যাঃ সত্যঃ  
নবাঙ্ঘশব্দেন ব্যবহরিতে । সমষ্টিক্রপান্ত পরায়ামকৃত্বতাঃ । তেন কারণেন মাতা  
মাতৃকা নবাঙ্ঘা জাতা । সা মধ্যমা অভিধানাত্যাং দ্বিবিধা, হি যন্নাং সা মধ্যমা  
হুলাঙ্ঘিক্রপান্তেতি দ্বিবিধা । হুলাঙ্ঘক্রপমাহ—হিরেতি । হৈর্ঘ্যাবহারাং  
যুক্তাবস্থায়ামেব অবতাস্যা । নবনাদময়ীতি—নব নাদাঃ অকচটতপবধকাঃ ।  
এতে পরম্পরং তিরজাতীয়াঃ, স্বরকবর্গচবর্গটবর্গতবর্গপবর্গমবর্গশবর্গকবর্গাণাং  
পরম্পরং তিরয়েন প্রতীয়মানত্যাং । তত্র প্রমাণমাহ—তুলিগ্যাথোতি । মিথ্যা  
যিক্তেরমিথ্যায়াঃ লিগে: আখ্যাপরত্বং দর্পণপ্রতিবিস্তৃত সৃষ্টজাপকত্বমিব ন বিকৃত্যতে ।  
আত্মা কারণমন্তেতি—আত্মা হুলাঙ্ঘক্রপা মধ্যমা কারণং হুলক্রপায়াঃ মধ্যমায়াঃ নব-  
বর্গাঙ্ঘিকার্যাঃ । অনয়োঃ কার্য্যাকারণয়োঃ যতন্ততো হেতোঃ সৈবেয়ং হুলাঙ্ঘয়েয়ং  
হুলা । অতঃ হুলহুলাঙ্ঘয়োঃ ঐক্য অভেদে বিমর্শদশায়ামপি ন কোহপি হেতুরসীতি  
তাৎপর্য্যোক্তম্—যতন্ততো হেতোরিতি । তদেব প্রতিপাদয়তি—ন হি  
ভেদ ইতি । হেতুহেতুমদিতি—হেতু-হেতুমতাদাখ্যাং অসীতিমিত্যবয়ঃ । সর্বত্র  
তাদাখ্যাং হেতুহেতুমত্যাতিয়েকেন নাসীত্যর্থঃ । অতশ্চ মধ্যমাঙ্ঘিকার্যাঃ চিহ্নক্কে:  
নবাঙ্ঘতা সিদ্ধা । রাগেচ্ছাকৃতিপ্রবন্ধানাং কারণেদ্যোগমেষ্ প্রসিদ্ধাঃ নারাত্তদ-  
বিভামহেতুদশায়ামিবাঃ রাগাদীনাং তৎকৃত্বতাঃ সংগৃহীতাঃ । তৈঃ পরাপত্ত্বীমধ্য-  
মাবৈবধ্যাঃ অধিষ্ঠানকৃত্বতাঃ সংগৃহীতা ইত্যবগন্তবাম্ ।

বিন্দুবাহো নাম—বটচক্রসজ্জঃ ।

কলাবাহো নাম—পঞ্চাশৎকলানাং বর্গাঙ্ঘিকানাং সজ্জঃ ।

জীববাহো নাম—ভোক্তৃসজ্জঃ ।

এবং নবানাং ব্যাহানাং ভোক্তৃতোগ্যভোগরূপেণ ত্রৈবিধ্যম্ । আত্মবাহন্ত  
ভোক্তৃষ্মেপি ভোগ্যভোগতাদাখ্যাং ত্রৈবিধ্যম্ । এবং ভোগবাহন্তাপ্যাহম্ ।  
অরমংশঃ—আত্মবাহন্ত ভোক্তৃকং, জ্ঞানবাহন্ত ভোগকং, কালবাহন্ত ভোগ্য-  
মেবেতি আচার্য্যাণাং ত্রৈবিধ্যমন্তিপ্রেতমিতি । সর্বকোণে কালানাং জীববাহন্ত সর্বত্র  
অবদাদেক্যম্ । কালবাহন্ত অবচ্ছেদকত্বাদেক্যম্ । কালনামবাহরো: নিরূপকত্বা-  
দেক্যম্ । জ্ঞানবাহন্ত বিন্দুবাহে তাদাখ্যাবৈক্যম্ । নাদকলয়োরৈক্যাং নব-  
বাহাঙ্ঘকত্বং পরমেধরত্বং সিদ্ধমেব । অতো নববৈধিক্যাং তৈরবীতৈরবরো:  
জাতব্যমিতি কোলমতরহস্তম্ । অতএব কোলাঃ পরমেধরং নবাঙ্ঘেতি ব্যবহরন্তি ।  
যথাহ: কোলাঃ—

নববৃহাস্পত্যকো দেবঃ পরানন্দপরাস্বকঃ ।

নবাক্ষরৈঃ ভৈরবো দেবো ভুক্তিসুখিপ্ৰদায়কঃ ॥

পরানন্দপরাস্বক্তিঃ চিক্রপাংহননকটৈরবী ।

ভরোর্বীর্ষা সামরসস্তং জগদ্বৎপদ্মতে তদা ॥

ইতি দিষ্টাক্রিয়ুক্তম্ । অবশিষ্টং “তবাধারে মূলে” \* ইত্যাদৌ নিরূপ্যম্ ।  
অনং ভাবঃ—আনন্দভৈরবমহাভৈরবোঃ পরানন্দপরাসংজ্ঞয়োঃ জ্ঞানার্থস্য সিকে  
নবাখতা যয়োঃ সমান । অতঃ শেষশেষিতাবঃ আপেক্ষিকঃ ।—যদা সৃষ্টিস্থিতিভয়েন  
আনন্দভৈরবস্ত পরানন্দসংজ্ঞকস্ত পরচিৎস্বরূপায়াশ্চ মহাভৈরব্যাঃ প্রবৃত্তঃ উৎ-  
পত্ততে, তদা ভৈরবীপ্রাধাত্যং প্রধানপ্রকৃতিশব্দবাচ্যা মহাভৈরবীতি, তন্তাঃ  
প্রধানত্বং শেষিত্বং, আনন্দভৈরবস্ত অপ্রধানত্বং গুণতাবঃ শেষত্বম্ । যদা সর্বোপ-  
সংহারে প্রকৃতে: তন্মাত্রাবস্থিতৌ ভৈরব্যাঃ স্বামি অন্তর্ভাবান্তদা ভৈরবস্ত শেষিত্বং  
ভৈরব্যাঃ শেষত্বমিতি ॥ ৩৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-ভীকান্ন মন্ত্রানুবাদ ।**—( পূর্ব-কোলমতের  
তাৎপর্যানুসারে কথিত হইতেছে )—হে ভগবতি ! আনন্দভৈরবী আপনিই  
আনন্দভৈরব শব্দরূপ চক্ষুর্হ্যরূপ স্তনযুগলযুক্ত শরীর, আর আপনার আত্মাকেই  
আমি মনে করি নির্মলনববৃহাস্পত্যক আনন্দভৈরব । অতএব এই যে শেষ-  
শেষিতাব সম্বন্ধ ইহা পরানন্দ ও পরাস্বক্তিরূপা সমরসমগ্রী আপনাদিগের  
উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষ সাধারণ । শেষ অঙ্গ বা অপ্রধান, শেষী অকী বা  
প্রধান । জগতের ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ প্রলয়াবস্থা যত দিন না হয়, তত দিন  
প্রকৃতি আনন্দভৈরবীই প্রধান,—পূর্ণ অব্যক্তাবস্থার, প্রাকৃত লয়সময়ে আনন্দ-  
ভৈরব চিন্মাত্র প্রধান । এই শিবশক্ত্যাশ্রয়ক তব পূর্ব-কোলমতে বীকৃত ।  
নববৃহ—যথা (১) কালবৃহ—নিমেষ হইতে যবন্তর কর পর্য্যন্ত । (২) কুলবৃহ  
—নীলাদিরূপ । (৩) নামবৃহ—সংজ্ঞাদি । (৪) জ্ঞানবৃহ—বিজ্ঞানাদি । (৫)  
চিত্তবৃহ—অহঙ্কারাদি । (৬) নাদবৃহ—ইচ্ছাপ্রবৃত্তাদি । (৭) বিশ্ববৃহ—বট-  
চক্র । (৮) কলাবৃহ—পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ । (৯) জীববৃহ—ভোক্তৃসম্ব ।  
অর্থাৎ জীববৃহ—ভোক্তা, জ্ঞানবৃহ—জ্ঞেয় এবং অপর সত্ত্ববৃহ ভোগ্য—এই  
ত্রিবিধ জ্ঞাব একজন্মো নিবৃষ্টি ॥ ৩৪ ॥

**ভীকান্ন ।**—অথ শিবশক্তোরাদিধারামেবভাবনৈকো-  
অভাৎ দর্শয়মাং শরীরম্ ইতি । হে ভগবতি ! শক্তোরূপো যৎ শিবভাপকঃ

চক্ষুর্হ্যন্তনবুগং শরীরং তৎ স্বম্ । তবাপি বিশ্বাকৃতেরনবং গুণরূপাববর্তিতম্  
আত্মানং তবাত্মানং অর্থাৎ বিশ্বব্যাপকং ব্রহ্মরূপং মত্তে । অতঃ কারণং বাৎ স্বব্রোঃ  
উভয়সাধারণভাবেন শেবঃ শেবীভ্যঃ সধকঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষঃ ইয়ং প্রকৃতি-  
রিত্যঃ সধকঃ স্থিতঃ । কিন্তুতরোঃ ? সমরূপমানন্দপদরোঃ সমানৈবর্থানন্দ-  
নির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

চন্দ ।—হে ভগবতি ! পরব্রহ্মস্বরূপ শিবের চক্ষুর্হ্যস্বরূপ অন-  
বুগল-অশোভিত যে বিশ্বব্যাপক মূর্তি, তুমিই সেই বিরাট বিশ্বমূর্তি । গুণাতীত  
বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপই তোমার স্বরূপ । মাতঃ ! একমাত্র তুমিই শিবশক্তিরূপে  
আধারার্থেভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিরূপিত হইতেছ । বস্তুতঃ তোমরা  
উভয়েই পরস্পর অভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি,

ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতাত্মাং ন হি পরম্ ।

ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িত্বং বিশ্ববপুষা,

চিদানন্দাকারং শিবমুবতি ভাবেন বিভূষে ॥ ৩৫ ॥

সম্বীথব্রহ্মত-টীকা ।—মনঃ মনস্ত্বং আজ্ঞাচক্রস্থিতং স্বম্ এব ।  
ব্যোম আকাশত্বং বিশ্বক্কক্রান্তঃস্থিতং স্বম্ এব । মরুৎ বায়ুত্বম্ অনাহতনামক-  
সংবিচ্ছক্রান্তগতম্ অসি ইতি ত্বমিত্যর্থকম্ অব্যয়ম্ । মরুৎ-সারথিঃ বায়ুসংখ্যঃ অগ্নি-  
ত্বং স্বাধিষ্ঠানগতম্ । অসি ইতি পূর্ববৎ অব্যয়ম্ । ত্বম্ আপঃ অগ্নিত্বং মণিপূরিত-  
গতম্ । ত্বং ভূমিঃ ভূমিত্বং মূলাধারান্তগতম্ । এবংরূপেণ ত্বয়ি পরিণতাত্মাং  
পরিণতিং তাদাত্মাং গতাত্মাং ন হি পরং ইতঃ পরং ন কিঞ্চিদন্তীত্যর্থঃ । ত্বমেব  
স্বাত্মানং স্বস্বরূপং পরিণময়িত্বং পরিণামবস্তুং কর্ত্ত্বুং বিশ্ববপুষা প্রপঞ্চরূপেণ চিদানন্দা-  
কারং চিহ্নক্কে: আনন্দভৈরবস্ত চ আকারং শিবমুবতি ! শিবমুবতী ভরণয়ী ।  
বৃথীশবস্ত “সর্বতোক্তিরর্থাদিত্যেকো” ইতি ভীশু । তন্ত্রাঃ সমুচ্চিঃ । ভাবেন  
চিন্তেন বিভূষে । বচা—চিদানন্দাকারং চ ব্রহ্মস্বরূপং শিবত্বং শিবমুবতিভাবেন  
শিবস্ত মুবতিজ্ঞায়া তন্ত্রাঃ ভাবঃ তৎস্ব তেন ।

অত্রার্থঃ পদযোজনা—হে ভগবতি ! মনস্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি  
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিঃ । ত্বয়ি পরিণতাত্মাং পরং ন হি । ত্বমেব স্বাত্মানং বিশ্ববপুষা পরিণ-  
ময়িত্বং শিবমুবতিভাবেন চিদানন্দাকারং বিভূষে ।

অনর্থঃ—“মনস্বম্” ইত্যাদি “ভূমি” ইত্যন্তেন পঞ্চভূতাস্বকঃ কার্যরূপঃ পরিণামো

বিকারঃ উক্তঃ। “অগ্নি পরিণতায়াম্” ইত্যনেন নিৰ্বিকারাস্থকঃ কারণরূপেণাবস্থিতিবিশেষঃ প্রকৃত্যঃ পরিণামঃ ইত্যুক্তঃ। “ন হি পরম্” ইত্যনেন অপরিণামিত্বাঃ পরিণামো নাস্তি, অনবস্থাপত্তেঃ ইতি হি শব্দার্থঃ। তথোক্তং চতুঃপত্যাম্—

শৃণু দেবি মহাজ্ঞানং সৰ্বজ্ঞানোত্তমং প্ৰিয়ে।

যেন বিজ্ঞানমাত্ৰেণ ভবাকৌ ন নিমজ্জতি ॥

ত্ৰিপুৰা পরমা শক্তিরাজা জাতা মহেশ্বরি।

স্থূলস্থল্লষিভাগেন ত্ৰৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা ॥

কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্ৰামস্বরূপিণী।

যস্তাং পরিণতায়াম্ তু ন কিঞ্চিৎ পরমিষ্যতে ॥

অসমর্থঃ—কবলীকৃতঃ আশ্রিত্যরোপিতঃ কারণাশ্রিতয়া অবস্থিতঃ, যথা সৃদি ঘট ইব, নিঃশেষঃ যথা ভবতি তথা তদ্বানাং পঞ্চতদ্বানাং গ্ৰামঃ সমূহঃ কবলীকৃতঃ নিঃশেষতত্ত্বগ্ৰামঃ, স এব স্বরূপং যস্তাঃ সা, কাৰ্য্যাপি কারণে উপসংহতয়া স্বয়ং কাৰণাশ্রয়ন অবস্থিতেতার্থঃ; সংকাৰাবাদিনাং মতে কারণে কাৰ্য্যস্তাপি শক্তিরূপেণ বিস্তমানত্বাৎ ইতি। এতদ্বক্তব্যং ভবতি—উত্তরকৌলমতে প্ৰধানমেষ জগৎকৰ্ত্ত্ব। প্ৰধানত্বাদেব শেষতাবো নাস্তি, শিবত্বাভাবাৎ। তন্ত পরিণতিঃ পঞ্চতত্ত্বাশ্রিত্য। মনন্তবাদিরূপেণ প্ৰধানাশ্রিত্য। শক্তিঃ পরিণতা। অতঃ মনঃপ্ৰকৃতিনাং শক্তি-পরিণামঃ, তদ্বানাং স্বরূপপরিণামঃ। এবং প্ৰপঞ্চং কাৰ্য্যরূপং স্বত্বামারোপ্য কারণ-রূপেণ অবস্থিতা। সা চ আধারকুণ্ডলিনীত্যভিনীয়াত। ইতঃ পন্থং যথুক্তব্যমস্মি তদপি “তবোধানে মূলে” \* ইত্যাদিব্যাখ্যানাবসৰে নিপুণতত্ত্বমুপাদয়িষ্যামঃ ॥৩৫॥ †

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকায় মৰ্ম্মানুবাদ।**—(উত্তরকৌলমতে,

শক্তিভব ই একমেবাদ্বিতীয়ম্, শিবত্ব ইহার অন্তৰ্গত, তত্ত্বাত্মসারে তত্ত্ব যথা) —  
হে ভগবতি ! তুমিই আজ্ঞাচক্ৰস্থ মনন্তর, তুমি বিত্তক্ৰিচক্ৰস্থ আকাশতত্ত্ব,  
তুমি অনাহতক্ৰিচক্ৰস্থ বায়ুতত্ত্ব, তুমি স্বাদিষ্টানচক্ৰস্থ বহি বা অগ্নি, তুমি  
মণিপুৰকস্থ জল, তুমি মূলাধারস্থিত ভূতত্ত্ব, নিৰ্বিকারা তোমার চিত্তাধিগণ তুল্য  
যে কারণরূপে অবস্থিত, তাহাই এ সমুদয়েই হেতু, অপরবিধ পরিণাম তোমার  
নাই। তুমি নিজরূপকেই জগৎপ্ৰপঞ্চরূপে প্রকাশ করিবার অস্ত, শিববৃত্তিতাবে

\* ৩৬ শ্লোকঃ।

†। সমাচাৰ্যে অৰ্ঘ্যৰূপই সাধনা, শ্ৰীচক্ৰও অৰ্ঘ্যঃ—সমন্বিতাচাৰ্যমতে তাহার অৰ্ঘ্যপ্ৰণালী বে  
কথিত হইয়াছে, তাহাও অৰ্ঘ্যে ভাবনা দ্বারা অৰ্ঘ্য, সেই ভাবনাক্ৰমানুসাৰে লক্ষ্মীধর টীকা ও  
শ্লোকই আছে, পাদটীকায় প্ৰদৰ্শিত সেই অৰ্ঘ্য অনুসাৰে ভাবনা শিকণী।

চিদানন্দরূপ গ্রহণ করিয়া আছ। অর্থাৎ চিদানন্দ পরব্রহ্ম ও জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই তুমি ॥ ৩৫ ॥

**অ-প্রতিপদকৃত-টীকা।**—অথ ব্রহ্মণঃ সৰ্বত্রৈকতামাহ মন ইতি । হে শিববুধতি ! হং মনঃ পরমশিবস্থানং মহলোকং ইত্যর্থঃ । ব্যোম হং তপোলোকঃ সদাশিবস্থানম্ । হং বায়ুর্জনলোকঃ ঈশ্বরস্থানম্ । হুম্ অগ্নিঃ স্থলোকো নারায়ণস্থানম্ । হুম্ আপঃ ভুবলোকঃ ব্রহ্মস্থানম্ । হং ভূমিঃ ভুলোকো ব্রহ্মস্থানম্ । এতৎ ষট্চক্ররূপং তব হৃদয়ং রূপমিত্যর্থঃ । স্থলরূপমাহ স্বরীত্যাদি । স্বয়ং পরিণতায় ষট্চক্রদেহং প্রাপ্তায় ন হি কিঞ্চিৎ পরমস্তি হং ব্রহ্মাণ্ডরূপা ভবসীত্যর্থঃ । তৎ কিং সত্যমিত্যাহ হমেবেত্যাদি । হুম্ আত্মানং পরমাশ্রাদীনং চিদানন্দরূপং পরিণময়িতুং স্ববশে কর্ত্ত্বং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা ষট্চক্রাশ্রকদেহেন অর্থাৎ ষট্চক্রতেজসা হং চিদানন্দাকারং বিভূষে গৃহ্মাদি । এতৎ সত্যং লোক উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তুমিই মন ( পরমশিবস্থান মহলোক ), তুমিই ব্যোম ( সদাশিবস্থান তপোলোক ), তুমিই বায়ু ( ঈশ্বরস্থান জনলোক ), তুমিই অগ্নি ( ব্রহ্মস্থান স্থলোক ), তুমিই জল ( নারায়ণস্থান ভুবলোক ) এবং তুমিই ভূমি ( ব্রহ্মার স্থান ভুলোক ) । ইহাই চট্চক্ররূপে তোমার হৃদয়রূপ । তুমি স্থলরূপে পরিণতা হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই থাকে না ; তৎকালে তুমিই বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজমানা হইতে থাক । ভবানি ! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত লীলাক্রমে চিদানন্দাকার ধারণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥

তবাধারে মূলে সহ সময়য়া লাস্তপরয়া,

ত(ন)বাস্তানং বন্দে নব-রস-মহা-তাণ্ডব-নটম্ ।

উভাভ্যাগেতাভ্যামুভয়(দ)বিধিযুদ্ভিঃ দয়য়া,

সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্ ॥ ৩৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তব ভবত্যাঃ আধারে আধারচক্রে মূলে মূলাধারচক্রে ইত্যর্থঃ । সহ সাকং সময়য়া সময়সংজ্ঞয়া লাস্তপরয়া লাস্তে নৃত্যে পরং তাৎপর্যং যত্নাঃ তয়া । স্ত্রীকর্ত্ত্বকং নৃত্যং লাস্তমিত্যুচ্যতে । নবানন্দ আনন্দৈকরং যন্তে জানামি নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবভিঃ শূদ্রাদিভিঃ বটৈঃ মহৎ অকৃতং তাণ্ডবং—পুংকর্ত্ত্বকং নৃত্যং তাণ্ডবমিত্যুচ্যতে—তত্র নটম্ আভিলেখ্য ।

উভাভ্যাম্ এতাভ্যাম্ আনক্‌ভৈরবী-মহাভৈরবাভ্যাম্ উদয়বিধিম্ উৎপত্তিম্ উদ্ভিশ্র ।  
কুত ইত্যাহ—দয়য়েতি । দম্বলোকস্ত পুনরুৎপাদননিমিত্তং দয়য়া সনাধাভ্যাং  
মিলিতাভ্যাং জজে উৎপন্নম্ । জনকজননীমং মাতাপিতৃমং জগৎপ্রপঞ্চম্ ইদং  
পূর্বোক্তম্ । লাস্ত্রনাট্যসংবিধানপ্রতিপাদনাং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ দর্শনে জগৎপত্তিঃ,  
লাস্ত্রনৃত্যাবসানমেব জগৎসংস্ফতিরিতি কোলসিদ্ধান্তঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব মূলে আধারে লাস্ত্রপন্নয়া সময়য়া সহ  
নবরসমহাতাপ্তবনটং নবান্বানং মন্তে । উদয়বিধিমুদ্ভিশ্র এতাভ্যাং উভাভ্যাং দয়য়া  
সনাধাভ্যাম্ ইদং জগৎ জনকজননীমং জজে ।

অয়ং ভাবঃ—আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ তামিশ্রলোকত্বাৎ তত্র কোলানাম্ অধিকারাৎ  
সময়িনাম্ আরাধনাভাবেহপি স্বমতানুসারেণ সহস্রকমলে নিবেদ্যৈব ভগবতী  
আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ সেব্যেতি মহাভৈরবী সময়াপদেন \* উচ্যত ইতি ।

অত্রেদমহুসঙ্কেয়ম্—আধারচক্রং ত্রিকোণম্ । আধারে বিন্দুঃ তিষ্ঠতীতি চ  
তাৎ প্রসিদ্ধম্ । অত্র কোলমতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্ । স এব বিন্দুঃ তত্র  
আরাধ্যাঃ । অতএব কোলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমর্চয়ন্তি । তৎ ত্রিকোণং  
ষিবিধং, ঐচক্রান্তর্গত-নবযোনিমধ্যবর্তিনী যোনিঃ, সূক্ষ্মাঃ তরুণাঃ প্রত্যক্ষযোনিষ্ঠ ।  
ঐচক্রস্থিতনবযোনিমধ্যগতযোনিং ভূর্জহেমপট্টবস্ত্রপীঠাদৌ লিখিতাং পূর্বকোলাঃ  
পূজয়ন্তি । তরুণাঃ প্রত্যক্ষযোনিম্ উত্তরকোলাঃ পূজয়ন্তি । উভয়ং যোনিষয়ং  
বাহুমেব, ন আন্তরম্ । অতঃ তেযাং আধারচক্রমেব পূজ্যম্ । তত্র স্থিতা কুণ্ড-  
লিনী শক্তিঃ কোলিনী ইত্যাচ্যতে । সৈব উপাস্তা ত্রিকোণপূজকানাম্ ইতি  
ব্রহ্মতম্ । এষা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিনী নিজাগৈব সংপূজ্যা, তস্তাঃ সদা  
নিজাপ্রভাবায়াং । সা পূজা তামিশ্রা । কুণ্ডলিনীপ্রবোধো যদা স্তাৎ, তৎক্ষণমেব  
মুক্তিঃ কোলানাম্ । অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কোলা ইতি ব্যবহারঃ । † তত্র সূরা-  
মাংসমধুসংস্কারিত্বৈঃ সমাধাধনং বামাচারপ্রবৃত্ত্যা প্রত্যক্ষত্রিকোণে বিন্দুস্থানং  
মন্ত্রধ্বজতঃ কৃদ্বা সংপূজয়ন্তি । অধোমুখং ত্রিকোণং অধোমুখমেব ছত্রং পূজয়ন্তি ।  
দিগম্বরক্ষণকাদয়স্ত দ্বিধং উভানং কৃদ্বা উর্ধ্বং ত্রিকোণং পূজয়ন্তীতি ব্রহ্মতম্ । অত্র  
বহু বক্তব্যমসি ; তত্ত্ব অবেদিকমার্গত্বাৎ স্বরণাইমপি ন ভবতি । তথাহপি

\* পদ্যেনে ইতি চ পাঠঃ ।

† “তস্যাং কোলানাং ত্রিকোণে আনক্‌ভৈরবো সংপূজ্যো । সাধকানাং তাভ্যাং  
ভাবোন্মোদনাবস্থানম্ । অতএব কোলাঃ বিন্দুপূজাবসরে ভৈরবাকারঃ দিগম্বরমাজিত্য  
সমর্চয়ন্তি স্ত্রীপুরুষাঃ” ইতি অধিকঃ পাঠঃ কেয়ুটিং কোষেহু ।

দিগ্‌মাত্রং নিবেধ্যত্বেন সময়মতমার্গপ্রদর্শনোপযোগিতয়া উক্তমিতি অলং  
বিস্তরেণ ।

অথ সময়মতং নিরূপ্যতে—ত্রিকোণাদিষট্‌চক্রং আধারাদিষট্‌চক্রাঙ্ঘনা  
পরিণতমিতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্ । তত্র ত্রিচক্রে ত্রিকোণং বৈশ্ববহ্নানমিতি  
ভাবং স্প্রশসিদ্ধম্ । তত্র ত্রিকোণত্রয়েণ অষ্টকোণনির্মাণে ত্রিকোণাদেব বিন্দুস্থানং  
ভবতি । তচ্চ চতুষ্কোণমেব । তন্তু সহস্রকমলাস্তর্গতং চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্বমেব  
বহুধা প্রপঞ্চিতম্ । এতৎ চতুষ্কোণমধ্যং বৈশ্ববহ্নানং “সুখাসিদ্ধুঃ” “সরস্বা”  
ইতি বহুধা প্রপঞ্চিতং পূর্বমেব । এতৎ চতুষ্কোণমধ্যং বিন্দুস্থানমিতি বাহুপূজা  
তরুণীত্রিকোণপূজা চ দূরত এব নিরন্তেতি ধ্যেয়ম্ । অতএব সময়িনাং সহস্র-  
কমলে সময়য়াঃ সময়স্ত চ শব্দোঃ পূজা । সময়্য নাম—শব্দুনা সাম্যং পঞ্চবিধং  
যাতীতি সময়্য । সময়স্তং শব্দোরপি—পঞ্চবিধং সাম্যং দেব্যা সহ যাতীতি ।  
অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধাত্তেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম্, পঞ্চবিধসাম্যং তু—অধিষ্ঠানসাম্যং,  
অবস্থানসাম্যং, অমুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যং চেতি পঞ্চবিধং সম- \*  
প্রধানয়োরেব শিবয়োঃ । যথা—“তবাধারে” ইতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্, উভয়োঃ  
আধারচক্রস্ত অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ । অমুষ্ঠানসাম্যং “জনকজননীমজ্জগদিদম্”  
ইত্যনেন প্রতিপাদিতম্, উৎপাদনক্রিয়ায়াং উভয়োঃ ব্যাপ্তিরমাণত্বাৎ । অবস্থা-  
সাম্যং লাভত্যাগবশকাত্বাৎ প্রতিপাদিতম্ । লাভত্যাগবয়োঃ নৃত্যরূপেণ একত্বম্  
উক্তং প্রাক্ । রূপসাম্যং তু আকৃণ্যম্ উভয়োঃ তদ্বাস্তবসিদ্ধম্—

জপাকুসুমলক্ষণৌ মদবুর্গিতলোচনৌ ।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে ভৈরবীভৈরবান্মকৌ ॥

ইতি । যথা—নবাত্মানমিতি রূপসাম্যং নামসাম্যং চ প্রতিপাদিতমিতি  
ধ্যেয়ম্ । এবমেব ইতরত্রাপি উক্তম্ । যথা—“তট্‌ত্বস্তম্” ইত্যাদৌ তট্‌ত্বান্  
তট্‌ত্বতী ইতি নামরূপসাম্যে । যন্তপি স্থিরসৌদামিনীরূপায়াঃ তট্‌ত্বরূপত্বাৎ তত্বত্বং  
নাস্তি, তথাহপি সৌদামিন্তাঃ স্থিরত্বমেব সর্বদা তট্‌ত্ববৃত্ত্যমিতি তট্‌ত্বতীতি উক্তঃ  
যুক্তা ইতি অল্পসঙ্কেতম্ । মণিপূরস্থানম্ অধিষ্ঠানমিতি “মণিপূরৈকশরণম্” ইত্যনেন  
অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্ । “সুরানারদ্ধাভরণপরিণক্‌ষেদ্রবহুবম্” ইত্যনেন “বর্ষস্তম্”  
ইত্যনেন চ প্রারবেণ্যত্বাবস্থাসাম্যং প্রতিপাদিতম্ । “তব স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যাদি  
ল্লোকে “স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্ । “মহতীম্” ইত্যনেন মহা-  
সর্বভাষ্যকরূপনামসাম্যে প্রতিপাদিতে । স্বাধিষ্ঠানগভারিসংশ্রয়ণং অবস্থানসাম্যম্ ।

লোকান্ দহতীতি অমুষ্ঠানসাম্যং প্রতিপাদিতম্ । অনাহতচক্রে অনাহতম্  
অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্ । হতভূকণিকারূপতয়া রূপসাম্যং নামসাম্যং  
চ । নিবাতদীপদ্ব্যেক্য অবস্থানসাম্যম্ । বায়ুতথোৎপাদকত্বম্ অমুষ্ঠানসাম্যমিতি  
ব্রহ্মত্বম্ । বিমুক্তিক্রমম্ অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্ । “তুচ্ছফটিকবিশদম্”  
ইত্যনেন রূপসাম্যমুক্তম্ । “ব্যোমজনকম্” ইত্যনেন অমুষ্ঠানসাম্যমুক্তম্ ।  
“শিবং সেবে” ইত্যনেন নামসাম্যম্ । “শশিকিরণসারূপাসরণেঃ” ইত্যনেন অবস্থান-  
সাম্যমিতি । “তবাজ্জাচক্রস্থং” ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্ । “তপনশশিকোটি-  
হৃতিধরম্” ইত্যনেন রূপসাম্যমুক্তম্ । “পরং শত্ৰুম্” ইত্যনেন নামসাম্যমুক্তম্ ।  
“যমারাদ্যন্ ভক্ত্যা” ইত্যনেন অবস্থানসাম্যমুক্তম্ । মুক্তিপ্রদত্বমমুষ্ঠানসাম্যমিতি  
সাম্যপঞ্চকং বিজ্ঞেয়ম্ । এতৎ অতিরহস্তং শিষ্যমুক্তিস্বক্ৰয়া প্রকাশিতম্ ।  
অতঃ সমরপূজকাঃ সময়িনঃ । তেষাং বটচক্রপূজা ন নিরতা, অপি তু  
সহস্রকমল এব পূজা । সহস্রকমলপূজা নাম সহস্রকমলস্ত বৈন্দবস্থানস্বেন তদ্ব্য-  
গতচক্রমণ্ডলস্ত চতুরশ্রাঙ্গানা, তদ্ব্যধিবিন্দোঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতীতবড়্‌বিংশাঙ্গক-  
শিবশক্তিমেলনরূপসাদাশ্রাঙ্গানা অমুসন্ধানম্ । অতএব সময়িমতে বাহ্যারাদনং  
দূরত এব নিরস্তম্ । বোড়শোপচাররূপপূজাঙ্গকলাপশ্চ ততোহপি দূরত এব ।

তথাহি—আধারাদিষট্চক্রাণাং ত্রিকোণাদিষট্চক্রেণ তাদাশ্রাম, বিন্দুস্থানস্ত  
চতুরশ্রস্ত সহস্রকমলস্বেন তাদাশ্রাম, বিন্দুশিবদ্ব্যেক্যতাদাশ্রাম—এবং দেহ \* শিবদ্ব্য-  
েক্যতাদাশ্রামিতি তাদাশ্রামত্রয়ম্ । চক্রমন্ত্রয়োঃ ঐক্যং পূৰ্ব্বেমেবোক্তমিতি, তেন সহ  
চতুর্ধা ঐক্যং সময়িনাং সমরারাদন- † মিতি মহৎ ব্রহ্মত্বম্ ।

অত্র কিঞ্চিৎ উচ্যতে—সময়িনাং চতুর্বিধৈক্যামুসন্ধানমেব ভগবত্যাঃ সমরারাদ-  
নমিত্যেতৎ সৰ্ব্বসম্বতম্ । কেচিত্তু বোড়া ঐক্যমাহঃ । বখা—নাদবিন্দুকলাতীতং  
ভাগবতং তত্ত্বমিতি সৰ্বাগমব্রহ্মত্বম্ । নাদঃ পরা-পশুস্তী-মধ্যমা-বৈখরী-রূপেণ  
চতুর্বিধঃ ইতি প্রাগেবোক্তম্ । পরা ত্রিকোণাঙ্গিকা, পশুস্তী অষ্টকোণচক্ররূপিণী,  
মধ্যমা দ্বিদেশারূপিণী, ‡ বৈখরী চতুর্দশারূপিণী । শিবচক্রাণাম্ অত্রৈব অন্তর্ভাবঃ  
প্রতিপাদিত ইতি চতুচ্চক্রাঙ্গকং ত্রিচক্রং নাদশব্দবাচ্যম্ । বিন্দুর্নাম—বটচক্রাণি মূলা-  
ধারবাহিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিমুক্ত্যাজ্জাঙ্গকানি বিন্দুশব্দবাচ্যানি পূৰ্ব্বেমেব উক্তানি ।  
কলাঃ পঞ্চাশৎ, বষ্ট্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকা বা । এবং নাদবিন্দুকলাতীতা  
ভগবতীতি । সহস্রকমলং বিন্দুতীতং বৈন্দবস্থানাজ্জকং সুধাসিক্তপয়পর্ধ্যায়ং



সরবাসকবাচাম্ । নাদাতীতত্বং তু ত্রিপুরসুন্দর্যাদিশকাভিধেয়—“দর্শা দৃষ্টা  
দর্শতা” ইত্যাত্তপন্নপর্থা—“ক এ ঙ্গ ল হ্রীম্” ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণনামক-পঞ্চাশতপর্বাঙ্ক-  
ষষ্ট্যন্তরত্রিশতসংখ্যাপন্নগণিতমহাকালান্বক-পঞ্চদশকলাতীতা সাদাখ্যা ত্রিবিম্বা-  
পন্নপর্থায়া চিংকলাশকবাচ্যা ব্রহ্মবিম্বাপন্নপর্থায়া ভগবতীতি নাদবিন্দুকলাতীতং  
ভাগবতং তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিজ্ঞহস্তম্ । অত্র নাদবিন্দুকলানাং পরম্পরৈক্যাহুসন্ধানং  
যোচ্য ভবতীতি যোচ্য ঐক্যমাহঃ । এবং ভগবতীং বড়্‌বৈধৈক্যেন সম্ভাব্য  
পূজয়িত্বা সাদাখ্যায়াং বিলীনো ভবতি । তদনন্তরং বড়্‌বৈধৈক্যাহুসন্ধানমহিমা  
শুককটাক্ষসংজ্ঞাতমহাবেধমহিমা চ ভগবতী ঋটিতি স্নানাদারম্ভাধিষ্ঠানান্বকচক্রময়ং  
ভিষা মণিপূরে প্রত্যক্ষং প্রতিভাতি । মহাবেধপ্রকারঃ—পূর্বম্ অভ্যাসদশায়াং  
শূর্ষেকপরতন্ত্রমহাবিভাং শূকমুখাদেব স্বীকৃত্য ঋষিচ্ছন্দোদেবতাপূর্বকং স্নানমন্ত্রস্ত  
শুকজপং শূকপদ্বিষ্টমার্গেণ কুর্স্বন্ আশ্বযুজশুকপক্ষে মহানবমীশকাভিধেয়ষ্টম্যাং  
নিশীথসময়ে শুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কর্তব্যম্ । তদ্বহিরা শুরোঃ তদানীং কর্তব্য-  
হস্তমন্তকসংযোগ-পূর্ণমন্ত্রোপদেশ-ষট্‌চক্রপূজাপ্রকারোপদেশ-বড়্‌বৈধৈক্যাহুসন্ধানো-  
পদেশবশাৎ মহাবেধঃ শৈবঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রকাশরূপো জায়তে ইতি শূকরহস্তম্ ।  
এবং মহাবেধে জ্ঞাতে ভগবতী মণিপূরে প্রত্যক্ষা ভবতি । সা সমারাধ্যা । অর্ঘ্য-  
পাত্তাদিত্বগপ্রতিপাদনপর্থাস্তং পূজাকলাপং মণিপূরে নির্বর্ত্য অনাহতমন্দিরং ভগবতীং  
নীত্বা ধূপাদিনৈবেদ্যহস্তপ্রক্ষালনাস্তং কৰ্ম্মকলাপং তত্রৈব সমাপ্য বিম্বোক্তো ভগবতীং  
সিংহাসনাসীনঃ সখীভিঃ সন্ন্যাসান্ সম্ভাষমাণাং শুদ্ধফটিকসদৃশৈঃ মণিভিঃ  
পূজয়েৎ । শুদ্ধফটিকসদৃশমণয়ো ন যৌক্তিকাদয়ঃ, কিন্তু তদীয়-বোড়শদলগতবোড়শ-  
চক্রকলা ইতি রহস্তম্ । এবং সম্পূজ্য আজ্ঞাচক্রং নীত্বা দেবীং কামেশ্বরীং নীরাজন-  
বিধিভিঃ অনৈকৈঃ সংশ্রীণয়েৎ । অতএব উক্তং কর্ণাবতংসম্বতো মদীয়ায়াম্ :—

আজ্ঞাশুকবিদলপন্নগতে তদানীং,

বিদ্যায়িত্তে রবিশশিপ্রযতোংকটাত্তে ।

গণ্ডস্থলপ্রতিকলংকরদীপজাল-

কর্ণাবতংসকলিকে কমলায়তাক্ষি ॥

ইতি । এবং আজ্ঞাচক্রে নীরাজনবিধিং কৃৎস্বা সংশ্রীণয়েৎ । তদনন্তরং  
ঋটিতি বিদ্যায়িত্তেব সহস্রকমলম্ অঙ্কুপ্রবিষ্টা স্নানার্থো পঞ্চকল্পতরুচ্ছায়ায়াং মণিবীপে  
সরবাসমধ্যে সদাশিবেন সার্কং বিহরমাণা বর্ততে । তদা তিরস্করিতীং প্রসার্য  
সমীপে মন্দিরে স্থয়ং নিবসেৎ । যাবৎ ভগবতী বিনির্গতা পুনঃ স্নানাদারম্ভঃ  
প্রবিশতি তাবৎ পর্থাস্তং স্বাভাব্যমিতি সময়মততত্ত্বরহস্তম্ ।

অত্র শঙ্করভগবৎপাদানাং চতুর্বিধৈক্যাত্মসন্ধানান্তরং মণিপূরে প্রত্যক্ষায়াঃ ভগবত্যাঃ স্বরূপং “কর্ণৎকাকীদামা” ইত্যাদিধ্যানপ্রতিপাদিতং চতুর্ভূজং ধনুর্কর্ণপাশাঙ্কশব্দহস্তং তন্মাতামুসারিণামপি তথৈব প্রতিভাতি ভগবতী ।

অস্মাকং তু ষড়্বিধৈক্যাত্মসন্ধানান্তরং স্নানাদারম্ভিকং ভিত্ত্বা মণিপূরে প্রসঙ্গা ভগবতী দশভূজা ধনুর্কর্ণপাশাঙ্কশবরদাভয়পুষ্পকাক্ষমালাবীণাহস্তা । মন্যতৈক-  
দেশিনাং পাশাঙ্কশপুষ্পকুচাপপুষ্পবাণজপমাণিকাকান্তকাতম্ববরকরা করম্বয়বক্ষঃস্থল-  
স্থাপিতবীণা । উভয়মস্মাকং সম্মতমেব । কর্ণাবতঃসম্বৃত্তৌ মদীয়ারাম্—

ভবানি ত্রীহস্তৈর্বহসি ফণিপাশং স্থণিমধো

ধনুঃ পৌণ্ড্রং পৌশ্পং শরমধ জপস্রক্ণকবরম্ ।

অথ দ্বাভ্যাং সূত্রামভয়বরদানৈকরসিকৈ

কর্ণদ্বীপাং দ্বাভ্যামুরসি চ করাভ্যাং চ বিভ্রষে ॥

সময়িনাং প্রত্যক্ষং পরিদৃষ্টমানা আস্তে ভগবতী । সময়িনাং সহস্রকমলপৰ্য্যন্তং আস্তরপূজা কর্তব্যা । সহস্রকমলে তু তিরস্করিণীপ্রসারণপৰ্য্যন্তং দর্শনমেব সমারাম-  
নম্ । যত্নতঃ শ্রুতগোদয়ে—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং দেবীং ত্রিপুরস্বল্পরীম্ ।

পাপাঙ্কশধনুর্কর্ণহস্তাং ধ্যয়েৎ সুসাধকঃ ॥

ত্রৈলোক্যং মোহয়েদাপ্ত বর \* নারীগণৈর্যুতম্ ॥ ইতি ।

চর্চাস্তোত্রেহপি কানিদাসকৃতে—

যে চিন্তয়ন্ত্যরূপমণ্ডলমধ্যবর্তি

রূপং তবাস্ত নবযাবকপঙ্করম্যম্ † ।

তেবাং সতৈব কুসুমায়ুধবাণভিন্ন-

বক্ষঃস্থলা যুগদৃশো বশগা ভবন্তি ॥

ইতি । অত্র সময়িনাং বাহুপূজানিষেধাং সূর্য্যমণ্ডলগতত্বেন পূজনং নিষিদ্ধ-  
মিত্যাহঃ ।

তন্ন, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিগিণ্ডাণ্ডস্থিতচক্রেসূর্য্যয়োঃ ঐক্যাং সূর্য্যস্ত চক্রে কলাম্বুতনিষ্কল-  
বশাং উজ্জীবনাং । যতঃ “অপাং রসমুদয়ং সন্” ‡ ইত্যাদিক্ষত্যা প্রতিপাদিতমিতি  
প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ । অতঃ চক্রে কলাবিভাগাঃ সূর্য্যসম্পর্কাং তেজস্তিরোধানং  
ভাবিতি কেচন সঙ্গিরন্তে । তদপি অপাত্তং বেদিতব্যম্ । অতএব গিণ্ডাণ্ড-  
ব্রহ্মাণ্ডচক্রেসৌরৈক্যাং চক্রে মণ্ডলান্তর্গতত্বেন চক্রে সূর্য্যয়োঃ পূজনং বুদ্ধ্যতে । বস্তু

\* “নত” ইত্যপি পাঠঃ ।

† “শোণম্” ইত্যপি পাঠঃ ।

‡ তৈ, আঃ ১৫২ ।

পূর্বোক্তং চত্ৰবিষয়ত্বেন দেব্যাঃ পূজননিষেধবচনং, তত্ত্ব আন্তরচন্দ্রস্ত আত্মাচন্দ্রো-  
পরিহিতস্ত সহস্রকমলাস্তর্গতচন্দ্রকলামৃতনিষ্ঠানৈঃ উজ্জীবনমিতি তত্র তত্ভাঃ পূজা-  
নির্বন্ধো নাস্তি, অতএব পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডচন্দ্রয়োদৈক্যাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থিতচন্দ্রমণ্ডলেহপি  
পূজানির্বন্ধো নাস্তীত্যেবংপরম্ ।

এবং হৃদয়কমলে এব সমারাধিতা ভগবতী ঐহিকানি ফলানি সর্বাপি দদাতি ।  
যদা বশিষ্ঠাদিয়ুক্তা ধাতা, সান্নস্বতং দদাতি । যাবকরসান্নুতা ধাতা বশীকরণং  
দদাতি । “মুখং বিষ্ণুং কৃতা” \* ইত্যাদিনা ধাতা তাদৃশং ফলং দদাতি । হৃদয়-  
কমল এব হোমাদিকং তর্পণাদিকং কার্য্যম্ ঐহিকফলসাধনমিতি “স্বরং বোনিং  
লক্ষ্মীম্” † ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমূপাদিতম্ । অতঃ সমগ্নিনাম্  
ঐহিকানুগ্নিকফলসাধনোপায়ঃ আন্তরপূজ়েতি সময়মতত্বম্ ।

অত্র ভগবৎপাদৈঃ আধারকমলাদিক্রমং বিহায় আত্মাচন্দ্রাদিক্রমেণ অবরোহ-  
ক্রমেণ পূজাপ্রকারঃ কথিতঃ । অয়মাশয়ঃ—“আত্মন আকাশঃ সমুতঃ । আকাশা-  
বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অস্ত্যঃ পৃথিবী” ‡ ইতি শ্রৌতক্রমবলম্ব্য অবরোহ-  
ক্রম উক্তঃ । অতএব স্বাধিষ্ঠানানন্তরভাবিনঃ মণিপূরস্ত তদধঃপ্রদেশে নিরূপণং  
ব্রূযাতে । আধারস্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরকাবস্থানমিতি সর্ববোধগশাস্তিসিদ্ধম্ ।  
তদপি সংবর্ত্তাদ্বিদ্ভুস্ত জগতঃ উজ্জীবনানন্তরম্ উৎপত্তিং বক্তুমিত্যবগম্যাম্ ।  
এতচ্চ শুকসংহিতায়ঃ “শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি” ইত্যারভ্য একনবতিশ্লোকৈঃ  
ঐচ্চক্রস্ত ষট্চক্রাণি প্রস্তুত্যা “ইদানীং সংপ্রবক্ষ্যামি” ইত্যারভ্য সাক্ষিশত্যা শ্লোকৈঃ  
সংপ্রপঞ্চং প্রতীপাদিতম্ । তৎ তত এবাবধারণ্যম্ ।

ন চ “উর্দ্ধমূলমবাক্ছাধম্ । বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি ।” § ইতি শ্রুতেঃ দেহরূপ-  
বৃক্ষস্ত শির এব মূলং, করচরণাশ্রয়ব্যাঃ শাখাঃ, অতচ্চ ষট্চক্রমলানাং কদলী-  
কুলুমোপমানানাং অধোমুখানাং অবরোহক্রমেণ কমলামুজ্জানীতি তত্র পূজা  
স্বকরেতি তদাহুগুণেন ভগবৎপাদৈরুত্তমিতি বাচ্যম্ ; তাদাহুখ্যানব্যতিরেকেণ  
পূজারাঃ অসম্ভবাৎ । সম্ভবে বা ঐচ্চক্রগতত্রিকোণাদিষট্চক্রাণাম অধোমুখস্বা-  
ভাবাৎ ।

মূলাধারস্থিতামেব দেবীং স্পৃশ্যং প্রবোধয়েৎ ।

ইতি তত্ৰৈব প্রবোধনিয়মাৎ, মূলাধারাদিক্রমেণৈব পূজা সমগ্নিনাং কোলাদীনাম্  
চ কার্য্যেতি পরমগুরুমুখাদেব অবগতং ব্রহ্মত্বম্ । বামকেশ্বরভক্তে আত্মপূজারাং  
বিশেষ উক্তঃ—

পাশাঙ্কুশৌ তদীয়ে তু রাগধোষাকৌ স্মৃতে ।

শঙ্কস্পর্শাদয়ো বাণাঃ মনস্তান্ত্যভবক্লমুঃ ॥

করণেন্দ্রিয়চক্রস্থ্যং দেবীং সংবিন্ধস্বল্পগিণীম্ ।

বিন্ধাহঙ্কারপুষ্পেণ পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধিতাক্ ॥

ইতি । ইয়ম্ উপাসনা । অত্র বিধিঃ ক্রিয়াত্মকো নাদরণীয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃততীক্ষ্ণান্ন মন্ত্রানুবাদ** ।—হে ভগবতি ! মূলধার-চক্রকল্পিত আপনার ত্রিচক্রাংশে বুঝিতেছি, লান্ততৎপর সময় অর্থাৎ আনন্দ-ভৈরবীসহ শৃঙ্গারাদি নবরসে বিচিত্র তাণ্ডবের অভিনেতা নববাহাঙ্গা (নববাহ পূর্বে কথিত হইয়াছে) আনন্দভৈরব বর্তমান । তাহার সংবর্তানল (প্রলয়ানল)-দহ লোকের উৎপত্তির জন্ম রূপাপূর্বক মিলিত হওয়াতে এই জগৎ জনক-জননী-বৃক্ক হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ।

ত্রিপুরসুন্দরী ত্রিবিজ্ঞা ইত্যাদি নাম আগমশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, তাঁহার উপাসনা বিষয়ে টীকাকার লক্ষ্মীধরের উপদেশ-বাক্যের অর্থ এই স্থলে জ্ঞাপন করিতেছি ।

এই উপাসনা বৈদিক ও অবৈদিক বিবিধ,—বৈদিক উপাসনা সময়চারীর করিয়া থাকেন । পূর্বকোল ও উত্তর-কোলেরা অবৈদিক উপাসনা করেন । বিবিধ কোলই ত্রিকোণকে বিন্দুস্থান বলেন, আধারচক্র ত্রিকোণ, ঐ ত্রিকোণই বিন্দুস্থান, বিন্দুই আরাধ্য । কোলগণ নিত্যই ত্রিকোণ বিন্দুর অর্চনা করেন । ত্রিকোণ বিবিধ,—ত্রিচক্রস্থ নবযোনিমধ্যস্থানবর্তী যোনি এবং তরুণীর সাক্ষাৎ বরাদ্ধ । ভূর্জপত্র-সুবর্ণগটাদিতে অঙ্কিত ত্রিচক্রের মধ্যস্থিত ত্রিকোণ পূর্বকোলগণ পূজা করেন । উত্তর-কোলগণ প্রত্যক্ষ বরাদ্ধেই পূজা করেন । এই উত্তর পূজাই বাহু,—এই প্রকার সাধকের ত্রিকোণ মূলধার চক্রই অন্তর্ধানে আশ্রয়ণীয় । তথায় অবস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তির নাম কোলিনী । এই শক্তি বিন্দুরূপিণী, সদা নিমিত্তা থাকেন,—উপাসনা-বলে—ইহার জাগরণ হইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয় । এই উপাসনা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে দিগম্বর ও বোধিসত্ত্বাঙ্গীর মধ্যেও প্রচলিত আছে । কোলমতে সুরা-মাংসাদি উপচারও প্রচলিত ।

এইরূপ উপাসনা তামিস্র উপাসনা, অতএব উপায়ে নহে ।

সময়চারীর মত ঐরূপ নহে । তাঁহাদিগের আস্তর পূজা বা মানস উপাসনাই আছে, বাহু আধার বা বাহু পূজা একেবারেই নাই । ত্রিচক্রই মূলধারাদি সাধক-দেহস্থ বটচক্ররূপে পরিণত, ইহা তাঁহাদিগের মত । তাঁহাদিগের মানসপূজার আধার, শিরস্থ সহস্রদলকমলাস্তর্গত চক্রমণ্ডলের মধ্যস্থান, তাহার নাম স্থাণ্ডিষ্ণু,

বেদে তাহার নাম সরস্বা। সময়চাৰিগণ—সময়৷ নারী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময়নামা আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলকমলে করিয়া থাকেন। সময় ও সময়শব্দের ব্যুৎপত্তি ‘সমং সাম্যং ঘাতি’—সমশব্দের অর্থ—সাম্য, ‘বা’র অর্থ প্রাপ্ত হইল। শিবের সাম্য-প্রাপ্ত শক্তি ‘সময়া,’ শক্তির সাম্য-প্রাপ্ত শিব ‘সময়’। সাম্য পাঁচ প্রকার ;—(১) অধিষ্ঠান-সাম্য, (২) অবস্থা-সাম্য, (৩) অল্পাধিষ্ঠান-সাম্য, (৪) রূপ-সাম্য (৫) নাম-সাম্য ; যথা, ‘তবাধারে’ ইহা দ্বারা অধিষ্ঠান-সাম্য প্রদর্শিত, (২) লান্ত ও তাণ্ডব উভয়ই নৃত্য, অতএব তদ্বারা অবস্থা-সাম্য, (৩) ‘জনক-জননীমৎ’—ইহার দ্বারা উভয়েরই উৎপাদনক্রিয়া প্রদর্শিত হওয়ায় অল্পাধিষ্ঠান-সাম্য এবং (৪) ‘নবাঙ্গানং’ ইহার দ্বারা রূপ-সাম্য ও নাম-সাম্য কথিত হইয়াছে। শিবের নববাহু কথনের প্রসঙ্গেই নবশক্তিতত্ত্ব লক্ষ্মীধন পূর্বেই বলিয়াছেন, মন্দাহুবাৎ আমি তথায় কেবল নববাহুর কথা বলিয়াছি, এখানে নবশক্তির কথা বিবৃত করিতেছি—বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, অশ্বিকা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি ও পরা এই নবশক্তি। পরা মূলপ্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা ; পশুভী—বামাদি অষ্টশক্তি মিলিত এই কার্য ও কারণ-শক্তি ; মধ্যমা নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যমা দ্বিবিধ ;—সুক্ষ্মা ও স্থলা—সুক্ষ্মা নাদময়ী এবং স্থলা বর্গময়ী। নব বর্গের সুক্ষ্মাবস্থা নব নাদ। নব বর্গ যথা (অ—ক—চ—ট—ভ—প—য—শ—ক্ষ) অবর্গ—স্বরবর্গ, কবর্গ—হইতে শবর্গের ব্যাখ্যা পূর্বপ্রদত্ত, নবম বর্গ ক্ষ। নব নাদ হইতেই নববর্গের উৎপত্তি।

কালবাহু ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত, জ্ঞানবাহু জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত, চিত্ত-বাহু ইচ্ছাশক্তির অন্তর্গত ; জীববাহু শাস্তিশক্তির এবং অন্ত পঞ্চবাহু পঞ্চশক্তির অন্তর্গত,—পরশক্তিমাধ্য জীববাহু ব্যতীত সকলেরই সংগ্রহ হইতে পারে। পঞ্চান্তরে, নাদবাহুমাধ্য নবশক্তির সংগ্রহ হইতে পারে। সুতরাং নাম ও রূপের সাম্য থাকিল। অচ্যুতানন্দের দ্বিত পাঠে, ‘নবাঙ্গানং’ নাই, তবাঙ্গানং আছে,—তাহাতেও নামসাম্য হয়, ‘আঙ্গানং শিবম্’ এই অর্থে শিব-শিবা নাম হইতে পারে, এই শিব-শিবীর রূপসাম্য ‘জনক-জননীমৎ’ এই অংশ দ্বারা স্মারিত শাস্ত্রান্তর হইতে গ্রাহ্য, তাহাতে দেখা যায়, উভয়েরই অরূপ বর্ণ। শ্রীচক্রের প্রত্যেক বিভাগেই যে এই ‘সময় সময়’ আছেন, তাহা পরবর্তী পাঁচটি স্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইবে। বটচক্রকে শ্রীচক্ররূপে চিন্তা পূর্বক এই যে সময়-সময়ান উপাসনা, তাহা সময়চাৰীর নিয়মিত কার্য নহে, (প্রাথমিক কার্য) সহস্রদলকমলমধ্যস্থ নিত্য চন্দ্র-মণ্ডল-মধ্য-বিন্দুর যে শিব-শক্তি-সম্মেলন

রূপে অনুগমন, তাহাই সময়াচারীর ত্রিবিভা-পূজা। লক্ষ্মীধর আজ্ঞাচক্র হইতে অবরোহক্রমে সময়াচারীর প্রাথমিক কার্য যে উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, অচ্যুতানন্দের অন্তরূপে বাধ্যান ও আরোহণক্রমে উপদিষ্ট হওয়ার সেই সকল শ্লোক ক্রমবিপর্যাসে বিস্তৃত হইয়াছে, পাদটীকার দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণীয়, ইহা স্মরণার্থ পুনরায় বলিলাম।

অন্তান্ত তৎকথা সংকৃত টীকা হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ ত্রিমত্যাঃ ষট্চক্রস্থিতয়া ষণ্মূর্ত্যাঃ স্থিতিং বর্ণয়িত্বান্ ব্রহ্মাণং স্তবয়াহ তব ইতি। হে জনক জননি! হে পিতৃ-মাতৃস্বরূপে! মূলে আধারে মূলধারচক্রে তব সময়য়া কলয়া অর্থাৎবাগীশ্বর্য্যা সহ তবাত্মানং শিবম্ অর্থাৎ ব্রহ্মাতিথ্যম্ অহং বন্দে। সময়য়া কিঙ্কৃতয়া? লাস্তপরয়া নৃত্য-রসিকয়া। আত্মানং কিঙ্কৃতম্? নবরসমহাতাণ্ডবনটং শৃঙ্গারাদয়ো রসাঃ শাস্তিপৰ্য্যাস্তা যত্র এবভূতে মহতি নৃত্যে নটং নৃত্যরসিকমিত্যর্থঃ। মন্ত্রে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তব আত্মানং নবরসমহাতাণ্ডবনটং মন্ত্রে ইত্যর্থঃ। “ভাবাত্মানমিতি কচিৎ পাঠঃ। ভাবয়তীতি ভাবো ব্রহ্মা” ইত্যর্থঃ পাঠঃ প্রামাদিকঃ ছন্দোভঙ্গাৎ। তদাত্মকং শব্দং বন্দে ইত্যর্থঃ। এতাত্মানুভাভ্যাং ব্রহ্মবাগীশ্বরীভ্যাম্ ঈমং লক্ষ্মীমং সৰ্বং জগৎ জজ্ঞে। কিঙ্কৃতাত্ম্যাম্? দয়য়া অন্তোত্তমসহায়াত্ম্যাম্ এতেনানয়োজ্ঞগৎকৰ্ত্ত্বং নৃচিৎ ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! তুমি পিতৃমাতৃ-স্বরূপা। মূলধারচক্রে তোমার কলা অর্থাৎ অংশস্বরূপা সাবিত্রী-শক্তির সহিত যে ব্রহ্মা নামে শিব আছেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই সাবিত্রী শৃঙ্গার অবধি শাস্তি পর্য্যন্ত নবরসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটস্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্বক নৃত্য করিতেছেন। এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী স্ব স্ব অভিলাষ-সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পিতৃমাতৃভাবে পরিপূর্ণ ত্রিসম্পন্ন এই সমুদার জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

তব স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহুমধিষ্ঠায় নিয়তং, \*

তমীড়ে সংবর্ত্তং জননি মহতীং তাক্ষ সময়াম্।

যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধকলিলে, †

‡ দয়াদ্রুতির্দৃগুভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি § ॥ ৩৭ ॥

।—তব ভবত্যাঃ স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠানচক্রে হৃতবহন

\* ‘নিরন্তম্’ ইতি † ‘কলিতে’ ইতি ‡ ‘দয়াদ্রু’ বা দৃষ্টিঃ ইতি § ‘রচয়সি’ ইতি চ ল

অগ্নিতত্ত্বম্ অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য নিয়তম্ অনবরতং তং প্রসিক্তম্ ঈড়ে জ্ববে সংবর্তম্  
সংবর্তনামকম্ অগ্নিং, জননি ! হে মাতঃ ! মহতীং মহচ্ছলবাচ্যাং তাং সংবর্তায়িক্রুপা-  
মিত্যর্থঃ, সময়াম্ । যদালোকে দর্শনে লোকান্ ভূয়াদৌ দহতি সতি মহতি  
ক্রোধকলিতে দয়াজী কৃপাবিষ্টা দৃষ্টিঃ আলোকঃ শিশিরং শীতলং উপচারং রচয়তি ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে জননি ! তব স্বাধিষ্ঠানে হতবহং সংবর্তমধিষ্ঠায় নিয়তং  
তম্ ঈড়ে, সময়াং তাং মহতীং চ ঈড়ে । মহতি ক্রোধকলিতে যদালোকে লোকান্  
দহতি সতি বা দয়াজী দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি সা স্বদীয়া সৃষ্টিরিত্যি শেষঃ ।

অত্রেদমহুসক্কেয়ম্—স্বাধিষ্ঠানম্ অগ্নিতদ্বোৎপত্তিস্থানম্ । তত্র উৎপন্নম্ অগ্নিং  
সংবর্তায়িতয়া আরোপ্য তত্রৈব মহাসংবর্তায়িজ্বালাকারশক্তিরূপতয়া অবস্থিতা  
শক্তিঃ সংভাব্যা । ততঃ তয়োঃ আলোকেন জগন্তি দধানি । তানি জগন্তি পুনঃ  
প্রসন্নয়াঃ ভগবত্যা । এব কৃপারসপূর্ণিতা দৃষ্টিঃ মণিপূরচক্রপ্রতিপাদিতা শিশিরো-  
পচারং রচয়তীতি স্তুতিমাত্রং, ন বস্তুত ইতি ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্নাং—হে জননি, স্বাধিষ্ঠান-  
চক্র কল্পিত আপনার ত্রীচক্রাংশে, স্বাধিষ্ঠানোৎপন্ন অগ্নিকে রুদ্ধাঙ্ক সংবর্তনাল-রূপ  
চিন্তা করত স্তব করি এবং মহতী সংবর্তনাল জ্বালাহুতিই সময়া অর্থাৎ মহাশক্তি,  
তাহাকে স্তব করি । ক্রোধোদ্দীপ্ত সেই শক্তিমান ও শক্তির দর্শনে দহমান  
জগজ্জয়, আপনারই করুণার্দৃষ্টিপ্রভাবে শীতলোপচার প্রাপ্ত হয় । ( এইরূপ  
ভাবনা কর্তব্য ) ॥ ৩৭ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—রুদ্ধাণা সহ মহারুদ্ধং স্তবব্রাহ্ম ।—হে  
জননি ! স্বাধিষ্ঠানে পূর্বোক্তং তং সংবর্তনামানম্ ঈড়ে ত্তোমি । তাং মহতীং কলাং  
সময়ামপি ত্তোমি । জননীতি কচিং পাঠঃ । তং কিঙ্কৃতম্ ? হতবহমধিষ্ঠায়  
অগ্নিরূপমাস্থায় স্থিতম্ । যত্র রুদ্ধত্র ক্রোধকলিলে ক্রোধসংবদ্ধিতে অবলোকনে  
লোকান্ দহতি সতি দয়াজীভিদৃগ্ভিঃ শিশিরম্ উপচারং শৈত্যং রচয়সি । দয়াজী  
বা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি ইতি গ্রাধঃ । তত্র তব বা দয়াজী সিদ্ধা দৃষ্টিঃ সা  
শৈত্যম্ উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ । এতেন বিখং দহন্তং বাড়বানলং রুদ্ধং  
সমুদ্ররূপেণ সমাবৃণোষীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অম্বুবাদ ।—জননি ! যিনি স্বাধিষ্ঠান-চক্রে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া  
অবস্থিত রহিয়াছেন, সেই রুদ্ধ ও রুদ্ধশক্তি ভদ্রকালীকে স্তব করি । প্রলয়কালে  
এই রুদ্ধের ক্রোধবিকসিত নয়ন যখন সমুদায় লোক দহ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়,  
তখন তুমি করুণার্দৃষ্টিপাত দ্বারা এই সমুদায় জগৎ স্নশীতল করিয়া থাক ॥ ৩৭ ॥

তড়ি(টি)ত্বস্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপস্থিস্ফুরণয়া,  
স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুযম্ ।

তমঃ- \* শ্রামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং,

নিষেবে বর্ষস্তং হরিমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্ ॥ ৩৮ ॥ †

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তট্টিত্বস্তং তট্টিং সৌদামিনী সা অস্তাতীতি তট্টিত্বান্ তং শক্ত্যা তট্টিক্রপয়া তিমিরপরিপস্থিস্ফুরণয়া তিমিরস্ত মণিপূরগতস্ত— মণিপূরচক্রং তামিশ্রলোক ইতি প্রাপ্তকৃতং—তস্ত পরিপস্থি বিরোধি স্ফুরণং যন্তাঃ সা। অনেন স্থিরসৌদামিনীত্বং ভগবত্যাঃ হচিতম্। ইদমপি মেঘস্ত প্রাব্ৰেণ্যাত্বহচকং বিশেষণম্। স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুযং স্ফুরন্তি চ তানি রত্নানি নানাবিধানি তৈঃ নিশ্চিতানি আভরণানি ভূষণানি তৈঃ পরিগন্ধঃ নিশ্চিতম্ ইন্দ্রধনুঃ যন্ত তম্। “বা সংজ্ঞায়াম্” ইতি নানঙ্। নানাবিধরত্নকাস্তি-সংবলিতা স্থিরসৌদামিনী ইন্দ্রচাপভাস্তি জনয়তীতি প্রাব্ৰেণ্যাত্বে হেতুস্তরম্। যথোক্তং সিদ্ধযুটিকায়াম্—

মণিপূরৈকবসতিঃ প্রাব্ৰেণ্যঃ সদাশিবঃ।

অম্বুদাম্বতয়া ভাতি স্থিরসৌদামিনী শিবা ॥

ইতি। তব ভবত্যাঃ শ্রামং শ্রামবর্ণং মেঘং মেঘাশ্রনা অবস্থিতং পশুপতিং কমপি ইয়ন্তয়া নির্দেষ্টুমশক্যং মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব একং শরণং গৃহ্যং যন্ত তম্। মণিশব্দেন মণিধনুৰূচ্যাতে, মণিধনুঃস্বরূপত্বাৎ ভগবত্যাঃ, তয়া পূর্যাতে শরণং মণিপূরমিতি রহস্তম্। নিষেবে নিতরাং সেবে বর্ষস্তং বৃষ্টিং কুরুন্তং হরিমিহিরতপ্তং হর এব মিহিরঃ স্বর্ঘাঃ মহাসংবর্ত্তাঘিরিতি যাবৎ তেন তপ্তং দম্বং ত্রিভুবনম্।

অত্রোৎপাদযোজনা—হে ভগবতি! তব মণিপূরৈকশরণং তিমিরপরিপস্থি-স্ফুরণয়া শক্ত্যা তট্টিত্বস্তং স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুযং শ্রামং হরিমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষস্তং কমপি মেঘং নিষেবে।

অত্রোদমন্তস্কেরম্—মণিপূরস্থানে জলতত্ত্বম্ উৎপন্নমিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তৎপ্রকারঃ—স্বর্ঘ্যাকিরণা এব অগ্নিসম্ভিরাঃ মেঘত্বমাপন্যাঃ পরিণমন্তি জলরূপেণেতি মণিপূরস্ত অনাহতস্বাধিষ্ঠানরোমধ্যে নিবেশঃ। অনাহতোপরিহিতস্বর্ঘ্যাকিরণাঃ স্বাধিষ্ঠান্যগ্নিনা সংবলিতাঃ সন্তঃ মণিপূরং প্রবিষ্ট জলত্বমাপন্যাঃ তেন জলেন স্বাধিষ্ঠান্যগ্নিনা



দধ্বং জগৎ আশ্রয়বস্তীতি আগমবহুত্বম্ । অত্র “ক্ষুরন্নানারত্নাভরণপরিণক্ষেদ্রথহুত্বম্”  
ইত্যনেন মৌৰ্বীরহিতং ধনুরিত্যাহঃ আগমবিদঃ । তচ্চ ক্ষয়তে অকণোপনিষদি :—

তদিস্ত্রধনুরিত্যজ্যাম্ । অত্রবর্ণেষু চক্ষতে ।

এতদেব শংযোবর্হিষ্পিত্যস্ত । এতদ্রদ্রস্ত ধনুঃ । \*

ইতি । অস্তার্থঃ—রুদ্রস্ত মেঘাশ্বকস্ত ধনুঃ অজ্যঃ জ্যয়া মৌৰ্ব্যা রহিতমিতি ।  
অবশিষ্টানি ঋতিস্থপদানি স্তুতগোদয়ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যাতানি । এতৎসৰ্বং অকণোপ-  
নিষদি “যোপাং পুষ্পম্” + ইত্যনুবাকে “যোপাম্” ইত্যায়ভ্য “ইমে বৈ  
লোকা অপ্‌সু প্রতিষ্ঠিতাঃ” ইত্যনেন উদকাৎ চক্ষোঃপত্তিঃ সূৰ্যোঃপত্তিঃ অধ্ব্যুৎ-  
পত্তিচ্চ দিবসানাং নক্ষত্রাণাং চ উৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতা ।

তদনন্তরং সম্মতিষ্ণেন ঋগপ্যুক্তা—

তদেবাহভ্রাক্তা । অপী রসমুদযস্‌সন্ ।

সূর্যঃ শুক্রং সমাভূতম্ । অপী রসস্ত যো রসঃ ।

তং বো গৃহ্নাম্যন্তমম্ । †

ইতি । ঋচোহয়মর্থঃ—অপাং রসং চক্ষম্ উদযংসন্ যোগীশ্বরঃ প্রাপ্নুবন্তিত্যর্থঃ ।  
সূর্যঃ সূৰ্যো সূর্যামণ্ডলে শুক্রম্ অমৃতং সমাভূতং সমাক্ আসন্নস্তাৎ পূরিতম্ ।  
চক্ষমণ্ডলগলংপীযুষধারাভিরেব সূর্যাস্ত নিবাহ ইত্যর্থঃ । অপাং রসস্ত পুষ্পরূপস্ত  
চক্ষমসঃ যো রসঃ বৈন্দবস্থানস্থিতঃ নিত্যকলাশ্বকঃ তং নিত্যকলাশ্বকং রসং বঃ  
বৃষৎসুকাশাং । উদকানাং প্রস্তুতত্বাৎ বঃ ইতি উদকানাং আভিমুখ্যাম্, মণিপূরে  
উদকমুৎপন্নমিতি । তা আপঃ স্বাধিষ্ঠানায়ৈঃ উৎপাদিকাঃ, আজ্ঞাচক্রস্থিতস্ত  
চক্ষস্ত উৎপাদিকাঃ, অনাহতচক্রোপরিস্থিতসূর্যাস্তাপি উৎপাদিকাঃ । অত উক্তং  
“তং বো গৃহ্নাম্যন্তমম্” ইতি । তম্ উক্তমং চক্ষং সহস্রকমলস্থিতং বঃ সকাশাং  
জানামীত্যর্থঃ ।

অগ্নিরেব অনুবাকে—

যোপ্সু নাবং প্রতিষ্ঠিতাং বেদ । প্রত্যেব তিষ্ঠতি । ‡ ইতি ঋতম্ ।  
অপ্‌সু উদকতত্বাশ্বকে মণিপূরে প্রতিষ্ঠিতাং নাবং ঐচক্রাশ্বিকাম্ ।

তথা চ ঋতাস্তরম্—

সুত্রামাণং পৃথিবীং জ্ঞামনেহসং সুশর্মাণমদিত্তি

সুপ্রণীতম্ । দৈবীং নাবীং স্বরিত্রামনাগসম-

অবস্তীমা রুহেমা স্বস্তরে । §

অস্তা ঋচোরমর্থঃ—বৃদ্ধ অভিষবে। সুনোতীতি সূত্রামা অগ্নিঃ অগ্নিতত্ত্বং  
স্বাধিষ্ঠানগতমিত্যর্থঃ, পৃথিবীং মূলধারস্থিতাং জ্ঞাং গগনং বিস্তৃদ্ধিস্থিতাম্, অনেহসং  
কালং মনস্তত্ত্বম্ আজ্ঞাচক্রস্থিতং, সূর্যমগ্নং বায়ুতত্ত্বম্, অদিতিম্ আদিত্যাত্মকং  
জলতত্ত্বম্, সূপ্রণীতিং সূর্যার্গে মোক্ষে প্রণীতিং প্রকর্ষণে নয়ন্তীম্। দৈবীং দেব্যা  
ইমাং চক্রবিজ্ঞামিত্যর্থঃ, নাবং নোকাং সংসারসাগরতরণোপায়ভূতাং স্বরিত্রাং  
সুদৃঢ়ানি অস্তিত্বাণি লাক্ষণানি যন্তাঃ সা তাং, দুৰ্দ্ধর্মজপবনৈঃ অচলামিতি  
যাবৎ। অনাগসম্ অস্তবন্তীং স্বয়ংদৃঢ়াম্ আকুহেম তৎপ্রবণা ভবেম, তদেকনিরতাঃ  
তদুপাসনাপরাঃ স্ত্রামেত্যর্থঃ। স্বস্তয়ে মোক্ষায় নিরতিশয়সুখাখ্যায় ইতি।  
অবশিষ্টং প্রতিজ্ঞাতং সূত্রগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে সম্যক্ নিরূপিতমস্মাভিঃ ॥ ৩৮ ॥

**সম্মীধনরূত-টীকান্ন মস্মানুবাদ।**—হে ভগবতি, মণিপুর-  
চক্রে কল্পিত স্বদীয় ত্রিচক্রাংশে তিমিরহর পরিফুল্লগা শক্তি-বিকাশে  
সৌদামিনীসমুজ্জল নানারত্নকিরণে ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত শ্রাম মেঘের আমি সেবা  
করি। এই মেঘ রুদ্ররূপ সূর্য্যাতপ্ত অর্থাৎ পূর্কোক্ত সংবর্তনলতপ্ত জগতে সলিল  
বর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মণিপুরস্থানে জলতত্ত্ব, অনাহতের উপরে সূর্য্য-  
স্থান, সেই সূর্য্যকিরণসমূহ স্বাধিষ্ঠানস্থ অগ্নির ধূমজালকে মেঘরূপে পরিণত  
করেন, তাহা হইতে মণিপুরস্থানে জল উৎপন্ন হয়। স্বাধিষ্ঠানলদগ্ধ জগৎ  
সেই জল দ্বারা শীতল হয়। মেঘ শিবেরই স্বরূপ, তৎস্থিত সৌদামিনী শক্তি,  
মণিপুরচক্রে উক্তরূপে জল-স্রষ্টি ভাবনা করিবে, এবং জ্যাহীন ধনুর্দ্ধারী শ্রামবর্ণ  
শিব ও তাঁহার ধ্বাতবিশ্বঃসিনী সৌদামিনীরূপা শক্তি ভাবনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

**অচ্যুতানন্দরূত-টীকা।**—বৈষ্ণবীশক্তিসহিতং বিষ্ণুরূপং স্তবমাহ  
তড়িদিতি। কমপি অনির্কচনীয়ং মেঘাতবিষ্ণুন্ম্ অহং নিমেষে। কিন্তুতম্ ?  
মণিপুরৈকশরণং মণিপুরমেব প্রধানং স্থানং যন্ত। মেঘসাধর্ম্যমাহ, তমঃশ্রামম্  
অতিযোরতরম্। কিন্তুতম্ ? শক্ত্যা নারায়ণা তড়িৎস্বম্। শক্ত্যা কিন্তুতরা ?  
অঙ্ককারবিরোধি সঙ্করণং যন্তাঃ। মেঘং কিন্তুতম্ ? সুরান্নারত্নালঙ্কারৈর্শ্লিলিতম্  
ইন্দ্রধনুর্ভজ। হরিমিহিরতপ্তং রুদ্ররূপসূর্য্যাতপ্তং ত্রিভুবনম্ বর্ষতম্। কচিৎ স্বয়-  
মিহিরতপ্তমিতি পাঠঃ। তত্র স্বয়ঃ কন্দর্পঃ স এব সূর্য্যঃ তন্তেক্সা তপ্তং ত্রিভুবনং  
বর্ষন্তমিত্যর্থঃ। এতেন মণিপুরস্থবিষ্ণুরূপশিবদ্ব্যানাং কামাগ্নিনা দহমানস্ত শান্তি-  
র্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ।**—জননি। মণিপুরস্থিত অনির্কচনীয় মেঘাত বিষ্ণুকে এবং  
তোমার অংশ বৈষ্ণবী শক্তিকে নমস্কার করিতেছি। নিজফুল্লগা দ্বারা তুমোরাপি-

বিশ্বাসিনী এই বৈষ্ণবী শক্তি অঙ্ককার সঙ্গ শ্রামবর্ণ বিষ্ণুর সঙ্গে চপলায় স্থায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নানারত্নবিনির্জিত বহুবিধ সুনির্জল আভরণ ইন্দ্র-ধনুর স্থায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ অপূর্ণ মেঘ করুণাবারির্বর্ণ দ্বারা রক্তরূপ প্রচণ্ড সূর্য্য-সমস্ত ত্রিভুবনকে পুনর্জীবিত করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

সমুদ্রীলং-সংবিৎ-কমলমকরেন্দকরসিকং,

ভজে হংসবন্দং কমপি \* মহতাং মানসচরম্ ।

যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিজ্ঞাপরিণতিঃ, †

যদাদতে দোষাদ্গুণমখিলমদ্যুঃ পর ইব ॥ ৩৯ ॥

**সমুদ্রীলং-সংবিৎ-কমলমকরেন্দকরসিকং**  
সমুদ্রীলং বিকসং সংবিৎ জ্ঞানং, তদেব কমলং, তত্র মকরনঃ পুষ্পরসঃ, স চাসৌ একশ্চ—ন চ একশব্দস্ত পূর্ব্বনিপাতঃ। “বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্” ইতি পরনিপাতঃ, তত্র রসিবন ইতি সপ্তমীসমাসঃ।—একশ্চাসৌ রসিকশ্চেতি একরসিকঃ, মকরেন্দকরসিকঃ ইতি বা পশ্চাৎ সমাসঃ, তং তথোক্তম্। পরমহংসরূপয়োঃ শিবয়োঃ হংসদ্বারোপণং সংবিদঃ কমলদ্বারোপণে নিমিস্তম্। অতঃ সংবিদঃ কমলদে সিদ্ধে একদেশরূপেণ মকরেন্দেন চর্চ্যমাণতৈকপ্রমাণো রস আরোপ্যতে। অত এব মকরেন্দকরসিকশব্দস্ত তৃতীয়া-সমাসো বা ভজে সেবে। হংসবন্দং কিমপি অনির্কীচ্যম্ ইদম্ভরা নির্দেষ্টম্ অশক্যং বক্তৃবংশং তস্য শিবশক্তিসংপুটিতং, মহতাং যোগীশ্বরানাং মানসচরম্। অত্র মানসশব্দেন মনসি মানসপরমং আরোপ্যতে, মানসপরসি হংসানাং নিত্যবাসাৎ। যদালাপাৎ যন্ত হংসবন্দস্ত আলাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিজ্ঞাপরিণতিঃ অষ্টাদশবিজ্ঞা-আলাপরূপেণ পরিণতা ইত্যর্থঃ। যৎ হংসবন্দম্ আদতে গৃহীতি। দোষাৎ, লাব-লোপে পঞ্চমী দোষং অবযুতা গুণং—গুণশব্দো দোষাতাবস্তাপ্যাপলককঃ, গুণ-বৎ দোষাতাবস্তাপি গ্রাহ্যত্বং—অখিলং সমস্তম্ অদ্যুঃ উদকেভ্যঃ পর ইব দুগ্ধমিব।

অত্রেখং পরবোজনা—হে ভগবতি ! সমুদ্রীলং-সংবিৎকমলমকরেন্দকরসিকং মহতাং মানসচরং কিমপি হংসবন্দং ভজে ; যদালাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিজ্ঞাপরিণতিঃ, যৎ দোষাৎ অখিলং গুণম্ অদ্যুঃ পর ইব আদতে।

অত্রেদমহুসঙ্কেতম্—সংবিৎকমলম্ অনাহতচক্রনামকমিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। উপাসকাঃ পরমহংসমিথুনং সংবিৎকমলে উপাসতে ইতি সমন্বয়কদেশমিতম্।

অন্তএব মহতাং মানসচরমিত্যুক্তম্ । ভগবৎপাদমতং তু—শিখিজালারূপঃ পরমেশ্বরঃ  
শিখিজ্ঞা স্বশক্ত্যা সংবলিতঃ অনাহতচক্রে দীপাহুরবং প্রতিভাতীতি । যথোক্তং  
ভগবৎপাদৈঃ সুভগোদয়ব্যাখ্যানে—

শিখিজালারূপঃ সময় ইহ সৈবাত্ম সময় ।

তয়োঃ সম্বন্ধো মে দিশতু হৃদয়াজৈকনিলয়ঃ ॥

ইতি । এতদেব অস্মাকমপি অভিমতম্ ॥ ৩৯ ॥ \*

**লক্ষ্মীধররূপত-টীকার অন্যান্য-মতঃ** ।—হে ভগবতি ! বিকসিত  
সংবিৎ-কমল অর্থাৎ অনাহতচক্ররূপ কমলের মকরন্দ পানে অধিতীয় নিপুণ মহা-  
জনগণের মানসচারী অনির্কচনীয় হংসমিথুন—( শিব-শিবাকে ) ভজনা করি ।  
যে হংসমিথুন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জল তাগ করিয়া দুগ্ধ-গ্রহণের জায় দোষমধ্য  
হইতে নিখিল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন । লক্ষ্মীধর বলেন, দোষাভাবও গুণের  
অন্তর্গত । এই সাধনা সময়চারস্থ কোন সম্প্রদায়ের । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য  
সম্প্রদায়ে অনাহতচক্রে সাধনা—অগ্নি ও অগ্নি-শক্তি মিলিত হইয়া দীপাহুরবং  
প্রতিভাত, তিনিই ধ্যেয় ॥ ৩৯ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপত-টীকা** ।—অথ অনাহতচক্রস্থম্ ঈশ্বরং শক্তিসহিতম্  
ঈশ্বরনামানং স্তবগ্রাহ সমুদ্রীর্নদিতি । কমপি অনির্কচনীয়ং হংসদ্বন্দ্বং ভজে ।  
কিছুতম্ ? মহতাং জ্ঞানিনাং মানসচরম্ । অস্ত্রে হংসা মকরন্দরসিকা, ইদমপি সমুদ্রী-  
লং প্রকাশীভবৎ যং জ্ঞানকমলং তন্ত মকরন্দৈকরসিকম্ । যদ্ যস্মাৎ যয়োরানুগাথাং  
ধানাং জনঃ অষ্টাদশবিভাগপরিচিতিম্ আদত্তে । অষ্টাদশবিভাগা যথা,—বেদা  
উপবেদাঃ অঙ্গানি ষট্ এব অষ্টাদশবিভাগাঃ । যস্মাৎ যয়োরানুগাথাং দোষাং গুণং  
দোষং বিহায় অখিলং গুণম্ আদত্তে অস্ত্রো জলেভ্যঃ পর ইব । অস্ত্রেহপি  
রাজহংসা একজীভূতং জলং দূরীকৃত্য দুগ্ধং গৃহীতীতি তাৎপর্য্যম্ । বিভাগ-  
পরিণতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র যদানুগাথাং অষ্টাদশবিভাগস্থ পরিণতির্দাক্ষিণ্যং  
জায়ত ইতি স্বচ্ছাশ্রয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ** ।—মাতঃ ! বাহারি অনাহতচক্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বাহারি  
সুপ্রকাশিত জ্ঞানকমলের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরাণী  
ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করিতেছি । এই হংসদ্বন্দ্ব জ্ঞানিগণের  
মানসসরোবরে সতত বিহার করিয়া থাকেন । ইহাদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশ-  
বিভাগ পারদর্শী হইতে পারা যায় । সাধারণ হংস যেরূপ একজীভূত জল ও দুগ্ধ

হইতে দ্রষ্টব্যে পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংসবৃগলও তজ্জপ দোষভাগ পবিত্র-  
ভাগ পূর্বক গুণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধো তে শুদ্ধক্ষটিকবিশদং ব্যোমসদৃশং, \*  
শিবং সেবে দেবীমপি শিবসমানব্যবসিনিমূ । †  
যয়োঃ কাস্ত্যা যাস্ত্যা ‡ শশিকিরণসারূপ্যসরগং, §  
বিধূতাস্তৃধ্বাস্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥ +

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—বিশুদ্ধো বিশুদ্ধিচক্রে তে ভবত্যাঃ শুদ্ধ-  
ক্ষটিকবিশদং দোষরহিতক্ষটিকোপলসদৃশম্ অতিনির্মলম্ ব্যোমজনকং ব্যোমঃ  
আকাশতত্ত্ব জনকম্ উৎপাদকম্, “তন্মাত্রা এতন্মাত্রাশ্চন আকাশঃ সন্তু তঃ” ॥  
ইত্যাদি শ্রুতেঃ । আজ্ঞাচক্রে আশ্রিতত্বাৎ উৎপন্নম্ আকাশতত্ত্বমিত্যর্থঃ । অত্র  
আশ্রয়কো মনঃপর্যায়বচনঃ । শিবং শিবতত্ত্বং সেবে উপাসে । দেবীং ভগবতীম্ ।  
অপিশবঃ সমুচ্চয়ে । শিবসমানব্যবসিতাং শিবেন সমানং ব্যবসিতং ব্যবসায়ঃ  
প্রযত্নঃ যত্নাঃ তাং, স্বয়মপি শিবশব্দবাচ্যোত্যর্থঃ । যয়োঃ শিবয়োঃ কাস্ত্যাঃ প্রভায়াঃ  
যাস্ত্যাঃ প্রসরন্ত্যাঃ শশিকিরণসারূপ্যসরগেঃ চক্রকিরণসাদৃশ্যমার্গাৎ বিধূতাস্তৃধ্বাস্তা  
বিধূতম্ অস্তৃধ্বাস্তম্ অজ্ঞানং যত্নাঃ সা । বিলসতি প্রকাশতে । চকোরীব চকোর-  
বিহগীব । জগতী ত্রিলোকী ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে বিশুদ্ধো শুদ্ধক্ষটিকবিশদং ব্যোম-  
জনকং শিবং শিবসমানব্যবসিতাং দেবীমপি সেবে, যয়োঃ যাস্ত্যাঃ শশিকিরণ-  
সারূপ্যসরগেঃ কাস্ত্যাঃ সকাশাৎ জগতী বিধূতাস্তৃধ্বাস্তা চকোরীব বিলসতি ।

অন্বয়ঃ—যথা জ্যোৎস্নাপানেন চকোরী সংতুষ্টাস্তরঙ্গা, এবং শিবয়োঃ  
জ্যোৎস্নাসদৃশপ্রভরা বিধূতাস্তৃধ্বাস্তাঃ সন্তুষ্টাস্তরঙ্গাঃ সাধকলোক ইতি ।

অত্রেদমহুসঙ্কেতম্—বিশুদ্ধিচক্রপূজায়াং সূর্য্যচন্দ্রনিরোধাৎ বোড়শারগতানাং  
ঐত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতীনাং বোড়শকলানাং জ্যোৎস্নাশোষণাৎ তচ্চক্রস্থিতয়োঃ  
শিবয়োরেব প্রভরা জ্যোৎস্নাকার্যামিতি ॥ ৪০ ॥

**লক্ষ্মীধর ৩৩তীকান্ন অর্থানুবাদ।**—হে ভগবতি, সাধকের  
বিশুদ্ধিচক্রস্থিত তোমার ঐচ্ছিক্ত্ব যে বোড়শদল পদ্ম, তাহাতে আকাশতত্ত্ব-  
প্রভা শুদ্ধক্ষটিকমাত্র শিব ও শিবসমানকার্য্য দেবীকে সেবা করি । বাহাদিগের

\* ‘জনকঃ’ । † ব্যবসিতাম্ । ‡ যাস্ত্যাঃ । § সরগেঃ ইতি ল ।

+ ৩৭ ইতি লক্ষ্মীধর-টীকা-মুক্ত-মুক্তিত-পুণ্ডরাকঃ । ॥ তেঃ উঃ ২।১

বিপুল জ্যোৎস্নাতুলা প্রভায় সাধক-জগৎ চকোরীয় স্থায় তৃপ্তিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—আত্মাশক্তিসহিতঃ শিবঃ স্তবগাহ বিগুহা-  
বিত্তি। বিগুহানামি কণ্ঠস্থিতপদ্মে তব শিবম্ অহং সেবে। কিন্তু তম্? গুহ-  
ফটিকগুহম্, ব্যোমসদৃশম্ আকাশতুল্যম্ অপরিমাপ্যম্। ব্যোমজনকমিতি কুত্রাপি  
পাঠঃ। তত্র ব্যোমকারণম্ অর্থাৎ ব্যোমেত্বেরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি  
অহং বন্দে। কৌতুহীম্? গিরিশনন্দব্যাসনির্নয়ঃ শিবসমানমুখঃ খাম্। যয়োঃ  
শিবশক্তয়োঃ কাস্ত্যা অগতী বিধূতাস্তর্ধ্বাস্তা নষ্টোজ্জানা সতী চকোরী বিলসতি।  
যথা চকোরী চন্দ্রিকালভেনানন্দং লভতে, তথা তরোর্থানাং ব্রহ্মসুখং লভতে।  
কথং তত্র কাস্ত্যা? বিধুকিরণসারূপ্যপথং যাস্ত্যা অতএব চকোরীত্যাগমান-  
মুপগম্যতে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ।**—বাতঃ! বিগুহ-চক্রস্থিত আত্মাশক্তির সহিত গুহ-ফটিক-  
সদৃশ গুহ ও আকাশতুলা অসীমমূর্তি সদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি।  
আত্মাশক্তিও সদাশিবের সহিত সাময়গুণরতনা ও সমহুঃখসুখা হইয়া অবস্থান  
করিতেছেন। এই অর্কনারীখরের কাস্তি চন্দ্রকিরণের সারূপ্য লাভ করিতে  
তদ্বারা অগতীরূপা চকোরী নির্মল-হৃদয়া হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে ॥ ৪০ ॥

তবাজ্জাচক্রস্থং তপনশশিকোটীদ্যুতিধরং,

পরং শব্দুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিত্তি।

যমারাদুঃ \* ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনাংবিষয়ে,

নিরালোকে লোকে † নিবসতি হি ভালোকভবনে ॥ ৪১ ॥ ‡

**সম্ভবীধরকৃত-টীকা।**—তব আজ্জাচক্রস্থং হৃদীঃ আজ্জাচক্রে স্থিতং  
তপনশশিকোটীদ্যুতিধরং তপনঃ সূর্য্যঃ শশী চন্দ্রঃ তরোঃ কোটয়ঃ, অগণিতকোটী-  
সম্যাক। ইত্যর্থঃ, তাসাং দ্যুতিঃ কাস্তিঃ তাং ধরতীতি ধরঃ তং পরং শব্দুং।  
পরমিতি সংজ্ঞা শব্দোঃ। পরিমিলিতপার্শ্বং পরিমিলিতৌ পার্শ্বৌ দক্ষিণোত্তরৌ  
বস্ত তম্। পরা চানৌ চিত্ত পরচিত্তি। পরশব্দঃ চিৎসংজ্ঞায়াং প্রসিদ্ধঃ। যং  
পরচিত্তংবলিতং পরশিবম্ আরাধান্ প্রসাদয়ন্ ভক্ত্যা ভজনপ্রীত্য রবিশশিশুচীনাং  
সূর্য্যচন্দ্রাদীনাম্ অবিষয়ে অগোচরে, অতএব নিরালোকে ~~নিরালোক্যে~~ অলোকে

\* যমারাদুঃ ইতি ল।

† 'নিরালোক্যে' 'অলোকে' ইতি ল পাঠঃ

‡ ৯৬ ইতি সম্ভবীধর-টীকা-বৃত্ত-পুস্তক-শব্দঃ।

বিজনে একান্তে নিবসতি, তৎসাবুজ্যং প্রাপ্যোতি শেষঃ। হি প্রসিদ্ধৌ ভালোক-  
ভুবনে জ্যোৎস্নাময়ে লোকে সহস্রকমলে।

অত্রেখং পদযোজনা :—হে ভগবতি ! তবাজ্ঞাচক্রং তপনশশিকোটিছ্যাতিধরং  
পরং শব্দং পরচিতা পরিমিলিতপার্শ্বং বন্দে। যং ভক্ত্যা আরাধ্যান্ রবিশশি-  
শুটীনাং অবিসরে নিরালোকে অলোকে ভালোকভুবনে নিবসতি হি।

অত্রেদমভুসঙ্কেতম্ :—“তবাজ্ঞাচক্রম্” ইতি তবশব্দস্বরস্যাং সাধকস্ত  
ক্রমধ্যান্তরগতঐচক্রান্তর্গতশিবচক্রচতুষ্টয়ং কথ্যতে। ন তু দ্বিদলং পদম্। তবেতি-  
পদান্বয়াদিতি। এবমুত্তরজাপ্যাহম্। অত্র স্বাধিষ্ঠানাগ্রে অগ্নিমণ্ডলম্, অনাহত-  
চক্রাগ্রে সূর্য্যামণ্ডলম্, আজ্ঞাচক্রাগ্রে চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্।  
অতশ্চ অগ্নিসূর্য্যচক্রাণাং মনুখাঃ বহ্যন্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ আধারচক্রপ্রভৃতি আজ্ঞা-  
চক্রপর্ষ্যাস্তমেব বিচরন্তি। এতদপি পূর্ব্বমেব সম্যক্ নিরূপিতম্। আজ্ঞাচক্রস্থিত-  
চক্রাং অস্ত্র এব সহস্রকমলস্তিতচন্দ্রঃ ঐচক্রাঙ্ককঃ নিত্যকল ইতাপি পূর্ব্বমেব  
সম্যক্ নিরূপিতম্ ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্নাং—হে ভগবতি, তোমার  
আজ্ঞাচক্রস্থিত অর্থাৎ সাধকের ক্রমধ্যান্তরগত তদীয় ঐচক্রযুক্ত বে শিবচক্র-  
(উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ) চতুষ্টয়, তাহাতে অবস্থিত অগণিত কোটি সূর্য্য-চন্দ্র প্রভা-  
শ্রয় পরাচিহ্নিত-সম্মিলিত-পার্শ্বস্বর পরতত্ত্ব শিবকে বন্দনা করি। যাহাকে  
আরাধনা করিবার সময়ে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির অগোচর তদীয় আলোকশূন্য (কিন্তু  
অস্ত্রবিধ) জ্যোৎস্নাময় নিভৃত লোকে অর্থাৎ সহস্রারকমলে অবস্থিতি হয়।

(পূর্ব্বক্বে যে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্থান বলা হইয়াছে, সহস্রদল কমল তদুর্দ্ধে,  
উক্ত অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত সহস্রদলকমলের সঙ্ঘর্ষ নাহি। অতএব ঐ স্থান উক্ত  
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির আলোকশূন্য। তথায় পৃথক্ চন্দ্রমণ্ডল—তাহা নিত্য, তদীয়  
জ্যোৎস্না দ্বারা সেই স্থান সতত আলোকিত। লক্ষ্মীধর বলেন, এই শ্লোকস্থ আজ্ঞা-  
চক্র দ্বিদলপন্ন নহে, কারণ, দ্বিদলপন্ন সাধকের, ভগবতীর নহে, অথচ স্তবে ‘তব’  
কথাটি আছে। এই হেতু উল্লিখিত অর্থ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীধর অবরোহ-  
প্রণালীতে এই সাধনা লিখিয়াছেন। অচ্যুতানন্দ আরোহপ্রণালী অনুসারে  
লিখিয়াছেন, এই কারণে শ্লোকস্থ পৃথক্ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ক্রমধ্যগং চিহ্নক্লিসহিতং পরমশিবম্  
স্বব্রাহ্ম তবাজ্ঞা ইতি। আজ্ঞাচক্রং ক্রমধ্যগদ্বিদলপন্নং পরমশিবম্ অহং বন্দে।  
কীদৃশম্? সূর্য্যচন্দ্রকোটিছ্যাতিধরম্। পরচিতা চিত্তশক্ত্যা পরিমিলিতপার্শ্বং

চিদানন্দস্বরূপমিতার্থঃ । যঃ পরমশিবং ভক্ত্য আরাধুং সেবিতুং নিরালোকৈ  
স্বপ্রকাশতয়া আলোকান্তরানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃসমূহে গেহে লোকে।  
নিবসতি । কিম্বূতে ? রবিশশিশুচীনাংবিষয়ে চন্দ্রসূর্য্যাদীনামগোচরে অতএব  
নিরালোক ইতি বিশেষণরূপপত্ততে । তদ্বক্তং গীতাতত্বে,—“ন তত্র ভাসতে  
সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥”  
‘পরিচিতং যদা লব্ধং শক্ত্য’ ইতি প্রাচঃ । তত্র ব্যাখ্যা, যদা উত্তরপার্শ্বং তৎশক্ত্যা  
পরিচিতম্ একজীকৃতং যোগিনা লব্ধং তদা ভালোকভবনে বসতি, এতেন চিদানন্দ-  
খ্যানে ব্রহ্ম পরিচিতং ভবতি ইতি ভাবঃ । এতানি পদানি কচিদাঃপ্রাচক্রমাত্ত্বভ্যা  
দৃষ্টান্তে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ।—হে জননি ! আজ্ঞাচক্রস্থিত কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্যের জ্ঞান  
জ্ঞাত্বের সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমার পরমশিব ও তৎপার্শ্বস্থিত। চিংশক্তিকে আনি  
প্রণাম করিতেছি । ইহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ  
চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অগোচর পার্শ্বব আলোক-বিহীন ভালোকভবনে অর্থাৎ  
দিবা তেজোলোকস্থিত তেজোময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

গঠৈশ্মাণিকৈক্যক্যং • গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং,

কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিস্থতে কীৰ্ত্তয়তু কঃ \* ।

সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং † চন্দ্রশকলং,

ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বদ্বাতি ‡ ধিমণাম্ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীধনুহৃত-টীকা ।—এবং সমন্বয়তঃ সম্যক্ প্রপঞ্চা সমসারঃ  
ভগবত্যাঃ কিরীটপ্রভৃতি পাদান্তঃ বর্ণয়তি—

গঠৈঃ প্রাট্টৈঃ মাণিক্যং রত্নভাবং গগনমণিভিঃ ষাদশাদিত্যৈঃ । তেভাম্  
অত্যন্তস্নিকৃষ্টসেবার্থং ভূষণগতমণিঞ্চ বুজ্যতে । সান্দ্রঘটিতং সান্দ্রং নীরকুং বধা  
ভবতি তথা ঘটিতং খচিতং, কিরীটং মকুটং তে হৈমং হেমো বিকারঃ হিমগিরিস্থতে ।  
হে পার্শ্বতি ! কীৰ্ত্তয়তি বর্ণয়তি যঃ, স কবীন্দ্রঃ ‘নীড়েরছায়াচ্ছুরণশবলং নীড়ং  
গোলং তত্র খচিতং নীড়েরং রত্নজাতং তস্ত ছায়া তয়া চ্ছুরণেন ব্যাপনেন শবলং  
শবলবর্ণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং ধনুঃ কোদণ্ডং সৌনাশীরং সুনশীরঃ ইন্দ্রঃ তস্ত  
সম্বন্ধি সৌনাশীরং কিমিতি ন নিবদ্বাতি ধিমণাং বুজ্জিম্ ।

\* মাণিক্যম্ ইতি ল পাঠঃ । + ‘কীৰ্ত্তয়তি যঃ’ । † ‘স নীড়েরছায়াচ্ছুরণশবলম্’ ইতি  
‡ ‘কিমিতি ন নিবদ্বাতি’ ইতি চ ল পাঠঃ । ৪২—স, যু পু ।



অত্রেয়ঃ পদবোজনা—হে হিমগিরিস্থতে ! মাণিক্যঃ গঠৈঃ গগনমণিভিঃ সাক্ষ্যচিহ্নং হৈমং তে কিরীটং যঃ কীর্তয়তি সঃ নীড়েরচ্ছায়াচ্ছুরণশবলং চন্দ্রশকল সৌনাশীরং ধনুৱিতি ধিষণং কিং ন নিবশ্নতি ।

অয়ং ভাবঃ—কিরীটবর্ণনাং কর্তৃমুদ্রাজ্ঞানঃ কবীশ্বরঃ তত্র স্থিতাং চন্দ্ররেখাং নানারসমণিকাস্তিচ্ছুরিতাং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রচাপেহেন কথং নাশকতে ? অবশ্যং তস্ত তচ্ছঙ্কা জায়ত এবতি ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চন্দ্রশকলস্ত ইন্দ্রচাপেহেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । যথা—  
অপহবালঙ্কারঃ, ইদং চন্দ্রশকলং ন ভবতি ; অপি তু ইন্দ্রচাপ ইত্যপহবস্ত প্রতি-  
ভানাৎ । যথা—অতিশয়োক্তিৱলঙ্কারঃ, ইন্দ্রশকলস্ত ইন্দ্রচাপেহেন অধ্যবসানাৎ,  
অধিধণাম্ ইন্দ্রচাপে কিমিতি নিবশ্নতি ইতি সামান্তোক্তেঃ । এতেষাং মধ্যে একস্ত  
প্রাধান্যম্ ইত্যপহবোক্তেঃ সন্দেহসঙ্করঃ । ( উৎ-  
প্রেক্ষাতিশয়োক্তৌ স্পষ্টে । অপহবস্ত তল্লিঙ্গাভাবাদপি কিমিতি ধিষণং ন  
নিবশ্নতি ইত্যপহবোক্তেঃ শক্যত্বাৎ । সন্দেহস্ত চন্দ্রশকলে দৃষ্টে ইন্দ্রচাপস্ত  
স্বত্বাক্রটত্বাৎ উল্লেখ্যমিত্যুং শক্য এবতি সন্দেহসঙ্করঃ এব জ্ঞায়ান্ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীধনুৱুক্ত-টীকান্ন মস্মানুবাদ ।—(অতঃপর ধোয় রূপের  
বর্ণনা হইতেছে) হে হৈমবতি ! মাণিক্যরূপে উদ্ভাসমান ষাটশাদিত্যে খচিত  
ভবদীপ্য রত্নকিরীট-বর্ণনা যে করিবে, ভবদ য় কিরীটগোলাগত বিবিধ কিরণ-  
বিচ্ছুরিত শশিকলা, তাহার ইন্দ্রধনু বুদ্ধি উৎপাদন করিবে না কি ? অর্থাৎ  
কিরীটবর্ণনাসময়ে তৎসমীপস্থ বিবিধ মণিকিরণগণাতে নানাবর্ণযুক্ত আপনার  
লগাটস্থ চন্দ্রকলা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রধনুত্ব জন্মিবে ॥ ৪২ ॥

অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।—সম্প্রতি শ্রীমত্যাঃ স্মরণ্যঃ সৌন্দর্য্যম্  
অনির্বচনীয়মপি জ্ঞানামুদ্রকং বর্ণয়তি গঠৈৱিতি । হে হিমগিরিস্থতে ! তব স্বর্ণ-  
বিকৃতং মুকুটং কঃ কীর্তয়তু বিশিষ্ট ভগতু নিরুপেক্ষেরশক্যত্বাৎ । কীদৃশম্ ?  
গগনমণিভিঃ সাক্ষ্যচিহ্নং নিবিড়নির্মিতম্ । মণিভিঃ কিস্কুভৈঃ ? মাণিক্যেন  
একতাং প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যমধ্যবর্ত্তিত্যিতিার্থঃ । সমীপে অর্থাৎ যস্ত সমীপে ছায়য়া  
কাস্ত্যা চ্ছুরিতকিরণং সন্তুতিকিরণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রধনুম্ ইদং কিং সৌনাশীরং  
ধনুঃ শক্রধনুৱিতি ধিষণং বশ্নতি বুদ্ধিমাধতে । মাণিক্যসুহৃৎকাস্তবর্ণনাং প্রতি-  
বিমলাভাৎ চন্দ্রধনুঃ শক্রধনুঃ প্রিয়ং ধন্তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ।—হে হিমগিরিস্থতে ! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত  
আকাশের স্তায় সুনির্মল মণিসমূহ দ্বারা নিবিড়ভাবে স্তম্ভিত তোমার যে হেমময়

মুকুট, তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই মুকুটের ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সকলের মনে ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে ॥ ৪২ ॥

ধুনোতু ধ্বাস্তং নস্তলিতদলিতেন্দীবরদলং, \*

ঘনস্নিগ্ধলক্ষ্যং চিকুরনিকুরস্বং তব শিবে ।

যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলকুং স্মনসো,

বসন্ত্যস্মিন্মন্ত্রে বলমথনবাটাবিটপিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা**।—ধুনোতু অপহৃদতু ধ্বাস্তম্ অস্ততিমিহং নঃ  
অস্মাকং তুলিতদলিতেন্দীবরবনং তুলিতং সদৃশীকৃতং দলিতং ভিন্নং, বিকসিত-  
মিতার্থঃ, ইন্দীবরাণাং নীলোৎপলানাং বনং যন্ত তৎ । ঘনস্নিগ্ধলক্ষ্যং ঘনং সাজ্জম্  
অবিয়লং স্নিগ্ধং স্নেহযুক্তমিব স্থিতং লক্ষ্যং যুত । এবমেতেষাং বিশেষণানাং সমাসঃ ।  
চিকুরনিকুরস্বং চিকুরাণাং কেশানাং নিকুরস্বং সমূহঃ কেশপাশঃ ধস্মিন ইত্যর্থঃ ।  
তব ভবত্যাঃ শিবে! ভগবতি! যদীয়ং যন্ত ধস্মিনস্ত সযস্কি সৌরভ্যং পরিমলং  
সহজং স্বভাবসিকম্ উপলকুং সমাক্রষ্টুং স্মনসঃ পুষ্পাণি বসন্তি আসতে । অস্মিন্  
ধস্মিন্লে মন্ত্রে ঐবং বলমথনবাটাবিটপিনাং বলমথনঃ বলারিঃ ইন্দ্রঃ—ববদ্যোরভেদো-  
পচারঃ অনুপ্রাসার্থমঙ্গীকৃতঃ—তন্ত বাটী উত্তানং তত্র বিটপিনঃ কল্পবৃক্ষাঃ তেষাম্ ।

অত্রেথং পদযোজন—হে শিবে! তুলিতদলিতেন্দীবরবনং ঘনস্নিগ্ধলক্ষ্যং তব  
চিকুরনিকুরস্বং নঃ ধ্বাস্তং ধুনোতু । যদীয়ং সহজম্ সৌরভ্যম্ উপলকুন্ অস্মিন্  
বলমথনবাটাবিটপিনাং স্মনসঃ বসন্তীতি মন্ত্রে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, কেশপাশবাসনার্থমেব যুতানাং কল্পবৃক্ষকুসুমানাম্  
অন্তথাযেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । তল্লক্ষণম্—

সস্তাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্ত পরেণ যৎ ।

ইতি । তুলিতদলিতেন্দীবরবনমিতাত্ৰ উপমালাঙ্কারঃ । অন্যথোঃ সংসৃষ্টিঃ,  
তিলততুলবৎ সংস্জ্যমানদ্ব্যং । স্মীরনীরবৎ সযস্কঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা**।—হে শিবে, প্রকল্প নীল-  
কমল-বন-সদৃশ নিবিড় চিকণ কোমল ভবদীয় সেই কুন্তলপাশ আমাদিগের  
মনের অঙ্ককার হরণ করুন, মনে হয়, যদীয় নৈসর্গিক সৌরভ্যভ্যন্তর আকাঙ্ক্ষায়  
নন্দনকাননের পুষ্পসমূহ ইহাতে স্থানগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ধুনোতু ইতি । হে শিবে ! তব চিকুর-  
নিকুরং কেশকলাপঃ নোহস্মাকং ধ্বাস্তম্ অজ্ঞানং ধুনোতু খণ্ডয়তু । কিম্বুতম্ ?  
তুলিতদলিতেন্দ্রীবরদলং তুলিতং সদৃশীকৃতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন । পুনঃ  
কিম্বুতম্ ? বনদ্বিগুং চিকুং ব্লক্কম্ অতিসৌষ্ঠবং বদীরং স্বাভাবিকং সৌরভ্যম্ উপ-  
লকুং বলমথনবাটাবিটপিনাং ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং স্তম্ভনসঃ পুষ্পাণি অগ্নিন্ কেশ-  
কলাপে বসন্তীত্যহং মন্ত্রে । সুরবিহিতসপর্ঘ্যাচ্ছলেন যৎ স্তম্ভনস্যৎ স্বৎ-কেশাশ্রয়ণং  
তৎ বদীরকেশকলাপসৌরভ্যলভ্যায়ৈতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে শিবে ! বিকসিত-নীলোৎপলদল-সদৃশ ঘন, দ্বিগু, চিকুণ,  
অতি সৌষ্ঠবযুক্ত তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত  
করুক । তোমার এই কেশকলাপের অপূর্ণ দিব্য সৌরভ আশ্রয় করিয়া  
আমাদিগের মনে হইতেছে যে, ইন্দ্রের উপবনস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ ঐ  
স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বহন্তী সিন্দুরং প্রবলকবরীভারতিমির-

দ্বিবাং বৃন্দৈর্বন্দীভ্যমিব নবীনাক্কিরণম্ ।

তনোতু কেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য্যলহরী-

পরীবাহশ্রোতঃসরগিরিব সীমন্তসরগিঃ \* ॥ ৪৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তনোতু বিস্তারয়তু দিশ্চিতিার্থঃ । কেমং  
যোগকেমাশ্রকং শুভং নঃ অস্মাকং তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহশ্রোতঃসরগি-  
রিব—ইদমেকং পদম্, “ইবেন সহ নিত্যসমাসো বিভক্ত্যালোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-  
স্বরং চ” ইতি নিয়মাৎ । বদনং মুখং তন্ত সৌন্দর্য্যন্ত স্তম্ভরভাবন্ত লহরী উৎসেকঃ  
তন্ত পরীবাহঃ প্রবাহঃ “উপসর্গন্ত বৃত্ত্যমহুয়ে বহুলম্” ইতি পরিশ্রাদিকারন্ত  
দীর্ঘঃ । তত্র শ্রোতঃসরগিরিব শ্রোতসঃ প্রবাহন্ত সরগিরিব মার্গ ইব স্থিতা  
সীমন্তসরগিঃ সীমন্তে ধগ্নিলম্বা প্রদেশে সরগিঃ সরণ্যাকারাকারিতা রেখা বহন্তী  
ধারয়ন্তী সিন্দুরং সিন্দুরপরাগং প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিবাং প্রবলাঃ কেশশাশ্রবণা  
লক্কলম্বতয়া প্রবলাঃ তে চ তে কবরীভাঃ, ত এব কেশশাশ্রনিচয়া এব তিমিরাণি  
ভাঙেব দ্বিবাঃ শত্রবঃ তেভ্যাং বৃন্দৈঃ সমুদৈঃ বন্দীকৃতং বন্দীগ্রহণাবরুদ্ধম্ । ইব  
ইতি সম্ভাবনারাম্ । কবিপ্রৌঢ়োক্তিস্থলে ইবশব্দন্ত সম্ভাবনৈবাং, অন্তত্র

সাদৃশ্যমিতি বিবেকঃ । নবীনাকর্কিরণং নবীনঃ প্রাতঃকালীনঃ অর্কঃ সূর্য্যঃ তন্ত  
কিরণঃ তন্ম ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃ-  
সরগিরিব স্থিতা তব সৌমন্তসরগিঃ প্রবলকবরীভারতিমিরষিবাং বৃন্দৈঃ বন্দীকৃতং  
নবীনাকর্কিরণমিব সিন্দূরং বহন্তী নঃ ক্ষেমাং তনোতু ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, সৌমন্তসরগিঃ স্রোতঃসরগিষ্মেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । ন  
চায়ম্ উপমালঙ্কারঃ ; স্বতঃসিদ্ধমল্পপজীবা কবিপ্রোড়োক্তিমিবোপজীব্যোখানাৎ । ন  
চ সম্ভাবনাপরন্তেবশব্দস্ত সমাসবিধানান্তাবাৎ উপমৈবেতি বাচ্যম্ । “ইবেন  
সহ” ইতি নামান্ত্রেনোভয়ার্থস্ত ইবশব্দস্ত গ্রহণাৎ উভয়ত্রাপি সমাসোহস্তুতি ধোয়ম্ ।  
উত্তরার্কেহপুংপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; সিন্দূরস্ত সূর্য্যাকিরণাঙ্কনা সম্ভাবনাৎ । কবরীভারস্ত  
তিমিরদ্বারোপণাৎ রূপকালঙ্কারোপি বর্ত্ততে । এবমনয়োরঙ্গাজিভাবেন সঙ্করঃ ;  
সম্ভাবনাং প্রতি রূপকস্ত নিমিস্ত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

সম্ভাবনাকৃত-টীকান্ন অম্বানুবাদ ।—হে ভগবতি ! আপনার  
যে সৌমন্তরেখা,—উচ্ছলিত লাবণ্যস্রোতের নিঃসরগপ্রণালী ; বাহাতে সিন্দূরবিন্দু  
কবরীভার-ভাঁমর-রূপী শঙ্ক-হস্তে বন্দীকৃত নবোদিত সূর্য্যাকিরণবৎ প্রতীয়মান,  
সেই সৌমন্তরেখা আমাদেরিগের কল্যাণ বিস্তার করুন ॥ ৪৪ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—বহন্তীতি । সরগিরিব সৌমন্তসরগিঃ সৌমন্তঃ  
পদ্মাঃ নোহস্মাকং ক্ষেমাং তনোতু । কীদৃশী ? সিন্দূরং বহন্তী । সিন্দূরং কিন্তুতম্ ?  
প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তরুণশরুণাং বৃন্দৈর্কন্দীকৃতং প্রাতঃসূর্য্যাকিরণমিব ।  
দ্বিষামিতি পাঠঃ । তত্র প্রবলকবরীভার এব তিমিরগি তেষাং কাস্তিবৃন্দৈর্কন্দীকৃতং  
নবীনাকর্কিরণমিব । অত্র হর্ষলেন বলিনঃ সূর্য্যাকিরণস্ত নিম্নমনাদা-ভ্রমঃ  
সূচিতঃ । পুনঃ কিন্তুত ? তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃসরগিরিব উৎকিণ্ড-  
পানীয়স্ত পথান্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্ততীক্স্রোতঃসঃ সরগিরিব ॥ ৪৪ ॥

অম্বানুবাদ ।—জননি ! তোমার কেশজালমধ্যস্থিত যে সৌমন্তপথ, তাহা  
তোমার বদনসৌন্দর্য্য-লহরীর পরীবাহ-স্রোতঃপথের দ্বারা শোভা বিস্তার  
করিতেছে । বিশেষতঃ তাহাতে সিন্দূরবিন্দু থাকাতে অল্পমিত হইতেছে যে,  
প্রবল শঙ্ক কেশকলাপরূপ অন্ধকারের কাস্তিসমূহ দ্বারা প্রাতঃসূর্য্যাকিরণই যেন  
বন্দীকৃত হইয়াছে । ঈদৃশ এই সৌমন্তপথ আমাদেরিগের মঙ্গলবিধান করুক ॥ ৪৪ ॥

\* নদী হইতে উৎকিণ্ড জল যদি অন্য পথ দ্বারা নিঃসরিত হয়, তাহা হইলে সেই নিঃসরণ-  
পথকেই পরীবাহ বলা হয় ।

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমশ্রীভিঃ \* রলকৈঃ,

পরীতং তে বক্তুং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচিম্ ।

দরশ্নেয়ে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জরুচিরে,

সুগন্ধৌ মাগুস্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ ॥ ৪৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—অরালৈঃ কুটিলৈঃ স্বাভাব্যাং স্বভাবতঃ অলিকলভসশ্রীভিঃ অলিকলভৈঃ ভ্রমরপোতৈঃ সমশ্রীভিঃ সমানভৈঃ । সমাসান্ত-বিধেরনিত্যবাং কপ্রত্যয়াভাবঃ । অলকৈঃ চূর্ণকুন্তলৈঃ পরীতং পরিতঃ ইত্যং পরীতং ব্যাপ্তং তে তব বক্তুং পরিহসতি, তত্ত্বুলাং ন ভবতীত্যর্থঃ । পঙ্কেরুহ-রুচিঃ পঙ্কেরুহস্ত কমলস্ত রুচিঃ সৌভাগ্যং দরশ্নেয়ে দরশীষং শ্নেয়ো বিকাশঃ বস্ত তস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জরুচিরে দশনানাং দন্তানাং রুচয় এব কিঞ্জরুকাঃ কেসরাঃ তৈঃ রুচিরে সুভগে সুগন্ধৌ পদ্মগন্ধৌ মাগুস্তি নন্দস্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ স্মরদহনস্ত স্মরারেঃ ঈশ্বরস্ত চক্ষুঃশ্বেব মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ । জিতমদ্রথস্তাপি বদনসৌন্দর্য্যাদর্শনং মাদনহেতুরিতি কিমু বক্তব্যং স্বদনসৌন্দর্য্যাস্বরূপমিতি ভাবঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! স্বাভাব্যাদরালৈঃ অলিকলভসশ্রীভিঃ অলকৈঃ পরীতং তে বক্তুং পঙ্কেরুহরুচিং পরিহসতি । দরশ্নেয়ে দশনরুচি-কিঞ্জরুচিরে সুগন্ধৌ যস্মিন্ স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ মাগুস্তি ।

অত্র উপমালাকারঃ, পঙ্কেরুহরুচিয়ং পরিহসতীত্যনেন বক্তুস্ত কমলসাদৃশ-প্রতীতেঃ । অলিকলভসশ্রীভিরিত্যত্র উপমালাকারঃ । অন্যোরঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ । দশনরুচিকিঞ্জরুচিরে ইত্যত্র রূপকালকারঃ, দশনরুচীনাং কিঞ্জরুশ্বে-নারোপগাং । স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহ ইত্যত্র রূপকালকারঃ ; চক্ষুবাং মধুলিহশ্বেনারো-পগাং । অন্যোরঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ সঙ্করঘরসা সংসৃষ্টিঃ ॥ ৪৫ ॥ †

**অ-ভাষ্যমন্দকৃত-টীকা।**—অরালৈরিতি । বক্তুং পঙ্কেরুহরুচিং হসতি । কীদৃশম্ ? স্বভাবকুটিলৈঃ অলিকুলসমশ্রীভিরলকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্ । অলিকুলসমশ্রীভিরিতি কুত্রাপি । তত্র অলিকুলং হসতীতি অলিকুলহসা সা শ্রীর্থেবাম্ । অলিকলভসশ্রীভিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ । স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ হরনেত্রভৃঙ্গাঃ মাগুস্তি । কিভূতে ? দরশ্নেয়ে ঈষদ্ধাসে । দশনকেশরকাস্তিমনোহরে সুগন্ধৌ এতেন পঙ্কজাপকর্ষণং দশিতম্ ॥ ৪৫ ॥

\* 'কলভ-সশ্রীভিঃ' ইতি ল পাঠঃ ।

† লক্ষ্মীধরটীকার মর্ম্ম বিবৃহৎ 'অম্বুবাণ' ইতিৈত জ্ঞাতব্যঃ ;

**অ-বান্ধ ।**—মাতঃ ! স্বভাব-কুটিল ভ্রমরসজ্জমদৃশ-শোভা-যুক্ত অলকা-  
বলী দ্বারা পরিবাণ্ড তোমার মুখকমল অস্ত্রান্ত জলজ কমলের শোভাকে  
পরিহাস করিতেছে । দশনশোভা-রূপ-কিঙ্কর-পরিশোভিত দ্বিধং হাস্যযুক্ত সৌরভ-  
মনোহর এই বদনকমলে অনঙ্গদর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবৃন্দ উন্নত  
হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাতাতি তব যৎ,

দ্বিতীয়ং তন্মন্ত্রে মুকুটশিখণ্ডস্ত শকলম্ । \*

বিপর্যাসস্তাসাত্ত্বভয়মভিসম্ভায় মিলিতঃ,

সুধালেপস্যুতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা ।**—ললাটং নিটিলং লাবণ্যদ্যুতিবিমলং লাবণ্যং  
তারল্যমেব দ্যুতির্জ্যোৎস্না তয়া বিমলং স্নিগ্ধম্ আভাতি আ সমস্তাভাতি তব যৎ  
দ্বিতীয়ং তৎ মন্ত্রে শব্দে মুকুটখটিতং কিরীটকলিতং চন্দ্রশকলং চন্দ্রাধ্বজম্ ।  
বিপর্যাসস্তাসাৎ—ললাটং অবাকোণং বর্ততে । চন্দ্রশকলং ললাটস্তোপরি উর্দ্ধদিকং  
বর্ততে । উভয়োবিপর্যাসস্তাসঃ শৃঙ্গচতুষ্কসম্মেলনং, তন্মাৎ উভয়মপি ললাটচন্দ্র-  
শকলে সজ্জুর মিলিতা । চকারোতিশয়বাচী । মিথঃ অস্ত্রোক্তং সুধালেপস্যুতিঃ  
সুধায়াঃ অমৃতস্ত লেপঃ বিলেপনং তস্ত স্যুতিঃ সৌবর্ণং যন্ত সঃ অমৃতরসসাস্ত্র ইত্যর্থঃ ।  
পরিণমতি তাক্রপাৎ ভজতি, তদাকারাকারিত ইত্যর্থঃ । রাকাহিমকরঃ রাকায়ঃ  
পূর্ণিমায়ঃ হিমকরচন্দ্রঃ ।

অত্রোক্তং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব যৎ ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলম্  
আভাতি তৎ মুকুটখটিতং দ্বিতীয়ং চন্দ্রশকলং মন্ত্রে । যদ্ব্যন্যৎ কারণাৎ উভয়মপি  
বিপর্যাসস্তাসাৎ মিথঃ সজ্জুর চ সুধালেপস্যুতিঃ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি ।

পূর্ণিমায়ঃ সম্পূর্ণতা চন্দ্রস্ত কথং ভবেৎ, কিরীটে অর্ধচন্দ্রেণাবিষ্টতয়া চন্দ্রঃ  
পরিদৃষ্টত ইতি পূর্ণিমাচন্দ্রে নিমিত্তীকৃত্য ললাটমুৎপ্রেকতে ।

অত্র উৎপ্রেকালঙ্কারঃ, ললাটস্ত অর্ধচন্দ্রেণোৎপ্রেকণাৎ । দ্বিতীয়াদ্ধে  
অভিশয়োক্তিস্বলঙ্কারঃ ; রাকাহিমকরস্ত ললাটকিরীটখটিতচন্দ্রেণোৎপ্রেকণা-  
ন্বদ্ব্যন্যপি স্ববন্ধকথনাৎ । অত্র কবিকল্পিতবস্তুবৃত্তসৌন্দর্য্যোন্নয়নোদ্দেশ্যাবসারঃ ।  
উৎপ্রেকোতিশয়োক্ত্যাঃ অঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ । “অধ্যবসারব্যাপারপ্রাধাত্তে

\* ‘মুকুটখটিতং চন্দ্রশকলম্’ ইতি ল পাঠঃ ।

উৎপ্রেক্ষা” “অধ্যবসিতপ্রাধাত্তে অতিশয়োক্তিঃ।” হৃত্বয়ন্তায়মর্থঃ—অধ্যবসায়-বিষয়ভূতে অধ্যবসানক্রিয়াক্রপস্ত ব্যাপারস্ত প্রাধাত্তং যত্র তত্রোৎপ্রেক্ষোখানম্। যদা অধ্যবসায়বিষয়ভূতে অধ্যবসিতশ্চৈব প্রাধাত্তং প্রতীয়তে, তদা অতিশয়োক্তে-কথানম্। অধ্যবসায়ো নাম—নিশ্চয়জ্ঞানম্। তচ্চ কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধম্, ন বাস্তবম্। উৎপ্রেক্ষায়াস্ত অধ্যবসানক্রিয়াপ্রাধাত্তস্ত ত্তোতকাঃ “মন্ত্রে শব্দে ঋবম্” ইত্যেবমাদয়ঃ স্বরূপোৎপ্রেক্ষাত্তোতকাঃ। হেতুৎপ্রেক্ষায়াং হেতুরেব। ফলোৎপ্রে-ক্ষায়াং ফলমেব ত্তোতকম্। অতএব স্বরূপোৎপ্রেক্ষায়াম্ ইবাণ্ডভাবে হেতুফলয়ো-সম্ভবাৎ, অতিশয়োক্ত্যুৎপ্রেক্ষয়োঃ ভেদাভাবাৎ সৈবোৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তৌ অন্তর্ভূতেতি দ্বিত্বাত্ত্রয়ুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—লগাটমিতি। তব লাবণ্যকাস্ত্যা স্ননির্ম্মলং তব ধল্লাটম্ আভাতি, তন্মুকুটার্দ্ধচন্দ্রস্ত দ্বিতীয়ং খণ্ডম্ ইত্যহং মন্ত্রে। বিপর্য্যাস-জ্ঞানাদ্ বিপরীতবিশ্রাসাৎ উভয়ং শশিখণ্ডং মিলিতং সং রাকাহিমকরঃ পরিণমতি, পূর্ণচন্দ্রঃ সম্পত্ততে। হিমকরঃ কিমুতঃ? সুধালেপস্বাতিঃ অমৃতলেপনেন স্বাতিঃ গ্রথনং যন্ত। অধোমুখং লগাটমুর্দ্ধমুখং চ মুকুটার্দ্ধ চন্দ্রখণ্ডম্ অনয়েরমৃতলেপগ্রথনেন সম্মুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রো ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি! লাবণ্যকাস্তি দ্বারা স্ননির্ম্মল তোমার লগাটখণ্ড দর্শন করিয়া অজুগিত হইতেছে যে, ইহা মুকুটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বিতীয় অর্দ্ধ খণ্ড। এই চন্দ্রখণ্ডের বিপরীতভাবে বিগ্নস্ত এবং অমৃতলেপন দ্বারা গ্রথিত ও সংযুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ক্রবৌ ভুমে কিঞ্চিদ্ভুবনভয়ভঙ্গব্যসিনিনি,

ত্বদীয়ে নেত্রোভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণম্।

ধমুর্ম্মন্ত্রে সব্যোতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ,

প্রকোষ্ঠে মুখৌ চ স্বগয়তি নিগূঢ়ান্তরমিদম্ ॥ ৪৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ক্রবৌ ক্রবলী ভুমে অবাক্ষত্বতয়া বলয়িতে কিঞ্চিৎ নাভ্যন্তং, ভুবনভয়ভঙ্গব্যসিনিনি ভুবনানাং জগতাং ভয়ন্ত উপজ্জবন্ত তন্মে নাশকরণে ব্যাসনং তদেকপ্রবণতা অস্তা অস্তুতীতি ভুবনভয়ভঙ্গব্যসিনিনী ভক্তাঃ সমুচ্চিঃ। ত্বদীয়ে ভবৎসম্বন্ধিনৌ নেত্রোভ্যাং অক্ষিভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং মধু-করাণাং ভ্রমরাণামিহ রুচিঃ শোভা যয়োস্তাভ্যাং মধুকরাকারাকারিতাভ্যামিত্যর্থঃ।

ধৃতগুণং ধৃতঃ সম্পাদিতঃ গুণঃ জ্যাবলী যন্ত তৎ ধনুঃ চাপং মন্ত্রে শঙ্কে সব্যোত্তরকর-  
গৃহীতং সব্যো দক্ষিণঃ তদিতরো বামঃ স চাসৌ করন্ট তেন গৃহীতম্। সব্যোত্তর-  
শঙ্কেন একে নৈব হন্তেন সর্বদা ধৃতং, ন তু বাণপ্রয়োগার্থমিতি সূচ্যতে। রতিপতে:  
মদ্রথস্ত প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুঠৌ অঙ্গুলীনাং গ্রহৌ। অরং মুষ্টিশব্দঃ অঙ্গুশাসনবশাৎ  
জীলিঙ্গোহপি প্রয়োগবাহুল্যাৎ পুংলিঙ্গতামাপন্নঃ, গণ্ডুষশব্দবৎ। যথা—“উদরং  
পরিমাতি মুষ্টিনা” ইতি নৈষধে প্রয়োগঃ। হৃগয়তি হৃগনং ছাদনং কুর্বতি সতি,  
নিগূঢ়াস্তরং নিগূঢ়ে অস্তরে মোকর্দাদগুয়োর্বস্ত তৎ। উমে হে পার্কতি।

অত্রেখং পদযোজনা—হে উমে! ভুবনভয়ভঙ্গব্যাসিনি! ষড়ীয়ে কিঞ্চিদ্ভুয়ে  
ক্রবো মধুকরকচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণং রতিপতে: সব্যোত্তরকরগৃহীতং প্রকোষ্ঠে  
মুঠৌ চ হৃগয়তি সতি নিগূঢ়াস্তরং ধনুর্মন্ত্রে।

অত্র ক্রবো ধনুরিতি রূপকং. ক্রবো: ধনুরূপেণ নিরূপণাৎ। অতএব দ্বিবচনৈক-  
বচনয়ো: সামানাদিকরণ্যং ক্রবো ধনুরিতি।

অরং ভাবঃ—বিশেষণং চতুর্বিধম্—ব্যাবর্তকবিশেষণম্; উপরঞ্জকবিশেষণম্,  
উপলক্ষণবিশেষণম্, উপাধানবিশেষণং চেতি। তত্র ব্যাবর্তকবিশেষণং নীলোৎপল-  
মিত্যাदि, তত্র নৈল্যস্ত খেতাদিব্যাবর্তকত্বাৎ। উপরঞ্জকবিশেষণং দ্বিবিধম্—  
উপরজনস্ত আরোপবিষয়গোচরত্বেন, আরোপ্যমাণগোচরত্বেন চেতি। তত্র  
আরোপবিষয়গোচরত্বে “মুখং চক্ষুঃ” ইত্যাদি তত্র চক্ষুত্বেন মুখস্ত উপরজনম্।  
অতএব লিঙ্গভেদেহপি বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সিদ্ধ এব। “স তদ্রূচকুচৌ ভবন্”  
ইতি নৈষধে। তত্র সঃ ইতি কলশ একঃ, যৌ কুচৌ, উভয়োর্বিশেষণবিশেষ্য-  
ভাবঃ। আরোপ্যমানবিশেষণং তু “তিরঙ্করিণ্যো জলদা ভবন্তি।” অত্র আরোপ্য-  
মাণতিরঙ্করিণীভ্যম্ আরোপবিষয়াত্মতয়া স্থিতম্। এতচ্চ পূর্বমেব নিরূপিতম্।  
উপলক্ষণবিশেষণম্—কাকবদেবদন্তগৃহম্। পৃথক্স্থিতে হি ধর্ম্মিণি উপলক্ষণমিতি  
উপলক্ষণবিদঃ। কাকত্বাদিজাত্যাবিষ্টস্যেব উপলক্ষণত্বাৎ বিশেষণতো ভেদঃ।  
উপাধানবিশেষণম্—“রক্তক্ষটিকম্” ইতি। ধর্ম্ম্যাশ্রয়া উপাধারকত্বাৎ উপলক্ষণতো  
ভেদঃ। ব্যাবর্তকত্বাভাবাৎ নীলোৎপলাদেব্যাবৃত্তিঃ।

অত্রোদং তদ্বম্—উপরঞ্জকবিশেষণস্থলে—“মুখং চক্ষুঃ” “কলশঃ স্তনো—”  
“ক্রবো ধনুঃ” ইত্যাদিস্থলে—চক্ষুকলশাভ্যুপরঞ্জকবিশেষণানি আশ্রিতলিঙ্গসম্ব্যা-  
ক্তেব মুখাদিকং স্তনাদিকং বিশিষ্টবস্ত্রীতি, ন স্তনাদে: মুখাদেকী লিঙ্গং সম্ব্যাৎ বা  
ভজন্তে। নিরতলিঙ্গতয়া বিশেষ্যানিয়ম্ভাবাৎ ইতরেভ্যো বিশেষণেভ্যো ব্যাবৃত্তিঃ।  
মন্ত্রেশব্দপ্রয়োগাৎ সম্ভাবনোপানাৎ উৎপ্রেক্ষালঙ্কারোহপি। অনয়ো: অমুসৃষ্টিঃ,



অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অঙ্গাঙ্গিত্বাৎ । অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অঙ্গাঙ্গি-  
তাবোহুসৰ্জনম্ । পৃথক্স্থিতয়োস্ত সঙ্করঃ ইত্যালঙ্কারিকরহন্তম্ । অতিশয়োক্তিৰপি,  
ক্রম্যানাসিকামধ্যায়োঃ মুষ্টিপ্রকোষ্ঠং হি গতিত্বেনাধ্যাবসানাত্ । অত্র নাসিকারোঃ  
সব্যোত্তরকরত্বেনারোপণপ্রতীতেঃ রূপকালঙ্কারো ধ্বন্ততে । বধা—সব্যোত্তরকরত্বেন  
নাসিকারোঃ অধ্যাবসানপ্রতীতেঃ অতিশয়োক্তিঃ । অনয়োঃ সন্দেহঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৭ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা ।**—ক্রবৌ ইতি । হে ভুবনভয়ভঙ্কব্যসিনি !  
সংসারভয়ভঞ্জনশীলে ! স্বদীয়ে কিঞ্চিদ্ভুয়ে ঈষৎকুটিলে ক্রবৌ রতিপতেঃ কামস্ত  
ধনুৱিত্যহং মন্তে । কামধনুঃ সাম্যমাহ । মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণে  
মধুকরগুণং কামধনুৱিতি । ধনুঃ পৌষ্পমিতাদিম্নোকেন পূৰ্ব্বমুক্তম্ । তৎ কথং  
ধনুগুণয়োৰ্দ্ধো শৃন্ততা ইত্যাহ,—নিগূঢ়াস্তরং নেয়ং শৃন্ততা কিন্তু অব্যক্তমধ্যম্ ।  
কথমিত্যাহ সব্যোত্তর ইত্যাদি । ইদং ধনুঃ সব্যোত্তরকরগৃহীতং সৎ প্রকোষ্ঠে  
মণিবন্ধে মুষ্ঠৌ মুষ্টিদেশে চ হৃগয়তি আচ্ছাদয়তি, রতিপতিৱিতি কর্তৃগদং  
কুত্রোপি দৃষ্টতে ॥ ৪৭ ॥

**অমুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি সংসারভয়ভঞ্জনকারিণী । তোমার ঈষৎকুটিল  
ক্রমুগল রতিপতি কামদেবের শরাসনস্বরূপ এবং ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল ধনুগুণস্বরূপ  
বোধ হইতেছে । ক্রমুগল মধ্যস্থান-বিচ্ছিন্ন, নয়ন-যুগলের মধ্যস্থানে নাসিকা ;  
কিন্তু ধনু ত এইরূপ মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, ধনুগুণও মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, তবে,  
এই যে বিচ্ছিন্ন বা ফাঁক, তাহার কারণ ধনুর্দ্বারী কামদেবের বামহস্তের মণিবন্ধ ও  
মুষ্টি দ্বারা ঐ মধ্যস্থান সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে । ( বাণত্যাগ করিবার সময়  
ব্যতীত, ধনুর্দ্বারী বামহস্তে ধনুর মধ্যভাগ মুষ্টি দ্বারা ধারণ করে, মণিবন্ধের  
দিকে ধনুগুণ থাকে ) ॥ ৪৭ ॥

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমবশ্যাকৃততয়া,

ত্রিধামাং বামাং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া ।

তৃতীয়া তে দৃষ্টিদরদালতহেমান্জরুচিঃ,

সমাধতে সঙ্ক্যাং দিবসনিশয়োঃ স্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥

**লক্ষ্মীশররূপ-টীকা ।**—অহঃ দিবসঃ সূতে জনয়তি সব্যং দক্ষিণং  
তব নয়নং নেত্রম্ অর্কাঙ্কতয়া স্বর্ঘ্যাঙ্কতয়া । ত্রিধামাং ত্রাতিঃ বামাং সব্যোত্তরং  
তে তব সৃজতি সূতে রজনীনায়কতয়া চন্দ্রাঙ্কতয়া । তৃতীয়া নিটিলস্থিত্য তে  
তব দৃষ্টিঃ দরদলিতহেমাঙ্কুচিঃ দরদলিতমীষিকসিতং হেমাঙ্কুং রক্তাঙ্কুং

তন্ত্ৰেব কুচিৰ্বন্তাঃ সা সমাধন্তে সমাগাধন্তে কৰোতি দিবসনিশয়োঃ অহোরাত্ৰয়োঃ  
অন্তরচরীং মধ্যবর্তিনীং সন্ধ্যাম্ ; সায়ং-প্রাতরাশ্বকসন্ধ্যাকালবিতরণ্ত অগ্নিহোত্র-  
সাধ্যাদ্বাদিতি ভাবঃ ।

অত্ৰেখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! তব সবাং নয়নম্ অর্কীয়কতয়া অহঃ  
সুতে । তে বামং নয়নং রজনীনায়কতয়া ত্রিষামাং সৃজতি । তে দরদলিতহেমাশ্বজ-  
কচিঃ তৃতীয়া দৃষ্টিঃ দিবসনিশয়োঃ অন্তরচরীং সন্ধ্যাং সমাধন্তে ।

অত্র সূর্য্যচন্দ্রাভ্যাশ্বকনয়নত্বয়েণ ভগবত্যাঃ অবয়ববিশেষণেন দিবসনিশাসন্ধ্যা-  
শ্বককালত্রয়োপলক্ষিত-পক্ষ-মাসস্তু বৃগকল্লাদিকালোৎপত্তিকথনাং ভগবত্যাঃ কালাব-  
চ্ছেদ্যং দূরত এবাপান্তমিতি ধ্বজ্যতে । ইদমুত্তমং কাব্যম্ । মধ্যমকাব্যাতা-  
প্রতীতিরপি, “অর্কীয়কতয়া” “রজনীনায়কতয়া” ইতি বাচ্যায়মানত্বাৎ । দর-  
দলিতহেমাশ্বজকচিরিত্যনেন অগ্নিনেত্রত্বং ধ্বজ্যতে । অরমজ্জপ্রাণনাশ্বকঃ । মধ্য-  
মোত্তমকাব্যপ্রয়োজকধ্বজোঃ সংসৃষ্টিঃ । সংসৃজ্যমানং ব্যঙ্গ্যত্বয়ং প্রধানধ্বনি  
অঙ্গানিভাবেন সঙ্গীৰ্য্যত ইতি দিক্ ॥ ৪৮ ॥

অ-ত্যন্ত-প-কৃত-টীকা ।—অহঃ সুতে ইতি । তব সবাং দক্ষিণং  
নয়নং সূর্য্যরূপত্বাৎ দিবসং সৃজতি । বামননয়নং চন্দ্ররূপত্বাৎ ত্রিষামাম্ । জৈবদ্বিচলিত-  
কান্তিতৃতীয়া দৃষ্টির্দিবসাত্ৰয়োঃ অন্তরচরীং মধ্যগাং সন্ধ্যাম্ আধন্তে সৃজতীত্যর্থঃ ।  
হেমাশ্বজকচিমিতি কুত্রাপি পাঠঃ । এতেন বহিস্সারূপাং স্বর্ণস্ত বহ্যাস্বকত্বাচ্চ  
বহ্যাস্বিকা তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি সূচিতা । নিত্যস্ত কালস্ত ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্তুবাদ ।—জননি ! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের  
সৃষ্টি করিতেছে, তোমার বামননয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিতেছে  
এবং জৈবং বিকসিত সুবর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন ( অগ্নিস্বরূপ ) দিবস ও  
রাত্রির মধ্যবর্তিনী ( অগ্নিহোত্রের উপবৃক্ক ) সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোধ্যা \* কুবলয়ৈঃ,

কৃপাধারাদারা † কিমপি মধুরা-ভোগবতিকা ‡ ।

অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহ্ননগরবিস্তারবিজয়া,

ঋবং তত্তম্নামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে ॥ ৪৯ ॥

-টীকা ।—বিশালা বিপুলা, কল্যাণী মঙ্গলাশ্বিকা,

\* ‘আবোগ্যা’ ইতি

† ‘কৃপাধারাদারা’ ইতি

‡ ভোগলভিকা ইতি চ বঙ্গীকটাকৃতং সম্বৃত্তঃ পাঠঃ

ক্ষুটকুচিঃ প্রক্ষুটকাস্তিঃ, অযোধ্যা বোদ্ধুমশক্যা, কুবলয়ৈঃ ইন্দীবরৈঃ কৃপাধারাধারা  
কৃপাধারাধাং ককৃপাপ্রবাহাণাং আধারভূতা। আধারশব্দস্ত কক্ষণি দ্ব্যন্তত্বাৎ  
বিশেষ্যনিয়মেন জ্ঞীলিঙ্গত্বম্। কিমপি মধুরা অব্যক্তমধুরা। আভোগবতিকা  
আভোগঃ অন্তঃপরিণাহঃ দৈর্ঘ্যমিতি যাবৎ। অবস্তী রক্ষিকা দৃষ্টিঃ তে নয়নং  
বহনগরবিস্তারবিজয়া বহুনাং নগরাণাং বিস্তারেন সামন্ত্যেন বিজয়া ক্ষুরস্তী।  
ঐবং নিশ্চয়ম্। তন্ত্রনামব্যবহরণযোগ্যা তানি তানি চ নামানি তন্ত্রনামানি বিশালা-  
কল্যাণী-অযোধ্যা-ধারা-মধুরা-ভোগবতী-অবস্তী-বিজয়া-ইত্যষ্ট নগরনামানি তৈঃ যথা-  
ব্যবহারং ব্যবহারঃ তত্র যোগ্যা বিজয়তে সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! তে দৃষ্টিঃ বিশালা কল্যাণী ক্ষুটকুচিঃ  
কুবলয়ৈঃ অযোধ্যা কৃপাধারাধারা কিমপি মধুরা আভোগবতিকা অবস্তী বহনগর-  
বিস্তারবিজয়া তন্ত্রনামব্যবহরণযোগ্যা ঐবং বিজয়তে।

অত্রৈদমমুসন্ধেয়ম্—বিশালাপ্রভৃতয়ো বিজয়াস্তাঃ অষ্ট নগর্যাঃ অষ্ট দৃষ্টয়শ্চ ;  
বিশালা নাম দৃষ্টিঃ অন্তর্বিকাশরূপা। কল্যাণীদৃষ্টিঃ বিস্মিতা। অযোধ্যাদৃষ্টিঃ  
স্নেহকণীনিকা। ধারাদৃষ্টিঃ অলস। মধুরাদৃষ্টিঃ বলিতা। আভোগবতীদৃষ্টিঃ  
স্নিগ্ধা। অবস্তীদৃষ্টিঃ মুগ্ধা। বিজয়াদৃষ্টিঃ প্রাস্তকনীনিকা। আকেকরাধ্যা দৃষ্টিঃ।  
এতা অষ্ট দৃষ্টয়ঃ সর্বযোষিংসমানাঃ। ভগবত্যাং তু বিশেষঃ—এতাঃ দৃষ্টয়ঃ যথা-  
ক্রমং সংকোভাকর্ষণপ্রাবণোন্মাদবশ্রোচ্চাটনবিষেবণমারণক্রিয়াসু সংভিরাঃ।

এতদ্বক্তং ভবতি—ভগবতী যত্র প্রদেশে স্থিত্বা অন্তর্বিকাশযুক্ততয়া বিশালাধ্যয়া  
দৃষ্ট্যা জনসংকোভমকরোং স দেশো বিশালানগরী। যত্র প্রদেশে স্থিত্বা সা  
আকেকরয়া দৃষ্ট্যা বিজয়াধ্যয়া শক্রমারণমকরোং স দেশো বিজয়ানগরী। এবং  
মধ্যবর্তিনীনাং যত্রাং পুরাং নামধেয়ানুস্থানি। যথোক্তং ভগবৎপাদৈঃ—বিশালাস্তাঃ  
ভগবত্যাঃ দৃষ্টিবিশেষাঃ সংকোভাদিকর্মসাধনভূতাঃ অন্তর্বিকাশাদিরূপাশ্চেতি সর্বমন-  
বর্তমিতি। এতদেব স্পষ্টীকৃতং তদ্ব্যাখ্যাকারৈঃ তত্র তত এব অবধার্যম্ ॥ ৪৯ ॥

**সম্মীলন-তীকা-নুবাদঃ।**—(১) বিশালা (২) কল্যাণী  
(৩) অযোধ্যা (৪) ধারা (৫) মধুরা (৬) ভোগবতী (৭) অবস্তী (৮) বিজয়া এই অষ্ট নগরী  
উক্ত নামে আখ্যাত অষ্ট দৃষ্টিবলেই উৎপন্ন। ইহা গূঢ়ার্থ। স্পষ্টার্থং যথা—দেবি !  
তোমার কমলীয় দৃষ্টি বিশালা, মঙ্গলময়ী, ইন্দীবরের আযোধ্যা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার  
অতীতা ; (তোমার দৃষ্টি) ককৃপা-ধারার আশ্রয়, অনির্কটনীর মধুরতা-পূর্ণা  
আভোগবতী—(দীর্ঘ) ভক্তরক্ষিণী ও বহনগরীগ্রন্থমাবেশে শোভ মানা। মনে  
হয়, তোমার দৃষ্টি হইতেই এই সব নগরীর নামব্যবহার হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—বিশালা ইতি। তব দৃষ্টিক্রিয়তে সৰ্ব্বেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিঙ্কৃত্য ? বহুনগরবিস্তারবিজয়া। এতেন বিপুলনগরাণাং বিততেতপি তব দৃষ্টেৰ্বিততিগরীয়সীতি ভাবঃ। তথা চ ধরণিঃ,— বহু স্তাৎ ত্র্যাদিসংখ্যাশ্চ বিপুলেহপ্যাভিধেয়বৎ। তন্তুগ্নামব্যবহরণযোগ্যা তেবাং বিপুলনগরাদীনাং নামভিস্তব দৃষ্টেৰ্য্যবহারোহপি যুক্ত্যতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ বিশালেত্যাদি। তব দৃষ্টিঃ কিঙ্কৃত্য ? বিশালা দীর্ঘা, নগর্য্যপি বিশালানামী। দৃষ্টিঃ কল্যাণশুণযুক্তা, নাম্না নগর্য্যপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ ফুটরুচিক্যাক্তকাস্তিঃ নগর্য্যপি ফুটরুচিনামী। দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেষদংশী। নগর্য্যপি অযোগ্যা-নামী চীনদেশোক্তবা। অযোগ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নৌলেকীবরদলৈরযোগ্যা যোদ্ধুমশক্যা অর্থাৎ অজ্ঞেয়া। নগর্য্যপি অযোগ্যানামী। দৃষ্টিঃ রূপাপারাবার্না রূপাসিদ্ধরূপা। নগর্য্যপি রূপাপারাবার্নানামী। বার্নাপদেন বারাগসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ। অথবা রূপাপদেন রূপাবতী পারা হারাবত্যাখ্যা বার্না বারাগসী। দৃষ্টিশ্রুত্বা মনোহারিণী। নগর্য্যপি মধুরানামী। মধুনা রাজ্ঞা রাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মধুরা উপলক্ষ্যতে। তথা চ মধুগুরীতি সৰ্ব্বত্র খ্যাতা। দৃষ্টিভোগলতিকা কল্পক্ৰমরূপা। নগর্য্যপি ভোগলতিকা-নামী। দৃষ্টিবস্তী ভক্তব্রহ্ম-পর। নগর্য্যপি অবস্তীনামী। অতএবাত্র ছলোক্ত্যা শব্দচিত্রালঙ্কারঃ সূচিতঃ ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তোমার দৃষ্টি বহুনগরসমূহের বিস্তারকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্ণ। এই কারণ তোমার দৃষ্টি বিশালা অর্থাৎ সুদীর্ঘ। এই জন্ত বিশালানামী একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; এই হেতু কল্যাণী নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে; তোমার দৃষ্টি ফুটরুচি অথবা নিশ্চলকাস্তি; এই কারণ ফুটরুচি নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভূমণ্ডলে অযোগ্যা বা অসদৃশী; এই জন্ত চীনদেশে অযোগ্যা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি রূপাপারাবার্না অর্থাৎ রূপাসাগরব্রহ্মরূপা; এই হেতু রূপাপার্না-নামী এবং বার্না অর্থাৎ বারাগসী নামী নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি মধুরা অর্থাৎ মনোহারিণী; এই কারণে মধুরা (মধুরা) নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কল্পব্রহ্ম-রূপা; এই জন্ত ভোগলতিকা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি অবস্তী অর্থাৎ ভক্তজনকে রক্ষা করিতেছে; এই হেতু অবস্তী নামে নগরীও প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয়, এই জন্তই বিশালা, কল্যাণী, ফুটরুচি, অযোগ্যা,

কুপাপারী, বারাগসী, মথুরা (মথুরা), ভোগলতিকা ও অবন্তী নগরী ঐ সকল ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং,

কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্ ।

অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্টৌ তব নবরসাস্বাদতরলা-

বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ॥ ৫০ ॥

**সঙ্ক্ষীপনরুক্ত-টীকা ।**—কবীনাং কবীশ্রবণাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈক-  
রসিকং সন্দর্ভঃ কাব্যাসন্দর্ভঃ স এব স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছঃ তত্র মকরন্দে একং মুখ্যং  
রসিকং মুখ্যরসিকং কাব্যাস্বতাস্বাদৈকরসিকমিত্যর্থঃ । কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ,  
কটাক্ষবেব ব্যাক্ষেপৌ ব্যাক্ষৌ যয়োস্তৌ, তৌ চ তৌ ভ্রমরকলভৌ চেতি সমাসঃ ।  
ভ্রমরকলভৌ দ্বিরেকড়িস্তৌ । অত্র যত্বপি কলভশব্দঃ করিডিস্তবচনঃ, মহাকবি-  
প্রয়োগপ্রাচুর্যাবশ্যং বিশেষতঃ সমাস্ত্রে লক্ষণয়া ভ্রমরকলভাবিতি । কর্ণযুগলং কর্ণয়োঃ  
শ্রবণয়োঃ যুগ্মম্ অমুঞ্চন্তৌ রসাস্বাদলম্পটতয়া অতাজন্তৌ দৃষ্টৌ, তৃতীয়স্ত নয়নস্ত  
উর্দ্ধস্থিতত্বাৎ । তব নবরসাস্বাদতরলৌ নবরসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ নবত্বসংখ্যায়ুক্তাঃ রসাঃ ।  
নবরসঃ শাকপার্বিবাতিদ্বাত্তরপদলোপঃ, অত্রথা “দ্বিগোঃ” ইতি ভীপি ক্রুতে নবরসী  
ইতি জ্ঞাৎ । নবরসানামাস্বাদে ভোগে তরলৌ লম্পটৌ । অসূয়াসংসর্গাৎ অসূয়া-  
ঈর্ষ্যা তস্তাঃ সংসর্গঃ সঙ্ঘর্ষঃ তস্তাৎ । অলিকনয়নং নিটিলনেত্রং কিঞ্চিদরুণং কিঞ্চিৎ  
কোপাদিবারুণম্ ।

অত্রৈখং পদযোজন্য—হে ভগবতি ! কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং  
তব কর্ণযুগলং কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ নবরসাস্বাদতরলৌ অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্টৌ অসূয়া-  
সংসর্গাৎ অলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ।

অনর্থঃ—নয়নত্রয়মধ্যে ঘোরায়তপানে সিদ্ধে একস্ত নয়নস্ত অসূয়া যুক্তাতে ।  
আকর্ণান্তনৈত্রো ভগবতী ইতি বস্তুধ্বনিঃ । অত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; শ্রবণয়োঃ \*  
কাব্যাস্বতাস্বাদসম্বন্ধাভাবেন্ধপি সম্বন্ধকথনাৎ । ভ্রমরকলভাবিত্যত্র অপহুবালঙ্কারঃ ।  
যথা—রূপকং, কটাক্ষব্যাক্ষেপঃ কটাক্ষাস্তরলা অবস্থিতিরिति ব্যাখ্যেয়ম্ । অতিশয়ো-  
ক্ত্যস্তরমপি, ভ্রমরকলভয়োঃ মকরন্দাস্বাদাসম্বন্ধেন্ধপি সম্বন্ধকথনাৎ । কবিকৃত-  
বস্তুকৃতসৌন্দর্য্যোরভেদাধাবসারাৎ অতিশয়োক্ত্যস্তরমপি । ভ্রমরকলভয়োঃ

মকরন্দাস্বাদাসবন্ধেহি সধ্বককথনাং কবিকৃতবস্তুকৃতসৌন্দর্য্যোবভেদাধাবসারাদ্  
অতিশয়োক্তোরহুপ্রাণহুপ্রাণকভাবে: সধ্বক:। অপহবস্ত অজ্ঞাজিতাবেন  
সঙ্গীর্ণ: ॥ ৫০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কবীনাম্ ইতি। তব অলিকনয়নং  
ললাটস্থং নয়নম্ অনুরাসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাত্ ঐষদ্রক্তং জাতম্। কথমিতাহ;—  
কর্ণযুগলম্ অমৃৎস্তৌ অপরিত্যাগিনৌ কটাক্ষক্ষেপরূপভ্রমরশাবকৌ দৃষ্টৌ। কর্ণ-  
যুগলং কিঙ্কৃতম্? কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং ব্রহ্মাদীনাম্ নানাগুণ-  
বিশিষ্ট-কাব্যরচনারূপপুষ্পশুচ্ছস্ত শৃঙ্গারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তম্। ভ্রমরশাবকৌ  
কিঙ্কৃতৌ? নবরসাস্বাদতরলৌ অপূর্ব্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ। এতেন নয়নভঙ্গশাবকয়োঃ  
শ্রবণান্তগতয়া শ্রবণযুগলস্ত কাব্যরসেন সরসতয়া চ স্বভাবরক্তশ্রালিকনয়নস্ত অনুরা-  
সংসর্গভানুভূতয়ে ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! ব্রহ্মা প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপূর্ণ  
কবিতাসন্দর্ভরূপ স্তম্বনোহর কুসুমশুচ্ছের নবরসে পরিপ্লুত তোমার শ্রবণযুগল  
দর্শন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষবিক্ষেপরূপ ভ্রমরশাবকযুগল  
ক্ষণমাত্রও তাহা পরিত্যাগ করিতেছে না; ইহা দেখিয়া তোমায় ললাটস্থিত নয়ন  
হিংসা বশতঃ ঐষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

শিবে শৃঙ্গারার্জী তদিতরমুখে \* কুংসনপরা,  
সরোষা গজায়াং গিরিশনয়নে † বিস্ময়বতী।  
হরাহিত্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী, ‡  
সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সক্রুণা ॥ ৫১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—শিবে সদাশিবে শৃঙ্গারার্জী শৃঙ্গাররসেন আর্দ্রা  
আপ্লুতা। তদিতরজনে তস্মাৎ সদাশিবাৎ ইতরজনে তদ্বিষয়ে কুংসনপরা বীভৎস-  
রসাবিষ্টা। অত্র কুংসনং বীভৎসরসাস্বাদনজ্ঞাত্তঃকরণমুকুলীভাবঃ কার্য্যাকারণরোর-  
ভেদেন রসব্ধেনোপচয়িতঃ। সরোষা রৌদ্ররসাবিষ্টা, রেবন্ত হারিত্যবস্ত রসযোক্তি-  
রূপচারাত্। গজায়াং সপত্ন্যামিতি শেষঃ। গিরিশচরিতে ত্রিপুরবিজয়াদৌ বিস্ময়-  
বতী অকুতরসাবিষ্টা। “গিরিশনয়নে” ইতি পাঠে তৃতীয়নয়নেনৈব সম্মথদহনম্,  
তাদৃশনয়ন এব ইদানীং সাকৃতদর্শনমিত্যকুতমিতি ধ্যেয়ম্। হরাহিত্যঃ হরস্ত  
পরমেশ্বরস্ত অহিত্যঃ সর্পেভ্যঃ ভীতা ভয়রসাবিষ্টা সরসিরুহসৌভাগ্যজননী

\* ‘জনে’ ইতি

† ‘চরিতে’ ইতি

‡ ‘জননী’ ইতি চ ল পাঠঃ

সরসিক্কাহানাং সৌভাগ্যং রক্তিত্বা তস্ত জননী উৎপাদিকা কোকনদকাণ্ডিঃ, রক্তবর্ণা  
বীররসাবিষ্টেত্যর্থঃ। অত্র অহুভাবেন নয়নরক্তিত্বা বীররসো ধ্বনিতঃ। সখীষু  
বয়স্ভাঙ্গ শ্বেরা স্তব্ধকনীনিকা। তত্রাপ্যহুভাবেন হান্তরসো ধ্বন্যতে। তে তব  
ময়ি জননি! হে মাতঃ! দৃষ্টিঃ সৰুৰূপা করুণরসাবিষ্টা।

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি! তে দৃষ্টিঃ শিবে শৃঙ্গারাদ্রী, তদিতরজনে  
কুৎসনপদ্মা, গঙ্গায়্যং সরোবা, গিরিশচরিতে বিস্ময়বতী, হরাহিত্যো ভীতা, সরসিক্কাহ-  
সৌভাগ্যজননী, সখীষু শ্বেরা, ময়ি সৰুৰূপা।

অত্র পরম্পরবিকল্পানাং রসানাম্ একত্র নয়নে সমাবেশকথনাৎ বিরোধালঙ্কারঃ ;  
অবস্থান্তেদেন পরিহারাৎ তস্ত বিরোধস্ত আভাসত্বম্। তল্লক্ষণং—“বিরোধাভাসো  
বিরোধঃ” ইতি। বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসাঃ ভরতমতে—

শাস্তস্ত নির্বিকারত্বাঙ্গ শাস্তং মেনিরে রসম্ ॥

ইতি শাস্তস্ত রসত্বাভাবাৎ অষ্টাবৈব রসাঃ সংগৃহীতাঃ ॥ ৫১ ॥

**লক্ষ্মীধন-তীকান্ন বিশেষাংশেন্ন অর্থ।**—“গিরিশনয়নে”  
এই স্থলে ‘গিরিশ-চরিতে’ এবং তাহার অর্থ—গিরিশকৃত ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি। সেই  
দৃষ্টি আমাতে করুণরসযুক্ত। হইতেছে—ইহা লক্ষ্মীধনসম্মত অর্থে বিশেষ কথা ॥ ৫১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-তীকা।**—শিবে ইতি। হে জননি! তব দৃষ্টি-  
ময়ি সানুকম্পাস্ত। কিম্বুতা? শিবে শৃঙ্গারাদ্রী শৃঙ্গারপ্রতিপাদিকা। তদিতর-  
মুখে বীভৎসব্যঞ্জিকা। গঙ্গায়্যং সরোবা রৌদ্রা সপঙ্কীভাবাৎ। শিবনেত্রে অহুত-  
রসসংযুক্ত। পদ্মগতসৌভাগ্যং ক্ষেতুং শীলমস্তাঃ পঙ্কজস্ত সৌভাগ্যরূপদর্শনাশিনী-  
ত্যর্থঃ। এতেন বীরতা স্মৃতিতা, সখীষু শ্বেরা হান্তযুক্ত। এতেন সৰুঁরসসম্পূর্ণা  
তব দৃষ্টিরিত্তি ভাবঃ। নাট্যোক্তং শৃঙ্গারাদিনবরসম্। শাস্তিরসো নোক্তঃ শৃঙ্গার-  
রসস্তাসমবাসিত্বাৎ। তদ্বক্তং পূর্বগ্রন্থে,—“ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন  
ষেবরাগৌ ন কদাচিদিক্ষা। রসঃ স শাস্তিঃ কথিতো মুনীন্দ্রেঃ, সৰুঁরষু ভাবেষু চ  
সুপ্রমাণম্” ॥ ৫১ ॥

**অনুবাদ।**—শিবে! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্দ্রা,  
পূৰ্ণবাস্তবের প্রতি বীভৎসরস-প্রকাশিকা, হর-শিরোবিহারিণী গঙ্গাদেবীর প্রতি  
সপঙ্কীভাবপ্রযুক্ত সরোবা, গিরিশনয়নে সবিষয়া অর্থাৎ অহুতরসসংযুক্ত, শিব-  
শরীরস্থিত ভুজঙ্গদর্শনে ভীতা, প্রকল্পকমলসৌন্দর্য্যজয়িনী অর্থাৎ বীররসযুক্ত ও  
সখীগণের প্রতি হান্তরসযুক্ত, জননি! তোমার সেই দৃষ্টি আমার প্রতি করুণ-  
রসযুক্ত হউক ॥ ৫১ ॥

গতে কর্ণাভ্যর্গং গরুত ইব পক্ষ্মাণি দধতী,

পুরাং ভেত্তুঃ চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে ।

ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে,

তবাকর্ণাকৃষ্টস্বর-শরবিলাসং কলয়তঃ ॥ ৫২ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—গতে প্রাপ্তে কর্ণাভ্যর্গং কর্ণয়োঃ সমীপং গরুত ইব কঙ্কপত্রাণীব পক্ষ্মাণি দধতী । পুরাং পুরাণং ভেত্তুঃ ভেদকস্ত চিত্ত-প্রশমরসবিদ্রাবণফলে চিত্তেহন্তঃকরণে প্রশমরসঃ নৈস্পৃহমিত্যর্থঃ, তস্ত বিদ্রাবণং বিনাশনং শৃঙ্গাররসোৎপাদনমিতি যাবৎ, তদেব ফলং প্রয়োজনং যয়োস্তে চিত্ত-প্রশমরসবিদ্রাবণফলে । অত্র ফলশব্দেন অধ্যবসিতেন অয়োময়ী বাণাগ্রনুচী কথ্যতে । ইমে হৃদয়াবৃত্তে পরিদৃশ্যমানে নেত্রে নয়নে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংস-কলিকে ! গোত্রা ভূমিঃ, ধরতীতি ধরঃ পচাত্তচ্, গোত্রায়াঃ ধরো গোত্রাধরঃ, অত্রথা গোত্রাং ধারয়তীতি বিগ্রহে কর্ম্মণ্যপি প্রাপ্তৌ গোত্রাধরঃ, ইতি শ্রাৎ—অনেনৈবাভিপ্রায়েণ শক্তিধরঃ ইত্যত্র শব্দেঃ ধরঃ শক্তিধরঃ ইত্যুক্তং ক্ষীরস্বামিনা গোত্রাধরপতিঃ হিমবান্ তস্ত কুলোত্তংসকলিকা কোরকঃ তস্তাঃ সম্বুদ্ধিঃ । তব ভবত্যাঃ আকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কর্ণপর্যাস্তমাকৃষ্টয়োঃ স্বরশরয়োঃ মন্থবাণয়োঃ বিলাসং সৌভাগ্যং কলয়তঃ কুরুতঃ । লট্ পদস্বৈরপদদ্বিবাচনাস্তম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে ! তব ইমে নেত্রে কর্ণাভ্যর্গং গতে পক্ষ্মাণি গরুত ইব দধতী পুরাং ভেত্তুঃ চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে আকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কলয়তঃ ।

অমর্থঃ—পঞ্চবাণস্ত দ্বীপাং কটাক্ষঃ ষষ্ঠো বাণঃ । পঞ্চবাণ ইতি প্রসিদ্ধিঃ প্রাচুর্যাভিপ্রায়েণ । কটাক্ষাশ্রকবাণো বাণপঞ্চকভূত্যা ইতি ন ষড়্ বাণ ইতি ব্যবহারঃ ।

অত্র নিদর্শনালঙ্কারঃ ; স্বরশরবিলাসসদৃশবিলাসকরণপ্রতিভানাং প্রতিবিম্বা-  
ক্ষেপাৎ ॥ ৫২ ॥

**অন্যান্য-পদকৃত-টীকা।**—গতে ইতি । হে ধরনিধররাজকুল-শিরোভূষাকপলিকে ! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকৃষ্টস্বরশরবিলাসং কলয়তঃ ধন্তঃ । শরসাধর্ম্যমাহ ।—গরুতঃ পক্ষ্মানি ইব পক্ষ্মাণি দধতী । পুনঃ কিম্বুতে ? কর্ণবিবরণং প্রাপ্তে । পুনঃ কিম্বুতে ? পুরাং ভেত্তুঃ শব্দোচ্চিহ্নিত প্রশমরসস্ত শান্তিরসস্ত বিদ্রাবণং



দূরীকরণং ফলং যোগোঃ এতেন শাস্ত্রার্থোপভঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভূতে ইতি  
ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! তুমি গিরিরাজবংশের শিরোভূষণরূপ কুম্ম-  
কলিকা । জননি ! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নদ্বয় শরস্থিত পক্ষিপক্ষের স্তায়  
পক্ষ্মযুগল ধারণ করিয়াছে । এই নয়নযুগল হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শাস্তিরস  
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, অতএব তোমার নয়নদ্বয় আকর্ণ-আকৃষ্ট কন্দর্পশরের সাদৃশ্য  
লাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই নয়নযুগল কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট কন্দর্পশরের  
অনুরূপ হইয়া সমাধিস্থিত যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥

বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত- \* নীলাম্বুজতয়া,

বিভাতি স্বল্পেত্রজিতয়মিদমীশানদয়িতে ।

পুনঃ শ্রষ্টুং দেবান্ ক্রহিণহরিরুদ্রানুপরতান্,

রজঃ সত্ত্বং বিভ্রন্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্ ॥ ৫৩ ॥

**লক্ষ্মীধনরূপত-টীকা।**—বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং বিভক্তং পরস্পরাসঙ্কীর্ণং  
ত্রৈবর্ণ্যং ত্রয়ো বর্ণাঃ সিতাসিতরক্তাঃ যন্তেতি বহুব্রীহিঃ, স্বার্থে বাঞ্ছা । মহাভাগ্য-  
পুরুষাণাং নয়নে রক্তরেখাঃ সন্তি, নয়নগোলদ্বয়ং শ্বেতম্ । যতপি কনীনিকা  
নীলা, তৃতীয়নয়নে কনীনিকার্য্যঃ নৈল্যাভাবাৎ ইত্যাহ—ব্যতিকরিতনীলাঙ্গনতয়া  
ইতি । ব্যতিকরিতং সংবলিতং নীলার্থং বিলাসার্থং ধৃতম্ অঙ্গনং যত তৎ তস্ত  
ভাবন্ততা তয়া তৃতীয়নয়নগোলস্ত শ্বেতামঙ্গীকৃত্যোক্তম্ । বিভাতি বিরাজতে  
স্বল্পেত্রজিতয়ং তব নেত্রাণাং ত্রিতয়ম্ ইদং পরিদৃশ্যমানং ঈশানদয়িতে ঈশানস্ত  
মহাদেবস্ত দয়িতা প্রেয়সী তস্তাঃ সঙ্কৃষ্টিঃ । পুনঃ শ্রষ্টুং গতব্রহ্মাণ্ডানন্তরমগ্নিন্  
ব্রহ্মাণ্ডে ভূয়ো নির্ধাতুং দেবান্ দেবনধর্ম্মযুক্তান্ ক্রহিণহরিরুদ্রানুপরতান্ আত্মনি  
বিলীনান্ রজঃ রজোগুণঃ সত্ত্বং সত্ত্বগুণঃ বিভ্রং দধৎ তমঃ তমোগুণঃ ইতি এবং  
গুণানাং সত্ত্বরজস্তমঃসংজ্ঞিকানাং ত্রয়ং ত্রিতয়ম্ ইব ।

**অত্রৈবর্ণ্যং পদবোজন।**—হে ঈশানদয়িতে ! ইদং স্বল্পেত্রজিতয়ং ব্যতিকরিত-  
নীলাঙ্গনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ উপরতান্ ক্রহিণহরিরুদ্রান্ দেবান্ পুনঃ শ্রষ্টুং রজঃ-  
সত্ত্বং তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিব বিভ্রং বিভাতি ।

অত্র সত্ত্বগুণঃ শ্বেতবর্ণঃ রজোগুণো রক্তবর্ণঃ তমোগুণো নীলবর্ণঃ ইতি কবি-  
প্রসিদ্ধিঃ । তম ইতি নিপাতেনাপ্যভিহিতে কন্দ্বি ন কন্দ্বিভক্তিঃ ; পরিগণনস্ত

প্রায়িকত্বাদিতি নিপাতেতিশব্দেনাভিধানাং রজঃসম্বৃতমঃশকাঃ প্রথমান্তাঃ । যদ্বা—  
 দ্বিতীয়াস্তাঃ ; নিপাতাভিধানস্ত প্রায়িকত্বাং । যথোক্তং বাগ্ভটেন :—

হিংসাস্তেয়াত্তথাকামং পৈত্তত্তপক্ৰবানৃতম্ ।

সংভিন্নালাপং ব্যাপাদমভিধ্যাং দৃশিপধ্যায়ম্ ॥

পাপং কশ্মেতি দশথা কায়বাত্ত্মানসৈশ্ব্যজ্ঞেং ।

ইতি । অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; নয়নগতস্য খেতরক্তনীলরেখাক্রিতয়স্ত সস্বরজ-  
 স্তমোগুণদ্বেনোৎপ্রেক্ষণাং । অত্র ভগবত্যাঃ নয়নাঞ্জনদর্শনাদেব সৃষ্টিস্থিতিলয়া  
 ইতি মহানতিশয়ো ধ্বন্যত ইত্যলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকান্ন বিশেষাংশেন্ন অর্থ।**—‘লীলা-গৃহীত  
 অঞ্জন-মিশ্রণে খেতরক্ত নয়নের তিন বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে । নিরস্ব ‘অনুবাদ’ হইতেই  
 অপর অংশের অর্থ জ্ঞাতব্য, তাৎপর্য্য হইতে নহে ॥ ৫৩ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—বিভক্ত ইতি । হে ঈশানদয়িতে !  
 বিভক্তত্বৈবর্ণ্যাব্যতিকরিতনীলাম্বুজতয়া ইদং স্বল্পত্রিতয়ং বিভাতি । বিভক্তেন  
 ত্রৈবর্ণ্যেন ব্যতিকরিতং বিক্লিপ্তং নীলাম্বুজং যেন । তত্রোৎপ্রেক্ষতে, উপরতান্  
 প্রলয়ে নষ্টীভূতান্ ক্রহিণহরিরুদ্ধান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ সস্বং তম ইতীদং গুণানাং  
 ত্রয়ং বিভ্রদিব । বিভক্তত্বৈবর্ণ্যমিতি ব্যতিকরিতনীলাঞ্জনতয়েতি চ কুত্রাপি পাঠঃ ।  
 নেত্রত্রিতয়ং কিস্তৃতম্ ? ব্যতিকরিতনীলাঞ্জনতয়া বিভক্তত্বৈবর্ণ্যং চন্দ্রমূর্ত্যায়ি-  
 রূপতয়া স্বভাবগুরুরক্তানাম্ নীলাঞ্জন-সম্পর্কায় বিভক্তত্বৈবর্ণ্যম্ অতএব গুণানাং  
 ত্রয়ং বিভ্রদিভূতপপত্ততে । সস্বং সুরুং দক্ষিণাক্ষি । রক্তং বামাক্ষি । তমো  
 নীলমঞ্জনভাং ললাটাক্ষি । এতৎ পরম্পরকৈ স্পষ্টীকরিষ্যতি । এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং  
 ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ভাণামপি কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে ঈশানদয়িতে ! খেত, লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয়  
 সুবিভক্ত থাকাতে তোমার এই নয়নত্রয় নীলপদ্মের শোভাকে পরাভূত  
 করিয়াছে । অনুমিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র,  
 এই তিন দেবতাকে পুনর্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন এই নয়নত্রয় সস্ব,  
 রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ধারণ করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

**তাৎপর্য্য।**—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই  
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন । কথিত আছে,  
 সস্বগুণ সুরুবর্ণ ; ইহা ভগবতীর দক্ষিণ-নেত্র । রক্তগুণ রক্তবর্ণ ; ইহা দেবীর বাম-  
 নয়ন । তমোগুণ অঞ্জনসদৃশ নীল ; ইহা ভগবতীর তৃতীয় (ললাটস্থ) লোচন ॥ ৫৩ ॥

পবিত্রীকর্তুং নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে,

দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্রামরুচিভিঃ ।

নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবময়ুং,

ত্রয়াণাং তীর্থানামুপনয়সি সন্তোদমনঘে ॥ ৫৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা** ।—এতদেব ত্রৈবর্ণ্য পুনরুৎপ্রেক্ষতে—পবিত্রী-  
কর্তৃম্ অপবিত্রান্ পবিত্রান্ কর্তুং “অভূততদ্ধাবে সংপত্তকর্তরি চিঃ ।” নঃ অস্মান্  
পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে পরায়ন্তচিত্তে ! দয়ামিত্রৈঃ দয়ামিত্রৈঃ নেত্রৈঃ অরুণধবল-  
শ্রামরুচিভিঃ প্রত্যেকমিতি শেষঃ । নদঃ পুংপ্রবাহঃ শোণঃ হিরণ্যবাহুঃ স তু  
রক্তবর্ণঃ গঙ্গা ভাগীরথী শ্বেতবর্ণা তপনতনয়া কালিন্দী নীলবর্ণা ইতি কবি-  
প্রসিদ্ধিঃ । ইতি এবং ধ্রুবং সত্যম্ অয়ুং পরিদৃশ্যমানং ত্রয়াণাং তীর্থানাং জলা-  
বতারাণাং সন্তোদং নদীসঙ্গমম্ উপনয়সি সম্পাদয়সি অনঘং অঘাপনোদকম্ ।

অত্রোৎপ্রেক্ষণলঙ্কারঃ—হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে ! দয়ামিত্রৈঃ অরুণধবল-  
শ্রামরুচিভিঃ নেত্রৈঃ শোণো নদো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাম্  
অয়ুম্ অনঘং সন্তোদং নঃ পবিত্রীকর্তৃম্ উপনয়সি ধ্রুবম্ । ভক্তবৎসলত্বাদেব্য  
ইতি ভাবঃ ।

অত্রোৎপ্রেক্ষণলঙ্কারঃ, স্বভাবসিদ্ধস্ত নয়নগতরেখাভিত্রয়স্ত সিংহাসিতরক্ত-  
বর্ণাশ্রকস্ত গঙ্গায়মুনাশোণসঙ্গমদ্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ॥ ৫৪ ॥

**অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা** ।—পবিত্রীতি । হে পশুপতিপরাধীন-  
হৃদয়ে ! হে শিবায়ত্তচিত্তে ! নোহস্মান্ পবিত্রীকর্তৃং সাকরুণৈর্নেত্রৈর্নদঃ  
শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাং সন্তোদমুপনয়সি ধ্রুবং তীর্থত্রয়ং  
প্রত্যক্ষীকরোষীত্যর্থঃ । অতএব হে অনঘে ! ইতি সঘোষনমুপপন্নম্ । যস্তা  
নয়নেষু তীর্থানি প্রত্যক্ষীভূতানি, তস্তা অনঘদ্বৈ কুত আশ্চর্যম্ । নেত্রৈঃ  
কিঙ্কটৈঃ ? অরুণধবলশ্রামকান্তিভিত্তীর্থত্রয়ৈর্লোকান্ পুনর্দীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মাতঃ ! তোমার হৃদয় পশুপতি কর্তৃক আয়ত্তীকৃত  
এবং তুমি নির্মলা ( ‘তুমি নির্মলা’ এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্বৃত নহে ) । তুমি  
আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিশুণবিত্ত্বিত রক্ত, শ্বেত ও শ্রামবর্ণ  
লোচনত্রয় দ্বারা শোণ নদ, গঙ্গা ও যমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের একত্র ( ‘পাপাপহ’  
এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্বৃত ) সমাগম সম্পাদন করিতেছ ॥ ৫৪ ॥

তবাপর্ণে, কর্ণেজপনয়নপৈশ্চল্যচকিতাঃ,

নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেঘাঃ শফরিকাঃ ।

ইয়ং শ্রীর্বক্খচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং,

জহাতি প্রত্যাষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তব ভবত্যাঃ অপর্ণে! পার্শ্বতি! কর্ণেজপ-  
নয়নপৈশ্চল্যচকিতাঃ কর্ণেজপে কর্ণসমীপং সদা গতে নয়নে তাভ্যাং যৎ করিষ্যমাণং  
পৈশ্চল্যং পিণ্ডনভাবঃ মর্শ্বোদঘাটনং তস্মাচ্চ কিতাঃ নিলীয়ন্তে আকারগোপনেন স্থিতাঃ  
ইত্যর্থঃ তোয়ে উদকে নিয়তং নিশ্চয়ঃ অনিমেঘাঃ নিমেঘরহিতাঃ শফরিকাঃ মীন-  
যোষিতাঃ । ইয়ং চ পরিদৃশ্যমানা নেত্রগতা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ বক্খচ্ছদপুটকবাটং বক্খ  
সংকলিতং ছদপুটা এব কবাটং যন্ত তৎ কবাটসংঘটিতগৃহমিব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ।  
কুবলয়ম্ ইন্দীবরং জহাতি ত্যজতি । প্রত্যাষে উষঃকালে নিশি চ রাত্রৌ চ বিঘটয্য  
প্রবিশতি সংবিশতি ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপনয়নপৈশ্চল্যচকিতাঃ শফরিকা  
অনিমেঘান্তোয়ে নিলীয়ন্তে নিয়তম্ । কিংচ—ইয়ং চ শ্রীঃ বক্খচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং  
প্রত্যাষে জহাতি নিশি চ তৎ বিঘটয্য প্রবিশতি ।

অয়মর্থঃ—লোকে নেত্রসমং বস্ত শফরিকা ইন্দীবরাণীতি, এতদ্-দ্বয়সমং নেত্রমিতি  
চ স্প্রশ্লিদ্ধম্ । উভয়োঃ সাম্যম্ অত্র কবিরূপপ্রেক্ষাতে নেত্রসৌভাগ্যং শফরিকাসু  
ইন্দীবরেষু চ বর্ত্ততে । তৎসৌভাগ্যমাহর্ত্বকামং নেত্রদ্বয়ং তত্র পৈশ্চল্যং  
করোতীতি ।

অত্র পূর্বার্ধ্বে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শফরিকাণাং জলাধিবাসঃ, অনিমেঘস্বং চ স্বভাব-  
সিদ্ধম্, তদন্তথাৎবেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । দ্বিতীয়ার্ধ্বে অতিশয়োক্তিঃ ; নেত্রলক্ষ্ম্যাঃ নেত্রং  
বিহার ইন্দীবরেষু ভক্ত্যতিশয়াৎ রাত্রৌ তদ্রক্ষণার্থং তদগর্ভান্তর্কর্ত্তিস্বং, দিবা তদ্বিহার  
নেত্রবর্ত্তিস্বম্ অসম্ভবীতি অসম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ । ইন্দীবরন্ত রাত্রৌ বিকাশঃ স্বভাব-  
সিদ্ধঃ, দিবা মুকুলীভাবশ্চ । এতদ্-দ্বয়ন্ত লক্ষ্মীকৃতস্বাসম্বন্ধেইপি সম্বন্ধকথনাৎ অতি-  
শয়োক্ত্যন্তরম্ । উভয়োরনুসৃষ্টিঃ অনুসৃষ্টিলক্ষণং পূর্বমেবোক্তম্ । অত্র ইন্দীবরন্ত  
রাত্রৌ বিকাশঃ নেত্রদ্বয়ন্ত দিবা বিকাশঃ । অতশ্চ দিবা লক্ষ্মীঃ নেত্রে বসতি, রাত্রৌ  
কুবলয়ে । এবং লক্ষ্মীঃ নক্তংদিবযুভয়ত্রৈব চরতি নান্তত্রৈতি । শফরীপ্রভৃতীনাং  
লোকে নেত্রোপমবস্তূনাং ভগবতীনেত্রতুল্যাভা নান্তীতি শফরিকাণামুদকমধ্য-  
বিনীনদ্রমেব যুক্তমিতি কাব্যলিঙ্গধ্বনিরিত্যলঙ্কারেণালঙ্কারধ্বনিঃ ॥ ৫৫ ॥

**অনুতানন্দকৃত-টীকা।**—তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব কর্ণজপয়োঃ কর্ণগামিনোন্নয়নয়োঃ পৈণ্ডন্তেন চকিতাঃ, অসদৃশেষান্ন বিরুদ্ধা-চরিত্যত ইতি ভীতাঃ শকরিকাঃ প্রোষ্ঠাঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিরতং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবন্তি। কর্ণজপ্যন্তেনানয়োঃ খলস্বং স্পষ্টীভূতম্। অস্ত্রেহপি ভীতা অনিমেষা ভবন্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মৎস্তানাং অনিমেষেষু ভীতিঃ কারণম্। ইয়ঞ্চ ত্রীঃ প্রত্যক্ষীভূতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। কীদৃশম্? বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং অত্রোত্ত্বাঙ্গিষ্টং পত্রপুটং কবাটং যন্ত। নিশি রাত্রৌ বিঘট্য দুরীকৃত্য প্রবিশতি। অস্ত্রেহপি ভীতাঃ কবাটং দস্তা পলায়ন্তে, রাত্রৌ কবাটং দুরীকৃত্য গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোক্য কুবলয়-শোভা জাতলজ্জা সতী লোকদর্শনভিয়া দিবসং কুত্রাপি গময়িত্বা রাত্রৌ গৃহমাগচ্ছ-ভীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

**অমুবাদ।**—হে অপর্ণে! তোমার কর্ণান্তগামী নয়নযুগলের পিণ্ডনতা (কুটিলতা) দর্শনে ভীত শকরী মৎস্তগণ নিমেষশূন্য হইয়া নিরন্তর সলিলমধ্যে বিলীন হইয়া রহিয়াছে এবং তোমার নয়নশোভা দর্শনে রাত্রিবিকাশী জলজ কুবলয়ের শোভাও প্রভাতসময়ে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রপুটরূপ কবাটসমুদায় রুদ্ধ করিয়া (কুবলয়রূপ) নিজ আবাস-ভবন পরিভ্রমণ পূর্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে; নিশাকাল উপস্থিত হইলে ঐ পত্রপুটরূপ কবাট উদঘাটন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী,

তবেত্যাহঃ সন্তো ধরণিধররাজন্তনয়ে।

ত্বদ্রুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ,

পরিত্রাতুং শক্রে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—নিমেঘঃ নাম পদ্মণাং মুকুলীভাবঃ অত্র উন্মেষঃ নাম নয়নে পদ্মবিকাশঃ তাভ্যাং যথাক্রমে প্রলয়ং সংহারম্ উদয়ম্ উত্ত্বং যাতি প্রায়োক্তি জগতী তব ভবত্যাঃ ইতি এবং আহঃ ক্রবতে। “ক্রবঃ পকানামাদিতঃ” ইত্যাদিনা আহাদেশঃ। সন্তঃ সংপুরুষাঃ ব্যাসাদয়ঃ। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদিমতে জ্ঞান-ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়াভাবাং নিমেঘোন্মেষাভ্যামিত্যুক্তেরাজন্তমিতি ধোয়ম্। ধরণিধর-রাজন্তনয়ে! হিমাচলপুত্রিকে! ত্বদ্রুন্মেষাং তব পদ্মস্পন্দাং জাতং জগৎ ভূবনম্

ইদং পরিদৃষ্টমানম্ অশেষং ক্লেশং প্রলয়তঃ মহাসংহারঃ পরিভ্রাতুং রক্ষিতুং শঙ্কে  
পরিহৃতনিমেবাঃ তিরস্কৃতাক্ষিপ্পন্দাঃ তব দৃশঃ নয়নানি ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ—ধরণিধররাজতনয়ে ! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং জগতী  
প্রলয়মুদয়ং চ যাতীতি সন্তঃ আত্মঃ । অতঃ স্ফুটোন্মেষাৎ জাতম্ অশেষং ইদং জগৎ  
প্রলয়তঃ পরিভ্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেবাঃ ইতি শঙ্কে ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ । দেবতানামনিমেবত্বং স্বভাবসিদ্ধং ; তচ্চ জগৎ-  
সংরক্ষণার্থমিতি ফলশ্রোতোৎপ্রেক্ষণাৎ ফলোৎপ্রেক্ষা । তত্র নিমেষোন্মেষদশায়াং ভৌ  
জগদ্রূপস্তিলাবিতি দেব্যাঃ মহিমা অবাঙুনসগোচর ইতি বস্তু ধ্বন্যতে । অতঃ  
অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥\*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—নিমেষ ইতি । হে ধরণিধর-রাজত-  
নয়ে ! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুযোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ঃ  
উদয়ঞ্চ য়াতি ইতি জ্ঞানিনো বদন্তি । অতঃ স্ফুটোন্মেষাচ্ছাতম্ ইদং জগৎ প্রলয়তঃ  
পরিভ্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেবা ইত্যাহং শঙ্কে ॥ ৫৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ধরণিধররাজতনয়ে ! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে,  
তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া  
থাকে । তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । এক্ষণে  
এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয়, তোমার নয়ন নিমেষ-  
পরিশৃঙ্খ হইয়া রক্ষিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

দৃশা দ্রাবীয়স্তা দর-দলিত-নীলোৎপল-ক্লচা,

দবীয়াংসং দীনং নুপয় কুপয়া মামপি শিবে ।

অনেনায়াং ধন্তো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা,

বনে বা হর্ষ্যো বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥ ৫৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—দৃশা কটাক্ষদৃষ্টা দ্রাবীয়স্তা দীর্ঘতরঙ্গা দর-  
দলিতনীলোৎপলক্লচা দরদলিতমীষং বিকসিতং নীলোৎপলম্ ইন্দীবরং তন্ত্বেব  
কুচিবিন্দাঃ তয়া দবীয়াংসং দূরবর্জিনম্ । দূরশব্দস্ত “দূরদূর” ইত্যাদিমা স্ত্রোত্র  
যণো লোপঃ পূর্ববর্ণস্ত গুণে কৃতে অবাদেশে কৃতে সিদ্ধং রূপং দবীয়ানিতি

ঈষদ্ব্যন্তর্য্যাম্ । দীনং দরিদ্রং নগ্নং নগ্নং কুরু । কৃপয়া দয়য়া মামপি  
ইতরজনসাধারণামপি শকার্থঃ । শিবে ! মঙ্গলায়িকে ! অনেন এতাবদ্ব্যন্ত্রেণ  
নগ্ননেনাপি অয়ং জনঃ অহমিত্যর্থঃ । ধত্তো ভবতি কৃতার্থো ভবতি, ন চ তে তব  
হানিঃ প্রবানাশঃ ইয়তা সাধারণদর্শনমাত্রাণ । বনে বা অরণ্যে বা হস্ত্যে  
প্রাসাদে বা সমকরনিপাতঃ সমং তুল্যাং যথা ভবতি তথা করণাং কিরণানাং  
নিপাতঃ ব্যাপনং যন্ত সঃ তথোক্তঃ হিমকরঃ শীতরশ্মিঃ ।

অত্রোক্তং পদযোজন—হে শিবে ! দ্রাবীয়ন্তা দরদলিতনীলোৎপলকুচা দৃশ্য  
দবীয়াংসং দীনং মামপি কৃপয়া নগ্নং অয়ম্ অনেন ধত্তো ভবতি । ইয়তা তে  
হানির্ন চ । তথা হি—হিমকরঃ বনে বা হস্ত্যে বা সমকরনিপাতো হি ।

স্বচ্ছাস্তঃকরণানাং সর্বসাধারণাং স্বভাবসিদ্ধিমিতি ভাবঃ ।

অর্থাস্তরন্তাসোহলঙ্কারঃ ; সাগাঞ্জন বিশেষসমর্থনাং । ( দৃষ্টান্ত ইতি তু সং ) সর্ব-  
সাধারণ্যদর্শনং সর্বোৎকৃষ্টেষু হেতুরিতি নাস্ত্রীয়তাদর্শনাপেক্ষা অন্তীতি ধ্বনিঃ ॥৫৭॥

অন্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—দৃশ্য ইতি । হে শিবে ! হে কল্যাণ-  
দায়িনি ! দবীয়াংসং দূরস্থং মাং কৃপয়া দ্রাবীয়ন্তা দীর্ঘতরয়া দৃশ্য নগ্নং পবিত্রী-  
কুরু । দ্রাবীয়ন্তা ইত্যনেন দূরস্থস্তাপি নগ্ননবোগ্যতা সূচিতা । মাং কিঙ্কৃতম্ ?  
দীনং সংসারদুঃখসমুদ্রম্ । দৃশ্য কিঙ্কৃতম্ ? ঈষদ্বিকসিতনীলোৎপলকাস্ত্যা ।  
এতেন তাপহরণবোগ্যতা সূচিতা । অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জনো ধত্তো কৃতার্থো  
ভবতি । ইয়তা এবমুতেন কন্দর্পা তবাপি কিঞ্চিং হানির্নাস্তি । অর্থাস্তরো-  
পগ্ভাসেন তদেব দ্রুচয়তি বনে ইতি । বাশকঃ সমুচ্চয়ে । হিমকরশব্দঃ বনহস্ত্যয়োঃ  
সমকরনিপাতো ভবতি । অত্র সুধাকরাশিক্ষেপু সংস্থ হিমকরশব্দস্তায়ন্ত্যাবঃ ।  
হিমকরোহপি লোকানাং পীড়াকরোহপি পক্ষপাতং ন করোতি, বস্তু  
শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্রী, অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো  
নোচিত ইতি ॥ ৫৭ ॥

অম্বুবাদ ।—মাতঃ ! তুমি তোমার ভক্তদিগকে কল্যাণ প্রদান করিয়া  
থাক । আমি সংসারতাপে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি । এক্ষণে আমি  
সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি কৃপা করিয়া তোমার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপল-  
সদৃশ স্তম্ভিৎ ও সুদীর্ঘতর দৃষ্টিনিষ্কপে দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর । তুমি কৃপা-  
দৃষ্টি করিলেই আমি কৃতার্থ হইব । ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হইবে  
না । জননি ! হিমকর বন ও হস্ত্য সর্বত্রই সমভাবে নিজ মনুখমালা বর্ষণ  
করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

অরালং \* তে পালীযুগলমগরাজন্তনয়ে,  
ন কেষামাধন্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্ ।  
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লজ্য বিলসন্,  
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্ ॥ ৫৮ ॥

ৱাক্য।—অরালং কুটিলং তে পালীযুগলং কর্ণযুগল-  
ময়নযুগলয়োর্মধ্যম্ অগরাজন্তনয়ে ! নগেজন্তনয়ে ! ন কেষামাধন্তে সর্কেষাং  
করোত্যেব । কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকং মন্থাচাপমোভাগ্যং তিরশ্চীনঃ তির্ধ্যাক্-  
প্রসারিতঃ যত্র পালীযুগলে শ্রবণপথমুল্লজ্য কর্ণান্তিকং প্রাপ্য বিলসন্ ক্ষুরন্  
অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ অপাঙ্গস্ত কটাক্ষস্ত ব্যাসঙ্গঃ দৈর্ঘ্যং দিশতি কয়োতি শরসন্ধানধিষণাং  
শরসন্ধানস্ত বাণসংযোজনস্ত ধিষণাং বুদ্ধিং তদ্ব্রান্তিং সংহিতশরধিষণামিতি  
ধাবৎ ।

অত্রেখং পদযোজন।—হে অগরাজন্তনয়ে ! তে পালীযুগলমরালং কুসুমশর-  
কোদণ্ডকুতুকং কেষাং নাধন্তে । যদ্যন্যত্র যত্র তিরশ্চীনঃ বিলসন্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ  
শ্রবণপথমুল্লজ্য শরসন্ধানধিষণাং দিশতি ।

অত্র ব্রান্তিমদলঙ্কারঃ ; অপাঙ্গে সংহিতশরব্রান্তেরূপানাং । পালীযুগলে  
কুসুমশরকোদণ্ডবুদ্ধিঃ নিশ্চয়ায়িক। সংশয়পূর্ব্বিকৈতি সন্দেহালঙ্কার এব ।  
অনয়োরঙ্গান্তিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৫৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—হে পর্শতরাজকন্তে ! তব কুটিলং  
পালীযুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্ । “পালী কর্ণলতাগ্রে তু পংক্তাবহপ্রদেশরো”ম্মিতি  
ধরণিঃ, কেষাং মনসি কল্পপৃথগুঃ-কোতুকং ন আধন্তে । জপালীতি পাঠে  
ক্রবোরহপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ । যত্র তির্ধ্যাক্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণ-  
পথমুল্লজ্য শরসন্ধানবুদ্ধিং দিশতি ॥ ৫৮ ॥

অম্বুবাদ।—হে পর্শতরাজকন্তে ! তোমার বক্ষিম কর্ণপালী-যুগল কোন্  
বাক্তির অন্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে ? অপাঙ্গে  
পরিমিলিত তির্ধ্যাক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপথ-লজ্যনে ইহার সমীপবর্তী ; বোধ  
হইতেছে যেন, অনঙ্গ ( মন্থাধারি শব্দকে মোহিত করিবার জন্তই ) আকর্ণ শরসন্ধান  
কন্নিভেছেন ॥ ৫৮ ॥



শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিততাড়কবৃগলং, \*

চতুশ্চক্রং শঙ্কে † তব মুখমিদং মান্মথরথম্ ।

যমাকুহ্র দ্রুহ্রত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং,

মহাবীরো মারঃ প্রথমপতয়ে স্বং জিতবতে ‡ ॥ ৫৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**

।—“শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিততাড়কবৃগলং  
শুদ্রস্তো চ তো গণাভোগো চ গণস্থলে চ দর্পণবন্নির্মলাবিতার্যঃ । তত্র প্রতি-  
কলিতং প্রতিবিস্তিতং তাড়কবৃগলং যন্ত সঃ তং চতুশ্চক্রং চত্বারি চক্রাণি রথ-  
চরণানি যন্ত তং চতুশ্চক্রং মন্ত্রে শঙ্কে তব ভবত্যাঃ মুখম্ আশ্রম্ ইদং হৃদয়কমলে  
পরিদৃষ্টমানং মন্থথরথং মদনস্ত শ্রুতনং যং রথম্ আকুহ্র অধিষ্ঠায় দ্রুহ্রতি অপরাধাতি  
বিধাতীতি স্বাবৎ । অবনিরথঃ ভূমিরথম্ অর্কেন্দুচরণং অর্কেন্দু সূর্য্যচক্ৰো দ্বাবেব  
চরণৌ যন্ত সঃ মহাবীরঃ চতুশ্চক্ররথারোহণমহিমা অপ্রতিহতপ্রতাপঃ মারঃ মন্থথঃ  
প্রথমপতয়ে ত্রিপুরাস্তকায় সজ্জিতবতে সজ্জং কুর্বতে সন্নয়ং কুর্বতে ইত্যর্থঃ ।

অত্রেথং পদযোজন—হে ভগবতি ! তব ইদং মুখং শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিত-  
তাড়কবৃগলং চতুশ্চক্রং মন্থথরথং মন্ত্রে । যমাকুহ্র মারঃ মহাবীরঃ সন্ অবনিরথ-  
মর্কেন্দুচরণং সজ্জিতবতে প্রথমপতয়ে দ্রুহ্রতি । “ক্রুধক্রহেৰ্য্যাহস্বস্বার্থানং যং প্রতি  
কোপঃ” ইতি চতুর্থী ।

অত্র পূর্বার্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ভগবত্যাঃ মুখস্ত রথেষোনোৎপ্রেক্ষণাৎ ।  
দ্বিতীয়ার্ধে আরোহণস্ত মহাবীরত্বসম্পাদকত্বকথনাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গ-  
মলঙ্কারঃ । পরমেশ্বরস্ত মন্থথেন সার্কং যুদ্ধসম্বাহাসবন্ধেহপি সন্ধকথনাদতি-  
শয়োক্তিঃ । কাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্ত্যারম্ভাদিভাবেন সঙ্করঃ । উৎপ্রেক্ষারাম্ব  
কাব্যলিঙ্গং প্রত্যক্ষপ্রাপকত্বেব, ন সংসৃষ্টিঃ, নাপি সঙ্করঃ ইতি ধোয়ম্ । পৃথক-  
হিত্যা উপকারকমুপ্রাণকম্ । অপৃথক্হিত্যা প্রয়োজকম্ অনুসর্জনম্ । পৃথক্-  
হিত্যা প্রয়োজকমঙ্গম্ । এতদ্বিলক্ষণা সংসৃষ্টিব্রিট্যালঙ্কারিকমতরহস্তম্ । এতচ্চ  
পূর্বমুক্তমপি স্পষ্টার্থং পুনঃ প্রতীপাদিতমিতি ॥ ৫৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**

।—শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিততাড়কবৃগলং—শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিততাড়কবৃগলং  
শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিততাড়কবৃগলং—শুদ্রদগণাভোগপ্রতিকলিততাড়কবৃগলং যন্ত । এতেন  
তাড়কবৃগলং তৎপ্রতিবিস্তারক ইতি চতুশ্চক্রম্ । যং রথম্ আকুহ্র মহাবীরো মারঃ

প্রমথপতয়ে মহাদেবায় ক্রুহতি হিনস্তি। কিছুতায়? অবনিরথঃ  
অর্কেন্দুচরণং চক্ৰস্বৰ্ণচক্ৰম্ আক্ৰুত্ব স্বং জিতবতে স্বং কামং জিতবতে। আক্ৰু-  
তাত্ত'উভয়ত্র সম্বন্ধঃ। যমাপ্রিত্যতি কুত্ৰাপি পাঠঃ। তত্র যং পৃথীৱথম্ আশ্রিত্য  
ইতি অর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ।**—দেবি! তোমার ঈশং কম্পমান গণ্ডমুগলে কর্ণভূষণ তাড়ক-  
মুগল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তোমার মুখমণ্ডল মদনের চক্ৰচতুষ্টয়বিশোভিত  
সাংগ্ৰামিক রথস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে। দিবাকর ও নিশাকর যাহার রথচক্ৰ  
স্বরূপ এবং পৃথিবীমণ্ডল যাহার কামবিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি  
স্বরহর শিবকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই যেন মহাবীর মদন উক্ত চতুশ্চক্ৰ রথে  
আরোহণ পূৰ্ব্বক শিবহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

সরস্বত্যাঃ সূক্তোরমৃতলহরীকৌশলভিঃ, †

পিবন্ত্যাঃ শৰ্কাণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্ †।

চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো,

ঝগৎকাটৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬০

**লক্ষ্মীধন-কৃতটীকা।**—সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ সূক্তীঃ মধুরবচাসি  
অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ অমৃতলহরীয়াঃ সুধাপ্রবাহোৎসেকস্ত কৌশলং সৌভাগ্যং  
হরস্তীতি তাঃ। হরিশব্দঃ ঔগাদিকো নিগ্রত্যাস্তঃ, “রুদিকারাদক্তিনো বা ভীপ্-  
বক্তব্যঃ” ইতি ভীপ্। পিবন্ত্যাঃ ধয়ন্ত্যাঃ শৰ্কাণি! শৰ্কণ্ড পরমেশ্বরস্ত পত্নি!  
শ্রবণচুলুকাভ্যাং চুলুকং প্রস্তুতাকং শ্রবণে শ্রোত্রে এব চুলুকে ভাভ্যাম্ অবিরলং  
যথা ভবতি তথা, সাবধানেনেত্যর্থঃ। চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ চমদিত্যব্য-  
মার্চৰ্য্যাহুকরণবাচি। কারশব্দঃ স্বরূপপরঃ। যদা—সুখহঃখাদুতানলৈঃ হঠাৎখিত-  
চিত্তবিক্রিয়া চমৎকারঃ সসীৎকারশরীরোপাসনাদিকৃৎ। চমৎকারপ্লাষাস্থ আশ্চৰ্য্যা-  
হুকরণসন্দোহেবু চলিতং শিরো যন্তান্তস্তাঃ কুণ্ডলগণঃ কর্ণভরণসমূহঃ ঝগৎকাটৈঃ  
ঝগদিত্যব্যয়ং ভূষণবাহুকরণে। কারশব্দঃ স্বরূপবাচী। ঝগৎকাটৈঃ তারৈঃ  
অতিবহলৈঃ উচ্চতরৈঃ প্রতিবচনম্ প্রতিশব্দম্ অমুমোদবচনম্ আচষ্ট ইব তে।

**অত্রৈখং পদবোজনা—**হে শৰ্কাণি! তে অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ সূক্তীঃ  
শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরলং পিবন্ত্যাঃ চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ সরস্বত্যাঃ কুণ্ডলগণঃ  
তারৈঃ ঝগৎকাটৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব।

অত্র উত্তরার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ঝণৎকাবাণাং প্রতিবচনেন সম্ভাবনাৎ ।  
পূর্কার্কে অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; সরস্বত্যাঃ শিরঃকম্পনসম্বন্ধাভাবোহপি সম্বন্ধোক্তের-  
সম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ । উভয়োরঙ্গাদিভাবেন সম্ভবঃ ॥ ৬০ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত টীকার অন্যান্য-বাদ ।**—হে দেবি, সরস্বতী  
দেবী, আগনার অমৃত-লহরী মাধুর্য্য-বিজয়িনী সুন্দর বচনাবলি শ্রবণে বিমগ্না-  
তিরেকে মস্তক সঞ্চালন করিলে, তাহার কর্ণকুণ্ডলসমূহ আলোলিত হওয়াতে  
শিঞ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে—যেন তাহার অমুমোদনবাক্য প্রয়োগ  
করিতেছে ॥ ৬০ ॥

**অন্য-তানন্দ-কৃত-টীকা ।**—সর ইতি । হে শর্করিণি ! সরস্বত্যাঃ  
সুকীঃ গম্ভপদ্মাদিরূপাঃ শ্রবণচুলুকাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাম্ অবিরতং পিবন্ত্যাস্তব  
কুণ্ডলগণঃ কুণ্ডলস্বরত্বসমূহঃ ঝণৎকারৈরন্তারৈর্ঝণৎকাররূপৈরুচ্চকৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচন-  
মাচষ্ট ইব । সুকীঃ কিস্তূতাঃ ? অমৃতলহরী-কৌশল-ভিদঃ অমৃতাঃ পর্যাপ্তমাধুর্য্য-  
গর্কনাশিকাঃ । কোষসদৃশীরিতিকুত্রাপি । তত্র অমৃতভাণ্ডারসদৃশীরিতার্থঃ । তব  
কিস্তূত্যাঃ ? চমৎকারপ্লাবচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ বা প্লাব্যা প্রশংসা তদ্রূ-  
চলিতং শিরো যন্তাঃ । অন্তোহপি সাধুবাচিকং ব্রহ্মা শিরঃকম্পনেনামুমোদতে ।  
তব শিরঃকম্পনাং কুণ্ডলস্বরত্বানামন্তোহন্তসংঘট্টনাং ঝণৎকারাদিসাধুহৃৎকরণশব্দেন  
বিচিত্রং প্রত্যুস্তরমপি ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শর্করিণি ! যে গম্ভপদ্মযী বচনা অমৃতলহরীর স্বতঃসিদ্ধ-  
মাধুর্য্যগর্ককে ধর্য্য করিয়াছে, তাদৃশ সরস্বতীকথিত নব নব প্রবন্ধসমূহ যখন তুমি  
শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বারা নিরন্তর পান করিতে প্রবৃত্তা হও, তৎকালে চমৎকারিতা  
প্রযুক্ত প্রশংসাবাদসহকারে তোমার মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে । এই সময়  
তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থিত রত্নাবলী পরস্পর সংঘটিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহার  
ঝণৎকাররূপ তারস্বরে স্বংকৃত প্রশংসা-বাক্যের অমুমোদন করিতেছে ॥ ৬০ ॥

অসৌ নাসাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে, \*

ত্বদায়ো নৈদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্ ।

বহন(ত্য)স্তমুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসবিদিতাঃ, †

সমুজ্জ্বা যন্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা ।**—অসৌ পরিদৃষ্টমানঃ নাসাবংশঃ নাসা নাসিকা

\* 'পট' ইতি ল । † 'শিশিরকরনিশ্বাস গলিতঃ' ইতি ল । ‡ 'যন্তাসাং' ইতি চ ল ।

বংশঃ বংশদণ্ডঃ রূপকমেতৎ । তুহিনগিরিবংশধ্বজপট ! তুহিনগিরেঃ হিমাচলস্ত  
বংশস্ত অবয়বস্ত ধ্বজপট ! পতাকে ! ত্বদীয়ে ভবদীয়ে নৈদীয়ে সন্নিকটতরং ফলতু  
নিষাদয়তু ফলম্ ইষ্টার্থম্ অস্মাকং মৎসবন্ধিনাং নম চেত্যর্থঃ । উচিতং ক্রিয়াবিশেষণ-  
মেতৎ যথেষ্মিতং বহতি ধারয়তি অন্তঃ অভ্যন্তরে মুক্তাঃ মুক্তামণীন্ শিশিরকর-  
নিখাসগলিতং শিশিরকরঃ চন্দ্রঃ তস্ত নিখাসো বামনাডীমার্গবায়ুঃ তেন গলিতং সূতং  
সমৃদ্ধ্যা আধিকোন যৎ যস্মাৎ কারণাং তাগাং মুক্তানাং বহিরপি চ বাহুপ্রদেশোহপি  
নাসিকাগ্রবামভাগোহপীত্যর্থঃ । নাসিকাকারাকারিতো বংশদণ্ডঃ মুক্তামণিধরঃ  
মুক্তামণিঃ ধৃতবান্ । “মুক্তামণিমধ্যং” ইতি সম্যক্‌পাঠঃ ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপট ! ত্বদীয়োহসৌ নাসাবংশঃ  
অস্মাকম্ উচিতং নৈদীয়ে ফলং ফলতু । অন্তঃ মুক্তাঃ বহতি । যদ্যস্মাৎ কারণাং  
তাগাং সমৃদ্ধ্যা শিশিরকরনিখাসগলিতং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ।

অত্র নাসিকাস্থাঃ বংশদ্বারোপগাং রূপকম্ । বংশদ্বাসাধকপ্রতিপাদকম্ উত্তরা-  
ধ্বজম্ । বংশগর্ভে মোক্তিকাঃ উদ্ভবন্তীতি লোকশাস্ত্রমর্থ্যাদা । অতো নাসিকাবংশ-  
দণ্ডোহপি অভ্যন্তরে মোক্তিকাস্থাদৃতানি বর্তন্তে । নো চেন্নাসাবংশদণ্ডস্ত বহিঃ  
মুক্তামণিধরঃ কথং সংঘটেত ইত্যর্থাপত্ত্যা বংশদণ্ডাকারো নাসিকাস্থাঃ সমর্থিত ইতি  
রূপকমেব সম্যক্ ॥ ৬১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—অসাবিতি । হে তুহিনগিরিবংশধ্বজ-  
পটে ! হিমালয়কূলপতাকে ! অত্র বংশশব্দে শ্লেষঃ । হে হিমগিরিজাতবংশদণ্ড-  
পতাকে ! ত্বদীয়ো নাসাবংশঃ নৈদীয়ো নিকটতরম্ অস্মাকম্ উচিতং ভক্ত্যভ্যুদয়-  
ফলং ফলতু নিষাদয়তু । সগ্রহিসরস্বয়া উচ্চতরত্বাৎ নাসিকাস্থা বংশদ্বপ্রতিপাদ-  
নম্ । ফলধারণযোগ্যতামাহ,—কিস্তু তম্ ? অন্তর্গর্ভে শিরো মধ্য ইতি বাবৎ  
মুক্তাফলানি বহন্ । তদ্বক্তৃত্বম্—ইভানাং বংশমৎস্তানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ ।  
শব্দকণ্ঠক্ৰিশজানাং গর্ভে মুক্তা-ফলোদ্ভব ইতি । গর্ভস্থা মুক্তাঃ কথং জ্ঞাতাঃ ?  
ইত্যাহ,—শিশিরতরনিখাসেন বিদিতাঃ । বংশোদ্ভবা শীতলা ভবন্তীতি ভাবঃ । যো  
নাসাবংশস্তাগাং গর্ভস্থিতানাং মুক্তানাং সমৃদ্ধ্যা বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিঃ বিতর্জিতাঃ,  
অর্থাৎ সমৃদ্ধ মুক্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিখাসবাতেন কিঞ্চিদপি বহিঃস্থতমিত্যুৎ-  
প্রেক্ষ্যতে ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ** ।—হে হিমালয়কূলপতাকে ! তোমার এই নাসাবংশ আমাদের  
পক্ষে আশু ভক্ত্যভ্যুদয় শুভ ফল প্রসব করক । শিশিরতর নিখাস দ্বারা অস্বপিত  
হইতেছে যে, তোমার এই নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল বিস্তারিত রহিয়াছে ;

সুতরাং অন্তরে মুক্তাফলের বাহুল্য হইলে নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বহির্দেশে মুক্তাফলের  
নিসরণ অসম্ভাবিত নহে ॥ ৬১ ॥

প্রকৃত্য রক্তায়ান্তব হৃদতি দন্তচ্ছদরুচে-

বরাকী \* সাদৃশ্যং জনয়তু কথং † বিক্রমলতা ।

ন বিশ্বং তদ্বিশ্বপ্রতিফলনলাভা- ‡ দরুণিতং,

তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি § বিলজ্জত কলয়া ॥ ৬২ ॥

**লক্ষ্মীধনরূপ-তীকা।**—প্রকৃত্য স্বভাবেন আরক্তায়াঃ আত্মায়াঃ  
তব হৃদতি শোভনাঃ দন্তাঃ বস্তাঃ তন্তাঃ সন্তুষ্টিঃ । দন্তচ্ছদরুচেঃ দন্তচ্ছদয়ো-  
রোষ্ঠয়োঃ রুচেঃ সৌভাগ্যস্ত প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষণে কথয়িষ্যামি । সাদৃশ্যং সদৃশস্ত ভাবঃ  
সাদৃশ্যং জনয়তু উপাদয়তু । আশংসায়ং লোট । বিক্রমলতাকলং যদি শ্রাৎ তদা  
সদৃশবস্তুসম্ভাবঃ ন তু বিক্রমমাত্রং সদৃশমিতি । ফলং পক্ষফলম্ । পীতবর্ণাভ্যো  
লতাভাঃ উপপন্নং ফলম্ অতিরক্তম্, রক্তলতোৎপন্নস্ত রক্তিম্বা কিমু বক্তব্য ইতি  
তদেব সদৃশমিতি তাৎপর্যম্ । বিক্রমলতা প্রবাললতিকা ন বিশ্বং বিশ্বফলং  
তদ্বিশ্বপ্রতিফলনরাগাৎ তয়োঃ দন্তচ্ছদয়োঃ বিশ্বস্ত প্রতিফলনং প্রতিবিশ্বনং তেন  
রাগঃ রক্তিম্বা । তস্মাৎ বিশ্বফলমিতি ব্যবহারঃ অধরবিশ্বপ্রতিবিশ্বপ্রসাদাসাদিতঃ ।  
অত্রথা তন্ত বিশ্বব্যবহারো ন শ্রাৎ । যথা ফটিকাদৌ জপাকুসুমাদেঃ প্রতিবিশ্ব-  
বশাদেব ফটিকাদীনাং রক্ততা এবং বিশ্বফলস্তাপীতি । তদ্বিশ্বপ্রতিফলনরাগাৎ  
অরুণিতং তুলামধ্যারোঢ়ুং তুলায়াং সাম্যকথায়ং স্বাতুং কথমিব । ইবেতি  
বাক্যাগলঙ্কারে । বিলজ্জত ব্রীড়িত কলয়া লেশেন ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে হৃদতি ! তব প্রকৃত্য আরক্তায়াঃ দন্তচ্ছদরুচেঃ  
সাদৃশ্যং প্রবক্ষ্যে । বিক্রমলতা ফলং জনয়তু । বিশ্বং পুনঃ তদ্বিশ্বপ্রতিফলনরাগা-  
দরুণিতং কলয়াহপি তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমিব ন বিলজ্জত । লজ্জধাতুরাশ্রয়নেপদৌ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; যত্বর্থোক্তৌ করনাতং । দ্বিতীয়ার্ধ্বে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-  
নিবন্ধনাতিশয়েক্তিঃ, বিশ্বপ্রতিফলনাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনেনাভেদকথনাতং । উভয়োঃ  
সংসৃষ্টিঃ ॥ ৬২ ॥

**অন্যতানন্দরূপ-তীকা।**—প্রকৃত্য ইতি । হে হৃদতি ! শোভন-  
দন্তে ! তব স্বভাবরক্তায়া দন্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধরশোভায়াঃ সাদৃশ্যং বরাকী নিকৃষ্টা  
বিক্রমলতা কথং জনয়তু তুলাতাং যাতু । লতাসাদৃশ্যযোগ্যতয়া অবিহিতস্বাৎ

ইতি ভাবঃ । বিষয় বিষফলং ‘ভেলাকুচা’ ইতি খ্যাতম্ । ওষ্ঠাধরয়োঃ কলয়া  
অংশেন তুল্যমধ্যারোহুঃ তুল্যতাং গন্তং কথং ন লজ্জেত ? অপি তু লজ্জেতৈব ।  
কিস্তুতম্ ? ওষ্ঠাধরবিষপ্রতিবিষলাভাদরুণিতম্ । অর্থাৎ স্বভাবতঃ ভ্রামং বিষ-  
ফলং তবাধরপ্রতিবিষলাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ । জনয়তু ইত্যত্র কলয়তু  
ইতি পঞ্চাননঃ । বিলজ্জেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রোক্ষঃ । তদবিষ ইত্যত্র  
দৃগ্বিষ ইতি কৈবল্যাখঃ । তত্র তব দৃশঃ অর্কাঙ্কস্বাৎ অর্কভেদজ্ঞা অরুণিত-  
মিতি স্বভাবাক্রণত্যাধরস্ত নায়ং তুল্য ইতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

**অনুবাদ** ।—হে সুদতি ! নিরুচ্ছিন্নতর বিক্রমলতিকা কিরূপে তোমার  
স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধরকান্তির সৌন্দর্য লাভ করিতে পারে ? ( তাহার ফল হইলে  
পকাবস্থার সদৃশ হইত বটে । ল টী ) যে বিষফল (ভেলাকুচা) তোমার ওষ্ঠাধরবিষের  
প্রতিবিষ লাভ করিয়া অরুণিত হইয়াছে, সেই বিষফল কি তোমার ওষ্ঠাধরের  
অংশমাত্রেরও সাদৃশ্য লাভ করিতে লজ্জিত হইবে না ? ॥ ৬২ ॥

।শ্মিতজ্যোৎস্নাজালাং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং,

চকোরাণামাসীদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা ।

অতন্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমল্লরুচয়ঃ, \*

পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং কাক্ষিকধিরা ॥ ৬৩ ॥

**শঙ্করাচার্য-টীকা** ।—শ্মিতজ্যোৎস্নাজালাং শ্মিতমৌষিকসিতমেব  
জ্যোৎস্না তত্ৰাঃ জালাং বিতানং তব বদনচন্দ্রস্ত বদনমেব চন্দ্রঃ তস্ত পিবতাং  
আনন্দরতাং চকোরাণাং পক্ষিবেশেষাণাম্ আসীৎ অতিরসতয়া অতিমাধুর্যাৎ  
চঞ্চুজড়িমা বিহ্বাজাত্যম্ । অতঃ কারণাৎ তে চকোরাঃ শীতাংশোঃ চন্দ্রস্ত  
অমৃতলহরীম্ অমৃতস্ত সুধারাঃ লহরীম্ উৎসেকং জ্যোৎস্নাগৃহমিত্যর্থঃ । আল্লরুচয়ঃ  
আল্রে আল্লরসে রুচির্বাণা যेषাং তে আল্লরুচয়ঃ পিবন্তি ভক্ষয়ন্তি স্বচ্ছন্দং বধেচ্ছ  
নিশি নিশি প্রতিনিশং জ্যোৎস্নাস্থিতি শেষঃ । ভৃশম্ অত্যর্থং কাক্ষিকধিরা  
আরনালভ্রান্ত্যা ।

অন্তেষাং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব বদনচন্দ্রস্ত শ্মিতজ্যোৎস্নাজালাং  
পিবতাং চকোরাণাম্ অতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা আসীৎ অতন্তে আল্লরুচয়ঃ  
শীতাংশোরমৃতলহরীম্ কাক্ষিকধিরা স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভৃশং পিবন্তি ।

অত্র অতিরসতয়া লভ্যঃ, চঞ্চুজড়িমনিবন্ধনজ্যোৎস্নাপানাস্বদেহপি তৎস্বদ-

\* ‘আল্লরুচয়ঃ’ ইতি ল পাঠঃ ।

কখনাং অতিমধুরতত্ত্বপানপ্রসক্তজিহ্বাজাড্যানিবন্ধনাপিগাহুভিঃ বালকৈরভেদাধা-  
বগানন্ত প্রতীতেঃ ॥ ৬৩ ॥

**অ-ত্যাশমকৃত-টীকা।**—স্মিত ইতি। তব বদনচন্দ্রস্ত স্মিত-  
জ্যোৎস্নাসমূহং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিমাধুর্য্যতয়া জিহ্বাজাড্যানীৎ। অতঃ  
কারণাৎ তে চকোরা অন্নরচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীঃ কিরণসমূহং কাল্পিক-  
ধিরা স্বচ্ছদং প্রতিরাত্রং পিবন্তি। অগ্নেন জিহ্বায়া জাড্যানাশো ভবতীতি ভাবঃ।  
এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপি তব বদনস্তাধিক্যম্ ॥ ৬৩ ॥

**অম্মুবাচ।**—হে পর্বতরাজপুত্রি! চকোরগণ তোমার এই বদন-সুখা-  
করের জেৎ হস্তরূপ মধুর জ্যোৎস্নাসমূহ পান করাতে তাহাদের জিহ্বা অতি-  
মিষ্টভাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে। এই কারণে চকোরগণ অগ্নরসে  
রুচিবৃত্ত হইয়া প্রতিরজনীতে কাল্পিক (কাঁজি) বোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুনঃ  
পুনঃ শীতাংশুর অমৃতলহরী (কিরণসমূহ) পান করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অবিশ্রাস্তং পত্ন্যুগ্গগণকথাৎত্রেড়নজড়া, \*

জবাপুস্প-† ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে। ‡

যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশ(য)দচ্ছবিময়ী,

সরস্বত্যা মূর্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—অবিশ্রাস্তম্ অনারতং পত্ন্যঃ সদাশিবস্ত  
গুণগণকথাৎত্রেড়নজড়া গুণানাম্ ত্রিপুরবিজয়াদীনাং গণঃ সমূহঃ তস্ত কথা বৃত্তান্তঃ  
তস্ত আত্রেড়নং দ্বিত্তিকৃতিঃ তদেব জপো যস্যাঃ সা অনন্তমনস্কোত্যর্থঃ। জপা-  
পুস্পচ্ছায়া জপা রক্তপুস্পীপুস্পং তস্য ছায়েব ছায়া কান্তিঃ যন্তাঃ সা। তব  
জননি! হে মাতঃ! জিহ্বা রসনা জয়তি ক্ষুরতি। সা ইতি তচ্ছবো বর্জিত্যমাণাং  
প্রসিক্তিঃ পরামৃশতি। যদগ্রাসীনায়াঃ যন্তাঃ জিহ্বায়াঃ অগ্রে আসীনায়াঃ  
নিবন্ধায়াঃ স্ফটিকদৃশদচ্ছবিময়ী স্ফটিকদৃশদঃ স্ফটিকোপলস্তেব অচ্ছা ছবিঃ কান্তিঃ  
তয়া প্রচুরা। প্রাচুর্য্যে ময়ট্। স্ফটিকধবলোত্যর্থঃ। সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ মূর্তিঃ  
স্বরূপং পরিণমতি বিকারমাপত্ততে রূপান্তরং প্রাপ্নোতীতি বাবৎ। মাণিক্যবপুষা  
পদ্মরাগবপুষা।

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি! তব সা জিহ্বা অবিশ্রাস্তং পত্ন্যঃ গুণগণ-  
কথাৎত্রেড়নজড়া জপাপুস্পচ্ছায়া জয়তি, যদগ্রাসীনায়াঃ সরস্বত্যাঃ স্ফটিকদৃশদঃ

বিমরী মূৰ্ত্তিঃ মাণিক্যবপুৰা পরিণমতি । ( জিহ্বায়াং রক্তবস্মাৎ ন ভবতি ।  
তটহানাং রক্তীকরণে রক্তিরঃ শক্তিরপি । অতএব জয়তীতি প্রবৃক্তম্ । )

তদুপাধিকারঃ, “তদুপঃ স্বগুণত্যাগাদন্তোৎকৃষ্টগুণাহতিঃ” ইতি লক্ষণাং ।  
দেব্যাঃ বদনাযুজে সৰ্বদা সরস্বতী স্বমূর্ত্ত্যা বসতীত্যাগমরহস্যম্ ॥ ৬৪ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।**—অবিশ্রান্তম্ ইতি । হে জননি ! তব  
জিহ্বা বিজয়তে উৎকর্ষেণ বৰ্ধতে । কিভূতা ? জবা-পুশ্পকাস্তিঃ । পুনঃ  
কিভূতা ? স্বামিনো গুণকখনগৌনঃপুত্রেণ জড়ীভূতা । আশ্রাদাতিশয়েনোত  
তাবঃ । অস্যা অগ্রহিতায়াঃ সরস্বত্যা দূশদচ্ছবিমরী দশনজ্যোতীরূপা মূৰ্ত্তিঃ  
মাণিক্যবপুৰা লোহিতমণিরূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রাপ্নোতি । কিভূতা ?  
স্ফটিকসদৃশী । বথা স্ফটিকং জবাপুশ্পমাসাশ্র দর্শনীয়তাং প্রাপ্নোতি, তথা সরস্বতী  
জিহ্বাগ্রমাসাশ্র রক্তাবয়বতাং বাতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! পুনঃ পুনঃ পতিগুণ-সমূহ-বর্ণনা নিবন্ধন জড়ী-  
ভূতা ও জবাকুসুমসম লোহিতবর্ণা তোমার রসনা সর্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ।  
কারণ, এই জিহ্বাগ্রে সমাসীন স্ফটিকমণিসদৃশ নির্মলকাস্তি সরস্বতীমূর্ত্তি লোহিত-  
মাণিক্য-মণিরূপে পরিণতা হইতেছেন ॥ ৬৪ ॥

**তাৎপর্য ।**—জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হেতু স্ফটিকমণি বেরূপ লোহিতরাগে  
রঞ্জিত হইয়া উঠে, তজ্জপ রক্তবর্ণ জিহ্বা-সন্নিহিত শুভ্রদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপা সরস্বতী-  
মূর্ত্তিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

রণে জিহ্বা দৈত্যানপগত- \* শিরঃস্থৈঃ কবচিভিঃ,

নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশ- † ত্রিপুরহরনির্মাল্যবিমূখৈঃ ।

বি(রিক্ষী)শাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশিশকলকপূরধবলাঃ,

বিলুপ্যন্তে ‡ মাতস্তব বদনতামূলকণিকাঃ ॥ ৬৫ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা ।**—রণে যুজে জিহ্বা পরাজিতান্ কৃষা দৈত্যান্  
অপহৃতশিরঃস্থৈঃ ‡ কবচিভিঃ বর্মযুজৈঃ নিবৃত্তৈঃ ত্রিপুরহরৈঃ চণ্ডাংশত্রিপুরহর-  
নির্মাল্যবিমূখৈঃ চণ্ডাংশঃ চণ্ডভাগঃ চণ্ডো নাম প্রমথঃ তস্য ভাগঃ স এব

\* ‘অপহৃত’ ইতি

† ‘চণ্ডাংশ’ ইতি

‡ ‘শশিশকলকপূরধবলাঃ’ বিলীরবে’ ইতি

¶ ‘কবলাঃ’ ইতি চ ল ।

§ অপহৃতানি শিরোবেটনানি বৈভৈঃ স্বাভিহিতৈঃ সৈবকানাং রাজসংগুণে  
প্রশমবেলারান্ উকীষশিরঃসাদিকং নিবৃত্তাঃ প্রশমঃ কৰ্ত্তব্য ইতি পরিপাটী ; তান্ পরিপাটী-  
মাজিত্যাহ—অপহৃতশিরঃসৈবতি ।



নির্মাল্যং স্বীকৃত্যবশিষ্টং গন্ধতাম্বুলাদি তত্র বিমুখৈঃ । “হরনির্মাল্যং  
পরিভাজ্যম্” ইত্যাদিন্বতয়ঃ চণ্ডাংশুরপহরনির্মাল্যানিবেশপরা ইত্যবগতব্যমিতি  
বোধয়তি । বিশাখেন্দ্রোপেক্ষৈঃ বিশাখঃ সেনানীঃ । যুদ্ধে তস্যৈব গ্রামুখ্য-  
মিত্যাগ্রে গণনা । ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ উপেন্দ্রঃ বিষ্ণুঃ তৈঃ শশিবিশদকপূরশকলাঃ  
চন্দ্রবিশদাঃ কপূরশকলাঃ ঘনসারথগুণাঃ যেষাং তে বলীয়ন্তে বলয়নং ক্রিয়ন্তে ।  
মাতঃ ! হে জননি ! তব বদনতাম্বুলকবলাঃ বদননির্গতাতাম্বুলকবলাঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে মাতঃ ! যশে দৈত্যান্ জিত্বা অপগতশিরস্ত্রৈঃ  
কবচিভিঃ নিবৃন্তৈঃ চণ্ডাংশুজিপুরহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ বিশাখেন্দ্রোপেক্ষৈঃ শশি-  
বিশদকপূরশকলাঃ তব বদনতাম্বুলকবলাঃ বলীয়ন্তে ॥

অয়মর্থঃ—বিশাখেন্দ্রোপেক্ষাঃ দৈত্যান্ সংহত্য ভগবত্যাঃ কুমারং পুরস্কৃত্য  
পাদবন্দনার্থমাগত্য শিরস্ত্রাণ্যাপহার্য্য পাদোপসংগ্রহণমকুরুন্ । তদনন্তরং প্রেসরা  
ভগবতীঃ ঐষংখাদিতান্ তাম্বুলকবলান্ বিততार । তদগতকপূরশকলবিলয়নপর্য্যন্তং  
খাদিতবন্তঃ ইত্যুক্ত্যা এতাদৃশোহিহগ্রহঃ ভগবত্যাঃ কুমারস্বামিত্বেব । ইন্দ্রাদিষপি  
কাচিংক ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

অ-ভাষ্য-৩-৩-তীকা ।—রণে ইতি । হে মাতঃ ! তব বদন-  
তাম্বুলকশিকাঃ বিরিকীক্লোপেক্ষৈর্কিলুপ্যন্তে । কিম্বুতাঃ ? শশিখণ্ডবৎ কপূরেশ  
ধবলাঃ । বিশদতরকপূরধবলা ইতি স্ত্রীতাম্বুরঃ । বিশাখেন্দ্রোপেক্ষৈরিতি চ ।  
কিম্বুতৈঃ ? যশে দৈত্যান্ জিত্বা নিবৃন্তৈঃ জয়ঘুন্তৈঃ । কবচিভিঃ কবচঘুন্তৈঃ ।  
পুনঃ কিম্বুতৈঃ ? চণ্ডাংশুজিপুরহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ । ব্রহ্মরূপরোরপি ঐশ্বর্য্য-  
সদাশিবরোনির্মাল্যবিমুখৈঃ । অপগতশিরস্ত্রৈঃ তবাভিবাধনহেতুনা দূরীকৃত-  
শিরোবেষ্টনৈঃ । তব নির্মাল্যশেষেণ সর্কেযাং পূজনং ভবতীতি স্মৃতিতম্ । তদ্বক্তং  
বামলে,—“নৈবেজ্যং জিপুরাদেব্যা বাহুভি বিবুধাঃ সদা । তদ্বাদেয়ং কুরুশ্রেষ্ঠ  
ব্রহ্মণে বিষ্ণুবেশপি চ ॥” ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

অবলুপ্ত্যাদি ।—হে মাতঃ ! যুদ্ধে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত  
বর্ধীভূত কার্তিকেয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু শিরস্ত্রাণ উন্মোচন পূর্বক চন্দ্রখণ্ডবৎ কপূরযোগে  
গুহ্র ভবদীর মুখোংস্থে তাম্বুলকণা-প্রসাদ উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহারা পরমারাধ্য  
সূর্য্য ও সদাশিবের নির্মাল্য স্পর্শও করেন না ।

(‘সূর্য্য ও সদাশিবের’ এই অর্থ লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের অস্বরূপ নহে,—তাঁহারা  
মতে অর্থ—‘চণ্ডাংশুরের ভাগ যে শিব-নির্মাল্য, তাহাতে বিমুখ,’—( কার্তিকেয়,  
ইন্দ্র ও বিষ্ণু ) চর্কিত তাম্বুলের কর্ণাখণ্ড—স্বাধাধন করেন ) ॥ ৬৫ ॥

বিপক্ষ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং \* পশুপতে-

স্বয়ারকে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ । †

তদীয়েশ্বাধূর্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং,

নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ॥ ৬৬ ॥

**অন্যতানপকৃত-টীকা ।**—বিপক্ষ্যা বীণয়া গায়ন্তী গানং কুব্জী বিবিধম্  
অনেকপ্রকারং ত্রিপুরবিজয়-দক্ষযাগধ্বংস-হালাহলধারণজলধ্বংস-পদ্মাস্ত্রবধাদিকম্  
অপদানং বৃত্তং কৰ্ম পশুপতে: ঈশ্বরস্ত স্বয়া ভবত্যা আরকে উপক্রান্তে সতি বক্তুং  
নিগদিতুং চলিতশিরসা অন্তঃসন্তোষবশাৎ স্বয়ং শিরঃকম্পবত্যা সাধুবচনে মধুর-  
বচনে তদীয়ে: তস্ত বচনস্ত সম্বন্ধিভি: মাধুর্যৈ: মাধুর্যাগুণৈ: অপলপিততন্ত্রীকলরবাং  
অপলপিতা: অপহসিতা: স্বকীয়তন্ত্রীকলরবা: যন্তা: সা তাং নিজাং স্বকীয়াং বীণাং  
বিপক্ষীং বাণী ভারতী নিচুলয়তি নিচুলবতীং কৰোতি । নিচুল: কূর্পাস: । চোলেন  
চোল: কূর্পাসবিশেষ: বীণাকূর্পাস: । চোলেন নিচুলবতীং কৰোতীতি সামান্ত্র-  
বিশেষভাবে ন পৌনরুক্ত্যম্ । কেচিত্তু ভোজমতাবলম্বিন আহু:—চুলিধাতু: তিরো-  
ধানবাচক ইতি । নিতরাং চুলয়তি আচ্ছাদয়তীত্যর্থ: । নিভৃতং গূঢ়ং যথা  
ভবতি তথা ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! পশুপতে: বিবিধম্ অপদানং বিপক্ষ্যা  
গায়ন্তী স্বয়া বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনে আরকে তদীয়ে: মাধুর্যৈ: অপলপিততন্ত্রী-  
কলরবাং নিজাং বীণাং বাণী চোলেন নিভৃতং নিচুলয়তি ।

অত্রোতিশয়োক্তিরলঙ্কার:, বীণায়া: নিচোলনাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাং, য:  
পরাজিতো বৈণিক: স্ববীণাং চোলেন নিচুলয়তি তেন সহান্তেদাধ্যবসায়প্রতীতে: ॥৬৬॥

**অন্যতানপকৃত-টীকা ।**—বিপক্ষ্যোভ্যাং । হে যুদ্ধবদনে ! পশু-  
পতে: শিবস্ত বিবিধমবদানং নানাবিধং কৰ্ম বিপক্ষ্যা বীণয়া গায়ন্তী বাণী হর্ষাচ্চলিত-  
শিরসা স্বয়া সাধুবচনৈ: বক্তুং আরকে সতি অর্থাৎ পশুপতে: কৰ্ম্মণি স্বয়া ঐশংসা-  
বচনৈ: সতি কথয়িতুমারকে নিজাং বীণাং নিভৃতং যথা স্তান্তথা চোলেন বাসসা নিচু-  
লয়তি আচ্ছাদয়তি । বীণাং কিভূতাম্ ? তদীয়েশ্বাধূর্যৈ: অপলপিত: তন্ত্রীকলরবা:  
যন্তা: তাং তথা । বীণাশব্দাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রদ্ধা বীণাং সংলগ্নোতীতি  
বাক্যার্থ: । তদীয়েশ্বাধূর্যৈরিতি পদানন: ॥ ৬৬ ॥

**অম্লুবান্দ ।**—জননি ! ভগবতী ভারতী যে সময় স্বীয় কচ্ছপী বীণা দ্বারা ভগবান্ পদ্মপতিব্র মহিমারানি গান করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তুমি মন্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে স্বীয় বীণারবকে তোমার কলকণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে পরাভূত দেখিয়া ভারতী ( লজ্জাবশতঃ ) বসন দ্বারা ঐ বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন ।

[ বীণাকে বীণার আবরণবস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন করেন, ইহা লক্ষ্মীধর টীকার মর্মে, অজ্ঞানশ্চ সমান ] ॥ ৬৬ ॥

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিগা বৎসলতয়া,

গিরীশেনোদন্তং মুহুরধরণানাকুলতয়া ।

করগ্রাহং শস্তোম্মুখমুকুরবন্তং গিরিস্থতে,

কথংকারং ক্রমস্তব চিবুক- \* মৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—করাগ্রেণ অগ্রকরেণ স্পৃষ্টং সংস্পৃষ্টং তুহিন-গিরিগা হিমাদ্রিগা জনকেন বৎসলতয়া বাৎসল্যেন পিতৃাদীনাং পুত্রাদিষু প্রীতিঃ বাৎসল্যশব্দেনোচ্যতে । যথোক্তং সর্ব্বজ্ঞসোমেধ্বরেণ—পুত্রাদৌ বাৎসল্যং, পত্ন্যাদৌ প্রেম, শিষ্যাদাবহুগ্রহঃ, অগ্রজাদৌ ভক্তিঃ ইতি । অত্র আদিশব্দেন গোপপুত্র-গোপপত্নীগোপশিষ্যগোপাগ্রজাঃ গৃহস্থে ইতি । গোপপুত্রঃ পুত্রত্বেন কল্পিতসম্বন্ধঃ । ন তু ক্রীতাদিঃ, তস্ত পুত্রত্বাৎ । গোপপত্নী ভূজিষ্যা । গোপশিষ্যঃ শিষ্যত্বেন কল্পিতসম্বন্ধ এব ন তু স্বীকৃতমন্ত্রগ্রহণমাত্রঃ । গোপাগ্রজঃ কল্পিতসম্বন্ধঃ ন তু ক্ষেত্রজাদিঃ । গিরীশেন শব্দুনা উদন্তম্ উন্নমিতং মুহুরত্যর্থম্ অধরণানাকুলতয়া অধরণানাব্যগ্রতয়া অতিপ্রেমণা ইত্যর্থঃ । করগ্রাহং করেণ গ্রাহীত্বং যোগ্যং মুখা-বলোকনচূষনব্যগ্রতয়া শস্তোঃ মুখমুকুরবন্তং মুখমেব মুকুরো দর্শণঃ তস্ত বন্তং তদাধারদণ্ডঃ তং, গিরিস্থতে ! হিমাদ্রিতনয়ে ! কথংকারং কথংকৃৎ ক্রমঃ বর্ণনামঃ । “বিভাবা কথমি লিঙ্ চ” ইতি লিঙ্গার্থে সংপ্রধারণায়াং লট্ । তব ভবত্যাঃ চুচুকম্ অধরাঃ কর্ণিকাম্ উপম্যরহিতম্ উপম্যরহিতম্ । উপম্যরাহিত্যং তু কমল-কর্ণিকাদর্শনবৃত্তোদয়াজিশিখরশিলাদীনাং শস্তোঃ করগ্রাহক-হিমগিরিকল্পোপলান-জনিত-সৌভাগ্যাতিশয়াভাবেন তদ্রূপমুখম্ তুলনা নাস্তীতি ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে হিমগিরিস্থতে ! তুহিনগিরিগা বৎসলতয়া করাগ্রেণ

স্পষ্টং গিরীশেন অধরপানাকুলতয়া মুহুরদন্তঃ শব্দোঃ করগ্রাহম্ ঔপম্যরহিতং তব মুখমুকুরবৃত্তং চূচকং কথংকারং ক্রম ইতি ।

অত্রানুবাদলকারঃ ধ্বন্ততে, সর্বোপমানিষেধেন স্বস্ত স্বয়মেব সদৃশমিত্যানবয়ালকারপ্রতীতে: ॥ ৬৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—করাগ্রেণেতি । হে হিমগিরিবৃত্তে ! উপমানশব্দং তব চিবুকং কথংকারং ক্রমঃ কিং কৃত্বা বর্ণয়ামঃ । কিন্তুতম্ ? শব্দোঃ করগ্রাহম্ মুখদর্পণস্ত বৃত্তমিব । অতিনির্মলতয়া তব মুখস্ত দর্পণত্বং তদগমিব । পুনঃ কীদৃশম্ ? হিমগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ স্পষ্টম্ । পুনঃ কিন্তুতম্ ? অধরপানসদ্ব্যমেন শব্দুনা মুহুর্য্যং বারম্ উদন্তম্ উত্তোলিতম্ । এবম্বৃত্তে জগদধিকারঃ শৃঙ্গারবর্ণনে শঙ্করমূর্ত্তে: শঙ্করস্ত কৃতো দোষঃ ॥ ৬৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে গিরিরাজকণ্ঠে ! এই জগতে ( এমন কোন বস্তু নাই যে, তাহার সহিত তোমার চিবুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে । ) বেহেতু এই চিবুক শব্দের করগ্রাহ ও তোমার নির্মল মুখরূপ মুকুরের বৃত্তস্বরূপ । গিরিরাজ স্নেহপ্রযুক্ত করাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন । ভগবান্ শঙ্কর অধরপানে লোলুপ হইয়া পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন । ঐদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব ? ৬৭ ॥

ভুজাল্পেষাম্নিত্যং পুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী,

তব ঐবী ধন্তে মুখকমলনালপ্রিয়মিয়ম্ ।

স্বতঃস্বেতা কালাগুরুবহ(হু)লজম্বালমলিনা,

মৃগালীনাং নিত্যং \* বহতি যদহো † হারলতিকা ॥৬৮॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ভুজাল্পেষাং ভুজাভ্যামালিঙ্গনাং নিত্যং সততঃ পুরদময়িতুঃ পুরাস্তকস্ত কণ্টকবতী সরোমাঞ্চা তব ঐবী কণ্ঠনালঃ ধন্তে দধাতি মুখকমলনালপ্রিয়ং মুখমেব কমলং তস্ত নালপ্রিয়ং দণ্ডসৌভাগ্যম্ ইয়ং ঐবী । স্বতঃ স্বতঃ স্বভাবতঃ স্বচ্ছা কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা কালো নীলবর্ণঃ অগুরু লঘুকণ্ঠঃ কৃষ্ণাগুরুরিত্যর্থঃ তস্ত বহলঃ সমৃদ্ধঃ জম্বালঃ পক্ষঃ তেন মলিনা নীলা, মৃগালী-লালিতাং বিসলতাসৌভাগ্যং বহতি প্রাপ্নোতি যৎ যন্মাৎ কারণাৎ অধঃ অধঃপ্রদেশে হারলতিকা মুক্তাবলিঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তবেয়ং গ্রীবা পুরদমরিতুঃ ভূজাঙ্গৈবাৎ  
নিত্যং কণ্টকবতী মুখকমলনালশ্রিয়ং ধন্তে যৎ অধঃ স্বতঃস্বেতা কালাগুরুবহল-  
জম্বালমলিনা হারলতিকা মৃণালীলালিত্যং বহতি ।

পূর্বার্কে নিদর্শনালঙ্কারঃ, মুখকমলনালশ্রিয়মিত্যত্র ত্রীসদৃশী ত্রীমিতি প্রতি-  
বিধাক্ষেপাৎ । রূপকমপালঙ্কারঃ, মুখকমলমিত্যত্র মুখে কমলত্বরূপাৎ । অনয়ো-  
রঙ্গাদিত্যেবৈন সঙ্করঃ । উত্তরার্কেহপি নিদর্শনালঙ্কারঃ, মৃণালীলালিত্যমিত্যত্র  
লালিত্যসদৃশলালিত্যমিতি প্রতিবিধাক্ষেপাৎ । উভয়োরঙ্গাদিত্যেবৈন সঙ্করঃ ॥ ৬৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ভূজা ইতি । তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ড-  
শোভাং ধন্তে । শস্তোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিতা  
অন্তোহপি পদ্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো ভবতি । অহো আশ্চর্য্যং যদ্যস্মাৎ হারলতিকা  
মৃণালীনাং সৌন্দর্য্যং বহতি । কিমূতা ? স্বতঃস্বেতা স্বভাবগুণা । কালাগুরুবহল-  
জম্বালমলিনা কন্তুর্ধ্যাগুরুনিবিড়পঙ্কেন মলিনা । অত্য়াপি মৃণালী স্বভাবগুণা  
পঙ্কাদিমলিনা ভবতি ॥ ৬৮ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তোমার গ্রীবা তোমার মুখপদ্মের মৃণালবৎ  
শোভা ধারণ করিয়াছে । মৃণালে কণ্টক আছে, তোমার এই গ্রীবারূপ মৃণালও  
ত্রিপুরারি মহেশ্বরের ভূজালিঙ্গনে পুলকিত হইয়া নিরন্তর কণ্টকিত ( রোমাঞ্চিত )  
হইতেছে । মৃণাল স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ হইয়াও পক্ষ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত  
হয় ; তদ্রূপ তোমার এই হারলতারূপ মৃণাল স্বভাবতঃ স্বেত হইলেও কন্তুরী,  
অগুরু প্রভৃতিরূপ পক্ষ দ্বারা মলিন হইয়া মৃণালীর সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে,  
ইহা আশ্চর্য্য ঘটনা ॥ ৬৮ ॥

গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে,

বিবাদ- \* ব্যানজপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ ।

বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং,

ত্রয়াগাং গ্রামাগাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯ ॥

**সম্মীধনকৃত-টীকা।**—গলে কণ্ঠপ্রদেশে রেখাঃ ভাগ্যরেখাঃ বনী-  
রূপাঃ ভিন্নাঃ ।

ললাটে চ গলে চৈব মধ্যো চাপি বলিঙ্গরম্ ।

ত্রীপুংসরোরিমং জেরং মহাসৌভাগ্যচকম্ ॥

ইতি সামুদ্রিকম্ । ‘গতিগমকগীতৈকনিপুণে !’—গতিঃ সঙ্গীতগতিঃ সঙ্গীতস্ত  
যে গতী মার্গী দেশী চেতি । গমকঃ স্বরস্ত কল্পঃ—

স্বরস্ত গমকো কল্পঃ স চ পঞ্চবিধঃ স্বতঃ । ইতি ভয়তে । তে চ পঞ্চপ্রকারা-  
স্তদ্রৈব জ্ঞাতব্যঃ । গীতং ধাতুমাঙ্গাঙ্কং দ্বিবিধম্—

“বান্ধাতুৰ্ভূচ্যতে গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে” ইতি । তত্র একা মুখ্যা চাসৌ নিপুণা  
চ তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । ‘বিবাহবানন্ধপ্রশুণশুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ’—বিবাহে উষাহসময়ে  
ব্যানন্ধাঃ বিশেষণ মঙ্গলস্থত্রবন্ধনানন্তরং তৎসমীপে আ সমস্তাং কণ্ঠং কৃত্বমাবৃত্য  
নন্ধাঃ বন্ধাঃ প্রশুণশুণাঃ বহুতন্ত্বনির্ধিতস্থত্রাণি । তানি ত্রীণ্যেব, যথোক্তং গৃহ্যকারৈঃ—

“মাক্শ্যাতন্ত্বনাহিনেন বন্ধা মঙ্গলস্থত্রকম্ ।

বাসহস্তে সরং বন্ধা কণ্ঠে চ ত্রিসরং তথা ॥” ইতি ।

ইদং চাত্তুষ্ঠানং দেশতো ব্যবস্থাপিতম্ । অতএব কচিদ্রদেশে মঙ্গলস্থত্রবন্ধনং  
কচিদ্রদেশে সরত্রয়বন্ধনং চ কচিহ্রভয়মপি নাস্তীতি । অস্ত্র মতং সর্বত্রাস্তীতি । যথা—  
গ্রন্থকৃতো দেশে এতদ্রভয়াত্তুষ্ঠানং বিদ্যত এবতি জ্ঞেয়ম্ । প্রশুণশুণানং সংখ্যা ত্রিংশৎ  
তস্তা প্রতিভুবঃ । যথা প্রতিভূঃ উত্তমর্ণস্ত্র অধমর্ণং জ্ঞাপয়তি এবং সংখ্যাং জ্ঞাপয়তীতি  
প্রতিভুব ইত্যুক্তম্ । সংখ্যাজ্ঞাপকাঃ অন্তদাপ্রয়কণ্ঠে শব্দানা পূৰ্ণং ভগবতীবিবাহ-  
সময়ে সরত্রয়মন্নিং স্থলে বন্ধমিতি দ্রষ্টৃণাং জ্ঞাপয়তি বলিত্রয়মিতি ভাবঃ । বিদ্রাজন্তে  
অতিভরাং প্রকাশন্তে । “নানাবিধমধুররাগাকরভুবাম্”—নানাবিধাঃ অনেক প্রকারাঃ  
মধুরাঃ মনোরমাঃ রাগাঃ তেষামাকরভুবঃ ধনিস্থানানি আশ্রয়ভূতাঃ তেষাম্ ।

অমরর্থঃ—গীতরং পঞ্চ, তত্স্থখাঃ গ্রামরাগাঃ ত্রিংশৎ, উপরাগাঃ অষ্টৌ, রাগাস্তা  
বিশতিঃ, জনকরাগাঃ পঞ্চদশ, ভাবরাগাঃ ষট্শবতিঃ, বিভাবরাগাঃ বিংশতিঃ,  
আন্তরভাবাশ্চ ত্রয়ঃ ইত্যাদিকং রাগাধায়প্রতিপাত্তমজ্ঞাবগম্যবাম্ । তে চ রাগাঃ  
প্রসিদ্ধাঃ, মধ্যমাবতীমালবীজীভৈরবীবঙ্গালীবসস্তাধস্তাসীদেশাদিকং রাগাদম্ ।  
বেলাবতীশুদ্ধবঙ্গালীপুরাণবরাণীনাট্যাদিকং ভাবাদম্ । রাসক্রিাদিকং ক্রিাদম্ ।  
প্রবোধী • স্বর্জরীবরাণীমলহরীপ্রমুখম্ উপাঙ্গং চ রাগশব্দেন সংগৃহীতম্ ইত্যুক্তং  
নানাবিধমধুররাগাকরভুবাম্ ইতি । ‘ত্রয়াণাং গ্রামাণাম্’—গ্রামশব্দঃ সমূহবাচকঃ সর্বৈ  
স্বরঃ ত্রেধা সংহতাঃ ষড়্জগ্রামো মধ্যমগ্রামো গান্ধারগ্রাম ইতি ত্রেধা স্বরসংহতিঃ ।  
তত্র ভুলোকে গ্রামস্বরস্তৈব প্রসরঃ । সপ্তস্বররাণামারোহাবরোহক্রমেণ সূচনাপ্রদম্ ।  
তচ্চ মন্ত্রমধ্যাতারাঙ্ঘনা ত্রেধা ভবতি । গান্ধারগ্রামস্ত শিরঃস্থানবান্ধাত্তাদিক্রমেণো-  
পক্রমাসম্ভবাং গান্ধারগ্রামো দেবলোকে প্রসৃতঃ । যথোক্তং শাক্ দেবেন—

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ শ্রাব্যমূর্ছনাদেঃ সমাপ্রসংগঃ ।

তৌ যৌ ধরাতলে স্রাতাং ষড়্জগ্রামস্তথাহমিঃ ॥

দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্ততরোল্লঙ্ঘনমুচ্যতে ।

ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহণচাবরোহণম্ ॥

মূর্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥ ইতি ।

এতাঃ মূর্ছনাঃ শুদ্ধতানাঃ ইত্যুচ্যন্তে । অতশ্চ ভগবত্যাঃ কণ্ঠবলিষ্মবর্ণনারাং গ্রামত্রয়কথনং দেবলোকব্যবহারাদ্ যুক্ত্যত ইত্যমুসঙ্কেয়ম্ । তেষাং গ্রামাণাং 'স্থিতি-নিরমসীমানঃ'—স্থিতেঃ অবস্থানস্ত নিয়মার্থং পরম্পরং গ্রামাণাং সঙ্করো মা ভূদিত্তি তেষামন্তে রচিতাঃ সীমানঃ সেতব ইব তে তব ।

অত্রেখং পদযোজন—হে ভগবতি ! গতিগমকগীতৈকনিপুণে ! তে গলে তিস্রো রেখাঃ বিবাহব্যানকপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভূবঃ নানাবিধমধুররাগাকরভূবাং ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিরমসীমান ইব বিরাজন্তে ।

পূর্বার্কে অমুমানালঙ্কারঃ, রেখাগতত্রিংশত মঙ্গলসরত্রিংশতমাপকত্বাৎ । অমু-মানস্ত বিচ্ছিত্ত্যাক্ষরং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাদেব । তথৈলক্ষণ্যং চ পক্ষধর্মতা-মাত্রাং ব্যাপ্ত্যভাব এব, উভয়সম্ভাবে লৌকিকমেব স্রাদিত্তি ব্রহ্মম্ । বিচ্ছিত্তির-লৌকিকী শোভা । উত্তরার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ভগবত্যাঃ কণ্ঠমধ্যবর্ত্তিস্বরগ্রামত্রি-তয়হেতুচিহ্নতয়া বলিত্রয়স্ত সম্ভাবনাৎ ॥ ৬৯ ॥

সঙ্গীত-টীকা-অমুমানবাদ ।—হে গতিগমকগীতৈকনিপুণে, (গতি—সঙ্গীতের মার্গী ও দেশী দুই অবস্থা, গমক—স্বরকম্প, গীত—রাগাদি, এতদ্বিষয়ে, আগনি নিপুণা) ভগবতি, আপনার গলদেশস্থিত সৌভাগ্যসূচক রেখা-ত্রয়, বিবাহকালে কণ্ঠদেশে আবদ্ধ ত্রিগুণিত সৌভাগ্যসূত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গাঙ্কারগ্রাম, ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম—এই গ্রামত্রয়ের যেন নানাবিধ মধুর রাগের আকরস্থান-সীমানির্দেশ করতই বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৬৯ ॥

অন্যতামন্দক-টীকা ।—গলে ইতি । হে গতিগমকযুক্তগান-কুশলে ! তব গলে তিস্রো রেখা বিরাজন্তে । কথন্তুতাঃ ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং তারবোরমস্ত্রাণাং স্থিতিনিরমসীমান ইব । তাবৎ স্বমত্রে তিষ্ঠ স্বমত্রে তিষ্ঠেতি বরিরমনং তস্ত সীমান ইব । কিমুতানাম্ ? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপ্রভৃতীনাম্ আকরভূবাং জন্মস্থানানাম্ । রেখাঃ কিমুতঃ ? বিবাদায় ব্যানকঃ সঙ্গঃ ষঃ প্রগুণগণঃ তস্ত সংখ্যাসূচিকাঃ । দেব্যাঃ কণ্ঠকলেভাঃ অস্ত্রেবাং পিকাঙ্গীনং কণ্ঠকলঃ তুচ্ছ ইতি ভাষঃ । বিবাহব্যানকত্রিগুণগণসংখ্যোতি কৈবল্যাখঃ । ত্রয়ারমর্থঃ ।

—বিবাহকালে মাত্রা বদ্ধং যত্রিশুশীকৃতং সৌভাগ্যসূত্রং তস্ত পুটিকাঃ । স্বংপর্য  
স্বামিনঃ সুভগা নাস্তীত্যাক্তরং যতঃ স্বামিনঃ অর্দ্ধাক্ষরুপাসি ॥ ৬৯ ॥

**অনুবাদ।**—দেবি ! তুমি গতি ও গমকযুক্ত সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণা ।  
তোমার গলদেশে যে তিনটি রেখা ( ত্রিবিগিচিহ্ন ) বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে  
অনুমানিত হয় যে, মধুররসবকারী কোকিল প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন তোমার কণ্ঠস্বরের  
সহিত বিবাদে সঙ্গদ্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কণ্ঠস্বর অপেক্ষা  
তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঐ রেখাত্রয়ের যেন তাহারই  
সম্মান্যচক । এই তিনটি রেখা দেখিলে বোধ হয়, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ মধুর-  
রাগের আকর যে তার, বোর ও মল্লনাংক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের সীমাই  
যেন নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

মৃণালীমুখীনাং তব ভুজলতানাং চতুঃশাং,  
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তোতি বদনৈঃ ।

নথেষ্যঃ সন্তুশ্চান্ প্রথমদলনা- \* দক্ষকরিপো-

শচতুর্গাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্ণধিয়া ॥ ৭০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—মৃণালী বিসলতা তৎসং মুখীনাং মৃদুনাং  
“বোতো গুণবচনাং” ইতি ভীপ্ । তব ভুবত্যাঃ ভুজলতানাং চতুঃশাং চতুর্ভিঃ  
সৌন্দর্য্যং সৌভাগ্যং সরসিজভবো ব্রহ্মা স্তোতি প্রস্তোতি বদনৈঃ বক্তৈঃ । নথেষ্যঃ  
করজেষ্যঃ সকাশাং সংশ্রুস্তং বিভ্যং “ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ” ইত্যপাদানে পক্ষ্মী ।  
প্রথমমথনাং পূর্বং বহুতবতঃ । কর্তরি লুট্ ; বদাহ বৃত্তিকারঃ—“বোতো গুণ-  
বচনাং” ইত্যত্র “গুণমুক্তবান্ গুণবচনঃ” ইতি । †

ব্রহ্মণঃ পক্ষ্মশিরো নবাংগ্রেণাচ্ছিনদ্ধরঃ । ইতি পুরাণম্ । তন্নাং প্রথমমথনাং  
অক্ষকরিপোঃ সদাশিবস্ত চতুর্গাং শীর্ষাণাং শিরসাং সমঃ সঙ্কদেব অভয়হস্তার্ণধিয়া  
অভয়হস্তান্ গ্রহীতুকাম ইত্যর্থঃ ।

\* ‘মথনা’ ইতি ল পাঠঃ ।

† অত্র পাঠ্যগ্রন্থাদৌ বৃন্ততে, প্রথমমথনাদিত্যন্তানমথনাপস্তে । তন্নাং প্রথমমথনাদিত্যত্র  
ভাবে লুট্ । পক্ষ্মী হেতৌ । প্রথমমথনাচ্ছেতোঃ অক্ষকরিপোঃ করজেষ্যঃ সংশ্রুস্তিত্যর্থঃ ।  
বদি বা প্রথমমথনাদিত্যত্র কর্তরি লুট্ ইত্যাদি পাঠস্ত শুদ্ধিঃ স্বাক্ষরিত, তদা করজেষ্য ইত্যত্র  
উৎপেক্ষ্য ইত্যেবং লাব্ধোপে পক্ষ্মী, অক্ষকরিপোরিতি পক্ষ্মান্তঃ, পক্ষ্মী চাপাদানে ইতি  
ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুরিত্যত্র ইতি ব্যাখ্যায়ম্ । অত্র করে, সকাশাদিতি বিহার  
ল্যব্ধোপে পক্ষ্মী ইতি বোধ্যম্, অপি চ সদাশিবস্ত ইত্যত্র সদাশিবাদিতি পাঠো জেদ্যঃ । পদ-  
বোজনান্নাং ‘করজেষ্যঃ, প্রথম-মথনাদক্ষকরিপোঃ সমস্যারিতি’ চ নিবেত্তম্ ইতি সম্পাদকঃ ।



অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! তব মৃণালীমূখীনাং চতুঃস্থানাং ভূজলতানাং সৌন্দর্য্যং সরসিজন্তবঃ চতুর্ভিবদনৈঃ প্রথমমর্থনাং অন্ধকরিণোঃ নখেভ্যঃ সংদ্রুতন্ সমং চতুর্গাং শীর্ষাণাং অভয়হস্তাপর্শমিমা ত্তোতি ।

কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ, ব্রহ্মৈকনিয়তস্তোত্রস্ত নখেভ্যঃ সংদ্রুতন্ ইত্যাদিনা সমর্থনাং বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমিতি ধ্যেয়ম্ । ভূজলতাবর্ণনে ব্রহ্মণ এবাধিকারো নান্তেষামিতি কাব্যলিঙ্গেন ধ্বজ্যতে বস্তুিতি অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৭০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—মৃণালী ইতি । তব মৃণালীমূখীনাং চতুঃস্থানাং ভূজানাং সৌন্দর্য্যং ব্রহ্মা চতুর্ভিমুখৈঃ ত্তোতি হস্তসৌন্দর্য্যাতিশয়ং বিরূপোতি । সর্কাজেষু সংস্রু কথং হস্তসৌন্দর্য্যং ত্তোতীত্যাহ নখেভ্য ইত্যাদি । অন্ধকরিণোঃ নখেভ্যঃ প্রথমদলনাং পূর্ব্বশিরশ্ছেদাং সঙ্গতন্ সন্ চতুর্গাং শীর্ষাণাং সমম্ এককালে অভয়হস্তদানবদ্ব্য ত্তোতীত্যর্থঃ । পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং পঞ্চবক্ত্রং দৃষ্ট্ । অহমিবাভ্যোহস্তীতি ক্রোধাং শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ । অতস্ত্রাসাদবশিষ্টানি শিবনখেভ্যস্ত্রাত্ত্বং হস্তসৌন্দর্য্যং ত্তোতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ ! পূর্ব্বকালে অন্ধকরিপু মহাদেব নথ দ্বারা ব্রহ্মার একটি মস্তক-ছেদন করিয়াছিলেন । এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুর্ভয় পুনর্বার ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া পন্ন্যয়ানি চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার চারি মস্তকে এক সময়ে তোমার চারি হস্ত দ্বারা অভয় পাইবার প্রার্থনায় মৃণালীর শ্যায় মূহল তোমার ভূজলতাচতুর্ভয়ের সৌন্দর্য্য চারি বদনে বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

নখানিস্থতোত্তোতেন্নগ্নিনরাগং বিহসতাং,

করাণান্তে কাস্তিং কথয় কথ্যামঃ কথমমী \* ।

কয়াচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হস্ত কমলং,

যদি ক্রীড়ন্তঃস্মীচরণতললাক্ষারুণদলম্ † ॥ ৭১ ॥

ভগবদ্বীথন-কৃত-টীকা ।—নখানাং নথরাণাম্ উত্তোতৈঃ প্রভাপটলৈঃ নবনগ্নিনরাগং প্রাতর্বিবসিতাত্মজকাস্তিং বিহসতাম্ অপলপতাং করাণাং হস্তানাং তে তব কাস্তিং শোভাং কথয় বদ কথ্যামঃ কাব্যপ্রবন্ধং রচয়ামঃ কথং কেন প্রকারেণ উমে ! পার্কতি ! কয়াচিহা বিধয়া । বেত্যসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ । কেনাপি প্রকারেণ সাম্যভজনং নাস্তীত্যর্থঃ । সাম্যং সাদৃত্যং ভজতু বীকরোতু কলয়া লেশেনাপি হস্ত বাক্যালঙ্কারে—

হস্ত হর্ষেহুহুস্মায়াং বাক্যারম্ভবিবাদয়োঃ ।

ইতামরঃ । কমলং পদ্মং । যদি সংশয়ে । তথাহপি সন্দেহ ইত্যর্থঃ । ক্রীড়-  
লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং—ক্রীড়ন্ত্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ পদ্মালয়াঃ চরণতলয়োঃ লাক্ষারসেন  
চণং বিস্তং যুক্তম্ । “তেনবিস্তচকুচণগৌ” ইতি চণপ্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে উমে ! নথানামুত্তোভৈঃ নবনলিনরাগং বিহসতাং তে  
করাণাং কান্তিং কথং কথ্যামঃ কথয়, কমলং কলয়াহপি সাম্যং করাচিবা ভজতু । হস্ত  
কমলং ক্রীড়লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং যদি তদা হি সাম্যং ভজতু । বিধয়েতি কুজাপি  
পাঠিঃ । তদা হস্ত কমলং করাচিবা বিধয়া সাম্যং ভজতু প্রাপ্নোতু ইত্যমরঃ । তামেব  
বিধামাহ—যদি ক্রীড়লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং তদা নাত্মথ্যেত্যেক-বাক্যাতয়া অমরঃ ॥

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, যথার্থোক্ত্যাহতিশয়কল্পনাং । পূর্বার্দ্ধে তদ্গুণালঙ্কারঃ,  
নথকান্তিভিরতিরিক্তত্বাৎ করাণাম্ । নবনলিনরাগং বিহসতামিতাত্ত্র উপমাগঙ্কারঃ ।  
উভয়োরনুসৃষ্টিঃ, অপৃথক্স্থিত্যা প্রয়োজকত্বাৎ । উভয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ৭১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—নথানামিতি । অমী বয়ং তব করাণাং  
কান্তিং কথং কথ্যামঃ উপম্যরহিতত্বাৎ কথং বর্ণয়ামঃ তৎ কথয় । কিম্ভুতানাম্ ?  
নথদীধিতিভিঃ সত্ত্বফুটপদ্মরাগং বিহসতাম্ । হস্ত হর্ষে, অহহ যদি কমলং ক্রীড়ন্ত্যা  
লক্ষ্ম্যাচরণতললাক্সা অরুণদলং ভবতি, তদা কদাচিদ্বা কলয়া গোহিতাংশেন  
সাম্যং ভজতি ন তু সর্কতোভাবেনেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ।—যাতঃ ! তোমার যে হস্ত নথমযুথ বারা সত্ত্বঃপ্রফুটিত পদ্ম-  
রাগকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের শোভা আমরা কিরূপে বর্ণন করিতে  
সমর্থ হইব ? কারণ, এই জগতে কোন স্থানেই তাহার উপমা প্রাপ্ত হওয়া  
যাইতে পারে না । পরন্তু যদি কোন সময় পদ্মোপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণ-  
তলের লাক্ষারস-সংস্পর্শে ঐ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথঞ্চিৎ ঐ  
হস্তকান্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে ॥ ৭১ ॥

সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগং,

তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রাক্রান্তযুগ্মম্ । #

যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকং,

স্বকুন্তো হেরম্বঃ পরিমুখতি হস্তেন বটিতি ॥ ৭২ ॥

লক্ষ্মীশঙ্করকৃত-টীকা ।—সমং তুল্যকালং দেবি ! ভজতি ! কদ-

দ্বিপবদনপীতং স্বল্পঃ কুমারঃ দ্বিপবদনো বিনায়কঃ তাত্যাং পীতং স্তনবৃগং কুচবৃগং  
তব ভবত্যাঃ ইদং নঃ অন্ত্রাকং খেদং ক্লেশং হরতু অপহৃতু সততং প্রমুতমুখং  
কীরত্মাবিমুখম্ । যৎ কুচবৃগম্ আলোক্য বিলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ আশঙ্করা  
মদীরৌ কুন্তৌ অপহৃতবতীত্যাশঙ্করা আকুলিতম্ অববন্ধিতং ব্যগ্রতরমিত্যর্থঃ ।  
তাদৃশং হৃদয়ং মনো যন্ত হাসজনকঃ মাতাপিত্রোঃ কুমারস্ত চ । অসৌ বালিশ  
ইতি প্রেরা হসিতবন্ত ইত্যর্থঃ । যন্ত কুন্তৌ কুন্তস্থলে হেরষঃ বিনায়কঃ পরিমুশতি  
বিভ্রতে ন বেতি হস্তেন নির্মাণীত্যর্থঃ । ঝাটিতি শীজম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে দেবি ! তব সমং স্বল্পদ্বিপবদনপীতম্ ইদং স্তনবৃগং  
প্রমুতমুখং নঃ খেদং সততং হরতু যৎ আলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ হেরষঃ হাস-  
জনকঃ হস্তেন ঝাটিতি স্বকুন্তৌ পরিমুশতি ।

যন্তাঃ পুত্রৌ জগৎপূজ্যপাদৌ বিনায়ককুমারস্বামিনাবিতি দেব্যাঃ সর্বাতিশ্যারি  
মাহাশ্ব্যম্ ইতি প্রতীয়তে । দেব্যাঃ কুচকুন্তসাম্যং যদি স্তান্তদা বিনায়ককুন্তয়োরেব  
ভৌলামিত্যাতিশয়োক্তিরপি প্রতীয়তে । বিনায়কঃ হস্তেন পরিমুশতীত্যনেন  
বিনায়ককুন্তয়োস্তলৌ দেবীকুচাবেবেতি উপমায়োপমাংশি ধ্বজতে । বহুলকার-  
ক্ষণীনাং একব্যঞ্জকাত্মপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭২ ॥

অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।—সমমিতি । হে দেবি ! ইদং তব  
স্তনবৃগং নোহমাকং খেদং দৈন্ত্যং হরতু । কিঙ্কৃতম্ ? সমম্ অস্তোক্তসদৃশম্ ।  
পুনঃ কিঙ্কৃতম্ ? স্বল্পদ্বিপবদনাত্যাং পীতং নাত্ত্যারিত ভাবঃ, অবিরতং কন্দমুখং  
জগন্মাতৃস্বাং সর্বেষাং ভরণায়েতি ভাবঃ । হেরষো গণেশঃ যৎ স্তনবৃগলমালোক্য  
মমেদং কুন্তবৃগং কুত্র গতমিত্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝাটিতি শীজং হস্তেন স্বকুন্তৌ  
পরিমুশতি অন্বেষণং কৰোতি । কিঙ্কৃতঃ ? মুখবৈকল্যং স্বভাবতো হাসজনকঃ ।  
এতেন কর্শ্ণা বিশেষতঃ হাসজনকঃ । এতেন শ্রীমত্যাঃ স্তনরোগজকুন্তবৎ কঠিনতা  
সর্গোষ্ঠবতা চ স্পষ্টীকৃত্য ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! তোমার স্তনবৃগল হইতে সর্বদাই স্তম্ভ করিত  
হইতেছে এবং পূর্বে বড়ানন ও গজানন ইহা পান করিয়াছেন ; সুতরাং পরস্পর  
সমান তোমার ঈদৃশ স্তনবৃগল হইতে আমাদের খেদ (সংসার-পিপাসা) বিদূরিত  
হউক । ভগবান্ গজানন তোমার এই স্তনবৃগল সন্ধান করত তাঁহার  
নিজ কুন্তবৃগল ঐ স্থানে গিয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সহসা স্বীয়  
কুন্তকে হস্তাবধারণ পূর্বক কুন্তদ্বয় অঙ্গসন্ধান করিতে থাকেন । তাঁহার  
শঙ্কার কার্য্য দর্শন করিয়া সর্গপবর্তী কোন ব্যক্তিই হস্ত সংবরণ করিতে

সমর্থ হয় না । [ হর-পার্বতী ও কার্তিকেয় এই কার্য দর্শনে হস্ত সংবরণ করিতে পারেন নাই, ইহা লক্ষ্মীরসম্বত আংশিক অম্বুবাদ । অষ্টাংশ সমান ] ॥ ৭২ ॥

অম্ তে বক্ষোজীবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ, \*

ন সন্দেহস্পন্দো † নগপতিপতাকে মনসি নঃ ।

পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ, ‡

কুমারাবত্মাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—অম্ পরিদৃষ্টমানৌ তে ভব বক্ষোজৌ কুটৌ অমৃতরসমাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসম্ভ মাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসপূরিতমাণিক্যকুতুপা-  
বিত্যর্থঃ । কুতুপশব্দৌ যত্মপি চন্দ্রনির্মিতদ্ব্যতীতলাভাধারভূত-ঘটসম্মিতপাত্রীবাচকঃ  
তথাহপি তন্ত্রাঃ ভগবতীন্তনসাদৃশ্যাবগাহনে অনধিকারাৎ তদর্থঃ মাণিক্যরচিতস্ব-  
মঙ্গীকৃতং কুতুপয়োঃ । ন সন্দেহস্পন্দঃ সন্দেহস্ত স্পন্দঃ স্পন্দনঃ লেশলাভ্রমিতি যাবৎ ।  
নগপতিপতাকে ! মনসি নঃ অস্ত্রাকং পিবন্তৌ তৌ মাণিক্যকুতুপৌ যস্মাৎ কারণাৎ  
অবিদিতবধূসঙ্গরসিকৌ কুমারৌ শিশু অত্মাপি ইদানীমপি শ্লোকরচনা-  
কালেহপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ দ্বিরদবদনৌ বিনায়কঃ, ক্রৌঞ্চদলনঃ ক্রৌঞ্চাদ্রি-  
ভেদনঃ, বিনায়ককুমারস্বামিনৌ ।

**অত্রৈখং পদযোজনা**—হে নগপতিপতাকে ! অম্ তে বক্ষোজৌ অমৃতরস-  
মাণিক্যকুতুপৌ । অস্মিন্নর্থো নঃ মনসি সন্দেহস্পন্দো নাস্তি । যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ  
অবিদিতবধূসঙ্গরসিকৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ অত্মাপি কুমারৌ ভবতঃ ।

**অত্র** বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ স্পষ্ট এব । পূর্বপাদে রূপকম্,  
বক্ষোজয়োঃ কুতুপদ্বেনারোপণাৎ । যদ্বা নিশ্চরাস্তঃ সন্দেহঃ; ইমৌ বক্ষোজৌ উত  
কুতুপাবিতি সন্দেহে কুতুপাবেবেতি নিশ্চয়ঃ, যতোহমৃতপানাৎ কুমারয়োঃ শিশুস্বম্ ।  
স্তম্ভপানমাত্রাৎ শিশুস্বাবস্থেবেতি নিয়মো নাস্তি, শৈশবানন্তরং বৌবনাদেবভূতস্বা-  
দ্বিতি । বিনায়ককুমারয়োস্ত সর্বদা শিশুস্বম্ অমৃতপানবশাদেবেতি অমৃতরস-  
কুতুপসংদেহাপনয়নে সাধকং প্রমাণং দ্বিতীয়ার্দ্ধপ্রমেরমিতি স্বত্বং নিশ্চরাস্তঃ সন্দেহ  
ইতি । “কবিকল্পিতকোটিধ্বস্তাবাচ্যস্বং নাস্তি” ইতি মম্বকঃ ॥ ৭৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অম্ তে ইতি । হে নগপতিপতাকে !  
গিরিরাজভূষণরূপে ! তে ভব অম্ বক্ষোজৌ অমৃতরসপূর্ণমাণিক্যবর্তৌ অত্রার্ধে

\* ‘কুতুপৌ’ ইতি ল পাঠঃ । † ‘স্পন্দো’ ইতি ল পাঠঃ । ‡ ‘বধূসঙ্গরসিকৌ’ ইতি ল পাঠঃ ।

নোহ্মাকং মনসি ন সন্দেহম্পাদ্যো ন সন্দেহং কুরুতঃ। তদেব হেতুনা জ্ঞয়তি—  
বস্মাত্তো পিবন্তো ঘিরদবদনক্রৌঞ্চদলনো গণেশকান্তিকেরৌ অত্য়পি অজ্ঞাতবধু-  
সঙ্গময়সৌ কুমারৌ বালকৌ। ন সন্দেহম্পাদ ইতি প্রাঞ্চঃ। নোহ্মাকং মনসি  
সন্দেহলেশমাত্রমপি ন ইতি তদর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নগপতিপতাকে ! তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ  
মাণিক্যময় কলসঘর, ( লক্ষ্মীধরমতে ‘কুণো’ নামক পাত্র ) ইহাতে আমাদের  
মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, গণেশ ও কান্তিকের দুই ভ্রাতা  
দারপরিগ্রহে বিষুধ হইয়া অত্য়পি এই স্তন পান করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

বহত্যশ্ব স্তম্ভেরমদনুজকুস্তপ্রস্রতিভিঃ, \*

সমারক্কাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।

কুচাতোগো বিশ্বাধররুচিভিরস্তঃশবলিতাং,

প্রতাপব্যমিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ † কীর্তিমিব তে ॥ ৭৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—বহতি দধতি। অশ্ব ! মাতঃ ! স্তম্ভেরমদনুজ-  
কুস্তপ্রস্রতিভিঃ স্তম্ভেরমদনুজঃ গজাস্বরঃ তস্ত কুস্তস্থলে এব প্রস্রতিঃ জন্মভূমিঃ  
যেবাং তৈঃ গজকুস্তেবু মুক্তামণয় উত্তবস্তি। যথোক্তং সৰ্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ :—

গজকুস্তেবু বংশেষু ফণাসু জলদেষু চ।

শক্তিকায়ামিন্দুদণ্ডে বোড়া মোক্তিকসম্ভবঃ ॥

গজকুস্তে কবুরাভাঃ বংশে রক্তাঃ সিতাঃ শ্বতাঃ।

ফণাসু বাসুকেয়েব নীলবর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

জ্যোতির্কর্ণাস্ত জলদে শক্তিকায়ঃ সিতাঃ শ্বতাঃ।

ইন্দুদণ্ডে পীতবর্ণা মণয়ো মোক্তিকাঃ শ্বতাঃ ॥

ইতি।

গজকুস্তপ্রস্রতিঃ মোক্তিকমণয়ঃ কবুরবর্ণাঃ, গজাস্বরকুস্তপ্রস্রতিঃ বিশেষত  
এবেতি ভাবঃ। সমারক্কাং খচিতাং মুক্তামণিভিঃ মোক্তিকৈঃ অমলাং দৌবরহিতাং  
ন তু খেতাং, গজকুস্তোত্তবানাং কবুরদ্বাং। হারলতিকাং মুক্তাবলি কুচাতোগাঃ  
কুচমধ্যপ্রদেশঃ বিশ্বাধররুচিভিঃ বিশ্বাকারোহ্মরো বিশ্বাধরঃ। শাকপাণিবাতিদ্বাং  
সাধুঃ। বিশ্বাধরস্ত অধরবিষস্ত রুচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং সজাতচিহ্নবর্ণাম্। চিহ্ন

কিন্মীরকদ্রাবশবলৈতাশ্চ কবুরৈ। ইত্যমরঃ। অধরকান্তিসংবলিতাঃ মুক্তা-  
মণিমালিকাঃ বহতীতি ভাবঃ। প্রতাপব্যামিশ্রাম্ পুরদময়িতুঃ ত্রিপুরাস্তকস্ত  
কীর্তিমিব তে তব। প্রতাপস্ত রক্তবর্ণঃ কীর্তিস্ত স্বেতবর্ণেতি মহাকবিপ্রসিদ্ধিঃ।  
অতএবাস্ত কবে: গজকুস্তোভবাঃ মণয়ঃ পাটলবর্ণপরেত্যভিপ্রায় ইত্যমরসঙ্কেতঃ।

অত্রোৎপদযোজনা—হে অম্ব! তে কুচাভোগঃ স্তম্ভেরমদমুজকুস্তপ্রকৃতিভিঃ  
মুক্তামণিভিঃ সমারদ্ধাম্ অমলাং হারলতিকং বিদ্যধরকচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং প্রতাপ-  
ব্যামিশ্রাং পুরদময়িতুঃ কীর্তিমিব বহতি।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, হারলতিকার্য্যঃ প্রতাপসংবলিতকীর্তিস্থেন সম্ভাবনাৎ।  
বিদ্যধরকচিভিরিত্যত্র উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবতো রক্তবর্ণেষু বিদ্যধরকচিভিঃ সংবলনাদি-  
বেতি হেতোরূপপ্রেক্ষণাৎ। উভয়োরমুপ্রাণাহুপ্রাণকভাবেন সম্বন্ধঃ, অপৃথক্স্থিত্যা  
উপকারকত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

**অ-প্রতাপনন্দকৃত-টীকা।**—বহতি ইতি। হে অম্ব! তব কুচা-  
ভোগঃ স্তনভটং গজাকারদৈত্যকুস্তপ্রহৃতৈশ্চ মুক্তামণিভিঃ সমারদ্ধাং গ্রথিতাং হার-  
লতিকং বিদ্যধরকান্তিভিরন্তঃশবলিতাম্ অন্তর্লোহিতাম্। তত্রোৎপ্রেক্ষতে।  
পুরবিজয়িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রাং কীর্তিমিব। শম্ভোঃ পুরবিজয়জন্তো কীর্তিপ্রতাপৌ  
অতিক্রান্তরা হৃদয়ে বিভবীতি ধ্বনিতম্। স্তম্ভেরমবদনকুস্তপ্রহৃতিভিরিতি বহু  
পাঠঃ। তচ্চিন্ত্যম্ ॥ ৭৪ ॥

**অম্বুবাদ।**—মাতঃ! তোমার স্তনভট স্থনির্ম্মল হারলতিকা ধারণ  
করিতেছে। এই হারলতিকা গজাসুরের কুস্তে সমুৎপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারাই  
বিনির্ম্মিত। ঐ মুক্তামণিসমুদয় স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও স্বেতাভ হইয়াও বিশ্বসদৃশ  
অধরকান্তি দ্বারা অরূপবর্ণ হইয়াছে। বোধ হইতেছে যে, তুমি ত্রিপুরবিজয়ী শঙ্কর  
কীর্তিমিশ্রিত প্রতাপ হৃদয়ে ধারণ করিতেছ ॥ ৭৪ ॥

কুচৌ সত্ত্বঃস্বিগ্নতটবটিকুর্পাসভিত্তুরৌ,

কবস্তৌ দোমূলং \* কনককল(শা)সাতৌ কলয়তা।

তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলম্বং † তনুভুবা,

ত্রিধা বন্ধঃ ‡ দেবি! ত্রিবলি লবনৌবল্লিভিরিব ॥৭৫॥ §

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—কুচৌ স্তনৌ সত্ত্বঃ তদানীমেব স্বিগ্নতটবটিকু-

\* ‘দোমূলে’ ইতি ল পাঠঃ † ‘বলয়ব’ ইতি ল পাঠঃ ‡ ‘বন্ধ’ ইতি ল পাঠঃ

§ অরং মোকো লক্ষ্মীধর-টীকা-বৃত্ত-পুস্তকে নিসর্গ-কীর্ণভেতি মোকাৎ পরং ভবৎ বিতরমিতঃ  
পূর্ব্বক নিবেদিতঃ; বন্ধতঃ মোকোৎসব্ অনন্তরমোকোৎ পরমেব যোজয়িতুমর্থঃ।

কুর্পাসভিহরৌ শিষ্যস্তৌ শ্বেদবক্তৌ তটৌ পার্থৌ তয়োৰ্ধাটিতস্ত কুর্পাসস্ত ভিহরৌ ।  
 “কৰ্মকৰ্ত্তরি কুরচ্” ইত্যত্র কৰ্ত্তৰ্যাপি কুরচ্ । রক্ষিতস্ত—“কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তরি চ  
 কুরচ্” ইতি ব্যাচষ্টে । “সন্তন্তনবটিতকুর্পাসভিহরৌ” ইতি পাঠে সন্তন্তনং তদানীন্তনং  
 ন্তনশ্চেন বটিতং কুর্পাসং তস্ত ভিহরৌ । প্রতিকল্পং প্রাণেশ্বরস্ত সদাশিবস্ত রূপানু-  
 সন্ধানেন উৎসিদ্ধাবয়বৈভিষ্মতে সন্ধিবন্ধে কণ্টলিকেতি ভাবঃ । কষন্তৌ নিকষন্তৌ  
 দোমূলৈ কক্ষপ্রান্তদেপৌ কনককলশভৌ কনককলশরৌর্হেমকুন্তয়োরিব আভা  
 সৌভাগ্যং যয়ন্তৌ কলয়তা রচয়তা তব ভবত্যাঃ ত্রাতুং রক্ষিতুং বলগ্রমিতি  
 শেষঃ । যদা—প্রথমাস্তস্ত বলগ্রন্থস্ত অত্র কৰ্ম্মদেহাবয়বঃ । ভজাৎ স্তনভর-  
 জনিতাৎ অলমিতি অলংশকোহত্র বারণার্থঃ । ভজো মা ভূদিত্যর্থঃ । বলগ্রং মধ্য-  
 প্রদেশঃ তদ্বভূবা মন্থধেন ত্রিধা ত্রিপ্রকারেণ নক্স বক্স, দেবি ! দীবাঙ্কি ! ভগ-  
 বতি ! ত্রিবলি তিস্রো বল্যো বিভজাঃ যস্ত তৎ লবলীবল্লিভিন্নিব লবলীনাং বল্লয়ঃ  
 তাভিঃ । তীরলতা খেতা বল্লী লবলী, তৎপুষ্পাণি খেতানি । অকরাাদিনিষণ্টৌ  
 তু—লবলীভূক্তা । তল্লতা বনকুলুখলতেভূক্তম্ । যদ্যদপি স্বীকার্য্যম্ । ইবশব্দঃ  
 সম্ভাবনায়্যত্র ঐবমিত্যর্থঃ । ইবশব্দস্ত সম্ভাবনাত্মকত্বমপ্যস্বীতি পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে দেবি ! সত্ত্বঃ স্থিত্ত্বটবটিতকুর্পাসভিহরৌ দোমূলৈ  
 কষন্তৌ কনককলশভৌ কুটৌ কলয়তা তদ্বভূবা ভজাদলমিতি বলগ্রং ত্রাতুং  
 ত্রিবলি তব বলগ্রং লবলীবল্লিভিঃ ত্রিধা নক্সমিব ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ত্রিবলীনাং লবলীবল্লিধেন সম্ভাবনাৎ । পূৰ্ব্বার্কে অতি-  
 শয়োক্তিরলঙ্কারঃ ভগবত্যাঃ কুচনিষ্ঠাণে মন্থধন্তৈবাবিকারো ন জরদ্বন্দ্বন্ধ  
 ইতি জরদ্বন্দ্বন্ধনিষ্ঠাণসম্বন্ধেহ্যপ্যসম্বন্ধোক্ত্য অভেদাধ্যবসায়শ্চ কবিকৃতবস্তুকৃতয়োঃ  
 সৌন্দর্য্যায়োরেবেতি । উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ । নযেবং কুটৌ রচয়তা  
 মন্থধেনেত্যনুবাত্তবিশেষণমহিরা মন্থধকৰ্ত্তৃত্বস্ত সিদ্ধবদন্তুবাদাৎ কুচনিষ্ঠাণে  
 বর্তমানসম্বন্ধাভাবাৎ অসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তেরপ্যসামঞ্জস্যমেবেতি চেৎ—মৈবম্ কুটৌ  
 কনককলশভৌ কলয়তেতি শত্ৰুপ্রত্যয়েন বর্তমানার্থেন কুচকরণস্ত বর্তমান-  
 কালসম্বন্ধপ্রতীতেরসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তিরঙ্গসীতি ন বাচ্যম্, ভূতকালসম্বন্ধেহপি ভূত-  
 কালক্রিয়াবাচকাধ্যাতাস্তথাভূতপ্রয়োগে ব্জ্যতে সম্বন্ধেহ্যসম্বন্ধকথনম্, ন সম্বদান্ত-  
 গতর্থেন সিদ্ধবদন্তুবাদে ॥ ৭৫ ॥

অত্যানন্দকৃত-টীকা ।—কুচাবিতি । হে দেবি ! কুচক্লিষ্টম্  
 উদরম্ অতিক্রম্য মধ্যং ভজাৎ ত্রাতুং তদ্বভূবা কামেন ত্রিবলিরূপাভিন্নিবলীবল্লিভি-  
 ত্তাত্রাক্তিলতাবিশেষৈবত্রিধা বক্সম্ । কুতো ভজাশঙ্কেত্যাহ । তদ্বভূবা কিস্তুভেন ?

দোষীং কবন্তো পীড়য়ন্তো স্বর্ণকুন্ডাকারো কুচো কলয়তা চিস্তয়তা । পুনঃ  
কিঙ্করো ? সত্ত্বতৎক্ষণাৎ শিবানুরাগজনিতশ্বেদং মুঞ্চ্যং প্রান্তবট্টিতং প্রান্তমিলিতং  
কুর্পাসং কঙ্কলিকাং ভেদ্যুং শীলমনয়ন্তো তথা । এতেন স্তনয়োরৌৎকর্ষ্যবর্ণনম্ ।  
অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিৎ তব তুলামিত্যাদেশনস্তয়ং দৃষ্টতে । তব কুচো কর্তারো উদয়ং  
কলয়তামনুগৃহীতামিতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৭৫ ॥

**অনুবাদ** ।—হে দেবি ! রতিপতি কনকপংখন দেখিলেন যে, স্বর্ণকুন্ড-  
সদৃশ তোমার উত্তম পীনকুচযুগল স্বদীয় বাহুযুগলকে প্রসীড়িত করত শিবানুরাগ-  
জনিত শ্বেদ পরিত্যাগ পূর্বক ( স্তনদেশস্থিত ) কঙ্কলিকাকে ( কাঁচুলিকে ) ভেদ  
করিতে উজ্জত হইয়াছে, তখন তাহার দুর্ব্বল ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদেশ  
ভগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াই যেন তিনি কটদেশস্বাক্য নিমিত্ত  
লবলীবল্লী (ভাত্রাকৃতি লতাবিশেষ) দ্বারা তাহা ত্রিবলি আকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তব স্তন্যং মন্ত্রে ধরণিধরকন্ত্রে হৃদয়তঃ,

পয়ঃপারাবারঃ পরি(সর)বহতি সারস্বত(মি)ইব ।

দয়াবত্যা দন্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ,

কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা** ।—তব স্তন্যং স্তনোদ্ভবঃ কীরং মন্ত্রে জানামি ।  
ধরণিধরকন্ত্রে ! হৃদয়তঃ হৃদয়াৎ পয়ঃপারাবারঃ কীরসমুদ্রঃ । সুধাধারাসারঃ ইতি বা  
পাঠঃ । সুধায়াঃ ধারাপানাসারঃ সুধাপ্রবাহঃ পরিবহতি সারস্বতং সরস্বতীময়মিব  
তত্ত্বত স্বৈতবর্ণবাৎ সরস্বতীময়মেনোৎপ্রেক্ষণম্ । মাধুর্যাৎ সুধারূপম্ভেদ চ । দয়াবত্যা  
প্রশস্তরূপাবুক্ত্যা দন্তং স্তন্যং দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়দেশসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্তা  
আস্বাদ্য পীষা তব যৎ-কারণং কবীনাং কবীশ্রবাণাং প্রৌঢ়ানাং প্রগল্ভানাং মধ্যে  
ইতি নির্দ্ধারণে যজ্ঞী । অজনি জাতঃ কমনীয়ঃ অতিরমণীয়ঃ কবয়িতা কবিঃ ।

**অত্রোৎপাদনোক্তনা**—হে ধরণিধরকন্ত্রে ! তব স্তন্যং হৃদয়তঃ উখিতং ( সুধা-  
ধারাসারঃ ) পয়ঃপারাবারঃ সারস্বতমিব পরিবহতীতি মন্ত্রে । যদ্বশ্যং দয়াবত্যা স্বরা  
দন্তং বস্তব স্তন্যং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ কবয়িতা  
অজনি ।

অত্রোৎপ্রেক্ষাধরং পদব্যাপ্যানাবসরে কথিতম্ । উক্তরোঃ সংস্কৃতিঃ ॥ ৭৬ ॥ •



**অন্যতঃ—৩-তীকা।**—তব স্তম্ভমিতি । হে গিরিস্থতে ! তব স্তম্ভং দৃষ্টং সারস্বতঃ পয়ঃপারাবার ইব সারস্বত্যা অমৃতসিদ্ধিরিব হৃদয়তঃ পরিসরতি হৃদয়ারিবাতি । কৈলাসে সারস্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধামৃতকুণ্ডমন্তি, তজ্জলপানাং মহা-কবরো ভবন্তি । তদ্বাদ্যথা সারস্বতীনানী নদী বহতি তথা তব কীরং বহতীতি ভাবঃ । পরিবহতীতি পাঠে সারস্বতঃ পয়ঃপারাবারঃ সারস্বত্যা অমৃতকুণ্ডং তবৈব হৃদয়াদ্ দৃষ্টং পরিবহতি অন্তথা কথমীদৃক্ প্রভাব ইতি ভাবঃ । বস্তব স্তম্ভং দয়াবত্যা ভবাত্তা দত্তম্ আশ্রিত্ত্বং ত্রিবিড়দেশীয়ঃ শিশুঃ কশিৎ প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ উত্তমঃ কবয়িতা অজনি কাব্যকর্তা অভূৎ । তত্রায়ং গুরুণামুপদেশঃ—পূরা শঙ্করাচার্য্যাপিতা অপুত্রঃ শিবভক্ত আসীৎ । পশ্চাৎ শিবরূপয়া তস্ত শঙ্করনামা পুত্রো জাতঃ । একদা পিতা ভিক্ষার্থং গতঃ । মাতা কুটুম্বভরণার্থং শাকচেষ্টয়া প্রোক্ষণে বাগ্মসিকং বালকং নিধায় গতা । এতস্মিন্ সময়ে ক্ষুধয়া রোরয়মাণং বালকং দৃষ্ট্বে। দয়য়া স্বয়ং জগদম্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পায়য়িত্বা অন্তর্হিতা । তদৈবায়ং মহা-কবিরভূৎ । তস্তামন্তর্হিতায়াং ভিক্ষার্থিনং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বে। বালকঃ শ্লোকেন প্রভূ-ত্তরককার । তদ্ব্যথা,—“একা মাতা শাকাহর্তী তত্র কপণক ! দশ শাকার্ভাঃ । বত্র কপণক-দশ শাকাশা তত্র কপণক কা শাকাশা” \* ॥ ৭৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গিরিস্থতে ! তোমার হৃদয় হইতে সারস্বত-পয়ঃ-প্রবাহের স্রাব অর্থাৎ কৈলাসশিখর-স্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিদ্ধির স্রাব

\* পূর্বে ত্রিবিড়দেশ-নিবাসী শঙ্করাচার্য্যের পিতা অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন । পরে জগদান্ন শঙ্করের রূপায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মে । শঙ্করের রূপায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের ‘শঙ্কর’ এই নামকরণ হইয়াছিল । একদা শঙ্করের পিতা ভিক্ষার্থে বহির্গত, জননীও কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণার্থে ঐ বাগ্মসিক বালককে প্রোক্ষণে দ্রাবন করিয়া শাক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন । এই সময় বালক ক্ষুধায় প্রসীড়িত হইয়া উঠে-থরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে জগদান্ন ঐ বালকের প্রতি দয়াপরতন্ত্রা হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে গ্রহণ করত তস্ত পান করাইয়া অন্তর্হিতা হইলেন ; বালকও তৎকণাৎ মহাকবি হইয়া উঠিলেন । এই সময় এক সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থে সেই কুটারে উপস্থিত হইলেন ; তৎকালে কেহই গৃহে ছিলেন না ; হৃদয়াং বাগ্মসিক বালক সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থনা শুনিয়া বক্যমাণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন । (শ্লোকটি অচ্যুতানন্দকৃত-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে ।) ‘একঃ কপণক-শাকাহর্তী’ প্রথম চরণে এইরূপ পাঠ প্রসিদ্ধ । ‘কপণক-শাক’ শব্দের অর্থ, কান-শ্লেষে দিনকম্পের উপবৃত্ত শাক । এক ব্যক্তিই ঐ প্রকার শাক আহরণ করেন । হে সন্ন্যাসী ! ( দ্বিতীয় চরণের কপণক শব্দের অর্থ ) তাহাতে দশ জন শাক ( সাল ) ভোর অর্থাৎ এক বৎসর পীড়িত ।—যে স্থানে এই প্রকার কপণক দশ-প্রাপ্ত, ( তৃতীয় চরণে কপণক-দশ শব্দের অর্থ ) কীৰাবহা প্রাপ্তমণ কেবল শাকই ভোজন করে, অন্নাহার করে না ;—হে কপণক ! অর্থাৎ ( কু-নির্ভাজ, চতুর্থ চরণে কপণক শব্দের অর্থ ) তথায় তোমার শাকের আশা কি আছে ? ইহাই শ্লোকার্থ ।—সম্পাদক ।

(অমৃত-সিদ্ধির ভায় এবং সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীময়বস্তুর ভায়—ইহা লক্ষ্মীধর সস্বত অর্থ) স্তম্ভ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কারণ, ত্র্যবিড়মেশীর শিশুকে কৃপা করিয়া তুমি স্তম্ভ পান করাইয়াছিলে, সেই স্তম্ভপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ কবিশক্তি-সম্পন্ন হইয়া প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

হরক্ৰোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা,

গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবাম্পো \* মনসিজঃ ।

সমুত্তস্থৌ তস্মাদচলতনয়ে ! ধুমলতিকা,

জনস্তাং জানীতে জননি ! তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—হরস্ত ক্রোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন আবিষ্টেন বপুষা গভীরে নিম্নে অতএব তে তব নাভীসরসি নাভোব সরঃ তস্মিন্ কৃতবাম্পো মনসিজঃ মন্থঃ তত্র নিমগ্ন ইত্যর্থঃ সমুত্তস্থৌ উদ্ভূতঃ তস্মাৎ নাভিসরসঃ অচলতনয়ে ! পার্শ্বতি ! ধুমলতিকা ধূমাবলিঃ অঙ্গারপ্রশমসময়োদ্ভবা । জনঃ লোকঃ তাং ধুমলতিকং জানীতে বর্ণয়তি, জননি ! মাতঃ ! তব রোমাবলিরিতি রোমরাজিরিতি !

অত্রৈখং পদযোজন—হে অচলতনয়ে । মনসিজঃ হরক্ৰোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন বপুষা গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবাম্পঃ । তস্মাদ্ধুমলতিকা সমুত্তস্থৌ । হে জননি ! তাং জনঃ তব রোমাবলিরিতি জানীতে ।

অত্রোৎপ্রেতকালকারঃ, ধুমলতিকারঃ রোমাবলিষ্মেনোৎপ্রেতকাৎ । যথা—জনস্তাং জানীতে ইত্যনেন ত্র্যস্তিমান্ প্রতীয়তে, রোমরৈখাদর্শনস্ত ধুমরৈখাত্র্যস্তি জনকত্বাৎ । যথা—অতিশয়োক্তিঃ জনস্তাং রোমাবলিমধ্যবস্ত্রতীতি প্রতীতেঃ । যথা—নিশ্চয়ান্তসন্দেহঃ, তাং রোমাবলিরিতি নিশ্চিনোতীতি । এবং চতুর্ণামলঙ্কারাণাং জানীতে ইতি পদাছুখানাৎ একবাচকাস্থপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭৭ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—হরক্ৰোধ ইতি । হে অচলতনয়ে ! মনসিজঃ কামঃ শিবকোপান্নিসমুর্জ্যাস্তেন দেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে কৃতবাম্পঃ । তস্মাৎ দগ্ধস্ত পানীয়সংযোগাৎ বা ধুমলতিকা সমুত্তস্থৌ, তাং জনঃ রোমাবলিরিতি কৃষা জানীতে হরে ক্রুদ্ধে সত্যপি স্বমেবাপ্ররক্তসীতার্থঃ ॥ ৭৭ ॥

**অম্বুবাঙ্গ।**—হে পার্শ্বতরাজপুত্রি ! কন্দর্প মহেশ্বরের কোপানলশিখা-সমূহ দ্বারা দগ্ধশরীর হইয়া তোমার গভীরতর নাভিসরোবরে বাষ্পপ্রদান

করিয়াছিলেন। জননি! সলিলসংযোগ-প্রযুক্ত সেই দম্বশরীর হইতে যে ধূমরাশি উদ্গত হইয়াছিল, লোকে সেই ধূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া অবগত আছেন ॥ ৭৭ ॥

যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে !

কুশে মধ্যে কিঞ্চিচ্ছননি তব (য) তদ্ভাতি স্তুধিয়াম্ ।

বিমর্দাদন্তোন্মাত্তং কুচকল(শ)সয়োরস্তরগতং,

তনুভূতং বোম প্রবিশদিব নাভিং কুহরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—যদেতৎ পুরঃ স্মরৎ। যচ্ছবন্ত এতচ্ছব-সহচরিতস্ত প্রসিদ্ধিবাচকং নান্তি। অতএব পূনর্যচ্ছবোপাদানম্। কালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ তনুতরতরঙ্গঃ অতিসুন্দরতরঙ্গঃ তস্তাকৃতিরিব আকৃতির্ভূত তৎ শিবে! ভগবতি! কুশে তনুনি মধ্যে অবলগ্নে কিঞ্চিৎ জননি! তব যৎ ভাতি স্মরতি স্তুধিয়াং বিদ্রবাং বিমর্দাৎ সজ্জ্বল্যাং অন্তোন্মাত্তং পরস্পরং কুচকল-শয়োঃ স্তরগতং মধ্যবর্ত্তি তনুভূতং বোম গগনং প্রবিশদিব প্রবেশং কুর্কদিব। নীলং নভঃ ইত্যাবাগগোপালপ্রসিদ্ধম্। গগনস্ত নীলিমা চ স্তূৰ্ভৎ চ কবিপ্রসিদ্ধম্। নাভিং কুহরিণীং কুহরবতীম্।

অন্তেখং পদযোজনা—হে শিবে! জননি! তব কুশে মধ্যে যদেতৎ কালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিৎ রোমাবলিক্রপং বস্ত স্তুধিয়াং ষড্ভাতি কুচকলশয়োরস্তর-গতং তনুভূতং বোম অন্তোন্মাত্তং বিমর্দাদেব কুহরিণীং নাভিং প্রবিশদিব ভাতি।

নীলং স্তূৰ্ভং নভঃ কুচকলবিমর্দবশাৎ অধোভাগে স্তম্ভং নাভিপর্ধ্যস্তম্ জতুলতা-ভ্রায়েনাবতিষ্ঠতে তদ্রোমাবলিং বদন্তীতি ভাবঃ। অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, রোমলতায়্য গগনলতিকাত্মনো সজ্জ্বলনাৎ। প্রথমপাদে নিদর্শনালঙ্কারঃ; তরঙ্গাকৃতিবদাকৃতিরিত্তি বিদ্রুপ্রতিবিম্বভাবলক্ষণাৎ। অনয়োঃ সংস্রুটিঃ ॥ ৭৮ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—যদেতদ্বিতি। হে শিবে! তব কুশে মধ্যে যৎ যমুনাসুন্দরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্ বস্ত তৎ কুচকলশয়োঃ পরস্পরলীড়নাৎ মধ্যগতং তনুভূতং স্তম্ভং বোমতৎ গহ্বরযুক্তং নাভিহৃদং প্রবিশদিব স্তুধিয়াং মনসি ভাতি। স্তুধিয়া ইতি কৈবল্যাধঃ। তত্র শিবস্ত মনসি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

**অম্বুজাদিত্যকৃত-টীকা।**—শিবে জননি! তোমার কীৰ্ত্তন মধ্যস্থলে কালিন্দীর (যমুনীর) সুন্দর তরঙ্গসদৃশ ভ্রামলয়েখার দ্বারা যে কোন বস্তু লক্ষিত হইতেছে,

তৎসম্বন্ধে সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কূচ-কলসযুগলের পরস্পর  
পীড়ন দ্বারা নিষ্পিষ্ট তন্মধ্যাগত আকাশ চূর্ণ হইয়া অতীব গভীর নাভিস্থদে ব্যয়িয়া  
পড়িতেছে ॥ ৭৮ ॥

স্থিরো গঙ্গাবৰ্ত্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতা-

কলাস্থানং \* কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ ।

রতেলীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে ! †

বিলম্বারং সিদ্ধের্গিরিশনয়নানাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—স্থিরঃ বিনাশরহিতঃ গঙ্গাবৰ্ত্তঃ গঙ্গায়াঃ  
অন্তসাং ভ্রমঃ আবর্ত্তস্ত ঋণিকত্বাৎ তদ্বাতিরেকঃ স্থির ইতি । স্তনমুকুললোমাবলি-  
লতাকলাবাং—স্তনাবেব মুকুলো পুষ্পকোরকৌ তয়োঃ রোমাবলিরেব লতা আধার-  
ভূতা জনয়িত্রৌ তস্তাঃ কলা রেখা তস্তা আবালং আলবালম্ । কুণ্ডং হোমার্থং  
সম্পাদিতং বৃত্তম্ অগ্নিস্থানং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ কুসুমশরস্ত মন্থমস্ত তেজঃ  
দীপ্তিরেব হৃতভূক্ বহিঃ তস্ত । রতেঃ মদনপত্ন্যাঃ লীলাগারং বিলাসগৃহং তত্রৈব  
সৰ্ব্বদা মন্থমসম্ভাব্যং তৎপ্রায়সৌ তত্রৈব বৰ্ত্তত ইতি । কিমপি অনির্কীচাম্ অতি-  
সুন্দরমিত্যর্থঃ । তব নাভিঃ গিরিস্থতে ! পার্কতি ! বিলম্বারং গুহাধারং  
সিদ্ধেঃ তপঃসিদ্ধেঃ গিরিশনয়নানাং সদাশিবচক্ষুযাঃ বিজয়তে সর্বোৎকর্ষণে  
ক্ষুরতি ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে গিরিস্থতে ! তব নাভিঃ স্থিরো গঙ্গাবৰ্ত্তঃ স্তন-  
মুকুললোমাবলিলতাকলাবাং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ কুণ্ডং রতেলীলাগারং গিরিশ-  
নয়নানাং সিদ্ধের্বিলম্বারং কিমপি বিজয়তে ॥

অত্রোল্লেখালম্বারঃ, একস্তা নাভেরনেকরীত্য উল্লেখ্যং । নায়মতিশয়োক্তিঃ,  
একস্তানেকলোল্লেখনাদেব । নাপ্যতিশয়োক্তিমালা, কিমপীত্যাদ্যবসিতুমশক্যত্বাৎ  
কিমপীত্যনেন সার্বং মালাবৃত্তাহুচিহ্নাদিতি ব্রহ্মত্বম্ ॥ ৭৯ ॥ ‡

**অন্যান্য-কৃত-টীকা।**—স্থির ইতি । কিমপি অনির্কচবীরং তব  
নাভি ইতি অনেক উচ্যমানপ্রকারেণ বিজয়তে ; কিন্তুদিত্যাহ,—স্থিরো গঙ্গাবৰ্ত্তস্তা-  
স্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোষাৎ পুনরনুসীযতে । অথবা স্তনকোরক-লোমা-  
বলিলভায়াঃ আলবালস্ত উচ্চতারা নাভের্গাভীর্বাধপরিতোষঃ । অথবা কক্ষ-  
-

\* 'কলাবাং' ইতি ল পাঠঃ ।

† নাভিগিরিস্থতে ইতি ল পাঠঃ ।

‡ মোকাক্ষঃ ৭৮ ল, ২, পৃ.

তেজোবহুঃ কুণ্ডম্। কুণ্ডস্ত সমেখলদ্বাং নাভের্ধ্বখলারহিতদ্বাদপরিতোষঃ।  
অথবা রভেঃ ক্রীড়াগৃহম্। তত্রাপি পারিপাট্যালাভাদপরিতোষঃ। অতএব  
গিরিশনয়নানং সিদ্ধেক্ষিণদ্বারম্। যথা সিদ্ধা অপি বিলদ্বারে তপঃ কৃৎস্না সিদ্ধি  
প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৭৯ ॥

**অমুবাদ**।—হে গিরিজে! তোমার নাভি অনির্কটনীর শোভা ধারণ  
করিতেছে। এই নাভি অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, ইহা স্থিরতর গজাবর্ত।  
(গজাবর্তে স্থিরতা না থাকে বশতঃ কবি সন্দেহ হইতে না পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন  
যে) বোধ হয় যেন, ইহা স্তনযুগরূপ মুকুলদ্বয়ে স্রোতোভিত্ত লোমাবলীরূপ লতার  
আলবালনরূপা। (আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই,  
সুতরাং কবি ইহাতেও পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন যে) বোধ  
হয় যেন, ইহা রতিপতির তেজোরূপ হতাশনের কুণ্ড। (কুণ্ডে মেখলা আছে,  
নাভিতে মেখলা নাই; সুতরাং ইহাতেও সন্দেহ না হইতে পারায় পুনর্বার উৎ-  
প্রেক্ষিত হইতেছে যে) বোধ হয়, যেন ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ। (রতির লীলাপার  
ভেমন পারিপাট্যযুক্ত নহে, সুতরাং ইহাতেও কবি পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া  
পুনর্বার বলিতেছেন যে,) বোধ হয় যেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করের নয়নত্রয়ের  
তপঃসিদ্ধি করিবায় গুহাঘার। [এই অমুবাদস্থ () বেষ্টনীমধ্যস্থিত বাক্যগুলি  
লক্ষ্যধরসম্মত নহে।] ॥ ৭৯ ॥

নিসর্গকীর্ণস্ত স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো,

নমস্মুর্ভে নারীভো বলিষু \* শনকৈজ্জুট্যত ইব।

চিরং তে মধ্যস্ত ক্রটিত-তটিনী-তীর-তরুণা,

সমাবহাস্থেন্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে! ॥ ৮০ ॥

**অনুবাদ-টীকা**।—নিসর্গকীর্ণস্ত স্বভাবেন কীর্ণভাবিক্রমত  
স্তনতটভরেণ স্তনতটরোঃ কূচতটরোঃ ভরেণ ক্লমজুষঃ ক্লাস্তিমন্তঃ নমস্মুর্ভে নারী-  
ভিলক! তীরস্থভূতে! শনকৈঃ স্তোকং ক্রট্যত ইব ভিত্তমানস্তেব চিরং বহুকালং  
তে তব মধ্যস্ত অবলম্ব্য ক্রটিততটিনীতীরতরুণা ক্রটিতে ভগ্নে তটিনীঃ বাহিনীঃ  
তীরে তরুঃ বৃক্ষঃ ভেন সমাবহাস্থেন্নঃ সমায়াং তুল্যায়্য অবস্থায়্যং হেমা হৈর্ধ্বং বস্ত  
তস্ত ভবতু তুর্যং কুশলং কেমং ক্রটনাহভাবঃ শৈলতনয়ে! পার্কতি!

অত্রৈখং পদবোজনা—হে শৈলতনয়ে ! নারীতিলক ! নিসর্গক্ষীণস্ত স্তনতট-  
ভরেণ ক্লমজুষঃ নমস্মৃভূতৈঃ শনৈকৈঃ ক্রট্যত ইব ক্রটিততটিনীতীরতরুণা সমাবস্থাহ্নেয়ঃ  
তে মধ্যস্ত চিরং কুশলং ভবতু ।

মধ্যস্তেত্যেবমাদিপ্রয়োগাঃ সঙ্কদয়হৃদয়ান্ধাদকারিণো মহাকবিরিত্যুচ্যতে ।  
সাদিতাঃ । এতাদৃশপ্রয়োগনিপুণঃ মহাকবিরিত্যুচ্যতে ।

অত্রোপমালাকারঃ, ভগ্নদীকূলবর্জিতমহীকুশলিকাসাম্যং মধ্যস্তেতি ॥৮০॥ \*

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা** ।—নিসর্গ ইতি । শৈলতনয়ে ! তব  
মধ্যস্ত চিরং কুশলং ভবতু ভগ্ননং ন ভবদিত্যর্থঃ । কিন্তু তস্ত ? নিসর্গক্ষীণস্ত স্বভাবতঃ  
ক্লমস্ত স্তনতটভরেণ ক্লাস্তিতাজঃ । বলিষু ক্রট্যত ইব, অতএব ভগ্ন-তটিনী-তীর-তরুণা  
সমাবস্থাহ্নেয়া স্থিতিবিশ্ব সমাবস্থাহ্নেয়ঃ । অতএব কৌশলামাংশংসতে ॥ ৮০ ॥

**অনুবাদ** ।—হে শৈলতনয়ে ! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই ক্ষীণ ; তাহাতে  
আবার স্তনতটভরে একান্ত পীড়িত ; তোমার ত্রিবাণ দেখিলে অল্পমিত হয় যে,  
মধ্যদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশঃ ক্রটিত ও বিলিষ্ট হইয়া যাইতেছে । অধুনা  
তোমার এই মধ্যদেশ ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ তটিনী-তীরবর্তী বৃক্ষের সহিত সমান  
অবস্থায় পতিত হইয়াছে । এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার এই  
মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে অর্থাৎ ভগ্ন হইয়া নিপতিত না হয় ॥ ৮০ ॥

গুরুত্বং বিস্তারং ক্রিতিধরপতিঃ পার্শ্বতি নিজা-

ম্নিতস্বাদাচ্ছিত্ত্ব ত্রয়ি যজন- ৩ রূপেণ নিদধে ।

অতস্তে বিস্তৌর্ণো গুরুরয়মশেষাং বহুমতীং,

নিতম্বপ্রাগ্ভাবঃ ৬ হৃগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা** ।—গুরুত্বং গোরবং বিস্তারং আয়ামপরিণাহং  
ক্রিতিধরপতিঃ হিমবান্ পার্শ্বতি ! শৈলতনয়ে ! নিজাং স্বকীয়্যাং নিতম্বাং নিতম্ব-  
প্রদেশাং আচ্ছিত্ত্ব অবস্থ্যত ত্রয়ি ভবত্যাং হরণরূপেণ হরণাশ্রনা নিদধে সমর্পিতবান্ ।  
হরণং নাম জীধনং—অধ্যাধ্যাবাহনিকম্ । যথোক্তং হারীতেন :—

অধ্যাধ্যাবাহনিকং হরণং জীধনং স্মৃতম্ ।

ইতি । অত্যাধঃ—অগ্নিমধিকৃত্য দন্তমধ্যগ্নি বিবাহসময়ে অগ্নিসমীপে শিলাদি-  
ভির্দধন্তঃ তদধ্যগ্নি । বিবাহানন্তরং বধুং গৃহীত্বা পত্ন্যাঃ স্বগৃহং প্রতিজগমিবিবাহসময়ে

পিত্রাদিভির্ভকন্তং তদধ্যাবাহনিকমিতি \* । এতত্ত্বভয়ং হরণশব্দবাচ্যমিতি মধ্যাদিভিঃ  
স্বতমিতি । অতঃ তন্মাং কারণাং তে তব বিস্তীর্ণঃ আয়ামতঃ গুরুঃ পৃথুঃ অয়ং  
পরিদৃষ্টমানঃ অশেষাং ক্লংহাং বহুমতীং পৃথ্বীং নিতম্ভশ্চ প্রাগ্ভারঃ অতিশয়ঃ স্বগয়তি  
ছাদয়তি লঘুস্বং লাঘবং নয়তি প্রাপয়তি চ । চকারঃ শকাচ্ছেদে অগ্নিরর্থো ন  
শঙ্কিতবামিত্যর্থঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে পার্শ্বতি ! ক্ষিতিধরণপতিঃ গুরুস্বং বিস্তারঃ নিজাং  
নিতম্বাদাচ্ছিত্ত্বা স্বয়ি হরণরূপেণ নিদধে । অতঃ তে অয়ং নিতম্ভপ্রাগ্ভারঃ গুরুঃ  
বিস্তীর্ণঃ সন্ অশেষাং বহুমতীং স্বগয়তি লঘুস্বং নয়তি চ ।

বিস্তারেণ স্বগয়ং গুরুস্বেন লাঘবাণাদনমিত্যর্থঃ । প্রপঞ্চে বহুমত্যাংমেব গুরুস্ব-  
বিস্তারো একত্র স্থিতৌ । তয়োস্তিরস্করণমেকত্র স্থিতাভ্যাং গুরুস্ববিস্তারাত্যামেব  
বিধেয়মিতি হিমাদ্রিগতগুরুস্ববিস্তারো হিমাদ্রে: ভূধরস্বাং ভূমিগতগুরুস্ববিস্তারাত্যাম-  
ধিকাবিতি ভাবেন গৃহীত্বা তস্তিরস্করণমিতি ক্ষিতিধরণপতিঃ অশেষাং বহুমতীমিতি  
চ পদং প্রযুক্তানন্ত ভাবঃ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, হিমাদ্রিগতগুরুস্ববিস্তারয়োঃ পার্শ্বতীনিতম্ভগতগুরুস্ব-  
বিস্তারয়োর্ভেদেহপ্যভেদেনাধ্যবসানাং । সেরং ভেদে অভেদনিবন্ধনা অতিশয়োক্তির-  
লঙ্কারঃ ॥ ৮১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা**।—গুরুস্বমিতি । হে পার্শ্বতি ! পর্শ্বতরাজ-  
কন্তে ! পর্শ্বতরাজঃ নিজান্নিতম্ভাং গুরুস্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিত্ত্বা আকৃষ্য যজনরূপেণ  
অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকস্বেন স্বয়ি নিদধে নিহিতবান্ । ভরণরূপেণেতি পাঠে যথা  
হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ তথা গুরুস্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ । অতঃ  
কারণান্তে তব গুরুর্বিবিস্তীর্ণশ্চ নিতম্ভপ্রাগ্ভাবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্ভবাগারঃ অশেষাং  
বহুমতীং স্বগয়তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুস্বঞ্চ নয়তি আশ্বশোভয়া বহুমতী-  
শোভাং তিরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

**অনুবাদ**।—হে পার্শ্বতি ! তোমার বিবাহকালে পর্শ্বতরাজ নিজ নিতম্ভ  
হইতে গুরুস্ব ও বিস্তার আকর্ষণ পূর্বক যৌতুকরূপে তোমাকে অর্পণ  
করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত ( তোমার পাদবিক্ষেপকালে ) গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ভ এই  
ধরিত্রীকে ভারাক্রান্ত করে এবং আশ্বশোভা দ্বারা বহুমতীর শোভাকে পরাভূত  
করিয়া থাকে । [ ( ) বন্ধনীস্থিত অংশ লক্ষ্যীধর সম্মত নহে ] ॥ ৮১ ॥

\* কেচিৎ । অপরে—আহবনীরসমীপে যজ্ঞাদৌ পিত্রাদিভির্ভকন্তং তদধ্যাহবনীরকমিতি,  
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ \* কনককদলীকাণ্ডপটলী-  
মুভাভ্যামুরুভ্যামুভয়মপি নির্জিত্য ভবতী । †  
স্বরূতাভ্যাং পত্যো ‡ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিস্থতে,  
বিজিগ্যে § জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তম্বয়মপি § ॥ ৮২ ॥

**লক্ষ্মীশব্দকৃত-টীকা।**—উরু জাহ্ননী চ সঙ্কদেব বর্ণয়তি—  
করীন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ করদণ্ডান্ । শুণ্ডশব্দস্ত পুংলিঙ্গতাংপ্যস্মি ইতি  
রক্ষিতমতম্ । কনককদলীকাণ্ডপটলীং—সুবর্ণরস্তুস্তসংহতিম্ উভাভ্যামুরুভ্যাং  
উভয়ং করিকররস্তুস্তাস্মাকম্ অপি নির্জিত্য বিজিত্য ভবতি । স্বঃ স্বরূতাভ্যাং  
শোভনাভ্যাং বর্ষুলাভ্যাং পত্ন্যাঃ পরমেশ্বরস্ত প্রণতিকঠিনাভ্যাং প্রণতিভিঃ  
কঠিনাভ্যাং প্রণতিদশায়াং ভূমিস্পর্শাদিত্যর্থঃ । গিরিস্থতে ! হিমাজিতনয়ে !  
বিধিজে । বিধিঃ বেদার্থং জানাতীতি বিধিজ্ঞা সর্বজ্ঞেত্যর্থঃ । যথা—বেদার্থামুর্ভাতী ।  
অতএব পত্ন্যর্নয়স্বাক্ষরঃ প্রতিদিনং বৈধ ইতি কৃতঃ ন তু তস্তাধিকাররোধাদিতি  
নশ্ববচনম্ । তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । জাহ্নভ্যাং বিবুধকরিকুস্তম্বয়ং দিগ্দ্গন্তিকুস্তম্বলদ্বিতয়ম্  
অসি ভবসি । [ স্বরূতাভ্যামিত্যস্ত সূচরিতাভ্যামিত্যপ্যর্থো ধ্বনিহেতুরিতি সং ]

অত্রৈখং পদবোজনা—হে বিধিজে ! গিরিস্থতে ! ভবতি ! করীন্দ্রাণাং  
শুণ্ডান্ কনককদলীকাণ্ডপটলীম্ উভাভ্যামুরুভ্যাম্ উভয়মপি নির্জিত্য স্বরূতাভ্যাং  
পত্ন্যাঃ প্রণতিকঠিনাভ্যাং জাহ্নভ্যাং বিবুধকরিকুস্তম্বয়মপি নির্জিত্য অসি বর্ষসে  
সুদ্রসীতি ধাবৎ ।

অত্র ভবচ্ছবোপগেহপি অসীতি মধ্যমপুরুষ এব ভবতি, তস্ত সংবোধনমাত্র-  
পরম্বাৎ । অত্রৈদং তৎসম্—ভবচ্ছবো বিবিধঃ সংবোধ্যপন্নঃ সংবোধনমাত্রপরশ্চেতি ।  
সংবোধ্যপন্নশ্চে ভবচ্ছবস্ত বৃন্দদর্থস্বাভাবাৎ “বৃন্দস্থাপদে” ইত্যাদিনা প্রাপ্ত্যভাবাৎ  
শেষে প্রথমা এব তদ্বোপে । যথা—“হতে জগন্তি ভবতী ভবতী বিভর্তি ভাবান্”  
ইত্যাদৌ । যদা—সংবোধনমাত্রপরম্বং ভবচ্ছবস্ত তদা বৃন্দদর্থস্বাৎ মধ্যমপুরুষঃ  
স্তাদেব । যথা—“ভবতি ভিক্ষাং দেহি” ইত্যাদি । তত্র সংবোধনমাত্রপরম্বেহপি  
ভীপ্প্রত্যয়ঃ সৌরাদৌ ভবতঃ প্রাতিপদিকস্ত পাঠাৎ সিদ্ধঃ । অতএব রক্ষিত  
আহ—“ভবতু প্রাতিপদিকসামর্থ্যাৎ ত্রীলিঙ্গ এব ভবচ্ছবস্ত সংবোধনমাত্রপরম্বম্”  
ইতি । অয়মাম্বয়ঃ—ভবচ্ছবস্ত সর্বনামস্ব ভবতি প্রাতিপদিকগ্রহণাৎ “উপিতচ্চ”

\* ‘শুণ্ডান্’ ইতি ল পাঠঃ

† ‘পত্ন্যাঃ’ ইতি ল পাঠঃ

‡ ‘ভবতি’ ইতি ল পাঠঃ

§ ‘বিধিজে’ ইতি ল পাঠঃ

§ ‘অসি’ ইতি ল পাঠঃ



ইতি ভীপ্ সিদ্ধ এবোত্যত্র গৌরাদৌ পঠিতস্ত ভবচ্ছদস্ত বৈয়র্থাৎ দ্বীষ এব  
সংবোধনমাত্রপরম্মিতি জ্ঞাপয়তীতি ।

নষেবং ব্রহ্মিতেনৈব “যুগ্মদম্বদোঃ দ্বীপুন্নপুংসকেষু তুল্যলিঙ্গং সংবোধনমাত্র  
পরম্মাৎ যুগ্মদম্বদোঃ একদ্বিবহুত্বপরম্মাৎ তু সংবোধ্যলক্ষণরা । ন চ লিঙ্গলক্ষণা,  
আকাঙক্ষাহভাবাৎ” ইত্যুক্তম্ । তদ্বদ্ববচ্ছদস্তাপ্যলিঙ্গম্ প্রাপ্নোতীতি । মৈবং,  
দত্তোক্তরসাদিত্যলমতিবিস্তরেণ । যন্তু “ভামস্মি বহুমি বিহ্বাম্” ইতি শ্লোকম্বাখ্যা-  
নাবগরে কাব্যপ্রকাশিকাটীকাকারেণ ভাস্করেণোক্তং তদমূলমিতি নোপভ্যস্ত দূষিতম্ ।  
অজ্ঞেপমাগকারঃ স্পষ্ট এব ॥ ৮২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—করীজ্ঞাপামিতি । হে গিরিসুতে !  
ভবতী উভাভ্যাম্ উরুভ্যাং করীজ্ঞাপাং শুভাঃ কনককদলীকাণ্ডসমূহক উভয়ম্  
উভাভ্যাম্ উরুভ্যাং নির্জিত্য জাহ্নুভ্যাম্ ঐরাবতকুণ্ডদ্বয়মপি বিজিগ্যে । কিস্তুতাভ্যাং  
জাহ্নুভ্যাম্ ? সুবর্ত্তুলাভ্যাম্ । পুনঃ কীদৃগ্ভ্যাম্ ? পত্ন্যর্হাদেবস্ত প্রণতি-  
কঠিনাভ্যাম্ । উপষমনকালে ক্রীমতা ক্রীমত্যা জাহ্নুনী গৃহেতে ইতি শৃঙ্গারবর্ণনং  
শঙ্কররূপস্ত শঙ্করাচার্য্যস্ত ন দোষায়ৈতি ॥ ৮২ ॥

**অমুবাদ** ।—হে গিরিসুতে ! তুমি উভয় উরু দ্বারা করীজ্ঞদিগের শুভ-  
সমুদয় এবং কনককদলীবৃক্ষ-সমুদায় জয় করত পতির প্রতি প্রণতিনিবন্ধন কঠিন  
ও সুবর্ত্ত জাহ্নুদ্বয় দ্বারা ঐরাবত-কুণ্ডদ্বয়কেও পরাভূত করিয়াছ ॥ ৮২ ॥

পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে,  
নিষর্জৌ তে জজ্ঞে বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃত ।

যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-

নখাগ্রচ্ছদ্যানঃ সুরমু(ম)কুটশাঠৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা** ।—পরাজেতুং তিরস্কর্ত্তং রুদ্রং হরং দ্বিগুণশর-  
গর্ভৌ দ্বিগুণীকৃতাঃ শরাঃ পঞ্চবাণাঃ গর্ভে যয়োক্তৌ । গিরিসুতে । পার্কতি !  
নিষর্জৌ তুগীরৌ তে তব জজ্ঞে জজ্ঞ্বাকাণ্ডৌ বিষমবিশিখঃ পঞ্চবাণঃ বাঢ়ং ক্রবন্  
অকৃত কৃতবান্ যদগ্রে যয়োঃ নিষর্জরোরগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ দশানাং শরাণাং  
দ্বিগুণীতানাং পঞ্চানামিত্যর্থঃ তেবাং ফলাঃ অরোমুখানি পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্যানঃ  
পাদয়োঃ প্রোদয়োঃ যুগলী দ্বিতয়ং তস্তা নখাগ্রাণাং দশানাং ছদ্ব্য ব্যাক্তৌ যেষাং তে  
সুরমকুটশাঠৈকনিশিতাঃ সুরাণাম্ ইন্দ্রাদীনাং মকুটেষেব শাণেষু একং যুখাং  
যন্তী স্তাৎ তথা নিশিতাঃ উভেজিতাঃ ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে গিরিসুতে ! বিষমবিশিখঃ ক্রদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণ-  
শরগর্ভে নিষঙ্গো তে জজ্বে অকৃত বাচম্ । বদগ্রে পাদবৃগলীনথাগ্রচ্ছদানঃ স্রম-  
মকুটশাণৈকনিশিতাঃ দশশরফলা দৃষ্টস্তে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, জজ্বয়োঃ তুণীরতয়া সম্ভাবনাৎ । অপহ্বালঙ্কারঃ,  
নথাগ্রাণাং ফলত্বেনাপহ্বাৎ । অনয়োরস্রুষ্টিঃ, অপৃথক্স্থিত্যা প্রযোজ্যপ্রযোজক-  
তাবাবগতেঃ । বিষমবিশিখো বাচমকৃতেত্যত্র অতিশয়োক্তিফললঙ্কারঃ, গাথারপ-  
ত্রস্রুষ্টিব্যাতিরিক্তত্বেন প্রতীতেঃ । এতচ্চ পূর্বমেব স্পষ্টীকৃতং “কুচো সন্তঃস্থিতঃ” \*  
ইতি শ্লোকব্যাখ্যাবসরে । অলঙ্কারেণ অলঙ্কারধ্বনিরপি, দ্বিগুণশরগর্ভে দশশর-  
ফলা ইতি পদদ্বয়েন পাদাবল্লীনং শরাণাং চ অভেদাধাবসায়প্রতীতেরিত্যলম্ ॥৮৩॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—পরাজেতুমিত্যাदि । হে গিরিসুতে !  
তব জজ্বে বিষমবিশিখঃ কামঃ ক্রদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণশরগর্ভে নিষঙ্গো তুণো  
বাচং দৃঢ়ং যথা স্ত্রাৎ তথা অকৃত কৃতবান্ । কথং জায়তে ইত্যাহ—যয়োরগ্রে  
পাদবৃগলীনথাগ্রচ্ছদানঃ নথব্যাঞ্জন দশশরফলা দশবাণফলাগ্রা দৃষ্টস্তে । কিস্তুতাঃ ?  
স্রমমকুটশাণৈকনিশিতাঃ ইন্দ্রাদীনাম্ মুকুটশাণেনাতিতীক্ষ্ণাঃ । এতেন তব  
জজ্বাদর্শনমাত্রেণ শিবঃ কামেন পরাজিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে পরমতরাজপুত্রি ! নিশ্চয় কলম্প ক্রদ্রকে পরাজয়  
করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জজ্বাদ্বয়কে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ স্রুদ্র  
তুণীরস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এরূপ নিশ্চয়ের কারণ এই যে, তোমার  
চরণযুগলের অগ্রভাগে নথাগ্ররূপ দশটি বাণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে । এই ফলা  
দেবগণের মুকুটশাণে স্রুশাণিত ॥ ৮৩ ॥

ঋতীনাং মূর্ছানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া,

মমাপ্যেতো মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ ।

যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজুটতটিনী,

যয়োঃ কালশ্মীররুণহর-† চূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ঋতীনাং নিগমানাং মূর্ছানঃ শিরাসি বেদান্তা  
ইত্যর্থঃ । দধতি ধারয়ন্তি প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ । তব ভবত্যাঃ যৌ চরণৌ পাদৌ  
শেখরতয়া উত্তমতয়া । যথা—ঋতীনাং ঋতিবধূনাং মূর্ছানঃ ঋতয়ঃ ভগবতীপাদাজন্ম  
উত্তময়ন্তি । যথোক্তম্—ঋতিবাক্যং শক্তিং প্রতি বসিষ্টেন :—

নমো দেবৈ মহালক্ষ্ম্যৈ শ্রীয়ে সিতৈ নমো নমঃ ।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানবেদকৈঃ পুঞ্জিতাঙ্ঘ্রয়ে ॥

বেদকৈরিত্যত্র বেদানাং কৈঃ শিরোভিরিতি ।

নমস্ত্রিপুরসুন্দর্যৈ শিবায়ৈ বিশ্বমুখ্যে ॥ ইত্যাদি ।

এবংস্ততা মহাদেবী শ্রুতিভিঃ প্রীতমানসা ।

প্রাহ তাং প্রতি তাদৃগ্ভিঃ বচোভিরমরেশ্বরী ॥

ইত্যাদি বলিষ্ঠসংহিতায়াম্ । মমাপি এতৌ চরণৌ মাতঃ ! জননি ! শিরসি মূৰ্দ্ধনি দয়য়া রূপয়া রূপাবিষ্টচিত্তেনেত্যর্থঃ ধেহি নিধেহি চরণৌ পাদৌ যয়োঃ চরণয়োঃ সম্বন্ধি পাত্তং পাথঃ পাদনির্গেজনজলম্ । যত্বেপি পাত্তমিত্যুক্তে পাদসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে তথাপি পাত্তমিত্যুক্তে পাদ প্রকালনার্থং পাত্তমিত্যর্থতামাত্রপ্রতীতে । ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানবেদকৈঃ যয়োঃ রিত্যন্তায়ঃ ইতি ন পোনরুক্ত্যম্ । পশুপতিজটাজুটতটিনী পশুপতেঃ শিবস্ত জটাজুটে কপর্দে তটিনী গঙ্গা যয়োঃ চরণয়োঃ লাক্ষালক্ষ্মীঃ লাক্ষারসকান্তিঃ অরুণ-হরিচূড়ামণিরূচিঃ অরুণশাসৌ হরিচূড়ামণিচ কৌস্তভঃ তস্ত রূচিঃ ব্রহ্মিমা ।

অন্বয়মর্থঃ—প্রণয়কোপশাস্তয়ে প্রণতস্ত পশুপতেঃ জটাজুটবর্তিনী গঙ্গা পাদাং-বর্তিনী আসীদিতি গঙ্গায়াঃ পাত্তজলং কথিতম্ । প্রতিদিনং সাংসারাতঃ সেবার্থং নমস্করণস্ত বিষ্ণোঃ মকুটঘটিতকৌস্তভমণেঃ শ্বেতবর্ণস্ত লাক্ষারসপ্রসাদজন্তো-হরুণিমিতি ধ্যেয়ম্ । [ গলশোভিকৌস্তভমিতি স্মরণানুকূটেন কৌস্তভমণিঃ কিম্ব পদ্মরাগঃ । ইতি সং ]

অত্রোৎপন্নপদযোজনা—হে জননি ! তব যৌ চরণৌ শ্রুতীনাং মূৰ্দ্ধানঃ শেখরতয়া দধতি । হে মাতঃ ! এতৌ চরণৌ মমাপি শিরসি দয়য়া ধেহি । যয়োঃ পাত্তং পাথঃ পশুপতিজটাজুটতটিনী যয়োঃ লাক্ষালক্ষ্মীঃ অরুণহরিচূড়ামণিরূচিঃ ।

এতদ্বক্তব্যং ভবতি—ভগবত্যাঃ পাদাঙ্ঘ্রজিতয়স্ত বেদমূৰ্দ্ধানি সদাশিবমূৰ্দ্ধানি বিষ্ণুমূৰ্দ্ধানপি সঙ্কার ইতি মূৰ্দ্ধসঙ্কারস্বাভাব্যমসি । অতো মম মূৰ্দ্ধস্তপি সঙ্করত্ব পাদাঙ্ঘ্রজমিতি প্রার্থনাসামঞ্জস্যমিতি কবেরভিপ্রায়ঃ । যদা—প্রপঞ্চজনয়িত্র্যাঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রপঞ্চাস্তঃপাতিনঃ হর্যিবিরিক্টিপশুপতিবেদান্তাঃ পাদাঙ্ঘ্রং শিরসি ধারয়ন্তি তদ্বির্গেজনজলেণ পবিত্রিতগাত্ৰাঃ উদাহিয়া তত্তদধিকারান্ ভজন্ত ইতি বুধ্যত এবৈতি । অত্র রূপকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্যতানপদকৃতটীকা ।—অন্যতানমিতি । হে মাতঃ ! বৌ তব চরণৌ বেদানাং শিরাসি শেখরতয়া শিরোভূষণেন দধতি বিজ্ঞতি, এতৌ চরণৌ দয়য়া মমাপি শিরসি ধেহি অর্পয় । চরণয়োঃ হিমানমাহ ।—যয়োঃ পাত্তং পাথঃ

পাদনির্গেজনাং জলং পশুপতে: শিবস্ত জটাসমূহস্থা নদী । গঙ্গাব্যাজেন তব পাদ-  
প্রকালনজলং পশুপতিধৃত্তে ইত্যর্থঃ । যয়োল্লাসানন্দীরলক্তকসম্পাৎ অরুণবর্ণা  
শিবচূড়ামণে: কান্তি: । মানিষ্ঠা: শ্রীমত্যাশ্চরণপতিতস্ত শঙ্কোচ্চূড়ামণে: শুদ্ধ-  
ফটিকাভস্ত চক্ৰস্ত লাক্ষাসংযোগাৎ অরুণকান্তিরিতি ভাব: । অরুণহরিচূড়ামণিরিতি  
পঞ্চানন: । তত্র বিনয়পতিতস্ত হরেচ্চূড়ায়: পদ্মরাগমণেরলক্তকসংযোগান্ধ্যস্তরস্ত  
বা অরুণা কান্তিরিতি ভাব: ॥ ৮৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাত: ! শ্রুতিসমূহ তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণ-  
রূপে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া স্বীয় সেই চরণদ্বয় আমার মস্তকে  
অর্পণ কর । ঐ চরণযুগলের পাদোদক ভগবান্ পশুপতির জটাজুটবিহারিণী গঙ্গা,  
( অর্থাৎ পশুপতি তোমার পাদপ্রকালিত জল গঙ্গাব্যাজে শিরে ধারণ করিতেছেন )  
এবং তোমার চরণযুগলের অলক্তকপ্রভায় ভগবান্ চক্ৰশেখরের চূড়ামণি-  
স্বরূপ চক্ৰকলা অরুণবর্ণ হইয়া উঠে । [ ( ) বন্ধনীস্থিত অর্থ পরিত্যাজ্য ।  
লক্ষ্মীধরকৃত অর্থের অনুবাদ—আর ‘চক্ৰশেখরের’ স্থলে ‘নারায়ণের’ হইবে, এবং  
‘চক্ৰকলা’ স্থলে ‘কৌন্তভমণি’ হইবে ) ॥ ৮৪ ॥

হিমানীহস্তব্যং \* হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ †

নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পর- ‡ ভাগে চ বিশদৌ ।

প(ব)রং লক্ষ্মীপাত্রং শ্রিয়মপি সৃজন্তৌ সময়িনাং,

সরোজং ত্বৎপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥৮৫॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—হিমানীহস্তব্যং হিমাত্মা হিমসংহত্যা হস্তব্যং  
নাশরিতব্যং হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ সর্বদা হিমগির্যাবেব বসন্তাবিত্যর্থ: । নিশায়াং  
শর্কর্যাং নিদ্রাণং মুকুলিতং নিশি চরমভাগে চ বিশদৌ প্রসন্নৌ চেতনাশঙ্কে: তত্রৈবোৎ-  
পত্তেয়িতি ভাব: । চকারাৎ দিবাহপি প্রসন্নাবিত্যর্থ: । বরম্ জৈজিতং লক্ষ্মীপাত্রং  
লক্ষ্ম্যা অধিষ্ঠিতমিত্যর্থ: শ্রিয়ং লক্ষ্মীম্ অতিসৃজন্তৌ উৎপাদয়ন্তৌ সময়িনাং স্বভক্তা-  
নাম্ । সময়স্বরূপং “তবধারে মূলে” † ইতি শ্লোকে নিরূপিতম্ । সরোজং কমলং  
কর্ণভূতং ত্বৎপাদৌ জননি ! হে মাত: ! জয়ত: বিজয়েতে চিত্রং আশ্চর্য্যম্ ইহ  
অগ্নিরর্থং কিং ন কিমপীত্যর্থ: ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে জননি ! হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ নিশি চরমভাগে

\* ‘হস্তীদ’ ইতি অচ্যুতপাঠ: ।

† নিবাসৈকচতুরৌ ইতি ল পাঠ: ।

‡ ‘নিশি চরম’ ইতি ল পাঠ: ।

¶ ৪৭ শ্লো: ।

চ বিশদৌ সময়িনাং শ্রিয়মতিশৃঙ্গস্তৌ ত্বংপাদৌ হিমানীহস্তব্যাং নিশায়াং নিদ্রাণং বরং  
লক্ষ্মীপাত্রং সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রং, আধিক্যস্ত স্ফুটস্বাদিত্যর্থঃ ।  
অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুটঃ ॥ ৮৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—হিমানীতি । হে জননি ! তব পাদৌ  
কর্তা সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রম্ । চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনে তদেব  
জ্ঞপয়তি । হিমানী ইদং সরোজং হস্তি । তব পাদৌ পুনঃ হিমগিরিতটাক্রান্তেন  
পর্যটনে মনোহরৌ । কমলং নিশায়াং নিদ্রাণম্ । তব পাদৌ নিশি চ পরভাগে  
চ রাত্রৌ দিবসে চ বিশদৌ স্বচ্ছন্দরাগৌ । কমলং পরং কেবলং লক্ষ্ম্যাঃ স্থানম্ । তব  
পাদৌ সময়িনাং সম্বন্ধে লক্ষ্মীং শৃঙ্গস্তৌ হিমানীহস্তব্যাম্ ইতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র  
হিমাশ্চা নাশ্রমিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তোমার চরণসরোজদ্বয় যে কমলকে পরাজয়  
করিবে, তদ্বিষয় আর বিচিত্র কি ? কারণ, কমল হিমানী দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া  
থাকে, কিন্তু তোমার চরণকমলদ্বয় হিমগিরি-শিখরে হিমানীর উপর পর্যটনে  
( অভ্যস্ত ) অতীব সুকুমার । কমল নিশাকালে মুদিত থাকে, কিন্তু তোমার চরণ-  
কমল দিবারাত্র সকল সময়েই স্বচ্ছন্দরাগযুক্ত । কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাস-  
স্থান, কিন্তু তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন ।  
সুতরাং সর্বাংশেই হীন কমল যে স্বদীয় চরণকমলের নিকট পরাজিত হইবে,  
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ৮৯ ॥

নমোবাচং \* ক্রমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-

স্তবাস্মৈ দ্বন্দ্বায় স্ফুটরুচিরসালঙ্ককবতে ।

অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে,

পশুনামীশানঃ প্রমদবনককোম্পিতরবে ॥ ৮৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—নমোবাকং নম ইতি বাক্যম্ । নমোবাক-  
শব্দো নিপাতনাং সাধুঃ । ক্রমঃ বদামঃ নমস্কৃষ্য ইত্যর্থঃ । নয়নরমণীয়ায় নেত্রয়োঃ  
শ্রিয়করায় পদয়োঃ চরণয়োঃ তব অস্মৈ পরিশৃঙ্খমানায় দ্বন্দ্বায় যুগ্মায় স্ফুটরুচি-  
রসালঙ্ককবতে স্ফুটরুচয়ে স্ফুরৎপ্রভায় রসালঙ্ককবতে সার্ভালঙ্ককার বিশেষণসমাসঃ ।  
অসূয়তি ঈর্ষ্যতি অত্যন্তং নিতরাং যদভিহননায় বেন পদযুগ্মেন অভিহননং তাড়নং

তন্মৈ অভিহননং ন সহত ইত্যর্থঃ । অশোকশ্চরণাহতিবাস্তবপুঙ্গু ইতি দোহদ-  
কৌতুকে । স্পৃহয়তে স্পৃহাং কুর্কতে পশুনামীশানঃ পশুপতিঃ প্রমদবনকঙ্কেলিত-  
রবে প্রমদবনম্ উত্তানবনং তত্র কঙ্কেলিতকরণশোকঃ তন্মৈ । ‘অস্পৃহতি’ ‘স্পৃহয়তে’  
উভয়ত্র “ক্রুধক্রুহ” ইত্যাদিনা “স্পৃহেরীপ্তিতঃ” ইত্যনেন চ সংপ্রদানে চতুর্থী ।

অত্রৈখং পদযোজন্য—হে ভগবতি ! তব নয়নরমণীয়ায় স্মৃটরুচিরগালক্কবতে  
পদয়োঃনৈমৈ হৃদ্যায় নমোবাকং ক্রমঃ পশুনামীশানঃ বদভিহননায় স্পৃহয়তে প্রমদবন-  
কঙ্কেলিতরবে অত্যন্তম্ অস্পৃহতি ॥

প্রণয়কলহসময়ে অনুগ্রহাখ্যা পাদাঘাতো ন কস্তাপি সংভাব্যত ইতি অচেতন-  
বস্তনোহপি কঙ্কেলিতরোঃ কথং স্তাদিতি তত্রৈবাস্পৃহা নাত্ত্বেন্দিতি ভাবঃ । অনেনা-  
ত্যন্তং পাতিব্রতায় পার্শ্বত্যাঃ প্রতিপাদিতম্ । এতাদৃশং পাতিব্রতায় লক্ষ্মীসম্বদতো-  
নাস্তীতি স্বত্ত্বতে ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ পশুপতেরীর্ষায়াঃ অসংবদ্ধেহপি সম্বন্ধকথনাদভেদাধা-  
বসায়প্রতীতেচ ॥ ৮৬ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—নমোবাচমিত্যাदि । অস্পৃহ তব চরণয়ো-  
র্হৃদ্যায় নমোবাচং ক্রমঃ নমস্করোমি । কথং ভূতায় ? নয়নরমণীয়ায় বাস্তবকাস্তিত্রবীভূতা-  
লঙ্ককযুক্তায় । যত্র চরণদ্বন্দ্বস্ত অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাহুতে প্রমদবনস্ত  
কঙ্কেলিতরবে অশোকবৃক্ষায় পশুনামীশানঃ শিবঃ অত্যন্তং অস্পৃহতি স্বেষ্ট । অগ্নিন্  
কঠিনম্ভটি অশোকবৃক্ষঃ অতিকোমলপাদয়োর্কির্কেপাং কদাচিদ্বাখা জায়ত ইতি  
ভাবঃ । অশোকবৃক্ষোপরি পদাঘাতে ক্লৃতে সতি কামিনীনাং কামো বর্ধতে । তথা  
চ কামশাস্ত্রে—“পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ” ইত্যাদি ।  
অতএব কালিদাসঃ,—“রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরস্তত্র কান্তঃ, প্রেতাসন্নৌ  
কুকবকবৃত্তেঈধবীমণ্ডপস্ত । একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাবী, কাঙ্ক্ষত্যন্তো  
বদনমদিরয়া দোহদচ্ছন্নাস্তাঃ ॥” নমো বা কিং ক্রম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ ॥ ৮৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মাতঃ ! প্রমদবনস্থিত অশোকবৃক্ষ তোমার চরণদ্বয়লগ্ন  
প্রহারগাতে ইচ্ছুক হওগাতে ভগবান্ পশুপতি ( কঠিন বৃক্ষে পদদ্বয় বিক্ষেপ করিলে  
পাছে ঐ কোমল-পদতলে ব্যথা হয়, এই আশঙ্কায় ) একান্ত অস্পৃহাপ্রবশ হয়েন,  
যাহা ত্রবীভূত অলঙ্করসে কমলীয় কাস্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা নতশিরা হইয়া  
সেই নয়নরমণীয় চরণদ্বয়লগ্নে প্রণিপাত করিতেছি । [ ( ) বন্ধনৌ মধ্যস্থিত ভাব  
লক্ষ্মীধরসমত নহে ] ॥ ৮৬ ॥

মৃষা কৃষ্ণা গোত্রাখলনমথ বৈলক্ষ্যনমিতং,  
 ললাটে ভর্তারং চরণযুগলং \* তাড়য়তি তে ।  
 চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা,  
 তুলাকোটিকাগৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণা ॥৮৭॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—মৃষা অকস্মাদেব কৃষ্ণা গোত্রস্ত্রা খলনং নাম  
 নারিকায়ামমুরাগং প্রকটয়তন্তংসমীপ এব প্রমাদাৎ নারিকাস্তরাবিষ্টচিত্তস্ত্র তন্মো-  
 চ্চারণম্ । অথ গোত্রাখলনানস্তরং বৈলক্ষ্যনমিতং বৈলক্ষ্যেণ ইতিকর্তব্যাতামৌঢ্যেন  
 নমিতম্ । অত্র নমিতমিতি বৈলক্ষ্যপ্রাধাত্যাং বৈলক্ষ্যেণৈব নমিতঃ ন তু স্বয়ং  
 বৈলক্ষ্যান্নমিতঃ । অত্যাৎকৃষ্টং বৈলক্ষ্যমাসীদिति নমিতশব্দং প্রযুজ্যানস্ত্র ভাবঃ ।  
 ললাটে নিটিলপ্রদেশে ভর্তারং পশুপতিং চরণকমলে পাদাষুজে তাড়য়তি স্রতি সতি  
 চরণকমলেন ভর্তৃললাটং তাড়িতবত্যাং ভবত্যা মিতার্থঃ । ললাটতাড়নং ভর্তৃ-  
 পর্যাষ্টং গচ্ছতীতি ভর্তারং তাড়য়তীত্যুক্তিরাঙ্গসীতি এতাদৃশপ্রয়োগাঃ মহাকবি-  
 প্রয়োগাং সহদয়জ্জদয়াহ্লাদকাঃ । তে তব চিরাৎ চিরকালমমুন্মূলিতম্ অন্তঃশল্যং  
 হৃদয়শল্যং বৈরমিতার্থঃ । দহনকৃতং নয়নাগ্নিনা প্লোষণকৃতং উন্মূলিতবতা তুলাকোটি-  
 কাগৈঃ তুলা নুপুরং তস্ত্র কোটয়ঃ অগ্রাণি । তৈরন্তর্গতা মণয়ঃ ক্ষুদ্রবণ্টাদয়ঃ  
 লক্ষ্যন্তে । তেষাং কাগৈঃ শিজ্জিতৈঃ কিলিকিলিতম্ । কিলিকিলেত্যাহু করণং  
 বিজয়িনঃ সুপ্রসিদ্ধম্ । কিলিকিলিরিব কৃত ইত্যর্থঃ । ঈশানরিপুণা মম্মথেন ।  
 মম্মথস্ত্র ঈশানং প্রতি রিপুস্ত্র তদা সিদ্ধমিতি ভাবঃ ।

**অত্রৈত্বং পদযোজন।**—হে ভগবতি ! মৃষা গোত্রাখলনং কৃষ্ণা অথ বৈলক্ষ্যনমিতং  
 ভর্তারং তে চরণকমলে ললাটে তাড়য়তি সতি ঈশানরিপুণা চিরাৎ দহনকৃতম্  
 অন্তঃশল্যং উন্মূলিতবতা তুলাকোটিকাগৈঃ কিলিকিলিতম্ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, তুলাকোটিকাগানাং কিলিকিলিতধ্বনিধ্বনাধাবসানাৎ  
 ভেদে অভেদনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ ॥ ৮৭ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—মৃষা ইতি । গোত্রাখলনং মৃষা কৃষ্ণা  
 কুলধর্ম্মাখলনং ন ভবেদिति কৃষ্ণা তব চরণযুগলং ভর্তারং ললাটে তাড়য়তি । “গোত্রং  
 নান্নি কুলে ক্ষেত্রে ইতি ধরণিঃ ।” ভর্তারং কিস্তৃতম্ ? বৈলক্ষ্যনমিতং বিশেষচ্ছ-  
 তয়া নমিতং লক্ষ্যাদোধুমম্ । “বৈলক্ষ্যং ছলিসম্মতম্” ইতি ধরণিঃ । অথ  
 এতন্নিষেব ঈশানরিপুণা কামেন তুলাকোটিকাগৈঃ নুপুরশব্দচ্ছলেন কিলিকিলিতং

চীৎকারিতম্। কিন্তুতেন কামেন ? চিরাৎ দহনকৃতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যম্  
উন্মূলিতবতা উৎখাতম্বতা। অতএব অত্য়পি অশ্বদেবীয়া-বিবাহদিবসে বরাগমন-  
মাশ্রয়ে ছদ্মনা কস্তামানীয় লগাটে চরণপ্রহারং কারয়িষ্য। গৃহাভ্যন্তরং নয়েদিতি  
দেশাচারঃ ॥ ৮৭ ॥

**অনুবাদ।**—ভগবান্ পশুপতি ( ব্রহ্ম করিবাব্ অভিপ্রায়ে ) অন্ত কোন  
রমণীয় নাম উচ্চারণ পূৰ্ব্বক তোমাকে আহ্বান করিয়া লক্ষ্যায় অধোবদন ও  
অপ্রতিত হওয়াতে যখন তুমি কুপিতা হইয়া তাঁহার লগাটে পদাঘাত করিয়াছিলে,  
তৎকালে তোমার নূপুরধ্বনি হইয়াছিল ; সেই নূপুরধ্বনি শ্রবণে অন্তর্মিত হইল  
যে, হরবৈরী মদন পূৰ্বে হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চির-নিহিত  
যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মূলিত হইয়া গেল বলিয়া যেন সে উচ্চৈঃস্বরে  
আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। [ ( ) বন্ধনী স্থানে ‘সহসা’ অর্থ লক্ষ্মীধর-  
সম্বত ] ॥ ৮৭ ॥

পদন্তে কাস্তীনাং \* প্রপদমপদং দেবি বিপদাং,  
কথং নীতং সত্তিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্।  
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা,  
তদাদায় † শস্ত্রং দৃশ(য)দি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—পদং স্থানং তে তব কীৰ্ত্তীনাং যশসাং প্রপদং  
পাদাগ্রম্ অপদম্ অস্থানং দেবি ! স্তোতনশীলে ! ভগবতি ! বিপদাম্ আপদাং  
কথং কথংকারং নীতং প্রাপিতং সত্তিঃ কবীন্দ্রেঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কঠিনশ্চ  
কমঠীকর্পরশ্চ কূর্মপৃষ্ঠকপালশ্চ তুলাং কথং বা কথংকৃত্বা বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাম্  
উপযমনকালে বিবাহসময়ে পুরভিদা সদাশিবেন যৎ পদম্ আদায় গৃহীষ্য। শস্ত্রং ক্ষিপ্তং  
দৃশদি উপলম্ব্যভূতা শিলা দৃশং উপলং হরিদ্রাদিভ্রবাস্ত্র পেষণিকা শিলা। তদা-  
ধারভূতা শিলা দৃশং ! সা বিবাহসময়ে অশ্বস্থাপনাপ্রস্তুতানার্থং পাত্ৰক্ষেণ প্রযুক্তা।  
তস্তাং দৃশদি দয়মানেন দয়াবতা মনসা। দয়াং বিহার্য্যতিমুদ্রলং পাদাভুজং দৃশদি  
কথং স্থাপিতং শঙ্কুনা। অমৃতশ্রুতিনীতিঃ বাখ্যিলাসৈঃ কবীন্দ্ৰাঃ কমঠপৃষ্ঠেন  
তুলাতয়া কথং বর্ণয়ন্তি। এতদ্ব্যস্তয়মুক্তমিত্যর্থঃ।

অত্রৈবং পদযোজনা—হে দেবি ! কীৰ্ত্তীনাং পদং বিপদামপদং তে প্রপদং



সক্তি: কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। দয়মানেন মনসা পুরভিদা উপযমন  
কালে বাহুভ্যাং যদাদায় কথং বা দৃষদি ব্রহ্মতম্।

অজ্ঞানঘয়ালঙ্কারো ধ্বজতে; সদৃশাস্তরনিবেধাৎ অসদৃশস্ত পাদাশুজবস্তনঃ  
স্বয়মেব স্বস্ত তুল্যমিতি প্রতীতে: ॥ ৮৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—পদস্ত ইতি। হে দেবি! তে তব  
প্রপদং পদাগ্রং সক্তি: পণ্ডিতৈ: কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। কুর্শ্বকর্পরা-  
কৃতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং স্ত্রীণাং প্রশস্তত ইতি ভাব:। কিন্তুতম্? কাঙ্ক্ষীনাং পদং  
বিপদাম্ অপদম্ অস্থানম্। কথং বা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াযুক্তেন চেতসা  
পুরভিদা শিবেন তৎপদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি ব্রহ্মতম্ অর্পিতম্। অতিকোমলস্ত  
তব পাদাগ্রস্ত কঠিনোপমানং কঠিনার্ণবমপি ন যুজ্যত ইতি ভাব: ॥ ৮৮ ॥

**অনুবাদ।**—দেবি, তোমার চরণাগ্রভাগ লাবণ্যের (লক্ষ্মীধর মতে  
'কীর্তীর') আকর, ও বিপদ-নিবারক, কবিগণ, কঠিন কমঠপৃষ্ঠের সহিত সেই  
চরণের উপমা দেন কিরূপে? সদয়চিন্তা শিব বিবাহকালে বাহুগুণ দ্বারা ধারণ  
করিয়া তাহা শিলার উপরে স্থাপন করিলেনই বা কিরূপে? অর্থাৎ কুর্শ্বপৃষ্ঠের  
স্তায় চরণপৃষ্ঠ হইলে, তাহা সৌভাগ্যসূচক, কবিগণ তদনুসারে, রমণীচরণপৃষ্ঠের  
বর্ণনায় কুর্শ্বপৃষ্ঠের তুলনা দেন, কিন্তু কুর্শ্বপৃষ্ঠ লাবণ্যহীন ও কঠিন, তোমার চরণের  
তুলনা তাহাতে হইতে পারে না। কুশস্তিকার সময়ে নববধূকে বরণ ধারণ করিয়া  
শিলাতে আরোহণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু তোমার ঐ কোমল, চরণকে কঙ্কণাময়  
শিব কেমন করিয়া কঠিন শিলায় স্থাপন করিলেন, ইহাতে তাঁহার দয়ায় আঘাত  
লাগিল না! ॥ ৮৮ ॥

নথৈর্নাকস্ট্রীণাং কল্পকমলসঙ্কোচশশিভি-

স্তরুণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ।

ফলানি স্বস্বেভ্য: \* কিশলয়করাগ্রেণ দদতাম্,

ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহায় দদতো ॥ ৮৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—নথৈ: নথরৈ: নাকস্ট্রীণাং স্ত্রীদ্বন্দ্বনানাং  
শচ্যাদীনাং কল্পকমলসঙ্কোচশশিভি: কল্পা এব কমলানি ভেবাং সঙ্কোচে বুকুলী-  
ভাবে শশিন: চক্ষ্রাস্বকা: পাদদর্শনবেলায়াং নথকাস্তয়: চক্ষ্রকিরণা ইব তৎকরান্  
বুকুলয়ন্তি সাজলিবদ্ধান্ কুবন্তি। তরুণাং বৃক্ষাণাং দিব্যানাং দিবি ভবানাং

‘বার্ষিক্য:’ ইতি অচ্যুতানন্দসম্বত্ত: পাঠ:।

হসতঃ । তরুণাং হসতঃ ইতি কৰ্মণি বধী । হসন্তৌ ইব তে তব চণ্ডি ! ভগবতি ! চরণৌ ফলানি স্বস্থেভ্যাঃ স্বৰ্গস্থেভ্যাঃ অণচ ধনবদ্ভ্যাঃ এব ন তু দরিদ্রেভ্যা ইতি বিশেষণবশাৎ প্রতীয়তে । কিসলয়করাগ্ৰেণ কিসলয়া এব করাঃ তেবাং অগ্রং তেন । দদতাং দিশতাং দরিদ্রেভ্যো দীনেভ্যশ্চ ভদ্রাম্ অমলাং শ্রিয়ম্ লক্ষ্মীম্ অনিশং সৰ্ব্বদা অহায় শীঘ্রং দদতো ।

অয়মর্থঃ—কল্পবৃক্ষাঃ কিসলয়করৈঃ স্বস্থেভ্যাঃ এব আশাহুসারেণ শনৈঃ শনৈঃ ফলং দদতি । তে পাদাশুভ্রং তু স্বস্থেভ্যো দরিদ্রেভ্যশ্চ শীঘ্রং ভদ্রাং শ্রিয়ং দদাতীতি ব্যতিরেকঃ ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে চণ্ডি ! কিসলয়করাগ্ৰেণ স্বস্থেভ্যাঃ এব ফলানি দদতাং দিব্যানাং তরুণাং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়ম্ অনিশমক্ষয়ং দদতো তে চবণৌ নাকঙ্কীর্ণাং করকমলসঙ্কোচশশিভিঃ নৈথৈঃ হসত ইব ।

অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুট এব । স চ স্বস্থেভ্যা ইত্যত্র শ্লেষাহুপ্রাণিত ইত্যাহু-  
সঙ্কেয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

**লক্ষ্মীশঙ্করকৃত-টীকা—অস্মানুবাদ ।**—হে চণ্ডিকে, দিব্যতরু অর্থাৎ কল্পবৃক্ষগণ এই পাত্র-রূপ করাগ্র দ্বারা স্বস্থ- ( স্বর্গবাসী, অপার অর্থ, ধনী ) দিগকেই অভীষ্ট প্রদান করেন, আর আপনায় চরণযুগল দরিদ্রদিগকেও সদা-সর্বদা সমৃদ্ধি দান করেন । এ কারণে সুররমণীগণের করকমল যুগ্মে চন্দ্রতুলা নখর কিরণে সেই চরণযুগল যেন দিব্যতরুগণের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতেছেন । তাৎপর্য্য এই, কাব্যে হস্ত শুভ্রবর্ণরূপে বর্ণিত হয় । ভগবতীর চরণ-নখরের কান্তি শুভ্র, উহা কল্পবৃক্ষের প্রতি উপহাসসূচক হস্তেরই বর্ণ । অর্থাৎ সেই চরণ কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—নৈথৈরिति । হে চণ্ডি ! তব চরণৌ দিব্যানাং তরুণাং নৈথৈঃসত ইব । নৈথৈঃ কিঙ্কৃতৈঃ ? দেবতীকরণসম্পূটীকরণ-চন্দ্রেঃ । তরুণাং কীদৃশাম্ ? স্বাধিভ্যাঃ কিসলয়করাগ্ৰেণ ফলানি দদতাম্ । চরণৌ কিঙ্কৃতৌ ? অহায় ঝটিতি অনিশং সততং দরিদ্রেভ্যাঃ শ্রিয়ং দদতো কল্পবৃক্ষাদিপ্যভীষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

**অস্মানুবাদ ।**—হে চণ্ডি ! সুরলোকস্থিত কল্পবৃক্ষসমুদায় কিসলয়রূপ করাগ্র দ্বারা দেবগণকে অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; তোমার এই চরণদ্বয়ও দরিদ্র ভক্তদিগকে সর্বদা অসামান্ত সৌভাগ্যসম্পন্ন প্রদান করে । এই কারণে সুররমণীগণ তোমার যে নখরূপ স্ৰবাস্তুর নিকট করকমল যুক্তি

করিয়া কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান থাকেন, সেই নথ দ্বারা তোমার চরণযুগল কল্প-  
বৃক্ষদিগকেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, তোমার চরণ-  
যুগল কল্পবৃক্ষ হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।  
সুখাংগু-দর্শনে কমল যেমন মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নথসুখাংগু দর্শনমাত্র  
স্বরললনাদিগের কল্পকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং,  
পিবেষ্যং বিদ্যার্থী তব চরণনির্গেজনজলম্ ।

প্রকৃত্য। মূকানামপি চ কবিতাকারণতয়া,

যদা- \* ধত্তে বাণী মুখকমলতাম্বুলরচনাম্ † ॥ ৯০ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—কদা কালে জন্মপ্রভৃত্যবসানপৰ্যন্তে ইতি  
শেষঃ। মাতঃ! জননি! কথয় সম্যগুপদিশ কলিতালক্তকরসং কলিতঃ  
ধৃতঃ অলক্তকরসঃ লাক্ষারসঃ উপদিষ্টো লাক্ষারসঃ যাবকং বা যেন তৎ, জীর্ণাং  
পাদাধরোষ্ঠরঞ্জনার্থম্ অলক্তকজবম্ উপদিহস্বি সৈরিক্কাঃ। পিবেষ্যং প্রার্থনায়ঃ  
লিঙ্। বিদ্যার্থী বিদ্যাঃ অর্থরত ইতি বিদ্যার্থী। যদা—অর্থঃ প্রয়োজনমন্তু অর্থী  
বিদ্যাভিঃ অর্থীতি। অত্র রক্ষিত আহ—অর্থশক্যাম্বলার্থে ইনিপ্রত্যয় ইতি। অতএব  
“ভেনার্থবান্ লোভপরাধ্বুধেন” ইতি কালিদাসেন মতুবেব প্রযুক্তঃ। মাঘে  
“নিতান্তমর্থিনঃ” ইতি গিনিরেব। “অর্থী সমর্থো বিদ্বান্” ইত্যাদাবপি গিনিরেব।  
অতএব পূৰ্ব্বব্যাটীথ্যব সমীচীন। তব ভবত্যাঃ চরণনির্গেজনজলং চরণয়োঃ  
পাদয়োঃ নির্গেজনজলং পাত্তোদকং প্রকৃত্য। স্বভাবেন মূকানাম্ অপি বিরোধে  
চকারঃ শঙ্কচ্ছেদে। কবিতাকারণতয়া কবিতায়াঃ হেতুতয়া কদা ধত্তে বাণীমুখ-  
কমলতাম্বুলরচনাতাং বাণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ মুখকমলে বন্তাম্বুল-রসঃ তন্ত ভাবন্তত্যা তাম্।

অয়ং ভাবঃ—ভগবতীপাদারবিন্দনির্গেজনজলং সালক্তকং কবিতাহেতুঃ কবী-  
ধরন্ত বদনে স্থিতং সরস্বতীতাম্বুলরস ইব প্রত্যক্ষং ভাতি। স তু কবীধরঃ পুষ্টাব-  
মাগ্নসরস্বতীবাতাভীতি।

অত্রোৎপাদবোজনা—হে মাতঃ! তব কলিতালক্তকরসং চরণনির্গেজনজলং  
বিদ্যার্থী অহং কদা কালে পিবেষ্যং কথয়। তচ্চ প্রকৃত্য। মূকানাম্ অনেকেমূকানাং  
বক্তৃং শ্রোতুম্ অশিক্ষিতানামপি চ কবিতাকারণতয়া বাণীমুখকমলতাম্বুলরচনাতাং  
কদা ধত্তে।

অত্রেদম্ অমুসক্কেয়ম্—ভগবৎপাদৈঃ অনেডম্কেভাঃ লবুচ্চান্তোত্রধরং হস্তমন্তক-  
সংযোগমহিয়া অবাচি । তন্মহিয়া ভগবতী পাদারবিন্দনির্গেজনজলং তদ্বৎ দত্তবতী ।  
তন্নির্গেজনজলং পুনঃ প্রার্থয়তাচাৰ্য্যঃ । অনেন সামীপামুক্তিক্রমিতা । তদ্বিশেষাভু-  
ত্তরম্ভোকে বিবরিষ্ঠামঃ । চরণনির্গেজনজলমিতি বদতা সগয়িতমেবোক্তং, কোল-  
মতে ভুজগাকারেণৈব দেব্যা অবস্থানাং চরণনির্গেজনজলশাভাবাং সহশ্রকমল এব  
চরণনির্গেজনজলমিতি পূর্বমেব বহুধা প্রপঞ্চিতম্ । অতএব—

সুধাধারাসারৈশ্চরণমুগলাস্তবিগলিতৈঃ

প্রপঞ্চং সিক্তী পুনরতিব্রসায়ামহসঃ ॥ \*

ইতীদমৰ্গঃ সময়মতপ্রতিপাদকম্ ।

অবাণ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধুষ্টবলয়ঃ

স্বমাস্থানং কৃত্বা স্বপিমি কুলকুণ্ডে বিহরিণি ॥ †

ইতীদমৰ্গঃ কোলমতপ্রতিপাদকমিতি বিবেকঃ ।

অত্রোৎপ্রেঞ্চালঙ্কারঃ, চরণনির্গেজনালঙ্করসস্ত সরস্বতীতাম্বুলরসস্বেনাধাব-  
সানাং । সময়িনঃ সাক্ষাৎসরস্বতীস্বরূপস্বেনাধাবসানাচ্চ উৎপ্রেঞ্চাতিশয়োক্ত্যোঃ  
সঙ্করঃ ॥ ২০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—মাতঃ ! বিদ্যার্থী আমি  
জীবনের কোন্ সময়ে আপনার অলঙ্করসমিশ্রিত চরণামৃত পান করিতে সমর্থ  
হইব, বলিয়া দাও । আজন্ম মূক-বধিরেরও কবিত্বসম্পাদন-হেতু বলিয়া ঐ  
চরণামৃত কোনও সময়ে সরস্বতীবদনকমলে তাম্বুলরস সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে ।  
অর্থাৎ অলঙ্করসমিশ্রিত ভবদীয় চরণামৃতপানে বিদ্যার্থী ভক্ত, কোনও সময়ে  
তাম্বুল-রসসঞ্চিত-মুখকমলা সাক্ষাৎ সরস্বতীর ত্রায় বিদ্যা ও কবিত্বের আকর হইয়া  
থাকে ॥ ২০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—কদা কাল ইত্যাদি । হে মাতঃ !  
কদা কালে কস্মিন্ সময়ে তব চরণনির্গেজনজলং চরণোদকং বিদ্যার্থী জ্ঞানার্থী অহং  
পিবয়ং তৎ কথয় ক্রহি । কিভূতম্ ? কলিতঃ ব্যক্তীভূতঃ অলঙ্করসঃ যত্র । যৎ  
পাদোদকং বাণী কর্ত্তী কবিতাকারণতয়া স্বভাবমুকানাং ন তু কারণান্তরমুকানাং  
মুখকমলতাম্বুলরচনাম্ আধত্তে আদধাতি । যৎ পীত্বা স্বভাবমুকোহপি মহাকবি-  
ভবতীতি ভাবঃ । যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বুলরসতামিতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র  
তাম্বুলরসব্যাঞ্জন স্বয়ং বাণী গৃহীতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—যাতঃ ! কবে আমি জ্ঞানার্থী হইয়া অলক্তকরসমিশ্রিত তোমার চরণোদক পান করিব, তাহা বল । এই চরণোদক পান করিলে মুক্ত ব্যক্তিও অপূর্ণ কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্‌দেবী নিজ মুখ-কমলস্থিত তাষূলচ্ছলে ঐ চরণোদক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥

পদন্তাসক্রীড়াপরিচয়মিবালকু \* মনস-

শচরন্তস্তে খেলং † ভবনকলহংসা ন জহতি ।

স্ববিক্ষেপে ‡ শিক্ষাং স্তভগমণিমঞ্জীররণিত-

চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ ॥ ৯১ ॥ §

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—পদন্তাসক্রীড়াপরিচয়ং পদয়োত্তরীষঃ পদন্তাসঃ তস্মিন্ ক্রীড়া বিনোদঃ তন্তু পরিচয়মিব অভ্যাসমিব । ইবশব্দঃ সম্ভাবনাবচনঃ নূনমিত্যর্থঃ । আরকুমনসঃ সংপাদয়িতুকামাঃ স্বলন্তঃ স্বলদগতয়ঃ তে তব খেলং খেলনং বিলাসং সঞ্চায়ং ভবনকলহংসাঃ ভবনে পরিপোষিতাঃ কলহংসাঃ হংসবিশেষাঃ ন জহতি ন পরিত্যজন্তি হৃদহুসরণং ন কদাচিদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ । অতঃ কারণাৎ তেবাং কলহংসানাং শিক্ষাং খেলনশিক্ষাং স্তভগমণিমঞ্জীররণিতচ্ছলাং মণিমঞ্জীরো মণিপ্রধাননুপুরঃ স চাসৌ স্তভগঃ রম্যতয়ঃ, যদ্বা—স্তভগৈঃ মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ যুক্তঃ মঞ্জীরঃ তন্তু মঞ্জীরস্ত রণিতানাং শিক্তিতানাম্ ছলাং ব্যাজাং আচক্ষাণম্ উপনিশং চরণকমলং পাদাষুজং চারুচরিতে ! শোভনমগনে !

অত্রোৎপাদয়োজন—হে চারুচরিতে ! পদন্তাসক্রীড়াপরিচয়ম্ আরকুমনসঃ ভবনকলহংসাঃ স্বলন্তঃ তে খেলং ন জহতি ; অতঃ চরণকমলং স্তভগমণিমঞ্জীর-রণিতচ্ছলাং তেবাং শিক্ষাং আচক্ষাণমিব ।

অত্রোৎপ্রেকালঙ্কারঃ,—মঞ্জীররণিতানাং শিক্ষাবচনাত্মতয়া সম্ভাবনাং । পূর্বার্দ্ধে অতিশয়োক্তিঃ, ভবনকলহংসানাং স্বাভাবিকে পোষকজন্যহুসরণে পদন্তাসক্রীড়া-পরিচয়ার্থেইদম্ অধ্যবসানাং অসংবন্ধে সংবন্ধনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ । উভয়োরঙ্গাক্রি-তাবেন সঙ্করঃ ॥ ৯১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন অন্যানুবাদ ।**—হে চারুগমনে, আপনার গৃহপালিত কলহংসগণ, আপনার চরণবিজ্ঞাসভঙ্গীশিক্ষার আশায় স্থলিতগমনে অহুসরণ করিতে বিরত হইতেছে না, আপনার চরণকমলও উৎকৃষ্ট মণিনুপুর-রণংকার্য্যে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদানেও তৎপর ॥ ৯১ ॥

\* 'মিবারকু' ইতি ল পাঠঃ । † 'অভন্তেবাং' ইতি ল পাঠঃ ।

‡ 'স্বলন্তে খেলং' ইতি ল পাঠঃ । § 'চরিতে' ইতি ল পাঠঃ । § ৯২ ল নু পু ।

**অচ্যুতানন্দ-ত-টীকা।**—পদভাসেত্যাদি। ভবনকলহংসা রাজ-  
হংসা খে আকাশে অলম্ অত্যাধঃ চরন্তোহপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি।  
কিছুতাঃ? পাদবিভাগসরূপকীড়ায়াং পরিচয়ং আশঙ্কুমেন ইব পাদবিভাগসকীড়াং  
জাতুকামা ইব। চরণকমলং কিম্বুতম্? স্ববিক্ষেপে আশ্রয়ানো গমনে স্তম্ভমগ্নিনুপ-  
শব্দচ্ছল্যাং শিক্ষামাচক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিরন্তঃ তব  
পাদানুযায়িনোহপি ভৈদৃক্ লীলাং ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! গৃহস্থিত কলহংসগণ (রাজহংসগণ) আকাশমার্গে  
বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াও পাদবিভাগ-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ  
হয়, তোমার চরণ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। শিক্ষাদান-কৌশলসম্পন্ন  
ঐদীর্ঘ চরণকমলও যেন স্তম্ভনোহর গণিময় নুপূরের শব্দচ্ছলে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে  
পদে পদে পদবিভাগের লাগিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছে ॥ ১১ ॥

অরাল কেশেষু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে,  
শিরীষাভা গাত্রে \* দৃশ্যদিব কঠোরা † কুচতটে।

ভৃশং তবী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে, ‡

জগজ্জাতুং শস্তোজ্জয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ১২ ॥ ৭

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—অরাল বক্রা কেশেষু নাগত্রেতার্থঃ  
প্রকৃতিসরলা প্রকৃত্য স্বভাবেন সরলা লক্ষ্মী মন্দহসিতে মন্দস্বিতে শিরীষাভা শিরীষ-  
কুমুদাভা অভিযুতীত্যর্থঃ। চিত্তে অন্তঃকরণে দৃষত্বপলশোভা দৃশ্যদি যঃ উপলঃ  
শেষণিকা দৃষত্বপল ইতি পূর্বমেবোক্তং তন্ত্বেব শোভা যন্তাঃ সা কুচতটে স্তনতটে  
ভৃশম্ অত্যাধঃ তবী কৃশা মধ্যে বলয়ে পৃথুঃ স্থূল। উরসিজারোহবিষয়ে স্তনবিষয়ে  
নিতম্ববিষয়ে চ। বিষয়শব্দঃ স্থলবাচী। জগৎ প্রপঞ্চঃ ত্রাতুং রক্ষিতুং শস্তোঃ  
সদাশিবস্ত জয়তি অহমেবেতি 'ফুরতী'ত্যর্থঃ। করুণা কৃপাশ্রিত্য কাচিং অনির্বচ্যা  
অরুণা। অরুণাখ্যা শক্তিঃ। যদ্বা—অরুণবর্ণা কাচিং করুণা কৃপা করুণায়াম্  
আরুণ্যারোপাৎ মূর্ত্তা করুণেব ভাতীতি বাক্যার্থঃ। অরুণাখ্যা শক্তিরর্থাদবগত।

অত্রোৎপাদয়োজন—শস্তোঃ কাচিং কেশেষু অরাল মন্দহসিতে প্রকৃতিসরলা  
চিত্তে শিরীষাভা কুচতটে দৃষত্বপলশোভা মধ্যে ভৃশং তবী উরসিজারোহবিষয়ে পৃথুঃ  
অরুণা করুণা জগৎ ত্রাতুং জয়তি।

অত্র কামেব্ব্যাস্যঃ অরুণাকরুণাশব্দভ্যাং নিগীর্ঘাধ্যবসানাং অভিযয়োক্তিঃ ॥ ১২ ॥

\* 'চিত্তে' ইতি ল পাঠঃ।

† 'দৃষত্বপলশোভা' ইতি ল পাঠঃ।

‡ 'পৃথুরসিজারোহবিষয়ে' ইতি ল পাঠঃ।

¶ ১০ ল সু পু।

**সম্মীধনকৃত-টীকাঃ অন্যানুবাদ ।**—কুৎসে বক্রতা, মৃদু-  
হাস্তে স্বাভাবিক সরলতা, মনে অতীব কোমলতা, স্তনমণ্ডলে পেশবী শিলাতুল্য  
সৌন্দর্য্য ( কঠিনতা ), কটিতটে অতি ক্ষীণতা এবং স্তন ও নিভষে স্থলতা—বাহার  
আছে, সদাশিবের অনির্কচনীর করুণারূপ সেই অরুণা, জগত্তর রক্ষার জন্ত  
আত্মবরূপে স্মৃতিত হইতেছেন ॥ ২২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—শ্রীমত্যাঃ সৌন্দর্য্যমুক্তা। রূপস্থানির্ক-  
চনীয়ত্বমাহ অরালা ইতি । শব্দোঃ শিবস্ত কাচিং অনির্কচনীর করুণা রূপারূপা  
অরুণবর্ণা মুর্ত্তিজগত্তাত্ত্ব জগতাং ত্রাণায় জয়তি । বিশেষণানাং বিরোধভাসতয়া  
অনির্কচনীয়ত্বমাহ । কিস্তুতা ? কেশেষু অরালা কুটীলা । মন্দহসিতে সহজসরলা ।  
গাত্রে শিরীষাভা মৃদী । কুচতটে শিলেব কঠোর । মধো অতিশয়ক্ষীণা ।  
বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা । “দারেষাপি গৃহাঃ শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরস্ত্রিয়া”  
ইত্যমরঃ । অত্র কুটিল-সরলয়োর্মৃদু-কঠোরয়োঃ পৃথুক্ষীণরোরেকত্র প্রতিপাদনাং  
বিরোধভাসালঙ্কারঃ । সৰ্ব্বত্র অবয়বভেদেনাবিরোধঃ । অত্র বাগ্ভবকৃৎ কাম-  
রাজমুক্ত্য অরুণবর্ণাং ধ্যায়ৈদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—জননি ! তুমি কেশকলাপে কুটীলা, অথচ মৃদুহাস্ত-বিষয়ে  
সহজসরলা । তুমি শরীরবক্ষেদে শিরীষকুসুমের স্ত্রায় কোমলা অথচ কুচতটভাগে  
শিলার স্ত্রায় কঠিনা । তুমি মধ্যদেশে ক্ষীণতরা অথচ স্থললিত জঘনে পৃথুতরা ।  
এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণারূপিনী অরুণবর্ণা অনির্কচনীর  
ঐদীয়া মূর্ত্তি বিরাজমানা হইতেছে ॥ ২২ ॥

**তাৎপর্য্য ।**—সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, প্রথমতঃ বাগ্ভবকৃৎ ও কামরাজকৃৎ  
উদ্ধৃত করিয়া অরুণবর্ণা ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥

পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্তচ্চরণয়োঃ,

সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা তরলকরণানামস্থলভা ।

তথা ছেতে নীতাঃ শতমথমুখাঃ সিক্কিমতুলাং,

তব দ্বারোপাস্তাস্থিতিভিরগিমাঢ়াভিন্নমরাঃ ॥ ২৩ ॥ \*

**সম্মীধনকৃত-টীকা ।**—পুরারাতেঃ পুরাস্তবস্ত অন্তঃপুরম্ অবরোধঃ  
পট্টমহিবীতি বাবৎ । অসি তবসি ততঃ তস্যাং কার্ণণাং স্তচ্চরণয়োঃ তব পাদয়োঃ

সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা পূজাপ্ৰকাৰঃ তৰলকরণানং চঞ্চলচিত্তানাম্ অনুলভা হুলভা অস্তঃপুৰ-  
 প্রবেশঃ চঞ্চলচিত্তানং নাস্তীতি প্রসিদ্ধম্ । অতো নিশ্চলচিত্তৈস্তে সৌবিদ্যৈঃ  
 প্রবেষ্টব্যমিতি নীতিবাক্যমুদে । নিশ্চলচিত্তৈস্তেব স্নুখাস্তোষিমধ্যস্থিতারাঃ  
 পাদাৰ্জ্জসেবা সময়িভিরেব জ্ঞায়তে নাত্ৰৈরিত্যর্থঃ । তথা হি প্রসিদ্ধো । এতে নীতাঃ  
 শতমথসুখাঃ ইন্দ্রসুখাঃ স্নুগগণাঃ সিদ্ধিং সংসিদ্ধিম্ অতুলাম্ অসদৃশীং তব ভবত্যাঃ  
 দারোপান্তস্থিতিভিঃ দ্বারসমীপে স্থিতয়ো যাসাং তাভিঃ অগ্নিমাণ্ডাভিঃ অগ্নিম-  
 প্রমুখাভিঃ সিদ্ধিভিঃ সহ অমরাঃ নির্জরাঃ ।

অত্ৰেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! পুরারাতেরন্তঃপুরমসি । ততঃস্ফচরণয়োঃ  
 সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা তরলকরণানামনুলভা । তথা হি—এতে শতমথসুখাঃ অমরাঃ তব  
 দারোপান্তস্থিতিভিঃ অগ্নিমাণ্ডাভিঃ সহ অতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ । তথা তব দারো-  
 পান্তমেব অগ্নিমাণ্ডাসিদ্ধয়ঃ সেবস্তে এবমিজ্ঞাদয়োরহিণি । ইয়াস্তে বিশেষঃ অগ্নিমাণ্ড-  
 সিদ্ধীনং দ্বারপালকত্বেন সৰ্ব্বদা তত্র বাসঃ স্বভাবসিদ্ধঃ । ইন্দ্রাদীনং তু তরল-  
 করণত্বং অস্তঃপুরপ্রবেশানর্হত্বং দোবারিকাহুমত্যা দ্বারদেশেহপ্যবস্থানং সিদ্ধিশকার্য  
 ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মীধনরূত-টীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ ।—হে ভগবতি ! আপনি  
 ত্রিপুরারির পট্টমহিষী, আপনার চরণপূজার মৰ্য্যাদালাভ, চপলেজিয় ব্যক্তিগণের  
 হুলভ । তবে ইন্দ্রাদি দেবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার দারোপান্ত-  
 স্থিত ( মুৰ্ত্তিমতী ) অগ্নিমাণ্ডাসিদ্ধির সহিত ঘটিয়াছে । অর্থাৎ আপনার চরণপূজার  
 ফল নহে, দ্বারসেবার ফল । চরণপূজার ফল যুক্তি ॥ ২৩ ॥

অচ্যুতানন্দরূত-টীকা ।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ পূৰ্ণং পীঠদেবতা-  
 দীনং পূজায়া আবশ্যকত্বমাহ পুরা ইতি । পুরারাতোঃ শিবস্ত অস্তঃপুরমসি ত্রিপুর-  
 জয়িনো মহিষী ভবসি, ততঃ কারণং স্ফচরণয়োঃ সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা পূজাপরিপাটী  
 তরলকরণানং চঞ্চলেজিয়াণাম্ অনুলভা হুলভা । তৎ কথমিজ্ঞাদয়ঃ সিদ্ধা ইত্যাহ ।  
 এতে শতমথসুখা ইন্দ্রাণ্য দেবাঃ তব দারোপান্তে স্থিতির্ধাসাং তাভিরগ্নিমাণ্ডাভিরতুলাং  
 সিদ্ধিং নীতাঃ । যদ্বা পুরারাতেক্ষিন্দুরূপস্ত অস্তঃপুরং ত্রিরেখাসি চক্রমধ্যস্থাসি ।  
 তব চরণম্ ইন্দ্রাদীনামপ্যাপোচরম্ । অতএব অজাবরণদেবতাঃ পূজয়েদিতি ভাবঃ ।  
 তব পূজা চঞ্চলেজিয়াণাং অনুলভা হুলভা, কিন্তু ত্রিরেজিয়াণাং চক্রেভেদনসমর্থানাং  
 শুকাদীনং হুলভা ইতি জনিঃ ॥ ২৩ ॥

অম্ভুবাদ ।—জননি ! তুমি ত্রিপুরারি মহেশ্বরের মহিষী ; এই নিমিত্ত  
 চঞ্চলেজিয় জনগণের পক্ষে তোমার বধারীতি পূজাপরিপাটী অতীব হুলভ ।



ইন্দ্রাদি দেবগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তোমার স্বাস্থ্যমীপস্থিত  
অগ্নিমানির উপাসনা দ্বারাই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

**অপন্ন অনুবাদ ।**—জননি ! তুমি শ্রীচক্রে অস্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের  
অন্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাত্মক রেখা ইত্যাদি । বাহাদের ইন্দ্রিয়চাক্ষু দূর হয় নাই,  
তাঁহারা তোমার পূজা করা দূরে থাকুক, তোমার স্বরূপপরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না ।  
মূলাধার প্রভৃতিতে অগ্নাত স্থলমুন্ডির ধ্যান করত প্রত্যাহারবলে চিত্তশৈথল্য ও  
একাগ্রতা হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিব অধিষ্ঠিত ত্বদীয় সূক্ষ্মমুন্ডি প্রত্যক্ষ হইতে  
পারে । ফলতঃ ঘটচক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই যে স্থলরূপী  
ছয় শিব আছেন, তাঁহারা যে যে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন, সেই  
সেই ত্রিকোণমণ্ডলও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে । জননি ! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহে-  
শ্বরের অন্তঃপুর, একান্ত চক্ৰলেক্ষিত ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না । ইহার  
তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপুরবিজয়ী না হইলে তাঁহার পূজার অধিকারী হওয়া সূক্ষ্মভং ।  
যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়চাক্ষু থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্ব ভেদ করিতে পারা যায় না, মণি-  
পুরে ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি । যোগবলে এই  
গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ পুরত্ব ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট  
গমন করিতে পারিলে তাঁহার পূজার অধিকারী হইতে পারে ॥ ৯৩ ॥

গতাস্তে মঞ্চত্বং ক্রহিণহরিরুদ্রেশ্বরসুতরাঃ \*

শিবঃ স্বচ্ছছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ ।

ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া, †

শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোষী কুতুকম্ ॥ ৯৪ ॥

**সংস্কৃত-টীকা ।**—এবং পটমকুটাদিপাদান্তঃ বর্ণয়িত্বা পুনঃ  
স্বরূপং প্রভোতি—

গতাঃ গ্রাণ্থাঃ তে তব মঞ্চত্বং ষট্কারুণং ক্রহিণহরিরুদ্রেশ্বরভূতঃ ক্রহিণো ব্রহ্মা  
হরিবিষ্ণুঃ রুদ্রঃ ঈশ্বরঃ এতে অধিকারিপুরুষাঃ মহেশ্বরতত্ত্বাস্তর্গতাঃ তে চ তে ভূতশ্চ  
কিবস্তোয়ং শব্দঃ বহুবচনান্তঃ । ভূতো ভূতকাঃ বিশেষণসমাসঃ । তেষাং কাম-  
রূপাণাম্ অভ্যস্তসরিকৃষ্ট-সেবার্থং মঞ্চত্বং পাদচতুষ্টয়রূপতা বুধ্যাত এব । শিবঃ শিব-  
শব্দো ব্যাখ্যাতঃ । শিবত্বম্ অধিকারিপুরুষ এব । যদা সদাশিবত্বম্ । স্বচ্ছছায়া-  
ঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ বহু চাসৌ ছায়া সৈব ঘটতঃ কপটপ্রচ্ছদপটঃ শুভ্রকান্তিরেব

বজ্রাঘ্নাহবস্থিতেতার্থঃ । স্বদীয়াণাং ভবৎসবন্ধিনীনাং ভাঙ্গাং কাস্তীনাং প্রতিকলন-  
রাগারূপতয়া প্রতিকলনেন যো রাগঃ রক্তিয়া সংক্রান্তঃ তেনাক্রপো রক্তবর্ণঃ তত  
ভাবস্তয়া শরীরী মূৰ্ত্তঃ শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাত্মো রস ইব । শৃঙ্গাররসঃ রক্তবর্ণ ইতি মহা-  
কবিপ্রসিদ্ধিঃ । ইবশব্দঃ সন্তাবনায়াম্ । দৃশাং ভবদীক্ষণানাং দোষি হৃৎ প্রসূতে  
করোতীতি যাবৎ কুতুকম্ আনন্দম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে মঞ্চৎস্বঃ ক্রহিগহরিক্রদ্রেশ্বরভূতঃ গতাঃ ;  
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ স্বদীয়াণাং ভাঙ্গাং প্রতিকলনরাগারূপতয়া  
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং কুতুকং দোষি ।

অত্রেদম্ অমুসঙ্কেয়ম্—আধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশুদ্ধাভ্যাজ্ঞাক্রাস্বকং যট-  
চক্রসদনং পৃথিব্যায়িললবায়ুগগনমনস্তস্বাধিষ্ঠানম্ একাদশেশ্বরীস্বাধিষ্ঠানং চ । এবম্  
আভ্যাজ্ঞাক্রান্তে একবিশতিতত্ত্বাত্ত্বাধিষ্ঠিতানি তদাঘ্নাহবস্থিতানি । তত উপরি ময়া-  
শুদ্ধবিজ্ঞানমহেশ্বরসদাশিবাত্মকতত্ত্বচতুষ্টয়ং ব্রহ্মগ্রহ্যানস্তরভাবিচতুর্ধারাত্মকভূত্পুরিত্তিয়া-  
ত্মকঐচ্ছিক্রবারচতুষ্টয়ে স্থিতম্ । প্রাগাদিহারদেশেষু মায়াদীনি চত্বারি তত্বানি ।  
তাভ্যেব মঞ্চস্ত চতুষ্পাদানি । শুদ্ধবিজ্ঞায়াঃ সদাশিবতত্ত্বাভিনিবেশাৎ তচ্ছায়াপত্তিঃ ।  
সহস্রকমলাস্তর্গতশিবঃ সদাশিবাত্মা । অমুরাগবশাৎ শুদ্ধবিজ্ঞায়াঃ সংবলনাং তাদাত্মা  
প্রতীয়তে । সহস্রকমলাস্তর্গতস্ত চতুর্ধারাত্মকস্ত কণিকারূপস্ত ঐচ্ছিক্র মধ্যবর্তি-  
চতুরশ্রাত্মকবৈন্দবাপরপর্যায়সরদাশিবচাত্যস্বধাসিক্কো শিবশক্ত্যোর্মেলনমিতি । অব-  
শিষ্টং সর্বং “স্বধাসিক্কোর্মধ্যে” \* ইতিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্ ।

অত্র তদুপাঙ্গলকারানুপ্রাণিত উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শিবস্তাতিথবলস্ত কামেশ্বরী-  
তত্ত্বকাত্ম্য তাদুপাঙ্গ্য শরীরী শৃঙ্গারো রস ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাদিতি ॥ ৯৪ ॥

লক্ষ্মীশরীরকৃত-তীক্যাঃ অম্যানু-রাসঃ ।—( নিম্নলিখিত ‘অমুবাদ’  
হইতে স্থল অর্থ গ্রহণ করিয়া রহস্তার্থ বুঝিতে হইবে । ) রহস্তার্থ কথা,—সহস্রদল  
কমলের অব্যবহিত নিম্নে আভ্যাজ্ঞেক্রের উর্দ্ধভাগে, ঐচ্ছিক্রবার চতুষ্টয়ে ময়া, শুদ্ধ-বিজ্ঞা,  
মহেশ্বর ও সদাশিব এই তত্ত্বচতুষ্টয় পর্য্যাপাদরূপে অবস্থিত, সহস্রদলকমলস্থ  
শিব—পর্য্যাক্ত শব্দ্যার আন্তরগবত্ব । তাহাতে শিবশক্তির মেলন হইয়া থাকে ।  
৮ম শ্লোকে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবৃতি আছে ॥ ৯৪ ॥

অচ্যুতানন্দ-তীক্যাঃ ।—ঐমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি । ব্রহ্ম-  
বিক্রমদ্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চৎস্বঃ গতাঃ । তৎ কৃতঃ সদাশিব ইত্যাহ—শিবঃ  
সদাশিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্মলকান্তিবৃক্ষহ্রদ-প্রচ্ছদপটঃ সন্

বিগ্রহবান্ শৃঙ্গায়ো রস ইব দৃশ্যং চক্ষুৰ্বাং কৃত্ত্বকং দোষি প্রপূরয়তি । শৃঙ্গাররসস্ত  
রজৌগুণপ্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্ । সদাশিবঃ শুক্লত্বং কথং সাক্ষ্যপামিত্যাহ,—ঐদীয়ানাং  
ভাসাং প্রতিবিম্বলাভেন অরুণতয়া । এতেন সদাশিবস্তাপি ন শৃঙ্গারকৰ্তৃত্বং পরম-  
শিবকান্ত্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর এই দেব-চতুষ্টয়  
তোমার সিংহাসনের পাদদ্বন্দ্বরূপ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন । অনন্তর  
সিংহাসনোপরি পরশিব শয়ান থাকিতে অহুমিত হইতেছে যে, তাঁহার শুক্লকটিক-  
সদৃশ নির্মল কান্তি দ্বারা সুবিমল প্রচ্ছদপট ( আন্তরণবস্ত্র ) প্রস্তুত হইয়াছে । ঐ  
পরশিবের উপরিভাগে ঐদীয় শরীরকান্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহা অরুণবর্ণ  
হইয়াছে ; সুতরাং তদ্বর্ণনে সাক্ষ্যং শৃঙ্গাররস বলিয়া দর্শকদিগের মনে কোতূহল  
জন্মিতেছে ॥ ৯৪ ॥

কলঙ্কঃ কন্তুরী রজনিকরবিষ্মং জলময়ং,

কলাভিঃ কপূরৈশ্মরকতকরুণং নিবিড়িতম্ ।

অতস্তদ্বোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং,

বিধিভূয়ো ভূয়ো নিবিড়য়তি নুনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥

**লক্ষ্মীশঙ্করকৃত-টীকা ।**—কলঙ্কঃ লালনং কন্তুরী যুগনাভিঃ রজনিকর-  
বিষ্মং চন্দ্রবিষ্মং জলময়ম্ । স্বার্থে ময়ট্ । পরীরমিত্যর্থঃ । কলাভিঃ কলাস্বকৈঃ  
কপূরৈঃ সহ মরকতকরুণং মরকতমণিনা রচিতম্ । মরকতশব্দো বর্ণব্যত্যয়েন  
মকরশব্দাচ্চৎপন্নঃ মকরাৎ মকরতঃ । মকরবস্ত্রাজ্জাতং মরকতমিতি ভোজরাজঃ ।  
করুণং নিবিড়িতম্ অন্তঃফুরিতম্ । অতঃ স্বভোগেন তব দেব্যাঃ উপভোগেনান্ন-  
ভবেন কন্তুরীপন্নীরকপূরণাম্ অল্পভবেন প্রতিদিনং দিনে দিনে ইদং পরিদৃশ্যমান-  
মিন্দুমণ্ডলং রিক্তকুহরং শূন্তাত্মং বিধিঃ ব্রহ্মা ভূয়োভূয়ঃ প্রতিদিনং নিবিড়য়তি  
পূরয়তি নুনং তব কৃতে তুভ্যমিত্যর্থঃ ।

অর্থে কৃতে চ তাদর্থো নিপাতদ্বয়মীরিতম্ ।

ইতি কৃতেশব্দস্তাদর্থো নিপাতভিঃ । তদ্বোগে ষষ্ঠ্যেব ।

অত্রোৎপাদয়োজনা—হে ভগবতি ! কলঙ্কঃ কন্তুরী রজনিকরবিষ্মং জলময়ং  
কলাভিঃ কপূরৈঃ নিবিড়িতং মরকতকরুণম্ । অতঃ ইদং প্রতিদিনং স্বভোগেন  
রিক্তকুহরং বিধিঃ ভূয়োভূয়ঃ তব কৃতে নিবিড়য়তি নুনম্ ।

অজ্ঞাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, মরকতকরুণাভেন চন্দ্রমণ্ডলভাষ্যকানাৎ । বধা—

অপরূপালঙ্কারঃ, অয়ং কলঙ্কো ন ভবতি, অপি তু কন্তুরী ; ইদং রজনিকরবিধং ন ভবতি কিন্তু বহিঃপ্রতিকলিতমন্তর্গতং পন্নীরং ; ইমাঃ কলাঃ ন ভবন্তি অপি তু কর্পূররজঃ ; ইদমিশুমণ্ডলম্ অন্তঃস্থিতদ্রব্যপ্রতিকলনবশাৎ পীতবর্ণং প্রতীয়তে বস্ত্ততস্ত্বং খেতবর্ণমেবেত্যাত্তবস্থাপরূপমালায়াঃ প্রতীতেঃ । উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; প্রতিপদাদিদিনেষু বুদ্ধিক্রয়বতঃ চন্দ্রমসঃ কন্তুর্যাদিদ্রব্যাব্যয়প্রচয়াভ্যাম্ ঈষদ্বিক্রান্ত-সংপূর্ণত্বয়োঃ সম্ভাবনাৎ । অতঃ অনয়োরমুষ্টিঃ অঙ্গাদ্বিভাবেন পৃথক্স্থিত্যা অব-স্থানাৎ ॥ ২৫ ॥ \*

**সম্বলিত-তীকানুবাদ**।—দৃশ্যমান চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্ক—বাস্তব নহে, উহা কন্তুরী ( যুগনাভি ), চন্দ্র পন্নীর, কলাসমূহ কর্পূর,—মরকতপাত্রে সজ্জিত হওয়াতে চন্দ্রমণ্ডলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । হে ভগবতি, আপনি ঐ সকল বস্ত্ত ভোগ করেন বলিয়া প্রতিদিন ( কলঙ্কপক্ষে ) তাহার ক্ষয় হয়, বিধাতা তাহা আবার ( শুক্লপক্ষে ) আপনারই জন্ত পূর্ণ করেন । (এতদ্বাধ্যো চন্দ্রকলাবিজ্ঞানসাধনার সঙ্কেত আছে ) ॥ ২৫ ॥

**অচ্যুতানন্দ-তীকা**।—ক্রীমত্যাঃ পূজায়াং পাত্রাদিকং নিরূপয়তি কলঙ্ক ইতি । জলবজ্জলং চন্দ্ররশ্মিঃ পীযুষমিতি যাবৎ । জলময়ং পীযুষপূর্ণং রজনিকরবিধং চন্দ্রমণ্ডলং কলাভিঃ কর্পূরৈর্নিবিড়িতং চন্দ্রকলারূপকর্পূরৈঃ পূরিতং মরকতকরণং প্রতিদিনম্ ইত্যস্মাভিলক্ষ্যত ইত্যাহম্ । শরচ্চন্দ্রস্ত শুক্লবর্ণতয়া মরকতমণেঃ কলঙ্কবর্ণত্বাৎ উৎপ্রেক্ষ্যতে । কলঙ্কঃ কন্তুরী যত্র । তথা চ সৌগন্ধার্থং পূজাপাত্রাণি কন্তুর্যাদিভিঃ সংক্রিয়তে । অতঃ কারণাৎ স্বভোগেন আত্মভোগার্থং ক্রীমত্যা নিরূপিতং রিক্তকুহরং শূন্যগর্ভম্ ইদং মরকতকরণং নুনং নিশ্চিতং তব ক্রুতে যুগ্মদর্শং বিধিত্বৈয়ো ভূয়ঃ পূরয়তি । তথা চোক্তায়াং,—“ব্রহ্মরুদ্ধাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্ । কলাসারেণ সম্পূজ্য তর্পয়েত্তেন খেচরীমিতি” ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ**।—বিশ্বজননি ! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্ত চন্দ্রমণ্ডলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতেছেন । এই পাত্রে রশ্মিপূঞ্জই অমৃতস্বরূপ ও কলঙ্কই সুগন্ধিদ্রব্য কন্তুরীস্বরূপ । ইহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে । মাতঃ ! তোমার ভোগ দ্বারা এই পাত্র যেমন শূন্যগর্ভ হয়, বিধাতা অমনই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃতপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

**তাৎপর্য**।—চন্দ্রমণ্ডল মরকতমণিময় পাত্রের দ্বারা স্বভাবতঃ শ্রাবণ ;

কিন্তু উহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড এবং রশ্মিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয়; পরন্তু কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মরকতমণির দ্বারা শ্রীমবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকে। উক্তাচার্য্যে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোদেশে যে চন্দ্রময় উক্তম অমৃতপাত্র আছে, তাহার কলা দ্বারা বিশ্বজননীর পূজা করিয়া ঐ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে ॥ ৯৫ ॥

স্বদেহোদ্ধৃত্তাভিষ্ণু গিভিরগিমাঢ়াভিরভিতো,

নিষেব্যং \* নিত্যে স্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ ।

কিমাশ্চর্য্যং তন্ত ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো,

মহাসংবর্ত্তায়িক্সিরচয়তি নীরাজনবিধিম্ ॥ ৯৬ ॥

**সঙ্গীতব্রহ্মকৃত-টীকা।**—স্বদেহোদ্ধৃত্তাভিঃ স্বস্তাঃ দেহঃ স্বদেহঃ তন্মা-  
 দুদ্ধৃত্তাভিঃ । অত্র দেহশব্দঃ দেহাবয়ব চরণং লক্ষয়তি । স্বগিভিঃ সমৃদ্ধিঃ ।  
 সমৃদ্ধানাং চরণোদ্ভবসমৃদ্ধং প্রাক্ । অগিমাঢ়াভিঃ অগিমাগরিমেত্যাদিভিঃ অষ্ট-  
 সিদ্ধিভিঃ অভিভতঃ আবরণস্থেন অবস্থিতাভিঃ বৃদ্ধামিতি শেষঃ । নিষেব্যো !  
 সংসেব্যো ! নিত্যো ! আন্তস্তরহিতে ! স্বাম্ এতাদৃশীম্ অহমিতি অহম্ভাবনয়া  
 সদা সর্বকালং ভাবয়তি ধ্যানং কৰোতি যঃ সাধকঃ । কিমাশ্চর্য্যং নাস্ত্যাশ্চর্য্যম্ তন্ত  
 সাধকস্ত ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং ত্রীণি নয়নানি মার্গাঃ প্রাপকাঃ স্বর্ঘ্যচন্দ্রাধিরূপাঃ স্বস্ত  
 দর্শনায়েতি স ত্রিনয়নঃ । যথা—ইড়াপিঙ্গলাস্বস্থ্রামার্গাঃ ত্রয়ঃ তদ্বর্ণনে উপায়া  
 ইতি ত্রিনয়নঃ সদাশিবঃ । যথা ত্রীণি নয়নানি চক্ষুর্বা যন্ত সং ত্রিনয়নঃ । স্মৃভ্নাদিষ্টাৎ  
 পশ্যতাবঃ । তন্ত সমৃদ্ধিম্ ঐশ্বর্য্যং তৃণয়তঃ তৃণীকুর্বতঃ মহাসংবর্ত্তায়িঃ প্রলয়-  
 কালানিঃ বিরচয়তে কৰোতি । নীরাজনবিধিঃ নীরাজনাঙ্কুঠানম্ । তন্ত নীরাজন-  
 ক্রিয়াসমবস্থিতঃ প্রলয়াদিরপীত্যর্থঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে নিত্যো ! নিষেব্যো ! স্বদেহোদ্ধৃত্তাভিঃ স্বগিভিঃ  
 অগিমাঢ়াভিঃ অভিভতোহবস্থিতাভিঃ পরিবৃত্তাং স্বাং যং সাধকঃ অহমিতি সদা  
 ভাবয়তি, ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ তন্ত মহাসংবর্ত্তায়িঃ নীরাজনবিধিঃ বিরচয়তীত্যত্র  
 কিমাশ্চর্য্যম্ ।

অয়ং ভাবঃ—অহমিতি ভাবনয়া তাদাত্ম্যসিদ্ধৌ ভগবত্যাঃ তন্নীরাজনবিধিরা-  
 শ্চর্য্যকরো ন ভবতীতি ॥ ৯৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা-বিশ্বানুবাদ ।**—হে নিত্য, নিষেব্যে, আপনার চরণোদ্ভূত কিরণস্বরূপ অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি-পরিবৃত্ত। আপনাকে যে সাধক ‘অহং’ভাবে সদা ধ্যান করে, শিবের ঐশ্বর্য্যেও তৃণ-জ্ঞানযুক্ত সেই ব্যক্তি (কালে তোমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে) প্রলয়কালের অনলে যে নীরাঞ্জিত হইবে, তাহার আর আশ্রয় কি ॥ ১৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—স্বদেহ ইতি। হে নিত্য! হে নিত্য-স্বরূপে! স্বদেহোদ্ভূত তাড়িঃ স্বশরীরজাতাভির্ঘৃণিভিঃ অগ্নিমাদ্ভাভিঃ সিদ্ধিভিরভিতো নিষেবাং স্বাং অহমিতি যঃ সদা ভাবয়তি সোহহংভাবেন যঃ সদা উপাস্তে, ত্রিনয়ন-সমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিং তৃণীকুর্ততন্তস্ত মহাসংবর্তীঘর্ষহাপ্রলয়ান্নিনীরা-জনবিধিং নির্মলজনবিধিং বিরচয়তীতি কিমাশ্রয়াম্। স এব সদাশিব ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিত্য! “স্বীয় দেহসম্বৃত রশ্মিবৎস্বরূপ অগ্নিমাদি আবরণ-দেবতা কর্তৃক যিনি সেবিতা হইয়াছেন, আমি সেই ভগবতী ত্রিগুণাত্মনারী,” এইরূপ সোহহংভাবে যিনি তোমাকে সর্বদা চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্ট-বিভূতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব-সংহারক মহাপ্রলয়ান্নিও তাঁহার নীরাজনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাতে আর আশ্রয় কি? অর্থাৎ সেই সাধক চিরতরে শিবরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ,

শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ।

মহাদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে,

কুচাত্যামাসঙ্গঃ কুরু(র)বকতরোরপ্যাত্মলভঃ ॥ ১৭ ॥

।—কশ্মলাং ত্রায়ত ইতি কলত্রম্। কশ্মলাং নরকং মধ্যবর্ণলোপঃ পৃথোদরাদিস্বাং সাধুঃ। কলত্রং কশ্মলাং ত্রায়ত ইতি রক্ষিতঃ। বৈধাত্রং বিধাতৃসম্বন্ধি। বিধাতৃশব্দস্ত “ভক্তোদম্” ইতি টিপি কৃতে সম্বন্ধমাত্রাপরস্মৈ তদ্বিশেষজিজ্ঞাসার্য্যং কলত্রশব্দভাষয় ইতি, বিধাতুঃ কলত্রমিত্যুক্তে সম্বন্ধমাত্রো বিহিতা বধী সম্বন্ধিত্বৈব পর্য্যবস্ততীতি সাক্ষাদবয় ইতি ভাবঃ। অতো নারং প্রয়োগো

দোষাবহঃ । বৈধাত্রঃ কলত্রং সরস্বতীং কতি কতি ভজন্তে সেবন্তে ন কবয়ঃ কে বা কবয়ো ন ভজন্তে সর্কেহপি ভজন্ত ইত্যর্থঃ । শ্রিয়ো দেব্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ । মহাদেবং সদাশিবং হিহা তব ভবত্যাঃ সতি ! পরিত্রতে ! সতীনাং পতিব্রতানাম্ অচরমে ! অগ্রগণ্যে ! কুচাত্যাম্ আসঙ্গঃ আলিঙ্গনং কুরুবক-তরোরপি অশ্ললভঃ শ্ললভো ন ভবতি । কুচালিঙ্গনং দোহদধেনাপি কুরুবক-তরোরচেতনস্তাপি ন সম্ভবতি কিমু বক্তব্যং পুরুষান্তরন্তেতি পাতিব্রত্যাং বাচাম-গোচর ইতি ভাবঃ ।

অত্রেখং পদযোজন্য—হে সতি ! বৈধাত্রঃ কলত্রং কতি কতি কবয়ঃ ন ভজন্তে । শ্রিয়ো দেব্যাঃ কৈরপি ধনৈঃ কো বা পতিঃ ন ভবতি । হে সতীনাম-চরমে ! মহাদেবং হিহা তব কুচাত্যামাসঙ্গঃ কুরুবকতরোরপ্যশ্ললভঃ ।

অয়মর্থঃ—যে মন্ত্রজপাভ্যাদিতসারস্বতাঃ তে সরস্বতীবল্লভা ইতি গীয়ন্তে । যে ধনধাত্রাংগজাদিসমৃদ্ধিমন্তঃ তে লক্ষ্মীপতয়ঃ ইতি গীয়ন্তে । পার্শ্বতীপতিস্ত মহাদেব এবেতি ভবত্যাঃ পাতিব্রত্যমহিমা অবাদ্যনসগোচর ইতি ॥ ৯৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কলত্রমিতি । হে সতি ! সতীনাম-চরমে ! সতীনাং মুখ্যে ! মহাদেবং হিহা তব কুচাত্যামাসঙ্গঃ তবালিঙ্গনং কুরুবকতরোঃ ক্রিষ্টিবৃক্ষস্তাপি দ্রলভঃ কুরুবকো নাম ক্রিষ্টিবৃক্ষবিশেষঃ । তস্তালিঙ্গনে জীবাং কামবৃদ্ধির্ভবতি । তথাচ কামশাস্ত্রে,—কুরুবকতরোরালিঙ্গনাৎ সিদ্ধবার ইতি । মহা-দেবস্ত সর্কীয়কত্যাং শ্রীমত্যাঃ সর্কীধারভূতত্যাং ক্রিয়াব্যভিচারো নাস্তীতি ভাবঃ । তথাচ ভারতে—“ন চক্রাঙ্কা ন পদাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা জনাঃ কচিৎ । লিঙ্গাঙ্কাচ ভগাঙ্কাচ তেন মাহেশ্বরী প্রজা” ইতি । অত্ৰাসাং ক্রিয়াব্যভিচারমাহ—বৈধাত্রঃ কলত্রং কতি কতি কবয়ো ন ভজন্তে অপি তু কাব্যাসামর্থ্যমাত্রেণ বাগীশা ভবন্তি ন তু মূর্খাঃ । শ্রিয়ো দেব্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৈরপি ধনৈর্ধনসম্পর্ক-মাত্রেণ কঃ পতির্ন ভবতি, অপি তু সর্ক এব ধনিনঃ লক্ষ্মীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে সতীগণের অগ্রগণ্যে সতি ! একমাত্র তুমিই মহাদেবকে ছাড়িয়া কুরুবক-বৃক্ষকেও আলিঙ্গন কর না । ব্রহ্মার পত্নী বাগেশ্বরীর ভজনায় বাক্যপতিত্বলাভ কত কত কবির না হইয়াছে ? বীহার কিছু ধনসম্পদ হয়, তিনিই লক্ষ্মীপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন । ( কবিপ্রসিদ্ধি আছে, রমণীর আলিঙ্গনে কুরুবকের পুষ্পোদগম হয় । বৃক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার দোষাবহ না হইলেও—তোমার দ্বারা তাহাও ঘটে না । ) ॥ ৯৭ ॥

গিরামাহুর্দেবীং দ্রুহিগৃহিণীমাগমবিদো,  
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্ ।  
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা,  
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি ॥ ৯৮ ॥ \*

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা** ।—গিরাং বাচাম্ আহঃ কথয়ন্তি দেবীম্ অধি-  
দেবতাং দ্রুহিগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ আগমবিদঃ আগমব্রহ্মবেদিনঃ হরেঃ বিকোঃ  
পত্নীং জায়াং পদ্মাং পদ্মালয়াং হরসহচরীং শত্ৰুপত্নীম্ অদ্রিতনয়াং পার্বতীম্ । তুরীয়া  
চতুর্থী কাহপি অনিবার্চ্যা ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা হুঃখেন অধিগন্তুং শক্যঃ স  
চাসৌ নিঃসীমো মহিমা যন্তাঃ সা দেশতঃ কালতো বস্তুতশাপন্নিস্ছেদ্যেত্যর্থঃ ।  
মহামায়া শুদ্ধবিজ্ঞানস্তরুণং মায়াতত্ত্বং বিশ্বং প্রপঞ্চং ভ্রময়সি বিবর্তয়ন্তীতি বিবর্তঃ  
ব্রহ্মধর্মং মায়ায়ামতিদিশতি । পরব্রহ্মমহিষি পরব্রহ্মণঃ সদাশিবস্ত মহিষি ।  
তথা তু শ্রয়তে—“দ্রীশ তে লক্ষ্মীশ পত্ন্যৌ” † ইতি পুঙ্খমুজ্জ্বলং । দ্রীঃ ভুবনেশ্বরী  
লক্ষ্মীঃ ত্রিবিজ্ঞা উভে ব্রহ্মণস্তে পত্ন্যৌ । অত্র তয়োর্মধ্যে ত্রিবিজ্ঞায়াঃ প্রাধান্যং,  
ত্রিবিজ্ঞায়াং ভুবনেশ্বর্যা অস্তর্ভাবাৎ । ভুবনেশ্বর্যাঃ ন ত্রিবিজ্ঞায়া অস্তর্ভাব ইতি  
চক্রকলাপ্রাধান্যং সৈব মহিবীতি ধ্যেয়ম্ ।

অত্রোৎপাদপদযোজনা—হে পরব্রহ্মমহিষি ! আগমবিদঃ স্বামেব দ্রুহিগৃহিণীং  
গিরাং দেবীমাহঃ ; স্বামেব হরেঃ পত্নীং পদ্মামাহঃ, স্বামেব হরসহচরীম্ অদ্রিতনয়া-  
মাহঃ ; ত্বং তুরীয়া কাহপি দুরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়া সতী বিশ্বং  
ভ্রময়সি ।

অন্বয়মর্থঃ—একামেব ভগবতীং নানা নামাভিঃ গুণন্ত্যাগমবিদঃ পরব্রহ্মমহিষী  
ত্রিবিজ্ঞাপরনামধেয়া চক্রকলা একৈবেতি ॥ ৯৮ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা** । **অস্মীনাংবাদ** ।—হে পরব্রহ্মমহিষি,  
আগমজ্ঞগণ আপনাকেই ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী, বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এবং শিবসীমন্তিনী  
হুর্গা বলিয়া থাকেন, ত্রিবিজ্ঞানারী যে চক্রকলা, তৎস্বরূপা অজ্ঞেয়-অসীম-মহিমশালিনী  
আপনি, অনির্বচনীয় তুরীয়া এবং জগৎপ্রপঞ্চ-বিবর্তের অধিষ্ঠান ॥ ৯৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—গিরামিতি । হে পরব্রহ্মমহিষি !  
আগমবিদো জ্ঞানিনঃ দ্রুহিগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহঃ বিহ্বামধিষ্ঠাত্রী-  
মাহঃ । হরেঃ পত্নীং লক্ষ্মীমাহঃ ধনিরামধিষ্ঠাত্রীম্ । হরসহচরীং হুর্গামাহঃ



জ্ঞানিনামধিষ্ঠাত্রীম্ । হে মহামায়ে ! ত্বং পুনঃস্বরীয়া এতদ্রয়াতিরিক্তা কাপি  
অনির্বচনোয়া । যতো বিশ্বং ভ্রময়সি জগন্মোহয়সি । ত্বং কিম্বৃত্তা ? হ্রদধিগমনিঃসীম-  
মহিমা ত্বজ্জ্যোহপরিমিতঃ মহিমা যন্তাঃ সম্বরজন্তমসামতিরিক্তাসীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

**অনুবাদ** ।—হে পরব্রহ্মমহিষি ! আগমবিদ্বজ্জনগণ ব্রহ্মার পত্নীকে  
বাগ্দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করেন ( ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ; তাঁহারা  
বিষ্ণুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দেশ করেন ( ইনি ধনীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ;  
তাঁহারা বলেন, পর্বত-তনয়া দুর্গা মহেশ্বরের সহচরী ( ইনি জ্ঞানীদিগের  
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) । হে মহামায়ে ! এই শক্তিদ্রয় হইতে অতিরিক্তা গুণত্রয়াতীতা  
চতুর্থা তুমি কে, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি । তোমার  
হ্রদধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না । তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে মোহিত  
করিতেছ ॥ ৯৮ ॥

সমুদ্ভূতস্থূলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং,

কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্যুতিবপুঃ ।

হরস্ত হৃদভ্রাস্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো,

ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ॥ ৯৯ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—সমুদ্ভূত ইতি । হে উমে ! ভবত্যাং  
যে ভক্তাঃ অমীষামিয়ং পরিণতিঃ ফলপরিপাকঃ তদর্শয়ন্মাহ,—মদনঃ কন্দর্পঃ  
হরস্ত মনসি হৃদভ্রাস্তিং জনয়ামাস হ্রাদভেদেন ভজন্ আত্মনি হৃদভ্রাস্তিং জনয়ামাস ।  
মদনঃ কিম্বৃত্তঃ ? কদম্বদ্যুতিবপুঃ কদম্বগুণ্পবদ্যুতিঃ শোভা যন্ত বপুঃ । তৎ  
কিং কৃতবানিত্যাহ । উরো বক্ষঃসমুদ্ভূত-স্থূলস্তনভরং কৃতবান্ প্রৌঢ়ভূতঃ স্থূল-  
স্তনয়োর্ভেদো যত্র । হসিতং চাক্র কৃতবান্ । পূর্বে প্রৌঢ়হাস্তমাসীৎ, তদ্বিহায়  
মনোহরং কৃতবান্ । কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সন্তি, অপি তু সন্ত্যাব ॥ ৯৯ ॥

**অনুবাদ** ।—হে উমে ! মদন তোমাকে কামরাজবিম্বা দ্বারা অভিন্নভাবে  
উপাসনা করাতে তোমারই স্বরূপ লাভ করিয়া, মহাদেবের মনে ভ্রাস্তি জন্মাইয়া  
দিলেন, মহাদেব মদনকেই তোমার স্বরূপ মনে করিলেন । মদনের বক্ষঃস্থলে  
আগনি পরোধরমণ্ডল সমুদ্ভূত হইল ; অষ্টহাস্তের পরিবর্তে অলগিত মধুর হাস্ত  
প্রকাশ পাইল, কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল এবং শরীর

কদম্বপুষ্পের ত্রায় শোভায়ুক্ত হইয়া উঠিল। জননি ! বাহার। তোমার ভক্ত, বাহার। তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সাক্ষ্য-মুক্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯৯ ॥

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্তো বিহরতে,

রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা।

চিরং জীবন্নেব ক্ষয়ি(পি)তপশুপাশব্যতিকরঃ,

পরং ব্রহ্মা-#ভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদুজনবান্ ॥ ১০০ ॥

**লক্ষ্মীশরীর-তীকা।**—প্রকাস্তাং স্ততিম্ উপসংহরন্ বটকমলভেদ-  
সিদ্ধান্তং নির্দেশতি—

সরস্বত্যা ভারত্যা লক্ষ্ম্যা পদ্মালয়য়া বিধিহরিসপত্তঃ—যথাক্রমমিতি শেষঃ—  
সরস্বতীপতিভ্বেন বিধেঃ ব্রহ্মণঃ সপত্তঃ অস্থ্যাস্পদং, লক্ষ্মীপতিভ্বেন হরেঃ অস্থ্য-  
স্পদমিত্যর্থঃ। বিহরতে বিহরমাণঃ রতেঃ কামমহিষ্যাঃ পাতিব্রত্যং পতিব্রতাদ্বর্গং  
পুরুষাস্তরাসম্পর্করূপং শিথিলয়তি, মন্থাধিকারতয়া রতেঃ মন্থখ্যন্তিঃ জনয়ন্  
সন্তোগেচ্ছাং জনয়তীতি ভাবঃ। রম্যেণ অতিসুন্দরেণ বপুষা শরীরেণ, তাদাত্ম্য-  
বুদ্ধোক্তি যাবৎ। এবং সাদাধ্যায়ীঃ কলায়াঃ উপাসকস্ত ঐহিকফলমুক্ত্। আত্মনিক-  
মপ্যাহ—চিরং জীবন্নেব নিত্যজীবনঃ সন্। সাবয়বদ্রব্যস্ত নিত্যত্বং পশুপাশব্যতি-  
করক্ষণগেহত্বকম্। অত্র কেবলব্যতিরেকি অল্পমানং সাধনত্বেন প্রয়োজ্যম্—  
সাবয়বং যৎ ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরং ন ভবতি, তন্নিত্যং ন ভবতি, যথা পশ্বাদি  
ইতি জীবনুক্তিসিদ্ধিঃ। সাবয়বাঃ কপিলাদয়ঃ, মার্কণ্ডেয়াদয়ো নিত্যসিদ্ধাঃ, অন্তঃ  
অবয়ব্যতিরেকি বা ভবতু সাবয়বস্ত নিত্যতয়াঃ সাধনম্। এবং নিত্যজীবনঃ সন্  
ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ ক্ষপিতঃ বিনষ্টঃ পশুপাশয়োঃ ব্যতিকরঃ যন্ত সঃ ক্ষপিতো  
বিনাশিতঃ পশুপাশব্যতিকরো যেন ইতি বা। পশুঃ জীবঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রপঞ্চং  
পশতীতি। যদ্বা—পশ বন্ধনে ইত্যন্বাচ্ছাতোঃ পশুঃ অবিন্ধ্যাবদ্ধো জীবঃ, পাশঃ  
অবিন্ধ্যা। এতচ্চ শ্রুতং—

অদितिঃ পাশং প্রমুখোক্তে তং নমঃ

পশুত্যাঃ পশুপতয়ে করোমি ॥ †

**অন্তার্থঃ**—অদितिঃ আদিত্যমণ্ডলান্তর্গতা বৈষ্ণবী শক্তিঃ। পাশম্ অবিন্ধ্যাকৃতং

বক্ৰং প্রমুখোক্তু প্রকর্ষণেণ অত্যন্তং মোচয়তু । এতৎ নমঃ নমস্কারং পশুভ্যঃ পশু-  
পতয়ে কৰোমি । পশুভ্য ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী । পশুত্বস্ত নিবৃত্তিঃ পশুত্বনিবৃত্তিঃ তদর্থঃ  
পশুত্বনিবৃত্ত্যর্থম্ । অয়মর্থঃ—অদितिঃ পশুপতিনা সদাশিবেন যুক্তা পাশবিমোচনং  
করোত্বিতি । পশুশব্দস্ত জীববাচিৎ তৈত্তিরীয়কে সৌম্যাকাঙে “তেষামমুদ্রাণাম্” \*  
ইত্যমুদ্রাবাকে তেষামমুদ্রাণামিত্যায়ভ্য “তস্মাক্রদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ” ইত্যন্তেন প্রতি-  
পাদিতম্ । অতঃ পশুপাশৌ জীবাবিচ্ছে, তয়োর্বাতিকরঃ সঙ্করঃ, স চ বস্ত্র রূপিতঃ  
সঃ বিদলিতপশুপাশসঙ্করঃ সদাশিবাস্থনাহবস্থিতঃ পরানন্দাভিধাং পরানন্দাভিধা  
অভিধা জ্যোতির্ষস্ত সঃ পরানন্দাধাং জ্যোতীরূপং রসয়তি আশ্বাদয়তি রসং সূখং  
ঋতুজনবান্ ঋতুভুজঃ—তব ভজনং সেবা ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! ঋতুজনবান্ সন্ন্যস্তা লক্ষ্ম্যা বিধিহরি-  
সপত্নঃ সন্ বিহরতে । রম্যেণ বপুষা রতেঃ পাতিত্বত্যাং শিখিলয়তি । রূপিতপশু-  
পাশব্যতিকরঃ চিরং জীবন্তেব পরানন্দাভিধাং রসং রসয়তি ।

অত্রৈদম্ অমুদ্রাণাম্—জীবমুদ্রানাম্ অবিদ্যানিবৃত্তাবপি কুলালচক্রভ্রমণশ্রায়েন  
দেহসঙ্করঃ । যথোক্তং বস্তুভেদে সপ্তত্যাং—

সম্যগ্জ্ঞানাদিগমাক্রান্তাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ ।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধতশরীরঃ ॥

ইতি । অত্র ঋতুজনবানিত্যত্র দ্বিবিধং ভজনং—বটচক্রসেবাশ্রকং ধারণাশ্রকং  
চ । আশ্রকং নিরূপ্যতে—আধার-স্বাধিষ্ঠানে তামিস্রলোকস্থাং নোপাশ্রে । মণিগুরু-  
প্রভৃতিসহস্রকমলপর্বাশ্রকং পঞ্চচক্রাণি পূজ্যানীতি । তত্র মণিগুরুকপূজাপরণাং  
সান্ধিৰূপা মুক্তিঃ । সান্ধিৰূপাং দেব্যাঃ পুরসমীপে পুরাস্তরং নিষ্ঠায় সেবাং কুর্য্যণস্ত  
অবস্থিতিঃ । সংবিকমলপূজারতানাং সালোক্যমুক্তিঃ । সালোক্যং নাম—দেব্যাঃ  
পতনে নিবাসঃ । বিমুক্তিচক্রোপাসকানাং সামীপ্যমুক্তিঃ । সামীপ্যং নাম অঙ্গ-  
সেবকত্বম্ । আশ্রকচক্রোপাসকানাং সাক্ষ্যমুক্তিঃ সাক্ষ্যং নাম সমানরূপত্বম্ ।  
পৃথগ্বেদেহধারিণ্যেভেতি সাযুক্ত্যভেদঃ । এতৎ চতুর্বিধং গৌণং বাহ্যভ্যুপাধিভিঃ  
মাত্রাং মুক্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে । পরং তু সাযুক্ত্যভিধৈব শাশ্বতী মুক্তিঃ  
সহস্রকমলোপাসকানামেবেতি । অতএব পরানন্দাভিধাং রসং ঋতুজনবান্  
রসয়তি ইতি ।

অত্রৈদং মততত্ত্বম্—বটচক্রমলভেদমতে সূখস্বরূপেইব মুক্তিঃ । সূখং তু লৌকিক-  
দৃষ্টান্তেন জীসংভোগাশ্রকমেব । লোকেহপি জীসংযোগনাং পরং সূখং নাশ্চি । এবং

অত্যন্তঃখোচ্ছেদানন্তরং সাব্জাসংসিক্তো শিবশক্তিসম্পূর্নাত্তর্ভাবাৎ তদাশ্চিত্তৈব  
সুস্তিরিতি ।

তদয়মত্র নিরুপঃ—পূর্ক্স মূলধারাদিষট্চক্রাণাং ত্রিকোণাষ্টকোণদশারবিত্তয়মব্র-  
শিবচক্রাশ্চনা তাদাশ্চ্যং প্রতিপাদিতম্ । এতদেব নাদবিশ্বোন্নৈক্যম্ । তথাহি—  
নাদো নাম ঐচক্রম্ । বিন্দুর্নাম ষট্ কমলগহনং বক্ষ্যতে । তয়োন্নৈক্যম্  
নাম—আধারচক্রং চতুর্দলং, তৎকর্ণিকা ত্রিকোণং ; স্বাধিষ্ঠানং ষড়্ দলং তৎকর্ণিকা  
অষ্টকোণাশ্চিকা ; মণিপূরং দশদলং পদ্মং, তৎকর্ণিকা দশকোণাশ্চিকা ;  
অনাহতং দ্বাদশদলং, তৎকর্ণিকা দ্বিতীয়দশকোণাশ্চিকৈব ; বিশুদ্ধিচক্রম্ ষোড়শদলং,  
তৎকর্ণিকা চতুর্দশকোণাশ্চিকা ; এতাবৎপর্য্যন্তঃ শক্তিচক্রেক্যম্ । আঞ্জাচক্রং  
দ্বিদলম্, অষ্টকোণমেকত্র ষোড়শকোণমপরত্রেতি দ্বিধা ভিন্না কণিকা । অয়ং ভাবঃ  
—দ্বিধা ভিন্নং চতুরস্রপ্রকৃতিকং শিবচক্রচতুষ্টয়াশ্চকম্ আধারস্বাধিষ্ঠানাস্চকং চেতি  
প্রপঞ্চিতম্ । বৃত্তত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানান্তে একং বৃত্তং রুদ্রগ্রন্থাশ্চকম্ ; অনাহতান্তে একং  
বিস্মগ্রন্থাশ্চকম্, আঞ্জাচক্রান্তে একং ব্রহ্মগ্রন্থাশ্চকম্ । তত উপরি চতুর্ভারোপেতং  
ভূপূরত্রিতয়ং দ্বারেষু চতুর্ভু সোপানবৃত্তম্ । তচ্চ সহস্রদলকর্ণিকা । তন্ত কমলস্ত  
দলানি সহস্রম্ । বৈন্দবস্থানম্ চতুর্ভারোপেতং কর্ণিকামধ্যে । এবং প্রাসাদস্তায়েন  
ঐচক্রস্ত কমলানাং চৈক্যমগ্নসঙ্কেয়ম্ । এতচ্চ নাদবিশ্বক্যং গুহ্যং গুহ্যতমং  
শিবানুগ্রহাৎ উপদিষ্টম্ ।

অস্মিন্ ষট্চক্রে পঞ্চাশৎকমলদলানামন্তর্ভাবঃ কথিতঃ । চন্দ্রখণ্ডে স্বরাঃ,  
সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শাঃ, অগ্নিখণ্ডে অস্ত্রহাঃ উন্নগণ্ড হকারবর্জিতাঃ, হকারলকারো বৈন্দবে,  
ককারঃ সর্করত্রেতি “সবিত্রীভিঃ” \* ইতি শ্লোকেন প্রাগেব প্রতিপাদিতম্ । মূল-  
ধারাদিদলেষু কলানাম্ অন্তর্ভাবঃ প্রাগেব প্রতিপাদিতঃ । কলানাং তিথ্যাশ্চকং,  
নিত্যানাং কলাশ্চকম্, কলানাং মূলমন্ত্রগতপঞ্চদশাক্ষরাশ্চকং পঞ্চদশাক্ষরাণাং  
ত্রিখণ্ডকং, ত্রিখণ্ডস্ত সোমসূর্য্যানলাশ্চকং, সোমসূর্য্যানলানাং গ্রহিত্রয়াশ্চকং গ্রহিত্রয়স্ত  
মন্ত্রগতহীকারত্রয়াশ্চকং, হীকারস্ত ভুবনেশ্বরীমন্ত্রকং, ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্ত মূলমন্ত্রান্তর্গতকং,  
মূলমন্ত্রস্ত চক্রেণৈক্যং, তচ্চক্রনবকস্ত মূলধারাদিষট্চক্রেষু ব্রহ্মগ্রন্থাদিত্রিকৈহপি  
সহস্রকমলকর্ণিকাদৌ তাদাশ্চ্যম্ । এতদেব কলানাদয়োন্নৈক্যং নাম ।

অয়মত্র নিরুপঃ—নাদেন বিশ্বোন্নৈক্যং, বিন্দুনা কলয়াঃ ঐক্যং, কলয়াশ্চ  
নাদেনৈক্যং, এবং ত্রিতয়ং ; কলয়া বিশ্বোন্নৈক্যং, কলয়া নাদন্তেক্যং ঐবিস্তর্য  
পঞ্চকষ্টৈক্যমিতি ষড়্ বিধশ্চৈক্যসেতি পরমরহস্যং গুরুপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ম্ । এবং

যৌক্তিক্যং ভগবত্যাঃ সপৰ্য্যোতি সম্যগ্ভবণিতম্ । যৌক্তিক্যাহুসন্ধানানন্তরং দশভূজা  
ভগবতী ঐবিত্তা মণিপূরে প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্যমানা সপৰ্য্যয়া সন্নিধেয়েতি ঐক্যমেব  
সপৰ্য্যোতি বদতো মমানয় ইতি বিজ্ঞেয়ম্ ॥

অধুনা বিন্দুস্বরূপং প্রপঞ্চ্যতে—বিন্দুরিতি মূলধারাদিচক্রষট্ কম্ । বিন্দুঃ  
জগদ্বৎপত্তিলয়হেতুঃ শিবস্ত শক্তিবিশেষঃ । স চ এক এব সহস্রকমলাস্তর্গতচতু-  
র্ধারীশ্রীকর্ণিকামধ্যগতচতুষ্কোণাশ্রকঃ শক্তিতত্ত্বম্ । তন্মধ্যগতশিবতত্ত্বং নাদ  
ইত্যাচ্যতে । স চতুর্বিধ ইতি প্রাগেবোক্তম্ । উভয়োঃ শক্তিশিবয়োঃ শম্ভার্থ-  
রূপত্বাৎ কলাশ্রকত্বম্ উভয়সাধারণম্ । অতশ্চ মেলনং নাদবিন্দুকলাতীতমিতি  
সময়ঃ তরহস্তম্ । স চ বিন্দুঃ দশধা ভিত্তিতে—যথোক্তম্—

দশধা ভিত্তিতে বিন্দুঃ এক এব পরাশ্রকঃ ।

চতুর্ধারকমলে ঘোড়াহৃদিষ্ঠানপঙ্কজে ॥

উভয়াকাররূপত্বাৎ ইতরেবাং তদাশ্রিতা ।

ইতি । অস্তার্থঃ—এক এব বিন্দুঃ মূলধারকমলগতচতুর্দলেষু চতুর্ধা, স্বাধিষ্ঠান-  
গতষড়্দলেষু ঘোড়া, এবং দশধা ভিত্তিতে । অয়ং ভাবঃ—মূলধারঃ চতুঃপত্রং  
সরসিজং, স্বাধিষ্ঠানং ষড়্দলং, মণিপূরং দশদলম্, অনাহতং পদ্মং দ্বাদশদলং, বিণ্ডু-  
পদ্মং ঘোড়শদলং, আজ্ঞাচক্রপদ্মং দ্বিদলমিতি সর্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ । অত্র আধারপদ্মস্ত  
দলচতুষ্টিয়ং বিন্দুচতুষ্টিয়াশ্রকম্ । তে চ বিন্দবো মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যাঃ প্রকৃত্যা-  
শ্রকাস্তে জগদ্রস্মিৎসংহেতব ইতি সর্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ । স্বাধিষ্ঠানপদ্মগতষড়্দলানাং  
কামক্ৰোধলোভমোহমদমাৎসর্যাশ্রকাস্তে ষড়্ বিন্দবঃ । অতএব তে সংহৃতিবিন্দব  
ইত্যাছঃ । তদ্বস্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা—“স্বাধিষ্ঠানে সংহারঃ ষড়্ বিন্দুকৃতঃ” ইতি ।  
এবং দশ বিন্দবঃ কমলদ্বয়দলাশ্রকাস্তে । মণিপূরং মূলধারস্বাধিষ্ঠানাস্রকমিতি কৃৎ  
দশদলম্ । অনাহতচক্রে মণিপূরপ্রকৃতিকং দশদলং পূর্বার্জং, কমলদ্বয়প্রকৃতিকং  
দশদলং দ্বাদশদলম্ অনাহতপদ্মম্ । বিণ্ডুপদ্মং তু অনাহতচক্রপ্রকৃতিকং দ্বাদশ-  
দলম্, আধারপ্রকৃতিকং চতুর্দলং, এবং ঘোড়শদলম্ । তথা মণিপূরপ্রকৃতিকং  
দশদলং স্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকং ষড়্দলমিতি ঘোড়শদলম্ । আজ্ঞাচক্রং তু আধার-  
স্বাধিষ্ঠানাস্রকমিতি দ্বিদলম্ । এবং মণিপূরপ্রকৃতিতীর্ন আজ্ঞাভানি চষারি কমলানি  
মূলধারস্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকানি । অতএব মূলধারদিকে উত্তরকমলচতুঃকমলভূতমিতি  
একৈস্তব বিন্দোঃ দশধাত্বং নান্তথেনি সিদ্ধম্ ।

যতপি কোলানাং দ্বিকাহুসন্ধানাং ষট্ কমলাহুসন্ধানফলং সৎপ্রতি, তথাপি  
ষড়্ বৈধিক্যাহুসন্ধানাভাবাৎ কোলমার্গ এবমিতি ন দেব্যা মণিপূরে সান্নিধ্যং, পঞ্চবিধ-

মুক্তিবৃত্ত্য ভাবশ্চ, নাদবিন্দুকলাতীতত্বমপ্যসংভাব্যমেব কোলমতে ইতি । সময়ানাং তু কার্য্যভূতচতুষ্কানুসন্ধানাদেব কারণভূতকমলদ্বয়ানুসন্ধানকলং সৎস্তভ্যোবেতি । অতএব পঞ্চবিধসাম্যসিদ্ধৌ সময়সময়িভাবঃ প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্তে সময়সময়িনোঃ সময়ানাং সেবকানামিতি ভগবৎপাদমততত্ত্বম্ ।

এবং ভজনশকার্থং প্রতিপাদ্য প্রকারান্তরেণ ভজনশকার্থো নিরূপাতে ।—যদ্যহঃ ভগবৎপাদাঃ “ধারণাপরিজ্ঞানান্মুক্তিঃ” ইতি । অন্ত্যর্থঃ—ধারণাঃ ষষ্ট্যন্তরত্ৰিশত-সংখ্যাকাঃ । ধারণা নাম বায়োঃ কমলেশু নাদকলাভ্যাং নিরোধঃ । স চ ষট্-কমলেশু ষোঢ়া সপ্তমে কমলে সময়শকাভিধোন সার্কিং সপ্তবিধঃ । একৈকস্মিন্ কমলে পঞ্চাশদিতি ষষ্ট্যন্তরত্ৰিশতং ধারণাঃ । তশ্চ পৃথক্ নাদবিন্দুকলাভিঃ সার্কিং মেলনপ্রকারৈরনন্তা ধারণা গুরুপদেশবশাদবগন্তব্যাঃ । ধারণানাং ফলম্ আধারাদিচক্রষট্কে যথাক্রমং মতিস্থতিবুদ্ধিপ্রজ্ঞামেধাপ্রতিভাসংবিজ্ঞপং দিঙ্ মাত্রাং দশিতম্ । অধিকং তু সুভগোদয়ে চরণাগমে চ সপ্রপঞ্চং বহুধা প্রতিপাদিতং তত এবাবধারণ্যঃ গ্রন্থবিস্তরভয়াগ্নোপবর্ণিতমিহেতি । অতএব কাসিদাসভগবৎপাদৈঃ কুলসময়মতভেদপ্রতিপাদকশ্লোকেন সকলজননীন্তোদ্রে কথিতম্ । যথা—

চতুস্পত্রাস্তঃ ষড়্দলপুটভগাত্ত্বিবলয়-

ফুরদ্বিহ্মাধ্বদ্বিহ্মাশিনিযুতভ্যাতিলতে ।

ষড়্ভ্রং ভিষ্মা২২দৌ দশদলমথ দ্বাদশদলং

কলাত্রং চ দ্ব্যত্রং গতবতি নমস্তে গিরিসুতে ॥

অন্ত্যর্থঃ—চতুস্পত্রং আধারকমলম্ অত্রঃ অন্তঃস্থিতং অন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ যস্মিন্ তৎ স্বাধিষ্ঠানমিতি বহুব্রীহিঃ, ন তু তৎপুরুষঃ, উত্তরস্ত পূর্ক্স্মিন্নন্তর্ভাবাবোগাৎ । “ষড়্ভ্রং ভিষ্মা২২দৌ” ইত্যুত্তরবাক্যানস্বরাচ্চ বহুব্রীহিরেব । চতুস্পত্রাস্তশ্চ তৎ ষড়্-দলং স্বাধিষ্ঠানং চ চতুস্পত্রাস্তঃ ষড়্দলম্ । তস্ত পুটভগাঃ পুটাস্থকাঃ সম্পুটাস্থকাঃ তৎপ্রকৃতিকা ইতি বাবং, তে চ তে ভগাঃ ত্রিকোণানি । মণিপূরপ্রভৃতি-চতুস্ক্রমস্ত মূলধারপ্রকৃতিকল্পস্তোক্তত্বাৎ তেবাং ত্রিকোণাস্থকত্বম্ । “ত্রিকোণে বৈদ্যবৎ স্লিষ্টং অষ্টারেষ্ঠাদলাশুজম্” ইত্যত্র সম্যক্ত্বনির্নীতম্ । পুটভগানাম্ অন্তঃ মধ্যে ত্রিবলয়ং গ্রন্থিত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানানাহতাজ্ঞাতোন্মু অগ্নিহৃদ্যচন্দ্রাস্থকরুদ্রগ্রহিবিকুগ্রহিব্রহ্মগ্রহি-পর্ধ্যায়শ্চেন স্থিতমিত্যর্থঃ । তত্র ফুরৎ ফুরন্তী । “ত্রিগাঃ পুংবক্তাবিতপুংস্কাদনুন্ত্ সমা-নাধিকল্পণে” ইত্যাদিনা পুংবক্তাঃ । বিদ্যাতঃ সৌদামিন্তাঃ বহুঃ অগ্নেঃ দ্ব্যমণেঃ হৃদ্যস্ত । নিযুতশব্দঃ অগণেয়াং সংখ্যাং লক্ষয়তি । তন্ত্বেবাতা ষষ্ঠাঃ সা, সা চ সা দ্ব্যতি-লতা, নিত্য্য ততিষ্টনী হিরসৌদামিনীতি বাবং । তস্তাঃ সম্বুদ্ধিঃ । আজ্ঞাচক্রান্তে ব্রহ্ম-

গ্রহিভেদনসময়ে বিদ্বাঙ্গিযুতাতা, স্বাধিষ্ঠানান্তে রুদ্রগ্রহিভেদনসময়ে বহিনিযুতাতা, অনাহতচক্রান্তে বিষ্ণুগ্রহিভেদনসময়ে দ্যুমণিনিযুতাতা ইতি বিবেকঃ। ষড়শ্চ মূলধারপৰ্জিতঃ স্বাধিষ্ঠানম্ আদৌ ভিত্ত্বা অথ তদনন্তরং দশদলং মণিপূরং ভিত্ত্বা দ্বাদশদলম্ অনাহতচক্রং ভিত্ত্বা কলাশ্চ বিমুক্তচক্রং ভিত্ত্বা দ্ব্যশ্চ আজ্ঞাচক্রং ভিত্ত্বা গতবতী সহস্রকমলমিতি শেষঃ। হে গিরিসুতে ! তে নমঃ।

অত্র চতুশ্চক্রং মূলধারং স্বাধিষ্ঠানে অন্তর্ভূতং কোলাঃ উপাসত ইতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। সময়িনস্ত স্বাধিষ্ঠানং ভিত্ত্বা মণিপূরং প্রবিষ্টায়াঃ দেব্যাঃ উপাসনং কুর্কন্তীতি সময়মতত্বং চ প্রতিপাদিতম্। অত্রেদমুপহর্যঃ—ষট্‌কমলেষু মনঃষষ্ঠং ভূতপঞ্চকং তাদাশ্রোণাবতিষ্ঠতে। তচ্চ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যাত্মসন্ধানমহিষা ষট্‌কমলাত্মসন্ধানমহিষা পঞ্চবিধসাম্যাত্মসন্ধানমহিষা ষড়্‌বিধৈক্যাত্মসন্ধানমহিষা পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডবদবভাসত ইতি সর্বযোগশাস্ত্ররহস্যম্। অতএব যোগিনা চতুর্বিধৈক্যাত্মসন্ধানং কৰ্ত্তব্যমেব। তথা চ শ্রয়তে—

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং লিঙ্গসূত্রাত্মনোরপি।

স্বাপাব্যাকৃতয়োরৈক্যং ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ॥

অর্থঃ—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। তদনন্তরং লিঙ্গাসূত্রাত্মনোরৈক্যং অবগম্যম্। লিঙ্গাত্মা লিঙ্গশরীরং একাদশেশ্চিন্নিগগণঃ তন্মাত্রাপঞ্চকং বোড়শকং লিঙ্গশরীরম্। সূত্রাত্মা ব্রহ্মাণ্ডাবচ্ছিন্নো বায়ুঃ লিঙ্গশরীরস্ত অর্চিরাতিমার্গপ্রাপকঃ। তয়োরৈক্যসবগম্যম্। স্বাপাব্যাকৃতয়োঃ—স্বাপঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নঃ সাক্ষী প্রোক্তঃ অব্যাকৃতঃ অবিভাশবলিতঃ ব্রহ্ম তয়োরৈক্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীবঃ, পরমাত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপঃ, তয়োরৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। এবং সস্ত্রাদাররহস্যসংক্ষেপঃ। বিস্তরস্ত সূক্তভোদয়ে শারীরকে জ্ঞাতব্যঃ। অস্মিন্ শ্লোকে সৌন্দর্য্যলহর্যাং যাবৎ প্রেমেরজাতং সমস্ত-সিদ্ধাস্তরহস্যম্বেন কৌলসিদ্ধাস্তরহস্যম্বেন চ প্রতিপাদিতমস্মাভিঃ সংক্ষেপতঃ। তৎসর্বং সূক্ষ্মদৃশ্য মহাত্মভিরনুসন্ধেয়মিতি সর্বমনবত্তম্॥ ১০০ ॥

লক্ষ্মীধন-তীকা-: মঙ্গলানুবাদ।—ভগবতি, আপনায় ভজনরত ব্যক্তি বাক্যতিথ (পাণ্ডিত্য, কবিত্ব অথচ সরস্বতীভর্তৃ) লাভ করিয়া ব্রহ্মার অনুয়াপ্ত ও ঐশ্বর্য্য (ঐশ্বর্য্য অথচ লক্ষ্মীপতি) লাভ করিয়া নারায়ণের অনুয়াপ্ত হইয়া বিচরণ করেন, রমণীয় শরীর দ্বারা (সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া) স্নতির পাণ্ডিত্র্য্য শিখিল করিয়া থাকেন, অর্থাৎ রতি তাঁহাকে দেখিয়া মদন-ভ্রমে তাঁহার প্রতি অহরক্তা হইলেন। (ইহা সেই ভজনের ঐহিক ফল) এবং তিনি অবিভাবক জীব ও অবিভার যে সৰ্ব্ব, তাহা অপনীত করিয়া নিত্যদেহে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমানন্দ

আশ্বাদন করিয়া থাকেন। নিত্যদেহ অর্থে হৃদদেহে দীর্ঘজীবন, হৃদদেহাবসানে হৃদগণরীরে নিত্যত্ব। হৃদদেহ যত দিন থাকে, তত দিন তিনি জীবন্ত। পরে তাহার সাষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য বা সাযুজ্য মুক্তিলাভ হয়। সাষ্টি প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তিতে পুনরাবৃত্তি আছে, সাযুজ্যই নিত্য। ভজনার ভেদে এই মুক্তিভেদ হইয়া থাকে। ষট্চক্রই ত্রিচক্ররূপে ধোয়, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। ষট্চক্রভেদ-শিক্ষার্থী সময়চারীর প্রাথমিক সেবা মূল্যধার ও বাধিষ্ঠানে থাকিলেও তাহা প্রকৃত ভজনাস্থান নহে, ঐ দুই চক্র তামিস্র নামে অভিহিত। মণিপূর হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত চারচক্র ত্রিচক্রের যে এক এক অংশ, তন্মধ্যে মণিপূরে ভজনাসিদ্ধির ফল—সাষ্টি মুক্তি, অনাহত চক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সালোক্য, বিত্ত্বিচক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সামীপ্য, আজ্ঞাচক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সাক্ষ্য। সময়চারীর প্রকৃত ভজনাস্থান—সহস্রার কমল, তথায় অবস্থিত চক্রমণ্ডল ও তন্মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরার ভজনার কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। সেই ভজনাসিদ্ধির ফল—সাযুজ্যমুক্তি, তাহা হইতে আর বিচ্যুতি হয় না। শিবশক্তি মিলিত হইয়া যেন একটি কোটা। সাযুজ্যমুক্তিপ्राप्त ব্যক্তি সেই কোটার মধ্যে থাকিয়া অনন্তকাল কেবল পরমানন্দ ভোগ করেন। সাষ্টি-মুক্তি—দেবীনগরসমীপে নগরাস্তর নির্মাণ, তাহাতে বাস ও দেবী-সেবা। সালোক্য—দেবীনগরেই অবস্থিতি পূর্বক দেবী-সেবা। সামীপ্য—দেবীসমীপস্থ পরিজনবৎ সেবানন্দলাভ। সাক্ষ্য—দেবীর তুল্যরূপপ্রাপ্তি পূর্বক পৃথক্ অবস্থিত হইয়া আনন্দলাভ। এই সাষ্টি প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তি গৌণ।

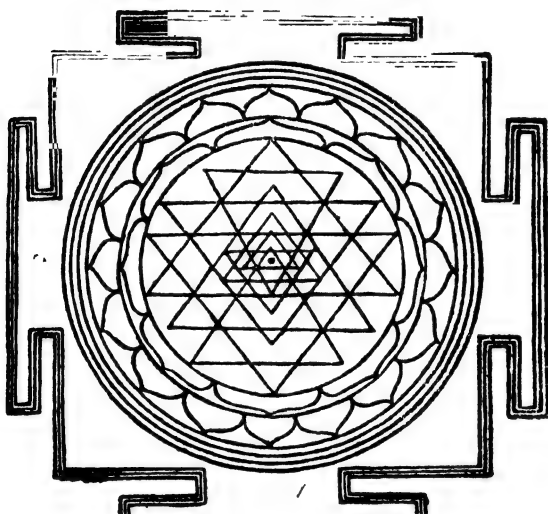
মূল্যধার প্রভৃতি ষট্চক্রকে ত্রিবিভাগরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই তাদাত্ম-ধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য। নাদ ত্রিচক্র (অর্থাৎ ত্রিবিভাগ), বিন্দু ষট্চক্র। ত্রিচক্র ও ষট্চক্রকে অভিন্নভাবে গ্রহণই নাদবিন্দুর ঐক্য। ত্রিচক্রে ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দশকোণময়, চতুর্দশ কোণ, শিবচক্র-চতুষ্টি, বৃক্কত্রয়, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারবৃত্ত ভূপূর-ত্রয়, চতুর্দ্বারে সোপান, এবং চতুর্দ্বারবৃত্ত বৈদ্যব স্থান—এইরূপে ত্রিচক্র রচনা হয়। চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেখ। ষট্চক্রে ত্রিচক্র সম্পাদন করিবার প্রণালী, আধার অর্থাৎ মূল্যধারচক্র চতুর্দল, তাহার কর্ণিকাই ত্রিচক্রের ত্রিকোণ; বাধিষ্ঠান বহুদলপন্ন, তাহার কর্ণিকাই ত্রিচক্রের অষ্টকোণ, মণিপূর দশদলপন্ন, তাহার কর্ণিকা ত্রিচক্রের দশকোণ, অনাহতচক্র দ্বাদশদলপন্ন, তাহার কর্ণিকা ত্রিচক্রের বিত্ত্বিচক্র দশকোণ, বিত্ত্বিচক্র বোদ্ধদলপন্ন, তাহার কর্ণিকা ত্রিচক্রের চতুর্দশ কোণ, শক্তিচক্রের ঐক্য এই পর্যন্ত। আজ্ঞাচক্র বিদলপন্ন, এক দিকে অষ্টকোণ ও



অপর দিকে ষোড়শকোণ—এই বিবিধ কর্ণিকা, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রই শিবচক্র-চতুর্ভুজাখ্যক। পূর্বোক্ত রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থিই ত্রিবৃত্ত,—তদুপরি সহস্রদলকমল, তদীয় কর্ণিকাই ত্রীচক্রের সোপান-যুক্ত চতুর্দ্বারসমন্বিত ভূপুরঞ্জর। আর সেই কর্ণিকামধ্যে ত্রীচক্রের চতুর্দ্বারযুক্ত বৈন্দবস্থান। এই প্রকার ত্রীচক্র ও ষট্চক্রের একাধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য।

সমরাচারী গুরু লক্ষ্মীধরের মতে, কথিত নাদবিন্দুর ঐক্যের আয় আরও পাঁচটি ঐক্য আছে, সেই ষড়্‌বিধ ঐক্য ধারণাই ভগবতীর পূজা। পাঁচটি ঐক্য যথা—বিন্দুর সঙ্কিত কলার ঐক্য, নাদের সহিত কলার ঐক্য, কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য,

ত্রিবিধায়ত্ত্বম্।



কলার সহিত নাদের ঐক্য, এবং ত্রিবিধার সহিত পূর্বোক্ত সমুদয়ের ঐক্য। ষড়্‌বিধ ঐক্যধারণা সিদ্ধ হইলে মণিপুত্রচক্রে দশভূজা ভগবতী ত্রিবিধার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

একশ্রেণে বিন্দু প্রভৃতির স্বরূপ কথিত হইতেছে।—বিন্দু, শিবের শক্তি (মূল প্রকৃতি) এক, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতু, তিনি শিরঃস্থিত সহস্রদলকমল কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত, ধ্যানে তাঁহার আকার চতুর্কোণ, তন্মধ্যে নাদরূপী শিবতত্ত্ব চৈতন্য। উক্ত পরাখ্যক এক বিন্দুই অর্থাৎ মূল প্রকৃতিই দশপ্রকার স্বরূপ ধারণ করেন। তাহাই ষট্চক্র। মূলধারে চতুর্দল চারবিন্দু, সৃষ্টি হেতু—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার

এবং চিত্ত, ( মনের বৃত্তি—সঙ্কল্প-বিকল্প, বুদ্ধির বৃত্তি—নিশ্চয়, অহঙ্কারের বৃত্তি—‘অহং’-বিষয়ক জ্ঞান, চিত্তের বৃত্তি—স্মরণ ) স্বাধিষ্ঠানে ষড়্‌দল ছয় বিন্দু, কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু,—সংহারহেতু এই দশবিন্দু, মণিপুত্রে দশদলরূপে স্থিত ; অনাহতচক্রে দ্বাদশ দলের দশদল—মণিপুত্রের দশ বিন্দু এবং অপর দলদ্বয় মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানস্বরূপ হওয়ায় তাহাও সেই সেই চক্রের দুইটি সমষ্টি বিন্দু ; বিগুহ্বিতচক্রে ষোড়শ-দলের দ্বাদশ বিন্দু অনাহতচক্রের ত্রায় এবং অবশিষ্ট চারবিন্দু মূলাধার চতুর্দলের চারবিন্দু ; আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, তাহা মূলাধার স্বাধিষ্ঠান স্বরূপ ; অতএব মণিপুত্র ইহাতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত চারচক্রের উপাদান বা প্রকৃতি মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান । ( রুদ্রগ্রন্থি—তমোগুণের গ্রন্থি বলিয়া মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান ঃশুঙ্ক, মোহবহুল এই কারণে উপাসনার স্থান নহে । রুদ্রগ্রন্থির উর্দ্ধ চক্র উপাসনার আলম্বন, ইহা সময়চারীর মত, কোলগণ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকেই বিশেষভাবে আলম্বন করিয়া থাকেন ) ।

একই বিন্দুর এইরূপে দশধা ভেদ । কলা পঞ্চাশৎ মাতৃকবর্ণ । ষট্‌চক্রের দুই দুই চক্র অগ্নিখণ্ড, সূর্য্যখণ্ড এবং চন্দ্রখণ্ড নামে উক্ত । সর্ব্বনিম্নে অগ্নিখণ্ড, মধ্যে সূর্য্যখণ্ড, উর্দ্ধে চন্দ্রখণ্ড । এই চন্দ্রখণ্ডে ষোড়শ স্বর, সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শবর্ণ, অগ্নিখণ্ডে অন্তঃস্থ বর্ণ ও হকারবর্জিত উষ্মবর্ণ, বৈশ্বানব স্থানে হকার ও দ্বিতীয় লকার ( এই লকার বাঙ্গালায় ‘ড’ আকারে পরিবর্তিত, শঙ্কশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা দ্বিতীয় লকার, মহারাষ্ট্র নাগরাক্ষরে ইহার আকারভেদও দৃষ্ট হয় ) ক্ষকার সর্ব্বত্র । কলা তিথিস্বরূপ, ত্রিপুরাসুন্দরীর নিত্যানারী অমৃতচরীরা কলাস্বরূপা । মূলমন্ত্র ত্রিকুট,—তাহাতে পঞ্চদশ অক্ষর, কলা সেই সেই অক্ষরস্বরূপা, সেই পঞ্চদশাক্ষর ত্রিখণ্ড ; ত্রিখণ্ড চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ ; সোম সূর্য্য ও অগ্নি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থিস্বরূপ ; উক্ত গ্রন্থিত্রয় মন্ত্রস্থিত মারাবীজত্রয়স্বরূপ, ঐ মারাবীজ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র, উহা ত্রিপুরাসুন্দরী মূলমন্ত্রের অন্তর্গত মূলমন্ত্র, ঐবিশ্ণবস্ত্রের নব চক্রের সহিত অভিন্ন, নব চক্র—দেহস্থ ষট্‌চক্র গ্রন্থিত্রয় এবং সহস্রদল কমলের সহিত অভিন্ন । এইরূপ ক্রমে যে অভেদ বা তাদাত্ম্য ধ্যান, তাহাই কলানাদের ঐক্য । কলাকে প্রথম-আশ্রয় করিয়া সহস্রদলকমলস্থ নাদ পর্য্যন্ত ধ্যানে ঐক্যচিন্তা—কলার সহিত নাদের ঐক্য । আর নাদকে প্রথম আশ্রয় করিয়া অন্তে কলা পর্য্যন্তের যে পূর্ব্বোক্ত-রূপে ঐক্যচিন্তা, তাহাই নাদের সহিত কলার ঐক্য । আরোহ-প্রণালী আশ্রয়ে ঐক্যচিন্তায় ভেদ হেতু বিন্দুর সহিত কলার ঐক্য ও কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য

পৃথকভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কথিত পঞ্চবিধ ঐক্য—ঐক্যবিশ্বাস সহিত ঐক্য-সাধনা হইলে বড়বিধ ঐক্য হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সাম্যসাধনা এবং এই ঐক্যসাধনার কলে দেহ ও বিশ্বের একত্ব জ্ঞান, লিঙ্গশরীর (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্ত্র) ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ বায়ুর একত্ব জ্ঞান, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুবৃত্তাবস্থাপহিত জীব ও জীবন্তের একত্বজ্ঞান ও সর্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার একত্বজ্ঞান—এইরূপ ক্রমে অবৈতজ্ঞান হয়। তাহার ক্রম জ্ঞানাদি গুরুপদেশ ব্যতীত হয় না, এইরূপ কারণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম ॥ ১০০ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—সরস্বত্যা ইতি। বৃত্তজনবান্ বৃত্তকো জনঃ বিধিহরিসপত্নঃ সন্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা সহ বিহরতে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি বৃত্তকং সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থঃ। রম্যোণ বপুৰ্বা আত্মনঃ সৌন্দর্যোণ রতেঃ পাতিব্রতাং শিখিলয়তি। ব্রহ্মাণ্ডে মম পতিঃ স্তম্ভর ইতি রত্যা নির্বন্ধং দূরীকরোতি। ভক্তঃ কিমুতঃ? ক্ষয়িতপগুপাশব্যতিকরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ পাশো যেন স তথা চিরং বহুকালং জীবন্তেব ব্রহ্মাভিখ্যাং রসং রসয়তি আনন্দায়তি জীবন্তুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! যে সাধক ভক্তিপূর্বক তোমার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মা ও বিকুর সপত্ন হইয়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন অর্থাৎ তিনি সরস্বতী এবং লক্ষ্মীরও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা রত্নের পাতিব্রত্যাধর্ম্মও শিথিল করিয়া ফেলেন। ঐদৃশ সাধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞানপাশ উন্মোচন পূর্বক পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১০০ ॥

নিধে নিত্যস্মৈরে নিরবধিগুণে নীতিনিগুণে,

নিরাবাচ্যজ্ঞানে নিয়মপরিচিষ্টৈকনিয়মে।

নিয়ত্যা নিম্মুক্তে নিখিলনিগমাস্তত্ত্বতপদে,

নিরাতঙ্কে নিত্যে নিগময় যমাপি স্তুতিমিমান্ ॥১০১॥ \*

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—নিধে ইতি। নিধীয়েতে অগ্নিঃ বিশ্বমিতি বিশ্বাধারভূতে। নিত্যং প্রতিক্ষণং স্নেহমানন্দহাসঃ বস্তাঃ, হে নিত্যস্মৈরে! নির্গতো-হবধিরিত্য গুণানাং বস্তাঃ। হে নীতৌ নিগুণে! যথোচিতনিগ্রহাহুগ্রহণরে! নিরাবাচ্যমপরিমিতং জ্ঞানং বস্তাঃ, হে নিরাবাচ্যজ্ঞানে! নিগময় যমাপি স্তুতিমিমান্

\* অরং মোকো লক্ষ্মীধরেণ শ্রীশঙ্করাচার্যভগবত্তিরকৃতং গ্রন্থাণ্যোপেক্ষিতঃ।

চিন্তামেকং প্রধানং স্থানং যন্তাঃ । নিয়তিঃ শুভাশুভং কৰ্ম্ম তথা কৰ্ম্মহীনে ! অপৰ্য্যাপ্ত-  
বেদান্তে স্তুতং পদং স্থানং যন্তাঃ, হে নিখিলনিগমাস্তুতপদে ! নিৰ্গতমাতঙ্কং ইদং  
কৰ্ত্তব্যমিদমকৰ্ত্তব্যমিতি চিন্তাচাক্ষুৰ্য্যং যন্তাঃ, হে নিরাতঙ্কে ! হে নিত্যে ! ইমাং  
মমাপি স্তুতিঃ নিগময় বেদবৎ কুরু । যথা বেদ-প্রমাণং তথা কুৰ্ম্মিতার্থঃ ।  
নিশময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তুমি নিখিল জগতের আধারস্বরূপা । তুমি  
প্রতিক্ষণ আনন্দমুক্ত হস্ত করিতেছ । তোমার গুণের সীমা নাই । তুমি  
যথোচিত নিগ্রহানুগ্রহে সৰ্ব্বদা নিরতা । তুমি অপরিমিত জ্ঞানসম্পন্না । তুমি  
যমনিয়মপরায়ণ জনগণের চিন্তে সৰ্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাক । তুমি কৰ্ম্মফলের  
অধীন নহ । নিখিল বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ স্তুয়মান হইয়া থাকে । তুমি  
আতঙ্কহীন। অর্থাৎ কৰ্ত্তব্য অকৰ্ত্তব্য চিন্তায় তুমি চঞ্চলা নহ । হে নিত্যানন্দময়ি !  
মংকৃত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রামাণিক করিয়া দাও ॥ ১০১ ॥

প্রদীপজ্বালাভির্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ,

সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্থ্যরচনা ।

স্বকীরৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং,

ত্বদীয়াভিৰ্বাগুতিস্তব জননি বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥ ১০২ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকা।**—প্রদীপস্ত করদীপিকায়াঃ জ্বালাভিঃ কীলাভিঃ  
দিবসকরস্ত সূর্য্যস্ত নীরাজনবিধিঃ নীরাজনকৃতাম্ । সুধাসূতেঃ চন্দ্রস্ত চন্দ্রোপল-  
জললবৈঃ চন্দ্রোপলানাং চন্দ্রকান্তানাং জললবৈঃ নিষ্যন্তৈঃ অর্থ্যরচনা । স্বকীরৈঃ  
আত্মসম্বন্ধিভিঃ । এতৎ স্বকীরপদং প্রদীপজ্বালাভিরিত্যাদৌ ব্যত্যয়েনাযেতি  
স্বকীর্যভিরিতি । অস্তোভিঃ জলৈঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং সমুজ্জস্ত তৃপ্তিহেতুঃ  
তর্পণবিশেষঃ । ত্বদীয়াভিঃ স্বহৃৎপন্ন্যভিঃ ত্বদীয়াভিঃ বাগুতিঃ স্বংস্বরূপৈঃ বাক্যসম্পদৈঃ  
স্তুতিঃ স্তোত্রং তব ভবত্যাঃ জননি ! মাতঃ ! সবিদ্রীত্যর্থঃ বাচাং বাক্যপ্রপঞ্চস্ত  
স্তুতিরিয়ম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে বাচাং জননি ! যথা স্বকীর্যভিঃ প্রদীপজ্বালাভিঃ  
দিবসকরনীরাজনবিধিঃ, যথা স্বকীরৈশ্চন্দ্রোপলজললবৈঃ সুধাসূতেরর্থ্যরচনা ভবতি,  
যথা স্বকীরৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং ভবতি তথা ত্বদীয়াভিঃ বাগুতিরেব  
তবেয়ং স্তুতিঃ ।

অত্র ইয়ং স্তুতিরিতি বদা পূৰ্ব্বোক্তপ্রদীপজ্বালাদিবাক্যপ্রতিপাদিতার্চনাম্যপরাশ্রয়ঃ

তদা প্রতিবন্তু পমালঙ্কারঃ, উপমানোপমেয়দ্ব্যবস্ত্যপ্রতিবন্তুভাবোদঘাৎ । যদা ইয়ং  
স্তুতিয়িত্তি স্বরূপমাত্রং পরাবৃত্ততে তদা ভিন্নবাক্যেণ বিষপ্রতিবিধাক্ষেপাৎ  
দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ । এবং প্রতিবন্তু পমাদৃষ্টান্তালঙ্কারয়োঃ অধরভেদেন প্রতীয়মানত্বাৎ  
বাক্যদ্বয়শ্রবণাৎ সংসৃষ্টিরেবেতি ধ্যেয়ম্ ।

অগ্নিন্ সৌন্দর্যালঙ্কারীশ্লোকশতকে “সমানীতঃ পদ্মাং” \* ইতি “সমুদ্ভূতস্থলস্তন-  
ভরম্” † ইতি “নিধে নিত্যশ্চরে” ‡ ইতি শ্লোকত্রয়ং বর্ততে । তত্ত্ব ভগবৎ-  
পাদরচিতং ন ভবতি, কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তমিতি ন ব্যাখ্যাতম্ । শ্লোকশতকমেব  
ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১০২ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।**—প্রদীপ ইতি । হে বাচাং জননি !  
ইয়ং স্তুতিস্বদীর্ঘাভির্বাগ্ভির্কিরচিতা নাত্র মম কর্তৃত্বমিতি ভাবঃ । অত্র দৃষ্টান্তমাহ  
প্রদীপেত্যাদি । যথা প্রদীপজ্বালাভির্দ্বিসকরস্ত নিৰ্ম্মলকিরিতিঃ বিশ্বব্যাপকস্তেজসা  
স্বল্পতেজোহুতবিষ্যতীত্যর্থঃ । যথা সুধাসিক্কোচস্ত্রস্ত চস্ত্রোপলস্ত্রকাস্তমণি বিশেষঃ ।  
তন্মানন্দমুতং প্রবতি তদমুতেনাখ্যায়চনা । যথা স্বকৌয়েরন্তোভিঃ সমুদ্রোখিত-  
বারিভিঃ সলিলনিধেঃ সৌহিত্যকরণং শ্রীতিজননমিত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ব্রহ্মাণ্ডজননি ! যিনি স্বীয় তেজঃসমূহ দ্বারা জগন্মণ্ডল  
পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে সামান্ত দীপশিখা দ্বারা নীরাজিত  
করা যেরূপ, সুধালিঙ্গ চস্ত্রের পূজার নিমিত্ত চস্ত্রকাস্তমণি-নিঃসৃত অমৃত-  
বিন্দু দ্বারা অর্ঘ্যরচনা করা যেরূপ এবং সমুদ্র-সলিল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ  
করা যেরূপ, তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্য দ্বারাই  
সেইরূপ তোমার স্তব করিলাম । ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্বই নাই ॥ ১০২ ॥

মঞ্জীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং,

হার্যভিরামকুচমম্বরুহায়তাক্ষম্ ।

লীলাত্মকং হিমমহীধরকন্ডকাখ্যং

জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদোপ্তম্ ॥ ১০৩ ॥ ৭

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।**—মঞ্জীরেত্যাদি । হিমমহীধরকন্ডকা

\* অয়ং “জ্বালা কেশে” ইত্যনন্তরং পঠ্যতে । অচ্যুতানন্দেনাপাঙ্গ্য নোদ্বিষিতঃ ।

† অয়ং “গিরিমাছঃ” ইত্যনন্তরং পঠ্যতে ।

‡ অয়ং “সরস্বত্যা” ইত্যনন্তরং পঠ্যতে ।

¶ অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধরেণ নোদ্বিষিতোৎপি । অত্র ‘দীপদীপ্তম্’ ইত্যত্র ‘বর্ত্তনীড়ে’ ইতি  
পঠঃ সমীচীনঃ ।

আখ্যা যন্ত তং জ্ঞানপ্রদীপং জ্ঞানময়ং দীপম্ অহমীড়ে ইত্যাচ্যমানক্রিয়া ভাবান্তর-  
প্রবিষ্টা। কিন্তু তন্ম? ঈশ্বরদীপদীপ্তম্ ঈশ্বররূপেণ দীপেন বর্ত্তা প্রকাশীভূতম্ ॥১০৩॥

**অনুবাদ।**—যাঁহার পদযুগল মণিময় নুপুরে শোভা পাইতেছে, যাঁহার  
মধ্যদেশ ত্রিবলি দ্বারা বিশোভিত, যাঁহার স্তনতট হারাবলি দ্বারা অপরূপ রূপ  
ধারণ করিয়াছে, যাঁহার নয়নত্রয় বিকসিত কমলদলের স্তায় আয়ত, যিনি লীলা-  
ময়ী, তাদৃশ হিমালয়কন্ডাকারূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্বররূপ বস্তি দ্বারা নিরন্তর  
প্রকাশীভূত রহিয়াছেন, আমি তাঁহার স্তব করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

ইখং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্দেবতাসিদ্ধুনা,  
শ্রীসৌন্দর্য্যসুধানদোস্ততিরিয়ং কুণ্ডা বিচিত্রা গুণৈঃ ।

আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দশশতাবৃত্ত্যা নবৈঃ সাধকৈ-

স্তান্ কুব্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংস্কৃষ্টপাদাম্বুজান্ ॥১০৪॥\*

ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তা ॥

ইতি শ্রীলোলকুলসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকভ্রমরাধিকাবরপ্রদাদসমুন্নতগহাসারস্বতভট্ট-  
লোলপতিগ্রন্থবিবরণকর্তৃশ্রীমহোপাধ্যায়মহাদেবাচার্য্যসমুন্নত সাহিত্যপারিজাতস্বতি-  
কল্পতরুপ্রবন্ধপ্রবন্ধ-লক্ষ্মীধর্য্যার্থচর্চেন ভরতার্ণবপোতাখ্যাসাহিত্যমীমাংসাগ্রন্থদ্বয়প্রণেতৃ-  
বিরিক্টিমিশ্রপঞ্চমেন মীমাংসায়জীবাতুনির্মাতৃপুরুষোত্তমমহোপাধ্যায়প্রনপ্তা প্রাভা-  
করায়তবাহিনীপ্রভাবলীখণ্ডনাথনেকপ্রবন্ধসম্পদ-প্রবর্ত্তকবিবিধবিরুদ্ধপদমহোপাধ্যায়-  
লক্ষণার্থ্যপোস্ত্রেণ নয়বিরেকদীপিকাপ্রবন্ধ-সংবিধাতৃমহোপাধ্যায়বিষয়সার্কভোমুন-  
বাসাথনেকবিরুদ্ধাক্তিত-শ্রীবিখনাথভট্টায়কতনয়েন অধীতদশশতনয়েন পার্কতীগর্ভ-  
শুক্টিমুক্তারত্নেন বহুকৃতকৃতধী চিরত্নেন লোলকুলকলশাশুধিসুধাংগুনা যশঃপ্রাংগুনা  
হরিতগোত্রকল্পশাখিনা আপস্তম্বশাখিনা ষড়্‌দর্শনৌপারদখনা প্রতিপক্ষবৃক্ষবজ্রামাত-  
রিখনা ভ্রমরাধিকাপ্রদাদসমাসাদিতপ্রতিভাবিশেষেণ ভূবি শেষেণ নিখিলযামল-  
তস্মার্নবাবগাহনরুদ্রেণ আশ্রয়ীকৃতগজপতিবীররুদ্রেণ নৌলগিরিসুন্দরচরণাবিন্ধ-  
চক্ষুরীকেণ বাণীমহচরীকেণ সরস্বতীবিলাসাত্তনেকস্মৃতিনিবন্ধন-লক্ষ্মীধর্য্যাত্তনেক-  
সাহিত্যানিবন্ধন-নয়বিরেকভূষণাত্তনেকশুক্টিমুক্তনিবন্ধন-যোগদীপিকাাত্তনেকপাতঞ্জল-মত-  
নিবন্ধন-মহানিবন্ধনাখ্যমানবধর্ম্মশাস্ত্রটীকা-কর্ণাবতংসবর্হাবতংসাাত্তনেক-কাব্যকল্পকেন  
আশ্রিতজনকল্পকেন নিগ্রহানুগ্রহকৌশিকেন শ্রীমহোপাধ্যায়লক্ষ্মীধর-দেশিকেন  
রুতেষ্য লক্ষ্মীধর্য্যাসৌন্দর্য্যলহরীস্তুতিব্যাখ্যা ; অনয়া সম্ভূতা ভবতু ভগবতী ভবানী ।

\* ১০৩।১০৪ স্লোকৌ লক্ষ্মীধরেন ত্যক্তৌ ।

অশ্বদীর্ঘানাং লক্ষ্মীধরীচাৰ্য্যাণাং পঞ্চম্—

বয়মিহ পদবিজ্ঞাং তত্ত্বমাসীক্ককোং বা,  
 যদি পশি বিপথে বা বর্ত্তয়ামঃ স পহাঃ ।  
 উদয়তি দিশি যন্তাং ভাসুমান্ সৈব পূৰ্ণা,  
 ন হি তরণিক্রদীতে দিক্‌পরাধীনবৃত্তিঃ ॥  
 সাযং সম্ফুল্লমল্লী-সুমস্বরভিসুধামাধুরী-সাধুরীতি-  
 প্রেৰ্ণং পুষ্কায়ুপুষ্কায়ুরদমরসরিষীচিবাচালবাচঃ ।  
 লোলমল্লীলক্ষ্মণাখ্যো গুণমণিজলধিভাসতে ভূসুৱালী-  
 কেলী-নালীক-পালী-দশশতকিরণো বিহ্বদগ্রেসমোহসৌ ॥

যন্ত সপ্তমঃ—যঃ কণটিবসুন্ধরাধিপমহাস্থানে সুবর্ণায়িতো  
 যো বিহ্বলিকষায়িতো নৃপগৃহে বেমাখ্যাপৃথ্বীশিতুঃ ।  
 শ্রীমল্লোল্লটভট্টশিষ্য ইতি যো লোল্লাখ্যয়া শ্রয়তে  
 শ্রীশেষাশ্বয়শেষখরঃ স হি মহাদেবো বিপশ্চিগ্মহান্ ॥

তন্তোক্তিঃ—নিকষায়িতুমীহে বা সুবর্ণায়িতুমেব বা ।  
 সুবর্ণায়িতুমেবেহে নিকষো ন হৃলঙ্ঘিয়া ॥  
 তর্কন্তক্‌তবাবদুকনিচয়ং বাদিষ্মাস্তাং মম  
 ব্যাখ্যাতৃষ্মদারশিষ্যানিবহল্লাঘাং তথা তিষ্ঠতু ।  
 স্বর্লোক-চাবমান-সিক্‌-তটিনী-কল্লোলসল্লাপিনা-  
 মুল্লাসা বচসাং ন কস্ত মনসাং নংকাস্তমংকারিণঃ ॥  
 গতৌহয়ং শঙ্করাচার্য্যো বীরমাহেখরো গতঃ ।  
 ষট্‌চক্রভেদনে কো বা জানীতে মংপরিশ্রমম্ ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

অন্যানন্দকৃত-টীকা ।—ইখমিত্যাदि । সুগমম্ ॥ ১০৪ ॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা ।

অনুবাদ ।—এই প্রকার বাগ্‌দেবতাসিদ্ধ শঙ্করাবতার ভগবান্‌ শঙ্কর কর্তৃক  
 বিচিত্ররূপে গ্রথিত শ্রীসৌন্দর্য্য-সুধানদীরূপ এই স্তোত্র, ধৃতশক্তি তরুণ সাধকগণ  
 সহস্রবার পাঠ করিলে নরেন্দ্রগণসেবিত শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন ॥ ১০৪ ॥

আনন্দলহরী সমাপ্ত ।

## নিরঞ্জনায়ক-স্তোত্র

স্থানং ন মানং ন চ নাদ-বিন্দু-রূপং ন রেখা ন চ ধাতুবর্ণম্ ।

দ্রষ্টা ন দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং, \* তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি স্থান নহেন, ষাঁহার পরিমাণ (সীমা) নাই, যিনি নাদ ও বিন্দু নহেন, যিনি রূপ নহেন, রেখা নহেন, ধাতু ও বর্ণ নহেন, দর্শক ও দর্শনীয় নহেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ১ ॥

বৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজকূলং, শাখা ন পত্রং ন চ বল্লিপল্লবম্ ।

পুষ্পং ন গন্ধো ন ফলং ন ছায়া, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি বৃক্ষ নহেন, বৃক্ষের মূল ও বীজত্ব নহেন, শাখা ও পত্র নহেন, লতা ও পল্লব নহেন, যিনি পুষ্প ও গন্ধ নহেন, ফল নহেন, ছায়া নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বেদো ন শাস্ত্রং ন চ শৌচ-সঙ্কেত,

যজ্ঞো ন জাপ্যং † ন চ ধান-ধেয়ম্ । ‡

হোমো ন যজ্ঞো ন চ দেবপূজা,

তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি বেদ নহেন, শাস্ত্র ( ধর্মশাস্ত্র ) নহেন, শৌচ (পবিত্রতা) নহেন, সন্ধ্যা নহেন, যিনি যজ্ঞ নহেন, জাপ্য নহেন, যিনি আধার নহেন, আধারে স্থাপনীয় নহেন, যিনি হোম নহেন, যজ্ঞ নহেন এবং দেবপূজা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

অথো ন চোর্জং ন শিবো ন শক্তিঃ, পুমান্ ন নারী ন চ লিঙ্গমূর্তিঃ ।

ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্ন চ দেবরুদ্রস্তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি নির নহেন, উর্দ্ধদিক্ নহেন, শিব নহেন, শক্তিও

\* ‘নকঃ’ পাঠ হইলে ছন্দোদোষ হয় না ।

† ‘নতা’ পাঠান্তর ।

‡ ‘ধান-ধেয়ম্’ স-দোষ-পাঠান্তর ।



নহেন, পুরুষ নহেন, নারীও নহেন, যিনি লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন, যিনি ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, রুদ্রদেবও নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

অথগু-থগুং ন চ দগু-দগুং, কালোহপি জীবো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ ।  
গ্রহা ন তারা ন চ মেঘমালা, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি অথগু বা থগু নহেন, দগু নহেন, যিনি দণ্ডের যোগাও নহেন, যিনি কাল (সময়) নহেন, যিনি জীব নহেন, গুরু ও শিষ্য নহেন, যিনি গ্রহ, তারা ও মেঘমালা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

শ্বেতং ন পীতং ন চ রক্তরেতো, হৈমং ন রৌপ্যং ন চ বর্ণবর্ণম্ ।  
চন্দ্রার্কবহ্নেরুদয়ো ন চান্দ্রং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি শ্বেত নহেন, পীত নহেন, যিনি রক্ত বা রেতঃ নহেন, স্বর্ণময় নহেন, রক্তজ নহেন, যিনি চতুর্ধ্ব বা ষণ্ণ: নহেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির উদয় বা তিরোভাব নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

স্বর্গে ন মর্ত্তে নগরে ন সত্রে, জাতেরতীতং ন চ ভেদভিন্নম্ ।  
নাহং ন তত্ত্বং ন পৃথক্ পৃথক্ভাৎ, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি স্বর্গে নহেন, পৃথিবীতে নহেন, নগরে নহেন, সত্র-স্থানে নহেন, যিনি জন্মের অতীত, যিনি ভেদ ও ভিন্ন নহেন, অহং নহেন, তৎ নহেন, ষং নহেন, যিনি পৃথক্ হইতে পৃথক্ নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

গন্তীর-ধীরং ন ঘনং ন শূন্যং, \* সংসারসারং ন চ পাপপুণ্যম্ ।  
ব্যক্তং ন চাব্যক্তম-ভেদভিন্নং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৮ ॥

ইতি নিরঞ্জনার্চকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যিনি গন্তীর নহেন, ধীর নহেন, ঘন নহেন, শূন্য নহেন, যিনি সংসারের সার, যিনি পাপ নহেন, পুণ্যও নহেন, যিনি ব্যক্ত নহেন, অথচ অব্যক্তও নহেন, সেই নির্বিশেষ নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

নিরঞ্জনার্চক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

তীর্থদ্বারকানাথো জয়তি ।

# শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা

## অনুমতি বা আদেশ ভাগ

সংস্কৃত ।

অথ দ্বারকাপুৰ্য্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ

শারদামঠান্নায়ঃ ।

প্রথমঃ পশ্চিমান্নায়ঃ শারদা মঠ উচ্যতে ।

কীটবারঃ সম্প্রদায়স্তস্য তীর্থাশ্রমো পদে ॥ ১ ॥ \*

**অনুবাদ** ।—দ্বারকা নগরীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শারদা-মঠান্নায় কথিত হইতেছে । শারদা-মঠান্নায় শব্দের অর্থ—শারদা-মঠ সম্পর্কে অনু-শাসন । প্রথম এবং পশ্চিমান্নায় শারদা-মঠ নামে প্রসিদ্ধ । সম্প্রদায়ের নাম কীটবার, ( সন্ন্যাসীর ) উপাধি তীর্থ ও আশ্রম । ( এখানে পশ্চিমান্নায় শব্দের অর্থ—সিদ্ধ সৌবীর প্রভৃতি পশ্চিম দেশের ধর্ম্মানুশাসন যথা হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই মঠ ) ॥১॥

দ্বারকাথ্যং হি ক্ষেত্রং স্মাদেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ স্মৃতঃ ।

ভদ্রকালী তু দেবী স্মাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—ক্ষেত্র ( স্থান ) দ্বারকা, দেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর, দেবী ভদ্রকালী, ( প্রথম ) আচার্য্য বিশ্বরূপ । ( বিশ্বরূপের নামান্তর সুরেশ্বর ) ॥ ২ ॥

গোমতী তীর্থমমলং ব্রহ্মচারী স্বরূপকঃ ।

সামবেদস্য বক্তা চ তত্র ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

জীবাত্ম-পরমাত্মৈক্যবোধো যত্র ভবিষ্যতি ।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্রেহত্রিগত উচ্যতে ॥ ৪ ॥ †

**অনুবাদ** ।—গোমতী নির্মলতীর্থ, ( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম স্বরূপ, তিনি

\* 'তীর্থাশ্রমৈঃ স্তভৈঃ' পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† 'গোত্রোৎবিস্ত' উচ্যতে । ইহা প্রসিদ্ধ পাঠ কিন্তু অশুদ্ধ ।

সামবেদ-বক্তা ও তন্নির্দিষ্ট ধর্ম আচরণ করিবেন, বাহাতে জীবাত্মা ও পরমাশ্মার একত্ব বোধ হইবে। তত্ত্বমসি মহাবাক্য, ‘অত্রি’ নাম প্রাপ্ত গোত্রে স্থিতি (প্রথম ব্রহ্মচারীর গোত্র হইতেই মঠের গোত্র নির্দেশ হইয়াছে), ইহা কথিত হয় ॥ ৩-৪ ॥

সিদ্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-মহারাত্রী-সুতথাস্তুরাঃ ।

দেশাঃ পশ্চিমদিক্স্থা যে শারদামঠভাগিনঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—সিদ্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিক্স্থ যে সব অন্তর দেশ—সমস্তই শারদামঠের ভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ শারদামঠের যিনি আচার্য্য, তত্পদটিষ্ট ধর্মমর্যাদা পালনে ঐ সকল দেশবাসী বাধ্য থাকিবেন, আচার্য্যও তাঁহাদিগের ধর্ম্মাচরণে অবহিত থাকিবেন ॥ ৫ ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্মাদিলক্ষণে ।

স্নায়াৎ তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—তত্ত্বমসি—তৎ (১) ত্বং (২) অসি (৩) ত্রিপদরূপ ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে তত্ত্বার্থভাবে সহ স্নান যিনি করিবেন, তাঁহার নাম তীর্থ ॥ ৬ ॥

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশা-পাশ-বিবর্জিতঃ ।

যাতায়াতবিনিমুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আশাবন্ধন-বিবর্জিত হওয়ার যিনি আশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) গ্রহণে সামর্থ্যযুক্ত এবং যাতায়াত অর্থাৎ সংসারে গমনাগমন হইতে মুক্ত, তিনি আশ্রম নামে কথিত হইবেন। (বিশেষণ মধ্যে, তীর্থ এবং আশ্রমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই হেতু তীর্থ ও আশ্রম সংজ্ঞা, ইহাই ভাবার্থ। বিশেষ কথা এই যে, তীর্থ ও আশ্রম এই দুই উপাধি এই মঠাচার্য্যগণের শিষ্যপরম্পরায় হইয়া থাকে। এখন শারদামঠের আচার এই যে, একজন আচার্য্য—তীর্থ ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য—আশ্রম উপাধিধারী হইয়া থাকেন, এই ক্রমে আচার্য্যপরম্পরা চলিতেছে) ॥ ৭ ॥

কীটাদয়ো বিশেষণে বার্য্যাস্তে জীবজন্তবঃ ।

ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—সর্ব্বভূতে করুণাবশতঃ, (কীটাদিও নিহত না হয় এই ভাবে) কীটাদি অপসারণ করেন বলিয়া এই সন্ত্রাদয়ের নাম কীটবার ॥ ৮ ॥

স্ব-স্বরূপং বিজানাতি স্বধর্ম্মপরিপালকঃ ।

স্বানন্দে ক্রীড়িতো নিত্যং স্বরূপো বটুরূচ্যতে ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ।**—(স্বং রূপয়তি,—স্বম্ আত্মানং স্বং স্বীয়ং ধর্ম্মং স্বং নিজানন্দকঃ ;—এইরূপ ব্যাপ্তি অনুসারে ব্যাখ্যা হইতেছে) যিনি স্বকে—আত্ম-স্বরূপকে জানেন, যিনি স্বীয়—আপনার বস্তু অর্থাৎ স্বধর্ম্মপালন করেন, যিনি স্ব-আনন্দে ব্রহ্মানন্দে ক্রীড়ারত, সেই ব্রহ্মচারী ‘স্বরূপ’ নামে কথিত ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠান্নায়ঃ ।

ত্রীত্রীজগন্নাথো জয়তি ।

অথ ত্রীজগন্নাথপূর্য্যাং প্রতিষ্ঠিতো

গোবর্দ্ধনমঠান্নায়ঃ ।

পূর্ব্বান্নায়ো দ্বিতীয়ঃ শ্রাদ্ গোবর্দ্ধনমঠঃ স্মৃতঃ ।

ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পদে স্মৃতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—দ্বিতীয়, পূর্ব্বান্নায় গোবর্দ্ধনমঠ নামে প্রসিদ্ধ । ( পূর্ব্বদেশের ধর্ম্মাভিষেকান যে মঠ হইতে প্রদেয়, তাহা—পূর্ব্বান্নায়,—এইরূপ পরবর্ত্তী উত্তরান্নায় ও দক্ষিণান্নায় শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে ) । ( এই মঠের ) সম্প্রদায় ভোগবার, ( সন্ন্যাসীর ) পদবী বন ও অরণ্য ॥ ১ ॥

পুরুষোত্তমস্ত ক্লেত্রং শ্রাজ্ জগন্নাথোহস্মৈ দেবতা ।

বিমলাখ্যা হি দেবী শ্রাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—এই মঠের ক্লেত্র পুরুষোত্তম—ত্রীপুরুষোত্তম, ক্লেত্রের দেবতা ত্রীত্রীজগন্নাথ, দেবী ত্রীত্রীবিমলা, এবং ( প্রথম ) আচার্য্য পদ্মপাদ ॥ ২ ॥

তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ ।

মহাবাক্যঞ্চ তত্র শ্রাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মহাসমুদ্র—তীর্থ ; ( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম প্রকাশক বা প্রকাশ । সেখানে ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ মহাবাক্যরূপে কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ঋথেদপঠনৈকৈব কশ্যপো গোত্র- \* মুচ্যতে ।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোংকলবৰ্বরাঃ ॥ ৪ ॥

গোড়াঃ স্কন্ধাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ লৌহিত্যাদিসমস্থিতাঃ ।

গোবর্দ্ধনমঠাধীনা দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—ঋথেদ পঠিত হয়, গোত্র কশ্যপ । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উংকল, বৰ্বর, গোড়, স্কন্ধ, পৌণ্ড্র, এবং গোহিত্য ( ব্রহ্মপুত্রতীর ) প্রভৃতি পূর্ব-বিভাগস্থ দেশসমূহ গোবর্দ্ধন মঠের অধীন ॥ ৪-৫ ॥

সুরম্যে নির্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ ।

আশাবন্ধবিন্মুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—সুরম্য—সাধকের চিত্তের অশুকুল—এবং নির্জন স্থানস্বরূপ বনে যিনি বাস করেন এবং আশা ও আসক্তি ধাহার নাই—তাহার ( সেই সন্ন্যাসাশ্রমীর ) নাম ‘বন’ ( বনবাস হেতু ‘বন’ উপাধি ) ॥ ৬ ॥

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে ।

ত্যক্ত্বা সর্বমিদং বিশ্বমরণ্যং পরিকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে নন্দনবন সদৃশ আনন্দজনক ভাবে সদা অবস্থান করেন, তিনি ‘অরণ্য’ নামে কীর্ত্তিত হয়েন ; ( অরণ্যবাস হেতু ‘অরণ্য’ উপাধি ) ॥ ৭ ॥

ভোগো বিষয় ইত্যুক্তো বার্য্যতে যেন জীবিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—বিষয়েরই নাম ভোগ অর্থাৎ ভোগ্য, জীবগণের ভোগনিবারণ ধাহার দ্বারা হয়, সেই যতি-সম্প্রদায় ‘ভোগবার’ নামে কথিত ॥ ৮ ॥

স্বয়ং জ্যোতির্বিজানাতি যোগযুক্তিবিশারদঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোক্তঃ প্রকাশকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধনমঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ** ।—যিনি যোগ-বিশারদ ও বিচারকুশল হইয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান স্বর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রকাশের অস্তিত্ব হেতু ( ব্রহ্মচারী ) ‘প্রকাশক’ নামে খ্যাত ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধন মঠান্নায় সমাপ্ত ।

শ্রীବদରୀନାରায়ণୋ জୟতি ।

অথ জ্যোতির্ধাম্নি প্রতিষ্ঠিতো

জ্যোতির্মঠায়ঃ

তীয়স্তৃত্তরান্নায়ো জ্যোতির্নাম মঠো ভবেৎ

শ্রীমঠশ্চেতি বা তস্য নামান্তরমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—তৃতীয় উত্তরায়, ‘জ্যোতির্মঠ’ \* ইহার নাম । অথবা তাহার নামান্তর শ্রীমঠ ॥ ১ ॥

আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়োহস্য সিদ্ধিদঃ ।

পদানি তস্য খ্যাতানি গিরি-পর্বত-সাগরাঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—এ স্থানের সম্প্রদায় সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ, নাম আনন্দবার । এই মঠের পদবী,—গিরি, পর্বত ও সাগর ॥ ২ ॥

বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

পূর্ণাগিরী চ দেবী স্মাদাচার্য্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ক্ষেত্র বদরীনারায়ণ-ধাম, দেবতা স্বয়ং বদরীনারায়ণ, দেবী পূর্ণাগিরী । ( প্রথম ) আচার্য্য তোটক ॥ ৩ ॥

তীর্থকালকনন্দাখ্যং হানন্দো ব্রহ্মচার্য্যভূৎ ।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম চেতি মহাবাক্যমুদাহৃতম্ ।

অথর্ববেদবক্তা চ ভূত্বাখ্যং গোত্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—‘অলকনন্দা’ তীর্থ, ( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম আনন্দ । এখানে মহাবাক্য ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ । ব্রহ্মচারী, অথর্ববেদবক্তা, ভৃগু গোত্র । ( এই শ্লোক বট্চরণ, ছন্দোগ্রহে বট্চরণ পঙ্ক্তির উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে ) ॥ ৪ ॥

\* জ্যোতির্মঠের প্রসিদ্ধ নাম ‘জ্যোতী মঠ’ এখন এ মঠের অস্তিত্ব নাই । ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল ইহার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতেছেন, এটুকু শুনা গিয়াছে ।

কুরুকাশ্মীরকাম্বোজপাঞ্চালাদিবিভাগতঃ ।

জ্যোতির্মঠবশা দেশা হ্যদীচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কাম্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি উদীচীস্থিত বিভিন্ন প্রকার দেশসমূহ জ্যোতির্মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ ।

গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—গিরিকাননে বাহার নিত্য বাস এবং গীতাধ্যয়নে যিনি তৎপর, গম্ভীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন যিনি, তিনি গিরি নামে অভিহিত । (‘গিরি বনে’—এই শব্দে স্পষ্ট গিরিশব্দ বর্তমান,—তৎপরে ‘গীতাধ্যয়নতৎপর’ এই শব্দে ‘গ’ ও ‘র’ এই দুইটি বর্ণ আছে, ‘গম্ভীরাচলবুদ্ধি’ এ অংশেও ‘গ’ ‘র’ বর্তমান, ‘অচলবুদ্ধি’ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু অচল শব্দ ‘গিরির’ স্মারক । এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা “গিরি” নাম সমর্থিত ) ॥ ৬ ॥

বসন্ পৰ্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ঃ জ্ঞানং বিভর্তি যঃ ।

সারাসারং বিজানাতি পৰ্ব্বতঃ পরিকার্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি পৰ্ব্বতমূলে বাস করত প্রৌঢ় ( প্রবল ) জ্ঞান পোষণ করেন, এবং সারাসারবিজ্ঞ, তিনি পৰ্ব্বত নামে কথিত হয়েন । (‘পৰ্ব্বতমূলে’ এই শব্দে স্পষ্টই পৰ্ব্বত শব্দ বর্তমান, ‘প্রৌঢ়ঃ জ্ঞানং বিভর্তি’ এই শব্দমধ্যেও ‘পৰ্ব্বত’ শব্দের ‘প অ র্ ব অ ত অ এই বর্ণগুলি বিদ্যমান, যথা প্রৌঢ়ঃ—‘প’ ‘অ’ ‘বিভর্তি’—র্ ;—ব্—অ—ত্—‘জ্ঞানং—অ এই ভাবে পৰ্ব্বত নাম সমর্থিত ) ॥ ৭ ॥

তত্ত্বসাগরগম্ভীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ ।

মৰ্যাদাং নৈব লভ্যেত সাগরঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—তত্ত্ববিষয় সাগরের দ্বায় গম্ভীর, জ্ঞান-রত্ন বাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যিনি মৰ্যাদা লভন করেন না, তিনি ‘সাগর’ নামে কীর্তিত হয়েন । ( প্রথম বিশেষণে ‘সাগর’ শব্দই বর্তমান, পরবর্তী দুইটি বিশেষণে সাগরের গুণ উহাতে আছে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, সাগর—রত্নাকর ; ইনি জ্ঞানরত্নের আশ্রয়, সাগর, মৰ্যাদা—বেলা লভন করেন না, ইনিও শাস্ত্রমৰ্যাদা লভন করেন না ) ॥ ৮ ॥

আনন্দো হি বিলাসশ্চ বার্য্যতে যেন জীবিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—আনন্দ শব্দের (এখানে) অর্থ ‘বিলাস’ ইচ্ছিয়স্থ, জীবগণের সেই আনন্দ যিনি নিবারণ করেন, যতিগণের সেই সম্প্রদায়ের নাম ‘আনন্দবার’ ॥ ৯ ॥

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যো নিত্যং ধ্যায়েত তদ্বিৎ ।

আনন্দে রমতে নিত্যমানন্দঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতির্মঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ।**—যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, অনন্ত সত্য জ্ঞানকে ধ্যান করত সদা আনন্দস্বরূপে রত থাকেন, তিনি আনন্দ নামে কথিত । (এ স্থলে ব্রহ্মচারীর নামার্থ কথিত হইল) ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতির্মঠান্নায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিঐরামেশ্বরো জয়তি ।

অথ দক্ষিণদিশি প্রতিষ্ঠিতঃ

শৃঙ্গেরীমঠান্নায়ঃ ।

চতুর্থো দক্ষিণান্নায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠো ভবেৎ ।

সম্প্রদায়ো ভূরিবারো ভূভূবো গোত্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দক্ষিণদেশে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠান্নায় কথিত হইতেছে,—চতুর্থ দক্ষিণান্নায়, নাম শৃঙ্গেরী মঠ । ভূরিবার সম্প্রদায়, ভূভূব গোত্র, ইহা কথিত হয় । (গোত্রাণ্যন্ত সহস্রাণি প্রযুক্তান্তর্কদানি চ।—ইহা বোধায়ন বলিয়াছেন, অতএব ‘ভূভূব’ গোত্র অপ্রসিদ্ধ হইলেও অস্বীকার করা যায় না) ॥ ১ ॥



পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী ।

রামেশ্বরাস্বয়ং ক্ষেত্রমাদিবরাহদেবতঃ ॥ ২ ॥ \*

**অনুবাদ**।—পদবী ৩টি ;—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী । ( এখানে মূলে ছন্দোহীনরোধে ‘সরস্বতী’ উচ্চারণ করিতে হইবে । ) রামেশ্বর ক্ষেত্র, এই মঠের দেবতা আদিবরাহ ॥ ২ ॥

কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সর্বকামফলপ্রদা ।

পৃথ্বীধরাখ্য আচার্য্যস্তত্ত্বভদ্রেতি তীর্থকম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**।—সর্বকামফলপ্রদা কামাক্ষী এই মঠের দেবী । ( প্রথম ) আচার্য্যের নাম পৃথ্বীধর. তীর্থ তত্ত্বভদ্রা নদী ॥ ৩ ॥

চৈতন্যাত্মো ব্রহ্মচারী যজুর্বেদস্য পাঠকঃ ।

অহং ব্রহ্মস্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**।—( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম চৈতন্য, যজুর্বেদপাঠী ; কথিত হয়, তত্রত্য মহাবাক্য অহং ব্রহ্মস্মি ॥ ৪ ॥

অন্ধ্র-দ্রবিড়-† কর্ণাট-কেরলাদিপ্রভেদতঃ ।

শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশান্তে হ্রবাচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**।—অন্ধ্র, দ্রবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণদেশস্থ বিভিন্ন প্রদেশ, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ ।

সংসারসাগরাসার-হস্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—( বিনি ) সদা স্বরজ্ঞানে রত, স্বরবাদী ( স্বরাহুসারেই ফলাফলবস্তা ), কবীশ্বর এবং সংসার-সাগর সংসরণের বিনাশক, তিনি ‘সরস্বতী’ হয়েন । ( প্রথম দুটি বিশেষণে—সরস্বত ও ঈকার-যুক্ত বাক্য আছে, তাহারই বর্ণসঙ্কোচ পূর্বক মিলনে ‘সরস্বতী’ নাম, অথবা সরস্বতীর জ্ঞান বিস্তারিত—কবীশ্বর-শব্দ দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই কারণে সরস্বতী, কিংবা সরস্বতী-নদীর মহিমা মহাভারতে কীর্তিত হইয়াছে—“সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ ব্রহ্মজ্ঞতাঃ

\* ‘আদিবরাহ দেবতা’ পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† ‘অন্ধ্র-দ্রাবিড়’ ইতি পাঠান্তর ।

সদা ন শোচন্তি পরত্র বেহ চ।” ‘তরাত শোকং বশ্মাৎ’ এই ক্রতু্যক্ত ব্রহ্মজ পুরুষলভ্য গতির সমান গতিলাভ সরস্বতী-নদী-সেবনে হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য হেতু সরস্বতী নাম হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

বিজ্ঞাতারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বং ভারং পরিত্যজন্।

দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বভার পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞাতারে যিনি সম্পূর্ণ এবং দুঃখভার জ্ঞানেন না, (তাই) তিনি ‘ভারতী’ নামে কথিত। (‘ভারতী’ সংজ্ঞা প্রথম দু’টি বর্ণ, তিনটি পদেই আছে, ‘দুঃখভারং ন জানাতি’ এই বাক্যে ‘ভার’ ‘তি’ তাহাই ‘ভারতী’ হইয়াছে। নামে বাক্য সঙ্কোচ বর্ণগম ও বর্ণবিপর্যায় হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।

পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনায়া স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্মপদে অবস্থিত, এবং নিত্য পরব্রহ্মরত বলিয়া পুরী নাম কথিত হইয়া থাকে।

(‘পূরি+ক্ত।’ এই পদটির মধ্যে, ‘প’ ‘র’ ‘ই’ আছে, পূর—দীর্ঘ উকারটি নাম বলিয়া হ্রস্ব করিলে, ইকারকে দীর্ঘ করিলে, ‘পুরী’ এই বর্ণবিভাস অনায়াসে হয়। ‘পূর্ণব্রহ্মপদে স্থিতঃ’। এই পূর্ণও পূরি+ত,—তাহা হইতে ‘পুরী’ পূর্ববৎ হইয়াছে। “পরব্রহ্ম-রত” বলিলেও—‘পরব্রহ্মরত’ এই কথাটির মধ্যেও ‘প’ ‘র’ বর্ণদ্বয় আছে। তাহাতে সমগ্র অর্থজ্ঞাপনের জন্য স্বরদ্বয় যোগে ‘পুরী’ হইয়াছে) ॥ ৮ ॥

ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্য্যতে যেন যোগিনাম্।

সম্প্রদায়ো য গীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—ভূরিশব্দের অর্থ সৌবর্ণ্য বা সুবর্ণ, জীবগণের এই সৌবর্ণ্য বা সুবর্ণময়বস্তুর ভোগস্পৃহা বারণে ঈহার কর্তৃত্ব আছে—সেই বতি সম্প্রদায় ‘ভূরি-বার’ নামে কথিত ॥ ৯ ॥

চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনস্তমজ্জরং শিবম্ ।

যো জানাতি স বৈ বিদ্বান্ চৈতন্যেত্যভিধীয়তে ॥১০॥ \*

**অনুবাদ** ।—চেতা-রহিত জ্ঞেয়সম্পর্কশূন্য অনন্ত অজর শিবস্বরূপ চিন্মাত্রকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ চৈতন্য নামে উক্ত হইবেন । অর্থাৎ ( চিন্মাত্রং চেতনং ) ( জানাতি ), চেতাং ন ( জানাতি ) এইরূপ বর্ণবিজ্ঞাস ও অর্থে চৈতন্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

মর্যাদৈষা স্ত্রবিজ্ঞেয়া চতুর্শ্লিষিধায়িনী ।

তামেতাং সমুপাশ্রিত্য আচার্য্যাঃ স্থাপিতাঃ ক্রমাৎ ॥১১॥

ইতি শৃঙ্গেরিমঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ** ।—চতুর্শ্লিষিধানপরায়ণা এইরূপ মর্যাদা উত্তমরূপে বিজ্ঞেয় ; এই সেই মর্যাদাকে আশ্রয় করিয়া আচার্য্যচতুষ্টয় ক্রমে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশৃঙ্গেরিমঠান্নায় সমাপ্ত ।

## অথ মঠানুশাসনম্ ।

আন্নয়াঃ কথিতা হেতে যতীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

তে সর্ব্বৈ চতুরাচার্য্যা নিয়োগেন যথাক্রমম্ ॥ ১ ॥

প্রযোক্তব্যঃ স্বধর্ম্মেষু শাসনীয়ান্ততোহন্যথা ।

কুর্ব্বন্ত গা এব সততমটনং ধরণীতলে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—মঠানুশাসন কথিত হইতেছে ।—এই যতিগণের ( পন্ডিমাদি ভেদে ) পৃথক্ পৃথক্ ‘আন্নায়’ কথিত হইল । পূর্ব্বোক্ত চারিজন আচার্য্য সকলেই গুরুক্রমানুসারে নিয়োগবশে ধর্ম্মপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ; ইহার অন্তর্গত হইলে, তাঁহারা শাসনযোগ্য হইবেন । পৃথিবীতলে সর্ব্বদা ভ্রমণই তাঁহাদের কার্য্য । ( অতএব “এ সময় আমি মঠে অল্পপস্থিত, তাই দোষ হইয়াছে” এরূপ প্রতিবাদ আচার্য্য পক্ষে করা চলিবে না ) ॥ ১-২ ॥

\* ‘চেতনং তদ্বিধীয়তে’ পাঠও আছে ।

† ‘কুর্ব্বন্ত’এব পাঠও দৃষ্ট হয় ।

স্বশ্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিতৈ সঞ্চারঃ স্তবিধীয়তাম্ ।

মঠে তু নিয়তো বাস আচাৰ্য্যস্ত ন যুজ্যতে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—( আমার আদেশ ) স্ব স্ব রাষ্ট্রের ( স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের ) প্রতিষ্ঠা অৰ্থাৎ ধৰ্ম্মস্থিতির জন্ত আচাৰ্য্যগণের পক্ষে সঞ্চার—দেশভ্রমণ উপযুক্তভাবে করণীয় । মঠে আচাৰ্য্যের নিয়ত বাস করা উচিত নহে ॥ ৩ ॥

বর্ণাশ্রমসদাচারে অস্মাভিৰ্যে প্রসাধিতাঃ ।

রক্ষণীয়ান্ত এবেতে স্বে স্বে ভাগে যথাবিধি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—আমরা যে সকল বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়াছি, ( মঠাচাৰ্য্যগণের পক্ষে ) স্ব স্ব অংশলব্ধ দেশে তৎসমস্তই যথা-বিধি রক্ষণীয় ॥ ৪ ॥

যতো বিনষ্টির্মহতী ধৰ্ম্মস্তাত্ৰ প্রজায়তে ।

মান্দ্যং সন্ত্যাজ্যমেবাত্ৰ দাক্ষ্যমেব সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যেহেতু এ সময়ে ধৰ্ম্মের মহতী হানি হইতেছে, অতএব এ সময়ে মহুরতা অবশ্য পরিত্যজ্য—দক্ষতাই আশ্রয় করিবে । অৰ্থাৎ আলস্য না করিয়া কার্য্যে তৎপর হইবে ॥ ৫ ॥

পরম্পরবিভাগে তু প্রবেশো ন কদাচন ।

পরম্পরেণ কৰ্ত্তব্য আচাৰ্য্যেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—আচাৰ্য্যগণ পরম্পরের বিভাগে পরম্পরে কদাচ প্রবেশ করিবেন না, অৰ্থাৎ এক আচাৰ্য্য অন্য আচাৰ্য্যের শাসনাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবেন না, আচাৰ্য্যগণ পরম্পরে এইরূপ ব্যবস্থা ( মৰ্যাদা ) করিয়া রাখিবেন ॥৬॥

মৰ্যাদায়া বিনাশেন লুপ্যেরন্ নিয়মাঃ শুভাঃ ।

কলহান্নারসম্পত্তিরতস্তাং পরিবৰ্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—মৰ্যাদার বিনাশে শুভ নিয়মসমূহ বিনষ্ট হয় । ইহা হইতে কলহরূপ অঙ্গারেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কলহোৎপত্তি বিশেষভাবে বৰ্জ্জনীয় ॥৭॥

পরিব্রাভাৰ্য্যমৰ্যাদাং মামকীনাং যথাবিধি ।

চতুঃপীঠাধিগাং সত্তাং প্রযুক্তীত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—পরিব্রাজক ( সন্ন্যাসী ) মদীয় আশ্রয় মৰ্যাদা এবং চতুঃপীঠে

বিশেষ সত্তা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিবেন। অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম-নিয়ম সন্ন্যাসী স্বয়ং পালন করিবেন, শিষ্যবর্গ দ্বারাও পালন করাইবেন। কিন্তু যে সন্ন্যাসী যে পীঠের আচার্য্য, সেট পীঠের অধীনস্থ দেশ শিষ্যপদবী ব্রহ্মচারী পদবী ইত্যাদি বিশেষ বিষয়গুলির প্রতি সাবধান দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৮ ॥

শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদ-বেদাঙ্গাদিবিশারদঃ ।

যোগজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রাণামস্মদাস্থানমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শুচিত্তযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রবিশারদ, সর্ব-শাস্ত্রের সমগ্রই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্মদায় আহান প্রাপ্ত হইবেন। (আস্থান শব্দের সংস্কৃত অর্থ সভা, ভগবান্ শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠ শাস্ত্রনির্ণয়ে উৎকৃষ্ট সভাস্বরূপ ছিল, এট জ্ঞাত তাঁহার স্থাপিত মঠ ‘আস্থান’ শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। ‘প্রাপ্ত হইবেন,’ ইহার ভাবার্গ উত্তরাধিকারী হইবেন। জনকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

উক্তলক্ষণসম্পন্নঃ স্মাচ্ছেন্মৎপীঠভাগ্ভবেৎ ।

অন্যথারূঢ়পীঠোহপি নিগ্রহার্হো মনামিণাম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যদি ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবেই আমার পীঠভাগী অর্থাৎ আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহা না হইলে, পীঠারূঢ় অর্থাৎ আচার্য্যপদে আরূঢ় ব্যক্তিও মনোবিগণের নিগ্রহযোগ্য হইবে ॥ ১০ ॥

ন জাতু মঠমুচ্ছিদ্যাদধিকারিণ্যুপস্থিতে ।

বিঘ্নানামপি বাহুল্যাদেষ ধর্ম্যঃ † সনাতনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—বিলম্ব যতই অধিক হউক, উপযুক্ত অধিকারী (যথোক্ত গুণসম্পন্ন আচার্য্য) থাকিলে, (কেহ) কখনও মঠ উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। যে হেতু এই ধর্ম সনাতন। অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশকই সনাতন ধর্মের রক্ষক, উপযুক্ত উপদেশকের অভাব হইলে সেই মঠ অকর্ম্মণ্য ॥ ১১ ॥

অস্মৎপীঠে সমারূঢ়ঃ পরিব্রাডুক্তলক্ষণঃ ।

অহমেবেতি বিজ্ঞেয়ো যস্য দেব ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—আমার পীঠে আধিপত্যপ্রাপ্ত পূর্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন

পরিব্রাজক আমারই (শঙ্করাচার্যেরই) স্বরূপ, বলিয়া (সৰ্বসাধারণের) পরি-  
জ্ঞেয় : প্রমাণ—‘যন্ত দেবে’ ইত্যাদি শ্রুতি । অর্থাৎ শ্রুতির মৰ্ম্ম এই—“পরম দেব-  
ভক্তি ও পরম গুরু-ভক্তিবলে, গুট ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়” তাহারই ফলে  
আমার বাহ্য কিছু,—আমার স্থানস্থিত আচার্য্য ও সেইরূপ দেব-গুরুভক্ত হইলে  
মৎস্বরূপই হইবেন ॥ ১২ ॥

এক এবাভিষেচ্যঃ স্যাদন্তে লক্ষণসম্মতঃ ।

তত্তংপীঠে ক্রমেণৈব ন বহুযুজ্যতে কচিৎ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—তত্তংপীঠে পূৰ্ব্বাচার্য্যের অবস্থানে ক্রমে একজন করিয়া  
(পূৰ্ব্বলোকবর্ণিত) লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তি অভিষেচনীয় ; কোথাও বহু ব্যক্তি যুগপৎ  
অভিষেচনীয় নহেন ॥ ১৩ ॥

সুধম্বনঃ সমৌৎসুক্য-নিবৃত্তৌ ধম্মহেতবে ।

দেবরাজোপচারাত্মশ্চ যথাবদনুপালয়েৎ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজা সুধম্বার ধম্ম উদ্দেশ্যে আন্তরিক ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্ত  
তদীয় দেববৎ বা রাজবৎ যে উপচার, তাহা ( পীঠাধিপতি ) যথাযথ রাখিয়া দিবেন ।  
অর্থাৎ রাজা সুধম্বা মঠে যাহা যাহা প্রেরণ করেন, তাহা মহাই, তথাপি তাহা  
আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিবেন না । রাজা সুধম্বা ধর্ম্মের আশায় বড় উৎকর্ষার  
সহিত ঐ সব জব্দা প্রেরণ করেন, প্রত্যাখ্যান করিলে, সুধম্বার উৎকর্ষা-বৃদ্ধি  
হইবে । রাজা সুধম্বা ধার্ম্মিক, তাহার ধর্ম্মার্থ ইচ্ছা পূরণে কোন দোষ নাই, ইহার  
হেতু পরপক্ষে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

কেবলং ধম্মমুদ্दिश्य विभवोऽबाह्यचेतसाम् ।

विहितश्चेत्पकाराय पद्मपत्रनयं ब्रজেत् ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার। অবাহ্যচেতাঃ, ( বাহ্য পদার্থে বাহাদিগের চিত্ত  
একেবারেই নিঃসম্বন্ধ ) তাহাদিগের সম্পত্তি কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ এবং উপকারার্থে  
বিহিত, ঐ বিভব পদ্মপত্রটার প্রাপ্ত হয় ( জল যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় না,  
সেইরূপ ঐ বিভবও আত্মজাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; অতএব সুধম্বরাজ-  
প্রদত্ত উপচারসম্ভার আত্মজ আচার্য্যকে সংলগ্ন করিতে পারে না, কেবল তদ্বার।  
বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা ও পরোপকার হয় ) ॥ ১৫ ॥

সুধম্বা চ মহারাজস্তুদন্তো চ নরেশ্বরঃ ।

ধর্মপরম্পরামেতাং পালয়ন্তু নিরন্তরম্ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—মহারাজ সুধম্বা এবং তদ্বিহীন নরাধিপতিগণও অবিচ্ছেদে এই ধর্মধারা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

চাতুর্ভূষণং যথাযোগ্যং বাঙ্ মনঃকায়কশ্মভিঃ ।

গুরোঃ পীঠং সমর্চেরু বিভাগানুক্রমেণ বৈ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—দেশবিভাগানুসারে অবস্থিত চতুর্ভূষণ—বাক্য, মনঃ, শরীর ও কশ্ম দ্বারা যথাযোগ্য গুরুপীঠ পূজা করিবে । ( পশ্চিম দেশের চতুর্ভূষণ—শারদাপীঠ, পূর্বদেশের চতুর্ভূষণ,—গোবর্দ্ধন পীঠ—ইত্যাদি ক্রমে বিভিন্ন দেশের চতুর্ভূষণ বিভিন্ন পীঠের অর্চনা করিবে ) ॥ ১৭ ॥

ধরামালম্ব্য রাজানঃ প্রজাভ্যঃ করভাগিনঃ ।

কৃতাধিকারী আচার্য্যা ধর্মতন্তুদেব হি ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজগণ স্বাধিকৃত ভূমিসম্পর্কে যেমন প্রজাগণের নিকট হইতে কর নামক একটা ভাগ প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ পীঠাধিকারী আচার্য্য ধর্মসম্পর্কে প্রজাগণের নিকট হইতে ভাগ পাইতে অধিকারী । অর্থাৎ চতুর্ভূষণকে যে গুরুপীঠপূজার আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত, কারণ, রাজা যেমন ভূস্বামী বলিয়া প্রজা তাঁহাকে কর দিয়া থাকে,—সেইরূপ আচার্য্য ধর্মস্বামী—ধর্মীভূষণান তাঁহার নিকট হইতেই লইতে হয়,—সুতরাং তাঁহাকে পূজা করা ও যথাযোগ্য উপহার প্রদান অবশ্য কর্তব্য নহে কি ? ১৮ ॥

ধর্মো মূলং মনুষ্যাণাং সদাচার্য্যাবলম্বনঃ ।

তস্মাদাচার্য্যস্মরণে শাসনং সর্বতোহধিকম্ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—সদাচার্য্যের উপদিষ্ট ধর্ম মনুষ্যদিগের মূলধন, বা মনুষ্যত্বের মূল কারণ, অতএব উত্তম আচার্য্যরত্নের যে শাসন ( উপদেশ ), তাহা সর্ববিধ শাসন হইতে অধিক ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শাসনং সর্বসম্মতম্ ।

আচার্য্যস্য বিশেষেণ হোদার্য্যভরভাগিনঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—অতএব সকলের প্রতি প্রযত্ন-প্রদত্ত, অতীব হোদার্য্যসম্পন্ন আচার্য্যের শাসন বিশিষ্টভাবেই সর্বসম্মত ॥ ২০ ॥

নির্মলাঃ স্বর্গমায়াস্তি কৃত্বা পাপানি মানবাঃ ।

আচার্য্যাক্ষিপদগুপ্ত সন্তঃ স্কৃতিনো যথা ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**।—মানবগণ পাপ করিবার পরে আচার্য্যপ্রদত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে, নিম্নাপ হইয়া পুণ্যশীল সাধুগণের হ্রায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মনুরপ্যাহ গোঁতমোহপি বিশেষতঃ ।

বিশিষ্টশিষ্টাচারোহপি মূলাদেব প্রসিধ্যতি ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**।—এইরূপ ভাবের কথা মনুও বলিয়াছেন, গোঁতমও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মন্বাদি বিশিষ্ট শিষ্টগণের স্বীকৃত আচার মূল হইতেই অর্গাৎ শ্রুতি হইতেই সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

তানাচার্য্যোপদেশাংশ্চ দণ্ডাংশ্চ পরিপালয়েৎ ।

তস্মাদ্রাজা চাচার্য্যশ্চ দ্বাবিনন্দ্যাভিবন্দিতৌ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ**।—অতএব আচার্য্যদত্ত তত্ত্ব উপদেশ ও দণ্ড মানিয়া লওয়া উচিত, অতএব রাজা ও আচার্য্য উভয়েই অনিন্দনীয় এবং অভিবন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মস্য পদ্ধতিরিয়ং জগতঃ স্থিতিহেতবে ।

সর্ববর্ণাশ্রমাণাং হি যথাশাস্ত্রং বিধীয়তে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ**।—জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বগ্রন্থকার বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মপদ্ধতি শাস্ত্রানুসারে এই নির্দিষ্ট হইল ॥ ২৪ ॥

কৃতে বিশ্বগুরুব্রহ্মা ত্রেতায়ামৃষিসত্তমঃ ।

দ্বাপরে ব্যাস এব স্মৃৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসনম্ ।

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্য-

পাদশিষ্যস্য শ্রীশঙ্কর-ভগবতঃ কৃতো মঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ**।—সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতায়ুগে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস, এই কলিযুগাংশে আমি ( শঙ্করাচার্য্য ) বিশ্বগুরু হইতেছি ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসন নামক পঞ্চম অধ্যায়, ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত

মঠান্নায় সমাপ্ত ।



## মোহমুদার । \*

মুঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃস্ব ॥ ৭ ॥ বিতৃষ্ণাম্ ।

যল্লভসে নিজকৰ্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মুঢ়, ধনাগমের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর ; দেহ, বুদ্ধি ও মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর, নিজ কর্ম্মফলে তুমি যে ধন লাভ করিতেছ, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥

কা তব কাস্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব-বিচিত্রঃ ।

কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—কে তোমার স্ত্রী ? তোমার পুত্রই বা কে ? এ সংসার অতি বিচিত্র । তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে ? হে ভ্রাতঃ ! এই তত্ত্ব চিন্তা কর ॥ ২ ॥

\* মোহমুদার বোলটি শ্লোকে রচিত, তাহার প্রমাণ “বোড়শ পজ ঋটিকাভিঃ” ইত্যাদি অন্তিম শ্লোক । দ্বাদশপঞ্জরিকার বারটি শ্লোক—নামের দ্বারাষ্ট বাক্ত । চপটপঞ্জরিকার শ্লোকসংখ্যা নামে বা পরিচয়শ্লোকে নির্দিষ্ট নাই । ইহাতে চপটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখ্যাত্বেদ হওয়া বিচিত্র নহে । বাঙ্গালায় এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনখানি পৃথক গ্রন্থ বা পুস্তিকা । বাণীবিনাস প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থে এক মোহমুদারমধ্যে ৩১টি শ্লোক আছে । চপটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকা পৃথক নাই । বাঙ্গালায় মোহমুদারের শ্লোক চপটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকাতেও আছে । এইটুকু উষ্টবা ।

আমরা আমাদিগের দেশপ্রসিদ্ধি এবং লিখিত প্রমাণ মত মোহমুদার, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চপটপঞ্জরিকাকে পৃথক ‘আদেশ’ বলিয়া বুঝিয়াছি । তিন ‘আদেশ’ নিবন্ধে বহু পত্রের একতা থাকিলেও, আবঙ্গক বোধে কিকিঞ্চ নূতন যোজনা কবিতা তিন জন শিষ্যকে ভগবান্ আচার্য্য পৃথক পৃথক আদেশ প্রদান করেন, ইহাই মনে হয় । প্রমাণ মোহমুদারের শেষে আছে—“বোড়শ পজ ঋটিকাভিঃশেষঃ শিষ্যাণঃ কথিতোহুপদেশঃ । আর দ্বাদশপঞ্জরিকার শেষে আছে—দ্বাদশ-পজ ঋটিকাময় এবং শিষ্যাণঃ কথিতো হ্যুপদেশঃ ।

চপটপঞ্জরিকাতে জানের সঙ্গে ভক্তির সম্মিলন থাকায় উহা সত্যই ‘চপট’ ব্যাপক হইয়াছে । দেহের যেমন পঞ্জর—অস্তি দৃঢ়তাসম্পাদক, অনুশাসন গ্রন্থের এক একটি পদ্যও সেইরূপ । পদ্যগুলিই পঞ্জর । বাহাতে দ্বাদশটি পঞ্জর অর্থাৎ পঞ্জর তুল্য পদ্য, সেই পুস্তিকা বা ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম ‘দ্বাদশ-পঞ্জরিকা’ । আর যে পুস্তিকার সেই পঞ্জর চপট—আকারে এবং বিষয়ে বিস্তৃত, ব্যাপক ; তাহা চপটপঞ্জরিকা ।

† “কুরু তনুবুদ্ধিঃ” মনসি” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । সে স্থলে “তৈ দেহাভিমানী অথবা হে ক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ—মানব । মনে বৈরাগ্য আনয়ন কব” এইরূপ অর্থ হইবে এবং “কুরু সত্ববুদ্ধিঃ মনসি” ইতি পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগৰ্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সৰ্ব্বম্ ।  
মায়াময়মিদমখিলং হিহ্না, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ধন, জন ও যৌবনের গৰ্ব্ব করিও না। কাল নিমেষমধ্যে সকলই হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল সংসার পরিহার করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান হও ॥ ৩ ॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।  
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি নীলবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—পদ্মপত্রস্থিত জল অতীব চঞ্চল, সেইরূপ জীবনও অতিশয় চঞ্চল। এই চঞ্চল জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্য হইলেও উহা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকারূপ হয় ॥ ৪ ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ ।  
ইতি সংসারঃ স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে এবং (মৃত্যুর পর) পুনর্জন্ম জননীজঠরে শয়ন করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ দোষ পরিষ্কৃত; হে মানব! (তথাপি) ইহাতে তোমার সন্তোষ আসে কেন? ॥ ৫ ॥

দিনযামিষ্ঠৌ সায়াং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—দিবা ও রাত্রি, সায়াং ও প্রাতঃকাল, শীত ও বসন্ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, (এইরূপে) কাল ক্রীড়া করে, আর (জীবের) আয়ুঃকর হয়, তথাপি আশাবায়ুর বিরাম নাই অথবা বায়ু (বাতুলতা) আশা ছাড়ে না ॥ ৬ ॥

অঙ্গং বলিতং \* পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।

করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—অঙ্গ লোল, কেশ শুভ্র, মুখ দন্তহীন হইয়াছে, কিন্তু কুম্ভের বাট্ট বাহার অঙ্গ (জরা-কম্পিত) করে ধৃত হইয়া কম্পমান হইতেছে, আশা সেই ধনভাণ্ড ত্যাগ করিতেছে না ॥ ৭ ॥

\* 'অঙ্গং বলিতং' এইরূপ পাঠান্তর আছে।

স্বরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।

সর্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য স্তুখং ন কৰোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—দেবমন্দিরে কিংবা তরুতলে বাস, ভূতল শয্যা এবং যুগচন্দ্র পরিধান এবং ( দারাদি ) সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগস্বখ পরিত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য কাহার স্তুখ উৎপাদন না করে ? ৮ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসঙ্কৌ ।

ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র হুঃ বাঙ্কশ্চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা স্বজন, কাহারও সহিত বিবাদ বা সন্ধি বিষয়ে আগ্রহ রাখিও না । যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে সর্বত্র সমচিত্ত হও ॥ ৯ ॥

অক্ট কুলাচল- \* সপ্তসমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুত্রনন্দরদিনকররুদ্রাঃ ।

ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই জগৎ এ সকল কিছুই নাই ; ( সবই মায়াকল্পিত ) অতএব কি জন্ত শোক করিতেছ ? ১০ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকৌ বিষ্ণুর্থার্থং কুপ্যসি ময়াসহিষ্ণুঃ ।

সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, † সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—তোমাতে আমাতে এবং অন্য সকল বস্তুতেই একমাত্র

\* মৎস্তপুরাণাদি এবং অভিধানে ভারতবর্ষের সপ্ত কুলাচল পরিগণিত হইয়াছে । জম্বুদ্বীপের নববর্ষের সীমান্ত পর্বতরূপে যে আটটি পর্বত শ্রীমদ্ভাগবতে গণিত হইয়াছে, তাহা জম্বুদ্বীপের কুলপর্বত । কারণ, এই আটটি পর্বতাদি গিরির রাজা হুমের “কুলপর্বতরাজ” নামে কথিত হইয়াছেন । তিনি ইলানুত বর্ষের মধ্যস্থিত, কিন্তু সীমান্ত পর্বত নহেন ।

ভারতের সপ্ত কুলাচল কথা.—মৎস্তপুরাণে—

মহেন্দ্রো বলয়ঃ সন্ধ্যঃ শুভিস্তানুষ্কবানপি ।

বিজ্ঞান পারিপাশ্রব ইত্যেতে কুলপর্বতাঃ ॥

জম্বুদ্বীপের অষ্ট কুলাচল যথা,—শ্রীমদ্ভাগবত ১৬ অধ্যায়—

যস্মিন্ নববর্ষাণি নবযোজনসহস্রারামান্যঃ সর্বদা গিরিভিঃ স্থিতিভূতানি ভবন্তি । এষাং মধ্যে ইলানুতঃ নামাগন্তুরবর্ষঃ যন্ত নান্যামবাস্ততঃ সর্বতঃ সৌবর্ষঃ কুলগিরিরাজো মেরু... প্রবিষ্টঃ । ইত্যাদি । ১। নীলঃ । ২। যেতঃ । ৩। শৃঙ্গবান্ । ৪। নিষধঃ । ৫। হেমকূটঃ । ৬। হিমালয়ঃ । ৭। মাল্যবান্ । ৮। গন্ধমাদনঃ । এই অষ্ট কুলাচল এইখানে স্মৃতি ।

† সর্বং পশ্যত্মানম্—ইতি পাঠান্তর ।

বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন ; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি বুধাই কোপ করিতেছ । স্বীয় আঘাতে সর্বভূতের স্বরূপ দর্শন কর এবং সর্বত্র ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

বালস্তাবৎ ক্রৌড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তাময়ঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লয়ঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—বালক ক্রৌড়াতে আসক্ত ; তরুণ তরুণীতে অনুরক্ত ; বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন ; ( কিন্তু ) কেহই পরব্রহ্মে লয় নহে ॥ ১২ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ স্মখলেশঃ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে স্মখের লেশমাত্র নাই । কেন না, পুত্র হইতেও ধনবান্দিগের যে ভীতি ( হয় ), এই নীতি সর্বত্র কথিত ॥ ১৩ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, বার্ভাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ থাকিবে, তত দিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে । অন্তর তোমার শরীর ( বৃদ্ধাবস্থায় ) জরাজীর্ণ হইলে ( যখন উপার্জনে অক্ষম হইবে, তখন ) তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না ॥ ১৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোহহম্ ।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মুঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, এই ভাবে আত্মসন্ধান করিবে । আত্মজ্ঞানবিহীন মুঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সংসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নিম্নোহহম্ ।

নিশ্চলিতত্বং নিম্নোহহত্বে, জাবম্মুক্তিনিশ্চলিতত্বে ॥ ১৬ ॥ \*

অনুবাদ ।—সংসঙ্গ হইতে নিঃসঙ্গত্ব হয়, নিঃসঙ্গত্ব হইলেই নিম্নোহম্

\* ‘নিম্নোহহত্বে নিশ্চলিতত্বং নিশ্চলিতত্বে জাবম্মুক্তিঃ’ বাগ্‌বিলাসে এই পাঠ, কিন্তু অন্তিমবর্ণ মিলে যে পদরচনা চলিয়া আসিতেছিল, তাহার ভঙ্গ হয় । বোড়শ সংখ্যা পুরণের জন্য এই শ্লোকটি দেশান্তরের পুস্তক হইতে সংগৃহীত । বাঙ্গালায় বোহম্মুলপরে এই শ্লোক নাই ।

হয়, নিশ্চলিতত্ত্ব নির্যোহস্বের সঙ্গেই হয়, জীবমুক্তিও নির্যোহস্বের সমকালীন ॥ ১৬ ॥

ষোড়শপঞ্জিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ ।

যেমাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি মোহমুদগরঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ ।**—এই ষোড়শপঞ্জিকা কবিতা দ্বারা সম্পূর্ণ উপদেশ শিষ্য-গণকে প্রদত্ত হইল । ইহাতে যাহাদের বিবেকের উদয় না হইবে, তাহাদের বিবেক জন্মাইবে কে ? ॥ ১৭ ॥

মোহমুদগরঃ সমাপ্ত ।

## দ্বাদশপঞ্জরিকা ।

মৃত জহীহি ধনাগমভৃষণাং, কুরু সদবুদ্ধিং মনসি বিতৃষণাম্ ।

যল্পভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মৃত ! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ পূর্বক হৃদয়বুদ্ধি দ্বারা সদসদ্বিবেচনা করিয়া মনের প্রতি বিরক্ত হও, এবং আপন কর্ম্মফলসত্ত্বে যে ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥ ১ ॥

অর্থম্ননর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর । এই অর্থ দ্বারা কিঞ্চিদ্ভ্রাত্তও সুখ হইতে পারে না, পরন্তু সর্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, বাঁহারা ধনশালী, আপন পুত্র হইতেও তাঁহাদিগের (প্রাণের) ভয় হয় ॥ ২ ॥

কা তে কাস্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ ।

কশ্চ ত্বং বা কুত আয়াতন্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ভ্রাতঃ ! এই সংসার বড়ই বিচিত্র ; ভাই, যথার্থ চিন্তা

করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্তা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ ? ৩ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগৰ্ব্বং, হরতি নিমেঘাৎ কালঃ সৰ্ব্বম্ ।  
মায়াময়মিদমখিলং হিহা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ভ্রাতঃ ! ধন, জন ও যৌবনের গৰ্ব্ব করিও না, (জগদন্ত-কারী) কাল নিমেঘমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে । আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জন পূৰ্ব্বক শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোহহম্ ।  
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি কে, এই আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর । ( কারণ ) যাহারা আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে পরাশ্রুত, তাহারা নরকময় হইয়া পচিতে থাকে ॥ ৫ ॥

স্বরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ \* শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।  
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য স্ত্বং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবালয়-সন্নিহিত বৃক্ষতলে বাস, ভূমিশয্যা, চন্দ্রপরিধান, এইরূপে, গৃহ, শয্যা, পটবাসাদি সৰ্ব্ববিধ বিষয়ভোগ-ত্যাগ হেতু বৈরাগ্য কাহার স্ত্ব সম্পাদন করে না ? ৬ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসঙ্কৌ ।  
ভব সমচিন্তঃ সৰ্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছাশ্চিরাদ্যদি বিষ্ণুত্মম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যদি তোমার অচিরকালমধ্যে বিষ্ণু-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু, বৃদ্ধ বা সন্ধি কিছুতেই আসক্তি রাখিও না, সৰ্ব্বত্র সমদর্শী হও ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্নত্রেকৌ বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মম্যাসহিষ্ণুঃ ।  
সর্বগ্নিম্মপি পশ্চাত্তানং, সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—তোমাতে, আমাতে ও অন্তান্ত ব্যক্তিতে একই বিষ্ণু

\* 'স্বরমন্দির-তরুতলনিবাসঃ' পাঠান্তর ।

বিজ্ঞান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া। বৃথা কোপ করিতেছ কেন ? ( নিজের উপর কেহ কোপ কি করে ? ) তুমি সৰ্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং সৰ্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্ ।

জাপ্যসমানসমাধিবিধানং কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** ।—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, কোন্ বস্তু নিত্য এবং কি অনিত্য বিবেচনা পূৰ্ব্বক ইহার বিচার এবং জপসহ সমাধি অমুষ্ঠান কর, অর্থাৎ ব্রহ্মে একনিষ্ঠ সমাধি ধারণকে রক্ষা কর । ( অব—রক্ষ, ধানং—ধারণম্ ) ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্ ।

বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—জানিবে, যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত ; ( অতএব অবিলম্বে এমন কার্য্য কর, অনিত্য জীবন, ব্যাধি ও অভিমান এবং শোক কিছুই তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না ) ॥ ১০ ॥

কা তেহৃষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা ।

যন্তাং হস্তে হৃদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** ।—অষ্টাদশ দীপে চিন্তা তোমার কেন ? ওহে বাতুল, তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই ? যে তোমাকে বুঝাইতে পারে, তোমার হস্ত দৃঢ়বদ্ধ, সামর্থ্য প্রকাশাদি তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিপরীত কৰ্ম্ম । ( তোমার ইচ্ছায় কৰ্ম্মই হয় না ) ॥ ১১ ॥

গুরুচরণান্বজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরান্দ্রব মুক্তঃ ।

ইন্দ্রিয়মানসনিয়মান্দেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—শ্রীগুরুচরণাঘুজে দৃঢ় ভক্ত হইয়া তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত হও, কারণ, এই প্রকারে ( গুরুভক্তিবলেই ) ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করার ফলে নিজ হৃদয়স্থিত দেবকে—স্বপ্রকাশ আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যুপদেশঃ ।

যেযাং চিত্তং নৈতি বিবেকং, তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্ ॥১৩॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

**অনুবাদ।**—দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এই উপদেশ শিষ্যদিগকে প্রদান করিলাম, বাহাদের চিত্ত ইহাতেও বিবেকযুক্ত হইবে না, তাহাদের বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নানা প্রকার নরক প্রাপ্ত হইয়া পচিতে থাকিবে ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ ।

## চৰ্পটপঞ্জরিকা ।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাগুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ননু মৃঢ়মতে ।

প্রাপ্তে সন্নিধিমথ তে মরণে, নহি নহি রক্ষতি স ডুকৃঙ্করণে ।\*

( ধ্রুবপদম্ )

**অনুবাদ।**—দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত-ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥ ১ ॥

হে মৃঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর । ( কারণ ) অতঃপর তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ( ব্যাকরণ পাঠের সময়ে, তোমার পুনঃ পুনঃ সেবিত ) সেই ডুকৃঙ্করণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৩ ॥

\* ‘ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মৃঢ়মতে । প্রাপ্তে সন্নিধিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্করণে ।’ ইহা প্রচলিত পাঠ, কিন্তু ছন্দোভঙ্গানিহিত । ‘ডুকৃঙ্করণে’ এইরূপ পাঠ বীকার করিলে ঐ চরণে ছন্দোদোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অকৃত উচ্চারণের সোপানস্বরূপ বলিতে হয় ।



অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসম্ম্পিতজানুঃ ।

করতলভিক্ষস্তরুতলবাস- \* স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ ॥ ২ ॥

ভজ গোবিন্দং—ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—হে মৃতমতে ! (তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে) তুমি সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জালু বিস্তৃত করিয়া থাক, (তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই) করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, (তোমার বাসগৃহ নাই) তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশাপাশ (তোমাকে) পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়াজ্জরদেহে, বার্তাং পৃচ্ছতি কোহপি ন গেহে॥৩॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—হে মৃতমতে ! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে তোমার দেহ জরায় জর্জরীভূত হইলে (ধনোপার্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইলে) তোমার গৃহে কেহই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না । অতএব (ঐক্লপ পরিবারবর্গের আশায় বুধা সময়ক্ষেপ না করিয়া) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

জটিলো মুণ্ডী লুপ্তিতকেশঃ, কাষায়ান্বরবহুকৃতবেশঃ ।

পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি মূঢ়, উদরনিমিত্তং বহুধাগৃঢ়ঃ ॥ ৪ ॥ †

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—জটধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড, উৎপাটিত-কুন্তল ‡ রক্তীন বস্ত্রের বিবিধ বেশধারী যেই হউক, মোহবশতঃ (ইহা দেখিয়াও দেখিতেছে না) উদরের জন্ত বহু প্রকারে আত্মপ্রচ্ছাদন করিতে হইতেছে । মূঢ় মানব ! অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

\* 'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' পাঠান্তর ।

† 'বহুকৃতবেশঃ' পাঠান্তর ।

‡ পূর্বকালে ইহার 'কেশোন্নুগু' নামে প্রসিদ্ধ ছিল । এই সম্প্রদায়ের লোকে নিজ উৎপাটিত কেশ দ্বারা কঙ্কল প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করিত ।

ভগবদগীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা গীতা ।

সকৃদপি যন্ত মুরারিসমর্চা, তন্ত যমঃ কুরুতে নহি চর্চাঃ ॥৫॥ \*

ভজ গোবিন্দঃ ইত্যাদি ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি ভগবদগীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চনা করিয়াছে, তাহার যত চর্চাই ( তৎসম্বন্ধে সমালোচনা ) থাক না যেন, যম তাহা করিতে পারে না ; অর্থাৎ সে ব্যক্তি যমের অধিকার-বহির্ভূত, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না ; অতএব হে মৃত্যুতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।

বুদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যশা পিণ্ডম্ ॥ ৬ ॥

ভজ গোবিন্দঃ ইত্যাদি ।

**অনুবাদ।**—বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হয়, মুখ দন্তহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা তাহার দেহপিণ্ড ত্যাগ করে না, দেহ নইয়া চিরতরে আশা পোষণ করে । ( কিন্তু এ দেহ যাইবেই । আশা মিটিবে না । কাজেই দুঃখও রহিয়া যাইবে, অতএব বুঝা আশা ছাড়িয়া ) হে মৃত্যুতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবস্তরুণীরক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥ ৭ ॥

ভজ গোবিন্দঃ ইত্যাদি ।

**অনুবাদ।**—বাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে বৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অহুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাপ্ত হইলে নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অহুরক্ত হয় না ; ( অতএব ) হে মৃত্যুতে ! তুমি ( এই সময়ে ) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্ ।  
 ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপয়াপারে পাহি মুরারে ॥ ৮ ॥  
 ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—( মরণের পর ) পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ ও পুনরায় জননীজঠরে বাস । অতএব এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই । হে মুরারে ! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর । ( অতএব ) হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ ।  
 পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ॥ ৯ ॥  
 ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—পুনর্কীর রজনী, পুনর্কীর দিন, পুনর্কীর পক্ষ, পুনর্কীর মাস, পুনর্কীর অয়ন ( উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন ) ছয় মাস, পুনর্কীর বর্ষ ছাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি আশা ও ক্রোধ (জীবকে) ছাড়ে না । ( আশা চ অমর্ষশ্চ সমাহারঘৃণ ) অর্থাৎ আশা ও আশা-ব্যাঘাতে ক্রোধ সমানই আছে । অথবা ‘আশা মর্ষম্’ দুইটি পদ, মর্ষ শব্দের অর্থ সহন,—আশা তাহার সহিষ্ণুতা ছাড়িতেছে না, যতই কাল অতীত হউক, আশা—সহিয়া আছে । ( এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্রেশের নিবৃত্তি হইবে না ) অতএব হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুক্রে নীরে কঃ কাসারঃ ।  
 নষ্টে দ্রব্যে \* কঃ পরিবারো, ভ্রাত্রে তন্ত্রে কঃ সংসারঃ ॥ ১০ ॥  
 ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বার্দ্ধক্য হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুক হইলে যেমন স্রোতের থাকে না, ধনাভাব হইলে যেমন পোষ্য পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সংসারও থাকে না । ( একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব ) হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং, দৃষ্ট্বা মাগা \* মোহাবেশম্ ।  
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্ ॥ ১১ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—নারীগণের স্তনমণ্ডল ও নাভিসন্নিবেশ দর্শন করিয়া মোহে অভিভূত হইও না । উহা মাংস ও বসার বিকারমাত্রই ; ইহা বারংবার মনে বিচার করিয়া দেখিবে । ( ফলে সকল মোহমুক্তির মূল গোবিন্দ-ভজনা, তাই বলি, ) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

কস্তুং কোহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ ।  
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্ ॥ ১২ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—তুমি কে ? আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? আমার জননী কে ? পিতা কে ? এই প্রকারে সমস্তই যে অসার, তাহা চিন্তা কর ও বিচারে যাহা স্বপ্ন তুল্য, সেই বিশ্ব ছাড়িয়া হে মুঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্ ।  
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিন্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ॥ ১৩ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—গীতা ও নারায়ণের সহস্র-নাম গান করিবে, অনবরত শ্রীপতির রূপ ধ্যান করিবে, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ করিবে এবং দীনজনকে ধনদান করিবে । হে মুঢ়মতে ! এইরূপে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কা তে কাস্তা-ধন-গত-চিন্তা বাতুল ! কিং তে নাস্তি নিয়ন্তা ।  
ত্রিজগতি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ১৪ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—রে বাতুল ! স্বী ও ধনবিষয়ে তোমার চিন্তা কি ? তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই, ( নিয়ন্তা থাকিলে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেন । ) জগতে সজ্জনসঙ্গই সংসার-সাগর-পারের একমাত্র নৌকা, বিষয়চিন্তায় সংসারপার হওয়া যায় না ; অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, তাবৎ কুশলং পৃচ্ছতি গেহে ।

গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্র্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—যাবৎ দেহে জীব বিদ্বমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে দেহ হইতে যখন জীব অপস্থত হয়েন, তখন ভার্য্যারাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয় ; অতএব দৈহিক বিষয় ভজনা ছাড়িয়া গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

স্বথতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ ।

যত্বেপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ॥১৬॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—মানবগণ স্বখলালসায় যুবতী-সম্ভোগ করে, হায় ! পরে দেহ রোগাভিভূত হইয়া পড়ে । যদি চ (একমাত্র) মরণই (সেই দৈহিক রোগ হইতে) রক্ষা করে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতেছে না । হে মূঢ়মতে ! অর্থাৎ মরণের পর যে আবার জন্ম, জন্ম হইতেই নানা দুঃখ, এ জ্ঞান তাহার নাই,—তাহা বুঝিয়া বিষয়ভোগের পরিবর্তে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

রথ্যা কপটবিরচিতকঙ্কঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জিত-পান্থঃ ।

যোগী যোগনিযোজিতচিত্তঃ রমতে যদ্বদ্বালোন্মত্তঃ \* ॥ ১৭ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—রথ্যা-পতিত চীরখণ্ডের কঙ্কাধারী পাপপুণ্যবর্জিত পথের পথিক যোগী, যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়া বালক ও উন্মত্তের হ্রাস (আত্মভাবহীন) রত থাকে, (সেই যোগলাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

\* নাহং ন তং নাহং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ইতি পাঠান্তর । ‘রমতে বালোন্মত্তব-দেহ’ ইহা শেষ চরণের পাঠান্তর ।

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্ ।

জ্ঞানবিহীনঃ সপুনরনেন ব্রজতি ন মুক্তিঃ \* জন্মশতেন ॥ ১৮ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ।**—(মানব) গঙ্গাসাগরে গমন করিতেছে, ব্রত করিতেছে অথবা দান করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানহীন হইলে এ সকল দ্বারা শতজন্মেও সে মুক্তিলাভ করিবে না । (অতএব জ্ঞানলাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বাহসঙ্গরতো বা † ।

যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং পশ্চন্নন্দতোব জগত্তম্ ‡ ॥ ১৯ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

**অনুবাদ।**—ঋষিঃ চিত্ত ব্রহ্মরত, তিনি যোগী হউন, ভোগী হউন, জনসঙ্গী হউন বা নিঃসঙ্গ হউন, ঠাঁহার দর্শন পাইলেই জগৎ (কেবল বোকা মানব নহে, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত) আনন্দময় হইবে (সেই ব্রহ্মরতি লাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

## সাধন-পঞ্চক বা উপদেশ-পঞ্চক ।

বেদো নিত্যমধীয়াতাং তদুদিতং কৰ্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়াতাং,

তেনেশ্চ বিধীয়াতামপচিতিঃ কামে † মতিস্তুজ্যাতাম্ ।

পাপৌষঃ পরিধূয়াতাং ভবন্তু দোষোহনুসঙ্কীয়াতা-

মাত্তোচ্ছা ব্যবসীয়াতাং নিজগৃহাতুর্গং বিনির্গম্যাতাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, তত্তাবতের দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচর্যা কর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দেও, সংসারসুখের অনিত্যত্বাদিদোষের

\* ‘জ্ঞানবিহীনে সর্বমতেন মুক্তির্ভবতি’ ইতি । ‘জ্ঞানবিহীনে সর্বমতেন মুক্তির্ভবতি’ ইতি এবং ‘জ্ঞানবিহীনঃ সর্বমতেন ভজতি ন মুক্তিঃ’ ইতি পাঠান্তর ।

† ‘সঙ্গবিহীনঃ সঙ্গরতো বা’ ইতি বাণীবিলাস পাঠ ।

‡ ‘নন্দতি নন্দতি নন্দতোব ।’ বাণীবিলাস পাঠ ।

¶ ‘কামো’ ইতি পাঠান্তরম্ ।

অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানেচ্ছা নিশ্চিতভাবে অবলম্বন কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হও অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সংস্খ বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং,  
শাস্ত্রাদিঃ পরিচীয়াতাং দৃঢ়তরং কৰ্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্ ।  
সদ্বিদ্ধানুপভুজ্যতাং \* প্রতিদিনং তৎপাছুকা সেব্যতাং,  
ত্রৈলোক্যাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—সাধুসঙ্গ কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি কর ; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ কর, সংসারপাশরূপ সকাম কৰ্ম্মসকলকে আশু বিসৰ্জন দাও ; সদ্বিদ্ভাবানু শুরুর উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাছুকার পরিষেবা কর, একাক্ষর পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্য যথাবিধি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং,  
দুস্তর্কাং সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোহনুসন্ধীয়তাম্ ।  
ত্রৈলোক্যান্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং,  
দেহেহহ্ম্যতিরুজ্জ্যতাং বুদ্ধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—মহাবাক্যার্থ বিচার কর, বেদান্ত-পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, শ্রুতিসম্মত তর্কের তত্ত্বানুসন্ধান কর, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ চিন্তা কর, গর্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্ম-গণের সহিত বিবাদ বর্জন কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎসতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং,  
স্বাহ্নম্ ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাং প্রাপ্তেন সন্ত্যজ্যতাম্ ।  
শীতোষ্ণাদি বিষহতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতা-  
মৌদাসীন্যমভীপ্সতাং জনকুপানৈষ্ঠ্যুর্মুৎসজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের প্রার্থনা করিও না, বিধিবশে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও. শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সহ্য কর, বৃথা বাক্যকথন

\* ‘সন্ধিস্তো হ্যাপস্থ্যতাম্’ পাঠান্তর ।

পরিভাগ কর, সাংসারিক তাবধিষয়েই ঔদাসীন্তকেই অভীপ্সিত কর এবং লোকের প্রতি সৰুৰূপ ও কঠোর এই উভয় ভাবই পরিহার কর ॥ ৪ ॥

একান্তে স্থখমাস্বতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং,  
পূর্ণাত্মা স্নসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্ ।  
প্রাক্কৰ্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং \* চিতিবলান্নাপ্যন্তরে † শ্লিষ্যতাং,  
প্রারব্ধস্থিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—নিৰ্জ্জন প্রদেশে স্থখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, উত্তমরূপে ও সম্যক্‌প্রকারে পূর্ণাত্মা নিরীক্ষণ কর, জগৎ তাহাতেই উপসংস্কৃত ইহা দর্শন কর, পূৰ্ব্বকৰ্ম্মকে বিলীন কর, জ্ঞানবলে পরবর্তী কৰ্ম্মে সংশ্লেশ শূন্য হইবে, প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ভোগ কর, অনন্তর পর-ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হও ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং প্রপঠন্ ॥ মনুষ্যঃ  
সঙ্কিস্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য ।

তস্মাশ্চ সংসৃতিদবানলতীত্রঘোর-

তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

সাধনপঞ্চকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যিনি প্রতিদিন এই শ্লোক-পঞ্চক উত্তমরূপে পাঠ করত স্থিরচিত্তে ইহার অর্থ-চিন্তন করেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞান-প্রসাদে লীলাই তাঁহার সংসাররূপ দাবানলের ঘোর তীব্র তাপ প্রশমিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

সাধনপঞ্চক সমাপ্ত ।

সম্পূর্ণ

\* ‘প্রবিলাপ্যতাং’ ইতি পাঠান্তর ।

† ‘শ্লিষ্যতঃ’ ইতি পাঠান্তর ।

‡ ‘পঠতে ব্রহ্মা’ অতঃ পঠ দৃষ্ট হয় :









